

প্রকাশক :

ফার্মা কেএলএম (প্রাইভেট) লিমিটেড,  
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,  
কলিকাতা-৭০০০১২।

প্রথম প্রকাশ—১৯৭৭

© হংসনাবাষণ ভট্টাচার্য

মুদ্রক :

ঐশ্বর্যকেন্দ্রনাথ জানা

মর্মবাণী প্রেস

১৭-এ, যোগীপাড়া বাই লেন,

কলিকাতা-৭০০০০৬।

গ্রন্থকাবের অন্ত্যন্ত বই :

বাত্মগানে মডিলাল বায় ও তাঁহার সম্প্রদায়

রবীন্দ্রসাহিত্যে আর্থ প্রভাব

বাজালা মঙ্গলকাব্যের ধারা

বাজালা নাট্যসাহিত্য পরিচয়

মন্দির ত্যজি যব (উপস্থাপন)

---

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থায়নকৃত এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বহুমূল্যের কাগজে মুদ্রিত।

মদীয় কুলগৌরব  
বিশ্রুতকীর্তি বঙ্গবিখ্যাত পণ্ডিত  
স্বর্গীয় হরিনাবায়ণ তর্কগঙ্গানন

ও

তৎপুত্র বিদ্বজ্জনাগ্রগণ্য  
স্বর্গত জীবামচন্দ্র শ্যামবাগীশ  
মহাশয়স্বয়ের পুণ্য স্মৃতিব উদ্দেশ্যে  
এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল ।



	পৃষ্ঠা
আর্যধর্মের বিবর্তন :	১—৫
যজ্ঞাহুষ্ঠানের দ্বারা দেবতার তুষ্টিবিধানের বীতি—মূর্তি- পূজার প্রচলন—যজ্ঞাহুষ্ঠানের তাৎপর্য—দেবতার স্তরবিভাগ ও প্রাধান্য-পরিবর্তন ।	
ঋষেদের একেশ্বরত্ব :	৬—১৭
বৈদিক যুগে বহু দেবতাব উপাসনা—ঋষেদের দশম মণ্ডলে একেশ্বরত্বের আভাস—ঋষেদের পুরুষ—উপনিষদেব ব্রহ্ম ও গীতাব শ্রীকৃষ্ণ—ঋষেদের অন্যান্য মণ্ডলেও বহু দেবতার মধ্যে একেশ্বরের উপলব্ধি—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিমত বিচার ।	
পুরাণে একেশ্বরবাদ :	১৮—২৩
পুরাণতত্ত্ব ও সাহিত্যে বহুদেবতাব উপাসনার মাধ্যমে এক সর্বময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা—এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অভিমত ।	
ভারতে মূর্তিপূজা :	৩০—৪৭
মূর্তিপূজার হেতু—বৈদিক দেবতার আকাব—বৈদিক যুগে মূর্তিপূজা সম্পর্কে পণ্ডিতদেব অভিমত বিচার—ঐশ্বর্য যুগে মূর্তিপূজার ব্যাপকতা—গ্রীক দেবতা ও মূর্তিপূজা—বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রাচীন মূর্তি মূর্তিপূজার অস্তিত্ব ।	
দেবতার স্বরূপ :	৪৮—৫৪
পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অভিমত—বৈদিক দেবতা সুদীর্ঘ রূপ বা গুণভেদেব প্রকাশ ।	
দেব ও অসুর :	৫৫—৭০
পুরাণে দেবাসুরের সংগ্রাম—অসুর কি অনার্য জাতি ?— দেবাসুরের সংগ্রাম ও আর্য-অনার্য সংগ্রাম—অসুর	



পূজকদেব পরাভব ও ইবাণ অঙ্কনে পলায়ন—অম্বর শরীরী  
জীব নষ্ট—দেব-বিবোধী শক্তিই অম্বর ।

অগ্নি :

..

৭১—২৬

বৈদিক দেববর্গের মধ্যে অগ্নি প্রাধান্য—অগ্নি বিভিন্ন রূপ  
—সর্বভূতের আত্মারূপী অগ্নি—অগ্নি রূপকল্পনা ।

সূর্য :

...

২৭—১২৩

কথোদেব সূর্য—বামাধন, মহাভারত-পুরাণে সূর্য—সূর্যই ব্রহ্ম-  
রূপী—সূর্যের অস্থ ও বধ—সূর্যের বধচক্র—সূর্যের আকার—  
সূর্য ও গবিতা—পুরাণে-তন্ত্রে সূর্যের মূর্তি—মুদ্রায় সূর্যের  
প্রতীক ও মূর্তি—পাঁচত্র দেশীয় সূর্যোপাসনা ।

মিত্র :

..

১২৪—১২৭

মিত্র ও বরুণ—ইতু পূজা—ঋগ্বেদে মিত্র—অত্নাত্র দেশে  
মিত্রপূজা ।

পূষা :

..

১২৮—১৩৪

পূষা ষাণ্মার আবদেব দেবতা—পশুবন্ধক পূষা—পূষা সূর্য—  
উপনিষদ ও রবীন্দ্রকাব্যে পূষা ।

অজ একপাদ :

..

১৩৫—১৩৬

অজ একপাদ শব্দেব তাৎপৰ্য—অজ একপাদ দেবতাব স্বরূপ ।

অদিতি ও আদিত্য :

..

১৩৭—১৫৫

অদিতি দেবজননী—অদিতি সম্পর্কে সায়নাচার্যের অভিমত  
—অদিতি ও পৃথিবী—অদিতির গুণ আদিত্য—আদিত্য-  
গণের সংখ্যা ও স্বরূপবিচাৰ—অদিতির স্বরূপ ।

ইন্দ্র :

..

১৫৬—২৫৭

বেদে ইন্দ্রের প্রাধান্য—ইন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন অম্বর ও বৃদ্ধবধ—  
দেবরাজ ইন্দ্র—ইন্দ্রেব সোমপান—দধীচির অস্থিতে ষষ্ঠী কর্তৃক  
বহু নির্মাণ—দধীচিৰ অস্থমুখ—ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিগিৰাবধ—  
নমুচিবধ—পৰ্বতের পক্ষচ্ছেদ—ইন্দ্রেব পিতৃহত্যা—ইন্দ্রেব

স্বরূপ—ইন্দ্র ও অগ্নি—ইন্দ্র ও সূর্য—বৃজবধেব তাংপৰ্শ—  
 আবেস্তাব ইন্দ্র—বলেব শুহা থেকে গো উদ্ধাবেব তাংপৰ্শ—  
 চতুৰ্ভবধেব তাংপৰ্শ—শম্ববধ—নমুচি ও বৃজ—পুৰাণে ও -  
 কাব্যে ইন্দ্র-বৃজ কাহিনী—দ্বীটি উপাখ্যানেব তাংপৰ্শ—  
 পৰ্বতেব পক্ষচ্ছেদেব তাংপৰ্শ—ইন্দ্রেব বাহন—ইন্দ্রপত্নী শচী  
 —শতরুতু ইন্দ্র—ইন্দ্রেব সোমপানেব তাংপৰ্শ—অহল্যা-উপা-  
 খ্যান ও ইন্দ্রেব সহস্র চক্ষু-ইন্দ্র ও সবমা—ইন্দ্রসাবধি  
 মাতলি—ইন্দ্রেব পুত্র ও পুত্রবধু—অস্তান্ত উপাখ্যান—ইন্দ্রেব  
 মহিমাচ্যুতি—ইন্দ্র ও ইন্দ্রবজ্রপূজা ।

পৰ্জন্ত :

...

২৪৮—২৬২

পৰ্জন্তেব গুণকৰ্ম—পৰ্জন্ত শব্দেব অৰ্থ—ইন্দ্র ও পৰ্জন্ত—পৰ্জন্ত  
 সম্পৰ্কে পণ্ডিতবৰ্গেৰ অভিমত ।

ঋষ্টা-বিশ্বকৰ্মা-প্রজাপতি :

...

২৬৩—২৮১

ঋষ্টা দেবশিল্পী—ঋষ্টাৰ স্বৰূপ—ঋষ্টা-সূর্য ও অগ্নি—ঋষ্টা ও  
 বিশ্বকৰ্মা—বিশ্বকৰ্মাৰ স্বৰূপ—পুৰাণে বিশ্বকৰ্মা-দেবশিল্পী—  
 প্রজাপতি হিরণ্যগৰ্ভ—বৈদিক প্রজাপতি ও দাক্ষাৰণ যজ্ঞ—  
 প্রজাপতি ব্রহ্মা ।

যম :

...

২৮২—২৯৮

যমেৰ জন্মকাহিনী—বিভিন্ন পুৰাণেব উপাখ্যান—যমেব মাতা  
 সবৰ্ম্ম ও পিতা বিবৰ্ম্মানেব বিবাহ—বেদেব যম—যমেৰ কুতুব  
 —পবলোকেব অধীশ্বৰ—যমেব স্বৰূপ—যম কন্তাদেব জাব ও  
 বিবাহিতা বয়সীদেব পতি—যম ও যমী—যমেব মূৰ্তি—যম  
 ও ধৰ্ম—যমেৰ বাহন ।

দক্ষ :

২৯৯—৩২৬

দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মাৰ পুত্র—দক্ষেব কন্তাগণ—কন্ত কৰ্তৃক  
 দক্ষযজ্ঞনাশেৰ বিচিত্র উপাখ্যান—দক্ষযজ্ঞ কাহিনীৰ উৎস—  
 দক্ষ ও অদিতি—দক্ষ ও দক্ষযজ্ঞেৰ তাংপৰ্শ—দক্ষেব ছাগ  
 মূণ্ডেৰ তাংপৰ্শ ।

সোম :

...

৩২৭—৩৭৭

সোম সম্পর্কে বিচিত্র কাহিনী—সোমের যজ্ঞাবাগ—সোমের  
তারাধারণ—সোম শব্দের অর্থ—সোম সম্পর্কিত কাহিনীস্বয়ং  
উৎস ও তাৎপৰ্য—সোমদেবতাব স্বরূপ—সোম ও গন্ধর্ব—  
সোমকর্তৃক স্বর্গ থেকে অমৃত আহার—সোমতত্ত্ব সম্পর্কে  
পণ্ডিতবর্গের অভিমত—সোমের মূর্তি।

বরুণ :

..

৩৬৭—৩৮০

বরুণ জলের অধিপতি—ঋগ্বেদে বরুণের গুণ ও কর্ম—মিত্র,  
বরুণ ও অৰ্ষমা—হবিশ্চন্দ্র বাজার উপাখ্যান—বরুণের স্বরূপ  
—পণ্ডিতবর্গের অভিমত—বরুণের স্থান পরিবর্তন—বরুণের  
প্রাচীনতা—বরুণের মূর্তি।

‘অশ্বিনীকুমারদ্বয় :

৩৮১—৪২৮

অশ্বিনের জন্ম সম্পর্কিত উপাখ্যান—অশ্বিনের স্বরূপ সম্পর্কে  
বিভিন্ন মত—বেদে অশ্বিনের রূপ ও গুণের বর্ণনা—অশ্বিন  
দেববৈভ্য—সরগু, উষা ও বিবস্বান্ অশ্বিনের সঙ্গে সূর্য্যের  
বিবাহ।

মরুদগণ :

.

৪২২—৪৩৮

মরুদগণের জন্ম সম্পর্কে পৌরাণিক উপাখ্যান—ঋগ্বেদে মরুদ-  
গণ—মরুদগণের সঙ্গে ইন্দ্রের সখ্যতা—মরুদগণের স্বরূপ—  
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের অভিমত—মরুদগণ ও রুদ্র—  
মরুদগণের মাতা পৃথি।

বায়ু :

...

৪৩৯—৪৪১

বায়ুদেবতাব বৈশিষ্ট্য—বায়ুর অভিমত—বায়ুর স্বরূপ—  
বায়ুর রূপকল্পনা—বায়ুর প্রতিনিধি হুহমান।

‘মাতরিখা :

...

৪৪২—৪৪৪

ঋগ্বেদে মাতরিখা—মাতরিখা সম্পর্কে যাক ও সায়নাচার্যের  
অভিমত—ম্যাকডোনেলের অভিমত—মাতরিখা ও গ্রীক  
প্রমেনুথিস্।

**দধিক্রা :** ৪৪৫—৪৪৮

দধিক্রা অর্থনাম—দধিক্রা শব্দের অর্থ—দধিক্রা ও সূর্য্যাসি—  
অর্থ শব্দের অর্থ বিচাৰ ।

**অহিবুৰ্য্য :** ৪৪৯—৪৫০

অহিবুৰ্য্য শব্দের যাস্ককৃত অর্থ—বিভিন্ন পণ্ডিতের অভিমত  
—পুরাণে অহিবুৰ্য্য ।

**ঋতুগণ :** ৪৫১—৪৫৮

ঋতুগণ ঋথ নির্মাতা—ঋতুগণের বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ—সুধৰা-  
তনয় ঋতুগণ—যাশ্কেয় মতে ঋতুগণের স্বরূপ—রমেশচন্দ্র  
দস্তের অভিমত—হুট্টা ও ঋতুগণ—ঋতুগণ কর্তৃক গাভীৰ দেহে  
চর্ম-সংযোজন—ঋতুগণ ও গ্রীক্ ডুবকেষ্টেন্—ঋতুগণ বণিক  
জাতির দেবতা ।

**বসুগণ :** ৪৫৯—৪৬৬

অষ্টবসুর বিবরণ—মহাভাবতে বসুগণের মতে জন্মগ্রহণের  
কাহিনী উপবিচর বসুর উপাখ্যান—দ্রোণ বসুর মতে জন্ম-  
গ্রহণ—সাক্ষি বসু—ঋগ্বেদে বসু—বসুগণের স্বরূপ—প্রাচ্য ও  
প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের অভিমত—উপনিষদে বসু ।

**সাধ্যদেবগণ :** ৪৬৭

সাধ্যদেবগণের স্বরূপ আলোচনা ।

**অজি :** ৪৬৮—৪৬৯

ঋগ্বেদে অজি ঋষি—অজিব দেবতারূপে প্রতীতি—অজি  
দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমত ।

**বেন :** ৪৭০—৪৭১

বৃষ্টিদাতা বেন—বেন পুন্নিগর্তা—বেন সম্পর্কে নিরুক্তকাবেব  
বক্তব্য—বেনের স্বরূপ ।

**জিত :** ৪৭২—৪৭৫

বেদে আশ্র্যবংশীয় জিতের উপাখ্যান—জিত ও ইন্দ্র—জিতের  
স্বরূপ ।

অপ্ :

৪৭৬—৪৮২

অপ্ জল—অপ্ জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—অপ্ ও অগ্নি  
—অপ্ আকাশ—আকাশ সলিলে ভাসমান বিষু—আকাশ  
সলিল ও ভৌতিক সলিলের একত্ব—হিন্দু ধর্মালোচনায় জলের  
ভূমিকা।

অপানেনপাৎ :

৪৮৩—৪৮৫

জলের পৌত্র বা পুত্র অপানেনপাৎ দেবতার স্বরূপ ও গুণকর্ম।

বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি :

৪৮৬—৪৮৮

বৃহস্পতি সম্পর্কে ভাউসনের অভিমত—বেদে বৃহস্পতি—  
বৃহস্পতির স্বরূপ—বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও মিত্র প্রভৃতি  
দেবতাব্য অভিন্নতা—ইন্দ্র ও বৃহস্পতি—ব্রহ্মণস্পতি—দেবী-  
বিদেশী পণ্ডিতগণের অভিমত—ব্রহ্মণস্পতি ও ব্রহ্মা—বৃহ-  
স্পতির পত্নী তাবা।

বৃষাকপি :

৪৮৭—৪৯১

ইন্দ্র ও বৃষাকপি—বৃষাকপি বানর—বৃষাকপি নক্ষত্র—বৃষা-  
কপির স্বরূপ।

কশ্যপ :

৪৯২—৪৯৫

ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপ—কশ্যপের স্বকণ—কশ্যপ ও কচ্ছপ  
—কশ্যপ ও সূর্য—পণ্ডিতবর্গের অভিমত।

জ্যোত্ ও পৃথিবী :

৪৯৬—৪৯৯

জ্যোত্ ও পৃথিবীর গুণকর্ম—জ্যোত্-এর স্বরূপ—পার্বিবায়ির  
আধার, পৃথিবী—জ্যোত্ ও ইন্দ্র—জ্যোত্ ও জিউস—ম্যাক্-  
ডোনেলের অভিমত—পৃথিবীর মূর্তিকল্পনা।

ঔষা :

৪৯২—৪৯৩

ঋগ্বেদে ঔষা-জ্যোতি—ঔষা ও সূর্যের সম্পর্ক—ঔষা ও অহনা—  
অহনা ও গ্রীক্ এথেনা—ঔষার স্বরূপ—ঔষা সম্পর্কে  
ক্রীতবিদ্যের ব্যাখ্যা।

ଅମ୍ବୁମୟୀ—ଉର୍ବଶୀ ଓ ପୁରୁରବା :

....

୫୨୦—୫୩୧

ଭାରତର ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଅମ୍ବୁମୟୀ—ପୁରାଣେ ଅମ୍ବୁମୟୀ—ବୈଦିକ  
ଅମ୍ବୁମୟୀ—ଅମ୍ବୁମୟୀ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ—ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅମ୍ବୁମୟୀର ସ୍ବରୂପ—  
କେଶୀ ଓ ଅମ୍ବୁମୟୀ—କେଶୀର ସ୍ବରୂପ—ଅମ୍ବୁମୟୀ ନମ୍ପକେ ଯାହାଙ୍କର  
ବ୍ୟାଧ୍ୟା—ଉର୍ବଶୀ ଓ ପୁରୁରବା—ବେଦେ ଓ ପୁରାଣେ ଉର୍ବଶୀ ଓ  
ପୁରୁରବାର ଉପାଧ୍ୟାନ—ରବୀନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟେ ଉର୍ବଶୀ—ଉର୍ବଶୀ ଉପା-  
ଧ୍ୟାନେର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ—ସ୍ୟାକ୍ସମୁଳବେର ଅଭିମତ—ଇଲାର ପୁତ୍ର  
ପୁରୁରବା—ବଶିଷ୍ଠର ଜନ୍ମକଥା—ପୁରାଣେ ଉର୍ବଶୀ ଜନ୍ମେବ ଉପାଧ୍ୟାନ  
—ଉର୍ବଶୀ ଦେବୀର ମୂର୍ତ୍ତି ।



## নিবেদন

ভাবতীয় সভ্যতার গোড়াপত্তনের কাল নির্ণয় যেমন অসাধ্য ব্যাপার, তেমনি অসাধ্য ভারতবর্ষীয়দের দেবতাদের উদ্ভবকাল নিরূপণ করা। সেই কোন অজ্ঞাত অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কত হাজার বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে দেবতাদের রূপকল্পনা, উপাসনা ও পূজার্চনা চলে আসছে তার কোন হিসাব মেলা সহজ নয়। দেবতাদের আকার প্রকারেরও কত বৈচিত্র্য। কত বৈচিত্র্যময় কাহিনী দেবতাদের সহজ্ঞে। দেশী-বিদেশী বহু শিক্ষিত মানুষকেই এ বিষয়ে কোতূহলী করে তুলেছে। নিছক কোতূহলবশেই অল্পসঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে এ বিষয়ে একটু আধটু পড়াশুনা শুরু করেছিলাম অনেকদিন আগে। এ বিষয়ে যতটুকু জেনেছি, যতটুকু বুঝেছি, তাতে কোতূহল আরও বর্ধিত হয়েছে—সনাতন ভাবতবর্ষের সনাতন বাঁতি একের মধ্যে বিচিজেব অস্তিত্ব অথবা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অল্পভূতির উত্তরোত্তর বিস্তার বর্ধিত করেছে। ভাবতীয় দেবতাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি কোতূহলোদ্দীপক বিষয়কর ইতিহাস মানসপটে প্রতিভাত হয়েছে। মানবেতিহাসের মতই বৈচিত্র্যময় সেই ইতিহাস। বেদ পুরাণ, প্রভৃতি পড়াতে পড়াতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতীয় ব্রহ্মণ্যধর্মে দেব উপাসনার বিবর্তন ধারা, —প্রত্যক্ষ করেছি যুগে যুগে দেবচরিত্রের নব নব রূপাধার,—খুঁজেছি দেবতাদের সম্পর্কে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলির তাৎপর্য। দেবতার মূর্তি গড়ে আনন্দোৎসব ভারতবর্ষের দেব উপাসনার লক্ষ্য নব—মূর্তি গড়ে পূজার রীতিও চিরন্তন নয়। সময়ের অধিকারী দেবকুলের আয়ুষ্কালও অনন্ত নয়। জন্মমৃত্যু-রূপান্তরের মধ্য দিয়েই চলেছে দেবতাদের সংসার। দেবতাদের কেন্দ্র করে যুগে যুগে গড়ে উঠেছে কত উপাখ্যান—কত কাহিনী। অনেক উপাখ্যান আজন্তবি; অবিশ্বাস্য মনে হলেও এদের মধ্যে বসেছে গভীরতর সত্যের ব্যঙ্গনা। সাধাবণের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্ত কালে কালে এইসব গল্প-কাহিনী নির্মিত হয়েছিল। অধিকাংশ গল্প-কাহিনীর উদ্ভব বৈদিকযুগে—এগুলিরও কালে কালে রূপান্তর সাধিত হয়েছে। এদের রূপকবরণ উন্মোচন আজ দুঃসাধ্য। রূপক উন্মোচন সম্ভব হলে সত্যের জ্যোতিতে মনপ্রাণ উদ্ভাসিত হবে ওঠে। দেবচরিত্র যেখানে কলঙ্কিত বোধ হয় সেখানেও প্রকৃত সত্য দেবচরিত্রকে সত্যের মহিমা ভাস্বর করে তোলে।



ভাবতীয় দেবতাদেব সম্পর্কে দেশী বিদেশী বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই সকল গ্রন্থ অসম্পূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে। ক্ষুদ্র প্রকৃতির উপাসক নব ভারতীয় হিন্দুগণ—পাথর পূজা, গুড়ুল পূজাও তাঁদের অভিপ্রেত ছিল না। প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এবং দেবতাদের স্বরূপ প্রকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনার জন্য একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা অস্বত্ব কবেছি। সেই অস্বত্বের কল এই গ্রন্থ।

একদা যখন ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুণ্যপ্রসূ মহামহোপাধ্যায় সীতাবাম শাস্ত্রীর নিকট বেদাধ্যয়নের সৌভাগ্য হুবেছিল। বেদের সকল দেবতাকেই তিনি আদিভাষ্যে ব্যাখ্যা করতেন। তখন অপরিণত বুদ্ধিতে ব্যাপাবটা দুর্বোধ্য মনে হুবেছিল। পরবর্তীকালে বেদাদি শাস্ত্রপাঠকালে আচার্য্যকৃত বেদভাষ্যের তাৎপর্য মনে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। মহামহোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা আজ আর স্মরণে নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিপাল্য আদিভ্যেয় মতই ভাস্বর বোধ হয়েছে। তাই দেবভ্যেয় সত্য উদ্ঘাটনে অগতের আত্মস্বরূপ আদিভ্যেয় ভাস্বর জ্যোতিতেই অবগাহন কবেছি।

দীর্ঘকালের অহুশীলনে ভারতীয় দেবদেবীদের চমকপ্রদ বৈচিত্র্যময় ইতিবৃত্ত রচনা কবেছিলার নিছক খেয়ালবশে। চেষ্টা কবেছি দেবদেবীর স্বরূপ আলোচনায়—গল্পকাহিনীর রূপকে খোলস ছাড়িয়ে সত্যকে প্রকাশ কবতে। আমার ব্যক্তব্যকে প্রতিলিপিত করতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে—আমার বক্তব্যের পবিপোষক এবং ভিন্ন মতাবগমী দেশী-বিদেশী পণ্ডিতবর্গের বচনার অংশবিশেষ উদ্ধৃত কবতে হয়েছে। তাতে ইহত কর্মব্যস্ত মানুষের স্বল্পতব অবসব যাপনের পক্ষে গ্রন্থটি গুরুভাবগত হয়েছে। কিন্তু অহুসঙ্কিত মন নূতনতব চিন্তাব খোবাক পাবেন এই গ্রন্থে, এ আমার বিশ্বাস। যাতে অর্থবোধে অহুবিধা না হয়, সেইজন্য শাস্ত্রাদি বচনের খ্যাতনামা অহুবাদককৃত অহুবাদও উদ্ধৃত কবেছি। অহুবাদকেব নামও তৎসঙ্গে উল্লেখ কবেছি। যেখানে অহুবাদকের নাম অহুপস্থিত, সেখানে অহুবাদ আমার স্ববংকৃত। বাহুল্যবোধে ইংরাজী উদ্ধৃতির অহুবাদ দিই নি।

প্রথমে গ্রন্থটির নাম দিবেছিলার ভারতের দেবদেবী। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীদের সম্পর্কে উপযুক্ত আলোচনা না থাকায় গ্রন্থের নাম পবিবর্তন করে হিন্দুদের দেবদেবী কবেছি। আমার জ্ঞানের পবিধিতে যে সকল দেবদেবীর

ଅସ୍ତିତ୍ବ ବର୍ତ୍ତমান,—ତାঁদের সকলকেই আমি এই গ্রন্থে স্থାନ দিযেছি । ହସ୍ତତ ଆମାର ଜ୍ଞାନବାଞ୍ଛାର ନୀମା ବহিର୍ଭୂତ ଆସ୍ରବ ବହ ଦେବତା ଆছেন ସୀদের আমি ଆମାର ଶ୍ରଦ୍ଧେ ସ୍ଥାନ ଦିତେ ପାରି ନି । ଏକକ ଷ୍ଟେଟୀସ ନୀମୀତ ସାମର୍ଥ୍ୟେ ମାବା ଭାରତେର ଅଗଣିତ ଦେବତାର ଇତିକଥା ରଚନା ସମ୍ଭବପର ନବ । আমি ଆମାର ସାଧ୍ୟତା ଶ୍ରଦ୍ଧାସ କରେছি—ଏତେଇ আমি ତୃପ୍ତ । ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଦେବତାଦେବ ସମ୍ପର୍କେ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳେ ଆଲୋଚନାର ଇଚ୍ଛା ଆପାତତ: ସନେଇ ରହିଲେ ।

ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧ ରଚନାକାଳେ କଳିକାତା ଜାତୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାବେର ସହାୟତା ନିତେ ତ ହସେଛେଇ, ଉପସନ୍ନ ନବସୀପ ସାଧାବନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାବେର ଓ ସାହାୟ ନିରେଛି ସ୍ବତେ ପରିମାଣେ । ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାବିକ ଶ୍ରୀବୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଦାଗୋପାଳ ଗୋସ୍ବামী ସ୍ବତେ ସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରେଛିଲେନ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାରବେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କର୍ମବୁଦ୍ଧେର କାଢେ আমি କୃତଜ୍ଞ । ନବସୀପ ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀବୁକ୍ତ ନିମାହିତାସ ଗୋସ୍ବামী ତାବ ସାକ୍ଷିଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଗାର ଶ୍ରୀବାସ ଅନନ ଲାଈବେରୀ ବ୍ୟବହାବ କରାର ସ୍ବୟୋଗ ଦିସେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତାର ଶ୍ରେଣେ ବେଧେଛେନ ।

ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧିତ ହବେ ବିଦ୍ୟଜ୍ଞନେବ ହାତେ ଉଠାବେ,—ଏ ଆଶା କୋନଦିନ କରି ନି । କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟେ ଅତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହସେଇ ଉତ୍ତୋଷି ହଲେନ ସହକର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବଜ୍ରବନ୍ଧୁ ଡଃ ସହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୈବାଗୀ । ଆର ଆଶ୍ବାସ ଓ ଉତ୍ସାହ ମେଲାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କେଏଲ୍‌ଏମ୍ (ପ୍ରୋ:) ଲିମିଟେଡ୍-ଏର ଶ୍ରୀବୁକ୍ତ କାନାହିଲାଲ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟେର କାଢେ । ଏ ଦେବ କାଢେ আমি ଅପରିଶୋଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣେ ଆବଦ୍ଧ । ଶ୍ରଦ୍ଧ ପରିକଳ୍ପନାକାଳେ ଉତ୍ସାହ ମେବେଛିଲାଇ ବେଦଜ୍ଞ ଅଧ୍ୟାପକ ସହକର୍ମୀ ଶର୍ଗତ ପ୍ରବୋଧକୂମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବଞ୍ଚଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ ସହକର୍ମୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଶର୍ଗୀସ ମତ୍ୟନାରାୟଣ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟେର କାଢେ । ଶ୍ରଦ୍ଧ ରଚନା ଏବଂ ପ୍ରକାଶନା ତାଁଦେର ପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷ-ଗୋଚର ବବତେ ପାରି ନି ତାଁଦେବ ଅବାଳ ଶିବୋଧାନେର ଜନ୍ମ—ଆମାର ଏ ଆକ୍ଷେପ ବସେଇ ଗେଲ । ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡଃ ସୁକୁମାର ସେନ ଏକ କଳିକାତା ବିଶ୍ବବିଦ୍ଯାଳୟେର ବାଙ୍ଗାଳା ବିଭାଗେର ଅଧ୍ୟାପକ ଡଃ ଅସିତକୂମାର ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେବ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଢେ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ କରାର ଆମାବ ସକଳ ପ୍ରସାସ ସାର୍ବକତାସ ସନ୍ନିତ ହସେଛେ । ମଞ୍ଚିସବଜ୍ଞ ସବକାର ଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶେ ଆର୍ଥିକ ସାହାୟ ଦିସେ ବିଦ୍ଯୋତ୍ସାହିତାର ପରିଚୟ ଦିସେଛେନ । ଏଜନ୍ତ ସବକାରେର କର୍ମସାରଦେର ସାମ୍ବିଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଛି । ଶ୍ରୀବୁକ୍ତ କାନାହିଲାଲ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶେର ହାସିଦ୍ଧ ନିସେ ଆମାବ ଭାବ ଲାସବ କରେଛେନ । ତାଁର ସହାୟତା ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସ୍ବୟମ୍ କରାଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟ କେଏଲ୍‌ଏମ୍-ଏବ କର୍ମବୁଦ୍ଧ ବିଶେଷତ: ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିଭାଗେର ଶ୍ରୀବୁକ୍ତ ଶ୍ରୀପତି-ପ୍ରମାଦ ସୋବ ଏବଂ ନିଉ-ବ୍ୟାସାକମ୍ବ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରିଦାନନ୍ଦ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ମର୍ଯ୍ୟବାଗୀ

প্রেমের অক্লান্ত সহযোগিতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই গ্রন্থ এত তাড়াতাড়ি প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এঁদের সকলের কাছেই আশা বইলো।

এই বিশালায়তন গ্রন্থের কিয়দংশ প্রথমপর্বরূপে আয়তপ্রকাশ করলো। বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কিত আলোচনা দ্বিগুণ প্রথমপর্ব শেষ করেছে। যদিও হিন্দু দেবতাদের বৈদিক দেবতা, পৌরাণিক দেবতা প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়,—কারণ সকল দেবকল্পনারই উৎস বিশাল বৈদিক গ্রন্থাবলী,—বেদ থেকে পুরাণে বা পুরাণোক্তর যুগে তাঁদের রূপান্তর হয়েছে মাত্র—তথাপি যে সকল দেবতার প্রাধান্ত বৈদিক যুগেই ছিল—পুরাণের যুগে ধীরে বিস্তৃত হয়েছেন অথবা একান্ত গোপন বা নামেবামাত্র পর্ববসিত হয়েছেন,—তাঁদেরই ইতিবৃত্ত এই প্রথম পর্ব বিস্তৃত হয়েছে। পর্গনায় পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তাঁদের গণ বা রূপান্তর এবং শক্তি-দেবতা—ভূগা-কানী-সরস্বতী প্রভৃতির স্বরূপেতিহাস স্থান পাবে। প্রথম পর্ব যদি স্মৃতিজনের আদরণীয় হয়, তাহলেই আমার সকল আশা সফল জ্ঞান করবো। দ্বিতীয় পর্বকেও যতশীঘ্র সম্ভব কোঁচুহলী পাঠকের হাতে তুলে দিতে প্রয়াসী হব। বহু দেবতার বিকাশের মূলে যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তাঁর কল্পনাতেই পরবর্তী পর্ব নির্বিঘ্নে প্রকাশিত হবে বলে আশা করছি। গত প্রয়োগেও যুগ্ম-প্রমাদেব জরুটী এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই এ বিষয়ে সতর্ক পাঠকের মার্জনা পাওয়ার আশা রাখছি।

যদিও বৈদিকযুগে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজার রীতি ছিল না, তথাপি মহিমায় দেবতার একপ্রকার রূপ বস্তুগুলি থেকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পুরাণে, তন্ত্রে দেবতাদের স্বপ্ন মূর্তির বিবরণ আছে। দেবতাদের ক্রমবিবর্তন বোঝাতে দেবতাদের বৈদিক ও পৌরাণিক রূপকল্পনা অল্পসংখ্যক কতকগুলি চিত্র সংগ্রহ করণা অল্পসংখ্যক এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। দেবমূর্তির খোঁজাচিহ্নের পরিচয়না কবেছেন পাকলিয়া নিবাসী প্রসিদ্ধ সন্ন্যাস ও চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ চক্রবর্তী। এঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীমান্ পরিমল নাহা, শ্রীমান্ অনিলকুমার বোষ, আমার গুরু শ্রীমান্ গোতম ভট্টাচার্য এবং কন্যা শ্রীমতী চিত্রলেখা ভট্টাচার্য গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত সহায়তা করে আমার আন্তরিক আশীর্বাদভাজন হয়েছে। তাঁদের কল্যাণ কামনা করি।

যানার্জ্যপাড়া, নবদ্বীপ

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

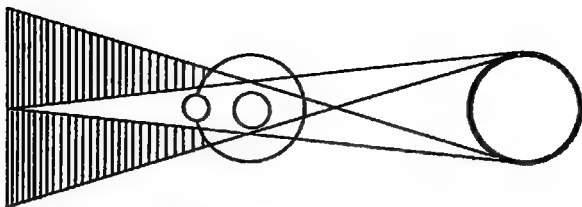
দ্বাদশী পূর্ণিমা, ২১শে মাঘ, ১৩৮৩।



বৈদিক দক্ষ



বৈদিক জর্য

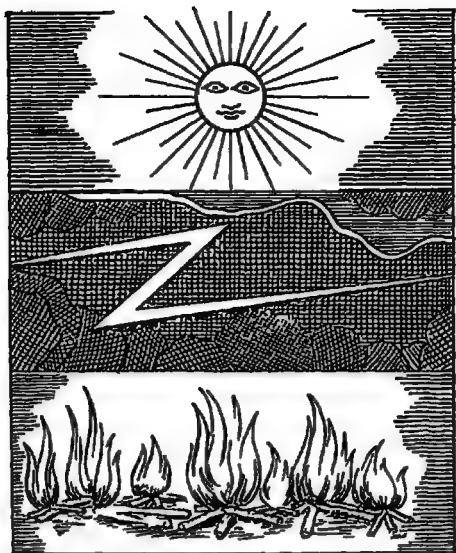


ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତ୍



ବୈଦିକ ସମ୍ବରଣ





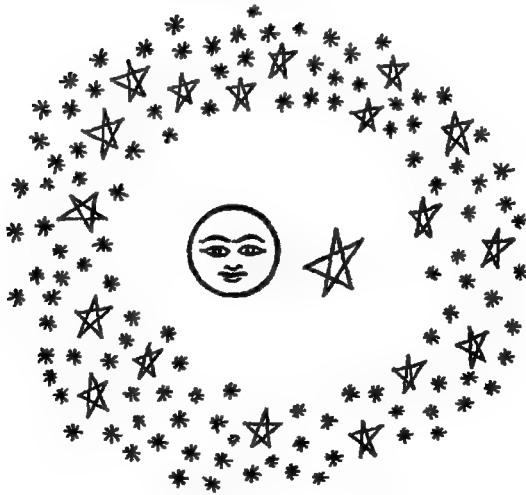
তিন অগ্নি



পূষা



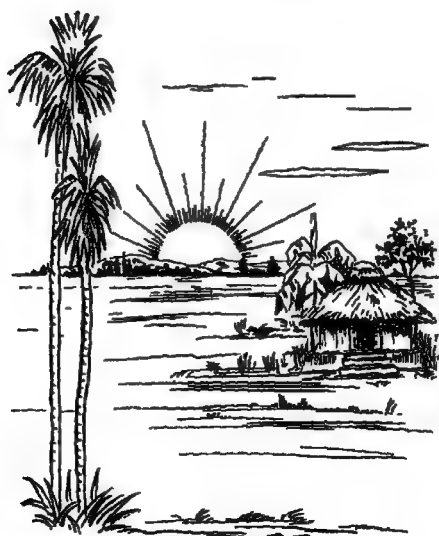




পুরাণের জ্যোতিষ



পুরাণের দক্ষ



বরুণের মরাগ







દ્રુમ ગાદન મિશ્રામણિય અગ્નિ



શક્તિગાદન ઇશ્વર-દેવશિવ

## আৰ্যধৰ্মেৰ বিবৰ্তন

আৰ্যধৰ্ম মূলতঃ এবেশ্ববাদী হওযা সত্ত্বেও এফৈশ্বৰেব ভিন্ন ভিন্ন গুণক্ৰিয়া অৱস্থাবে পৰিকল্পিত বহু দেবদেবীৰ উপাসনা বৈদিক যুগ খেকেই ভাবতবৰ্হে প্ৰচলিত। দেবতাৰ চৰিত্ৰেব যেমন পৰিবৰ্তন ঘটেছে যুগে যুগে,—তেমনি দেব-উপাসনাৰ পদ্ধতিবও পৰিবৰ্তন ঘটেছে। বৈদিক যুগে অগ্নিৰ দেবতাৰ মূখ এক দূতৰূপে গ্ৰহণ কৰে দেবগণেব প্ৰতিনিধি প্ৰজ্জ্বলিত যজ্ঞগ্নিতে বিভিন্ন দেবতাৰ উদ্দেশ্যে হবি ( যত, গিষ্টক, পাষস, পঙ্কজ বপা, মাংস প্ৰভৃতি ) অৰ্পণ কৰা হোত। এই যাগযজ্ঞেব অৱস্থান নিছক কুসংস্কাৰ ছিল না। বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডেব নিত্যনৈমিত্তিক বিশ্ববৰকৰ কাৰ্য্যবলী এৰাটি বিৰাট যজ্ঞৰূপে প্ৰতিষ্ঠাত হৰেছিল ঋষিদেব মনে। বিশেষ অত্যাশ্ৰয় স্বজন জিনা একটি অখণ্ড যজ্ঞকৰ্ম ভিন্ন কিছুই নৰ। এই অখণ্ড যজ্ঞক্ৰিয়াৰ মধ্য দিয়েই চলেছে সৃষ্টিস্থিতিৰেব অবিচ্ছিন্ন গতি। এই যজ্ঞেৰ অধিষ্ঠাতা যজ্ঞেশ্বৰ এক অধিতীৰ ঈশ্বৰ। আৰ্যধৰ্মেৰ যাগকৰ্ম বিশ্বযজ্ঞেব প্ৰতীক। যজ্ঞেশ্বৰকে তুষ্ট কৰাৰ জন্তু পাৰ্বিৰ যজ্ঞেব অৱস্থান। "The vedic ritual aimed at resembling more and more perfectly the very ritual, through which the universe exists The household fire was the image of cosmic fire The universe in turn was but a vast sacrifice, in which Fire, the great fearful and violent god constantly devoured the gigantic oblation of all that was gentle and soft"<sup>১</sup>

দেবতাদেৰ তুষ্ট কৰাৰ সন্দে সন্দে আত্মজ্ঞানলাভেৰ সাধনাও প্ৰচলিত ছিল। আত্মা তথা ঈশ্বৰেব স্বৰূপ উপলব্ধি কৰেছিলেব বামদেব, পুৰুষসুংস, ইন্দ্ৰ, বাক্-প্ৰভৃতি ঋষিগণ। পৰবৰ্তীকালে আৰ্যদেব ঈশ্বৰোপাসনাৰ যাজ্ঞোহুষ্ঠান অপেক্ষা আত্মস্বৰূপ উপলব্ধি অধিবতব গুৰুত্ব লাভ কৰেছে। বহু দেবতাৰ পৰিবৰ্তে এক ঈশ্বৰেৰ সৰ্বময় সন্তিস্থেব অৱতৰ উপনিষদেব ঋষিদেব ধৰ্মচৰ্যাৰ প্ৰধান বিষয় হৰেছে। তবে যজ্ঞোহুষ্ঠান একেবাবে অপ্ৰচলিত কখনও হৰ নি। পৌৰাণিক যুগে আৰ্যৰ বহুদেবতাৰ উপাসনা বহুততা লাভ কৰেছে। নিয়াকাব সৰ্বময়

ব্রহ্মের ধারণা সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় এক ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বর্ষের প্রকাশ লক্ষ্য করে বহু দেবতাব পবিকল্পনা হয়েছে। বৈদিক দেবতার অনেক রূপ পরিবর্তন করে পৌরাণিক যুগে আবির্ভূত হয়েছেন নব কায়। নিম্নে, অনেক প্রাচীন দেবতার উপাসনা বিলুপ্ত হয়েছে, আবার অনেক নূতন নূতন দেবতাবও আবির্ভাব হয়েছে।

দেব-উপাসনার রীতি-প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগের দেব-পূজার বৈদিক যজ্ঞ এবং ব্রহ্মচিন্তা পরিবর্তিত আকারে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যুগে দেবতাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার জন্য প্রভবমণী অথবা মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করে পূজার আয়োজন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পূজাবিধিতে দশোপচার, পঞ্চোপচার অথবা ষোড়শোপচারে দেবতাব উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এই পূজা-ক্রমে মানবিক প্রয়োজনানুসঙ্গ প্রব্যাগ্নি দেবতাব উদ্দেশ্যে নিবেদন করার ব্যবস্থা। আগুন, পান্ন, অর্ঘ্য, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, বজ্র নৈবেদ্যাদি নিবেদনের মধ্যে দেবতাকে মানবিকরূপে গ্রহণ করার প্রবণতা স্পষ্ট। ভগবদ্গীতাতেই দেখা যায় যে—পুষ্প, কল, জল প্রভৃতি দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হোত। শ্রীভগবান বলেছেন,

পত্রং পুষ্পং কলং তোষং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমগ্নাসি প্রযতান্বনঃ ॥<sup>১</sup>

—পত্র (তুঙ্গী), পুষ্প, কল, জল যে ভক্তিতরে আমাকে প্রদান করে, আমি সেই ভক্তের ভক্তির উপহার গ্রহণ করি।

দেবতার রূপ কল্পনায় এবং দেবতার সঙ্গে পিতা-মাতার সম্পর্ক স্থাপনে দেবতাকে মানবিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কর্ম ও জ্ঞানের স্থান গ্রহণ করেছে ভক্তি। এই পূজাবিধির অন্ততম অঙ্গ ধ্যান, — দেবতার রূপ ও স্বরূপ-চিন্তন এবং দেবতাব নাম বা বীজমন্ত্র জপ। ধ্যানকালে দেবতার সঙ্গে পূজক বা সাধকের একাত্মতার ভাবনা প্রয়োজন। জপকালে অনন্তমনা হয়ে দেবতার চিন্তা নিবেশ। ধ্যানে উপনিষদেব ব্রহ্মচিন্তা নবরূপ পেয়েছে, আর জপে/এসেছে চিন্তার একাগ্রতা। অথচ ব্যায়স চমস (কোশাকুশী) সহযোগে দেবপূজা, প্রাণায়াম ইত্যাদি পঞ্চময়ে পঞ্চপ্রাণের আয়ত্তি প্রদান যাগ-যজ্ঞেরই সংক্ষিপ্ত রূপ নয় কি? যজ্ঞে অগ্নিতে প্রদত্ত স্থবের স্থাবাতিবিলু

দর্শনীর প্রাণভূত—কাব্যরূপ মলিন বা জন। আবার প্রতিমা পূজার গৌর বা যজ্ঞ অপরিহার্য অঙ্গ। এই হোম-যাগও বৈদিক যাগযজ্ঞ থেকেই আগত। হোম-যাগে বৈদিক মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। বিষ্ণু বা বিষ্ণুর রূপভেদ ছাড়া অন্যান্য দেবতার পূজার বিশেষতঃ শক্তিপূজার পদ্ধতির বীতি আছে। বৃশকর্তে পশু-বলিদানের প্রথাও বৈদিক কর্মকাণ্ড থেকেই আগত। যাগক্রিয়া ও স্বপনধ্যান ছাড়া দেবপূজার আরও কিছু প্রক্রিয়া বর্তমান যন্ত্রলি এসেছে তাত্ত্বিক সাধন পদ্ধতি থেকে। তাত্ত্বিক সাধনার উৎস বেদ হলেও তন্ত্রসাধনার ক্রিয়া প্রক্রিয়া বীতি নীতি বৈদিক ধর্মচর্চা থেকে পৃথক পথ অন্বেষণ করেছে। প্রাণাশ্বাস, ভূতভক্তি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বীজমন্ত্র জপ প্রভৃতি তাত্ত্বিক সাধনার অঙ্গীভূত হলেও যে কোন দেবাবার্তনাকে কেন্দ্রে অবশ্যকর্তব্যরূপে গৃহীত হয়েছে। এইভাবে বৈদিক দেবাবার্তনাক্রম-বিবর্তনের পথে উপনিষদের আত্মচিন্তন ও তাত্ত্বিক বীতির সঙ্গে অধিত হয়ে এবং মানবিক প্রয়োজনবোধ সম্পৃক্ত হয়ে একটি সহজতর পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় ধর্মচর্চার যেমন একটি বিবর্তনধারা প্রত্যক্ষগম্য তেমনি ভারতীয় দেবতাদেরও একটি ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্ট। বেদ থেকে উপনিষদ—উপনিষদ থেকে পুরাণ—পুরাণ থেকে লৌকিক বীতিতে একই দেবচরিত্রের কত পরিবর্তন কত রূপান্তর ঘটেছে তাই বিবরণী যেমন কোঁতুহলোদ্দীপক তেমনি চমকপ্রদ। এককালে প্রধান দেবতা পরবর্তীকালে হয়েছেন অপ্রধান। কত দেবতার ঘটেছে বিলুপ্তি, আবার কত কত নতুন দেবতার হয়েছে আবির্ভাব। একদা প্রাধান্যহীন দেবতার হয়েছে উচ্চতর মহিমার অধিষ্ঠান, আবার কোন কোন মহাপ্রতাপশালী দেবতা গৌরব হারিয়ে কোন প্রকারে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছেন। আর্যেতর সঙ্কুচি থেকে কত দেবতা এসেছেন হিন্দুদেবমতায়, কত দেবতা এসেছেন পুরাণতন্ত্র এমন কি বৌদ্ধতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আধুনিক হিন্দু দেবতায় মিহিলে। এইভাবে স্বর্গদেব তেজস্বী দেবতা হনেন তেজস্বী কোটা।

এক সময়ে ইন্দ্র ও অগ্নি ছিলেন দেবমতায়ের সর্বোচ্চ স্থানে—পবে তাঁদের চরিত্রের কত পরিবর্তন ঘটেছে, আধুনিককালে তাঁরা নামে মাত্র জীবিত অথবা ভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত। অথচ বেদে বিষ্ণু অপ্রধান হলেও পুরাণে এবং পুরাণোত্তর হিন্দু সমাজে অত্যন্ত প্রধান দেবতা। রুদ্র রুদ্র হারিয়ে হনেন শিব। শক্তি দেবতার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট চিত্রের অভাব বেদে থাকলেও পুরাণে ও তন্ত্রে বহু বিচিত্র রূপে তাঁর প্রকাশ, আধুনিককালেও তাঁর প্রভাব অপ্রতিহত। দেবতাদের এই



উত্থানপতন ও জন্মান্তবেব ইতিবৃত্ত অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। দেবতাদেব এই চমকপ্রদ বিবরণের ইঙ্গিত ঋগ্বেদেই আছে। ঋষি ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সকল দেবতাদেব প্রণাম জানাতে গিয়ে বলেছেন :

নমো মহন্ত্যো নমো অর্ভকেভ্যো

নমো যুবভ্যো নম আশিনেভ্যো।<sup>১</sup>

—প্রসিদ্ধ (মহৎ) দেবগণকে আমি প্রণাম কবিতেছি, নব প্রসিদ্ধিসম্পন্ন দেবগণকে আমি প্রণাম কবিতেছি, লুপ্তগৌরব বৃদ্ধগণকে আমি প্রণাম কবিতেছি।<sup>২</sup>

ধৃক্টার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাযনাচার্য লিখেছেন, “মহন্ত্যঃ গুঠৈবধিকা, অর্ভকঃ গুঠৈঃ শূদ্রাঃ যুবানঃ তরুণাঃ আশিনা বয়সা ব্যাপ্তা বৃদ্ধাঃ।”—(অর্থ্যাৎ) মহৎ দেব অর্থে অধিকগুণসম্পন্ন দেবতা, অর্ভক শব্দের অর্থ গুণশূন্য, যুবা অর্থে তরুণদেবতা আশিন শব্দের অর্থ বয়োবৃদ্ধ দেবতা।

ঋগ্বেদের সময়েই দেবতাদেব শ্রেণীবিভাগেব যে ইঙ্গিত এখানে পাই তা আজ পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুদেবতাদেব বিবর্তনেব ইতিহাস। পুৰাণে বিভিন্ন দেবতা সম্পর্কে বহুতর উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। এই সকল উপাখ্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক এবং এগুলিব মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদিক যুগ পর্যন্ত প্রসারিত। অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানেবই জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণেব যুগে। এইগুলি পুৰাণে পল্লবিত হয়েছে। এই উপাখ্যানগুলিব বিবর্তন দেবতাদেব বিবর্তনেব সঙ্গে সম্পর্কান্বিত।

মহাযোগী শ্রীঅবিনন্দ যজ্ঞক্রিয়াকে প্রতীক রূপেই গ্রহণ করেছেন।—“It is not the sacrificial Fire that is capable of these functions, nor can it be any material flame or principle of physical heat and light Yet throughout the symbol of the sacrificial Fire is maintained It is evident that we are in the presence of a mystic symbolism to which the fire, the sacrifice, the priest are only out-word figures of a deeper teaching and yet figures which it was thought necessary to maintain and to hold constantly in front.”<sup>৩</sup>

১ ঋগ্বেদ—১।২৭।১৩

২ অনুবাদ—হুগাবাদস লাহিড়ী

৩ On the Veda, page 74

শ্রীঅরবিন্দ বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠানকে ঐশ্বরিক চেতনালভেব উপাধকশে গ্রহণ কবেছেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলন তাঁব নিকট দৈব প্রেরণাপ্রজ্বলনের রূপক—*Kindling of the divine flame.*<sup>১</sup>

বৈদিক অগ্নি-উপাসনা কালক্রমে বহুদেবতাব উপাসনাব পৰ্ববসিত হয়েচে। কালক্রমে যজ্ঞাহুষ্ঠান অটিন, প্রাণহীন ও ভূবোধ্য হবে পড়েছিল বলে মনে হয়। যাগযজ্ঞেব মাধ্যমে দেবতাদের রূপালাভ ছিন সেকালের আর্ঘ্যদেব লক্ষ্য। ঋগ্বেদে যজ্ঞাহুষ্ঠানের মধ্যে দেবতার রূপালাভ এবং যজ্ঞকারীর ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ কামনা নিহিত ছিন। পরে দেবতাব মূর্তি যজ্ঞের স্থান গ্রহণ কবলো। বিচিত্র পথে গড়ে উঠলো বিভিন্ন দেবতাব মূর্তি পবিকল্পনা। পুরাতন যুগের দেবতার প্রাধাত্য হাবিয়ে কেউ গেলেন লুপ্ত হয়ে কেউ বা নামে মাত্র জীবিত রইলেন। পুৰাণেব যুগে প্রধান হলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—আবও পরে প্রাধাত্য পেলেন বিষ্ণু ও শিব আর শ'ভুদেবতা দুর্গা-কালী।

---

১ On the Veda, page 279

## বেদের একেশ্বরত্ব

হিউমের মতে, প্রাচীনকালের সকলদেশেব সকল মানবই ছিল বহু দেবতার উপাসক। "It is a matter of incontestability that about seventeen hundred years ago all mankind were polytheists. The doubtful or sceptical principles of a few philosophers or the theism, and that not entirely pure, of one or two nations, form no objections worth-regarding Behold, then, the clear testimony of history the farther we mount up into antiquity, the more do we find mankind plunged into polytheism, no marks no symptoms of any more perfect religion The most ancient records of human race still present us with that system as the popular and established creed. The north, the south, the east, the west, give their unanimous testimony to the same fact."<sup>১</sup>

পৃথিবীর অত্যন্ত দেশে আদিম মানবের ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, ভাবতবর্ষেব দেব-উপাসনা বহুদেবতার বিশ্বাস সত্ত্বেও একেশ্বরেব উপাসনার পূর্ববসিত। ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর আদিমতম ধর্মগ্রন্থ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ভাবতীয় সাহিত্যেবও প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। সমস্ত সম্পর্কে বিতর্কেব অবকাশ থাকলেও ঋগ্বেদেব নিয়তম সময়-সীমা হাজার হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দেব পবে নয়। সাধারণতঃ পঞ্চ-সহস্র খৃষ্টপূর্বাব্দ অথবা আবে বহুপূর্বকাল পর্যন্ত ঋগ্বেদেব সময়সীমা প্রসাবিত। পৃথিবীর এই প্রাচীনতম মহাগ্রন্থ থেকে পাঁচ-সাত হাজার কিংবা আবেও পূর্ববর্তীকালেব মানবের ধর্মবিশ্বাস এবং ধর্মচর্চার যে বিবস্ত্র আলোখ্য পাওবা যায়, তা আবে কোথাও স্থলত নয়। ভাবতীয় আর্থধর্মেব প্রভাব এককালে পৃথিবীর নানা দেশেও ছড়িষে পড়েছিল। ঋগ্বেদেব দেব-উপাসনার বৈশিষ্ট্যই বহুবে মধ্যে একেশ্বরেব অস্বভূতি। একজন পাস্চাত্য ভাবততত্ত্ববিদ এ সম্পর্কে লিখেছেন : "The Hindus have from time immemorial believed in the existence of one Supreme Being, in the immortality of soul and in a future state of reward and punishment. but in their opinion respecting the nature of Supreme Being they are unquestionable pantheists"<sup>২</sup>

<sup>১</sup> Hume's Essays—Vol II page 408

<sup>২</sup> Hindu Mythology—Lieut. col Vans Kunedy.

ঋগ্বেদে বহুদেবতাব উপাসনা দৃষ্ট হয়। দেবতাদের যজ্ঞে আহ্বান করা হয়েছে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে হবিঃ অর্পিত হয়েছে। অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, সূর্য, পূষৎ, মরুৎ, ভোঃ, পর্জন্ত, অশ্বিন, পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী প্রভৃতি বহুদেবতাব অস্তিত্ব ঋগ্বেদের পাঠকমাত্রেরই অবগত আছেন। অগ্ন্যগ্নি বৈদিক সংহিতা এক ব্রাহ্মণেও বহু দেবতাব অর্চনা স্থান লাভ করেছে। পুতবাং বৈদিক আর্ঘ্যগণ যে বহুদেবতাব বিশ্বাসী ছিলেন, এ মত প্রাচীন সর্বজন স্বীকৃত। আধুনিক হিন্দুধর্ম বৈদিক ধর্মোপাসনাব বিবর্তন ও রূপান্তরের ফলে গড়ে উঠেছে। সেইজন্যই আধুনিক হিন্দুধর্মেও বহু দেবতাব পূজা প্রচলিত। বরুণ দেবতাব সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হতে হতে বিপুল আকার ধারণ করেছে।

ঋগ্বেদে দেবতাব সংখ্যা তেত্রিশ :

যে দেবাসো দিব্যোকাশ স্বঃ পৃথিব্যা মধ্যোকাশ স্বঃ ।

যে অপঃস্বিতো মহিনৈকাশ স্বঃ তে দেবাসো যজ্ঞমিষং যুবধ্বম্ ॥<sup>১</sup>

—যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ, তাঁহারা নিজ মহিমার যজ্ঞ সেবা করেন।<sup>২</sup>

অপর একটি ঋকে আছে :

আ নাসত্য্য জিভিবেকাশৈরিহ দেবেতির্ষাতং মধু পেযমশ্বিনা ॥<sup>৩</sup>

—হে নাসত্য্য অশ্বিন। জিহ্বা একাদশ (তেত্রিশ) দেবগণের সহিত মধুপানার্থে এখানে আইস।<sup>৪</sup>

ঋষি অপর একটি মন্ত্রে অগ্নিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “জ্যজ্ঞিশতমাবহ।”<sup>৫</sup>

—হে অগ্নি, তুমি তেত্রিশজন দেবতাকে এখানে নিয়ে এস।

অথর্ববেদেও জ্যজ্ঞিশং দেবতাব উল্লেখ আছে। তেত্রিশসংখ্যক দেবতাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে :

যে দেবা দিব্যোকাশ স্বঃ তে দেবাসো হবিষিৎ যুবধ্বম্ ॥

যে দেবা অন্তবিক্ একাদশ স্বঃ তে দেবাসো হবিষিৎ যুবধ্বম্ ॥

যে দেবাঃ পৃথিব্যাং একাদশ স্বঃ তে দেবাসো হবিষিৎ যুবধ্বম্ ॥<sup>৬</sup>

১ ঋগ্বেদ—১।৩৩৯।১১

২ অনুবাদ—রূপেচর্য দত্ত

৩ ঐ —১।৩৪।১১

৪ ভদ্রেশ

৫ ঐ —১।৪৫।২

৬ অথর্ববেদ—১২।৪।২৭।১১-১৩

—যে দেবগণ দু্যলোকে ( স্বর্গে ) একাদশ সংখ্যক তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন ।  
যে দেবগণ অন্তরীক্ষে ( আকাশে ) একাদশ তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন । যে  
দেবগণ পৃথিবীতে একাদশ তাঁরা এই হবি গ্রহণ করুন ।

ঋগ্বেদে পূর্বোক্ত মন্ত্রটিতে ( ১।১৩২।১১ ) ও দেবগণকে স্বর্গবাসী, মর্তবাসী  
ও অন্তরীক্ষবাসী—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে । তৈত্তিরীয় সংহিতাতে<sup>১</sup>  
ও ঋগ্বেদীয় ও পৃথিবীতে স্থিত মোট তেত্রিশজন দেবতাব উল্লেখ আছে ।  
তেত্রিশ সংখ্যক দেবতাব বিবরণ প্রসঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, “অষ্টৌ বসবঃ,  
একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশ আদিত্যাঃ, প্রজাপতিশ্চ বষট্কাবশ্চ ।”<sup>২</sup> —আটজন  
বহু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি এক বষট্কাব মিলে তেত্রিশ  
দেবতা । বৃহদাযণ্যকোপনিষদে তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার তালিকা বষট্কার  
স্থলে ইন্দ্র আসন পেয়েছেন, “ত্রযজিংশ্চৈব দেবা ইতি । কতমে তে ত্রযজিংশ-  
দিত্যাষ্টৌ বসব একাদশ রুদ্রা দ্বাদশাদিত্যান্ত একত্রিংশদিত্যৈশ্চ প্রজাপতিশ্চ  
ত্রযজিংশাবিতি ।”<sup>৩</sup> —( শাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাল, ) সেই তেত্রিশটি  
দেবতাই বা কে কে ?—( যাক্ষবক্য বলিলেন, ) অষ্টবহু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ  
আদিত্য—এই একত্রিশ, আর ইন্দ্র ও প্রজাপতি দুই মিলিত হইয়া তেত্রিশ  
হইল ।<sup>৪</sup>

শতপথ ব্রাহ্মণে ( ৪।৫।৭।২ ) অষ্টবহু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্র্যাস  
ও পৃথিবী নিয়ে তেত্রিশ দেবতা । ঐতরেয়-ব্রাহ্মণানুসারে ( ২।১৮ ) একাদশ  
প্রযাজ দেবতা, একাদশ অহুযাজ দেবতা এক একাদশ উপযাজ দেবতা দ্বা-  
গঠিত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ ।

উপর্যুক্ত বিবরণ থেকে স্থষ্টিভাবে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক ঋগ্বেদেব বিশ্বাস  
অহুযাজী দেবতাব সংখ্যা ত্রয়জিংশ্চ । বিস্তৃত দেবতাব নাম গণনা কবলে দেখা  
যাবে যে প্রকৃত সংখ্যা তেত্রিশেব অনেক বেশী । পূর্বোক্ত একটি ঋকে ( ১।৩৪।১১ )  
তেত্রিশ দেবতাব অতিরিক্ত নাসত্য বা অশিদ্ধেব এবং অপর একটি ঋকে  
( ১।৪৫।২ ) অতিরিক্ত হিসাবে অগ্নিব নাম পাই । আর একটি ঋকে অষ্টবহু,  
দ্বাদশ আদিত্য ও একাদশ রুদ্র ছাড়াও অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু উবা ও নৃবর্ষের  
একত্র অবস্থানের কথা বলা হয়েছে :

১ তৈঃ সংহিতা—১।৪।১।১১

২ ঐতঃ ব্রাঃ—১।১০

৩ বৃহঃ উপঃ—৩।১২

৪ অহুযাজ—হুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ।

অগ্নিনৈল্লেশ বরুণেন বিষ্ণুনাঈতৈঃ কৃতৈর্বহুভিঃ সচাত্ববা ।

সযোযসা উযসা শূৰ্বেণ চ সোমঃ পিবতমস্বিনা ॥<sup>১</sup>

—হে অশ্বিনব। তোমরা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিভাগ্য, রুদ্রগণ ও বহুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও শূৰ্বেণ সহিত মিলিত হইয়া সোমপান কর ॥<sup>২</sup>

কোন কোন স্থলে উল্লিখিত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশত উনচত্রিশ :

ত্ৰীনি শতা ত্ৰী সহস্রাণ্যগ্নিঃ ত্ৰিশচ দেবা নব চাসপৰ্ণন ॥<sup>৩</sup>

—তিন সহস্র তিনশত ত্রিশ ও নব সংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন ॥<sup>৪</sup>

কল্প যজুৰ্বেদের বাঙ্গলেন্দবী সংহিতায় ( ৩৩৭ ) এই মন্ত্ৰটি উদ্ধৃত হয়েছে । শ্রুতযাং যজুৰ্বেদের মতেও ৩৩৩ জন দেবতা আছেন । সাংঘাত্য মনে করেন যে দেবতার সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে তেত্রিশ, ৩৩৩ সংখ্যা দেবতাদের মহিমা-প্রকাশক মাত্র ।

বাঙ্গলেন্দবী সংহিতায় একস্থানে বহু, কহ এবং আদিভাগ্য ছাড়াও কয়েকজন দেবতার একত্রে উল্লেখ আছে : “অগ্নির্দেবতা । বাতো দেবতা । শূৰ্যো দেবতা । চন্দ্রমা দেবতা । বলবো দেবতা । রুদ্রা দেবতা । আদিত্যা দেবতা মকতো দেবতা । বিবে-দেবা দেবতা । বৃহস্পতির্দেবতা । ইন্দ্রো দেবতা । বরুণো দেবতা ॥”<sup>৫</sup>

বৈদিক দেবতাগণ সংখ্যার হিসাবে যতই হোন না কেন, এ কথা নিশ্চিত বলা চলে যে, বৈদিক আৰ্চণা বহু দেবতার উপাসনা করতেন । অনেক অনেক পণ্ডিতের মতে স্বর্বেদে বহুদেবতার উপাসনা ক্রমে ক্রমে একেশ্বরের ধারণায় পরিস্ফুট হয় । দশম মণ্ডলের পুরুষসূক্তেই সর্বপ্রথম একেশ্বরের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে । অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বৈদিক দেবতাদের সম্পর্কে লিখেছেন, “This is concerned with the worship of gods that are largely personifications of the powers of nature The hymns are mainly invocations of these gods and are meant to accompany the oblations of the fire sacrifice of melted butter. It is thus essentially a polytheistic religion, which assumes a pantheistic colouring only in a few of its latest hymns”<sup>৬</sup>

১ কৰ্বেদ—৮।৩৫।১ ২ অশ্বিন—বশেষচন্দ্র দত্ত ৩ কৰ্বেদ—৩৩৩

৪ অশ্বিন—বশেষচন্দ্র দত্ত

৫ গুরুবক্ত—১৪।২০

৬ Vedic Reader, Prof A Macdonell, page 18

দশম মণ্ডলের পুরুষ শৃঙ্খল সর্বব্যাপী বিরাট পুরুষের বর্ণনা গ্রন্থে বলা হয়েছে :

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

ন ভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধাত্যভিষ্ঠদশাস্ত্রলম্ ॥

পুরুষ এবৈদং সর্বং ষড়্ভূতং যচ্চ ভবাম্ ।

উতামৃততৃপ্তেশানো যদগ্নেনাতিবোহতি ॥

এতাবানন্ত মহিমা তো জ্যাযাংস্ত পুরুষঃ ।

পাদোহস্তা বিখা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্র্যমৃতং দিবি ॥<sup>১</sup>

—পুরুষ সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র পদ বিশিষ্ট । তিনি সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করে দশাঙ্গুলি পরিমিত হয়ে বিবাজমান । ভূত এবং ভবিষ্যৎ সবই সেই পুরুষ । যেহেতু তিনি অগ্নেয় (যজ্ঞ অথবা কর্মের) দ্বারা সব কিছু অতিক্রম করেন, এতএব তিনি অমৃততৃপ্ত ঈশ্বর (কর্তা) । এ সবই তাঁর মহিমা । তিনি এই সবল অপেক্ষাও বৃহত্তর, বিশ্বভুবনে তাঁর একটি মাত্র পাদ—দ্র্যলোকে অমৃতকণী তাঁর তিন পাদ ।

এই শৃঙ্খলের বিরাট পুরুষের সঙ্গে গীতাব পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনাও অনুরূপ বলেছেন :

অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীৰ্যম্ । পঞ্চামি য়া দীপ্তহৃতাশবলুং

অনন্তবাহুঃ শশিনূৰ্ব্বনেজ্রম্ ॥ স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥

তাবাপৃথিব্যোবিদমন্তরং হি ।

ব্যাপ্তং যথৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ॥<sup>২</sup>

—উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়রহিত, অনন্ত বীৰ্যসম্পন্ন, অনন্ত বাহুযুক্ত, চন্দ্র সূর্যরূপী দুই নেত্রবিশিষ্ট, অলন্ত অগ্নিময় মুখসম্বিত স্বীয় ভেজের দ্বারা বিশ্বভুবন সন্তাপনকারী তোমাকে দেখছি । তুমিই তাবাপৃথিবীর মধ্যভাগ (অন্তরীক্ষ লোক) এবং দিক্‌সকল ব্যাপ্ত করে বিবাজমান ।

উপনিষদেব ব্রহ্মের সঙ্গে ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষা পুরুষ ও ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণের কোন তফাৎ নেই । উপনিষদ্ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন :

অগ্নিমূর্ধা চক্ষুসী চন্দ্রসূর্যো

বিশঃ জ্যোত্রে বাসিতাস্ত বেদাঃ ।

বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ঃ বিশ্বমত্ৰ

পশ্চ্যাৎ পৃথিবী হ্বেষ সর্বভূতান্তবান্মা ॥<sup>১</sup>

—বাহ্যিক মস্তক ছালোক, চক্ষু, চন্দ্র ও সূর্য, কর্ম দিবসমূহ, বাক্য প্রকৃতি বেসমূহ, প্রাণ বায়ু, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং বাহ্যিক পদ হইতে পৃথিবী জাত হয়, তিনিই সমুদয় স্থূল মহাদ্বৈতের অন্তবান্মা ॥<sup>২</sup>

সর্বতঃ পানিপাদন্তঃ সর্বতোহাকিশির্বোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥<sup>৩</sup>

—তাঁর হাত পা সকল দিকে প্রসারিত, তাঁর মুখ এবং মস্তক সর্বত্র বর্তমান, তাঁর কর্মও সর্বত্র— তিনি সব কিছুই ব্যাপ্ত কবে বিবাজমান ।

ঋষেদেব পুরষ এবং উপনিষদেব ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন । উপনিষদেব ব্রহ্মতত্ত্বই ঋষেদে আত্মপ্রকাশ করেছে । দশম মণ্ডলেব আবার একটি শ্লোকে বিশ্ববর্গীয় মহিমা-কীর্তন প্রসঙ্গে বলা বলেছে :

বিশ্বতশ্চক্ষুস্ত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুতবিশ্বতশ্চাপাং ।

সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতয়ৈর্গোবান্দুয়ী জনবন্ দেব একঃ ॥<sup>৪</sup>

—সেই এক দেবতা, —সর্বব্যাপী তাঁর চক্ষু, বিশ্বময় তাঁর মুখ, —সর্বময় তাঁর হাত এবং পা, —তিনি বাহুদ্বারা স্বর্গকে সম্যকরূপে স্থাপন কবে, পদদ্বারা স্বর্গ-মর্ত্য সৃষ্টি কবে এক অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ কবেছেন ।

দশম মণ্ডলেই হিরণ্যগর্ভস্ততি আছে । হিরণ্যগর্ভও বিশ্বশ্রষ্টা পালকিতা আদি দেব ।

হিরণ্যগর্ভঃ সর্ববর্ততাগ্রে ভূতন্তাগ্রে জাতঃ পতিবেক আসীৎ ।

স দাধার পৃথিবীং জামুতেমাং বশৈশ্চ দেবায় হবিষা বিধেম ॥<sup>৫</sup>

—সর্বপ্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন । তিনি জাতমাত্রই সর্বভূতের অধীশ্বর হইলেন । তিনি পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন । কোন্ দেবতাকে হবি দ্বারা পূজা করিব ॥<sup>৬</sup>

আচার্য সায়ন ‘ক’ শব্দের অর্থ করেছেন ‘প্রজাপতি’—বিশ্বশ্রষ্টা । হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি, বিশ্ববর্গ এবং বিরাটপুরুষের অভিন্নতা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় ।

১ মণ্ডুকোপনিষৎ—২।১।৪

২ অনুবাদ—বাহী গভীরানল

৩ বেদাংকুরোপনিষৎ—৩।১৬

৪ ঋষেদে—১০।৮।১২

৫ ঋষেদে—১০।১২।১১

৬ অনুবাদ—স্বদেশচর্য বস্ত ।



হিব্যাগৰ্ভ পুরুষ বিশ্বকৰ্মা—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকৰ্তা—সৃষ্টিৰ আদিতেও বৰ্তমান এবং সৰ্বময় পরিব্যাপ্ত। তিনিই সৰ্বব্যাপী ব্রহ্ম—‘সৰ্বং ধৰ্ম্মিণং ব্রহ্ম’। বেদের বহুদেবতা যে তিনি ছাড়া আর কিছু নয়, এ সত্য একেবারে দিবালোকৰ মত স্পষ্ট। দশম মণ্ডলেই একটি ঋকে বলা হয়েছে,—“স্বপৰ্ণং বিপ্রা কবনো বচোভিবেকং সন্তং বহধা কল্পযন্তি।”<sup>১</sup>—পক্ষী একই আছেন, বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাঁহাকে কল্পনাপূৰ্বক অনেক প্রকাৰ বর্ণনা কবেন।<sup>২</sup> এই এক পক্ষী অবশ্যই প্রজাপতি বা বিশ্বকৰ্মা অথবা পুরুষ—উপনিষদের ব্রহ্ম।

দশম মণ্ডলেই একটি সূক্ত দেবীসূক্ত নামে স্মরণিত। সূক্তটিতে অঙ্গুণ ঋষিৰ কন্তা বাক্ নিজেকে সকল দেবতার সঙ্গে এবং বিশ্বব্রহ্মবৈব সঙ্গে একাত্মতার অহুতবে ঘোষণা কবেছেন :

অহং কদ্রেডিৰ্বহুভিচ্চিচ্যামাহমামিত্যৈকত বিশ্বদেবৈঃ ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভৰ্যাহমিত্রানী অহমশ্বিনোভা ॥

অহং সোমসাহনসং বিভৰ্যাহং ঐষ্টাবয়ুত পুষণং ভগন্ ॥<sup>৩</sup>

—আমিই একাদশ কন্দ্ৰ ও ঐষ্টবয়ুৰূপে বিচরণ করি। আমি ঋষি আদিত্য ও সমস্ত দেবতা ( অথবা বিশ্বসংজ্ঞক দেবগণরূপে ) বিচরণ কবি। আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয় দেবকে ধারণ কবিতোছি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমার নামক দুই দেবকে ধারণ কবিতোছি। শক্রদ্বিগের সংহাবকর্তা চন্দ্রকে ( অভিযোতব্য সোমকে ) আমি ধারণ কবিতোছি ।<sup>৪</sup>

ঋষিকবি বাকের এই আত্মাহুতি ব্রহ্মাহুতির সমতুল্য। সাধনার দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আত্মাধিকণ এক ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার তাঁর অন্তরে ঘটেছে বলেই তিনি বিশ্বদেবের সঙ্গে একাত্ম বোধ কবেছেন। উপনিষদের ঋষিও ব্রহ্মাহুতির কলে অহুরূপভাবে ঘোষণা কবেছিলেন,—

বেদাহমেতং পুরুষং মহাত্মমাদিত্যবৰ্ণং তমসঃ পরন্তাতং ॥<sup>৫</sup>

আমি জেনেছি তাঁহাকে

মহাত্ম পুরুষ যিনি আধাবেব পাবে

জ্যোতির্ঘর ॥<sup>৬</sup>

১ ঋকঃ—১০।১১৪।৩

২ অনুবাদ—সুশেচন দত্ত।

৩ বেতাধিতর—৩৮

৩ ঋকঃ—১০।১২৫।১-২

৪ অনুবাদ—ভাষাচরণ কবিরঙ্গ।

৫ সৈবধ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সর্বভূতে বিশ্বাত্ম্য উপলব্ধিই ব্রহ্মোপলব্ধি। উপনিষদের স্ববিধ বর্ণে ঘোষিত হইছে :

যন্ত সর্বানি ভূতানি আত্মভেবাহুপশ্রুতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।<sup>১</sup>

— যিনি সর্বভূতকে আত্মাতে এবং আত্মাকেও সর্বভূতে দর্শন করেন, সেই সর্বাাত্ম্য দর্শনের কলে ( কাহাকেও ) স্তম্ভা করেন না।<sup>২</sup>

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান এই বখাবই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :

সর্বভূতস্বমাআনং সর্বভূতানি চাত্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥<sup>৩</sup>

— যোগসমাহিতচিত্ত সমদর্শী পুরুষ সর্বভূতে নিজেকে এবং নিজের মধ্যে সর্বভূতকে প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

সর্বভূতে আত্মসাক্ষ্যকার ঘটেছিল যে স্ববিকবির, তিনি যে একেশ্বরে বিশ্বাসী, সে কথা বলাই বাহুল্য। বহু দেবতাব বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও একেশ্বরবাদের ক্ষুদ্র ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সম্যকভাবে ঘটেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু পণ্ডিদের মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলটি অন্ত্যান্ত মণ্ডলের তুলনায় পরবর্তী-কালের রচনা। Dr. A. B. Keith লিখেছেন, "The tenth book also displays both in metrical form and linguistic details, signs of more recent origin than the bulk of the collection"<sup>৪</sup>

ডঃ বি কে. যোষ লিখেছেন, "That the tenth Mandala is later in origin than the first nine is, however, perfectly certain from the evidences of the language"<sup>৫</sup>

ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের সহিত যেকণ সামবেদের সম্পর্ক সেইকণ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সহিত অথর্ববেদের সম্পর্ক। অথর্ববেদের অনেকগুলি সূক্ত এই দশম মণ্ডল হইতে লওয়া। দশম মণ্ডল ঋগ্বেদ রচনাকালের শেষ অংশে রচিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে, তাহা আমরা ক্রমশঃ নির্দেশ করিব।"<sup>৬</sup>

১ ঈশোপনিষৎ-৩

২ অনুবাদ—হুগ চিরণ সাংখ্য বেদান্তভীষ

৩ গীতা-৬।২০

৪ Cambridge History of India, vol I, page 77.

৫ Vedic Age, page 227 ৬ ঋগ্বেদ সাহিত্য—বঙ্গানুবাদ, ২য়, পৃ: ১৩০৪

রমেশচন্দ্র পুরুষহর সম্পর্কে লিখেছেন, “ঋগ্বেদ রচনাকালের অনেক পরে এই অংশ বচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।”<sup>১</sup> বিশ্বকর্মা সম্পর্কিত ৮১ সংখ্যক শ্লোকটিকেও রমেশচন্দ্র পরবর্তীকালে বচিত বলে স্থির করেছেন। তিনি হিরণ্যগর্ভ শ্লোকটিকে “অপেক্ষাকৃত আধুনিক” বলে রায় দিগেছেন।

দেশী বিদেশী পণ্ডিতগণের এই অভিমত স্বীকার করে নিশেও একথা সত্য যে, ঋগ্বেদে যে কোন অংশ বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে কোন গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীনতর। এ বিষয়ে পণ্ডিত ভিন্তারনিৎস (Winternitz) Alfred Ludwig-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে সমর্থন করেছেন। উদ্ধৃতিটি নিম্নরূপ :

“The Rigveda pre-supposes nothing of that which we know in Indian literature, while on the other hand, the whole of Indian literature and the whole of Indian life presuppose the Veda”<sup>২</sup>

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একেবারে ধারণা ও অলুভূতি হুপ্ত এবং হুতীত্র, একথা সত্য। কিন্তু এই বিশেষ অলুভব কেবলমাত্র দশম মণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। অন্যান্য মণ্ডল থেকেও অল্পকণ চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব। চতুর্থ মণ্ডলে পুরুহুংসপুত্র ত্রসদহ্য বাহ্মা ঋষিকবি বাকের মতই আত্মোপলক্ষিত কথা ঘোষণা করেছেন :

অহং রাজা বরুণো মহং অন্নহর্থাণি প্রথমা ধাবমত ।

ক্রতু সচন্তে বরুণন্ত দেবা রাজাসি কৃষ্টৈরুপমন্ত বভ্রঃ ॥

অহমিত্রো বরুণন্তে মহিছোর্বী গভীবে ব্রহ্মসী হুমেকে ।

অষ্টেব বিশ্বভুবনানি বিধানুংসমৈববং রোহসী ধায়য়ং চ ॥<sup>৩</sup>

—আমিই রাজা বরুণ, আমার জন্মই দেবগণ সেই প্রসিদ্ধ অহুর-বিষাতক শক্তি ধারণ করেন। আমি সকলের ঈশ্বর। আমি ইন্দ্র, আমি বরুণ, মহৎ বিত্তীর্ণ দ্রবগাহা হরুপবিশিষ্ট ভাবাপৃথিবী (ব্রহ্মসী) আমিই। সকলই পবিচ্ছাত হয়ে আমিই প্রজাপতির মত বিশ্বভুবন প্রেরণ করি এবং ভাবাপৃথিবী ধারণ করে থাকি।

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—২২

২ A History of Indian Literature, Vol I, p I, page 52

৩ ঋগ্বেদ—৪।৪২।২-৩

উক্ত মণ্ডলেই ঋষি বামদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আত্মব্ৰহ্ম উপলব্ধি করেছেন।  
তিনিও বলেছেন :

অহং মত্তবভবং সূৰ্য্যচাহং কক্ষীৰা ঋষিবান্ধি বিপ্রঃ ।  
অহং কুংসমাজুর্নৈষংন্যজ্জৈহং কবিক্ষণা পশুতামা ॥  
অহং ভূমিদদামার্ষাযাহং বৃষ্টিং দান্তবে মর্ত্যায় ।  
অহং অপো অনংং বাবশানো মম দেবাসো অশ্বকেতমাবন্ ।  
অহং পুরো মন্দশানো দৈব্যং নাকল্পবতীঃ শব্ববস্ত ।  
শততং বেদং সর্বতাতা দিবোদাসমতিথিষ্ণং যদাবম্ ॥ ১

—আমি ময় ( প্রজাপতি ), আমি সর্বশ্রেয়ক সূর্য, মেধাবী কক্ষীবান্ নামক ঋষিও আমি, আজুর্নীপুত্র কুংস নামক ঋষিকে আমিই প্রসাধিত কবি। উশনা নামক ক্রান্তদর্শী ( ত্রিকালজ্ঞ ) ঋষিও আমি। হে জনগণ, উত্তমরূপে সত্যব্রহ্ম আমাকে দেখ। আমি আর্হমানবকে ভূমি দান কবেছি। হবিদান-কারী মহুয়াকে আমিই বৃষ্টিদান করি। আমিই শব্বকারী জলসমূহকে সর্বস্থানে প্রেরণ করি। দেবভারা আমার সংকল্প বহন করেন। আমিই ইন্দ্ররূপে সোমপানে মত্ত হইবে নযশত নিরানবই বাব শব্ব নামক অশ্বয়ের পূর্ব ধ্বংস কবেছি, দিবোদাসেব প্রবেশযোগ্য করেছি শতসংখ্যক পুত্র।

ঋষি বামদেবেব এই উপলব্ধি ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত। যে ঈশ্বর সর্বনিষত্তা অথচ সর্বময় ঋষি বামদেব ব্রহ্মদেহ এবং বাকের আত্মজ্ঞানে তাঁরই প্রকাশ ঘটেছে। সকল দেবতা যে এত ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ—এই সত্য ঋগ্বেদের ঋষি প্রথম মণ্ডলেই ঘোষণা করেছিলেন :

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহরথো দিব্যঃ স্পর্শো গরুত্মান ।

একং সঙ্গিপ্রো বহুধা বদন্ত্যগ্নিঃ যমঃ মাতরিশ্বানমাহঃ ॥ ২

—এক সং বস্তকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি পক্ষযুক্ত স্পর্শ ( পক্ষী,—সূর্য ) অগ্নি, যম মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহুনায়ে বিপ্রগণ অভিহিত করে থাকেন।

ঋগ্বেদের অপর একটি মন্ত্রে পাই : “একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্”<sup>৩</sup>—এই একই সকল রূপ ধারণ করেছেন। তৃতীয় মণ্ডলের ৪৫ নং মন্ত্রে প্রতি ঋগ্বেদ শেষে আছে : “মহদেবানামস্ববন্ধমেকম্ ।” —ভূমিই মহৎ দেবগণের একমাত্র প্রাণস্বকণ। অস্বয় শব্দের অর্থ প্রাণদাতা। ঋগ্বেদের অনেক দেবতাকেই অস্বয়

বলা হয়েছে। এই বাক্যটির অর্থবাদে Maxmuller লিখেছেন, “The great divinity of the gods is one.” Muir লিখেছেন, “The divine power of the gods is unique” গুরুমজুর্বদও একেখবে তত্ত্ব উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চাবিত্ত কবেছেন,—“এতদৈব স বিস্ফটিব্যে উদ্ব্যেব সর্বে দেবাঃ।” —এই সবই তাঁর সৃষ্টি, তিনিই সকল দেবতা। অধর্ববেদেব ঋষিঃ বহুদেবতার মধ্যে এক সবব্যাপী ঈশবেব অস্থিত্ব স্বীকাণ কবে বলেছেন,—“তদগ্নিবাহ তদু সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিত্রঃ।” — তাঁকেই অগ্নি বলা হয়, তাঁকেই সোম বলা হয়, তিনিই বৃহস্পতি সবিতা, তিনিই ইন্দ্র।

বৈদিক ঋষিগণ বহুদেবতার উপাসক হওয়া সত্ত্বেও মূলতঃ ছিলেন একেশ্ব-  
বাদী। কেবল ঋগ্বেদেব দশম মণ্ডলে নয়, কেবল উপনিষদে নয়, সমগ্র বৈদিক  
সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, উপনিষদে—সর্বত্রই একেশ্ববে বিশ্বাস প্রকটিত। একই ঈশ্ব-  
কপণ্ডণভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন, এ বিশ্বাস আৰ্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির  
মর্মকথা। একেই বহুরূপে প্রকাশ অথবা বহুত্বের মধ্যেই একের অস্তিত্বের  
অনুভূতি ভাবতীয় সংস্কৃতির চিবন্তন বৈশিষ্ট্য। বৈদিক দেবতার এই বৈশিষ্ট্য  
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক পণ্ডিতই অস্বীকার কবতে পারেন নি। অবশ্য কোন  
কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভাবতীয় দেবত্বের স্বকণ্ঠী যথায়থভাবে উপলব্ধি কবেছেন-  
এ কথাও সত্য। Sir Charles Elliot বৈদিক দেবতাদের একত্বাভাব সম্পর্কে  
স্বন্দভাবে বিশ্লেষণ কবেছেন : “The gods are frequently thought of  
as joined in couples, triads or larger companies and early  
worship probably showed the beginnings of a feature, which is  
prominent in later ritual, namely, that a sacrifice is not an  
isolated oblation offered to one particular god, but a series of  
oblations, presented to series of deities. There was thus little-  
disposition to exalt one god and annihilate the others, but  
every disposition to identify the gods with one another and  
all of them with something else. Just as rivers, mountains,  
and plains dimly seem to be parts of some divine whole, which  
is greater than any of them.” ২

কিন্তু বিশ্বেষর বিষয় এই যে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত হিন্দুধর্মের একেশ্বরত্বকে খৃষ্টধর্ম ও ইসলামধর্মের প্রভাব বলে গণ্য করেছেন। একজন লিখেছেন, "In general picture of later Hinduism an exaggerated importance has been attributed to some philosophical schools of monistic Hinduism which developed mainly under the impact of Islamic and Christian influence and which aim at re-interpreting Vedic texts in new lights."<sup>১</sup>

এই অভিযন্তা যে কতদূর ভ্রান্ত ও অসাব্য তা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকেই প্রতিভাত হবে। বহু মধ্য একেব উপাসনা বৈদিক ধর্ম তথা সনাতন ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মূলতত্ত্ব। আর বেদ যে যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্বে বর্তমান ছিল সে কথা কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করেন নি। খৃষ্টজন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ঋগ্বেদ সৃষ্ট হয়েছে, অমৃততপস্কে সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে—এ কথা সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন। বরঞ্চ অনেকে অহুমান করেন যে, খৃষ্টানধর্মের একেশ্বরবাদ সনাতন ভারতীয় ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত। সিলভা লেভি, নিকোলাস নোটচিচ, নগেন্দ্র নাথ বসু, স্বামী অশ্বত্থানন্দ প্রমুখ দেশী ও বিদেশী জ্ঞানীরাই যে মতে যীশুখৃষ্ট ভাবতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। কাশ্মীরে জীনগরের নিকটে হবিপার্বতের পাদদেশে খানা-ইয়াবী নামক স্থানে যীশুখৃষ্টের সমাধি-মন্দির আছে।

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সব্বভৌ বৈদিক দেবতাদেব এক ঈশ্বরের ভিন্ন প্রকাশরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। "Dayananda's interpretation of the hymns is governed by the idea that the Vedas are a plenary revelation of religious, ethical and scientific truth. Its religious teaching is monotheistic and the Vedic gods are different descriptive names of the one Deity, they are at the same time indications of his powers as we seen them working in Nature."<sup>২</sup>

<sup>১</sup> Hindu Polytheism—Allan Danielou, Page 11

<sup>২</sup> On the Veda—Sri Aravinda, Page 37

## পুরাণে একেশ্বরবাদ

বেদেব মত পুৰাণেও বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত। এক বা একাধিক দেবতার মহিমা কীর্তিত হয়েছে এক একটি পুৰাণে। অধিকাংশ মহাপুৰাণ ও উপপুৰাণে বহু দেবতার প্রসঙ্গ আছে। পুরুষ দেবতার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রধান। এ ছাড়াও আছেন গণেশ, কার্তিকেশ্ব, সূর্য্য, চন্দ্র, পবন, বরুণ, ইন্দ্র, মদন, যম, কুবের, দক্ষ, অগ্নি প্রভৃতি আরও কত দেবতা। শক্তি-দেবতা দুর্গা বা পার্বতী। কিন্তু তাঁরও কত কপভেদ—কালী, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি শক্তিদেবতারূপে পূজিতা। বিষ্ণু যেন আছেন দশ অবতার, তেমনি আছেন দশমহাবিভা—শক্তিদেবতার প্রকাষভেদ—সরস্বতী, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, গাংত্রী, গদা, যমুনা প্রভৃতি আরও বহু স্ত্রী-দেবতা শক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন পুৰাণে বটী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবীদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তন্ত্র শাস্ত্রেও কত নূতন নূতন দেব-দেবীর সাক্ষাৎ মেলে। একই দেবতার কত রূপান্তর! তথাকথিত লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যাও কি অল্প? প্রচলিত মতে হিন্দু দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। হিন্দুর কাছে তুলসী, বট, অশ্বথ প্রভৃতি দেবতা-শ্রেণীভুক্ত।

এত দেবতার পূজার্না যে ধর্মের অঙ্গীভূত সেই ধর্মও মূলতঃ একেশ্বরবাদী। এ কথা বিশ্বকব বোধ হলেও সত্য। পৌরাণিক দেবতারও একমেবাদ্বিতীয়ত্ব, পবনেশ্বরের বিচিত্র প্রকাশরূপ প্রতিভাত। অধিকাংশ দেবতারই ধ্যান বা স্তব-মন্ত্রে ব্রহ্মরূপ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে তাঁরা প্রকটিত হয়েছেন। বৈতজ্ঞান বা বহুতজ্ঞান পুরাণকারের দৃষ্টিকে কোথাও আবিল করে নি।

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মরূপ—তিনি ঋষিদের বিবর্তপুরুষের সমতুল্য—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সবই তাঁর বিভূতি—তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতু। ভগবান্ নিজেই বলেছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥<sup>১</sup>

—আমি আমার একাংশ দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছি।

যথাকালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বজগো মহান্ ।

তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধায় ॥<sup>২</sup>

—যেমন সৰ্বজগামী মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সমস্ত প্ৰাণী আশীৰ্ভেই অবস্থিত হৈছে।

উপনিষদেব এক অদ্বিতীয় সৰ্বভূতান্তৰাত্মা ব্ৰহ্মই এখানে আত্মস্বৰূপ প্ৰকাশ কৰেছেন। শ্ৰীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মস্বৰূপ হ'বেই সৰ্বজীবের স্বৰূপে জীবাত্মাৰূপে বিৰাজিত,—  
“সৰ্বভূতঃ কৃদ্দি সন্নিবিষ্টঃ।”<sup>১</sup>

—আমি সকলেবই স্বৰূপে অবস্থান কৰি।

যিনি কৃষ্ণ, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণু পুৰাণে ভগৱান বিষ্ণু জগন্নাথ—ব্ৰহ্মজগী :

সৰ্গস্থিতিবিনাশানাং জগতোহস্ত জগন্নাথঃ।

মূলভূতো নমস্তস্তৈ বিষ্ণবে পরমাত্মনে।<sup>২</sup>

—সৃষ্টি-স্থিতি-প্ৰলয়ের আঁকন, এই জগতের মূলভূত কারণ জগন্নাথ বিষ্ণু।  
সেই পরমাত্মা বিষ্ণুকে নমস্কাৰ।

ববাহপুৰাণে ( ৬ অঃ ) বিষ্ণু সৰ্বময়, সৰ্বব্যাপী ব্ৰহ্মস্বৰূপ বিৰাট. নৃসিংহ :

নমামি নিত্যং জিহ্বাধিপত্ন

ভবন্ত সূৰ্যন্ত ইত্যনন্ত।

সোমন্ত রাজো মনুতামনেক-

কণং হৰিঃ যজ্ঞভঙ্কঃ নমস্তে।

—সৰ্গাধিপতি নিত্যস্বৰূপ বিষ্ণুকে প্ৰণাম কৰি। ভব ( শিব ), সূৰ্য, অগ্নি,  
মাক্ষা সোম ও মনুগণের বিচিহ্নৰূপধাৰী যজ্ঞমুৰ্ত্তি হৰিকে নমস্কাৰ কৰি।

ত্ৰ্যম্বাপৃথিব্যোৱিধমন্তকং হি

ব্যাপ্তং শৰীৰেণ দিশচ্চ সৰ্বাঃ

তন্নীত্যসীশং জগতাং প্ৰশস্তিং

জনাদিনং তং প্ৰপতোহস্মি নিত্যম্।

—সৰ্গমৰ্ত্তের মধ্যস্থিত অন্তৰীক্ষ ব্যাপ্ত কৰে এক দিক সমুদয় ব্যাপ্ত কৰে আছ  
তুমি তোমার শৰীরের দ্বাৰা। জগতের সৃষ্টিকৰ্ত্তা প্ৰভু জনাৰ্দন, তোমাকে প্ৰণাম  
কৰি।

কালিকাপুৰাণে বিষ্ণুৰ বৰ্ণনা :

জগন্নাথ শোকনাথ ব্যক্তাব্যক্তস্বৰূপিণঃ

জগদীজঃ সহস্ৰাক্ষঃ সহস্ৰশিয়মঃ প্ৰভুঃ।

সৰ্বব্যাপিনমাত্মানং নানাবৰ্ণমময়ং বিষ্ণুং।<sup>৩</sup>



—জগন্নাথ, ত্রিলোকেশ্ব অধিপতি, প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত স্বরূপ,, জগত্তেজ  
বীজস্বরূপ, সহস্র চক্ষু ও সহস্র মস্তক-বিশিষ্ট সর্বব্যাপী, সকলের আধার, জন্মবহিত,  
নারায়ণ এবং বিহু।

লিঙ্গপুৰাণে বিষ্ণুর বিরাট মূর্তির বিবরণ আছে :

সহস্রশীর্ষা বিখাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং

সহস্রবাহুঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বদেবভবোত্তমঃ ।

হিৰণ্যগৰ্ভো বজ্রমা ভ্রমা শংকরঃ স্ববম্ ।

সন্তেন সৰ্বগো বিষ্ণুঃ সৰ্বাত্মন্থে মহেশ্বৰঃ ॥<sup>১</sup>

—বিষ্ণু সহস্রমস্তকবিশিষ্ট, বিধেব আত্মা, সহস্রচক্ষুবিশিষ্ট, সহস্রপদবিশিষ্ট,  
সহস্রবাহুজ্ঞ, সৰ্বজ্ঞ, সকল দেবতার উপস্থিতস্থল, হিৰণ্যগৰ্ভ । তিনি বজ্র এবং  
ভ্রমোগুণে স্বয়ং শংকর, সত্ত্বগুণে সৰ্বব্যাপী বিষ্ণু এবং সকলের আত্মাকৰ্ণে মহেশ্বৰ ।

এই বর্ণনায় বিষ্ণু ও শিব অভিন্নরূপে প্রতিভাত । কেবল বিষ্ণু নন, অত্যাচ্ছ  
দেবতাদেবও আমবা বিশ্বব্যাপী বিবাট রূপে প্রত্যক্ষ কবি । এই বিবাট রূপেব  
মধ্য দিয়েই সৰ্বমম সৰ্বশক্তিমান এক ঈশ্বর ভক্ত ও ভাবুকের নিকট ভিন্ন নামে  
প্রকটিত হন । ববাহপুৰাণে শিবের বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হযেছে :

প্রাদেশমাত্র্য কচিরং শতশীর্ষং শতৌদবম্ ॥

সহস্রবাহুচরণং সহস্রাক্ষিশিরোমুখম্ ।

অগ্নীয়াগ্নীযাংসং বৃহদ্বহম্ বৃহত্তবম্ ॥<sup>২</sup>

—শিব এখানে প্রাদেশ প্রমাণসাত্র হযেও শতশীর্ষ, শত উদব বিশিষ্ট, সহস্র  
বাহু, সহস্রপদ, সহস্র চক্ষু, সহস্র মস্তক ও সহস্র মুখ সমন্বিত । অগ্নু থেকে ক্ষুদ্র  
হযেও সৰ্ববৃহৎ ।

বায়ুপুৰাণে! শিবকেই হিৰণ্যগৰ্ভ ভগবান বলে উল্লেখ কবা হযেছে ।<sup>৩</sup> বায়ুপুৰাণে  
বর্ণিত শিবও বিশ্বমূর্তি :

অব্যক্তং বৈ যন্ত যোনিং বদন্তি

ব্যক্তং দেহং কালমস্তগৰ্ভতঞ্চ ।

বহ্নিঃ বক্ত্রং চক্ষুঃশ্রোত্রং চ নেত্রে

দিশঃ শ্রোত্রে জ্ঞানমাহুচ বায়ুস্ ॥

বাচো বেদংচ্চান্তরীক্ষ শরীর

কিঞ্জি পাদৌ তাবকা বোমকুশান্ ৷<sup>১</sup>

—শিবের উৎপত্তি অব্যক্ত, তাঁর দেহ ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত। তাঁর দেহের অন্তর্গতসমূহ কাল। অগ্নি তাঁর মুখ, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর নেত্রদ্বয়, দিক্‌সমূহ তাঁর কর্ণ, বায়ু তাঁর ভ্রূণ, বেদ তাঁর বাক্য, অস্ত্রবীক্ষ শরীর, পৃথিবী পদদ্বয়, তারকাগণ বোমকুশ।

বামন পুরাণে দেবগণ নীলকণ্ঠের স্তবে শিবকে সর্বদেবমণ্ডলে বর্ণনা করেছেন :

হ্রমেব বিষ্ণুচ্চতুবাননঞ্চ হ্রমেব সূর্যো রজনীকরশ্চ ।

হ্রমেব মৃত্যুর্ভবদ্বন্দ্বমেব ॥ হ্রমেব ভূমিঃ সলিলং হ্রমেব ॥

হ্রমেব যজ্ঞো নিবমদ্বন্দ্বমেব । হ্রমেব চাদিনিধনং হ্রমেব ।

হ্রমেব ভূত ভবিতা হ্রমেব ॥ হ্রুশ্চ হ্রস্বঃ পুরুষদ্বন্দ্বমেব ॥<sup>২</sup>

—তুমিই বিষ্ণু, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই বরদ, তুমি সূর্য ও চন্দ্র, তুমি ভূমি, তুমিই স্রন, তুমি যজ্ঞ, নিবম, তুমি অতীত, ভবিষ্যৎ, তুমি আদি ও অন্ত, তুমি হ্রস্ব ও হ্রুশ্চ, তুমিই (বিবাচ) পুরুষ।

শিবের ধ্যানমন্ত্রে তিনি বিশ্বের আদি, তিনিই বিশ্বসৃষ্টির বীজ (বিশ্বাত্ম বিশ্ববীজ)। তন্ত্রশাস্ত্রের শিব যেমন আদি মধ্য ও অন্তহীন নিগুণ বিশ্বাত্মা<sup>৩</sup>, বিষ্ণুও তেমনি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মক ত্রিমূর্তি, সৃষ্টিস্থিতিসংকর্তা—বিশ্বভূতাত্মা, পবনাত্মা।<sup>৪</sup>

বায়ুপুরাণে ব্রহ্মা ও হবিহর্যের মতই বিরাজুকণী বিশ্বব্যাপী :

জ্যো মূর্ধানং যন্ত বিপ্রান্তবন্তি

থরাভিঃ বৈ চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে ।

দিশঃ শ্রোত্রে চবর্ণৌ চাক্ষুভূমিঃ

সোহচিন্ত্যাত্মা সর্বভূতপ্রসূতঃ ॥<sup>৫</sup>

—হ্রালোক ঐব মস্তক বশে বিপ্রগণ স্তব করেন। তাঁর নাভি আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য চন্দ্র, দিক্‌সমূহ তাঁর কর্ণদ্বয়, চরণ তাঁর ভূমি, সেই অচিন্ত্য আত্মা সর্বভূতের সৃষ্টিকর্তা।

১ বায়ু পুঃ—২।৪১।৭১-৭২

২ বামন পুঃ—৫৪।২৫-২৬

৩ শারদাতিলক—২।১২০-২৪

৪ প্রগণ্ডসারভঙ্গ—২।৩৫-৩৭

৫ বায়ু পুঃ—২।১১২

পদ্মপূবাণে ব্রহ্মাব বিশ্বরূপের বর্ণনা :

বক্তৃণ্যানেকানি বিভো তবাহং  
পত্ন্যামি বজ্রস্ত গতিং পুয়াণম্ ।  
ব্রহ্মাণমীশং জগতাং প্রমুখতি  
নমোহস্ত তুভ্যং প্রপিতামহায় ॥<sup>১</sup>

—হে বিভু, আমি দেখছি তোমার অনেক মূখ, তুমি যজ্ঞের গতি, তুমি পুয়াণ পুরুষ, তুমি ব্রহ্মা, ঈশ, জগৎসমূহের সৃষ্টিবর্তা । প্রপিতামহ, তোমাকে নমস্কার ।

গণেশ গীতাতে বারংবার গণেশকে সর্বদেবময় ব্রহ্মস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । গণেশ নিজের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

শিবো বিবোঁ চ শক্তো চ হর্ষো মমি নর্যাধিপ ।  
যা ভেদবুদ্ধির্যোগঃ স সন্ধ্যাং যোগো মতো মম ॥  
অহমেব জগৎ যন্মাং সৃষ্টামি চ পালয়ামি চ ।  
কৃপা নানাবিধং বিধং সংহরামি স্বলীলয়া ॥  
অহমেব মহাবিশ্ববহমেব সদাশিবঃ ।  
অহমেব মহাশক্তিযহমেবার্যমা প্রিব ॥<sup>২</sup>

—হে বাজনা, শিব, বিষ্ণু, শক্তি এবং হর্ষে যে ভেদবুদ্ধি সে আমারই সৃষ্টি, যেহেতু আমিই জগৎ সৃষ্টি করি, পালন করি, নানাবিধ বিধ সৃষ্টি কবে যেজ্ঞার সংহাৰ করি, হে প্রিব । আমিই মহাবিশ্ব, আমিই সদাশিব, আমিই মহাশক্তি, আমিই অর্ঘমা ।

গজানন বলেছেন, যে ভাবে যে রূপেই তাঁর উপাসনা করুন না কেন, তাতেই তিনি প্রীত হবেন ।

যেন যেন হি রূপেণ জনো মাং পূষ্পাসতে ।

তথা তথা দর্শয়ামি তস্মৈ রূপং সুভক্তিতঃ ॥<sup>৩</sup>

—যিনি যেভাবে ভক্তিভরে আমার উপাসনা করবেন, তাঁকেই আমি সেইরূপে দর্শন দেব ।

ভগবদ্গীতার শ্রীকৃষ্ণও এই কথাই বলেছেন ভক্ত অজুর্নকে : “যে যথা মাং প্রপত্তস্তে, তাং তুর্থেব ভজাম্যহম্ ।”

—যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, তাকে আমি সেইভাবেই প্রাপ্ত হই।  
 শায়দাতিলক ভদ্রে গণপতিক বলা হয়েছে হিরণ্যগৰ্ভ, জগতের ঈশ্বৰ—  
 “হিরণ্যগৰ্ভ জগদীশিতাম্।”

মহাভারতে মার্কণ্ডেয়-কৃত কাৰ্ত্তিকেশ্ব শুবে কাৰ্ত্তিকেশ্ব বিশ্বমূৰ্ত্তিকণে বন্দিত  
 হইবেহেন :

স্বং পুঙ্করাক্ষরধ্বরবিন্দবজ্রঃ সহস্রবজ্রে হ্রসি সহস্রবাহুঃ ।

স্বং লোকপালঃ পবনং হবিস্ত স্বং ভাবনঃ সৰ্বস্বাস্থ্যসাধনাম্ ॥<sup>১</sup>

—তুমি পদ্মপলাশলোচন, তুমি অরবিন্দভূল্যমুখ-বিশিষ্ট, তোমাব সহস্র বদন,  
 সহস্র বাহু, তুমি লোকপাল, শ্রেষ্ঠ হবি, সকল দেব ও অস্থরগণের আবাধ্য।

পুৰাণাদিতে শক্তিদেবতাৰ কপকল্পনাতেও সেই অনাদি অনন্ত একেব অমুভব  
 স্থান পেয়েছে। শায়দাতিলকে তিনি “চৈতন্যরূপা সৰ্বগা বিশ্বরূপিণী”।<sup>২</sup> তিনিই  
 ব্রহ্মমবী ব্রহ্মবরূপিণী : অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি বা, ব্রহ্মেবাহমস্মি ইতি বা...সোহহমস্মি  
 ইতি বা . যা ভাবতে সৈবা বোডনী শ্রীবিজ্ঞা পঞ্চদশাক্ষরী শ্রীমহাজিগুয়ানন্দমবী  
 ভুবনেশ্ববীতি চামৃণ্ডেতি চণ্ডেতি বাবাহীতি...।<sup>৩</sup>

—এই ব্রহ্ম অথবা আমি ব্রহ্ম, অথবা সেই ব্রহ্মই আমি, যাহাই ভাবনা কর  
 না কেন, তাহাই বোডনী শ্রীবিজ্ঞা (মহাবিজ্ঞা) পঞ্চদশ অক্ষরবিশিষ্টা মহাজিগুয়-  
 ন্দমবী ভুবনেশ্ববী চামৃণ্ডা, চণ্ডা বাবাহী .।

এক কথায় তত্ত্বশাস্ত্রেও একতত্ত্বাবনা ভিন্ন বৈত ভাবনা নেই।

ভাগবতপুৰাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা যশোদাকে স্বীয় মুখবিবরে বিশ্বরূপ দেখিয়ে-  
 ছিলেন, মহাভারতে কোবকসভাৰ এবং মহাভারতাস্তম্ভগত গীতায় তৃতীয় পাণ্ডব  
 অৰ্জুনকেও তিনি বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। এই বিশ্বরূপ বা সৰ্বময় বিরাট আকৃতি  
 পুৰাণতত্ত্বের সকল দেবদেবীয় বিবরণেই ফলত। পুৰাণে দক্ষ-হুহিতা সতী জন্মের  
 পরই দক্ষকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন :

কোটী-সুৰ্গপ্রভীকাশং তেজোবিন্দ্য নিরাকুলম্ ।

জালামালা সহস্রাচ্যং কালানল শতোপমম্ ॥

মংষ্ট্রাকবালা দুৰ্ধৰং জটামণ্ডলমস্তিতম্ ।

জিশূলববহন্তকং বোযরূপং ভয়ানকম্ ॥

\* \* \*

সর্বজ্ঞঃ পানি-পাদন্তঃ সর্বতোহক্ষিণিবোমুখম্ ।

সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীং দদর্শ পরমেশ্বরীম্ ॥<sup>১</sup>

বৃহৎসংহিতায় ইন্দ্রের যে বর্ণনা আছে তাও পূর্বকথিত দেবগণের বিধ্বংসের  
অনুরূপ । ইন্দ্রের স্তব কবতে গিবে চেদিরাজ বলেছেন,

অজ্জোহিব্যযঃ শাখত একরূপো বিষ্ণুর্ববাহঃ পুরুষঃ পুবাণঃ ।

ত্মমন্তকঃ সর্বহবঃ কুশাহঃ সহস্রশীর্ষা শতমুখবীভ্যঃ ॥

কবিং সপ্তজিহ্বং ত্রাতারমিত্রমবিতারঃ স্রবশম্ ।

হবযামি শক্রং বৃদ্ধহনং স্রবশমশ্রাকং বীবা উত্তরে ভবন্ত ॥<sup>২</sup>

ইন্দ্র এখানে অজ্ঞ অর্থাৎ অসমুদ্র, শাখত অর্থাৎ নিত্য, বিষ্ণু, ববাহ বিষ্ণুর  
অবতাব, পুবাণ পুরুষ, ত্ম, অগ্নি, সহস্র শিব বিশিষ্ট, কবি, সপ্তজিহ্বা সমন্বিত,  
শ্রাকাকর্তা, দেববাজ, শক্র, বৃদ্ধবাতী এবং স্রবশ ।

গণেশ গীতাতে গণেশ বাজা ব্যব্যাক্যে বিধ্বংস দেখিয়েছেন । গণেশের  
বিধ্বংস :

অসংখ্যবস্ত্র ললিতমসংখ্যাঙ্ঘ্রিকং মহৎ ॥...

অসংখ্যানবনং কোটীহর্ষরশ্মিগুডামুখম্ ।<sup>৩</sup>

ভবিষ্ণুপুবাণে সূর্যের বিধ্বংসের বিবরণ আছে ( ৭৭ অঃ ) । সকল দেবতা  
সম্পর্কেই পুবাণকালের বক্তব্য একই । সকল দেবতাই স্বকপতঃ এক—বিবাস্ট  
বিধ্বংসাপী । মার্কণ্ডেয় পুবাণের চণ্ডীও ব্রহ্মদেবী ব্রহ্মদেবপিত্রী । ব্রহ্মা বিষ্ণুমাধা  
চণ্ডী ব স্ততি প্রসঙ্গে বলেছেন :

স্বর্ষেব ধার্ষতে সর্বং স্বর্ষেতৎ সৃষ্ট্যতে জগৎ ।

স্বর্ষেতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমংস্রস্তে চ সর্বদা ॥<sup>৪</sup>

—হে দেবি, তুমিই সব কিছু ধারণ কর, তুমি জগৎ সৃষ্টি কর, তুমিই  
পালন কর, তুমিই প্রলয়কালে প্রাস কর ।

তিনিই সর্বভূতের চেতনা : “যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনোত্তীর্ণীষতে ॥”<sup>৫</sup>  
শুভ্র নিমন্ত দৈত্যবধকালে দেবী চণ্ডী ব সহায়তাকল্পে মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কোমারী,  
ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবশক্তিবৃন্দ দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ কবেছিলেন । নিমন্তবধেব পবে শুভ্র  
দেবীকে বলেছিল, “অস্ত্রেণ শক্তি নিবে তুমি যুদ্ধ কবছো, এজন্ত গর্ব কবো না ।”  
দেবী তখন উত্তরে বলেছিলেন,

১ হর্ষপুত্রায়, পূর্বপাদ ১২।৫২-৫৩, ৫৮

২ বৃহৎ সঃ—৪৩।৫৪-৫৫

৩ গণেশ গীতা—৮।৬-৭

৪ চণ্ডী—১।৬৮-৬৯

৫ চণ্ডী—৫।১৬

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ।

পঠিত্বাতা হুষ্ট মধ্যোব বিশস্ত্যা মদ্বিভূতয়ঃ ॥<sup>১</sup>

—এই জগতে আমি একাই, আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে ? এই হুষ্ট, দেখ—আমাব বিভূতি আমাতেই প্রবেশ করছে ।

তখন ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গ দেবীর স্তনে প্রবেশ করলেন । দেবী রইলেন একা । তিনি বললেন :

অহং বিভূত্যা বহুভিবিহ রূপৈর্ধদা স্থিতা ।

তৎ সংস্কৃতং মর্ষৈকৈব তিষ্ঠাম্যার্জো স্থিরো ভব ॥<sup>২</sup>

—আমি বিভূতির দ্বারা বহুরূপে বিরাজমানা ছিলাম, সেই সবই আমি সংস্কৃত করেছি । যুদ্ধক্ষেত্রে আমি একা । তুমি নিশ্চিন্ত হও ।

অধিক উদাহরণেব প্রয়োজন নেই । পুরাণকার এবং তন্ত্রকাবেরা বহু দেব-দেবীকেই পবিত্র করেন । কিন্তু সকল দেবদেবীই এক এবং অভিন্ন—এ তত্ত্ব বিশ্বস্ত হন নি কখনও । এই সকল দেবতাব রহিয়া বর্ণনায় তাই অমিতশক্তিদেব সর্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের চিত্তা প্রাণ সর্বত্রই কার্যকরী হইবে ।

কুখু কি বেদে পুরাণে ? একাত্মতাব অহুভূতি ভারতের দর্শনে কাব্যে সর্বত্র । বৈকবেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান । শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি । অরুণতঃ হুজনে একই, কেবল “লীলারস আশাদিতে ধবে দুই রূপ ।” উপনিষদেব ব্রহ্মও এক অদ্বিতীয় হইবেও লীলার নিমিত্ত কখনও দুই হন, কখনও বহু হন । শিব-শক্তিতত্ত্বও একেশ্বরের লীলাভিত্তিক বৈতত্বপ । সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব আপাতঃদৃষ্টিতে বৈতত্ব হওয়া সত্ত্বেও স্বরূপতঃ পুরুষও প্রকৃতির একই অনন্ব্যকার্য । পুরুষ-বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি অচেতনা, আর শক্তিব্যতিরিক্ত পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অসম্পূর্ণ—অসার্বক ।

বাঙ্গালী কবিবাও একই ভাবের ভাবুক । তাঁরাও ভারতীয় ঐতিহ্যধারাব অল্পবর্তক । তাই শাল কবির কাছে শ্রীমা মা “আদিহুতা সনাতনী শূন্যকণা শশীভাগী ।”<sup>৩</sup> কবির আবাধ্যা দেবী সাকার্য হইবেও নিরাকার্য ব্রহ্ম —

তাবা কে জানে তোমাব কর্ণ

তুমি তারা তুমি ব্রহ্ম ॥<sup>৪</sup>

১ চণ্ডী—১০।৫

২ চণ্ডী—১০।৮

৩ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

৪ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য

কবি জ্ঞানেন শ্রামা মা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিব নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত  
হন।

মগে বলে কয়্যাতাবা, গঙ্ঘ বলে কিয়িকী যাবা মা  
খোদা বলে ডাকে তোমায মোগল পাঠান সৈবদ কাছী ।  
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের ভক্তি মা ,  
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি বৈরাগী কয় বাধিকাছী ।  
গাণপত্য বলে গণেশ, বক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা  
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা, বদ্য বলে নায়েয় মাঝি ॥<sup>১</sup>

বৈষ্ণবের মধ্যে অষ্টমতের ঘোষণা এর থেকে সহজ ও সুস্পষ্ট আর কি হতে  
পারে ? শাক্ত কবি শ্রাম ও শ্রামাকেও অভিন্নবোধ করেছেন,

কালী হলি মা রাসবিহারী ।

নটবর বেশে বুদ্ধাবনে ।<sup>২</sup>

বাহালা মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব বন্দনা অংশে দেবদেবীদের ব্রহ্মরূপে বর্ণনা  
করেছেন । ধর্মরাজ বন্দনায় কবি ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন :

বন্দি পরাংপর ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত ধর্ম

বিশ্ব বীজ অখিল আধান ।

হৃদয় শূন্য সনাতন নৈবাকার নিবন্ধন

নিত্যানন্দ নির্গুণ নিধান ॥

তব ইচ্ছা রূপকাশে স্বয়ং পালন নাশে

তিন তন্তু ত্রিগুণ তোমার ।

অগুণ শরীর ধর বিধি বিষ্ণু-মহেশ্বর

স্বয়ং সত্ত্ব তমোগুণাধার ॥

তুমি সকল তন্ত্রে তত্ত্বী জগৎগয় যন্ত্রে যন্ত্রী

তুমি মজ্ঞ মন্ত্রী মহাশয় ।

অম্বর অমর নর বক্ষ বক্ষ বিভাধব

সর্বঘটে তোমার আশ্রয় ॥<sup>৩</sup>

১ রামপ্রসাদ সেন      ২ রামপ্রসাদ সেন

৩ ঘনরামের ধর্মসঙ্গল ( ক বি )—পৃঃ ৩

কপরাম চক্রবর্তীকৃত ধর্মবন্দনা নিম্নরূপ :

এক ব্রহ্ম সনাতন নিবাকাব নিয়ন্তন  
নিষম কবিত্তে কিছু নাঞি ।  
কিবা রূপগুণ কথা হরিহর ইন্দ্ৰ খাতা  
যত কিছু আপুনি গোলাঞি ॥<sup>১</sup>

কেবল ধর্মব্রাহ্মই সর্বময় সর্বদেবরূপী ব্রহ্ম নন, অত্যাশ্র দেবতাদেবও একই স্বরূপ ।

মনসাব বন্দনায় ক্ষয়ানন্দ কেতকাদাস লিখেছেন :

উয় গো মনসা মাতা ত্রিভুগৎ ষাণ্ডী মাতা  
যোগজ্ঞপ্যা হয়ের নন্দিনী ।  
উৎপত্তি পাতালপুবী বিশ্বমাতা বিশ্বহরি  
চাক্কাঙ্গি নির্মল ধারিণী ॥  
সর্বঘটে আছ তুমি খ্যাত ক্ষেত্র দ্বারভূমি  
অচল অস্থির তরলতা ॥<sup>২</sup>

বিজ্ঞ ষায়দেবের অভয়ামঙ্গলে অভয়া চণ্ডী ও সর্বরূপা :

নম নম নম বন্দ্য নম নারায়ণী ।  
সর্বরূপা সর্বশক্তি সর্বেষ মোহিনী ॥<sup>৩</sup>

ষায়েশ্বরের শিবায়ণে শিব যেমন ব্রহ্মসনাতন বিষ্ণু ও ব্রহ্মাব সঙ্গে অভিন্ন,<sup>৪</sup> নারায়ণী ছর্গাও তেমন পুরুষপ্রকৃতিকপা বাধাত্রায় ও শালগ্রাম শিলাকপিনী ।<sup>৫</sup> অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী শাবদামঙ্গল কাব্যে সায়দায় যে বিশ্বরূপ বর্ণনা করেছেন তাতেও শাবদাকে ব্রহ্মকপিনী এক ঈশ্বররূপে অঙ্কিত হয় ।

ওই কে অমরবালা দাঁড়াষে উদ্বাচলে  
সুযন্ত প্রকৃতি পানে চেষ আছে কুতূহলে ।  
চরণকমলে লেখা  
আষ আষ রবি-রেখা,

সর্বাস্তে গোলাপ-আভা, সীমন্তে শুকতারি জলে ।<sup>৬</sup>

১ কপরামের ধর্মমঙ্গল ( বর্ষমান সাহিত্যসম্ভা, ১৩৫১ )—পৃঃ ৩

২ মনসার ভাসান, বিহারীলাল সরকার প্রকাশিত ( ১২৯২ )—পৃঃ ৫

৩ অভয়ামঙ্গল ( ক. বি )—পৃঃ ৮

৪ শিবায়ন ( ক. বি )—পৃঃ ১৫

৫ শিবায়ন ( ক. বি )—পৃঃ ৭৮

৬ সায়দামঙ্গল—১ম সর্গ ।



পুরাণভক্ত কাব্যে যত দেবদেবীর উপাসনাই থাকুক না কেন সকল দেবতাই যে সর্বব্যাপী সর্বময় এক ঈশবের মূর্তিভেদে এ সত্যই কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই। সেই ক্ষেত্রেই বহুদেবতাব উপাসনা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও হিন্দুধর্মে এক দেবতার উপাসকেব সঙ্গে অগ্ন দেবতার উপাসকেব বিরোধ নেই। যুগাবতাব শ্রীস্বামকৃষ্ণ তাঁর সাধনায় প্রতিপাদন করেছেন যে সকলধর্মই একের অবর্ণা, সকল দেবতাই একেরই প্রকাশ। মানুষের মানসিক প্রবণতা অনুসারে অধিকারীভেদে বহুরূপে প্রকাশিত এক ঈশবের ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা কর্ম অনুসারে পরিকল্পিত আকারবদ্ধ দেবমূর্তির ভঙ্গনা হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য।

একজন পণ্ডিত পৌৰাণিক হিন্দুধর্মে বহুদেবোপাসনার মধ্যে ও একেশ্বরের উপাসনা সম্পর্কে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, "In the polytheistic religion each individual worshipper has a chosen deity (ista-devatā) and does not usually worship other gods in the same way as his own as the one he feels nearer to himself. Yet he acknowledges other gods. The Hindu, whether, he be a worshipper of the pervador (Viṣṇu), the destroyer (Śiva), Energy (Śakti) or the Sun (Sūrya) is always ready to acknowledge the equivalence of these deities as the manifestations of distinct powers springing from an un-knowable 'Immensities'. He knows that ultimate Being or Non-Being is ever beyond his grasp, beyond existence, and in no way can be worshipped or prayed to, since he realises that other deities are but other aspects of the one he worships, he is basically tolerant and must be ready to accept every form of knowledge or belief as potentially valid. Persecution or Proselytization of other religious groups, however, strange their beliefs may be to him, can never be a defensible attitude from the point of view of the Hindu."<sup>১</sup>

একেশ্বরে বিশ্বাসী হতেও নিজের শক্তি সামর্থ্য ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাব উপাসনা করে থাকেন, এ সত্য আব একজন ভাবতত্ত্ব-বিদ উপলব্ধি কবেছিলেন। তাঁর বক্তব্যটিও প্রণিধান যোগ্য : "every Hindu, who is in the least acquainted with the principles of his religion, must in reality acknowledge and worship God

১ Alan Danielou, Hindu Polytheism, page 9.

in unity. Men, however, are born with different capacities and it is therefore necessary that religious instructions should be adopted to the powers of comprehension of each individual, and hence a succession of heavens, a gradation of duties and even their sensible representation by images are also considered to be lawful means for exciting and promoting piety and devotion.”<sup>১</sup>

মূৰ্তি পূজাৰ লক্ষ্য আয়োদ্য-প্ৰমোদ্য নহ, পুতুল গড়ে খেলাও নহ। একেশ্বৰেব শক্তিকে বহুভাবে বৰ্ণনা, আত্মসংযম ও তত্ত্ববিদ্য বাবা ঈশ্বৰ সাক্ষাৎকাৰ মূৰ্তি পূজাৰ উদ্দেশ্য। “This form of image worship is said to promote self-concentration of the devotees. These images are not arbitrarily conceived ones nor are they aesthetic creations. But they are said to be revelations of God as described in the Purana of which the mystics have had vision.”<sup>২</sup>

---

১ Lient Col Vans Kennedy, *Ancient & Hindu Mythology*, page 193.

২ God in Indian Religion—H K Dey Chaudhuri, page 27

## ভারতে মূর্তি-পূজা

নিরাকার এক অবিভীষ ঈশ্বরের ধারণা করা সাধারণ মানবের পক্ষে সহজ নয়। সেইজন্যই নিরাকার ত্রক্ষকে সাকাররূপে কল্পনা করে মানব তৃপ্তি পায়। ঈশ্বরের প্রতীক উপাসনা তাই মানবের মধ্যে বহু প্রচলিত। ভারতীয় অর্থাৎ মানবের সীমাবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেইজন্য অসীম অনন্ত ঈশ্বরকে তাঁরা সীম আকারে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সেইজন্যই যুগ্মদ্বী দাক্ষ্য অথবা প্রস্তুতদ্বী প্রতিমা প্রতীকে অনাদি অনন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতীয় আর্থসমাজে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। তবে দেবতার মূর্তি গড়ে পূজা করার বীতি কত প্রাচীন তা নিশ্চয় কবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

বৈদিক ধর্মচর্চা ছিল যাগযজ্ঞমূলক। বহুবিধ দেবতাকে যাগযজ্ঞে আহ্বান করে তাঁদের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে গুণ্ড, পুরোডাশ, পায়স, ঘৃত প্রভৃতি আহুতি প্রদান করা হতো। যজ্ঞাদি দৃষ্টে মনে হয়, দেবতাগণ অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে হবিঃ গ্রহণ করতেন। সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে বৈদিক দেবতাগণ মনুষ্যাদির মত দেহধারী জীব। কিন্তু অপরপক্ষে মনে করেন যে দেবতাগণ শরীরী জীব নন। বৈদিক দেবতা শরীরী কিবা অশরীরী এই বিতর্ক বহুকাল থেকেই চলে আসছে। নিরুক্তকায় আচার্য যাক উভয় পক্ষের মতের সামঞ্জস্য বিধানে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে দেবতাগণ শরীরী এবং অশরীরীও—“অগ্নি বোভব-বিধাঃ স্যুঃ।”<sup>১</sup> দেবগণ সাকার নিরাকার উভয়ই হতে পারেন। নিরুক্তকায় বলছেন দেবতা সাকার ও নিরাকার উভয়কণী হওয়াতে কোন বিরোধ নেই। কাশ্য পুরুষবিধ অর্থাৎ সাকার দেবতাগণ অপুরুষবিধ অর্থাৎ নিরাকার দেবতার। কর্মাত্মা, যেমন যজ্ঞ যজ্ঞমানের কর্মাত্মা—“অগ্নি বা পুরুষবিধানামেব সত্যং কর্মাত্মান এতে স্বার্থা যজ্ঞো যজ্ঞমানন্ত।”<sup>২</sup> কর্মসম্পাদন শক্তিই কর্মাত্মা। দেবতাদের যে শক্তি কর্ম সম্পাদন করে সেই শক্তিবই নাম কর্মাত্মা। “ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, প্রভৃতি অপুরুষবিধ দেবতা সমূহ ধারণ, শীতোষ্ণ, বর্ষাদির বিধান করিয়া জগৎপালন-রূপ মহৎ কার্য সম্পাদন করিতেছেন, এই সমস্ত দেবতাবই স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা পুরুষবিধ। অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসমূহ প্রত্যক্ষ নহেন, আগমগম্য,

সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে ইহাদের কোন কার্য নাই—ইহাদের সমস্ত কার্যই সম্পন্ন হয় স্থূলরূপ প্রত্যক্ষদৃষ্ট অপূৰ্ণ্যবিধ দেবভাগ্যের দ্বারা।”<sup>১</sup>

মীমাংসাদর্শনপ্রণেতা জৈমিনীর মতে দেবতা মল্লমবী। মল্লই দেবতার শরীর। দেবতাদের বিশেষ কোন শরীর থাকলে একই সঙ্গে বহুতর যজ্ঞে তাঁদের উপস্থিতি সম্ভব নয়। মনে হয়, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও উক্ত মতের সমর্থক। তিনি একস্থানে লিখেছেন, “এক ইন্দ্র শব্দঃ ক্রতুশতে প্রোহতুর্ভূতঃ।”—এক ইন্দ্র শব্দ একসঙ্গে শতসংখ্যক যজ্ঞে প্রোহতুর্ভূত হন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণভূত সৃষ্টিয়িষ তেজাত্মক শক্তিই সর্বব্যাপী ঈশ্বররূপে আর্গগণ কর্তৃক উপাসিত হইতেন চিরকাল। কালক্রমে দেবতাদের স্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়ায় বিভিন্ন দেবতাদের বিবে বিচিক্রবর্ণেব কপকাবৃত কাহিনীর জাল বোনা হইবে। দেবতাদের আসল স্বরূপটা আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়ায় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন রূপধারী ও ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাবীকূপে প্রতীয়মান হইতেন। এই বিষয়ে একজন পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ যথার্থই লিখেছেন, “It, hence, seems probable that the Hindus originally entertained correct notions respecting the nature of God, but subsequently finding it impossible to understand how spirit could produce and act upon matter, they either identified the two together or denied the real existence of matter.”<sup>২</sup>

মূর্তিপূজার প্রচলন বৈদিকযুগে ছিল কিনা, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। একশ্রেণীর পণ্ডিত বৈদিকযুগে মূর্তিপূজা প্রচলনের বিপক্ষে অভিমত দিগ্নেছেন, আব এক শ্রেণীর বিশ্বাস, বৈদিক যুগেও মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। পণ্ডিত মোক্ষমূশর লিখেছেন, “The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols in India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive worship of the ideal gods.”<sup>৩</sup>

১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিবন্ধ (ক বি)—পৃ: ১৭৭-৮৮

২ Buddhist and Hindu Mythology—Liet. Vans Kennedy,

Chap IV, page 165.

৩ Chips from a German work-shop, Maxmular, vol. I, page 35

Prof Williams লিখেছেন, "the deified forces addressed in the Vedic hymns were probably not represented by images or idols in the Vedic period, though doubtless the early worshippers clothed their gods with human forms in their own imaginations."<sup>১</sup>

আব এক শ্রেণীর পণ্ডিত ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে বৈদিক যুগেই মূর্তিপূজার আবির্ভাব হয়েছে। Dr Bollenson লিখেছেন, "From the common appellation of the gods as 'divo-naras' men of sky or simply 'naras' 'men' and from the epithet 'nripasas' having the form of 'men' we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a sensible manner. Thus a painted image of Rudra ( R. V 2 33 9 ) is described with long limbs, many formed, awful, brown, he is painted with colours."<sup>২</sup>

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসও এই মতের সমর্থক। তিনি একবার লিখেছেন যে ঋগ্বেদের যুগে দেবতাদের মূর্তি গড়া হোত—কিন্তু পূজা করা হোত না। "there may have existed images of the Gods, though their worship was not much in vogue and was sometimes condemned"<sup>৩</sup>

তিনি আব একবার লিখেছেন যে ঐ যুগে দেবতার মূর্তিপূজা হোত, এমন কি মূর্তি বিক্রয়ও হোত। "The above brief description of Indra's appearance is sufficiently anthropomorphic, and it was not unnatural that images were made of him, worshipped and sometimes sold for an adequate value"<sup>৪</sup>

লেক্টার্স অফ ইন্ডিয়ান মাইথোলজি তাঁর 'Ancient and Hindu Mythology' গ্রন্থে Praep Evan-এর এই থেকে যে উদ্ধৃতি দিবেছেন তাতে মিশবে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "The Egyptians first invented the names of twelve gods, which the Greek derived from them, and they were also the first people who dedicated altars, images and temples to the gods"<sup>৫</sup>

১ Indian Wisdom, Page 15

২ Journal of German Oriental Society, Vol XXII, page 587

৩ Rg vedic culture, page 144-45

৪ অদেব—পৃ: ৪০২

৫ Ancient & Hindu Mythology, page 7

গ্ৰীক দেবদেবী মিশ্ৰীয় প্ৰভাবজাত বলে যে সম্ভৱ্য কৰা হযেছে তা কতদূৰ যথার্থ এ প্ৰশ্নে তা বিচাৰ কৰা সম্ভৱ নহ। তবে Maxmuller প্ৰমুখ পণ্ডিতদেৱে মতে গ্ৰীক দেবদেবী ভাৰতীয় ধৰ্মচৰ্চাৰ প্ৰভাব-স্ফুট। এমন কি হোমাৰেৰ ইলিয়ড কাব্যও বৈদিক কাহিনীৰ নব কপাৰণ। ভাৰতীয় দেৱতাদেৱ সৰ্বে গ্ৰীক দেবদেবীৰ গভীৰ সাদৃশ্য এইকণ অস্বাভাৱে পোষক।

বৈদিক যুগে দেৱতাদেৱ মূৰ্তিপূজা প্ৰচলিত ছিল এক মূৰ্তি গড়া হোত একপ অভিমত নিছক কল্পনাভিত্তিক। বেদেৰ মতে দেৱতাদেৱ কপণ্ডণেৰ বৰ্ণনা আছে সত্য, কিন্তু মন্ত্ৰবৰ্ণিত দেৱতাৰ কপ থেকে একটি পূৰ্ণাঙ্গ দেৱ-বিগ্ৰহ নিৰ্মাণ কৰা সম্ভৱ বিবেচিত হব না। তাছাড়া এক দেৱতাৰ সৰ্বে অন্ত্যন্ত দেৱতাৰ ৰূপ এবং গুণেৰ সাদৃশ্য এত বেঈ যে, এক দেৱতা থেকে আৰ এক দেৱতাকে সম্পূৰ্ণ পৃথক কৰা দুসাম্য বোধ হয়। অনেক দেৱতাৰ বৰ্ণনাতেই হিৰণ্যবৰ্ণ, হিৰণ্যবাহ, সহস্ৰ বাহ, সহস্ৰ মন্তক, সহস্ৰ চকু, হৰিষৰ্ণ অশ্ববাহিত ৰথাদ্ৰোহী, শত্ৰুঘাতক, যোগাযোগ্যকাৰী, সোমপাৰী, পশুপুত্ৰঅন্নদাতা, বৃষ্টিদাতা, পত্নৱক্ষক প্ৰভৃতি সাধাৰণ ৰূপগুণেৰ আৰোপ সহজলভ্য। অগ্নি, ইন্দ্ৰ ও ত্বৰ বৃত্তহস্তা। সোম, বৰুণ, ইন্দ্ৰ, অগ্নি প্ৰভৃতি দেৱগণ বাক্য বা সন্নাট বিশেষণে বিশেষিত। কোন দেৱতাৰ কোন বিশিষ্ট ৰূপগুণ আৰোপিত হলেও তাঁৰ একটি অন্ত মিয়পেক পৃথক মূৰ্তিনিৰ্মাণ সম্ভৱ বোধ হব না। তা ছাড়া অগ্নিকে দেৱতাদেৱ মূখ এবং হব্যকব্যবাহ দূত কল্পনা কৰে যন্তে পৃথক পৃথক দেৱতাৰ উল্লেখে যে হবিঃ প্ৰদান কৰা হোত, তাতে দেৱতাৰ মূৰ্তি গড়ে পূজাৰ কোন প্ৰসঙ্গ থাকতে পাৰে না। বৃহদায়তন ব্ৰাহ্মণ প্ৰাৰম্ভলিতে যাগযজ্ঞেৰ খুটিনাটি বিৱৰণ এবং মন্ত্ৰব্যাখ্যা ও মন্ত্ৰেৰ প্ৰয়োগবিধি আলোচনাৰ দেৱতাদেৱ সম্বন্ধে বহু কাহিনী বৰ্ণিত হলেও দেৱতাৰ মূৰ্তি গড়ে পূজাৰ বিৱৰণ স্থান পাব নি। তবে শিল্পী-পটে বা মূৰ্ত্তিকাৰ্হি উপাদানে দেৱতাদেৱ কোন মূৰ্ত্তি যদি গড়ে থাকেন, তবে তাৰ সৰ্বে বৈদিক ধৰ্মাচৰণেৰ কোন সম্পৰ্ক ছিল বলে মনে হব না। মনে হয় মূৰ্ত্তি পূজাৰ প্ৰচলন হযেছে বৈদিক যুগেৰ অনেক পৰে।

বৈদিক জিহ্মাকাণ্ডেৰ পৰে জ্ঞানকাণ্ডেৰ যুগ। উপনিষদেৰ ঋষি নিৰাকাক্ষ জ্যোতিৰ্মথ আনন্দময় স্বৰ্গেৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰেছিলেন আত্মজ্ঞানলাভেৰ সাধনাক সিদ্ধ হমে। তাঁৰা অৱশ্যে বসে কোন দেৱ প্ৰতিমাৰ পূজা-উৎসৱ কৰেছেন, এমন উল্লেখ আৱণ্যক উপনিষদে নেই। কিন্তু সৰ্বশক্তিমান নিৰাকাক্ষ ঈশ্বৰেৰ ধাৰণা

সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই অধিকারীভেদে এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণ অল্পসামান্যে দেবমূর্তি গড়ে উপাসনার বীতি প্রবর্তিত হয়েছে। লেক্টেচার্ট্‌ কেনেডি লিখেছেন, "Every Hindu, who is in the least acquainted with the principles of his religion, must in reality acknowledge and worship God in unity. Men, however, are born with different capacities, and it is therefore, necessary that religious instruction should be adopted to the powers of comprehension of each individual and make a succession of heavens, a gradation of deities, and even their sensible representation by images, are also considered to be lawful means for exciting and promoting piety and devotion"<sup>১</sup> খ্রীষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দীতেও পণ্ডিত আলবেরুণী লিখেছেন যে তাঁর সময়ে "বহু বিস্তৃত হিন্দু ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং মূর্তি পূজার প্রতি তাঁহাদের অহুসার ছিল না।"<sup>২</sup>

মূর্তি পূজার প্রচলন পবিত্র যুগের সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্‌ সময়ের?—এ বিষয়ে যথার্থ কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। মোহেন-জো-দারোতে যে মূর্তি বা শীলমোহরে অঙ্কিত ছবি পাওয়া গেছে সেগুলি যে পূজিত হোত এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। বরঞ্চ যজ্ঞশালায় অস্তিত্ব প্রমাণ কবে যে, এখানে যাগযজ্ঞের অহুষ্ঠান হোত। পণ্ডিতদের ধারণা মোহেন-জো-দারোর সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দেব। ঋগ্বেদের কাল নিকৃপণ একপ্রকার অসম্ভবই বলা চলে। ম্যাকডোনাল, ভিন্টারবিনিং প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদের বচনাকাল ২০০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হলেও জ্যাকোবি (Jacobi)<sup>৩</sup>, বালগঙ্গাধর তিলক, আচার্য যোগেশচন্দ্র বাব, ৩ অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য<sup>৪</sup> প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের বিচারে ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেব পবে নব। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, L. V. Schroeder প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের মতে ঋগ্বেদেব সময় আরও বহু বহু অতীত পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বৈদিক সভ্যতা সিদ্ধ ও সম্বর্তীত তীরেই গড়ে উঠেছিল। সুতরাং মোহেন-জো-দারোকে যেমন চোখ বুজে প্রাগ-ঐর্ষ সভ্যতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না, তেমনি মোহেন-জো-দারোতে মূর্তিপূজার অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ঋগ্বেদের যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন প্রতিষ্ঠিত হয় না।

১ Ancient and Hindu Mythology, page 193.

২ সংস্কৃতি সময়ের অগ্রদূত আলবেরুণী—রেজিষ্টার করিব।

৩ বেদের বেবতা ও কৃষ্টিকাল

৪ Calcutta Review, January, 1961

কেউ কেউ মনে করেন' যাকের সময়ে ( খ্রঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী ) মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল, কারণ যাক দেবতাব অবতার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগুলি মূর্তিপূজা সম্পর্কে কোন তথ্য আলোকোজ্জ্বল করে তোলে না। ভগবান বুদ্ধের নববর্ষ হিংস্রাশ্রমী যোগারূঠানের বিরোধী। সেকালে প্রতিমা পূজাব প্রচলন থাকলে বিশাল বৌদ্ধশাস্ত্রে তার অল্পবিস্তর প্রভাব পড়া বা উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক। অথচ পববর্তী বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজা এবং তাল্লিকতা আপন স্থান করে নিয়েছে।

রামায়ণে ইন্দ্র, বরুণ, যম, যক্ষাধিপতি কুবের, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অশ্বিনী-কুমার, ইন্দ্রপত্নী শচী, মহেশ্বরপত্নী উমা, এমন কি কুবেরের পুত্র নলকুবের, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত প্রভৃতি বহু দেবতাব প্রসঙ্গ আছে। বাবণ ও বাবণপুত্র মেঘনাদের সঙ্গে দেবতাদের পরাজয় প্রভৃতিও বর্ণিত হয়েছে সবিত্তাবে। অতুতুপভাবে মহাভাবতেও বহু দেবতার প্রসঙ্গ এবং মহতুজবংশের সঙ্গে তাঁদের সংযোগের কাহিনীও লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য মহাভাবতে তীর্থবর্ণনা প্রসঙ্গে কিছু কিছু দেব বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ তীর্থে বিশেষ বিশেষ দেবতার অর্চনা ও তজ্জনিত কল লাভের বিবরণ বনপর্বে দেখা যায়।

কোটিতীর্থে নবঃ স্রাব্য অর্চয়িত্বা শুভং নুপ।

গোসহস্রকলং বিন্দ্যাত্তেজস্বী চ ভবেন্নয়ঃ ॥২

—মাহুধ কোটিতীর্থে স্নান করে কার্ত্তিকেয়কে অর্চনা করে। হে নুপ, গোসহস্র-  
দানের কল লাভ কবেও তেজস্বী হয়।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মস্থানমহুত্তমম্।

তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র ব্রহ্মানং পুরুষর্বভ।

রাজসুবারমেধাভ্যাস্তং কলং বিন্দতি স্নানবঃ ॥৩

—হে রাজেন্দ্র, তাবরণ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্থানে গমন করবে। সেখানে ব্রহ্মার নিকটে  
গমন করে স্নানব রাজসুয ও অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ করে।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র স্থানং নারায়ণস্ত চ।

সদা সন্নিহিতো যত্র বিষ্ণুর্বসতি ভায়ত।

যত্র ব্রহ্মাদিবো দেবো ঋষয়শ্চ তপোধন্যঃ ॥

১ Hindu Iconography, Gopinath Rao

২ বনপর্ব—৮৪।৭৭

৩ বনপর্ব—৮৪।১০৩।১০৪



আদিত্যা বসবো ব্রহ্ম জনার্দনমুপাসতে ।

শালগ্রাম ইতি খ্যাতে বিষ্ণোরভুতকর্মণঃ ।<sup>১</sup>

—হে রাজেন্দ্র, তাবশ্য নারায়ণের স্থানে গমন করবে, যেখানে, হে ভারত, বিষ্ণু সবসময়ে নিববচ্ছিন্ন ভাবে বাস করেন, যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ, আদিত্য, বহু ও ব্রহ্মগণ জনার্দনের উপাসনা করেন। তিনি সেখানে অভুতকর্মা বিষ্ণুব (মূর্তি) শালগ্রাম নামে বিখ্যাত।

এই উল্লেখগুলি থেকে তীর্থক্ষেত্রে দেব-বিগ্রহের অবস্থান অনুমান করা যায়। কিন্তু কার্তিকেয়, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মূর্তিব অধিষ্ঠান সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় নিঃসংশয় হওয়া যায় না। দেবায়তনে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণ ও মহাভারতে অনুপস্থিত। বরঞ্চ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তীর্থদর্শনের কালে যজ্ঞানুষ্ঠানের কললাভেব কথা এই দুই মহাগ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে।

মহর্ষি বাণ্মীকি লিখেছেন যে অগ্নিহোত্রহীন ও যাগানুষ্ঠানহীন ব্যক্তি অযোধ্যায় ছিল না।<sup>২</sup> দশরথ কর্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধযজ্ঞ ও পুণ্ড্রোষ্ঠীযজ্ঞের বিবরণ সবিস্তারে মহাকবি বর্ণনা করেছেন।<sup>৩</sup> এমন কি রাক্ষসগণ স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ করতো,<sup>৪</sup> যাগযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান কবতো। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ সেনানাদ অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুব্রবর্ক, বাজস্থয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপন করে মাহেশ্বর যজ্ঞ শুরু করে-ছিল।<sup>৫</sup> কিন্তু দেবদেবী রাবণ ইন্দ্রজিৎকে নিবেদন বসে বসে বলেছিল— “গুপ্তিতা শত্রবো, ত্রৈব্যবিক্রপুয়োগমাঃ।”<sup>৬</sup>—তুমি ইন্দ্র প্রভৃতি শত্রুগণকে পূজা করছো। এ থেকে কি অনুমান করা যায় যে যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাব পূজা হোত রামায়ণের যুগে? ইন্দ্রজিৎ রাম-সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বেও অগ্নিতে আহুতি দিবেছে এবং অগ্নিও তাকে জয়শ্রুত শুভ লক্ষণ দেখিয়েছেন।<sup>৭</sup> মহাভারতেও পাণ্ডবগণকর্তৃক রাজ-হুত এবং অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। অর্জুন কিবাভরুপী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভে অসমর্থ হবে মহাদেবের পূজা করেছিলেন সুনয় স্বপ্নিল বা বজ্রকুণ্ডে-পুষ্পমালা অর্পণ করে— “সুনয় স্বপ্নিলং ব্রহ্মা মালোনাপুজয়ন্তবম্।”<sup>৮</sup>

অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে দেবমূর্তি পূজার প্রচলন ছিল। কেউ কেউ রামায়ণে দেবায়তন বা দেবমন্দিরের উল্লেখ পেয়েছেন। কিন্তু

১ মহা: বনপর্ব—৮৪।১২১।২৪ ২ রামা: আদিকাণ্ড—৩।১২ ৩ ভদেব—১৩-১৫ সগ

৪ ভদেব, মূলরকাণ্ড—১৪।১৩ ৫ ভদেব, উত্তরকাণ্ড—২৫।৮-৯ ৬ ভদেব—১৫।১৪

৭ উত্তরকাণ্ড—৩৭।১১-১৮

৮ মহা: বনপর্ব—৩১।৬৫

Hopkins-এৰ মতে দেবায়তন বা দেবমন্দিৰ কথাটিৰ প্ৰকৃত অৰ্থ যজ্ঞায়িত বেদী। “The usual word for a shrine are Ayatana or Devayatana and these words are often translated as temple or chapel. The ayatana (resting place or support) is originally a mere place for the sacred fire”<sup>১</sup>

সামাযণ-মহাত্ম্যভেদে যুগে যুগযজ্ঞেৰ পাশাপাশি মূৰ্তিপূজাও প্ৰচলিত ছিল, একথা যদি স্বীকাৰ কৰা যায়, তাহলেও উক্ত মহাকাব্যদ্বয়েৰ কাল নিৰ্ণয়েৰ অসম্ভাব্যতা হেতু মূৰ্তিপূজাৰ সমৰ্থ নিৰূপণ সম্ভব নহ'ব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেৰ মতে ভদ্ৰাৰ্থৰ পূৰ্ণবৰ্ষ হতে সামাযণেৰ সমৰ্থ শেগেছে ৭০০ বৎসৰ—খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দৰ পৰা খৃষ্টীয় ২০০ অব্দ, আৰু মহাত্ম্যভেদে শেগেছে ৮০০ বৎসৰ—৪০০ খৃঃ পূৰ্বৰ পৰা খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত। সুতৰাং এই দুই মহাকাব্যে কত বান্ধীকি-বাস যে তাঁদেৰ সৃষ্টি প্ৰতিভা নিঃশেষিত কৰেছেন, তাৰ হিসাব কোনো পণ্ডিতই দিতে পাবেন নি। পাশ্চাত্য জ্ঞানিব্বনেৰ এই অভিমত যদি সত্য হয়, তবে এই সব পৌৰাণিক দেবতাদেৰ কাব্যেৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰে হ'বেছিল, তা দেবতাবা স্বৰ্গ হ'বত বলতে পাবেন; কিন্তু তুতো মন্ত্ৰণা: ? তবে নানা দিকৰ পৰা বিচাৰ কৰে সামাযণ ও মহাত্ম্যভেদে যুগকে আৰম্ভ কৰে শতাব্দী পিছিয়ে দিতে হয়, অন্ততঃ খৃষ্টপূৰ্ব সহস্ৰ অব্দেৰ ওপৰে। বৰাহমিহিৰ কলহন প্ৰভৃতিৰ মতে কুলকল্বেৰ যুগ হ'বেছিল খৃষ্টপূৰ্ব ১৫০০ অব্দে।

আয়তন বা দেবায়তন শব্দটি কোথাও দেখালেই মন্দিৰে দেববিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা কৰে পূজাৰ নিদৰ্শন পোৱে পোৱা নহ'ব উল্লিখিত হ'ব। গোপীনাথ ৰাও অবশ্য মূৰ্তিপূজাৰ সপক্ষে তীৰ্থ অহুমানকে বৈদিক যুগ পৰ্যন্ত প্ৰমাণিত কৰে দিগেছেন। তীৰ্থ বক্তব্য—“Thus there appears to be evidences enough to suggest that image worship was probably not unknown even to the Vedic Indian, and it seems likely that he was at least occasionally worshipping his gods in the form of image, and continued to do so afterwards also.”<sup>২</sup>

এই অভিমত অহুমানৰ বৈদিক আৰ্হবা মাৰে মাৰে মূৰ্তিপূজা কৰেতেন। কিন্তু একপ অহুমানৰ হেতু কি তা সত্যিকাকালী ব্যক্ত কৰেন নি। পৰন্তু অধৰ্ববেদেৰ একটি মন্ত্ৰৰ পৰা স্বসংগতিৰে প্ৰমাণিত হয় যে বৈদিক যুগে দেবতাদেৰ বিশেষ

১ Epic Mythology, page 77

২ Elements of Hindu Iconography, page 5.

কোন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মন্ত্ৰটি নিম্নরূপ :

যে দেবা দিবীষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অন্তবিক্ষ

ওবধীযু পত্তমপুংস্বভঃ ।

তে কৃণতু জয়ানামাধুর্যৈশ্চ শতমন্ত্ৰান্

পবিত্রগন্তু যুতাম্ ।<sup>১</sup>

—যে দেবগণ ছ্যলোকে, ধীরা পৃথিবীতে, ধীরা অন্তরীক্ষে ওবধিতে পত্তমতে এবং জলে আছেন, তাঁরা জবা নাশ করুন, ইঁহাকে (যজমানকে) শতবর্ষ আয়ু দান করুন, (অকাল) মৃত্যুকে পবিত্র করুন।

ঋক্ সংহিতায় এবং উপনিষদেও দেবতার সর্বব্যাপিত্ব এবং সর্বাঙ্গকত্ব মোটেই দুর্বলত নয়। যে দেবগণ স্বর্গে মর্তে অন্তরীক্ষে ওবধিতে বনস্পতিতে পত্তমতে জীব জলে স্থলে চরাচরে বিবাজমান তাঁদের বিশেষ কোন আকাংক্ষা সীমাবদ্ধ করনা সম্ভব নয়। তবে প্রকৃত সত্য রূপকে আবৃত কবতে গিবে ঋষি-কবি দেবতাদেব আকৃতিব অংশবিশেষ উল্লেখ কবেছেন। এমন কি যজ্ঞেবও একটি মূর্তি কল্পনা ঋষিগে পাই। গুরু যজুর্বেদেও মন্ত্ৰটি উদ্ধৃত হইছে।

চত্বাষি শৃঙ্গা জ্বষো অস্য পাদা

ত্রিধা বন্ধো বুভভো রোরবীতি

ষে শীর্ষে সপ্ত হস্তালো অস্য

মহাদেবো মর্ত্যা আবিশেহ ।<sup>২</sup>

—মহান্ দেব বুভভরূপে (বণ্ড বা বাঁড়, অন্ত অর্থে কাম্যাকল বা জল বর্ষণকারী) মর্তলোকে (অথবা মানুষের মধ্যে) প্রবেশ কবে গর্জন কবেছেন। এ ব চারটি শৃঙ্গ, তিন পা, দুই মস্তক, সাতটি হাত, ইনি তিন স্থানে বদ্ধ।

যজ্ঞ বা যজ্ঞ-পুরুষেব এই যে মূর্তি কল্পনা, সেই মূর্তি গড়ে যে পূজা করা হোত না, এ কথাব বোধ হয় দ্বিমত হবে না। আমাদের মনে বাখতে হবে বৈদিক ঋষিবা কবি ছিলেন। তাঁদের বর্ণনা যেমন গভীর অর্থবহ তেমনি রূপকাবৃত।

যজ্ঞ-পুরুষেব চারটি শৃঙ্গ চারিবেদ অথবা ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, হোতা ও অধ্বয়ু অভিধেয় চারজন ঋষিক। তিন পদ—প্রাণঃ সবন, মাধ্যান্নিন সবন ও সাংগ সবন—এই ত্রিসবন অথবা ঋক্, সাম, যজুঃ এই তিন বেদ, দুই মস্তক—হবির্ধান ও প্রবর্গ নামক দুই যজ্ঞীয় অঙ্গষ্ঠান, সাতটি হাত সাত ব্রহ্মের হোতা অথবা সাত প্রকারের ছন্দ, তিনটি বন্ধন স্থান, তিনটি সবন—মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও বল্লহজ্ঞ। শায়নাচার্য মনে কবেন যে এই ঋকে বর্ণিত দেবতা যজ্ঞায়ি অথবা আদিত্য। যজ্ঞায়ি পক্ষে চারিবেদ তাঁর শৃঙ্গ, তিন সবন তাঁর পদ, ব্রহ্মোদন এবং প্রবর্গ দুই মস্তক,

সপ্ত ছন্দ তাঁব সাংসী হাত, মস্ত, বস্ত্র এবং ব্রাহ্মণ তিন বন্ধন। আদিভ্যাপক্ষে চাবি দিক্, চাবি শৃঙ্, বেদব্রহ্ম পাদ, অহোবাতি দুই সপ্তক, সপ্তমণি সাতটি হস্ত, ত্রীম বর্বা এবং হেমন্ত—তিন বন্ধন।

সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন ইণ্ডো-সায়ানাচার্যের এই দ্বৈত ব্যাখ্যাতেও কোন বিবোধ নেই। সূর্য ও অগ্নি উভয়েই কায়াকনবর্ষক,—বাবিবর্ষকও। ‘বৈখানসাগম’-এ যজ্ঞমূর্তির বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা পূর্বোক্ত যজ্ঞমূর্তির অনুরূপ।<sup>১</sup> এই বর্ণনা থেকে মনে হয়, পববর্তী কালে ঋক্ সত্বেয় অনুরূপে যজ্ঞ-দেবতাব মূর্তি নির্মাণের প্রথা চালু হয়েছিল। অবশ্য এ ঘটনা বৈদিক যুগের অনেক পবেয়।

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল বৈদিক দেবতার আকার সম্পর্কে লিখেছেন, “The physical appearance of the Gods is anthropomorphic, though only in a shadowy manner. for it often represents only aspects of their natural bases figuratively described to illustrate their activities Thus head, face, mouth, cheeks, hair, shoulders, breast, belly, arms, hands, fingers, feet are attributed to various individual Gods. Head, breast, arms and hands are chiefly mentioned in connection with the warlike equipments of Indra and the Maruts The arms of the Sun are simply his rays, and his eye is intended to present his physical aspect The tongue and limbs of Agni merely denote his flames”<sup>২</sup>

আর একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বেখেছেন প্রায় একই বক্তব্য—“The early Hindus had no image worship and no temples. With the natural objects even before their eyes—the fire, the stream, the sun—images were not needed But a love of symbolism was deep in Aryan mind”<sup>৩</sup>

ম্যাকডোনেল অন্তর লিখেছেন, “The gods were conceived as human in appearance Their bodily parts, which are frequently mentioned, are in many instances simply figurative illustrations of the phenomena of nature represented by them. Thus the arms of the sun are nothing more than his rays; and the tongue and limbs of Agni denote his flames”<sup>৪</sup>

১ Hindu polytheism—page 70-71 ২ Vedic mythology—page 17.

৩ Gods of India—Rev. E Osborn Martin, page 8.

৪ Vedic Reader, introduction—page 18

আর্যদের প্রাচীন-প্রীতিই পরবর্তীকালে মূর্তিপূজার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। পুরাণের যুগেই বহুতর দেবতার আবির্ভাব হয়েছে এবং মূর্তিপূজা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণগুলির রচনাকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও ভারত-ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ গুপ্তরাজাদের সময়েই পৌরাণিক ধর্ম তথা মূর্তিপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে হিন্দুসমাজে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। “When the Hindu revival sets in under the Guptas, and Buddhism begins to decline, we find that a change has taken place, which must have begun several centuries before... where as the vedic sacrifices propitiated all the gods impartially and regarded ritual as a sacred science giving power over nature, the worshipper of the later deities is generally sectarian and often emotional. He selects one for his adoration, and this selected deity becomes not merely a great god among others, but a gigantic cosmical figure in whom centre the philosophy, poetry and passion of his devotees. ... An exuberant mythology bestows on them monstrous forms, celestial residences, wives and off-spring, they make occasional appearances, in this world as men and animals; they act under the influence of passions, which if titanic, are but human feelings magnified...”<sup>১</sup>

গুপ্তযুগে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিপূজা ব্যাপকতা লাভ কবলেও খৃষ্টপূর্বযুগেই মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ ত্রিপিটকে ‘বেন্হ’ এবং ‘ইসান’ নাম দুটি পাওয়া যায়। নাম দুটি বিষ্ণু ও ঈশান-এর (শিব) প্রতিরূপ। এই নাম দুটির দেবত্ব ও স্বীকৃতি হয় নি।<sup>২</sup> দীর্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত ‘সুত্ত’গুলিতে (৩০০ ঃ পৃঃ) বিভিন্ন দেবতার নামোল্লেখ আছে। গ্রীক-দূত মেগাস্থিনিস (৩০০ ঃ পৃঃ) পাটলিপুত্রে Dionysus এবং Heracles নামে দুই ভারতীয় দেবতার উল্লেখ করেছেন। এই দুই দেবতার নাম গ্রীক হলেও এঁদের কৃষ্ণ এবং শিব বলে ধারণা করা হয়।<sup>৩</sup> মেগাস্থিনিস লিখেছেন যে সৌরসেনোই (Sourasenoï) বা সৌরসেন জাতি Herakles নামক দেবতাকে সন্মান করতেন। “This Herakles is held in special honour by the Sourasenoï, an Indian tribe, who possess two large cities,

১ Hinduism and Buddhism, Vol. II, Sir Charles Eliot—page 136.

২ Hinduism and Buddhism—page 137

৩ ভদ্র

Methora and Cleisobora, and through whose country flows a navigable river called the Jobares. But the dress which this Herakles wore, Megasthenes tells us, resembled that of the Theban Herakles as the Indians themselves admit. It is further said that he had a very numerous progeny of male children born to him in India, but that he had only one daughter. The name of this child was Pandaia, and the land in which she was born and with the Sovereignty of which Herakles entrusted her, was called after her name, Pandaia.”<sup>১</sup>

সৌরসেনব জাতি হুয়সেন বা মথুরা অঞ্চলে বসবাস করতো। পণ্ডিতদের অহুমান, সৌরসেনের জাতি শাস্ত, বৃষ্টি বা যাদব নামে প্রসিদ্ধ এবং হিরাক্লিস কৃষ্ণ। “বহুপূর্বে বায়ুকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডাবকব প্রমুখ পণ্ডিতগণ যথার্থ অহুমান কবিরূপ ছিলেন যে এখানে ‘সৌরসেনের’ এবং ‘হিরাক্লিস’ বলিতে ‘শাস্ত’ (অপন্ন প্রতিশোধ বৃষ্টি, অন্ধক প্রভৃতি) এবং বাহুদেব কৃষ্ণকে বুঝা যাইতেছে। কৃষ্ণ শাস্ত বা বৃষ্টিবংশসম্বৃত ছিলেন, এবং তাঁহার ভক্তগণকেও ঐ বংশের শোক বলিয়া বিদেশী গ্রন্থকাব উপস্থাপিত করিবাছেন। দুইটি সহস্র ও নদীটির নাম যে যথাক্রমে মথুরা, কৃষ্ণপুত্র এবং যমুনা সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কেহ কেহ মনে করেন যে মথুরা হইতে কিছুদূরে যমুনার পদপারে অবস্থিত গোকুল নামক নগরীটিই প্রাচীন কালের কৃষ্ণপুত্র।”<sup>২</sup>

হিরাক্লিস্ গ্রীক দেবতা। এই নামের সঙ্গে কৃষ্ণনামের কোন সাদৃশ্য নেই। সৌরসেনবা Herakles-কে সম্বাদন করতেন বললে Herakles বা কৃষ্ণের মূর্তিপূজা বোঝার না। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানতে পারি যে Herakles ভারতবর্ষ আক্রমণ কবেছিলেন, এবং একটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করতে তিনবার ব্যর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি অংশ বিশেষ জয়ও করেছিলেন এবং কত্যা পাণ্ডাইকে রাজ্যও প্রদান কবেছিলেন। “When Alexander had captured at the first assault the rock called Aornos, the base of which is washed by the Indus near its source, his followers, magnifying the

<sup>১</sup> Ancient India, as described by Arrian and Megasthenes (Rev Edn.), page 206

<sup>২</sup> পঞ্চাঙ্গসংগ্রহ—ভিত্তেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ: ৯৯-১০১

affair, affirmed that Herakles had thrice assulted the same rock and had been thrice repulsed.”<sup>১</sup>

হিরাক্লিস্ সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে তিনি তাঁব সপ্তমবর্ষীয়া কস্তাতে উপগত হয়ে একটি বাস্তবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। “Now in that part of the country where the daughter of Herakles reigned as queen, it is said that the women when seven years old are marriageable age, and that the men live at most forty years, and that on this subject their is a tradition current among the Indians to the effect that Herakles, whose daughter was born to him late in life, when he saw that his end was near, and he knew no man his equal in rank to whom he could give her in marriage, had incestuous intercourse with the girl when she was seven years of age, in order that a race of kingsprung from their common blood might be left to rule over India.”<sup>২</sup> হিরাক্লিস্ তাঁব কস্তার গর্ভে যে বংশধারা সৃষ্টি কবেছিলেন তা Pandara (পাণ্ডা অথবা পাণ্ডব ?) বংশ নামে পবিচিত। সঙ্গতভাবেই Mc Crindle এই কাহিনীর সত্যতায সন্দেহ প্রকাশ কবেছেন। যাই হোক, শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে একপ কোন কাহিনী এদেশে প্রচলিত নেই। মহাভারত-ধুরন্ধর শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে একপ অশ্লব্দে কাহিনী কোন হিন্দুই কল্পনা কবতে পাবেন না। স্তম্ভায় হিরাক্লিস্ ও কৃষ্ণ একই দেবতা একপ অল্পমান গ্রহণযোগ্য নব। বিদেশী দেবতা হলেও মথুরাবাসিগণ হিরাক্লিস্কে শ্রদ্ধা কবতে পারেন, এতে বিশ্ববের কিছু নেই। হিরাক্লিস্কে মন্দিরে দেবতাবশে সৌরসেনরা পূজা কবতেন, এমন কথা মেগাস্থিনিস বলেন নি। বরঞ্চ মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, প্রাচীনকালে ভাবতবাসিগণ যাবাবর ছিলেন, তাঁবা মন্দিরে দেবতার আবাবনা করডেন না।<sup>৩</sup> গ্রীক ঐতিহাসিক কার্টিয়াস (খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী) লিখেছেন যে আলেকজান্ডারব সঙ্গ যুদ্ধকালে পুরুব সৈন্তগণ সম্মুখে হিরাক্লিসের মূর্তি নিষে অগ্রসব হযেছিল কারণ তাদের বিশ্বাস যে হিরাক্লিস্ যুদ্ধ জবে সহায়তা করেন। এথানেও পণ্ডিতবা অল্পমান করেন যে হিরাক্লিস্ কৃষ্ণ ভিন্ন কেউ নন। যদিও এ অল্পমানগাত্র এবং

১ Mc Crindle's—Ancient India, as described by Arrian & Megasthenes (Rev Ed ), page 111

২ Ancient India—as described by Arrian & Megasthenes, page 207.

৩ মেগাস্থিনিসের বিবরণ, রজনীকান্ত ভট্ট—পৃঃ ৪৫

মূর্তিপূজার বা কৃষ্ণপূজার সপক্ষে মত দেওয়ার পক্ষে পৰ্যাপ্ত নয়, তথাপি এ অল্পমানকে স্বীকার কবলে খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মূর্তি গড়ে সৈন্যদলের পুরোভাগে নেওয়ার বেওলাজ ছিল বলে মনে হতে হয়, কিন্তু কার্টিয়াস—আলেকজান্ডার এবং পুরুষ যুদ্ধ ঘটনাব বহু পবে আবির্ভূত হওয়ায় এবং Herakles-এব সম্পর্কে যথার্থ কিছু অবগত না থাকায় খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে মূর্তিপূজা সম্পর্কে কিছু বলা সম্ভব নয়।

মেগাস্থিনিস Dionysus-এব উল্লেখ করেছেন। ইনিও গ্রীক দেবতা এবং প্রসিদ্ধি আছে যে ইনি ভাবতবর্ষ জয় করেছিলেন। “And regarding Dionysus many traditions are current to the effect that he also made an expedition into India and subjugated the Indians before the days of Alexander”<sup>১</sup>

ডায়োনিয়াসকে শিব রূপে গ্রহণ করার হেতুও বোঝা যায় না। প্রকৃত সত্য বোধহয় এই যে হিবাক্সিস্ এবং ডায়োনিয়াস বিজ্ঞেতা গ্রীক জাতির সঙ্গে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রবেশ করেছিলেন এবং কোন কোন ভাবতীয় জাতির দ্বারা স্বীকৃতও হয়েছিলেন। মূর্তি-শিল্পকে এদেশে গাঙ্ঘাব শিল্প বলা হয়। গাঙ্ঘার (কান্দাহার—Taxila) গ্রীক অধিকৃত হওয়ায় গ্রীক ভাস্কর্য এই অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়েছিল। সুতরাং মূর্তিগড়ার রীতি গ্রীকদের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছিল এ সত্য অস্বীকার করা চলে না।

জাতকে শিব ও বিষ্ণু নাম দুটি থেকেই এই সময়ে মূর্তিপূজার প্রচলনের পক্ষে যথ্য দোষাও সম্ভব নয়। ভগবান বুদ্ধের সময় মূর্তিপূজা প্রচলিত থাকলে বৌদ্ধ-শাস্ত্রাদিতে তার উল্লেখ অবশ্যস্বাভাবিক। বুদ্ধদেবের মূর্তিনির্মাণ ও পূজা বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের বহু পবে প্রচলিত হয়েছিল। বুদ্ধদেবের নখ, কেশ ইত্যাদি উপবে তুণ নির্মাণ করে বুদ্ধদেবের প্রতীক হিসাবে উপাসনা করার রীতি প্রচলিত হয়েছিল। এমন কি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধের মূর্তি পর্যন্ত বুদ্ধের পরিনির্বাণের প্রায় চাষিশত বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌতমবুদ্ধ মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। তাঁহার ভ্রাতা নন্দ যখন তাঁহাকে প্রশংসা করেন, তখন বুদ্ধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বলেন প্রশংসাদির দ্বারা তিনি স্তম্ভী হইবেন না, তিনি স্তম্ভী হইবেন তখনই, যখন নন্দ পূর্ণ উত্তম সদ্ধর্মের পালন করিবে...।

১ Ancient India, as described by Arrian & Megasthenes, page 201



বিভিন্ন প্রাচীন শিল্পসম্প্রদায়ে যদিও বুদ্ধের মূর্তি দেখা যায় না, তথাপি বুদ্ধের ব্যবহৃত বস্ত্র ও প্রতীকের মূর্তি অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। বুদ্ধের পাগড়ি, পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, ধর্মচক্র ইত্যাদি বহুবিধ চিহ্ন পাথরে খোদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বুদ্ধগাথা, সীতা ও অমবাবতীর শিল্পই প্রধান ..। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত ভগবান বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত কবা হয় নাই। তাহার বদলে তাঁহার প্রতীকগুলিকেই প্রস্তবে খোদাই করিবার রূপ দেওয়া হইয়াছিল।”<sup>১</sup>

প্রসিদ্ধি আছে যে মগধ-সম্রাট বুদ্ধভক্ত বিহিসার বুদ্ধের পদনথকণার উপরে একটি তুপ নির্মাণ করেছিলেন।

নৃপতি বিহিসার  
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল  
পদনথকণা তাঁর।  
হাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে  
তাহারি উপরে রচিলা যতনে  
অতি অপকৃপ শিলাময় তুপ  
শিল্প শোভায় সার।<sup>২</sup>

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হইয়াছিল গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাবে। “বুদ্ধের মূর্তি কোন্ শিল্পে প্রথম তৈয়ারী হইয়াছিল, ইহা লইয়া নানা মূর্নির নানা মত আছে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন গাঙ্কায় ভাস্কর্যে বৌদ্ধেরা প্রথম ভগবান বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। আবার কোন কোন পণ্ডিত বলেন মথুরা ভাস্কর্যও বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করিবার দাবী করিতে পারে। তবে সব দিক অল্পধাবন কবিলে দেখা যায় যে প্রথম বুদ্ধের মূর্তি তৈয়ারী করা ভারত-বাসীর পক্ষে সম্ভবপন নহে। কারণ উহা একটু অসম্মানকর। কাজেই বোধ হয় ঐ কাৰ্যটি বিদেশীয় বৌদ্ধদিগের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল।”<sup>৩</sup>

হিন্দুদের মূর্তিপূজাও প্রতীক উপাসনা। বৌদ্ধ প্রতীক থেকেই হিন্দু-প্রতীক বা মূর্তি প্রভৃতি পূজার সূত্রপাত হয়েছে বলে মনে হয়। তবে বুদ্ধ-মূর্তির মত হিন্দু দেবতার মূর্তি নির্মাণ গ্রীক মূর্তি-শিল্পের প্রভাবসম্মত বশে গ্রহণ করার যথেষ্ট সম্ভব কারণ আছে।

১ বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়ভাষ্য ভট্টাচার্য, পৃ: ১০-১১

২ পুজারিণী, কথা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর      ৩ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃ: ১১

দেববিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করার স্থপতি উল্লেখ আছে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী)। “দুর্গ নিবেশ” বর্ণনা প্রসঙ্গে কোটিল্য বাজপুত্রে কোন কোন দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তার বিবরণ দিয়েছেন : “অপরাজিতা-প্রতিহতজয়ন্তবৈজয়ন্ত কোষ্ঠকান্ শিববৈশ্রবণাঃশ্রীমদিরাগৃহং পূবমধ্যে কার্ষ্যেৎ।”<sup>১</sup> —পূবমধ্যে অপরাজিতা (দুর্গা), অপ্রতিহত (বিষ্ণু), জয়ন্ত ও বৈজয়ন্ত (ইন্দ্র), কোষ্ঠক (অন্তর্গৃহ) এবং শিব, বৈশ্রবণ, অধিনীকুমারদেব, শ্রী বা লক্ষ্মী ও মদীরা দেবতার (দুর্গার নাম বিশেষ) গৃহ থাকিবে।<sup>২</sup>

ডঃ বাধাগোবিন্দ বসাক<sup>৩</sup> এবং ডঃ বাধাকুমুদ মুখার্জী<sup>৪</sup> অপরাজিতা শব্দের অর্থ করেছেন দুর্গা, অপ্রতিহত শব্দের অর্থ বিষ্ণু, বৈজয়ন্ত শব্দের অর্থ ইন্দ্র এবং বৈশ্রবণ শব্দের অর্থ করেছেন কুবের। কোটিল্যের বিবরণ থেকে সেকালে বাজপুত্রে দেববিগ্রহ স্থাপন এবং পূজার ব্যবস্থা ছিল, এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

মহাভারতকার পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ীর অন্নচতুস্ (২/২/৩৪) শ্লোকের ব্যাখ্যায় ধনপতি কুবের, বলরাম এবং কেশব বা কৃষ্ণের মন্দিরে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, তুবাক প্রভৃতি বাজ্যন্ত্র বাদনেন দ্বারা দেবপূজার কথা বলেছেন—“মৃদঙ্গশঙ্খতুবাকঃ পৃথগ্গনদক্ষিঃ সঙ্গমি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্।” পতঞ্জলি “জীবিকার্থে চাপ্যন্যে” (৫/৩/২৯) শ্লোকের ভাঙেও বলেছেন যে মৌর্যগণ জীবিকার নিমিত্ত দেবপ্রতিমা বিক্রয় করতেন। দেবপ্রতিকৃতি বা দেবপ্রতিমা বলতে দেবতার চিত্রপটকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু মন্দিরে কৃষ্ণ, বলরাম এবং কুবেরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার বিবরণ থেকে পতঞ্জলির সময়ে (খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) মন্দিরে দেববিগ্রহ পূজার স্থপতি নির্দশন পাওয়া যায়।

মূর্তিপূজা সম্পর্কে অত্রাঙ্ক প্রমাণ উপস্থাপিত করে প্রাচীনকালের মূর্তা ও তার্কক। মূর্তাগুলি এ বিষয়ে প্রাচীনতম প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রাচীন মূর্তার সমকালের মূর্তি পাওয়া যায় নি। শুণ্ড রাজাদের মূর্তার যেমন যজ্ঞস্থিতে আহুতি প্রদানের চিত্র অঙ্কিত আছে (কাচ টাইপ—নমুদ্রশুণ্ড, ছত্রটাইপ—২য় চক্রশুণ্ড) তেমনি লক্ষ্মী, কার্তিকেয়, গঙ্গা, শিব প্রভৃতি দেবতাদের মূর্তি মূদ্রিত আছে। যাগযজ্ঞ এবং দেববিগ্রহ পূজা—এই উভয় রীতিনীতি শুণ্ড যুগে প্রচলিত

১ অর্থশাস্ত্র—২।৪

২ অনুবাদ—রাধাগোবিন্দ বসাক

৩ কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র (বঙ্গানুবাদ), ১ম, পৃঃ ৬২

৪ Chandragupta Maurya and his times—page 195

ছিল। এই যুগেই ( খৃষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দী ) বিভিন্ন শীলমোহরে ( ভিটা শীল, বেসার শীল প্রভৃতিতে ) শিব, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এবং প্রতীক অংকিত আছে। এই যুগে শক্তিমান রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞের অহুষ্ঠান করতেন। অত্যান্ন যজ্ঞও অহুষ্ঠিত হোত, দেবমূর্তি পূজার বীতিও এইযুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে।

কুবাণ সম্রাট কণিক, ছবিক, বাহুদেব ও পরবর্তী কুবাণ রাজাদের ( খৃষ্টীয় ১ম/২য় শতাব্দী ) মুদ্রাগুলিতে শিব, উমা, স্বন্দ - কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, বাহুদেব প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার মূর্তি অত্যান্ন গ্রীক, স্কেলীয়, পারস্য প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে অংকিত আছে। সুতরাং এই যুগেও দেবমূর্তি গড়ে পূজা করা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। মনে হয়, কুবাণ সম্রাটদেব পূর্ব থেকেই দেবদেবীর মূর্তি-পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে। বিদেশী শব্দ-কুবাণরা গ্রীক ভার্ব জনপ্রিয় করার অনেকটা সহায়তা করেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম, দ্বিতীয়, এমন কি তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন জাতিব ( tribes ) মুদ্রায় দেবমন্দিরের প্রতিকৃতি, নানাবিধ দেবতার মূর্তি ও দেবতার প্রতীক বর্তমান। ঔজ্জয়ীর জাতির কতকগুলি মুদ্রার ( খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী ) বিপরীত দিকে (Reverse) একটি তিনতলা মন্দির ও মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিশূল ও পতাকার চিত্র আছে।<sup>১</sup> তক্ষশিলায় প্রাপ্ত মুদ্রায় ( খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ ) মন্দির অংকিত আছে।<sup>২</sup> প্রথমেই মন্দিরটি যে শিবমন্দির তাতে সন্দেহ নেই। মুদ্রায় অংকিত মন্দির-চিত্র প্রমাণ করে যে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে হয়ত বা তৃতীয় শতাব্দীতেও মন্দিরে দেববিগ্রহ স্থাপনের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। অবশ্যী থেকে প্রাপ্ত মালব মুদ্রায় ( খৃঃ পূঃ ২৫০—২৫০ খৃঃ ) লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত আছে। এই লক্ষ্মী পদ্মাসীনী, দুই হস্তীর ভণ্ডের দ্বারা অভিসম্বাতা গজলক্ষ্মী। অল্পকণ মূর্তি অংকিত আছে অত্যান্ন মালব মুদ্রায়, দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীমূর্তি পাই অযোধ্যা মুদ্রায় ( খৃঃ পূঃ ২০০ থেকে ২০০ খৃষ্টাব্দ ) এবং বৌদ্ধীয় মুদ্রায় ( খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দ )। মালব মুদ্রায় ( কানিংহামের মতে খৃঃ পূঃ ২৫০ থেকে ২৫০ খৃষ্টাব্দ, স্মিথ ও র‍্যাপসনের মতে ১৫০ খৃঃ পূঃ থেকে খৃষ্টীয় শতাব্দী পর্বন্ত ) তিন মস্তক বিশিষ্ট শিবের মূর্তি পাওয়া যায়। সম্ভ্রা থেকে প্রাপ্ত মুদ্রায় ( খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী )

১ Ancient Indian Numismatics, S. K Chakravarti, page 160

২ ভদ্রদেব—পৃঃ ২১১

শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি অংকিত রয়েছে। পাঞ্চান থেকে প্রাপ্ত স্মার্তাজ্ঞানদেব (Smarth-এবং মতে খৃঃ পূঃ ১০০ অব্দ থেকে ১০০ খৃষ্টাব্দ) মূর্ত্যাব ইন্দ্র, অগ্নি, গন্ধা, শিব ও বিষ্ণু এবং যোধেব মূর্ত্যাব (স্বাপ্নসনের মতে ১০০ খৃঃ পূর্বাব্দ, শ্রীধেব মতে ১০০ খৃষ্টাব্দ) বর্ডানন কার্তিকেবেব মূর্তি পাণ্ডবা বাব। এ ছাড়াও খৃষ্টপূর্বযুগে ও খৃষ্টোত্তব যুগে বিভিন্ন মূর্ত্যাব বিষ্ণু প্রতীক চক্র, শিবের প্রতীক ত্রিশূল বা বাঁড নন্দীর চিত্র বহুব্যাপক। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতে লক্ষ্মীমূর্তি বুদ্ধযুগেব পূর্ববর্তী।<sup>১</sup> প্রাচীন মূর্ত্যাব সাক্ষ্যে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা বাব যে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীতেই পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তিপূজার রীতি প্রচলিত ছিল। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং পতঞ্জলির মহাতাভ্যাস এই তথ্যকে সমর্থন কবে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে দেববিগ্রহ পূজার বীতি প্রচলিত ছিল কিনা, তা অসুমান সাপেক্ষ তথ্যানুসন্ধান নব। তবে মূর্তি পূজাব প্রচলন যে বুদ্ধদেবের (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) পববর্তী তাতে সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ জনপ্রিয় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাব তাগিদেই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তথা দেবমূর্তি পূজার বীতি প্রচলিত হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অথবা আরও কিছু পূর্বে এবং এই ধর্মাচবণ বীতি ক্রমে এত জনপ্রিয় হবেছিল যে বিদেশাগত সুবাসসম্রাটগণও বিদেশী দেবতাদেব সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীদের মূর্ত্যাব স্থান দিবেছিলেন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মেও হিন্দু দেবতার স্থান করে নিবেছিলেন।

১ Development of Hindu Iconography, 1st Edn, page 209.

## দেবতার স্বরূপ

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই অভিন্ন প্রকাশ করেছেন যে, প্রাকৃতিক দৃশ্যনিচয় বৈদিক আৰ্যদের এমনই অভিজুত করেছিল যে তাঁরা প্রত্যেকটা প্রাকৃতিক বস্তুকে দেবতারূপে কল্পনা করেছেন। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত A. Weber বলেছেন, আদিম যুগের মানুষ হিসাবে আৰ্যরা শিশুর মত সরলতা নিয়ে প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্বের আরোপ করেছেন। “They (older hymns of the R̥gveda) contain relics of the childlike and naive conceptions then prevailing, such as may also be traced among the Teutons and Greeks”<sup>১</sup>

অধ্যাপক Winternitz লিখেছেন, “Many of the hymns are not addressed to a Sun-god, nor to a moon-god, nor to a fire-god, nor to a god of heavens, nor to storm-gods and water deities, nor to a goddess of the dawn and an earth goddess but the shining sun itself, the gleaming moon in the nocturnal sky, the fire blazing on the earth or on the altar or even the lightning shooting forth from the cloud, the bright sky of day, the starry sky of night, the roaring storms, the flowing waters of clouds and rivers, the glowing dawn and the spread out fruitful earth—all these natural phenomena are as such, glorified, worshipped and invoked. Only gradually is accomplished in the songs of the R̥gveda itself the transformation of these natural phenomena into mythological figures, into gods and goddesses, such as, Surya (Sun), Soma (Moon), Agni (Fire), Dyauś (Sky), Maruts (Storms), Vayu (Wind), Apas (Waters), Usas (Dawn) and Prithivī (Earth), whose names still indubitably indicate what they originally were. So the songs of the R̥gveda prove indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from personifications of most striking natural phenomena”<sup>২</sup>

১ The History of Indian Literature (1914), page 35

২ History of Indian Literature, Vol I, Part I, page 65.

অধ্যাপক ভিনটারনিংসেব এই অভিমত প্রাচীন সর্বজনস্বীকৃত। প্রাকৃতিক বিষয়গুলি ক্রমে জীবিত সত্তার আয়োগে দেবতায় উন্নীত হয়েছে এই মতবাদ প্রাক্ক সকলেই গ্রহণ করেছেন।

Dr A B Keith লিখেছেন, "The object of devotion of the priests were the great phenomena of nature, conceived as alive, and usually represented in anthropomorphic shape, though not rarely theriomorphism is referred to"<sup>১</sup>

Prof. A. Macdonell অস্বরূপ বিশ্বাসেই লিখেছেন, "Its oldest source presents to us an earlier stage in the evolution of beliefs based on the personification and worship of natural phenomena than any other literary monument of the world."<sup>২</sup>

Sir Charles Elliot-এর অভিমতও একই প্রকার। তিনি লিখেছেন, "But the earliest stratum of Vedic religion is worship of the powers of Nature—such as, the Sun, the Sky, the Dawn, the Fire—which are personified but not localised or deified. Their attributes do not depend at all on art, not much on local or tribal custom, but chiefly on imagination and poetry."<sup>৩</sup>

বৈদিক দেবকল্পনার গভীরে এইসব পণ্ডিত প্রবেশ করেছেন বলে মনে হয় না। প্রাথমিক দেব কল্পনার মূলে আদিম মানব-মনেব কোন ভাবনা কার্যকরী হয়েছিল তা নিতান্তই অসম্ভব সাপেক্ষ। স্বর্গ ও তৎপববর্তী সর্বপ্রকার ধর্মগ্রন্থে, কাব্যাদিতেও যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হোন এই যে চেতন অচেতন সকল পদার্থের মধ্যেই ভাবতবর্ষের মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন, —প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যেই তাঁরা কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বেই। বেদে এবং পুরাণে বহুদেবতার উপাসনা প্রচলিত থাকিলেও সকল দেবতাই যে এক, অথবা একই দেবতার রূপভেদ—এ তত্ত্ব ভারতীয় দেবোপাসনার মূল তত্ত্ব। ভাবতীয় সাহিত্যে ও দর্শনে এই তত্ত্ব সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত। দেবতাগণ বাহ্যতঃ বিভিন্ন হলেও স্বরূপভেদে এক—এ সত্য উপলব্ধি করতে ভারতীয় মনীষা কখনও ভুল করেনি।

১ Cambridge History of India, vol I, 1st Edn, page 107.

২ Vedic mythology, page 2

৩ Hinduism and Buddhism, Vol I, page 56

যে এক দেবতা থেকে তেজিশ বা তেজিশ কোটী দেবতার উদ্ভব সেই এক দেবতার স্বরূপ কি ? নিরুক্তকার যাক্স উল্লেখ করেছেন যে তাঁর পূর্ববর্তী নিরুক্তকার-গণের মতে বেদের দেবতাবৃন্দ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, অথবা বেদের দেবতার সংখ্যা তিন—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু অথবা ইন্দ্র এবং দ্যুলোকে বা আকাশে সূর্য। “তিন্ত্র এব দেবতা ইতি নৈককতাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বেঙ্গো বাহন্তরীক্ষস্থানঃ সূর্যোদ্যস্থানঃ।”<sup>১</sup>

ডঃ যোগীরাজ বসু যাক্সের বক্তব্যটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, “এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন বিশেষণ লইয়া সেই গোষ্ঠীর অপরাপর দেবতাগণের নামকরণ হইয়াছে। অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন কার্য ও বিশেষণ লইয়া বৈখানর জাতবেদা, নরশাস, মূলমিক ও তনুনপাং প্রভৃতি নামকরণ হইয়াছে। উদ্ভব বায়ু হইতে মাতবিখা, রুদ্র, ইন্দ্র, অপানপাং, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সূর্য হইতে আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, গুবা, ভগ, অখিয়ুগল, সবিতা প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে।”<sup>২</sup>

যাক্স কথিত নিরুক্তকারগণের দেবতাব্যাক্যার পৌরকরূপে একটি ঋক উদ্ধৃত হবে থাকে। ঋকটি এই : “সূর্যো নো দিবস্পাতু বাতো অন্তরীক্ষাং অগ্নিনঃ পার্থিবেভ্যঃ।”<sup>৩</sup>

—সূর্য আমাদের স্বর্গের উপদ্রব হইতে, বায়ু আকাশের উপদ্রব হইতে এবং অগ্নি পৃথিবীর উপদ্রব হইতে রক্ষা করুন।”

এই ঋকটি থেকে দেবতা যে মাত্র তিনজন এবং তিন দেবতার যে পৃথক সত্তা এমন কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। যাক্স কিন্তু দেবতাদের স্বরূপ উপলব্ধিতে ভুল করেন নি। তিনি স্পষ্টতঃই লিখেছেন, দেবতার—“এক আত্মা বহুধা ক্রমতে।”<sup>৪</sup>

—দেবতাদের একই আত্মা বহুরূপে স্তব হইবে থাকেন।

একশাস্ত্রানোহিতো দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।”<sup>৫</sup>

—অস্ত্রাত্ম দেবতার। একই আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

এই এক আত্মাটি কে ? কি তাঁর স্বরূপ ? যাক্সের মতে এই আত্মাভূত এক দেব—অগ্নি। বাতায়ন সর্বাঙ্গক্রমণীতে সূর্যকে একমাত্র দেবতা বলে মত পোষণ

১ নিরুক্ত—৭।১৪

২ বেদের পরিচয়—পৃঃ ১০০

৩ ঋগ্বেদ—১০।১৫৭।১

৪ অনুবাদ—ব্রহ্মসংহিতা দ্রষ্টব্য

৫ নিরুক্ত—৭।৪

৬ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬

করেছেন—“এক এব মহানাত্মা বেদে স্মৃত্যন্তে, স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে।”—একমাত্র মহান আত্মা বেদে স্মৃত হইয়াছেন, তিনিই সূর্য। ঋগ্বেদের ঋষি সূর্যকেই স্বাবব জগন্মের প্রাণপুরুষরূপে উল্লেখ করেছেন,—“সূর্য আত্মা জগতন্তম্বুযন্ত।”<sup>১</sup>—সূর্যই স্বাবব জগন্মাত্মক বিশ্বচরাচরেব আত্মা। মহামহোপাধ্যায় নীতাবাম শাস্ত্রী মহাশয় বেদের সফল দেবতাকেই আদিত্যরূপে গণ্য করে আদিত্যপন্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে বেদেব সকল দেবতাই সূর্যের অংশ বা কণাস্বর।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তে অগ্নিকেই ইন্দ্র, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, ভগ, বহু, অদিতি, ভাবতী, ইনা, বৃহহস্তা সবস্বতী প্রভৃতি রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ঐতরেয় এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অগ্নিকেই সর্বদেবাত্মক বলা হইয়াছে—“অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ।”<sup>২</sup>

সর্বদেবব স্বরূপ রূপে অগ্নি এক সূর্য উভয়েই স্মৃত হইয়াছেন। পণ্ডিতরাও কেউ সূর্যকে কেউ অগ্নিকে দেব বলনাব উৎসকপে স্বীকার কবে নিষেছেন। হাঙ্ক “অগ্নিঃ সর্বা দেবতাঃ”—এই মন্ত্র ব্রাহ্মণ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে অগ্নির স্বরূপে মত দিবেছেন। এই দুইপ্রকার মতের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবোধ নেই। যিনি সূর্য তিনিই অগ্নি। অগ্নি জন্মে-জীবে সর্বত্র বিদ্যমান,—আকাশে বিদ্যুৎ, জলে বাতবানল, পৃথিবীতে অগ্নি, ছালোকে সূর্য।

ঐনি জানা পবিত্রব্যস্ত্যস্ত সমুদ্র

একং দিব্যোকমপ্‌সু ॥<sup>৩</sup>

—সেই (অগ্নি) তিনিটি জগদ্বহান অলংকৃত করে, সমুদ্রে এক, আকাশে এবং অন্তরীক্ষে এক।<sup>৪</sup>

তুচি ন যামগ্নিবিব স্বপ্নং কেতুং দিবো বোচনহামুস্বৰ্ণং।

অগ্নিঃ সূর্য্যনং দিবো অপ্রতিজুস্ত তস্মীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ ॥<sup>৫</sup>

—দীপ্ত যস্তে গমনকারী সমস্ত পদার্থের জ্ঞানযুক্ত, ছালোকে কেতুস্বরূপ, সূর্যে অবস্থিত উবাকালে দাগকক, অন্নবান মহান অগ্নিকে জ্যোত্স্বাবা যাচঞা করি।

দিবশ্মশি প্রথম যস্তে অগ্নিস্বশ্বিতীয় পবিত্রাত্বেদাঃ।

তৃতীয়মপ্‌সু নৃম্না অজস্মিদ্ধান এনং জয়তে স্বাবোঃ ॥<sup>৬</sup>

১ ঋগ্বেদ—১ ১৬৪।৪৬ ২ ঐতরেয় ব্রাঃ—২।৩, তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—১।৪।৪।১০ ৩ ঋগ্বেদ—১।৩৭।৭৩

৪ অমুখ্য—বনেশত্র দন্ত ৫ ঋগ্বেদ—৩।২।১৪ ৬ অমুখ্য—জমব ৭ ঋগ্বেদ—৩।২।১৪



—অগ্নি প্রথমে আকাশে অর্থাৎ বিদ্যারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম আমাদিগের নিকট, তাহাতে তাঁহার নাম জাতবেদা। তাঁহার তৃতীয় জন্ম জলেব মধ্যে। এইরূপে সেই নবহিতবাদী অগ্নি নিরন্তর জাজ্ঞ্যমান আছেন। যিনি উত্তম ধ্যান কবিত্তে পাবেন, তিনি তাঁহাকে জানেন।<sup>১</sup>

অগ্নি শুধু তিনরূপেই বর্তমান নন, তিনিই ব্রহ্মরূপী—শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি ধ্যানের দ্বারা তাঁর স্বরূপ অবগত হ'তে পাবেন। অগ্নি স্বর্ষেব সঙ্গ্রে অভিন্ন।

সং স্বময়ে স্বর্ষস্ত বর্চসাহগথাঃ সম্বীপাং স্তুতেন সং প্রিবেশ ধামা।

স্বময়ে স্বর্ষাবর্চা অসি সং মামাধ্বা বর্চসঃ প্রজবা সৃজ ॥<sup>২</sup>

—হে অগ্নি, তুমি স্বর্ষেব তেজের সঙ্গ্রে সংগত হও, ঋষিদেব স্তোত্রের সঙ্গ্রে সংগত হও, প্রিবেশে সংগত হও। হে অগ্নি, তুমি স্বর্ষসম তেজোময়, আমাকে আয়ু প্রভৃতির সঙ্গ্রে সংযুক্ত কব।

অগ্নেবা আদিত্যো জাযতে আদিত্যাবৈ চন্দ্রমা জাযতে

... চন্দ্রমসো বৈ বুষ্টির্জাযতে..... বুষ্টির্বৈ বিদ্যাক্ষায়তে ॥<sup>৩</sup>

সুজঃ শুশুর্কা উবো ন জাযঃ পশ্মা সমীচী দিবো ন জ্যোতিঃ।

পরি প্রজাতঃ ক্রবা বভূব ভুবো দেবানাং পিতা পুজঃ সন্ ॥<sup>৪</sup>

—শুভ্রবর্ণ অগ্নি উবার প্রণবী ( স্বর্ষেব ) দ্বাৰ সকল পদার্থের প্রকাশক, এবং দ্ব্যতিমান ( স্বর্ষেব ) জ্যোতির দ্বাৰ স্বভেদে ( দ্বাপাণ্ডিবা ) একত্রে পরিপূরিত করেন। হে অগ্নি। তুমি প্রাহ্লুত হইবা কর্মদ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত কর। তুমি দেবগণের পুত্র হইবাও তাহাদেব পিতা।<sup>৫</sup>

কৃষ্ণ যজুর্বেদে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যান অনুসারে আদিত্য পুরাকালে মর্তে ( অগ্নিরূপে ) ছিলেন। দেবগণ পৃষ্ঠাধ্য বডহ যাগের দ্বারা তাঁকে স্বর্গে স্থাপন করোছিলেন— “অসাবাদিত্যোহগ্নির্লোকে আনীন্তং দেবা পৃষ্ঠৈঃ পরিগৃহ্য স্ববর্ণং লোকমগময়ন্ পঠৈরবস্তাং পর্য্যগৃহ্নিবা কীর্তন স্ববর্ণে লোকে প্রত্যস্থাপয়ন্... ॥<sup>৬</sup>

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ( ২২ অঃ ) অগ্নিব স্তবে অগ্নি স্বর্ষেব সঙ্গ্রে অভিন্নবপে প্রতিষ্ঠিত,—

স্বং জ্যোতিঃ সর্বভূতেষু স্বমাদিত্যো বিভাবহুঃ ॥

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—১।৫।৫।১৬

৩ ঐতরেয় ব্রাঃ—৫।৮।৮

৪ ঋগ্বেদ—১।৬২।১

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৬ কৃষ্ণ যজুঃ—১।৩।১০

—তুমিই সৰ্বভূতের জ্যোতি ( তেজ ) বশে বিৰাজমান, তুমিই স্বৰ্ঘ, তুমিই বিভাবন্ধ ।

মহাত্ম্যতের বনপৰ্বে ধৰ্মৰূপী বকের ‘বার্তা কি ?’ —এই প্রশ্নের উত্তবে যুধিষ্ঠিৰ যা বলেছিলেন, তাতে স্বৰ্ঘ ও অগ্নির একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

অগ্নি মহামোহমবে কটাহে স্বৰ্গাগ্নিনা বাজ্রদিনেজ্জনেন ।

মাসতুৰ্দ্ধবী পয়িষট্টনেন ভূতালি কাল পচতীতি বার্তা ।’

—( অর্থঃ ) কাল স্বৰূপ অগ্নির দ্বারা দিন ও রাত্ৰিকণ ইন্ধনের সাহায্যে মাস ও ঋতুকণ হাতা দিবে জীবনকে মহামোহকণ কটাহে পাক কৰছে, —বার্তা এই ।

স্বৰ্গাগ্নিৰ একাত্মতা সম্পর্কে ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস লিখেছেন, “Fire on the earth below, lightning in antariksha and the sun in heaven were all one and the same substance giving glimpses and idea of splendour of Brahman, the supreme God, from whom they borrowed or derived their lights”<sup>১</sup>

Charles Elliot লিখেছেন, “This multiple origin becomes more definite in the theory of Agni’s three births ; he is born on earth from the friction of fire stick, in the clouds as lightning, and in the highest heavens as the Sun or celestial light”<sup>২</sup>

অগ্নির অগ্নি বা তেজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব অস্তিত্বেব মূলে । অগ্নি তাই প্রাণরূপী । এই তেজাত্মক শক্তিব ভিন্নরূপ স্বৰ্ঘ । অগ্নাদিত্যকে অভিন্ন কল্পনায কোথাও কোন বিবোধ হয় না । গুরুযজুৰ্বেদে অগ্নিকে গুহ্রজ্যোতি, বিচিহ্নজ্যোতি, সত্যজ্যোতি বলে বর্ণনা করেছেন :

“গুহ্রজ্যোতিশ চিহ্নজ্যোতিশ সত্যজ্যোতিশ জ্যোতিরাংচ ।”

এই তেজাত্মক অগ্নি বা আদিত্য প্রকৃতির সর্ববস্ততেই বর্তমান আছেন । এই অগ্নি-আদিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বাদে ভিন্ন রূপ-গুণ অঙ্গসাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা । অগ্নি যজ্ঞ স্বৰূপ, —যজ্ঞই বিষ্ণু সৰ্বস্বতী যজ্ঞাত্মিকরূপী, —স্বৰ্গাগ্নিৰ ধ্বংসাত্মক রূপই বহু, —অগ্নির কল্যাণকর মূর্তি শিব —সৰ্ববয়ক তেজ সমন্বিত স্বৰ্গাগ্নিই বরুণ —অনন্ত শক্তিসম্পন্ন স্বৰ্গাগ্নির শক্তিই অস্তহীনা অদিতি ।

যাঁদের মতে প্রাকশাস্ত্রিক দীপ্, যাতু থেকে দেব শব্দ এসেছে, অথবা যিনি ছায়ায় বা আকাশে থাকেন তিনিই দেব, অথবা যিনি যজ্ঞকন দান করেন তিনিই দেব।<sup>১</sup>

বৈদিক দেবোপাসনা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বস্তুর দেবতা-রূপে উপাসনা নয়, বৈদিক দেবতা তেজোবী এক প্রাণশক্তিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এ সত্য অবগত ছিলেন ঋগ্বেদেব সত্যব্রতী ঋষিগণ। জড় প্রকৃতি নয়—প্রাণবী তেজোময়ী শক্তিকে রূপে রূপে নব নব আকারে প্রকাশিত দেখে ঋষিগণ সেই প্রাণশক্তি অগ্নিরূপে উপাসনা করেছেন। এই অগ্নি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে মহাশক্তির আধার সর্বভূতান্তরাশ্রয়। যারা আর্ষঋষিগণকে জড় প্রকৃতির উপাসক রূপে অভিযুক্ত প্রকাশ করে থাকেন, ভারতীয় দেব-উপাসনা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যথার্থ নয়। পরবর্তীকালে নূতন নূতন দেবতাব্য আবির্ভাবে এবং বহুতর পৌরাণিক কাহিনীর বিকাশে দেবতাদের স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় পুরাণে যে সকল দেবতাব্য সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাঁদের প্রকৃতি নিরূপণ কষ্টসাধ্য হলেও রূপ-গুণের বিচারে তাঁদের অগ্নিরূপ বলে চিহ্নিত করা যায়। ভারতীয় মনীষা বহুকে স্বীকার করে নিয়ে বহু মধ্য এককে অথবা একেরই বহুরূপে আত্মপ্রকাশকে উপলব্ধি করেছেন।

## দেব ও অমর

পুরাণে ও কাব্যে দেবাত্মবৈশিষ্ট্যের সংগ্রাম অত্যন্ত পবিত্রিত ঘটনা। অমরগণ সকল সময়েই দেব-বিরোধী। স্বর্গ আক্রমণ করা, দেবতাদের পরাজিত, নির্জিত এবং স্বর্গচ্যুত করা—ইত্যাদি বিতাড়িত করে ইচ্ছা গ্রহণ করা অমরদের পবিত্র এবং একমাত্র কর্তব্য। অমররা দেবতাদের বক্ষীয় হবিঃ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বিনষ্ট করে—দেবগণ নিষিদ্ধ করে দেব। অমর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি সমার্থক শব্দরূপে পরিগণিত। অমরপতি বৃহ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যাকশিপু, বিয়োনন, বলি, মহিষাসুর, শুভ্র, নিশ্চক্র, বাণ, শবর, অন্ধক, বিদ্যারানী প্রভৃতি দেববিরোধিতার জন্তু প্রসিদ্ধ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ একমাত্র ব্যতিক্রম। অমরদের অনেক গুণ থাকলেও দেব বিরোধিতা তাদের স্বভাবগত। দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি ও অমরদের গুরু শুক্রাচার্য। মহাভারতানুসারে দেবাত্মবৈশিষ্ট্য মিলিত চেষ্টায় সমুদ্র-মন্ডনে উত্তীর্ণ অমৃত পান করে দেবতারা অমরত্ব লাভ করেছিলেন, আব অমরদেব অমৃতের ভাগ থেকে বঞ্চিত করায় অমররা অমরত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। দেবাত্মবৈশিষ্ট্য সংগ্রাম চলেছে অনন্তকাল ধরে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছেন যে দেবাত্মবৈশিষ্ট্যের শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলছিল অমরপতি মহিষাসুরের নেতৃত্বে—

দেবাত্মবৈশিষ্ট্য যুদ্ধে পূর্ণমঙ্গলং পুরা

মহিষেহমরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে।<sup>১</sup>

এই যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করে ইচ্ছা হয়েছিল মহিষাসুর—

জিহ্বা তু সকলান্ দেবানিস্রোত্বমহিষাসুরঃ।<sup>২</sup>

অত্যন্ত পুরাণেও দেবাত্মবৈশিষ্ট্যের ব্যঙ্গব্যঙ্গ যুদ্ধের বিবরণ আছে, রামায়ণ মহাভারতেও এই যুদ্ধ-বিবরণ প্রচুর আছে। অমরগণ সাময়িকভাবে জয়লাভ করলেও পরিণামে দেবতাদের হাতে তারা পরাজিত অথবা নিহত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, অমর কারা? সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, অমরগণ আর্ষজাতির শত্রু ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যজাতি এবং বৃহ প্রভৃতি অনার্যদেব রাজা বা অধিপতি। কিন্তু এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। দেব এবং অমর কোন পৃথক জাতি নয়,—একই পিতার ঔরসজাত সন্তান। মহাভারত

<sup>১</sup> মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১২ অঃ

<sup>২</sup> অমরবাদ—ভগবৎ

ও পুৰাণাহসারে ব্রহ্মাতনব প্রজাপতি কশ্চপের পত্নী অদ্বিতি ও দ্বিতির গর্ভজাত যথাক্রমে দেব ও দৈত্য। কশ্চপেব অপর পত্নী দহর গর্ভজাত সন্তান দানব। বায়ুপুত্র মতে প্রজাপতির জঘন দেশ থেকে অম্বরদের উৎপত্তি। তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ বলেছেন যে দেব ও অম্বরগণ প্রজাপতির দুই পুত্র, অম্বরগণ বলবান ও দেবগণ দুর্বল থাকায় দেবগণ বললাভের উদ্দেশ্যে প্রজাপতিব কাছে গিয়েছিলেন—“দেবাশ্চ বা অম্বাশ্চ প্রজাপতেষ্বাঃ পুত্রা আসংভেহম্বা ভূবাংসো বলীয়াস আসন্ কনীয়াংসো দেবান্তে দেবাঃ প্রজাপতিমুপধাবন্।”<sup>১</sup>

যাক্ষও বলেছেন যে, সুর ও অসুর উভয়েই প্রজাপতির সন্তান—“সো দেবান-সৃজত তং সূবাণাং সুরসমসোরসুবানসৃজত তদম্বাণামসুরসম্।”—সু অর্থাৎ ভাল জিনিষ থেকে সুরগণকে সৃষ্টি করেছিলেন প্রজাপতি, তাই সুরগণের সূবস্ব, আর অসু অর্থাৎ মন্দ বস্তু থেকে অসুরগণকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাই অসুরগণের অসুরস্ব।

সু অর্থে প্রজাপতির দেহের উত্তমাংশ এবং অসু অর্থে শবীরের নিম্নষ্ট অংশ বা অধমাদ্রাও গ্রহণ করা হবে থাকে। কিন্তু অসু শব্দে প্রাণ বোঝায়। স্ততরাং প্রজাপতিব প্রাণ থেকে অসুবোব জন্ম—এ অর্থও গ্রহণ করা চলে। স্ততরাং দেব ও অসুর একই পিতাব ঔরসজাত দুই বৈমাজ্যেব ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবংশ। মহাভাবতে এবং ভাগবতে বৃজাসুর যজ্ঞাদি থেকে জন্মগ্রহণ কবেছিল। স্ততরাং বৃজাসুর অগ্নিসম্ভব—অগ্নিপুত্র। বিষ্ণুব কর্ণমল থেকে জন্মগ্রহণ কবেছিল মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয়। অসুররা সাধাবণতঃ ইন্দ্রের কাশনা করে স্বর্গ জয় কবলেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের উপাসনাব বর লাভ করে শক্তিমান হয়ে থাকে। তায়কাসুর ব্রহ্মার বরে বলীযান হয়েছিল। বাণ নামক অসুর রুদ্রের উপাসক ছিণ। বাক্সগণও অসুরদেব সগোত্র। বাক্সাধিপ রাবণ প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র মহাবি পুন্সন্তোর পুত্র মহাতপা বিশ্বাব ঔরসজাত সন্তান এক ধনাধিপতি কুবেরের বৈমাজ্যেব ভ্রাতা। বাবণ কঠাব তপস্তায় এবং যজ্ঞাহুষ্ঠানের দ্বারা প্রীত কবে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর আদায় করেছিল। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ ছিল অগ্নি-উপাসক। নিহুস্তিলা নামক স্থানে যজ্ঞাহুষ্ঠান ছিল মেঘনাদের ব্রত। স্ততরাং দানব ও বাক্স তথা অসুরদের আর্ধজাতির শত্রু বা আর্ধবর্ষ বিরোধী অনার্বজাতি বলা সমীচীন বোধ হয় না। হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ ত পরম

হবিভক্ত। প্রজ্ঞাদের পৌত্র বলিব দানযজ্ঞ আৰ্ধ্যধর্ম থেকে কোন অংশে নূন ছিল না।

যে অশ্বব্রজাতির সঙ্গে দেবতাদেব চিবন্তন বিরোধ সেই অশ্বব্রজা দেবতাদেরই বংশোদ্ভব—দেবতাব বয়েই বলীমান,—এ সব গল্পের তাৎপর্য বোধ হব এই যে অশ্ব আর অশ্ব মূলতঃ একই বস্তু,—উভয়ের উৎস একই স্থান। বৈদিক প্রয়োগ থেকে এ সত্যটি ভাস্ব হযে ওঠে। ঋগ্বেদে অশ্ব শব্দটি দেবতাদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে। ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবগণ অশ্ব সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন। কবেকটি উদাহরণ দিই। বেদের অন্ততম প্রধান দেবতা বরুণ একজন অশ্ব—

কবমশ্যভ্যমশ্ব প্রচেতা রাজস্রোতাসি শিশ্রথঃ কৃতানি ।<sup>১</sup>

—হে অশ্ব। হে প্রচেতাঃ। হে রাজন্। আমাদেরিগেব জন্ত এই যজ্ঞে নিবাস করিবা আমাদের কৃতপাপ শিথিল কর।<sup>২</sup> রুদ্র হলেন দ্যুলোকের অশ্ব—

দিবো অতোহশ্বরশ্ত বীরৈরিয়ুধ্যোব মরুতো বোদন্তোঃ ।<sup>৩</sup>

—আমিও সেই দ্যুলোকের অশ্বকে এবং তাঁহার অশ্বচববরুণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলনিবাসী মরুৎগণকে স্তব করি, লোকে যেকণ ভূগীব বাবা শত্রুগণকে নিরস্ত করে, তিনিও সেইকণ বীর ( মরুৎগণ ) দ্বারা ( শত্রু নিরস্ত করেন ) ।<sup>৪</sup>

যক্ষামহে সৌমনসায কত্রং নমোভির্দেবমশ্বং ছবস্ত ।<sup>৫</sup>

—চিত্রশাস্তির নিমিত্ত নমস্কাব বাবা দীপ্তিমান অশ্ব রুদ্রকে যাগ করি।

বরুণ যেমন অশ্ব, বরুণের সঙ্গে গভীবভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্রও অশ্ব—

অং বিবেবাং বরুণাসি বাজা যে চ দেবা অশ্ব যে চ মর্তাঃ ।<sup>৬</sup>

—হে অশ্ব বরুণ। তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে আযুধ সকল হিংসা করে, আমাদেরিগকে যেন সে আযুধ হিংসা না করে।<sup>৭</sup>

না নো বর্ধেবরুণ যে চ ত ইষ্টাবেনঃ কৃষ্ণতমশ্ব ব্রীণতি ।<sup>৮</sup>

—হে অশ্ব বরুণ। তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাহাদিগকে যে সকল আযুধ হিংসা করে, আমাদেরিগকে যেন সে আযুধ হিংসা না করে।<sup>৯</sup>

অসাবজ্রো অশ্বঃ স্মৃত ভৌক ।<sup>১০</sup>

১ ঋগ্বেদ—১।২০।১৪

২ অশ্ববাদ—অশেষচক্র দন্ত

৩ ঋগ্বেদ—১।১২২।১

৪ অশ্ববাদ—ভদেব

৫ ঋগ্বেদ—৫।৪২।১১

৬ ঐ ২।২৭।১০

৭ অশ্ববাদ—ভদেব ৮ ঐ ২।২৮।১০

৯ অশ্ববাদ—ভদেব

১০ ঋগ্বেদ—১।১৩২।৪

—হে অশ্বব মিত্র ! আকাশ ষাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন অর্থাৎ স্বর্ধ, তিনি তোমা হইতে ভিন্ন ।<sup>২</sup>

সমবেতভাবে মিত্রাবরণ ও অশ্বর—

প্র সা ক্রিতিরহব যা মহি প্রিয় স্বভাবানাবৃত্তমা ঘোষধো বৃহৎ ।<sup>৩</sup>

—হে অশ্বব মিত্রাবরণ ! তোমাদের প্রিয় পৃথিবী ( যজ্ঞভূমি ) প্রবৃত্তরূপে নিমিত্ত, সত্যরূপী তোমরা বৃহৎ যজ্ঞেব প্রশংসা কর ।

ঋগ্বেদের সর্বপ্রধান দেবতা ইন্দ্র ও অশ্বর—

ঋ রাজেন্তে যে চ দেবা বক্ষা নৃনৃ পাহ্ণপাহ্ণস্ব ত্বমস্মান ।<sup>৪</sup>

—হে ইন্দ্র তুমি ( জগতের ) এবং যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদিগেব বাজা, তুমি মহাবাদিগকে বক্ষা কব, হে অশ্বর তুমি আমাদিগকে বক্ষা কর ।<sup>৪</sup>

প্রপন্ত্যমস্ব হর্ষতঃ গোবাবিকৃষি হবযে স্বর্ধায ।<sup>৫</sup>

—হে অশ্বর ( ইন্দ্র ) ! গাভীগণেব উৎকৃষ্ট স্থান উজ্জ্বল স্বর্ধের নিকট প্রকাশ কর ।<sup>৫</sup>

এবা মহো অশ্বব বক্ষথায় বক্ষকঃ পঙক্তিকপসর্পিদিঃশ্রবঃ ।<sup>৬</sup>

—হে অশ্বর ইন্দ্র ! আমি বক্ষ, প্রচুব হোমজব্য দিবায জন্ত পাদচাবী হইবা তোমায় নিকট আসিবাছি ।<sup>৬</sup>

অগ্নিও অশ্ববরূপে বনিত—

পিতা যজ্ঞানামশ্বরো বিপশ্চিতাং বিমানমগ্নিঃ ।<sup>৭</sup>

—যজ্ঞের পিতা স্বস্তিগ্গণের নির্মাতা অশ্বর অগ্নি ।

ত্বমগো রুরো অশ্বরো মহো ।<sup>৮</sup>

—হে অগ্নি, তুমিই রুর, মহান্ অশ্বর ।

অগ্নির অপর মূর্তি স্বর্ধ ও অশ্বর বিশেষণ পেয়েছেন, —

দ্বিধান্বনবোহশ্বরঃ স্বর্বিদস্বাস্থাপযন্ত বুভীষেন বর্মনা ।<sup>৯</sup>

—স্বর্ধের পুত্র স্বরূপ দেবতার্গ তৃতীয় কার্ধ দ্বাদা স্বর্গবিৎ ও অশ্বর স্বর্ধকে দুইপ্রকারে সংস্থাপন করিলেন ( অর্থাৎ তাঁহাব উদয়ের মূর্তি আব তাঁহার অন্তগমনের মূর্তি ) ।<sup>৯</sup>

১ অশ্ববাদ—রমেশ চন্দ্র দত্ত ২ স্বর্ধেদ—১/১৫১/৪

৩ স্বর্ধেদ—১/১৭৪/১

৪ অশ্ববাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৫ স্বর্ধেদ—১-১০৬/১১ ৬ অশ্ববাদ—তদেব ৭ স্বর্ধেদ—১-১০২/১২

৮ অশ্ববাদ—তদেব ৯ স্বর্ধেদ—৩৩৪ ১০ ঐ ২/১১০ ১১ স্বর্ধেদ ১২ অশ্ববাদ—তদেব

আর এক অন্ধর সোম—

উইলস্‌ মুর্জী অন্ধতন্ত্র আর... ।<sup>১</sup>

—অন্ধর সোম যে-কই ছিলেন নির্মিত হতঃ :

সোমো মীত্র অন্ধতা বেদ হুন্স ।<sup>২</sup>

—সেই অন্ধর সোম মনোবাহ্য পূর্ণ করন এবং বিস্তর ঘন দান করন ।

ভক্ত্য বহুত্বভ্যত নির্মিত বিপ্লবঃ মইবুৎ ।<sup>৩</sup>

—পূজা করিবার ভক্ত পূজাইতগণ এই অন্ধত ( সোম ) ভক্তবর্ষ বিস্তর করিত-হন ।<sup>৪</sup>

উবার যে অমিত্যক্তি জ্ঞানোক্ত অধিত্যক্ত ময়া নিত প্রকাশিত সেই শক্তিই উবার অন্ধত—

যত জ্ঞানিববৎ পতন্ত মনুহত্যা অন্ধত্বমকন্ ।<sup>৫</sup>

—যে উব, ! নিত মনুহত্যা প্রতি তোমার বহু—ইহা তোমার মনুহ ও অনাবরণ অন্ধত্ব মকন্ ।<sup>৬</sup>

যদি যে বিশ্বজন, পোন্ ও পরিবর্জন কর থাকেন তবহা প্রকাশিত হই তাঁর অন্ধত—

দেবস্তো নবিতা বিশ্বজ্ঞঃ পুণ্যে প্রজাঃ পুত্ৰা ভজান ।

ইমা চ বিয়া ভূবনান্ত মনুহোনাঅন্ধত্বমকন্ ।<sup>৭</sup>

—সকলর প্রেরক, নানাবিধ কপবিশিষ্ট যইদেব বহুপ্রকারে পুত্র উৎপাদন করন ও পালন করন । এই সমস্ত ভূবন তাঁহার, দেবগণের মনুহ বল একই ।<sup>৮</sup>

অন্ধবাক এ ভক্ত অন্ধত্ব শব্দ অর্থ 'বল' কর-হন । কিন্তু অন্ধত্ব ও দেবত্ব একই কথা । সমস্তগুণভার দেবগণের অন্ধত—

সমশানি সিত্র অন্ধত দেবদু... ।<sup>৯</sup>

—অন্ধর দেবগণ সিত্র স্বরূপ, তাঁহাদিগের জ্ঞানোক্তে আমি স্থব উচ্চারণ করিয়া থাকি ।<sup>১০</sup>

পত্রো দেবভিত্তির্ভূতৈর্নতি ।<sup>১১</sup>

১ ব.১৮—১৭০১

২ উ ১ ৩১৭

৩ স.১৮—১৭২১

৪ ভূবাক—১৭৩৩ পৃষ্ঠ

৫ ব.১৮—১৭১১

৬ ভূবাক—১৭৩৩ পৃষ্ঠ

৭ ব.১৮—১১১১

৮ ভূবাক—১৭৩৩

৯ ব.১৮—১৭১১

১০ অন্ধাক—১৭৩৩

১১ ব.১৮—১৭১১



—যাহা অস্থর দেবগণকে অভিক্রম করিয়া আছে ।<sup>১</sup>

যথাভিগিমে অস্থরা ঋগ্‌যজুঃসামাঃ বি দান্তবে ।<sup>২</sup>

—হে অস্থরগণ ! যেহেতু যজ্ঞ প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ গানী হব্যদায়ীকে গৃহ প্রদান করিয়াছ... ।<sup>৩</sup>

কেবল দেবগণ নন, দেবগণের প্রতীক যে যজ্ঞ সেই যজ্ঞও অস্থর—

অস্ত সনী— অস্থরস্ত যোনৌ সমনে আ ভরণে বিপ্রমাণাঃ ।<sup>৪</sup>

—এই যজ্ঞ ( অস্থরের যোনি ) তাহাতে সকল দেবতা আসিয়া ভূন্যস্থান অধিকার পূর্বক নানাবিধ শুভকন দান করিবার জন্য আসেন, তাহা হইলেই আমি বলশালী হইব ।<sup>৫</sup>

এইরূপ উদ্ধাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায় । এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় যে ঋগ্‌যজুঃসাম দেবতাদেব অনেকেই অস্থর সমাজ লাভ করেছেন, অতএব অস্থর শব্দটিকে দেবশব্দের সমার্থক বলে গণ্য করা যেতে পারে ।

অস্থ শব্দের অর্থ প্রাণ —

ততোহস্ত জঘনাৎ পূর্বমস্থরা জজিরে স্থতাঃ ।

অস্থঃ প্রাণঃ ততো বিপ্রান্তজ্ঞানান্ততোহস্থরাঃ ।<sup>৬</sup>

—পূর্বকালে প্রজাপতির জঘন দেশ থেকে অস্থরগণ জন্মেছিল, অস্থ শব্দের অর্থ প্রাণ, যেহেতু প্রাণ থেকে জন্মেছে, সেইজন্য তাহা অস্থর নামে খ্যাত ।

সায়নচার্য অস্থর শব্দের দুটি অর্থ কবেছেন, —একটি অর্থে শক্রবাতক —“অস্থরঃ অস্থ ফেপণে অস্ততি শক্রনিভ্যস্থরঃ ।”

আর একটি অর্থে অস্থর প্রাণদাতা —“অহন্ প্রাণান্ সতি দদাতীত্যস্থরঃ ।”<sup>৭</sup>

যাহা অস্থর শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

অস্থরা অস্থরভা হানেবস্তা হানেভ্য ইতি বাপি বাহু স্তিতি প্রাণনামান্তঃ শরীরে ভবতি তেন তদস্থঃ ।<sup>৮</sup>

—অস্থরগণ স্থান সমূহে অ-স্থ-রত ( স্থপ্তভাবে রত বা অবস্থিত নহে ), স্থান সমূহ হইতে নিষ্কিপ্ত ( বিতাড়িত ) ইহাও অস্থর শব্দের ব্যাখ্যায় হইতে পারে ;

১ অস্থরান—ঋগ্‌যজুঃসাম

২ কথের—৮২৭।০

৩ অস্থরান—অস্থর

৪ কথের—১০৩।০

৫ অস্থরান—অস্থর

৬ বায়ুপুত্র—২।৪

৭ স্কন্দে—১।৫২।৬ ( কথের ভাষা )

৮ নিরুক্ত—৫।১০

অথবা ‘অহর’ শব্দ প্রাণনাম শরীরে ক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিত্য অবস্থিত ; সেইহেতু শরীরে অহর প্রাণের ) অবস্থিতি অহরগণ অহমান ( প্রাণবিশিষ্ট ) ।<sup>১</sup>

যাঙ্ক-কৃত অর্থত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় অর্থ অর্থাৎ ‘প্রাণময়’ অর্থই গ্রহণযোগ্য । স্বন্দর্যমীব মতে ‘অহর’ শব্দের উত্তর মন্তব্যের র প্রত্যয় যোগে নিম্ন অহর শব্দে প্রাণের বহুত্ব জ্ঞাপিত করছে । সুতরাং অহর শব্দে প্রাণময় অর্থই পরিষ্কৃত ।

নিম্নটুতে অহর শব্দের অর্থ প্রজ্ঞা ।<sup>২</sup> যাঙ্কও অন্তর্জ প্রজ্ঞার্থে এক দানার্থে অহর শব্দ নিম্ন কবেছেন—

“অহরবিতি প্রজ্ঞা নাম, অস্যাভ্যনর্থান্ অন্তাশ্চাত্ত্যমর্থানঃ ॥”<sup>৩</sup>

—অহর শব্দ প্রজ্ঞাবাচক, অনর্থ দূর করে অর্থ বা সম্পদ নিষ্কিপ্ত কবে, এই অর্থেও অহর ।

স্মরণ কবা যেতে পারে সাধনাচার্যের মতে দেব শব্দের একটি অর্থ দানাদিস্তম-বুদ্ধ, — অর্থাৎ ধন দান কবেন যিনি । অনর্থ নাশ এক কাম্যকল প্রদান দেবতাদেরই কর্ম ।

অহর শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রাণময় বা চৈতন্যময়—সুতরাং তেজোময় । অতএব অহর ও দেব শব্দ সমার্থক এক অহর শব্দটা দেবতার বিশেষণ হিসাবেই প্রযুক্ত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহের কিছু নেই । অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ লিখেছেন, “প্রথম প্রথম অহর শব্দ বৈদিক যুগে দেবতাদেব নিকট খুব প্রকাব্যাক্ষক ছিল । বৈদিক যুগের গোড়াব দিকে যাহারা খুব বড় হইতেন, তাহারা অহর উপাধিতে ভূষিত হইতেন । যক্ষ, জ্ঞো, বরুণ, অষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পুশা, সবিতা, পর্জন্ত—ইহারা সকলেই বেদে সম্মানসূচক অহর পদবাচ্য ছিলেন ।”<sup>৪</sup>

খ্যাতিমান রাজারাও অহর সংজ্ঞাব অভিহিত হতেন । বাম নামে একজন রাজা অহর সংজ্ঞা লাভ করেছিলেন,— প্র নামে যেচন্দ্রের ।<sup>৫</sup>

কিন্তু অহর শব্দ পরবর্তীকালে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে । ঋগ্বেদেই অহর শব্দটা দেবতাদেব শব্দরূপে ব্যবহৃত । দশম মণ্ডলেই সাধারণতঃ হীনার্থে ব্যবহৃত অহর শব্দটা লভ্য । ত্রুটি ঋগ্বেদে ঋষি বলেছেন—

“নির্মায়া উ ভ্যে অহরা অভবন্ ॥”<sup>৬</sup>

—আমি আসিলে অহরগণ শক্তিহীন ( মাথাহীন ) হইয়া গেল ।<sup>৭</sup>

১ অহরবাদ—অমরেন্দ্র ঠাকুর

২ নিরুক্ত—৩৯

৩ নিরুক্ত—১০৮৮৩

৪ ভাবত সংস্কৃতির উৎসাহারা—পৃঃ ২০৭

৫ ঋগ্বেদ—১০৮১১৪

৬ অহরবাদ—ভদেব ১০১২৪১৫

৭ অহরবাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

অসুরদলেশ দলপতিব নাম পিতৃ ।

প্রিপ্রোবসুয়ন্ত মাধিন ইন্দ্রো ব্যাঘ্রচকুর্বা ঋজিখনা ।<sup>১</sup>

—ইন্দ্র ঋজিখা নামক ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিয়া পিতৃ নামক মায়াবী অসুরের বলবীৰ্য নষ্ট করিয়া দিলেন ।<sup>২</sup>

অসুরদের বধ করাই এই সময়ে দেবতাদের কর্তব্য হয়েছিল ।

হত্যায দেবা অসুরান্যাদিবন্দেবা দেবতমভিরক্ষমানাঃ ।<sup>৩</sup>

—দেবতাগণ যখন অসুরদিগকে বধ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের অমরত্ব পদ বক্ষা পাইল ।<sup>৪</sup>

যথা দেবা অসুরেবু শ্রদ্ধাযুগ্রেবু চক্রিরে ।<sup>৫</sup>

—যখন অসুরেরা প্রবল হইল, তখন দেবতারা শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন যে ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে ।<sup>৬</sup>

সূর্যদেব একজন অসুরহা<sup>৭</sup> অর্থাৎ অসুর ঘাতক—। সূর্যেব মত ইন্দ্র<sup>৮</sup> ও অগ্নি<sup>৯</sup> ছিলেন অসুরয় ।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু বর্চি নামক অসুরের বিপুল সৈন্যদলকে ধ্বংস করেছিলেন—

শতং বর্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হত্বো অপ্রত্যাসুয়ন্ত বীরান্ ।<sup>১০</sup>

—ভোমরা ( ইন্দ্র ও বিষ্ণু , বর্চিনামক অসুরের শত ও সহস্র বীরকে, যাহাতে তাহারা আর প্রতিদ্বন্দী হইতে না পারে, একপ বিনাশ করিয়াছ ।<sup>১১</sup>

অসুররা মায়াবী । তাদের মায়ী বিস্তারকারীরূপেও উল্লেখ করা হয়েছে ।

পতংগমন্তমসুয়ন্ত মাধবা ক্রদা পশুন্তি মনসা বিপশ্চিন্তঃ ।<sup>১২</sup>

—বিধানগণ মনে মনে আলোচনা পূর্বক মানসচক্ষে একটি পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন অসুরের মায়া উহাকে আক্রমণ করিয়াছে ।<sup>১৩</sup>

মনোবী বসেশচন্দ্রেব মতে যে সূক্তগুলিতে অসুর শব্দ দেববিরোধী অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে সে সূক্তগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের, “দশম মণ্ডলের শেষভাগের

১ কথিত—১০।১৩৮।৩

৪ অনুবাদ—ভদ্র

৭ কথিত—১০।১৭০।২

১০ ঐ —১০।১৯।৫

২ অনুবাদ—ভদ্র

৫ কথিত—১০।১৫১।৩

৮ ঐ ৩।১২২।৪

১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র ভট্ট

১৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র ভট্ট

৩ কথিত—১০।১৫৭।৪

৬ অনুবাদ—ভদ্র

৯ কথিত—৭।১৩।১

১২ ঐ ১।১৭৭।১

‘স্বল্পগুলি প্রায়ই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং সেই স্বল্পে ‘অসুর’ শব্দ অনেকটা পৌরাণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।’<sup>১</sup> দশম মণ্ডলকে পরবর্তী কালের রচনা বলে স্বীকার করলেও অন্য মণ্ডলেও দু-একবার অসুর শব্দ দেব-বিরোধী বা দেবতাব শত্রুপক্ষে উল্লিখিত হয়েছে। বেদে ১৫০ বাব অসুর শব্দ আছে। সবই ভাল অর্থে প্রযুক্ত। কেবল ১৫ বাব দুষ্ট অর্থে প্রযুক্ত।<sup>২</sup>

অসুর শব্দে যে মূলতঃ দেবতাকেই বোঝান হোত তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরে অসুর শব্দে দেব-বিরোধী শক্তিকে গ্রহণ করা হইবে। দেশা ও বিদেশী পণ্ডিতবর্গ এ সম্বন্ধে স্বীকার করেছেন। দেববাচক অসুর দেব-বিরোধী হবে উঠলো কেমন করে? কেউ মনে করেছেন, দেবাসুরের সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ভারতে নবগত আর্য ও ভাবভেদে আদিম অধিবাসী অনার্যদের সংগ্রামেব ইতিহাস। আবার কেউ বলেন, দেবপুত্র ও অসুর পুত্র এই দুই দলে বিভক্ত হবে আর্যবা নিষেদের মধ্যেই সংগ্রামে লিপ্ত হইবেছিলেন এবং দেব-পুত্রকবা অসুর-পুত্রদের পরাভূত ও বিভাডিত অথবা বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

“যতদিন দেব ও অসুর মিল ছিল, ততদিন অসুর বলিলে মর্দাধা, প্রভাব বুঝাইত। কিন্তু যখন মনের অমিল হইতে লাগিল তখন উভয়ে উভয়ে প্রতি আকর্ষণ তুলিয়া গেলেন। উভয় দলে বেশ শত্রুতাও চলিতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক একজন অসুরের সঙ্গে এক একজন দেবতার যুদ্ধ হইত। শেষে দেবতা ও অসুর দলের মধ্যে এক দল অপর দলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে গোড়ায় অসুররা দেবতাদের জালাইয়া দাখিতেন। শেষে দেবতারা বহুকষ্টে ছপে বলে কোশলে জবী হইলেন।”<sup>৩</sup>

“...but there were other Aryan clans, some of whom were not as advanced as they. We find mention, however, of certain Aryan tribes in the R̥gveda, some of whom, though not subscribing to the orthodox vedic faith, were nevertheless as advanced as the R̥gvedic Aryans. But they were hated by the latter, and called by the hateful name of Asuras, Dāsas and Dasyus, terms which seemed to have been applied to all persons, savage or civilised, who were not one with vedic Aryans in religious

১ বখেষের বসাস্থান, ২য়, পৃ: ১৪৭, ১০৫৫১৪ বকের দিকা

২ ভারত সংস্কৃতির উৎসাহা—পৃ: ২১

৩ ভ্রমের

sentiment or who performed different religious rites and observed different social customs . ”<sup>১</sup>

ডঃ কীথ লিখেছেন, “The chief opponents of the gods are the Asuras, a vague group, who bear a name which is the epithet of Varuṇa, and must originally have had a good meaning, but which may have been degraded by being associated with the conception of divine cunning applied for evil ends.”<sup>২</sup>

অপর একটি মতে আৰ্যগণ ভারতে উপস্থিত হবার আগে অশ্বৰ উপাসক ছিলেন এবং ভারতে আগমনের পূর্বেই এঁদের মধ্যে ‘দেব’-এব আবির্ভাব হয়েছিল। ইরানের বোঘস্ কোই (Boghas koi) লিপি (আঃ খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দ) অল্পসংখ্যক ইন্দ্র ও নানাত্য (অশ্বিদেব) দেব এবং মিত্র ও বরুণ অশ্বৰূপে চিত্রিত হওয়ায় কোন কোন পণ্ডিত মনে করতেন যে প্রথমে ইন্দ্রো-ইবানীর গোষ্ঠিতে দেব ও অশ্বৰ সমানভাবে পূজিত হতেন, পবে দেব-পূজক ও অশ্বৰ-পূজকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় অশ্বৰ পূজক গোষ্ঠী ইবানে অবস্থান করতে থাকেন এবং দেব-পূজক গোষ্ঠী ভারতে চলে আসেন। সেইজন্য খল্ল সত্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দেব-পূজক আৰ্যগোষ্ঠী অশ্বদেব ভূগা করতেন।

“The antagonism between the worshippers of the new gods and the old must have been one of the main causes of the estrangement and subsequent secession of those Aryans who later conquered India, but their antagonism was not confined to the field of religion alone .

It seems difficult to deny that along with the great horde of Daiva-worshipping Aryans came to India, also a culturally superior strong minority of Asura worshippers, whose cult and religion was slightly different from that of the former and who were for that reason ceaselessly cursed and condemned by the vedic Aryans, more out of jealousy, it would seem, than out of contempt.”<sup>৩</sup>

কিন্তু স্বর্ষেদ পাঠে এই অভিমত সত্যরূপে প্রতীত হয় না। স্বর্ষেদে দেব ও

<sup>১</sup> Rgvedic culture—Dr A C Das, Page 47.

<sup>২</sup> Cambridge History of India—vol I, Page 107.

<sup>৩</sup> Dr. B K. Ghosh—Vedic Age, Page 220

অহর একই। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান—প্রকাশমান—স্বপ্রকাশ আব অহর শব্দের অর্থ প্রাণময়। দীপ্তি বা তেজ অথবা সূর্য্যায়িত্ব কিংবা বৈদিক দেব-কল্পনাব মূলীভূত আশ্রয়, আব সেই দীপ্তি বা তাপশক্তিই প্রাণরূপে বিভাসিত। সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্—সকল প্রাণই পরম প্রাণ অর্থাৎ সূর্য থেকে প্রকাশিত, তাই অহর ও দেব সমার্থক। সকল দেবতাই সূর্য্যায়িত্ব অংশস্বরূপ। সূর্য্যায়িত্ব ত প্রাণরূপে বিশ্বব্যাপ্ত। যাক্ষ সূর্য ও অহর পৃথকরূপে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে অহর শব্দ আছে, সূর্য শব্দ নেই। অহর থেকে ‘অ’ বর্ণটি কেটে নিয়ে সূর শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে ‘বিষমচ্ছেদ’ বলেন ভাষাতাত্ত্বিকগণ। “অহর শব্দ মৌলিক। ইহার প্রথম অক্ষরকে নঞর্থ উপসর্গ মনে করিয়া বিষমচ্ছেদেব কালে ‘সূর’ (=দেবতা) শব্দ উৎপন্ন।”<sup>১</sup>

সুতরাং এক অহরকে ভাগ করেই সূর ও অহর হয়েছে। এইরূপ বিভাগের মূলে প্রাচীন আর্ধগৌপ্তিগণ মধ্যে একটি অলিখিত বিবাদের ইতিহাস বর্তমান বলে অনেকেই অনুমান করেন। সনীবী রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, “আদিম আর্ধগণ উপাস্তদিগকে অহর বা দেব বলিতেন। পরে সেই আর্ধগণের মধ্যে একটি বিবাদ ও বিচ্ছেদ হইয়া দুইটি দল হইল এবং এক দলের লোক অগ্ন্যদলের উপাস্তদিগকে নিন্দা কবিত্তে লাগিল। সেই দুই দলেব একদল ভাবতবর্ষে আসিলেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুগণ, অগ্ন্যদলে প্রাচীন ইরানীয়গণ। ইরানীয়গণ উপাস্তদিগের সাধারণ নাম অহর দিলেন এবং হিন্দুদিগের উপাস্ত ‘দেবগণ’-কে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং হিন্দুগণ উপাস্তদিগের নাম ‘দেব’ দিলেন এবং ইরানীয়দিগের উপাস্ত ‘অহর’-দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কেবল উপাস্তদিগের সাধারণ নাম ধরিয়া এই পবম্পর নিন্দা চলিতে লাগিল, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, সূর্য, বায়ু, বৃহস্পতি, অর্যমা, সোম প্রভৃতি ঐহারা প্রাচীন আর্ধদিগের উপাস্ত ছিলেন, তাঁহাদের উভয় দলই উপাসনা করিতে লাগিলেন, হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে দেব বলিয়া উপাসনা কবিত্তে লাগিলেন, ইরানীয়গণ তাঁহাদিগকে ‘অহর’ বলিয়া উপাসনা কবিত্তে লাগিলেন। সুতরাং কেবল ‘দেব’ ও ‘অহর’ এই সাধারণ নাম লইয়া দুই দলে বিবাদ।”<sup>২</sup>

১ কর্তোপনিষৎ—১১১৭

২ ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ হুসুয়ার সেন, ১১ শ স্ক, পৃঃ ৫০

৩ ঋগ্বেদের বলাহুবাধ—১৪, পৃঃ ৫৩, ১২৪।১৫ বকের টীকা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, দেব ও অশ্বর অথবা দেব-উপাসক ও অশ্বর-উপাসক যদি বিবাদ কবে পৃথক্ দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে থাকেন, একদল ইরানে অবস্থান করে থাকেন ও অন্যদল ভারতে প্রবেশ করে থাকেন, তবে ভারতীয় হিন্দুদের প্রথম এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ তথা সাহিত্য ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, কশ্যপ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ অশ্বর সংজ্ঞা লাভ করলেন কেন ? শব্দদের উপাত্তের নাম নিজেদের উপাস্ত্রদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কি সম্ভব ? তাই যদি হয়, তবে সেই অশ্বরই অন্ন কন্সের স্থানে নিন্দার্থে ব্যবহৃত হব কেন ? যদি দেব ও অশ্বর-পূজকদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয়ে থাকে ( সম্ভবতঃ একরূপ কোন ব্যাপারই ঘটেছিল ) তাহলে সে সংঘর্ষ ভারতেই হয়েছিল এবং অশ্বর-পূজকগণ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে ইরান অঞ্চলে বসবাস করেছিলেন, একরূপ অশ্বমানই সম্ভব বোধ হয়। এমনও হতে পারে ভারতীয় আর্ষগণের একটি বিন্দুস্থ গোষ্ঠী ভারত পরিত্যাগ করে ইরান অঞ্চলে বসতি করার কালে নিজেদের উপাস্ত্রগণকে ভারতীয় গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপতাবশতঃ অশ্বর নাম দিবেছিলেন। বিপরীত অশ্বমান যুক্তিসম্মত হতে পারে না। বোঘাস্ কোই ( Boghas koī ) লিপিতে বৈদিক দেবতার নাম, বৈদিক শব্দ ও সংখ্যার উল্লেখ, যিটানি রাজবংশের যে পত্র তেল-এল-অয়রনার থেকে পাওয়া গেছে তাতে এবং পরবর্তীকালে যে কানীষ জাতি মিডিয়া থেকে ব্যাবিলন পর্যন্ত অধিকার কবে পাঁচশ বৎসর রাজত্ব কবেছিল সেই কানীষ রাজবংশে রাজাদের নামগুলি ভারতীয় নামের সমূহ। হুরিয়স্ ও মরিতাস দেবতা এবং সিমলিষ অর্থাৎ সূর্য, বক্স এবং হিমালয় এদের কাছে স্থপরিচিত। এ থেকে কি এই অশ্বমান সম্ভব নয় যে ইরানীযগণ ভারত থেকেই গিয়াছিলেন ইরান অঞ্চলে ? ভারতে আসার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হলে কানীষদেব পক্ষে সিমলিষ বা হিমালয়ের উল্লেখ কি সম্ভব হোত ? পণ্ডিত অমূল্যচরণ লিখেছেন, “স্বতরাং মিটানির সহিত আর্ষদের সম্পর্কে ভারতবর্ষে পৌঁছবার পূর্বে এই পুরাতন ভ্রান্ত ধারণা আর টিকিতে পারে না। আর্ষদেব ধর্ম পারস্তের মধ্য দিবা এশিয়া মাইনরে ঘাষ নাই। ভারত হইতেই আর্ষধর্ম বরাবর এশিয়া মাইনরে গিয়াছে।”<sup>১</sup>

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বৈদিক আর্ষরা বহির্ভারতীয় বলে যে দাবি দিবেছিলেন, সেই দাবিকে আজও আমরা অস্বীকার বলে মেনে চলেছি। ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ পণ্ডিতই গুড্ডালিকার গা ভাগিয়ে চলেছেন। কিন্তু বিশাল বৈদিক সাহিত্যে

বিশেষতঃ প্রাচীনতম ঋক্সাহিত্য বহির্ভাৱতঃ কোথাও যে আৰ্যনিবাসেৰ একবিন্দু উল্লেখমাত্ৰ নাই, এটা কেমন কৰে সম্ভব হোল? কেবলমাত্ৰ ইয়ান, পাৰস্য ও কোন কোন ইউৰোপীয় ভাষাৰ সঙ্গ অল্প বিস্তৰ সাদৃশ্য, ধ্বনিসাম্য অথবা সংস্কৃতি-গত সাদৃশ্য থেকেই কি নিঃসন্দেহে বলা বায যে বৈদিক আৰ্য্যৱা ভিন্ন দেশবাসী ছিলেন? কোথাৰ তাঁদের প্রাচীন নিবাস ছিল, এ বিষয়ে পণ্ডিতৱা একমত হতে সক্ষম হন নি আজও। তাম্ৰতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি উত্তৰ-পশ্চিম সীমান্ত দ্বিমে দেশান্তৰে পাড়ি জমিবেছিল, এ সত্য স্বীকাৰ না কৰাৰ পক্ষেও ত কোন জোৱালো যুক্তি পাওবা যাৰ না। ভাষাতাত্ত্বিকৱা ইন্দো-ইউৰোপীয় (Indo European) নামে এক প্রাৰ্ধৈদিক অজ্ঞাত ভাষাগোষ্ঠিৰ কল্পনা কৰে নিষেছেন, যদিও সেই ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠিৰ ভাষা আজও বিশ্বৰ অগোচৰে। অতএব দেৱাসুৰেৰ সংপ্রায়-জনিত ঘটনাৰ পৰিণামে আৰ্যদের ভাৱতে আগমন, এ কাহিনীৰ যথার্থতা সংশয়েৰ বিবৰ। ইয়ানীয় ধৰ্মগ্ৰন্থ জেন্দ-আবেস্তা অবশ্ৰই ঋগ্বেদেৰ পৰ্যবৰ্তীকালেৰ, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তৰ নাই। আবেস্তাৰ অহুৰ মজদ্ (অহুৰ মহান) প্রধান দেৱতা হলেও বৈদিক ধৰ্মাচৰণেৰ সঙ্গ আবেস্তাৰ ধৰ্মাচৰণেৰ মিল প্রচুৰ। ডঃ অবিনাশচন্দ্ৰ দাশেৰ অভিমতটিও এ বিষয়ে প্ৰশিধানযোগ্য। তাঁৰ মতে ইন্দ্ৰ-উপাসক ও ইন্দ্ৰ-বিরোধিদলেৰ মধ্যে সংঘৰ্ষেৰ পৰিণামে ইন্দ্ৰ-উপাসনাৰ বিরোধীৱা ভাৱত ত্যাগ কৰে পাবস্ত-ইয়ান অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "The ancient parsis or Iranians hated Indra and his worship on doctrinal grounds, because they did not like to give precedence to any deity over Fire and the Sun Hence, there was a religious schism in ancient Sapta-Sindhu, which divided the Aryan community into hostile parties, and was attended with such bitterness of feeling and mutual hatred and recrimination as to lead to a long and bloody warfare which terminated only with the ultimate expulsion of parsis branch from Sapta-Sindhu. Indra was regarded by them as enemy of mankind and chief of the powers of evil, in fact as an Asura in the similar sense, used in later Vedic parlance, the equivalent parsi word being Daiva."<sup>১</sup>

কোন কোন ইউৰোপীয় পণ্ডিতও সিদ্ধান্ত কৰেছেন যে অৱশ্যুপস্বী ইয়ানীয়গণ ভাৱতবৰ্ষ থেকেই চলে এসেছিলেন। আচার্য ম্যাক্সমুল্ৰ (Maxmuller) এই মতেৰ



সমর্থক। তাঁর বক্তব্য : "The Zoroastrians were a colony from Northern India. They had been together for a time with the people whose sacred songs have been preserved to us in the Veda. A schism took place and the Zoroastrians migrated west-ward to Arachosia and Persia."<sup>১</sup>

আচার্য য়োন্সমুলার আরও বলেছেন, "Still more striking is the similarity between Persia and India in religion and mythology. Gods unknown to Indo-European nation are worshipped under the same names in Sanskrit and Zend, and the change of some of the most sacred expressions in Sanskrit into names of evil spirits in Zend only serves to strengthen the conviction that we have here the usual traces of schism which separated a community that had once been united."<sup>২</sup>

ডঃ হগ ( Haugh ) একই অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর বক্তব্য : "The ancestors of the Brahmanas and those of Persia ( the ancient Iranians ) lived as brother tribes peacefully together. This time was anterior to the combats of the Devas and the Asuras, which are so frequently mentioned in the Brahmanas, the former representing the Hindus, the latter the Iranians."<sup>৩</sup>

দেব-পূজক ও অসুর-পূজক অথবা ইন্দ্র পূজক ও ইন্দ্রবিবোধীদেব বিবাদেব কলে অসুর-পূজক বা ইন্দ্রবিবোধীরা ভাবত ছেড়ে ইরান অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন—এই মতবাদ সমর্থনযোগ্য মনে হয়। অসুর-উপাসনা থেকে আসীরাণী জাতি বা আসীরাণী দেশ এমন কি আসিয়া বা এশিয়া নামও আসা সম্ভব।

কিন্তু অসুর নামে কোন অনার্য জাতির বহুনা নিতান্তই হাশুবব। ঋগ্বেদে দাঁস, দহু, দহু প্রভৃতি জাতিব উল্লেখ আছে। এরা সাধারণতঃ দেববিবোধী। বৃহ, বল, শযর, নমুচি, পিঞ্চ প্রভৃতি দেববিবোধিগণেব সদাঁর ছিল। যদিও ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাঁস বলেছেন যে, এরা আর্যগোষ্ঠিবই শাখা, তথাপি এদের বাস্তব কোন অতিষ স্বীকার ববা সম্ভব নয়। এরাই পরে অসুর নামে পরিচিত হয়েছ

১ Science & Language, vol II (5th Edn ), page 279

২ Chips from a German workshop, vol I, page 83

৩ Introduction to Aitareya Brahmana, vol I (1863), pages 2-3

পূর্য্য প্রভৃতি গ্রন্থে। অশ্ব, দানব ও দৈত্য সমার্ক শব্দে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবতাগণ যেমন কোন শরীরী জীব নন, দানবগণও তেমনি কোন শরীরী জীব নয়। পণ্ডিত অম্ল্যচরণ লিখেছেন, “অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, দানবা অলৌকিক শব্দ, অসংখ্যক স্থানেই তাহারা মাহু। বেদ হইতে বোঝা যায় যে, অর্ধ ও দানবের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা সত্যতা ও জ্ঞাতিগত পার্থক্য নয়—only বর্ষগত পার্থক্য।”

বৃহ, শব্দ, নমুটি প্রভৃতি অলৌকিক দৈবশক্তির অলৌকিক প্রতিবন্ধক হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে অশ্ব নামক একশ্রেণীর দেববিশোধী শরীরী জীবের পরিণত হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি, বৈদিক তথা ভাবতীয় দেবকল্পনার উৎসে রয়েছে সূর্য্যমিব গুণকর্ম। যে প্রাকৃতিক শক্তি সূর্য্যমিব গুণ বা শক্তি প্রকাশে বাবা সৃষ্টি করে তাবাই দহ বা দহা—পূরণে অশ্ব বা দানব। সূর্য্যমিব মেঘসৃষ্টি ও বারিবর্ষণ-কমতা ইন্দ্র, তাঁর শক্তির আববক-বৃহ আকাশ আবৃত্ত করে বর্ষণহীন মেঘে পৃথিবীকে অন্ধকারে আবৃত্ত কবে আলোক অপসারিত করে। বর্ষণশক্তির প্রতিবন্ধক বৃহ তাই ইন্দ্রের ও পৃথিবীর শব্দ—সুতবাং দানব ও অশ্ব। শব্দের নিদানবইটি দুর্গ ইন্দ্র ধ্বংস করেছিলেন। শব্দাত্ম্যের দুর্গ স্তবকিত মেঘ। শব্দ তাই বর্ষণবিশোধী শক্তি। পূরণে শব্দাত্ম্যের হস্তা স্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রহ্লাদ। বল ইন্দ্রের গাভী হরণ করেছিল, ইন্দ্র বলের গুহা থেকে গাভী উদ্ধার করেছিলেন। সূর্য্যকপী ইন্দ্র বল বা শক্তিশালী অন্ধকারের গুহা থেকে গাভী ও বশ্টিসমূহ উদ্ধার করেছিলেন। দানবগণে সূর্য্যবংশজাত রামচন্দ্র যেমন সূর্য বা ইন্দ্রের প্রতিরূপ, তেমনি দানব বা গর্জনকারী বৃষ্টিহীন মেঘ বৃষ্টির কপাত্তর। প্রাকৃতিক শক্তি এইভাবে দেবতাদের কার্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল—তাই দহা, দাস প্রভৃতি অ্যাখ্যা পেয়েছে। দেবতাদের অশ্ব শব্দ অপ্রচলিত হস্তে থাকলে সম্ভবতঃ আর্ঘ্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের ফলে একদল অশ্ব-উপাসনা ও অন্তদল দেব-উপাসনাকে ধর্মচর্চার অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ কবেছিলেন। ফলে দেব-উপাসকদের কাছে অশ্ব বা অশ্ব-উপাসক দেব-বিরোধিক্রমে প্রতিষ্ঠিত হোল। এই বিরোধের সূত্রপাত স্বয়ংদের যুগেই দেখা গিয়েছিল। সেইসময়ই স্বয়ংদেই অশ্ব শব্দ দুটি বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, দুই বিরোধী গোষ্ঠীর রচনার একই শব্দ দুই

বিপবীত অর্থে ব্যবহৃত। অসুখ-উপাসকরা সংখ্যায় অল্প থাকায় অথবা ঋষিদের যুগের শেষভাগে ছুইগোপ্তীয় মধ্যে সংঘাত দেখা দেওয়ায় অসুখ শব্দ অপকৃষ্ট অর্থে কমই ব্যবহৃত হয়েছে। শেষে হয়ত অসুখ-পুঙ্খদের আর্ঘ্যভূমি ছেড়ে উত্তর-পশ্চিমে নতুন আশ্রয় খুঁজতে গৃহত্যাগ করাত হয়েছে। দেব-পুঙ্খদের কাছে অসুখ শব্দ দম্ব, দাস, দস্যু ইত্যাদির সমার্থক হওয়ায় কাষাহীন দেবতাব যেমন বহুকণ কল্পিত হয়েছিল, তেমনি কাষাহীন দৈবশক্তির বিবোধীশক্তিরও বহু বিচিত্রকণ কল্পিত হয়েছিল। যুগে যুগে পুরাণে-কাব্যে অসুখরা দেব-বিরোধীকপেই চিত্রিত হতে লাগলো। কিন্তু দেব ও অসুখের একাত্মতা এবং সগোত্রতা তাদের জন্মের ইতিহাসের স্মৃতিই মাত্র লিপিবদ্ধ হয়ে বহিনো।

বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধদেবের সাধনায় ব্যাঘাতকারী মাঝ ও হিন্দু দানব কল্পনা খেবেই এসেছে। হিন্দুধর্মে দৈত্য, দানব বা অসুখ বৌদ্ধ ধর্মে হয়েছে মার।

"Mara emerges from the background of popular demonology and has obvious affinities with it"<sup>১</sup>

---

<sup>১</sup> Buddhism and Mythology of Evil—T O Ling

## অগ্নি

অগ্নি ঋগ্বেদেব প্রধান দেবতা। উৎসর্গাকৃত স্তোত্রের হিসাবে ইন্দ্রের পরে অগ্নির স্থান হলেও গুণ ও কার্যে তিনি সর্বপ্রথম। অগ্নি হব্যবাহ—তিনি দেবতাদেব মুখরূপে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হবি গ্রহণ করেন। “অগ্নির্বেদেবানাং মুখম্।”<sup>১</sup>—অগ্নিই দেবতাদেব মুখ। “তন্মাদেবা অগ্নিমুখা অন্নমদন্তি।”<sup>২</sup>—দেবগণ অগ্নিমুখে অন্নভোজন করেন। অগ্নি দেবতাদেব ঈর্ষবৎ—“অগ্নির্বেদেবানাং ঈর্ষবম্।”<sup>৩</sup> অগ্নি দেবতাদেব দূত। তিনি দূতরূপে হব্য দেবগণের নিকট এবং কব্যা পিতৃগণের নিকট পৌঁছে দেন।

অগ্নিঃ দূতঃ বৃণীমহে হোতাং বিবদেবসম্।

অস্ত যজ্ঞস্ত যজ্ঞত্বম্।<sup>৪</sup>

—দেবতাদেব দূত দেবতাদেব আত্মনাকারী (হোতা) সর্বদেবরূপী (অথবা সর্বধনের অধিকারী) যজ্ঞের স্রষ্টা সম্পাদনকারী অগ্নিকে আ.ম বরণ করি।

এখানে অগ্নি শুধু দেবতাদেব দূত নন, তিনিই সর্বদেবমম্ব।

যজ্ঞায়স্মৈ হবিষ্পতির্দূতঃ দেব সপর্বত

তস্ত স প্রাবিতা ভব।<sup>৫</sup>

—প্রজাপালক, হব্যবাহী এবং বহুলোকেব প্রিয় অগ্নিকে যজ্ঞের অহুষ্ঠাতাগণ নিম্নতম আত্মনাময় দ্বারা আত্মন কবিতা থাকেন।<sup>৬</sup>

“স হি দেবানাং দূত আসীত”<sup>৭</sup>—তিনিই দেবতাদিগের দূত ছিলেন।

“অগ্নিরেব দেবানাং দূত আস”<sup>৮</sup>—অগ্নিই দেবতাদেব দূত ছিলেন।

অগ্নি যজ্ঞেব হোতারূপে আস্থিতি প্রদান করেন, তিনি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনিই যজ্ঞের ঋষিক অর্থাৎ ব্রাহ্মা, মিত্রোবরণ, আচ্ছাবাক, ব্রাহ্মণচ্ছানি প্রভৃতি নামে অভিহিত যজ্ঞসম্পাদক ঋষিগণের অগ্নি তিন আর কেউ নন। এক কথায় সামগ্রিক

১ কোশিতকী ব্রাহ্মণ—৩৩৫৫, তাত্ত্বিকব্রাহ্মণ—৩১১১

৩ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—২৭১২১৩

৫ ঋগ্বেদ—১১২৮

৭ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩৫১২১

২ শতপথ ব্রাহ্মণ—৭১১২৪

৪ ঋগ্বেদ—১১২১১

৬ অম্ববাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৮ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩৫১২৮

যজ্ঞক্রিয়াই অগ্নি। যজ্ঞে অগ্নি ছাড়া আব কিছুই নেই। ঋগ্বেদের প্রথম যজ্ঞেই বিশ্বামিত্রতনয় মধুচন্দা ঋষি অগ্নির স্তুতি প্রসঙ্গে বর্ণেছেন :

অগ্নিসীলে পুৰোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবযজ্ঞিম্ । হোতারু রত্নধাতম্ ¹

—যজ্ঞের পুরোহিত, যজ্ঞের দেবতা, যজ্ঞের ঋত্বিক, হোতা ও শ্রেষ্ঠযজ্ঞকল রূপ রত্নধারণকাৰী অগ্নিকে আমি স্তব কবি।

“অগ্নির্বে দেবানাং হোতা।”²—অগ্নিই দেবতাদের হোতা।

“অগ্নির্বে দেবানাং যজ্ঞা”³—অগ্নি দেবতাদের যাগকর্তা।

অগ্নি সমগ্ৰ যজ্ঞেরই অধিপতি— তিনি ব্রতপতি— “অগ্নির্বে দেবানাং ব্রতপতিঃ।”⁴

“অগ্নে ব্রতপতে ব্রতকবিত্বামি।”⁵—হে ব্রতপতি অগ্নি আমি ব্রতচরণ করবো।

সমগ্ৰ যজ্ঞকাণ্ডের যিনি একক অধিপতি তিনি অবশ্য ঋষিদের গৃহেবও অধিপতি।

মন্ত্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি ⁶

যিনি যজ্ঞের অধিপতি, গৃহের অধিপতি, তিনি অগ্নেরও অধিপতি। কৃষ্ণ-যজুর্বেদ বলছেন, “অন্নপতেঃস্রস্ত নো দেহীতাহারির্ধা অন্নপতিঃ স এবান্মা অন্ন প্রযচ্ছতি।”⁷—হে অন্নপতি তুমি আমাদের অন্ন দাও,—এই কথা বললেন, অগ্নিই অন্নপতি, তিনি আমাদের অন্নদান করেন।

“অগ্নিরন্নাদোহন্নপতিঃ”⁸—অগ্নি অন্নদাতা অন্নপতি।

“অন্নাদো বা এবোহন্নপতির্ধদগ্নিঃ”⁹—অন্নদাতা বা অন্নপতি বলেই তিনি অগ্নি।

“এব হি বাহ্নানাং পতিঃ।”¹⁰—ইনিই অগ্নেব অধিপতি।

অগ্নিকে অন্নাদিপতি বলার হেতু ত্রীমদভাগবদগীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্নাদন্নপত্তবঃ ।

যজ্ঞাদ ভবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ¹¹

অন্ন থেকেই জীবগণ জীবন গ্রহণ করে, পর্জন্য বা মেঘ থেকে ( মেঘ বিগলিত

১ ঋগ্বেদ—১।১।১

২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।২।৮।৮

৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩।৫।১।২১

৪ তৈত্তির্য—১।১।১।২

৫ শুক্ল যজুর্বেদ—১।১।১।১০

৬ ঋগ্বেদ—২।৩৬।৫

৭ শুক্ল যজুর্বেদ—৫।৫।১।১

৮ তৈত্তির্য ব্রাহ্মণ—২।৫।৭।১০

৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।৮।১

১০ তৈত্তির্য—২।৫

১১ গীতা—৩।১৪

জন থেকে ) অন্ন ( বা জীবের খাদ্য ) জন্মায়, যজ্ঞ থেকে মেঘের উৎপত্তি, যজ্ঞ হয় ক্রিয়ামূল্যতা থেকে ।

এই হিসাবেই যজ্ঞাগ্নি অন্নশ্রুতি অন্নপতি । অন্ততাবে বলা যায়, সৃষ্টিগ্নিব অভিন্নতা হেতু সৃষ্টিগ্নির তেজঃ পৃথিবীর বস হবণ করে মেঘ সৃষ্টি করে থাকে । আবার সৃষ্টিগ্নিব তাপ ভিন্ন অন্নশ্রুতি সম্ভব নয় ।

এবস্থিত সর্বশক্তিমান অগ্নিব জনকত্ব স্বীকার করা হইবে । অগ্নির শিতাব নাম বল, —তিনি বলের পুত্র ।

অচ্ছিহা নুনো নহসো নো অত্ত স্তোতৃত্যো

মিত্রমহ শর্গ যচ্ছ ।

অগ্নে গৃনন্তমাহস উক্ক্যোর্কো

নপাং পূর্তিরাশসীভিঃ ।\*

—হে বলের পুত্র, তুমি অল্পকল্যানে প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের অবিচ্ছিন্ন হুৎ দাও । হে অন্নের পুত্র ( উর্কো নপাং ), তুমি আমাদের ভাবা স্তব্ত হইবে আমাদের পাপ থেকে রক্ষা কর ।

‘নহস’ শব্দের অর্থ বল বা শক্তি । বশের পুত্র অর্থে সাধনাত্মক লিখেছেন, “বলেন হি মধ্যমানোহয়ির্জীবতে”—শক্তির ভাবা স্বর্গে অগ্নি জন্মগ্রহণ করেন ।

যিনি অন্নের পতি, অন্নশ্রুতি, তিনিই আবার অন্নের পুত্র । একবার তাৎপৰ্য কি ? সাধন লিখেছেন, “জঠবাগ্নেঃ প্রবর্তমানাদন্নেরন্নপুত্রকঃ”—জঠবাগ্নি বৃদ্ধি হেতুই অগ্নি অন্নের পুত্র । অর্থাৎ খাদ্যরূপ ইন্ধনের সহায়তায় জঠবাগ্নি বর্ধিত হয়, তাই অন্ন বা খাদ্যের পুত্র অগ্নি ।

এই অগ্নিব সর্বব্যাপী সর্বময় রূপ ঋষি প্রত্যক্ষ করেছেন । বিশ্বব্যাপী তাঁব হুৎ, তিনিই বিশ্বব্যাপ্ত করে বিরাজমান :

ঔ হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিত্রুবসি ।\*\*

ধামন্তে বিশ্বং তুবনমবিশ্রিয়মন্তঃ সমুদ্রে হ্রদন্তব্যাহুবি ।†

—হে অগ্নে সমগ্র বিশ্বতুবন ব্যাপ্ত করে তোমার বাসস্থান, সমুদ্রে হ্রদে আর জীবের জীবনে ( আত্মতে ) তোমার অধিষ্ঠান ।

সকল জীবনে তাঁর বাস, তিনি সকল জীবের অধিপতি । “অগ্নিভূতানাম-  
ধিপতিঃ ।”<sup>১</sup>—অগ্নি সকল জীবের অধিপতি ।

অগ্নি স্বর্গলোকেরও অধিপতি :

“অগ্নির্বে স্বর্গস্ত্র লোকত্রাধিপতিঃ ।”<sup>২</sup>

স্বপ্নে যে সহস্রশীর্ষা সর্বমথ বিবাটি গুরুব, তিনিই অগ্নি :

“গুরুবোহগ্নিঃ ।”<sup>৩</sup>—গুরুবই অগ্নি । “গুরুবোহাগ্নিঃ ।”<sup>৪</sup>

অগ্নিই সর্বভূতের প্রাণ, অগ্নিই মন ।

প্রাণো বা অগ্নিঃ ।<sup>৫</sup>

মন এব অগ্নিঃ ।<sup>৬</sup>

অগ্নি সকল দেবতার আত্মা ।

অগ্নির্বে সর্বেবাং দেবানামাত্মা ।<sup>৭</sup>

সর্বসামু হৈব দেবানামাত্মা যদগ্নিঃ ।<sup>৮</sup>

সকল দেবতাই অগ্নিস্বরূপ :

অগ্নি সর্বা দেবতাঃ ।<sup>৯</sup>

অগ্নির্বে সর্বা দেবতাঃ ।<sup>১০</sup>

সকল দেবতার রূপ অগ্নিই প্রতিভাত । তিনিই ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বরুণ, রুদ্র,  
সবিতা, মিত্র, অহিতি, ইলা প্রভৃতি দেব-দেবীরূপে প্রকাশিত হন ।

অমর ইন্দ্রো বৃষভঃ সতামলি ঞ্জ বিষ্ণুর্লক্ষণায়ো নমস্ততঃ ।

ঞ্জ ব্রহ্মা বশিবিদ্ ব্রহ্মশাপ্তে ঞ্জ বিধর্ত্তঃ সচসে গুরংধ্যা ॥

অমরো ব্রাহ্মা বরুণো গুত্তব্রতঙ্ক মিত্রো ভবসি দম্য ইভ্যঃ ।

অমর্যমা সৎপতির্ভস্ম সৎভুজং অমরশো বিদধে দেবো ভাজঃসু ॥

অমরো বিধন্তে সুরীর্ধং তব শ্রাবো মিত্রমহঃ সজ্জাত্যং ।

অমাত্যহোমো বয়িবে স্বৰ্য্যং ঞ্জ নবাং শর্ঘো অলিপুরুবহুঃ ॥

অমরো রুদ্রো অমরো মহো দিবজ্জ শর্ঘো মারুতং পৃক্ষজশিবে ।

ঞ্জ বাটতরুর্নৈর্ধালি শং গমজ্জ পূবা বিধন্তঃ পালি সু অনা ॥

১ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৩।৩।৪৫

২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।৪২

৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—১০।৪।১।৬

৪ ঋগ্বেদ—২।৪।১।১৫

৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৫।১।৮

৬ ঋগ্বেদ—১০।১।২।৩

৭ ঐ ১।৩।৩।২৪

৮ ঋগ্বেদ—১।৪।১।২৫, ২।৫।১।১৭

৯ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।৪।৪।১০

১০ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—২।৩

১১ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—১।১

তুমি হ্রিণোদা অবকুলতে স্বং দেবঃ সবিতা বহুধা অসি ।  
স্বং ভগো নৃপতে বহু ঈশিবে স্বং পার্থসে যন্তেহবিধং ॥

\* \* \*

তুমি অদিতির্দেব দান্তবে স্বং হোত্রা ভাবতী বর্ধসে গিবা ।  
তুমিলা শতহিমাসি দঙ্গসে স্বং কুত্রহা বহুপতে সবধতী ॥<sup>১</sup>

—হে অগ্নি । তুমি সাধুদিগেব অতীষ্টবর্ষা, অতএব তুমি বিষ্ণু, তুমি বহুলোকেষ  
জ্ঞাত্য, তুমি নমস্কাৰযোগ্য । হে ধনবান জ্ঞতির অধিপতি ( ব্রহ্মপতি ) ! তুমিই  
ব্রহ্মা, তুমি বিবিধ পদার্থ রুষ্টি কর ও বহু প্রকাৰ বুদ্ধিতে অবস্থিতি কর ।

হে অগ্নি । তুমি গুহ্যজ্ঞাত, অতএব তুমি বাহ্য বরুণ, তুমি শত্রুদিগেব বিনাশক  
ও স্তুতিযোগ্য, অতএব তুমি মিত্র । তুমি সাধুগণেব পালক । অতএব তুমি অৰ্ঘ্যমা ।  
অৰ্ঘ্যমাব ( দান ) সৰ্বব্যাপী । তুমি অংশ । হে দেব । তুমি আমাদিগেয় যজ্ঞে  
ফল দান কব ।

হে অগ্নি । তুমি স্রষ্টা, তুমি পরিচর্যাকারী বীৰ্য্বরূপ, স্তুতিবাক্য সব তোমারই,  
তোমার তেজঃ হিতকারী, তুমি আমাদিগেয় বন্ধু, তুমি স্নিগ্ধ উৎসাহিত কব, তুমি  
আমাদিগকে উত্তম অশ্ববিশিষ্ট ধন প্রদান কর । তোমাব ধন প্রভূত, তুমি মনুষ্য-  
গণেয় বলধরূপ ।

হে অগ্নি । তুমি অলংকাৰকাবী ( যজ্ঞমানেব ) পক্ষে হ্রিণোদা ( অৰ্ঘ্যাত্ম  
( অৰ্ঘ্যদাতা ), তুমি স্তোতমান সবিতা, বস্ত্বেব আধাবধরূপ । হে নৃপতি । তুমি ধন  
দাতা ভগ, যে যজ্ঞমান যজ্ঞগৃহে তোমাব পবিত্রীকৃত, তুমি তাহাকে পালন কব ।

হে দেব অগ্নি । তুমি হব্যদাতাব পক্ষে অদিতি । তুমি হোত্রা, ভাবতী, তুমি  
জ্ঞতিদাতা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হও । তুমি শতবৎসবেয় ইলা, তুমি দানসমর্থ । হে ধর্মপালক ।  
তুমি বৃজহস্তা, তুমি সন্নবতী ॥<sup>২</sup>

স্বয়ংদ আরও বলছেন,

তুমি বরুনো জযসে যজ্ঞং মিত্রো ভবসি স্বং সমিহুঃ ।

তে বিধে মহসম্পূত্র দেবাস্তমিত্রো দান্তবে সর্ভায ॥

স্বমর্ঘমা ভবসি স্বং কনীনানং নাম স্বধাবনু শুক্লং বিভর্ষি ।

অংজ্যতি মিত্রং হৃষিক্তং ন গোভির্বদংপতি সন্ননসা কৃণোষি ॥



তব ত্রিবে মকতো মর্জয়ন্ত কদ্র যন্তে জনিম চাক চিত্রম্ ।

পদং যদ্বিষোকপমং নিধাবিঃ তেন পানি শুষ্ক' নাম গোণাম্ ॥<sup>১</sup>

—হে অগ্নি ! তুমি জ্বাত হইয়া বকা হইয়া থাক, তুমি সমিদ্ধ হইয়া গিজ হইয়া থাক, সমস্ত দেবগণ তোমাতে ( অবস্থিত ) থাকেন । হে বনের পুত্র ! তুমি হব্যদায়ী যজ্ঞমানব ইহু ।

তুমি কত্যাগণেব পক্ষে অর্ঘ্য হও । হে হব্যবান্ ( অগ্নি ) ! তুমি গোপনীয় নাম ( বৈখানব নাম ) ধারণ কর । যখন তুমি দম্পতীকে একান্তঃকরণ কবিয়া দাও, তখন তাহারা বন্ধু হ্রাব গব্য দ্বাৰা সিন্ধু করে ।

হে অগ্নি ! তোমার আশ্রয়ার্থ মরুৎগণ অন্তরীক্ষে মার্জন করিতেছেন । হে কদ্র ! তোমাব জন্ত অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ ( অর্থাৎ অন্তরীক ) স্থাপিত হইয়াছে তদ্বারা তুমি উদকের ( কিরণ সমূহের শুষ্ক ( গোপন তত্ত্ব ) পালন কর ।<sup>২</sup>

আচার্য গোত্মিন্ধুত সামবেদীয় গুরুশ্রুতের পবিশিষ্ট 'গৃহ সংগ্রহ'-এ অগ্নির বহুবিধ নামের তালিকা দেওয়া হইবে । এক এক প্রকার হোমে অগ্নিব এক এক প্রকার নামকরণ হয় ।

শৌকিকঃ পাবকো হগ্নিঃ প্রথমঃ পমিবীৰ্তিতঃ ।

অগ্নিস্ত মকতো নাম গৰ্ভাধানে বিধীযতে ॥

পুংসবনে চন্দ্রমসঃ শুদ্ধাকরশি শোভনঃ ।

সৌমন্তে মঙ্গলো নাম গৰ্ভাধানে বিধীযতে ॥

\* \* \*

গোদানে হর্বনামা তু বৈশান্তে হগ্নিকচ্যতে ।

বৈখানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্তুতঃ ।

চতুর্থ্যাস্ত শিখী নাম স্ততিবগ্নিস্তথাপরে ।

আবসথো ভবো জ্জৈবো বৈশ্বদেবে তু পাবকঃ ॥

ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যো স্তাদীশ্বরো দক্ষিণে তথা ।

বিষ্ণুর্বাহবনীর্যে স্তাদগ্নিহোত্রে জ্যোতিঃগমঃ ॥

লক্ষহোমে বর্জিনাম কোটীহোসে হতশনঃ ।

প্রায়শ্চিত্তে বিধিষ্টৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ ॥

দেবানাম হব্যবাহংস্ত পিতৃণাম কব্যবাহনঃ ।

পূর্ণাহতিয়াং যুডো নাম শান্তিকে বহদন্তথা ।

\* \* \*

কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো ভূতভক্ষণে ।

সমুদ্রে বাডবো জ্যেযঃ ক্ষযে সংবর্তকো ভবেৎ ॥<sup>১</sup>

—লৌকিক ভাষায় প্রথমতঃ অগ্নিকে পাবক (পবিজ্জকাবী) নামে অভিহিত করা হয়। ‘গর্ভাধান অহুষ্ঠানে অগ্নিকে মকং বলা হয়, পুংসবন অহুষ্ঠানে বলা হয় চাক্ষুস, শুকাকর্মে শোভন, গর্ভাধানের অন্তর্গত নীমস্তোরণন অহুষ্ঠানে বলা হয় মকল। গোদান যজ্ঞে অগ্নির নাম হর্ষ, ‘কেশান্ত’ অহুষ্ঠানে তিনি অগ্নি নামেই পূজিত, বিসর্গে তিনি বৈশ্বানর, বিবাহাহুষ্ঠানে যোজক, চতুর্থী হোমে তাঁর নাম শিখী, অপব নাম যুতি ও অগ্নি। আবসখ্য যাগে তিনি ভব নামে পবিচিত, বিশ্বদেব যজ্ঞে তিনি পাবক। গার্হপত্য অগ্নি ব্রহ্মা নামে অভিহিত, দক্ষিণাগ্নির নাম ঈশ্বর, আহবনীষ যজ্ঞে তিনি বিষ্ণু, —অগ্নিহোত্র যাগে এই তিনি অগ্নি। লক্ষহোমে তাঁর নাম বহি, কোটীহোমে তিনি হতাশন। প্রায়শ্চিত্ত হোমে তিনি বিধি, পাকযজ্ঞে তিনি সাহস (সহস বা বলের পুত্র), দেবতাদেব যজ্ঞে তিনি হব্যবাহ, পিতৃকার্ষে তিনিই কাব্যবাহন। পূর্ণাহতিকালে তাঁর নাম ‘যুড’ শান্তিকর্মে তিনি বহদ নামে খ্যাত। ১০০ জীবের উদয়ে তিনি জঠরাগ্নি, শ্রাণে জীবদেহ ভক্ষণকার্ষে ক্রব্যাদ, সমুদ্রস্থিত অগ্নিব নাম বাডবা, জগৎ ধ্বংসকালে তিনি সংবর্তক।

অথর্ববেদেও অগ্নির সর্বদেবমণ্ড স্বীকৃত হইবে, অগ্নিই বিভিন্ন দেবতাকপে অর্চিত হয়েছেন।

স বরুণো সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুগ্নু।

স সবিভা চুযান্ত্রিক্ষেণ য়তি স ইন্দ্রো ভূষা তপতি মধ্যতোদিবম্ ॥<sup>২</sup>

—সেই অগ্নি সন্ধ্যাকালে বরুণ হন, প্রভাতে উদিত হইবে তিনি হন মিত্র, তিনি সবিভাকপে অন্তরিক্ষ পরিক্রমণ কবেন, তিনিই ইন্দ্র হইবে মধ্যদিনে বিশ্বদান করে থাকেন।

অগ্নি হর্ষরূপে অথবা প্রাণশক্তিরূপে সকল বর্মের প্রবর্তক—তিনিই বৃত্রহস্তা ইন্দ্র : “অগ্নিনেতা বৃহহেতি ।”<sup>৩</sup>

১ গৃহ্যসংগ্রহ—১ম অধ্যায় ২-৩, ৫-৬, ১১

২ অথর্ববেদ—১৩৩৭১৩

৩ ঐতরেয় আখ্যায়িক—৩।১২

অগ্নি ও সূর্য অভিন্ন,—একই তেজোবশু শক্তির উন্ন প্রকাশস্বাক্ষ। যিনি অগ্নি, তিনিই সূর্য। স্বযেদ বলেছেন,

সূর্য্য ভূবো ভবতি নক্তময়িত্ততঃ

সূর্যো জায়তে প্রাতঃকাল্ ১

—রাত্রিকালে অগ্নি তাবৎ সংসারের মস্তক স্বরূপ হইলে, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদ্ভিত হইলেন।<sup>১</sup>

দৃশ্যেতো যো মহিনা সমিকোহয়োচত দিবি যোনির্বিভাবা।

তশ্চিন্নর্যো হুক্তবাকেন দেবা হবির্বিধ আঙ্কুহবুস্তন্থাঃ ২

—যে অগ্নি বিশেষ প্রজ্বলিত হইয়া সূর্য্যী মূর্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ করিয়া ঔজ্জ্বল্যের সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন, সেই অগ্নিতে শরীর বন্ধাকারী সকল দেবতা হোমের জব্য সমর্পণ করিলেন।<sup>৩</sup>

শতপথব্রাহ্মণ যজ্ঞ প্রসঙ্গে অগ্নি ও সূর্যের একাঙ্গতা প্রতিপাদিত করেছেন।

“অগ্নাবেবৈতৎ সায়ং সূর্যং জুহোতি, সূর্যে প্রাতঃ অগ্নিমিতি তর্ধৈ তদুদ্ভিত-হোমানামেব তদা হোব সূর্যোহন্তমেত্যাগ্নির্যোতির্ধদা সূর্য উদেত্যথ সূর্যো জ্যোতিঃ।”<sup>৪</sup>

—সন্ধ্যাকালে অগ্নিতে সূর্যকে আহুতি দেওয়া হয়, প্রাতে সূর্যে অগ্নিকে আহুতি দেওয়া হয়। উদ্ভিত হোমের এই রীতি। যখন সূর্য অস্ত যান তখন অগ্নিই জ্যোতিঃ। যখন সূর্য উদ্ভিত হন, তখন সূর্য জ্যোতিঃ।

নিরুক্তকার যজ্ঞও অগ্নি ও সূর্যের একাঙ্গতা স্বীকার করেছেন।

যজ্ঞ সূক্ত ভজতে যস্মৈ হবির্নিকপ্যাতে অযমেব সোহগ্নিঃ।

নিপাতমেবৈতে উত্তরে জ্যোতিষী এতেন নামধেয়েন ভজতে ৫

—যে অগ্নির সূক্তে স্তুতি হয়, যে অগ্নির উদ্দেশ্যে হবি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নি পাবকারি,—অন্তবিকারি (বিদ্বাং) বা দ্যালোকারি (সূর্য) নহেন। উৎসর্গের জ্যোতির্ধব অন্তবিকারি এক দ্যালোকারি (বিদ্বাং এক সূর্য) অগ্নি নামেব ভাগী হন, নিপাত বশে অর্থাৎ উপচারিকভাবে বা অপ্রধানভাবে।<sup>৬</sup>

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল অগ্নি ও সূর্যের একাঙ্গতা সম্পর্কে লিখেছেন, “In other passages, Agni is to be identified with the Sun; for the

১ স্বযেদ—১০।৮।৬

২ অনুবাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

৩ স্বযেদ—১০।৮।৭

৪ অববাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৩।১

৬ নিরুক্ত—১।৮।৫

৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

conception of the Sun as a form of Agni is an undoubted Vedic belief. Thus Agni is the light of heaven in the bright sky, waking at dawn, the head of heaven ( 3 2. 14 ) ---He is born as the Sun rising in the morning ( 10 88 6 ). The A. V. ( 8 28. 9. 13 ) remarks that the Sun when setting into Agni and is produced for him.”<sup>১</sup>

অগ্নির বিভিন্ন নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ঋগ্বেদ বলছেন,

তং তনুনাগ্ন্যচ্যতে গৰ্ভা আহ্নয়ো নরাশংসে ভবতি যদ্বিজায়তে ।

মাতরিখা যদগ্নিমীত মাতরি বাতস্ত সর্গো অন্তবৎ সৰীমণি ॥<sup>২</sup>

— গৰ্ভস্থ অগ্নিকে তনুনাগ্নি বলে । অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হয়েন তখন তিনি আহ্নয়, যখন অন্তরীক্ষে তেজো বিকাশ করেন, তখন মাতরিখা হয়েন । অগ্নি প্রসূত হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয় ।<sup>৩</sup>

অগ্নি স্বাবর জন্মদাতক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণধরকণ । তাই তিনি সকল বস্তুবই অভ্যন্তরে বিরাজ করেন ।

গৰ্ভো যো অপাং গৰ্ভো বনান্য গৰ্ভন্ত

হ্বাতাং গৰ্ভচবথাং

অর্শো চিদ্রা অন্তর্হবোণে বিশাং ন

বিশ্বো অমৃতঃ স্বাধীঃ ॥<sup>৪</sup>

—যে অগ্নি জলেব গৰ্ভধরকণ, যিনি অগ্ন্যশ্বরও গৰ্ভ, যিনি স্বাবর এবং জন্মের গৰ্ভরূপে সর্ববস্তুর অন্তরে অবস্থিত, সেই অগ্নি গৃহে এবং পৰ্বতে হবি লাভ করেন । সেই অমৃতরূপী অকর্মণ্য অগ্নি প্রজাবৎসল রাজার মত আমাদের হিত কবে থাকেন ।

গুরুষজ্জুর্বেদ বলেন যে অগ্নি সমুদ্রমধ্যস্থ জলেব গৰ্ভধরকণ : অপাং গৰ্ভং সমুদ্রিষম্ ॥<sup>৫</sup> আচার্য মহীধরের মতে ‘অপাং গৰ্ভ’ অর্থে যেদ্ব্যস্তিত বিদ্যুৎ এবং সমুদ্রিষম্ অর্থে বাতবাগ্নি । গুরুষজ্জুর্বেদ আরও বলেছেন,

গৰ্ভো অন্ত্রোযধীন্য গৰ্ভো বনস্পতীন্যম্ ।

গৰ্ভো বিশ্বস্ত ভূতস্ত্র্যো গৰ্ভো অপামসি ॥<sup>৬</sup>

১ Vedic Mythology—page 93

২ ঋগ্বেদ—৩২১১১

৩ অনুবাদ—ব্রহ্মণ্যস্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদ—১।৭০১২

৫ গুরু যজুর্বেদ—১১।৪৬

৬ গুরু যজুর্বেদ—১২।৩০

—অগ্নি, তুমি ঔষধীর গর্ভে অবস্থিত, বনস্পতিব গর্ভে অবস্থিত, সকল জীবকুলের গর্ভে অবস্থিত, জলের গর্ভে বিরাজমান।

বিশ্বস্ত কেতুত্ববনস্ত গর্তো ॥ —সমস্ত বিশেষ কেতু (জ্ঞানরূপী), বিশ্বভুবনের গর্তরূপে অস্তরস্থিত।

শতপথব্রাহ্মণ বলেছেন যে দেবগণ সকল রূপ অগ্নিতে স্থাপন করেছেন,—  
“অয়ো হ বৈ দেবা সর্বাণি রূপাণি নিদধিরে।”<sup>১</sup>

সর্বময় অগ্নিব স্তুতি অথর্ববেদেও আছে :

যন্তে অপ্‌সু মহিমা যো বনেযু য ঔষধিযু পশুযপ্‌সুস্ত ।

অগ্নে সর্গাস্তম সংরভম তানির্গ এষি ত্রিবিণোদা অজস্রঃ ॥<sup>২</sup>

—হে অগ্নি, তোমার যে তরু জলে বর্তমান (বভ্রাব্যিকপে), যে তরু বনে (দাবানলকপে), যে তরু ঔষধি, পশু এবং অস্তবীক্ষে (মেবস্থিত বিদ্যাকপে) অবস্থিত, সেই সকল তরু একত্র কর এক তাদের দ্বারা আমাদের অজস্র ধন দান কর।

উপনিষদের সর্বভূতাস্তবাস্ত্রা ব্রহ্মেব সস্মে অগ্নির এই স্বরূপ বর্ণনায় কোন পার্থক্য নেই। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্পর্কে বলেছেন—

যো দেবোহন্নো যোহপ্‌সু যো বিশ্বঃ ভুবনমাবিবেশ ।

য ঔষধিযু যো বনস্পতিযু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥<sup>৩</sup>

—হে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্ববহুনে প্রবেশ করেছেন, যিনি ঔষধিতে—বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন, অগ্নিই সকল দেবতারূপে প্রকাশিত—“অগ্নিঃ সর্বাঃ দেবতাঃ।”<sup>৪</sup> অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল স্বহৃদে অগ্নির স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন, “In one passage of the R.V. ( 2.1.8.7 ) he is identified with about a dozen gods besides five goddesses. He assumes various divine forms and has many names. In him are comprehended all the gods.”<sup>৫</sup>

পুরাণেও অগ্নি সর্বদেবময়—সৃষ্টিস্থিতিলয়হেতু—ব্রহ্মস্বরূপ। অগ্নিব স্তুতি করতে গিয়ে পুরাণকার বলেছেন,—

আপ্যায়ান্তে স্বয়া সৰ্বে সংবৰ্ধন্তে চ পাবক ।  
 বৃত্ত এবোন্তবং যান্তি স্বযান্তে চ তথা লবম্ ॥  
 অপঃ স্বজসি দেব স্ব স্বমংসি পুনয়েব তাঃ ।  
 পচ্যমানাশ্বয়া তাম্চ প্রাপিনাং পুষ্টিকারণম্ ॥  
 দেবেষু তেজোরূপেণ কান্ত্যা সিদ্ধেদ্ববস্থিতঃ ।

\* \* \*

জলে জ্বব স্ব ভগবন্ জবকপী ভবানিলে ।  
 ব্যাধিঞ্চে ন তথৈবান্নে নভস্তায়া ব্যবস্থিতঃ ॥  
 স্বমগ্নে সৰ্বভূতানামন্তশ্চরসি পালয়ন্ ।  
 তামেকমাচ্ছঃ কবৎস্বামাহজিবিধং পুনঃ ১

—হে পাবক, তোমার দ্বারাই সবকিছু সৃষ্ট হয়, তোমার দ্বারাই বর্ধিত হয়, তোমাতেই সকলের উদ্ভব, অস্তকালে তোমাতেই লীন হব। হে দেব, তুমি জল সৃষ্টি কর, পুনরায় সেই জল তুমি পান কর, প্রাণীদের পুষ্টির জন্য তুমি সেই জল পাক কর। তুমি দেবগণের মধ্যে তেজোরূপে, সিদ্ধগণের মধ্যে কান্তিরূপে অবস্থান কর। ...হে ভগবন্, তুমি জলে জ্ববকপী, বায়ুতে বেগকপী। হে অগ্নি, ব্যাধি হেতু তুমি আকাশের আত্মরূপে অবস্থিত। হে অগ্নি, সর্বজীবকে পালন করে তুমি তাদের অন্তরে বিবাহ কর। কবিগণ তোমাকে এক বলে থাকেন, তোমাকে তিনও বলে থাকেন।

গীতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিরূপেই বিভাজিত। অর্জুন তাঁকে প্রজ্ঞালব্ধ অগ্নি-মুখ বিশিষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন, —“পশ্যামি স্বাং দীপ্তহতাশবক্তৃম্ ১”২ আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যায়ির প্রদীপ্ত তেজঃ—“দীপ্তানলার্কছাতিমপ্রমেয়ম্ ১” শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন আত্মরূপ সম্পর্কে—

অহং বৈবানরো ভূত্বা জনানাম্ দেহমাজ্জিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্ত পচাম্যন্ন চতুর্বিধম্ ১৩

—আমি অগ্নিরূপে জনগণের দেহ আশ্রয় করে প্রাণ ও অন্ন সমন্বিত চতুর্বিধ অন্ন পাক করি।

ঋগ্বেদের ঋষি অগ্নিতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েই ঘোষণা করেছেন :

বিদ্যা তে অগ্নে জ্ঞেয়া জ্ঞানি বিদ্যা তে ধাম বিভূতা পুরুষা ।

বিদ্যা তে নাম পরমং শুভা যদ্বিদ্যা তসুংসংযত আভ্যগংথে ॥<sup>১</sup>

—হে অগ্নি । আমরা তোমার তিন প্রকারের তিন মূর্তি জানি, তোমার স্থান অনেক স্থলে আছে, তাহাও জানি । তোমার অতি নিগূঢ় যে নাম, তাহাও অবগত আছি, আর যে উৎপত্তিস্থান হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহাও জানি ।<sup>২</sup>

একটি ঋকে অগ্নিকে স্পষ্টতঃই ব্রহ্মরূপে উপস্থাপিত করা হইবে :

অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমনূক্স জগ্নন্নদিতৈরুপসে ।

অগ্নির্হি নঃ প্রথমজা ঋতস্ত পূর্ব আয়ুনি বুভস্ত্র ধেমঃ ॥<sup>৩</sup>

—অগ্নি সৎও বটেন, অসৎও বটেন, তিনি পরমধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জন্মিয়াছেন । অগ্নিই আমাদের অগ্নে জন্মিয়াছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ববর্তীকালে অবস্থিত ছিলেন । তিনি বুভও বটেন, গাভীও বটেন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়কণী ।<sup>৪</sup>

আচার্য সানন ঋক্টিব ব্যাখ্যায় বলেছেন, অসৎ শব্দের অর্থ সৃষ্টির পূর্বাবস্থা ; আর সৎ শব্দের অর্থ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা । উপনিষদের ব্রহ্মও সৎ, অসৎ, স্ত্রী, পুরুষ—সর্বব্যাপী, সর্বজীবের অন্তবস্থিত আত্মা ।

উপনিষদের ঋষিও অগ্নির ব্রহ্মরূপ উপলব্ধি করেই প্রার্থনা করেছেন,

অগ্নে নম স্থপথা রাবে অশ্বান্ বিধানি দেব বনুনাং বিধান্ ।

যুযোধ্যাম্ভুজ রাধ মেনো ভূযিষ্ঠাং তে নমউজ্জি বিধেম ॥<sup>৫</sup>

—হে অগ্নি তুমি আমাদের সমস্ত কর্মই জান, আমাদের অপকারী পাপসমূহ বিধ্বস্ত কর । আমরা প্রচুর পরিমাণে (পুনঃ পুনঃ) তোমাকে নমস্কার করিতেছি ।<sup>৬</sup>

ব্রহ্মরূপ অগ্নি মহত্বের মুখে বাকুরূপে অবস্থান কবে :

অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ ॥<sup>৭</sup>

তিনিই সকল জীবের ভাবাপৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা :

স যো বুধা নবাং বোধস্তোঃ প্রবেতিবন্তি জীবপীতসর্গঃ ।

প্রথঃ সশ্রাণঃ যোনৌ ॥<sup>৮</sup>

১ ঋগ্বেদ—১০।৪৫২

২ অনুবাদ—বিশেষতঃ দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—১০।৪৭৭

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঈশোপনিষৎ—১৮

৬ অনুবাদ—হর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

৭ ঐত্তরর আরণ্যক—২।৪২

৮ ঋগ্বেদ—১।১৪৯২

—যে অগ্নি মহত্বদিগের জীব জীবাপৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি যথোযুক্ত হইয়া বর্তমান আছেন এবং তাঁহা হইতেই জীবগণ সৃষ্টির আশ্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া (সমস্ত জীবের) সৃষ্টি করেন।<sup>১</sup>

সর্বজীবের প্রাণরূপে অগ্নিই বিবাজমান :

“অন্তর্ভূতঃ জৈবসে”<sup>২</sup>—হে অগ্নি, তুমি জনগণের অন্তরে গমন কর।

“অয়মগ্নির্বৈখানবো। যোহয়মন্তঃপুরুষে যেনেদমন্তঃ পচ্যতে যদিদমন্ততে ভস্মৈশ্ব বোবো ভবতি।”<sup>৩</sup>

এই অগ্নিই বৈখানব, যিনি মহত্বের (জীবের) অন্তর্লোকে বিবাজ করেন, যার দ্বারা খাদ্য পরিপাক হয়, যা কিছু ভোজন করা হয়, সবই অগ্নি, তাঁর এই শব্দ হয়।

পুরাণগুলিতেও অগ্নির এই বিশ্বাসকল্প অস্পষ্ট নয়। কন্দপুরাণের আবৃত্ত্যখণ্ডে অগ্নি ব্রহ্মাকে বলেছিলেন :

কর্তাহমহুকর্তা স্বঃ লোকানাং স্থিতিকারণে।

কুরুষেতত্ত্বা ভাব্যং যথা পূর্বং বিনির্মিতম্।

—জগতের বন্ধা বিষয়ে আমি কর্তা, তুমি অহুকর্তা (নিমিত্তরূপী)। আমি যা পূর্বে নির্মাণ করেছি, তুমি তাই সম্পন্ন কর।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ( ২২ অঃ ) আগ্নিরশক্তি ভূতীকৃত অগ্নিতবে অগ্নির সর্বাখ্যকল্প এবং সর্বদেবমণ্ডল স্প্রেকট হয়ে উঠেছে।

স্বঃ মুখং সর্বদেবানাং স্মরাজ্ঞঃ ভগবান্ হবিঃ।

গ্রীণবত্যাখিলান্ দেবান্ তৎপ্রাণাঃ সর্বদেবতাঃ।

হতং হবিত্ত্ব্যমলস্নেহস্বম্পাগচ্ছতি।

ততশ্চ জলরূপেণ পবিশাময়ুপৈতি যৎ।

তেনাখিলৌষধীজগন্ ভবত্যানিলসারথঃ।

ওষধিভিন্নশেবাভিঃ স্বখং জীবন্তি জন্তবঃ।

\* \* \*

আপ্যায়ান্তে ত্বয়া সর্বে সংবধ্যন্তে চ পানবক।

বন্ত এবোন্তক যাস্তি ত্বয়ান্তে চ তথা লবম্।



অপঃ সৃষ্টিমি দেবঃ অঃ অমঃসি পুনর্যেব তাঃ ।  
 পচ্যমানাস্থয়া তান্ধ প্রাণিনাং পুষ্টিকারণম্ ॥  
 দেবেষু ভেদোৰূপেণ কাষ্ঠ্যাসিদ্ধেববহিতঃ ।

\* \* \*

ব্যাপ্তিধ্বেন তথৈবাগ্নে নভস্তাঙ্গা ব্যবহিতঃ ॥  
 অমগ্নে সৰ্বভূতানামস্তচয়সি পালয়ন্ ।  
 আমেকমাছঃ কবয়ত্বামাহদ্বিবিধং পুনঃ ।

\* \* \*

আয়তে হি জগৎ সৰ্বং সত্ত্বো নন্তেকুতশন ।

—তুমি সমস্ত দেবভাগ্যের মুখ । ভগবান্ তোমারই সহায় হবির্ভোজন ও অখিল দেবতার ভূষ্টি সাধন করেন, স্তভয়াং তুমিই সমস্ত দেবতার প্রাণ । তোমাতে যে হবি আহৃত হয়, তাহা পরম পবিত্রভাবে প্রাপ্ত হইয়া পরে জলরূপে পরিণত হইয়া থাকে । তাহাতে অখিল ঐশ্বর্যের জন্ম হয় । সেই ঐশ্বর্যের দ্বারাই জন্তুগণ স্বর্থে জীবন ধারণ করে ।

সকলেই অংকর্তৃক আপ্যায়িত ও সম্বদ্ধ হইয়া তোমাতেই উদ্ভূত ও তোমাতেই অস্তে লয়প্রাপ্ত হয় । হে দেব । তুমিই জলেব স্রষ্টি কর । তুমিই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাক । আবার অংকর্তৃকই পচ্যমান হইয়া তৎসমস্ত প্রাণীগণের পুষ্টির কারণ হইয়া থাকে । তুমি দেবগণে ভেদোৰূপে ও সিদ্ধগণে কাস্টিকপে অবস্থিতি করিতেছ ।

তুমি আকাশে ব্যাপিত্র এবং তুমিই সৰ্বত্র আত্মারূপে অবস্থিত আছ । হে অগ্নি । তুমিই সৰ্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিয়া তাহাদের প্রতিপালন করিতেছ । কবিগণ তোমাকে এক ও পুনর্বার ত্রিবিধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।<sup>১</sup>

অগ্নির স্বরূপ আলোচনা থেকে নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, অগ্নি কেবলমাত্র মনুষ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক অগ্নিরূপে বৈদিক ঋবিগণকর্তৃক স্বীকৃত, পুজিত এবং স্তভ হন নি, এই অগ্নি স্বাবয়বসম্পন্ন এক বিশ্বব্রহ্মের চৈতন্যস্বরূপ প্রাণশক্তিরূপেই গৃহীত হয়েছেন । তিনিই সকল শক্তির মূলধার, বিশ্বস্রষ্টির মূল কারণ । আচার্য যোগেশচন্দ্র স্বায় লিখেছেন, “অগ্নি ঋগ্বেদের এক প্রধান দেবতা ।

তিনি বিশতাবিক সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। অন্ত দেবতাগণের সহিতও তাঁহার স্তুতি আছে। এই সকল স্তুতি পড়িলে মনে হয়, তিনি কেবল কাষ্ঠাগ্নি নহেন, তিনি বিধেব অগ্নি, বিধেব শক্তি।<sup>১</sup> প্রত্নোপনিষদে স্পষ্টভাবেই অগ্নিকে প্রাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে।<sup>২</sup> মহুও অগ্নিকে আত্মা বলে স্বীকার করেছেন।<sup>৩</sup>

শ্রীঅবিন্দেব মতে অগ্নি জ্ঞানময় ঐশ্বরিক ইচ্ছার প্রতীক। “Psychologically, then, we may take Agni to be the divine will perfectly inspired by divine wisdom, and indeed one with it, which is the active or effective power of the Truth-consciousness.”<sup>৪</sup>

অবশ্য একথাও সত্য যে বিশ্বের প্রাণত্ব শক্তিকণী অগ্নির ধারণার মধ্যে গৃহে লালিত অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি প্রভৃতিও অঙ্গীভূত। প্রাকৃতিক অগ্নিই প্রাণশক্তির প্রতীক-রূপে উপাসিত। অগ্নির তিন জর বা তিনরূপের কথা বেদে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। এই তিনরূপ : যজ্ঞশালায় আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি, অথবা সূর্য, বিদ্বাং ও অগ্নি।<sup>৫</sup>

গুরু যজুর্বৈদের একটি মন্ত্রে অগ্নির তিনটি নাম পাওয়া যায় : ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতি।<sup>৬</sup> একটি উপাখ্যান অনুসারে ভুবপতি, ভুবনপতি ও ভূতপতি অগ্নির তিন ভ্রাতা।<sup>৭</sup>

বৃহদেবতার মতে (২৪ অ:) অগ্নির পাঁচটি নাম : ত্রিবিণোদা, তনুপাং, নবাংশ, পবমান ও জাতবেদা। ত্রিবিণোদা অর্থে ধনদাতা, তনুপাং অর্থে দিব্যাগ্নির পৌত্র (মধ্যম্যগ্নির পুত্র), নবাংশ অর্থে নবগণের দ্বারা স্তুত, পাবক অর্থে বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়ক, এক জাতবেদা অর্থে যিনি জন্মমাত্রই বিশ্বভূবন সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। পরিকার বোঝা যায়, এইগুলি অগ্নির বিশেষণ।

Alain Danielou অগ্নিকে দশটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই দশবিধ অগ্নি একই অগ্নির দশটি রূপ।

১। কাষ্ঠাগ্নি, ২। ইন্দ্র বা বায়ু-যজ্ঞাগ্নির কর্তা—দাবানলের উৎস,  
৩। সূর্য বা ছালোকের অগ্নি, ৪। জঠরাগ্নি—জীবনধারণের উৎস;  
৫। ধ্বংসাত্মক অগ্নি বা বাডবাল।

১ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃ: ১৩১

২ প্রব—১১৫

৩ মহুসংহিতা—১২।১২৩

৪ On the Veda—page 76

৫ অথৈব—১৯৫৩, ৪১৭, গুরু যজুর্বৈব—১২৮ অকৃতি স্তব শ্রষ্টব্য।

৬ গুরু যজুর্বৈব—২২

৭ হুর্গাদান লাহিড়ীকৃত বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃ: ৮৪ ক্র:

যজ্ঞাগ্নিও পাঁচ প্রকার : ১। ব্রহ্মা অগ্নি, ২। প্রাজাপত্য অগ্নি ;  
৩। গার্হপত্য অগ্নি, ৪। দক্ষিণাগ্নি, এবং ৫। জব্যাদ অগ্নি ( চিত্তাগ্নি )।<sup>১</sup>

ডঃ দ্বিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, এক অগ্নির দ্বিবিধ সৃষ্টির  
কল্পনাতেই পরবর্তীকালে বহু দেবতার মূলে এবেশ্বরের চিন্তা সম্ভব হয়েছে।  
“And gradually this gave rise to the idea of one God behind  
all these different gods”<sup>২</sup>

প্রাথমিক অগ্নি সর্বাত্মে জন্মেছেন বলেই ত তাঁর নাম অগ্নি। অগ্নি শব্দের  
অর্থ প্রদে দে সাগনাচার্য বাজেনগৌর মত উল্লেখ করে বলেছেন, “স বা এবেশ্বরে  
দেবানামজায়ত তস্মাদগ্নিনির্মিতি।” বৃহদেবতা বলেছেন,

জাতো যদগ্রে ভূতানামগ্নীক্ষ্ময়ে চ যং।

নারা নময়তে বাসং স্বতোহগ্নিরিতি স্মৃতিভিঃ ॥<sup>৩</sup>

—যেহেতু জীবগণের মধ্যে জাত হয়েছেন, যজ্ঞেও যেহেতু অগ্রে অবস্থান  
করেন, স্বীয় অঙ্গ বা শরীর নিয়ে আসেন বার্ষদাহ যজ্ঞাদি পাক করতে, এই জন্তই  
জ্ঞানিগণ তাঁকে অগ্নিনামে স্তব করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন, “তস্মাদগ্নমেতদগ্রে  
দেবানামজয়ত তস্মাদগ্নিরগ্নির্ই বৈ নামেতৎ।”<sup>৪</sup> পারদ্বর গৃহ্যসূত্রে অগ্নিকে প্রথম  
দেবতারূপে উল্লেখ করেছেন, “অগ্নির্দৈত্ব ঔথমো দেবানাং।”<sup>৫</sup> অগ্নি জীবদমনুহেরও  
অধিপতি : “অগ্নির্ভূতানামধিপতিঃ সয়াবতু।”

নিরুক্তকার বলেছেন যে এক মহানু শাস্ত্রাক্রমে অগ্নিই মিত্র, বরুণ, বৃহৎ, ঈশ্র  
ইত্যাদিরূপে প্ৰবিগণকর্তৃক স্তব হয়েছেন। “ইবমেবাগ্নিঃ মহাস্তমাত্মানমেবনাহ্মান  
বহুধা মেধাবিনোবদন্তীজ্ঞঃ মিত্রঃ বরুণঃ অগ্নিঃ দিবঃ চ গুরুস্বস্তনু।”<sup>৬</sup>

সাংখ্যায়নব্রাহ্মণ মতে অগ্নিই ব্রহ্ম—“ব্রহ্ম বা অগ্নিঃ।”<sup>৭</sup>

যিনি আদি দেব, যিনি জন্মস্রাজেই বিশ্বব্রহ্মণ পরিজ্ঞাত, যিনি সর্বভূতের  
এক বিখ-প্রকৃতির/অন্তরঙ্গিত, সেই অগ্নিই বৈদিক ঋবিদের একম চিন্তার  
মূলভূত কারণ—এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। উপনিষদের আত্মা বা ব্রহ্মও

১ Hindu Polythesim—page, 19

২ Vedic Selections, vol I, C U—page 4

৩ বৃহদেবতা—২।৩ঃ

৪ শতপথব্রাহ্মণ—২।৮।২

৫ পারদ্বর গৃহ্যসূত্র—৫।১১

৬ পারদ্বর গৃহ্যসূত্র—৫।১০

৭ নিরুক্ত—৭।১৮

৮ সাংখ্যায়নব্রাহ্মণ—১ অঃ

সর্বাগ্রে জ্ঞানগ্রহণ করেছিলেন। “ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ।”<sup>১</sup> —এই ব্রহ্মই সৃষ্টির অগ্রে বর্তমান ছিলেন। “আত্মাবেদমগ্র আসীৎ।”<sup>২</sup> এই আত্মাই অগ্রে ছিলেন।

মহাতারতকার অগ্নিকেই ব্রহ্ম বলে স্বীকার করেছেন, “অগ্নির্হি যজ্ঞানাংহোতা কর্তা স চায়িব্রহ্ম।”<sup>৩</sup>

অগ্নি একটি ভবে পূর্ববসিত হলেও প্রত্যক্ষগোচর প্রাকৃতিক অগ্নির একটি রূপ আছে। সেই রূপ বিখ্যাত অগ্নির প্রতীক। সেই রূপ অহুসারে বেদে এবং পুরাণে দেবতা হিসাবে অগ্নির আকৃতিগত বর্ণনা কিছু কিছু পাওয়া যায়। বৈদিক যজ্ঞের মধ্য দিবেই দেবতার একপ্রকার আকাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দেবতার আকৃতি-বিষয়ে সাধারণভাবে ঐক্য থাকলেও গুণকর্ম অহুসারে কিছুটা পার্থক্যও বিদ্যমান। অগ্নিদেবেরও একটি বিশেষ আকার বর্ণনা করা যায়। অগ্নির বর্ণ খেত (শুক্লবর্ণ অথবা শুচিবর্ণ)।

অগ্নে শুক্রেণ শোচিবা বিশ্বাভির্দেবহুতিভিঃ

ইমং ভোমং ভূষষ নঃ ॥<sup>৪</sup>

—হে অগ্নি, তোমার শুক্লবর্ণ দীপ্তিধারা সর্বদেবতার আহ্বানোপযোগী ভোক্ত্রের দ্বারা যুক্ত হয়ে আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর।

বজ্রোণেব বাসবা মম্বনা শুচিঃ জ্যোতীষখং

শুক্লবর্ণং তমোহনম্ ॥<sup>৫</sup>

—পবিত্র জ্যোতির্বিশিষ্ট শুক্লবর্ণ তমোনাশী অগ্নির বাসস্থানকে (যজ্ঞস্থান) বজ্রের দ্বারা কুহুমাবৃত কর।

হিরণ্যদণ্ডঃ শুচিবর্ণমারাতঃ স্বেজাদপশ্চমামুবা মিয়ানম্ ॥<sup>৬</sup>

—আমি স্ববর্ণবর্ণ দন্তবিশিষ্ট শুক্লবর্ণ আয়ুধভূলা (জালা) নির্মাণকারী অগ্নিকে স্থান থেকে দেখেছি।

অগ্নি চিত্রভান্ন অর্থাৎ উজ্জ্বলজ্যোতির্বিশিষ্ট ॥<sup>৭</sup>

অগ্নির দন্ত হিরণ্যবর্ণ; বিচিত্রদীপ্তিসম্পন্ন অগ্নির কেশ হরিদ্বর্ণ অথবা শুক্লবর্ণ = “চিত্রাভিস্তমুতিভিস্চিত্রশোচিঃ ॥”<sup>৮</sup>

১ ঐত্তরের উপনিষৎ—১।২

২ কুহুমারশ্যক—১।৪।১৭

৩ শান্তিপর্ব—৩৪২।১২

৪ কথোদ—১।১২।১২

৫ কথোদ—১।১৪।১১

৬ কথোদ—৫।২।৩

৭ কথোদ—১।২৭।১৬

৮ কথোদ—১।১৬।৩

“চিজ্যাম হরিকেশরীমহে”<sup>১</sup> — বিচিগ্রগতি পিঙ্গলবর্ণকেশযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি।

প্রথম মণ্ডলের ৪৫।৬ স্তোত্রে অগ্নি শোচিক্বেশ অর্থাৎ দীপ্তিময় কেশ যুক্ত। গুরু যজুর্বেদেও অগ্নি হরিষর্ষকেশবিশিষ্ট—হরিষর্ষ ঋগ্বেদবিশিষ্ট—“অয়ং পুরো হরিষর্ষক হরিকেশঃ।”<sup>২</sup> তিনি তপুর্জস্ত অর্থাৎ শিখাকণ অস্ত্রধারী অথবা শিখাকণ মুখ বিশিষ্ট।<sup>৩</sup> তিনি স্তবর্ণঋগ্বেদবিশিষ্ট, উজ্জ্বল দন্তধারী, মহান্ এবং অপ্ৰতিহত বলসম্পন্ন—“হরিষর্ষকঃ শুচিহৃদমূত্ৰনিভূটতাবিষিঃ।” আর একস্থানে তিনি অযোদ্যন্ত অর্থাৎ লোহমদৃশ (লোহময়) দন্তযুক্ত এবং জিহ্বা দ্বারা দ্বাক্ষস আক্রমণকারী।<sup>৪</sup> তিনি শিখাকণী মস্তকবিশিষ্ট (তপুমুখী)। তাঁর তিনটি মস্তক, সূর্যের মত লাটটি রশ্মি :

ত্রিমূর্খানং সপ্তরশ্মিং গৃণীষেহনুনময়িং পিজ্যোরুগমহে।<sup>৫</sup>

—পিতামাতাব (দ্বাবাপৃথিবীর) কোডস্থিত, মস্তকত্রয়যুক্ত, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট ও বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তুত কর।<sup>৬</sup>

অগ্নির তিনপ্রকার শরীর তিনটি জিহ্বা :

অগ্নে ত্রী তে বাজিনা ত্রী সথস্বা তিস্রস্তে জিহ্বা ঋতজাতপূর্বাঃ।

তিস্র উতে ভবো দেবজাতান্তাভিনঃ পাহি গিরো অগ্রায়ুচ্ছন।<sup>৭</sup>

—হে অগ্নি, তোমার অন্ন তিন প্রকাব, তোমার স্থান তিন প্রকার। হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি। তোমার (দেবভাগ্যের উদ্ভব পূরক) তিনটি জিহ্বা আছে। তোমার তিন প্রকাব শরীর দেবগণের অভিলষিত। তুমি প্রমাদরহিত হইয়া সেই তিন শরীর দ্বারা আমাদের স্তুতি গান কর।<sup>৮</sup>

অগ্নিব সপ্তজিহ্বায় উল্লেখ নানা স্থানে আছে, “দ্বিবচ্চিদগ্নে মহিনা পৃথিব্যা বচান্তাং তে বহবঃ সপ্তজিহ্বা।”<sup>৯</sup> —তুমি মহিমা দ্বারা অন্তরীক ও পৃথিবী হইতে প্রকৃষ্টতর হও। তোমার অংশভূত সপ্তজিহ্বা বিশিষ্ট বহিস্কল পূজিত হউক।<sup>১০</sup>

“সপ্ত তে অগ্নে সর্মিধঃ সপ্ত জিহ্বাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্তবাম প্রিযাণি।”<sup>১১</sup>—হে অগ্নি, তোমার সাতটি জিহ্বা, সাতজন ঋষি, সাতটি প্রিয়স্থান। মহাত্ম্যরতেও অগ্নির সপ্তজিহ্বার উল্লেখ আছে :

১ ঋগ্বেদ—৩২।১৩

২ ঐ ৫।৭।৭

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদ—৩।৬।২

৫ সূক্ত যজু—১৫।১৫

৬ ঋগ্বেদ—১০।৮।৭২

৭ ঐ ৩২।০২

৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৯ ঋগ্বেদ—১।৫।১৫

১০ ঐ ১।১৪৩।১

১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত।

১২ সূক্ত যজু—১৭।৭২

“সপ্তজিহ্বানানাঃ জ্বো লেলিহানো বিসর্পতি।”<sup>১</sup> —সপ্তজিহ্বা ও সপ্তমুখ  
বিশিষ্ট জ্বলন্ত লেলিহান অগ্নি অগ্রসর হচ্ছেন।

অগ্নির চারিটি চক্ষু :

জন্মে যজ্ঞাবে পাবুৎতরোহনিবংগায় চতুরক্ষ ইধ্যসে।<sup>২</sup> —হে অগ্নি। তুমি  
যজ্ঞমানের পালক, যজ্ঞ বাধাশূন্য কবিবার জন্ত সমীপে থাকিয়া চতুরক্ষরূপে  
দীপ্যমান রহিয়াছ।<sup>৩</sup>

কখনও আবার অগ্নি সহস্রাক্ষ :

সহস্রাক্ষো বিচর্ষণিরয়ী বক্ষাংসি সেধতি।<sup>৪</sup>

—সকল বিধেব ব্রহ্মী সহস্রাক্ষ অগ্নি বাক্সদের বিতাড়িত করছেন।

অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধ্বজং তে প্রাণী সহস্রব্যানশ্চ।<sup>৫</sup>

—হে সহস্রাক্ষ অগ্নি, তোমার শতসংখ্যক মূর্ধা, শতসংখ্যক প্রাণ, সহস্র ব্যান।  
একটি মন্ত্রে অগ্নি সহস্রশৃঙ্গবিশিষ্ট।

অগ্নিব সহস্র শৃঙ্গ বা সহস্র চক্ষু যে অসংখ্য শিখার প্রতিকরণ তাতে সন্দেহ  
নেই। সহস্রাক্ষ শব্দের ব্যাখ্যায় সাযনাচার্য ‘অসংখ্য শিখা বিশিষ্ট’ অর্থ করেছেন,—  
“সহস্রাক্ষেহসংখ্যাতজ্জালঃ।” একটি শ্লোকে অগ্নি ধর্ম্মধারী—“জ্ঞানো হস্তাঙ্গি।”<sup>৬</sup>

অগ্নির যে বিবরণ বৈদিক গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়, সেই অল্পসংখ্যক তাঁর একটি  
পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণ করা সম্ভব মনে হয় না, তবে হিব্র্যাকেশ, হিব্র্যাক্সধারী,  
স্বর্ণদণ্ড, ধর্ম্মধারী, জিমূর্ধা বা সপ্তমূর্ধা, জিজিহ্বা বা সপ্তজিহ্বা, চতুরাক্ষ বা সহস্রাক্ষ  
একটি আকৃতি কল্পনা করা হবত অসম্ভব নাও হতে পারে। এই মূর্তি কল্পনার  
প্রাকৃতিক অগ্নির আকারই প্রতিভাত হবে ওঠে। Sir Charles Elliot অগ্নির  
মূর্তিকল্পনা প্রসঙ্গে যথার্থই লিখেছেন, “He is not a god of fire like  
Vulcan, but the Fire itself regarded as divine. The descriptions  
of his appearance are not really anthropomorphic, but  
metaphorical imagery depicting shining streaming flames.”<sup>৭</sup>

তবে এ কথাও যথার্থ যে ভারতীয় অগ্নি উপাসনা অভ্যুপাসনা নয়। অগ্নিকে  
সর্বময় চিত্রশক্তিরূপে ভারতীয় ঋষি পূজার অর্থা নিবেদন করেছেন। কিন্তু  
পূজাধিকার তত্ত্বাক্ষেপে অগ্নিকে একটি বিশিষ্ট আকারে আবদ্ধ না করে পাবেন নি।

১ মহাঃ আদিপর্ব—২৩১।৫

২ ঋগ্বেদ—১।৩১।১৩

৩ অনুবাহ—ব্রহ্মসংহতা দত্ত

৪ ঋগ্বেদ—

৫ তন্ত্র বজ্র—১।৭।১

৬ ঋগ্বেদ—৪।৪।১

অজ্ঞান দেবতার মত তিনি সর্বময় সর্বব্যাপী হয়েও বিশেষ আকারে নীয়াবদ্ধ।  
পূর্য্যে, তন্ম্বে, মূর্তিশিল্পশাস্ত্রে অগ্নির বিশেষ বিব্রহের বিবরণ আছে। প্রাচীন মূর্ত্য  
ভাস্কর্যে অগ্নিমূর্তি দুর্লভ নয়। বিবৃথকৌন্তরে অগ্নির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

রক্তং জটায়বং বহিঃ কুৰ্বাদ্ বৈ ধুম্রবাসিনম্ ।  
 জালামালাকুলং সৌম্যং ত্রিনেত্রং শাশ্বদাশ্রয়িনম্ ॥  
 চতুর্বাহুঃ চতুর্দণ্ডঃ দেবেশঃ বাতসায়যিঃ ।  
 চতুর্ভিঃ চ শুভৈর্ভুজৈঃ ধুমচিহ্নরথৈঃ হিতম্ ॥  
 বাসোৎসঙ্গগতা বাহা শঙ্কস্যেব শচী ভবেৎ ।  
 রত্নপাণ্ডকরা দেবী বহুৈর্লক্ষিণ্ণহস্তয়োঃ ॥  
 জালাত্রিশূলো বর্ভব্যৌ চাক্ষমালা ভু বাসকে ।  
 রক্তং হি তেজসো কপং রক্তবর্ণং ততঃ শ্রুতম্ ॥

—রক্তবর্ণ, জটাধারী, শিখার মালায় ভূষিত, সৌম্য, ত্রিনেত্র, শ্মশ্রুধারী, চতুর্ভুজ, চারিদিকবিশিষ্ট, বস্ত্রবর্ণবসন পরিহিত, বায়ু সারথিশোভিত ধুমচিহ্নাঙ্কিত চারিটি গুরুপঙ্কীশোভিত রথে আরুঢ় অগ্নি মূর্তি নির্মাণ করবে। ইজের শতীর মত তাঁর বামে রত্নপাজহস্তা স্বাহা থাকবেন। তাঁর দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অগ্নিশিখা ও ত্রিশূল এবং বামহস্তে অক্ষমালা থাকবে। ভেজের বক্স রক্তবর্ণ হওয়ার, তাঁরও গাত্র রক্তবর্ণ হবে।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ লিখেছেন যে বাগ্‌নুও, হিগ্‌নুও, ধননুও, ও বধনুও—এই চারটি নুওয়ের জ্যোতক অগ্নির চারটি নুও। চারি শুক চারি বেদের জ্যোতক।<sup>১</sup> বিশ্বকর্মাশিল্পশাস্ত্রে অগ্নি মেবান্ধ। হোমোদ্রিবার্ণিত অগ্নির বর্ণনায় অগ্নির বাম উরুর উপরে আসীনা তাঁর পত্নী সান্বিতী। প্রপঞ্চসারভঙ্গে অগ্নির বর্ণনা :

তিনযনমরণাস্থবন্ধমালিঃ হৃদক্লান্তবন্ধমগনেকাকল্পমস্তোজনাংহম্ । নয়ত  
কনকমালানাংস্বভাংসং কুশাহম্ ।<sup>১</sup> — তিনযন, অকর্ণবর্ণ, জটাবন্ধমস্তক, স্তম্ভবনন,  
রক্তপদ্মানাগাসীন, অক্ষবিলম্বিত স্বর্ণহারি কুশাহকে নমস্কার কর ।

### সৌরপুৰাণে অগ্নির বৰ্ণনা :

पिद्मल श्रृङ्गकेशाक्षः पौनाश्र अष्टयोरक्षणः ।

छागहः सागहजोहयिः सधार्चि शक्तिधारकः ॥

१ भा ति—१४७६ २ महा: नि: छ—१२१ ३ पञ्चम—४७७ ४ अंग—१७२५



দীপ্তং সূৰ্যবর্ণপূৰ্ণবচস্রাশনে দ্বিতম্ ॥  
 বালার্বসদৃশং ভস্মা বদনকপি দর্শয়েৎ ।  
 যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকর্চধরং তথা ॥  
 কমণ্ডলুং বামকরে দক্ষিণেতদক্ষরজ্জকম্ ।  
 জ্ঞানাবিতানসংযুক্তমজবাহনমুজ্জলম্ ॥<sup>১</sup>

—দীপ্ত সূৰ্যবর্ণতুল্যদেহধারী, অর্ঘচস্রাশনে অবস্থিত, প্রভাতসূর্যতুল্য তাঁর মুখটিও  
 নির্মাণ করতে হবে। যজ্ঞোপবীতধারী, দীর্ঘকেশধারী, বামকরে কমণ্ডলু,  
 দক্ষিণহস্তে জপমালা, শিখাসমূহসংযুক্ত, উজ্জল ও শ্রেষ্ঠ অজবাহন (অগ্নিপ্রতিমা  
 নির্মাণ করবে)।

বিভিন্ন উল্লেখ আছে অগ্নির আরও কয়েকটি ধ্যানবস্ত্র পাওয়া যায়। এই যন্ত্রগুলিতে  
 অগ্নির যে রূপ প্রকটিত, তা প্রায়ই অগ্নি বা যজ্ঞাগ্নির কথাই স্মরণ করায়। যন্ত্রপাশে  
 সমাসীন স্তম্ভ বা যন্ত্রবর্ণ, চুই, তিন, চার বা পাঁচ মুখ বিশিষ্ট, নৃত্যকে জটা, শরীরে  
 উজ্জল দীপ্তি জ্বলন, সপ্তজিহ্বা ছাগ, অথবা মেঘবাহন অগ্নির মূর্তি বিভিন্ন সন্যে  
 প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির বিভিন্ন অবস্থা অথবা ত্র্যলোকবিহিত সূর্য্যগ্নিকেই স্মরণ করায়।  
 ঋক্, ঋক্ প্রভৃতি যন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ; নৃত্যক, জিহ্বা, জটা, নয়ন প্রভৃতি  
 অগ্নিশিখারই চোতাক, ছাগ ও মেঘ যন্ত্রে অপরিহার্য। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে  
 (৩।৮।২৩) অগ্নির উদ্দেশ্যে ছাগবলির উল্লেখ আছে। গোতিলকৃত গৃহ্যসূত্রে অগ্নি-  
 যন্ত্রের দক্ষিণা হিসাবে ছাগ ও সূর্য্যগ্নির সপ্ত মূর্তি উল্লেখ করে দক্ষিণা হিসাবে  
 মেঘদানের ব্যবস্থা আছে—“আগ্নেবেহম্ ঐন্দ্রে মেঘো।”<sup>২</sup> প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে  
 সূর্য্যেরই নামান্তর বা রূপান্তর পূবা ও ছাগবাহন। নগ্নসাম্বর্তী সূর্য বা বর্ষচক্রে  
 পরিক্রমণরত সূর্য বেদে একপাদ মজ বা ছাগ নামে অভিহিত। মহাত্ম্যরতে  
 অগ্নিদেবের যে বিবরণ আছে তাও পূর্বেক বর্ণনার অনুরূপ।

E. W. Hopkins মহাত্ম্যরত-বর্ণিত অগ্নি সম্পর্কে লিখেছেন, “Agni (ignis)  
 as Anala, son of Anila, the wind god, described as having seven  
 red tongues (also seven red steeds), seven faces, a huge mouth,  
 red neck, twany eyes (honey coloured) bright gleaming hair  
 and golden steed, the first dispeller of darkness, created by  
 Brahman.”<sup>৩</sup>

যুগের পরিবর্তনে এবং বৌদ্ধ প্রভাবে যাগযজ্ঞের জটিল ত্রিষাপদ্ধতি ক্রমশঃ অপ্ৰচলিত হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকালে পৌরাণিকযুগে প্রধানতঃ গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকালে বিভিন্ন দেবতার মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন হয়। এই সময়েই সম্ভবত অগ্নিও মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়। ছাগবাহন ও মেঘবাহন শ্রমশ্রমভিত্তি অগ্নির প্রস্তর মূর্তি নানাস্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু আবও পূর্বে খৃষ্টপূর্ব প্রথম এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অগ্নির মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল বলে মনে হয়। উৎসবশীল মিত্ররাজাদের অগ্রতম অগ্নিমিত্র এবং ভাস্কর্যের তাম্রমূর্তি যেনিৎ দেবী দেবির উপরে দণ্ডায়মান অগ্নির মূর্তি অঙ্কিত আছে। অগ্নিব মস্তকে পাঁচটি কিরণ অঙ্কিত ; এই পাঁচটি কিরণ অগ্নির পঞ্চশিখা।<sup>১</sup>

বৌদ্ধ মহাযানের অন্তর্ভুক্ত বজ্রযান সম্প্রদায়েও উপাশ্র দেবদেবীদের মধ্যে বহু হিন্দু দেবতাও প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন। এই সকল দেবতার মধ্যে অগ্নিও আছেন। অষ্টমিকপালের অন্তর্গত অগ্নি বৌদ্ধদেবতাদের পংক্তিতে স্থান করে নিয়েছেন। বৌদ্ধদেবতা অগ্নি সম্পর্কে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “অগ্নিকোণেব অধিপতি অগ্নিদেব বক্তবর্ণ, একমুখ, ত্রিভুজ এবং ছাগবাহন। দুইটি হাতে ঘন্টাপাতি, স্রব ও কমণ্ডলু ধারণ করেন। ইহাব লাল রং অমিতাভের জ্যোতক।”<sup>২</sup>

হিন্দু ধর্মচর্চা থেকে যাগযজ্ঞ কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নি। গুপ্ত রাজাদের যুগ থেকেই প্রমাণ পাই যে সে যুগে মূর্তিপূজার সঙ্গে যাগযজ্ঞেরও অহুর্ভাণ হোত। পরবর্তী কালে, এমন কি আধুনিক কালেও উপনয়ন, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কর্মের অঙ্গ হিসাবে এবং মূর্তিপূজার অঙ্গ হিসাবে হোমের বা যজ্ঞের প্রচলন আছে। বৈদিক যজ্ঞের সংক্ষিপ্ত প্রকরণ হিসেবে হোম-যজ্ঞ আজও অহুর্ভাণিত হয়। আধুনিক কালে মূর্তি গড়ে অগ্নিপূজার প্রচলন দেখা যায় না। অগ্নিও ব্রহ্মাব অভিন্নতা স্বীকৃত হওয়ায় অগ্নির অপর মূর্তি হিসাবে ব্রহ্মা পূজা কোথাও কোথাও প্রচলিত আছে। অগ্নিতে আহুতি দেবার মন্ত্র স্বাহা। যজ্ঞারির সঙ্গে স্বাহা মন্ত্র অবিলোভ। তাই স্বাহা হলেন অগ্নিব পত্নী। ঋগ্বেদেই অগ্নিব নাম স্বাহাপতি।<sup>৩</sup> মহাত্ম্যতে দক্ষকন্যা স্বাহা ছয় ঋষিপত্নীর বেশে ছয়বার কামার্ত অগ্নিব সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এক অগ্নির তেজে ষড়াননেব জন্ম দিয়েছিলেন।<sup>৪</sup>

১ Ancient Indian Numismatics—S K Chakravarti, page 206

২ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৪

৩ ঋগ্বেদ—৮।৩৩।৫

৪ মহাঃ বনপর্ব—২.৪ অঃ

অগ্নি-উপাসনা পৃথিবীর আদির কাল থেকেই বহু দেশে বহু জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, — এখনও আছে। বৈদিক আর্যদের প্রধান এবং প্রধানতম দেবতা অগ্নি। আর্যদের প্রধান যাগ নৌর যাগ। আবিস্তার যজ্ঞকে ‘হওম’ (Haoma) বলা হয়েছে। যজ্ঞকে ভারতীয় ভাষাতেও হোম বলা হয়। “The fire in the Avesta is the centre of a strong and developed ritual: the fire-priests Athravans are clearly the same in origin as the vedic Atharvans”<sup>১</sup>

“The chief features of the fire cult and of Soma or Haoma sacrifice appear in both (Veda & Avesta). The sacrifice is called Yasna in the Avesta, the Hotr priest is Zoatar. Atharvan is Athravan, Mitra is Mithra.”<sup>২</sup>

“ইরানীরা অগ্নি দেবতাকে আতরু বলে। অগ্নিদেবের এই নামটি বহু প্রাচীন। কিন্তু ভারতীয় আর্যরা এই নামটি প্রায় হুগ্লিরা গিয়াছে। তবে এই নামটি হইতে ‘অগর্বন’ বলিরা যে শব্দ নিস্পন্ন হইয়াছে, বেদে তাহা স্থান পাইয়াছে; উহার অর্থ অগ্নি-পূরোহিত।”<sup>৩</sup>

“ইউরোপে গ্রীকদিগের মধ্যে Vulcan, Haphaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। প্রাচীন ফ্রিশিয়া, কশ ও লিথুনিয়ান জাতি অগ্নির পূজা করত। এখনও ইউরোপে অগ্নিপূজার ছিঁটে বোঁটা আছে। প্রাচীন ইন্দো-ইরানীয়েরও অগ্নিপূজা একটি প্রধান মঙ্গল ছিল। ইন্দো-ইরানীয় দেবতা ও পূর্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত।

“সেক্সনিকোবালীরাও অগ্নি-পূজক ছিল, তাহাদের নাম ছিল Xihbenctli; বাইবেলে (Old Testament) দেখা যায়, ইহুদীজাতির মধ্যে অগ্নির নিকট নতুন-নতুন উৎসর্গ করার প্রথা ছিল।”<sup>৪</sup>

অধ্যাপক ন্যাক্সডানেল লিখেছেন, “Though Agni is an Indo-European word (Lat Ignis, Slavonic Ogn), the worship of fire under this name is purely Indian. In the Indo-Iranian period the sacrificial fire is already found as the centre of a developed ritual, tended by a priestly class probably called Atharvan....

১ Religion and philosophy of the Veda—Keith, page 161

২ Hinduism & Buddhism, vol I—Sir Charles Eliot, page 63

৩ ভারত নবভারত উৎসাহ—অনুসরণে বিভাট্ট, পৃ: ৮৭

৪ এ পৃ: ৮৮

The sacrificial fire seems to have been an Indo-European institution also, since the Italians and Greeks, as well as the Iranians and Indians had the custom of offering gifts to the gods of fire."<sup>১</sup>

ভারতে যেমন অগ্নিদেব বহুরূপে উপাসিত, অত্যাচ্ছ দেশেও তেমনি অগ্নি বহুরূপে উপাসিত হইয়েছেন। ঋগ্বেদে অগ্নিকে 'স্বা' বলা হইয়াছে।<sup>২</sup> কোন কোন স্থলে তিনি যবিষ্ঠ। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে গ্রীক দেবতা Hephaistos যবিষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। এ ছাড়াও গ্রীকদেবতা Prometheus ও Phoroneus বৈদিক অগ্নিদেবের বিশেষণ প্রমথ ও ভরগ্ন্য শব্দ থেকে আগত এবং Vulcan অগ্নির মূর্ত্যন্তর উচ্চা শব্দেরই রূপান্তর। "গ্রীকদিগের বিশ্বকর্মা' নাম Hephaistos (Vulcan in Latin) এবং পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, এই Hephaistos নাম 'যবিষ্ঠ' নামের রূপান্তর মাত্র। দুইটি কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মর্দন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইজন্য প্রমথ নাম দেওয়া যাবে। গ্রীকদিগের ধর্মে যে দেব মস্তুরের হিতার্থে স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনিবাছিলেন, পণ্ডিতদিগের মতে সেই Prometheus দেবের নাম প্রমথের রূপান্তর মাত্র। অগ্নির আর একটি নাম ভরগ্ন্য। পণ্ডিতেরা বলেন, তাহারই রূপান্তর গ্রীকদিগের অগ্নিদাতা ও সদাচার নিবস্তা 'Phoroneus' এবং পণ্ডিতগণ আবও বিবেচনা করেন রোমকদিগের Vulcan 'উচ্চা'-র রূপান্তর মাত্র। এবং 'অগ্নি'-র অগ্নি নাম হইতে লাতিনদিগের Ignis এবং স্লাভদিগের Ognি উৎপন্ন।"<sup>৩</sup>

"Thus with the exception of Agni, all the names of the fire and the fire god were carried away by the western Aryans, and we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanya, and the Latin vulcanus the Sanskrit ulka."<sup>৪</sup>

অগ্নি উপাসনা ভারতবর্ষ থেকেই এশিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হইয়াছে, এরূপ অনুমানের যথেষ্ট হেতু আছে। ঋগ্বেদে যুগে 'পনি' নামক বসিক শ্রেণী বাগিছোর উদ্দেশ্যে নানাদেশে যাত্রাবাস করতেন। সেই যাত্রা সাংস্কৃতিক

১ Vedic mythology—page 99

২ ঋগ্বেদ—১।১২।৬

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—অংশচন্দ্র দত্ত, ১।১২।৬ ককের টীকা

৪ Muir's Sanskrit Texts—vol v, page 199

লেনদেন স্বাভাবিক। মোহেন-জো-দারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যজ্ঞশালায় যত্নিত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। স্ফুটন ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেও ভারতে অগ্নি উপাসনা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের যুগ আরও পূর্বে বলে অনুমানের যথেষ্ট হেতু আছে। আনুমানিক ৫০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ ঋগ্বেদের সময় বলে দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। আরও পূর্বকাল থেকে অগ্নি আর্চনযাজ্ঞে উপাসিত হয়েছেন।

ভারতের অগ্নিপূজা কোন প্রাকৃতিক বস্তু হিনাবে নয়, কোন এক বিশেষ দেবতা হিসাবেও নয়, এদেশে অগ্নি সকল দেবতার অবয়বরূপে — সকল দেবতার উৎসরূপে, চরাচরের প্রাণশক্তিরূপে স্বীকৃত ও পূজিত হচ্ছেন সহস্র সহস্র বৎসর ধরে।

## সূর্য

স্বয়ংদেব অচ্যুতম প্রধান দেবতা সূর্য। গুণ-কৰ্ণ-ববহাভেদে এক সূর্যই সবিতা, আদিত্য, বরুণ, বিষ্ণু, পূৰ্বা, অৰ্ঘমা, মাতরিবা, ভগ, মিত্র, স্বষ্টী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়েছেন। তেজ বা প্রাণশক্তিরূপে সূর্য নমস্ত বিশ্ব চরাচরের আত্মা রূপে স্বয়ং স্তব হইয়েছেন :

চিত্রং স্বেদানামুদগালনীয় চতুর্দিক্ত বরুণতায়োঃ ।

আত্মা জাবাপৃথিবী চানুদিক্ত সূর্য আত্মা জগতস্তদ্ব্যবচ ১<sup>১</sup>

—বিচিত্র তেজঃপুঞ্জরূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চতুঃ স্বরূপ (সূর্য) উদয় হইয়াছেন ; জাবা, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিয়ৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সূর্য জগৎ ও স্বাবয়ব সকলের আত্মাস্বরূপ ১<sup>২</sup>

সূর্য কেবল স্বাবয়ব-জগতের আত্মা নন, তিনি মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চতুঃস্বরূপ। সাধনাচার্যের মতে এখানে চতুঃ অর্থে স্বাবয়ব জগৎমাত্মক বিশ্বচরাচরের প্রকাশক তেজ উপন্যসিত হইবে।

কৃষ্যজুর্বেদ্যেও বলেছেন যে আদিত্যই বিশ্বের প্রাণস্বরূপ, আদিত্য থেকেই প্রাণের সৃষ্টি—অর্সো বা আদিত্যঃ প্রাণঃ প্রাণমর্বেদনাংসৃজতি ১<sup>৩</sup>

গুরু যজুর্বেদেও সূর্য—মিত্র ও বরুণের চতুঃ

নমো মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্সে মহোদেবায় তদুত নপৰ্বত ।

দূরে দূশে দেবজাতায় কেতবে দিবসপুত্রায় সূর্য্যেব স্যসত ১<sup>৪</sup>

—মিত্র ও বরুণের চতুঃস্বরূপ সূর্যকে নমস্কার। মহান্ দেব সূর্যের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অর্ঘ্যদান কর। দূরে দূরমান প্রাণরূপী মহাতেজঃস্বরূপ প্রজারূপী স্যলোকের পুত্র সূর্যের উদ্দেশ্যে স্তব কর।

আচার্য মহীষর ভাষ্যে লিখেছেন, “মিত্রস্ত বরুণস্ত চক্সে সর্বজগতো ব্রহ্মে ; মিত্রাবরুণ শব্দে ন সর্বং জগজ্জ্যোতে ।”—মিত্রাবরুণ শব্দের দ্বারা সর্বজগৎ বোঝায়, সর্বজগতের ব্রহ্মী সূর্য।

সূর্য স্রেষ্ঠ জ্যোতি, স্মর্য রহিত, স্বয়ং প্রকাশক কিন্তু বিবেদ প্রকাশক :

১ স্ব.মন্—১১১১১১

২ অনুবান—১১১১১১১১

৩ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—১১১১১১

৪ গুরু যজুর্বেদ—১১১১

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্বাং জ্যোতিষ্কন্তমং বিশ্বজিহ্বনজিহ্বাচ্যতে বৃহৎ ।

বিশ্বভাজ্ ভ্রাজো মহি সূর্যো দৃশ উরু প্রাপথে সহ তেজো অচ্যুতম্ ॥<sup>১</sup>

—এই শ্রেষ্ঠ তেজ, তেজঃ পদার্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বের জেতা, ধনজেতা, বিশ্বের প্রকাশক, স্বয়ং প্রকাশক মহান্ সূর্য চ্যুতিবাহিত তেজোবিশিষ্ট বল দর্শনের নিমিত্ত প্রকাশ কবছেন ।

সূর্য জল-স্থল ও অন্তরীক্ষের ভ্রষ্টা, সূর্য প্রাণীবর্গের একমাত্র চক্ষুশ্রবণ, তিনি দ্ব্যলোক ও মর্তলোকে অবস্থানকারী ।

সূর্যো দ্যায় সূর্যঃ পৃথিবীং সূর্য আপোতি পশুতি ।

সূর্যো ভূতর্ভক্ষকং চক্ষুবারুরাহ দিবং মহীম্ ॥<sup>২</sup>

সূর্যই ভক্ষকপ, তিনিই স্বরভূ—“স্বরভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মিবর্চোদা অসি বর্চো মে ধেহি ॥”<sup>৩</sup> —হে সূর্য, তুমি স্ববজ্রাত—তেজো দাতা, আমাকে তেজ দাও ।

সুহৃৎসুর্বেদ অজ্ঞান বলেছেন, “কিং কিং সূর্যসমজ্যোতিঃ ব্রহ্ম সূর্যসম জ্যোতিঃ ॥”<sup>৪</sup> —সূর্যের মত জ্যোতি কি ?—ব্রহ্মই সূর্যসম জ্যোতি ।

আদিত্য সকলের অগ্রে জন্মগ্রহণ কবছেন—“আদিত্যো বা এতদ্বাগ্র আসীৎ ॥”<sup>৫</sup>

দেবতাদেব অগ্রজ দেবতাদেব তাপ বা কিরণদাতা, দেবগণের পুৰোহিত ব্রহ্ম-শ্রবণ সূর্যকে ঋষি প্রণাম জানিয়েছেন ।

যো দেবেভ্যো আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ ।

পূর্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচ্যত ব্রাহ্মণে ॥<sup>৬</sup>

সূর্যের অপন্ন নাম সবিতা । সবিতা শব্দের অর্থ প্রসবিতা অর্থাৎ বিশ্বভ্রষ্টা—“সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতোহ মে প্রসুবেতি ॥”<sup>৭</sup> —সবিতা দেবতাদের প্রসবকর্তা বা প্রেরণকর্তা । তিনি আমাকে প্রেরণ করুন ।

সবিতা বৈ দেবানাং প্রসবিতা তথো হান্মাহংএতে সবিত্ত্বপ্রসূতা এব ॥<sup>৮</sup>  
—সবিতা দেবতাদের ভ্রষ্টা, এই সমস্তই সবিত্ত্বসূচী ।

সর্বাঙ্কক্রমণিতে বলা হয়েছে যে সূর্যই এক এক মহান্ আত্মা—অজ্ঞাত দেবতা

১ স্বর্বেদ—১০।১৭-১৩

২ অর্ষ বৈদ—১৩।১১।১৫

৩ সুর বজ্রবেদ—৩।১২-

৪ সুর বজ্রবেদ—২।৩০

৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৭।৪

৬ ঐ ২৩।৪৭-৪৮

৭ ভবেদ—২।৭৩

৮ ভবলকার ব্রাহ্মণ—১।৮৭

তাঁৰ বিভূতি : “একৈব মহানাত্মা দেবতা জ্ঞ স্বৰ্ঘ ইত্যাক্ষতে । স হি সৰ্বভূতাত্মা ।  
ভদ্রকৃষ্ণবিণা—স্বৰ্ঘ আত্মা জগতন্তঃস্থম্ ইতি । তদ্বিভূতবোধাত্মা দেবতাঃ ।  
তদেতদূচোক্তম্—ইন্দ্র মিত্র বকামগ্নিমাহবিতি ।”<sup>১</sup> —এক মহান্ আত্মা দেবতা  
তাঁকে স্বৰ্ঘ বলা হয় । তিনি সৰ্বভূতেব আত্মা । ঋষিও বলেছেন স্বৰ্ঘ স্বাবব-  
জ্জন্মের আত্মা । অত্ৰাত্ৰ দেবতারা তাঁৰ বিভূতি । ঋষিও বলা হয়েছে,  
তাঁকেই ইন্দ্র মিত্র বরুণ ও অগ্নি বলা হয় ।

মহাভারতেও স্বৰ্ঘ জগতের চক্ৰ, সকল দেহীৰ আত্মা, সকল জীবের উৎপত্তির  
সেতু—কশ্মীল জীবের তিনিই জিহ্বা :

জ্ঞ তানো জগতচক্ৰমাত্মা সৰ্বদেহিনাম্ ।

জ্ঞ যোনিঃ সৰ্বভূতানাং জ্ঞাতাৰ্চঃ জিহ্বাবতাম্ ॥<sup>২</sup>

স্বৰ্ঘই সৰ্বদেবাত্মক—তিনিই ইন্দ্র, তিনিই প্রজাপতি, তিনিই বিষ্ণু—

অমিত্রকং মহেন্দ্রকং লোককং প্রজাপতিঃ ।

তুভ্যং যজ্ঞে বি তাবতে তুভ্যং জুহতি

জুহত জুবেৎ বিষ্ণো বহুধা বীৰ্ণানি ॥<sup>৩</sup>

—হে স্বৰ্ঘ, তুমিই ইন্দ্র, তুমিই মহেন্দ্র (মহৎশক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্র), তুমিই স্বৰ্গাদি  
লোক, তুমিই প্রজাপতি, তোমাব স্পীতির জন্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করা হয়, তোমাব জন্তই  
যজ্ঞ অহুষ্ঠিত হয় । হে বিষ্ণো, তোমার বহুবিধ বীৰ্ণ ।

অতি স্বা দেব সবিতরীশানং বার্ধ্যানাম্... ॥<sup>৪</sup>

—সবিতা সকল সৃষ্ট বস্তুৰ ঈশ্বর, কাম্যধনেৰ ও ঈশ্বর । বৃহদেবতায় সৃষ্টেব  
সৰ্বদেবময়ক ও সৰ্বময়ক সবিত্যারে একচিত্ত হয়েছে ।

ভবহুত ভবিষ্যক জন্মক স্বাববক যৎ ।

অষ্টৈকৈ স্বৰ্গমৈবৈকং প্রভবং প্রলয়ং বিজ্ঞঃ ॥

অসতশ্চ সতশ্চৈব যোনিবেদা প্রজাপতিঃ ।

ভগবত্ৰকাব্যায়ক যচৈতত্ত্বং শাসিতম্ ॥

কৃষ্টেব হি জিহ্বাস্থানমেযু লোকেষু তিষ্ঠতি ।

দেবান্ যথাযথং সৰ্বান্ নিবেশ্ত যেষু যশ্মিন্যু ॥

১ সৰ্বানুক্ৰমণি—২।১৪ ২০

২ মহাঃ বসপৰ্ব—৩।৩৬

৩ স্বৰ্ঘবেদ—১৭।১১।১৮

৪ ঋগ্বেদ—১।২৪।৩



এতদ্ভূতেষু লোকেষু অগ্নিভূতং হিতং ত্রিধা ।  
 ঋষয়ো গীর্ভির্গচ্ছন্তি ব্যক্তিতং নামভিশ্রিতিঃ ॥  
 তিষ্ঠত্যেব চ ভূতানাং জঠরে জঠবে জলন্ ।  
 ত্রিস্থানং চৈনমর্চন্তি হোত্রাণাং বৃক্ণবর্হিষঃ ॥

\* \* \*

বসান্ রশ্মিভিরাদায বায়ুনাংসং গতঃ সহ ।  
 বর্ষত্যেব চ যল্লোকে ভেনেক্স ইতি স শ্রুতঃ ॥  
 অগ্নিরগ্নিন্নপেক্সন্ত মধ্যমো বায়ুবেব চ ।  
 সূর্যো দিবীতি বিজ্ঞেযান্তিস্ত্র এবেষ দেবতাঃ ॥<sup>১</sup>

—অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান স্থাবব এবং জন্ম যা কিছু সববই উৎপত্তি এবং লয়স্থান সূর্যকেই জানবে । অসৎ এবং সৎ সকলেরই উদ্ভব এই প্রজাপতি, সেই ক্ষয়বহিত এবং পবিবর্জনবহিত শাস্ত্রত ব্রহ্ম ইনিই । ইনি দেবতাদের নিজেব বশ্মিতে স্থাপন কবে নিজেকে ত্রিধা বিভক্ত কবে বিরাজমান । সর্বভূতে এবং সর্বলোকে অগ্নিবপে ত্রিধা বিভিন্ন হয়ে বিবাজ করেন । ঋষিগণ তিন নামেই তাঁকে ক্তব করে থাকেন । ইনি প্রাণিগণেব জঠরে প্রজলিত হয়ে বর্তমান থাকেন । যজ্ঞে ত্রিস্থানে বর্তমান অগ্নিকপে ঋত্বিক্গণ তাঁব অর্চনা করেন । ইনি বশ্মিধাবা বস আহরণ কবে বায়ুব সাহায্যে বর্ষণ করেন, সেই জন্তই তাঁকে ইন্দ্র বলা হয় । ইনি মর্তলোকে অগ্নি, মধ্যলোকে (অন্তবীক্ষে) ইন্দ্র ও বায়ু এবং দ্যুলোকে সূর্য,— এইকপে তিন দেবতা জানবে ।

মহাভারতে সূর্যেব অষ্টোত্তব শতনাম কীর্তিত হযেছে । এই নামগুলিতে সূর্যেব সর্বদেবময়ত্ব এবং সর্বাশ্রকত্ব সুপবিস্কৃষ্ট :

সূর্যোহর্ষমা ভগন্তষ্টা পূর্বার্কঃ স্যাবতা রবিঃ ।  
 গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্থাতা প্রভাকবঃ ॥  
 ইন্দ্রো বিবস্বান্ দীপ্তাংস্তঃ শুচিঃ শৌবিঃ শনৈশ্চরঃ ।  
 ব্রহ্মা বিশ্বশ্চ ব্রহ্মশ্চ স্বন্দো বৈ বহগো যমঃ ॥  
 দেহকর্তা প্রশান্তাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ।  
 চরাচবাত্মা হুশ্মাত্মা মৈত্রেয়ঃ বক্শাশ্রিতঃ ॥<sup>২</sup>

স্বল্পপুৰাণে শূৰ্বমহিমা বৰ্ণনা প্রসঙ্গে শূৰ্ব বৈদিক ঋষিদের বীত্যাশ্রয়ে সমস্ত জগত্তেব আত্মা ও চক্ষুরূপে বৰ্ণিত হয়েছেন।

শূৰ্ব আত্মাত্ত জগতো বেদের পবিপঠ্যতে।

সব এব চেজ্জালবিতা কোহন জাতা ভবেদিহ ॥

জগচ্চক্ষুরসৌ শূৰ্বো জগদাত্মেব ভাষ্করঃ।

জগদ্ যৌ যন্তৃতপ্রাণং প্রাতঃ প্রাতঃ প্রবোধবেৎ ।<sup>১</sup>

—বেদে পঠিত হয় যে শূৰ্ব এই জগতের আত্মা। তিনি প্রাণ প্রজলিত করেন। তিনি ছাড়া ইহলোকে স্বাকাকর্তা কে আছেন? এই শূৰ্ব জগতের চক্ষু, এই ভাষ্কর জগত্তেব আত্মা। ইনি যুতপ্রাণ জগৎকে প্রতি প্রভাতে জাগ্রত করেন।

রামায়ণে বাবণবধের পূর্বে বামচন্দ্র ঋষি অগন্ত্যেব আদেশে আদিত্যহৃদয় স্তব পাঠ করে শূৰ্বকে ভূষ্ট কবেছিলেন। ঐ স্তবে শূৰ্বকে সর্বদেবময় এবং সর্বদেবাত্মক-রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সর্বদেবাত্মকো হ্যেব তেজস্বী বস্মিতাবনঃ।

এব দেবাত্মহৃদগণান্ শোকান্ পাতি গভস্তিভিঃ ॥

এব ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ শিবঃ কন্দঃ প্রজাপতিঃ।

মহেন্দ্রো ধননঃ কালো যমঃ সোমোহপাং পতিঃ ॥

পিতরো বসবঃ সাধ্যা অশ্বিনৌ মরুতো মরুঃ।

বায়ুর্বহ্নিঃ প্রজাঃ প্রাণ ঋতুকর্তা প্রভাকরঃ ॥

আদিত্যঃ সবিতা শূৰ্বঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্।

শুবর্ণসদৃশো ভাহুহিরণ্যরেতা দিবাকরঃ ॥

হরিদম্বে সহস্রার্চিঃ সপ্তসন্তিস্বরীচিমান্।

তিমিবোরধনঃ শত্ৰুঘটীমার্তপ্তকোহংগুমান্ ॥

হিবণ্যগর্ভঃ শিশিবস্তপনোহহঙ্করো ববিঃ।

অগ্নিগর্ভোহদিতোঃ পুঙ্কঃ শম্বঃ শিশিরনাশনঃ ॥

ব্যোমনাথস্তমোভেদী ঋগ্ যজুঃ সামপায়গাঃ ॥

\* \* \*

নক্ষত্রগ্রহতাবাণামধিপো বিশ্বভাবনঃ ।

তেজসামপি তেজস্বী দাদশাশ্বন্নমোহন্ততে ॥

\* \* \*

তপ্তচামীকরাভায় হয়বে বিশ্বকর্মেণ ।

নাশযতোষ বৈ ভুত তমেব স্বষ্টি প্রভুঃ ।

পাষযতোষ ভগতোষ বর্ষতোষ গন্তস্ততিঃ ॥<sup>১</sup>

—সর্বদেবভাস্কর তেজস্বী বশ্মি সমন্বিত এই সূর্য কিরণদ্বারা ত্রিলোক পালন করেন । ইনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয়, প্রজাপতি, মহেন্দ্র, কুবের, কালকপী, যম, সোম, জলাধিপতি রুদ্রণ । ইনিই পিতৃগণ, বসুগণ, সাধ্যগণ, অশ্বিনীকুমাৰ-দ্বয়, যক্ষ, মনু, বায়ু, অগ্নি, প্রজাকপী, প্রাণস্বকপ, ঋতুকর্তা, প্রভাকর, আদিত্য, সবিতা, সূর্য, ঋগ (গরুড), পুষ্প, কিরণময়, সূর্যবর্ণ, তাম্র, হিবন্তরেতা, দিবাকর, হবির্বর্ষ অশ্বযুক্ত, সহস্রকিরণবিশিষ্ট, সপ্তপ্রাণের প্রবর্তক, কিরণময়, তিমিৰ-নাশক, শত্রু, ঝট্টা, সার্ত্তও, অংগমান, হিব্যগর্ভ ব্রহ্ম, শিশিৰ, তপন, দিনকর, রবি, অগ্নিগর্ভ, অদ্বিতিব পুত্র, শম্ব, হিমনাশন, ব্যোমনাথ, তমোভেদী, ঋক্-সাম ও যজুর্বেদের পাণ্ডে গত, নক্ষত্রতারাগণের অধিপতি, বিশ্বকর্তা, সকল তেজাশ্বক বস্ত্র অপেক্ষাও তেজস্বী, দাদশ আশ্বাবিশিষ্ট, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ হবি বিশ্বকর্মাঙ্কে নমস্কাৰ । প্রভু জীবকুলকে নাশ করেন, তাহেবই আবাব স্বজন করেন, কিরণ-দ্বারা পালন করেন, তাপ দেন, বর্ষণ করেন ।

ববাহমিহির বৃহৎসংহিতাব সূচনায় সূর্যকে বিশ্বের সৃষ্টিবর্তী বিশ্বের আত্মা আকাশেব অলংকাৰ গলিতবর্ণতুল্য কিরণসহস্রশোভিত বলে বন্দনা করেছেন ।

জযতি জগতঃ প্রসূতির্বিখ্যাত্বা সহজভূষণং নভসঃ ।

ক্ষত কনকসদৃশ দশশতমুখমালার্চিতঃ সবিতা ॥<sup>২</sup>

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সূর্য সকলের চক্ষু :

পাবনাতিশয় সর্বচক্ষুবে নৈককামবিষয়প্রদ্যাবিনে ।<sup>৩</sup>

জগতেষ আদি স্রষ্টা বলেই সূর্যের নাম আদিত্য :

আদিকর্তা স্বয়ং যশ্বাদাদিত্যস্তেন চোচ্যতে ।<sup>৪</sup>

১ রামায়ণ, লংকাকাণ্ড—১০৬।৭-১৩, ১৫, ২১, ২২

২ বৃহৎ সংহিতা—১।১

৩ স্কন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ড—১১।১৭২

৪ ভূদেব—১।৭।৮৬

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কৰ্তা সূৰ্য :

আদিত্যঃ পালযেৎ সৰ্বমাদিত্যঃ সৃজতি সদা ।

আদিত্যঃ সংহরেৎ সৰ্বং তস্মাদেব ব্রহ্মীশ্বরঃ ॥<sup>১</sup>

মার্কণ্ডেয়পুৰাণ (১০৭ অ:) বলছেন : সূৰ্য স্বযত্ন, সকল লোকের চক্ষু—  
“স্বয়ম্ভুবে লোকসমস্ত চক্ষুবে।”

উক্ত পুৰাণেই সূৰ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

আদিত্যং ভাস্করং ভানুং সবিতাং দিবাকরম্ ।

পুৰাণমৰ্য্যমাণঞ্চ স্বৰ্ভানুং দীপ্তদীপিতাম্ ॥

চতুৰ্গুণ্ডকালায়ি হুত্ৰেক্যং প্রলম্বাঙ্গম্ ।

\* \* \*

যো ব্রহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুঃ প্রজাপতিঃ ।

বায়ুয়াকাশমাপচ পৃথিবী গিৰিগাগরঃ ॥

\* \* \*

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তত্বাঃ ।

ত্রিধা যত স্বরূপস্ত ভানোভীষান্ প্রসীদতু ॥<sup>২</sup>

—আদিত্য, ভাস্কর, ভানু, সবিতা, দিবাকর, পুরাতন, অৰ্যমা, স্বৰ্ভানু, প্রদীপ্ত  
কিরণ, চতুৰ্গুণ্ডের অন্তকারী কালায়িরূপ, দুর্দর্শ, যোগীশ্বর, অনন্ত রক্ত, পীত,  
স্তম্ভ, কৃষ্ণ ।

যিনি ব্রহ্মা, যিনি মহাদেব, যিনি বিষ্ণু, যিনি প্রজাপতি, যিনি বায়ু, আকাশ,  
জল, পৃথিবী, গিরি ও সাগর ।...

ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী ও বৈষ্ণবী এই তিন প্রকার তোমার তত্ব, ইং তিন প্রকার  
স্বরূপ, হে ভানু, সেই ভাস্কর তুমি প্রসন্ন হও ।

ভবিষ্যপুৰাণ সূৰ্যমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

আদিত্যমব্রহ্মখিলং জৈলোক্যং সচবাচরম্ ।

ভবভ্যাম্বাজগৎ সৰ্বং সদেবান্‌হরমাহুযম্ ॥

কুত্ৰেছোপেন্দ্ৰাণাং বিপেন্দ্ৰে দিবৌকসাম্ ।

মহাহুতিমতাং কুংকর তেজো যৎ সৰ্বলৌকিকম্ ॥

সর্বাঙ্গা সর্বলোকেশো দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ।  
 সূর্য এব জিলোকস্ত মূলং পবনদৈবতম্ ॥  
 অগ্নৌ প্রোক্তাহতিঃ সমাগাদিত্যমুপতিষ্ঠতি ।  
 আদিত্যাজ্জাযতে বৃষ্টিবৃষ্টৈবক্স ততঃ প্রজাঃ ॥  
 সূর্য্যং প্রসূযতে সর্বং ভদ্র চৈব প্রণীষতে ।  
 ভাবাতার্বো হি লোকানামাদিত্যার্নিস্থতোপুবা ॥<sup>১</sup>

—দেবাসুর ও মানব সমেত স্বাবর-জঙ্গমাদি সহিত সমগ্র জিতুবন আদিত্য থেকে জন্মান্ত করছে। মহাত্ম্যতিমান্ রুদ্র, ইন্দ্র, উপেন্দ্র (বিষ্ণু) স্বর্গবাসী দেবতাদেব সকল লোকের সমগ্র তেজ সূর্যেরই। সূর্যই আত্মা, সকল তেজের প্রভু। দেবদেব প্রজাপতি সূর্য জিলোকের মূল—শ্রেষ্ঠ দেবতা। অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্যকে প্রাপ্ত হয়, আদিত্য থেকে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে প্রজাসৃষ্টি। সূর্য থেকেই সব কিছু সৃষ্ট হয়েছে, অন্তকালে সব কিছুই সূর্যে লীন হয়। সর্বলোকের ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক সব পদার্থই পুরাকালে সূর্য থেকে নিঃসৃত হয়েছে।

ভবিষ্যপুরাণ অন্যত্র বলেছেন :

প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যো জগচ্চর্দ্দিবাকবঃ ।  
 তন্মাদপ্যধিকা কাচিদেবতা নাস্তি শাস্বতী ॥  
 তন্মাদিদং জগজ্জাতং লয়ং যাস্যতি তত্র চ ।  
 ক্রট্যাদিলক্ষণঃ কালঃ শ্রুতঃ সাক্ষাদিবাকবঃ ॥  
 গ্রহনক্ষত্রযোগাশ্চ রাশয়ঃ করণানি চ ।  
 আদিত্য বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ বায়বোহনিলাঃ ।  
 শক্রঃ প্রজাপতিঃ শর্বো ভূ ভুবঃ অর্দিশস্তথা ॥

—সূর্য প্রত্যক্ষগোচর দেবতা, তিনিই দিবাকর, জগত্তেব চক্ষু। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা আব কেউ নেই। তাঁর থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে, সেখানেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। দিবাকর সাক্ষ্য ক্রট্যাদিলক্ষণবিশিষ্ট কাল, গ্রহ, নক্ষত্র, যোগ, রাশিগণ, করণসকল (কার্যের হেতু) আদিত্যগণ, বহুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র, প্রজাপতি, শর্ব (শিব), ভূ, ভুব ও স্বর্লোক এবং দিক্‌সমূহ সূর্যই।

পদ্মপুৰাণে সূৰ্য্যেৰ বিভিন্ন নাম :

ভানুৰবৰ্কে ববিবৰ্দ্ধা সূৰ্য্যঃ শক্ৰো হৰিঃ শিবঃ ।

শ্ৰীমান্ বিভাবহুৰ্দ্ধো বৰুণঃ প্ৰিয়তামিতি ॥<sup>১</sup>

অগ্নিপুৰাণেও সূৰ্য্যেৰ নাম : বৰুণ, সূৰ্য, মহাস্থাঙ, ধাতা, তপন সবিতা, বিবৰ্ণময়, ববি, পৰ্জ্জন্ত, স্তোতা, মিত্ৰ ও বিষ্ণু ।

বৰুণঃ সূৰ্য্যনামা চ মহাস্থাঙস্তথাপৰঃ ।

ধাতা তপনসংজ্ঞক সবিতাথ গভস্তিবঃ ॥

ববিষ্টবাস পৰ্জ্জন্তস্তো মিত্ৰোহথ বিষ্ণুঃ ।

মার্কণ্ডেয়পুৰাণে (১০৩ অ:) সূৰ্য পৰমজ্যোতি—সৰ্বমথ ।

নমস্তে যয়ন্তঃ সৰ্বমেতৎ সৰ্বমন্ত যঃ ।

বিশ্বমুৰ্ত্তিঃ পৰা জ্যোতিৰ্ভক্ত্যাবন্তি যোগিনাঃ ।

এই পুৰাণেই (১০৪ অ:) অধিতি সূৰ্য্যতবে সূৰ্য্যকে ব্ৰহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বৰৰূপে বৰ্ণন। কৰেছেন ।

স্ব ধাতা বিশ্বজনি বিশ্বমেতৎ ।

স্ব পানি স্থিতিকৰণাথ সন্ত্ৰবৃন্তঃ ॥

জ্যোন্তে লবমখিলং প্ৰবাতি তস্ব ।

স্বস্তোহিহো ন হি গতিৰস্তি সৰ্বলোকে ॥

স্ব ব্ৰহ্মাবিহয়য়জসংজিতস্বমিত্ৰো ।

বিন্দেশঃ পিতৃপতিস্বপতিঃ সমীৰঃ ॥

সোমোহগ্নিৰ্গগনমহীথযোহজিবব ।

কিং স্তব্যং তব লকলাশ্চৰুপধাঃ ॥

—তুমি ধাতা, এই বিশ্বকে উৎপাদন কৰিবা থাক, তুমি স্থিতিসাধনে সম্ভৱত হইবা ইহাকে পালন কৰিতেছ। আৰাৰ অন্তে সমস্ত সংসাৰ তোমাতেই লব পাইবা থাকে। তুমিভিন্ন সৰ্বলোকে আব অন্ত গতি নাই। তুমি ব্ৰহ্মা, তুমি হৰি, তুমি মহাদেব, তুমি ইন্দ্ৰ ও ধনদ, তুমি পিতৃপতি স্ব ও জনপতি বৰুণ। তুমি বায়ু ও চন্দ্ৰ। তুমি অগ্নি, আকাশ, অবশিষ্টৰ ও অন্ধি। এইৰূপে তুমি সৰ্বাত্মা ও সৰ্বকণ। তোমাৰ আৰ স্তব কি কৰিব ?<sup>২</sup>

সৌরপুরাণে মনু সূর্যস্তুবে একই কথা বলছেন :

ত্রিলোকচক্ষুসে তুভ্যং ত্রিগুণাবাসুতাষ চ ।

নমো ধর্মায হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥

নরনারীশরীরায় নমো মীচ্ছমায তে ।

প্রজ্ঞানাবাখিলেশায সপ্তাখায ত্রিমূর্তয়ে ॥

—ত্রিলোকের চক্ষু ত্রিগুণাত্মক অমৃতস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি ধর্ম, হংস, জগৎ সৃষ্টিব হেতু, তোমাকে নমস্কার । নবনাবীর শরীরকণী, শ্রেষ্ঠবর্ষণকাবী (বৃষ্টি অথবা কাম্যকলহাতা), প্রজ্ঞানময়, বিশ্বের ঈশ্বর, সপ্তাখবিশিষ্ট, ত্রিমূর্তি-স্বরূপ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) তোমাকে নমস্কার ।

হংস সূর্যেবই নামান্তর । হংস শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় অথর্ব বেদের ভাব্য-কার আচার্য মহীধর লিখেছেন, “হস্তি গচ্ছতীতি হংসঃ জগৎপ্রাণভূতঃ সূর্যঃ ।” —হস্তি অর্থাৎ গমন কবেন বলেই জগৎপ্রাণভূত সূর্য হংস । সূর্যকণী হংস একপাদ বিশিষ্ট । সেই একটি পাদ যদি তিনি অন্তবীক্ষকণী সলিল থেকে তুলে নেন, তাহলে আজ-কালও থাকবে না, দিন-বাতও থাকবে না, উবাও আর আসবে না ।

একং পাদং নোৎখিহতি সলিলাঙ্কস উচ্চরন্ ।

যদ্বদ স তমুৎ খিদৈন্নৈবান্য ন খঃ ত্রায়

রাজী নাহঃ ত্রায় বুচ্ছেৎ কদাচন ।\*

বাঙ্গালা কাব্যে সূর্য বন্দনা কবচে গিয়ে কবিগণ বেদপুরাণোক্ত সূর্য-মহিমা কীর্তন করেছেন । ভারতচন্দ্র লিখেছেন,—

বিশ্বের কাষণ বিশ্বের লোচন

বিশ্বের জীবন তুমি ।

সর্বদেবময় সর্ববেদাশ্রয়

আকাশ পাতাল তুমি ।

একচক্র বধে আকাশের পথে

উদয় গিরি হইতে ।

যাহ অন্ত গিরি একদিনে কিরি

কে পারে শক্তি কহিতে ।\*

বিজয়াম্বল কৃত সূর্যবন্দনা :

বন্দম দিবাকর নাথ কল্পপতনবে ।  
 যাহার স্মরণে মাজ বিয় বিনাশবে ॥  
 উদয় অচলে প্রভু প্রথম প্রকাশ ।  
 লম্বিবা অখিলেব হুং কবহ বিনাশ ॥  
 বিনতা-নন্দন প্রভুয় যথেষ্ট সাবধি ।  
 অস্বিতে চালাবে বধ পবনের গতি ॥  
 অরুণ সারথি রথ সপ্ত অশ্ব বহে ।  
 দিনকৃত পাপতাপ দরশনে বাবে ॥<sup>১</sup>

বিজয়াম্বলবেব সূর্য বন্দনা :

প্রথম দিবাকর প্রভু দয়াময়  
 যাহার প্রকাশ বিনে ভুবনে প্রলয় ।  
 প্রচণ্ড মৃৎ প্রভু কল্প নন্দন ।  
 সবার অভীষ্ট দাতা জগত লোচন ॥  
 \* \* \*  
 তিমির বারণ বারি আরবে ভুবন ।  
 লীলা এ সহস্র কর করিলা ছেদন ॥  
 অরুণ সারথি রথ বায়ু ভরে চলে ।  
 বায়ু ভরে চলে অশ্ব চবণ অচলে ॥<sup>২</sup>

বেদে-পুরাণে-কাব্যে সূর্যকেই সর্বদেবাত্মক, সর্বত্র বিবচনাচবের প্রাণসত্তা এবং প্রকাশক তেজরূপে দ্ব্যর্থহীন ভাবাব বন্দনা করা হয়েছে। এই সূর্য বৈজ্ঞানিক-কথিত জড় অগ্নিগুণ মাজ নয়। এই সূর্য তেজোরূপী প্রাণময় চিৎসত্তা। এ ব তিনবর্ণ,—অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য, তিন স্থান, —পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং দ্যালোক (বর্গ)।

“দিবি তে জগ্ন পয়সমস্তয়িক্ নাভিঃ পৃথিব্যামসি যোনিঃ ॥”<sup>৩</sup>

—(হে সূর্য!) তোমাব শ্রেষ্ঠ জগ্ন দ্যালোক, অন্তরীক্ষ-নাভি, পৃথিবীতে-উৎপত্তি স্থান।

১ বঙ্গভাষার শীত-সঙ্গীতের ভট্টাচার্য (সং), ক বি

২ অভয়ানন্দ—আভ্যন্তরীণ দাস (সং), ক বি

৩ কৃষ্ণ যজুর্বেদ—৪/৪/১২



স্বর্ঘই ব্রহ্ম । স্বর্ঘও হংস, ব্রহ্মও হংস,—দুইই অভিন্ন । স্বর্ঘই অগ্নি । অগ্নির যে তিনটি জন্ম ।’ —স্বর্গে অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে, সেই অগ্নির অন্ততম রূপ স্বর্গস্থিত স্বর্ঘ । অগ্নি ও স্বর্ঘ একাঙ্গ অভিন্ন—একই প্রাণরূপী তেজঃশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ । অথর্ব বেদ বলেছেন, আদিত্যকেই সকল মাহুয় অগ্নি বলে থাকেন, হংস বলে থাকেন—“আদিত্যমেব তে পরিবদন্তি সর্বে অগ্নিঃ দ্বিতীয়ঃ ত্রিযুতঃ চ হংসম্ ॥”<sup>১</sup>

তেজোকপী অগ্নির অপর মূর্তি স্বর্ঘের একটি রথ আছে । ঐ রথে স্বর্ঘ পূর্ব থেকে পশ্চিমে পবিত্রকরণ করেন । ঐ রথে সাতটি অশ্ব, একটি চক্র ।

সপ্ত যুগ্মস্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনাগা ।

ত্রিনাভিচক্রমঙ্গরমনবং যজ্ঞেমা বিশ্বভুবনাধিত শ্বুঃ ॥<sup>২</sup>

—স্বর্ঘের এক চক্র রথে যে সপ্ত অশ্ব যোজিত হইয়াছে, এক অশ্বই সপ্তনামে বথ বহন করিতেছে । চক্রের তিন নাভি, উহা কখনও শিথিল হয় না, কখনও জীর হয় না, এবং সমস্ত জগৎ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ।<sup>৩</sup>

স্বর্ঘের সপ্ত অশ্ব ও এক চক্রের অর্থ করতে গিয়ে সাযনাচার্য বলেছেন, “একো-ইথঃ সপ্তনাগা এক এব সপ্তাভিধানঃ সপ্তধানমনপ্রকারো বা এক এব বায়ুঃ সপ্ত সপ্তকপাণি যুজ্জা বহতীত্যর্থঃ । বাস্বাধীনস্বা দন্তয়িকসঞ্চারস্ত একচক্রমিত্যুক্তঃ ।” —এক অশ্বকেই সপ্ত নামে অভিহিত করা হয় । একই বায়ু সাতটি কপ ধারণ করে স্বর্ঘকে বহন করেন । স্বর্ঘের পরিক্রমণ বায়ুর অধীন হওয়ায় একচক্র বলা হয়েছে ।

সাযনাচার্য আরও এক প্রকার ব্যাখ্যা দিবেছেন :

“একচক্র একচাবিণং অনাহায্যেন সঞ্চরন্তঃ রথঃ আদিত্যমণ্ডলং সপ্ত যুগ্মস্তি সর্পনবভাবাঃ সপ্তসংখ্যকা বা বগ্নয়ঃ সপ্তপ্রকার কার্বাঃ অসাধারণাঃ পদ্রুপয় বিলক্ষণাঃ বদ্ভুতবঃ একঃ সাধারণ ইত্যেবং সপ্তর্জবো যুগ্মস্তি ।”...

—একচক্র রথ অর্থে একক শক্তিতে সঞ্চরণশীল আদিত্যমণ্ডল, সপ্ত অশ্ব ব্যাপনশীল (গতিশীল) সপ্তরশ্মি, অথবা ছয় স্বভূও একটি সাধারণ স্বভূ,—এই মিলে সাত, অথবা ছয়টি যুগ্ম মাস ও একটি অধিমান, এই মিলে সাত ।

বথচক্রের তিন নাভি, সাযনের মতে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত এই তিন ঋতু অথবা

১ অথর্ব বেদ—১০।৪।১।১০

২ কথোপ—১।১০।১০

৩ কথোপ—১।১০।১২

চুত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই তিন কাৰ। এই হিসাবে স্বৰ্ঘ স্বৰ্গের একটি চক্র—  
এক বৎসর। স্বৰ্গের এক চক্রই হংসের একটি পা। স্বৰ্ঘ-কিরণের সপ্তবর্ণ ই  
স্বৰ্গের সপ্ত অক্ষ রূপে বর্ণিত হয়েছে। ঐ স্বৰ্গেরই অপৰ একটি স্বৰ্গকে স্বৰ্গের স্বৰ্গে  
সাতটি চক্র, সাতটি অক্ষ এবং স্বৰ্গের সাত ভগিনী এবং সাতটি গাভী।

ইহাং ব্রহ্মমণি যে সপ্ত তদ্ব্যুঃ সপ্ত চক্রঃ সপ্ত বহুত্যাখাঃ।

সপ্ত স্বলারো অভিসমনবন্তে যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম ॥১॥

—যে সপ্ত চক্র এই বথে অধিষ্ঠান কবে, তাহাবাই সপ্ত অক্ষ এবং তাহাবাই  
এই বথ বহন কবে। সাত ভগিনী এই বথানিমুখে আগমন কবে এবং ইহাতে  
সপ্ত গো নিহিত আছে।<sup>১</sup>

সাধনের মতে স্বৰ্ঘ অৰ্থে আদিত্যমণ্ডল বা সংবৎসর। চক্র শব্দের অর্থ  
(চকনাং চরণাং ক্রমণাং চক্রাণি—রশ্ময়ঃ) স্বৰ্ঘ রশ্মি। সাত ভগিনী এখানে স্বৰ্ঘ  
রশ্মিকে বোঝাচ্ছে। বৎসর পক্ষে সপ্ত অক্ষ—“অবন কৃতু মাস পক্ষ দিবস ত্রিদি ৩  
মুহূৰ্ত্ত।” সপ্ত গো অৰ্থে সপ্তস্বরবিশিষ্ট জ্বতি অথবা সপ্ত নদী। বমেশচন্দ্র দত্তের  
মতে গো শব্দের অর্থ রশ্মি।<sup>২</sup> অপৰ একটি মন্ত্রে স্বৰ্গের বথচক্রের দ্বাদশটি নেমি  
বা শলাকা। দ্বাদশ নেমি অবশ্যই দ্বাদশ মাস। এই দ্বাদশ অরবিশিষ্ট একচক্র  
জবা বা ক্রান্তিহীন—“দ্বাদশায় নহি তচ্চক্রেণ ববর্তি চক্রঃ।”<sup>৩</sup> অথর্ববেদে স্বৰ্গের  
বথ একচক্র—এক নেমি বিশিষ্ট।<sup>৪</sup>

স্বৰ্গের বথান্ন সম্পর্কে বমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “রশ্মি সমূহকেই উপমাঙ্কলে  
অক্ষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। .. আবাব সেই বস্তিকে স্বৰ্গের কেশ বলিয়া  
বর্ণনা করা হইয়াছে।”<sup>৫</sup>

স্বৰ্গের অর্থের আৰ একটি নাম অরুণ : “সুংজ্যতি ব্রহ্মমক্ৰং চরংতং পন্নি-  
তদ্ব্যুঃ।”<sup>৬</sup> চতুর্দিকে বর্তমান বিচরণশীল অরুণ নামক অথকে (বথে) যোজন্য  
করেন।

অরুণ শব্দের অর্থবাদে Maxmuller লিখেছেন, “Bright red steed”  
—তায় মতে অরুণ শব্দের অর্থ লোহিতবর্ণ। এই শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে  
গ্রীসদেশে প্রেমের দেবতা “Eros”—এ রূপান্তরিত হয়েছে।<sup>৭</sup>

১ স্বৰ্গের—১১৩৪৩

২ অনুবাদ—ভবেব

৩ উক্তমন্ত্রভাষ্যের টীকা

৪ স্বৰ্গের—১১৩৪১১

৫ অরুণ—১১৪৮৭

৬ স্বৰ্গের বসানুবাদ—১১৪৮৭ স্বৰ্গের টীকা

৭ স্বৰ্গের—১১৩১

৮ Chips from a German workshop, vol III (1867), page 128-140

স্বর্ষের অথকে হরিত নামে অভিহিত করা হয়। সেইদ্রষ্টে স্বর্ষের এক নাম হরিতঃ : “সপ্ত জ্বা হরিতো যথে বহন্তি।”<sup>১</sup> সায়নের ব্যাখ্যা অনুসারে হবিং শব্দের অর্থ হরিত্ব অথবা রসহরণশীল স্বর্ষবশ্মি। Maxmuller-এর মতে গ্রীসদেশে Charites (the Graces) নামে দেবীতে পরিণত হয়েছে।<sup>২</sup>

পূরণে স্বর্ষের সাতটি বশ্মির নাম পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে :

স্ববুল্লো হরিকেশশ্চ বিশ্বকর্মা তথৈব চ।

বিশ্বশ্রবাঃ পুনশ্চাত্ত্বাঃ সংযত্বেতঃপরঃ ॥

অর্বাবহুস্রিতিখ্যাতঃ দ্বয়কঃ সপ্তকীর্তিতাঃ।<sup>৩</sup>

—স্বর্ষের সাতটি বশ্মির নাম : স্ববুল্ল, হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বশ্রবা, সংযত্বেত, অর্বাবহু ও দ্বয়ক।

ডঃ বিনযতোষ ভট্টাচার্য স্বর্ষের সপ্ত অশ্ব বা সপ্তরশ্মি সম্পর্কে লিখেছেন, স্বর্ষের সপ্ত ভূগগ তাহার সপ্ত রশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। অধুনা বিজ্ঞানমতে স্বর্ষরশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া সাতটি রঙ দেখা গিয়াছে। এই সাতবর্ণের সাতটি রশ্মিকে সংক্ষেপে VIBGYOR বলা হয়। সহস্র বৎসর পূর্বে হিন্দু বৌদ্ধদের এই সপ্তরশ্মি বিশ্লেষণ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। এতদিন উহা কুসংস্কার বলিয়া চলিত, এখন সেই পুরাতন কুসংস্কার বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।”<sup>৪</sup>

এই মণ্ডলরূপ একচক্র অথবা বর্ধরূপ একচক্র যথেষ্ট সপ্তরশ্মি বা সপ্তঋতুরূপী সপ্তাশ্ববাহিত স্বর্ষ যে প্রাকৃতিক বস্তু তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঋষির ধ্যানধারণায় প্রাকৃতিক স্বর্ষ জড়-অগ্নিপিশুৰূপে স্বীকৃতি পায় নি। প্রাকৃতিক স্বর্ষ সর্বদেবতাস্বরূপ চৈতন্যরূপী তেজঃশক্তি—অগ্নি, বিদ্যুৎ ও জীবনোন্মেষ প্রাণশক্তির সঙ্গে অভিন্ন। ঋতপথব্রাহ্মণ বলেন, সকল দেবতাই স্বর্ষরশ্মিরূপ,—প্রজাপতি, ইন্দ্র, বিশ্বদেব তাঁরই তেজ—“বিস্বেদেবাঃ সন্ধ্যাবোধে বৎসরঃ ভাঃ প্রজাপতির্বা স ইন্দ্রো বৈ তত্ হ বৈ বিস্বে দেবাঃ ...।”<sup>৫</sup>

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের মতে স্বর্ষ ক্ষত্রিয় রাজা—সকল ভূতের অধিপতি :—“আদিত্যো বৈ দৈবঃ ক্ষত্রমাদিত্য এবাং ভূতানামধিপতিঃ ...।”<sup>৬</sup> সায়ন বলেছেন, অন্ধকার নিবারণ করে পান করেন বলেই স্বর্ষ ক্ষত্রিয়—“অগ্নমাদিত্য এবাং

১ দ্রবেদ—১৮০৮ ২ Science of Language (1882), vol II, page 405-12

৩ কুর্ধপূরণ, পূর্বভাগে—৪১৩ ৪

৫ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৭

৬ শতপথ ব্রাহ্মণ—১৭৭

৭ ঐতঃ ব্রাঃ—৭২

প্রাণিনাং তমো নিবারণেনাধিষ্ঠিতা পালযিতা পালযিতা।” কেবল তমঃ দূৰ-  
কৰায় জগত্ সূৰ্য ভূতাদিগতি নন,—তিনি প্রাণশক্তির আধায়কপে সৰ্বত্র প্রাণ-  
শক্তি সঞ্চার করে বিরাজ্য করছেন। প্রাণরূপে বিবাসিত তাঁরই ভেজ। মহা-  
নিৰ্বাণতন্ত্ৰে প্রাণশক্তিরূপেই সূৰ্যকে ধ্যান কৰা হয়ছে।

জগৎরূপস্ত সবিভূঃ সন্তোষোঁষ্যতো বিভোঃ ।

অন্তর্গতঃ সহস্রচো বরগীষ যতাস্তিভিঃ ।

ধ্যামে৷ তৎ পরং সত্যং সৰ্বব্যাপি সনাতনম্ ॥১

—জগৎরূপের সৃষ্টিকর্তা দীপ্তিমান প্রভু সবিতার অন্তর্গত মহৎ ভেজকে  
যোগীরা অর্চনা করে থাকেন। সেই সৰ্বব্যাপী সনাতন সত্যরূপী শ্রেষ্ঠ ভেজকে  
আমরা ধ্যান কৰি।

অধেদেৱ সবিভূমন্তেও একই কথা :

“তৎসবিভূর্বরোণ্য ভর্যো দেবস্ত বীমহি।”—সেই সবিভা দেৱের বরগীষ মহৎ  
ভেজকে ধ্যান কৰি। যোগিয়াজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণুটি আৰণ্য পবিত্কার করে বলেছেন,  
হৃদয়ে যিনি প্রাণরূপে বিবাসমান, তিনিই আকাশে আদিত্যরূপে শোভিত :

আদিত্যাত্তর্গজং যচ্চ জ্যোতিৰ্বাং জ্যোতিষ্কন্তম্ ।

হৃদয়ে সৰ্বভূতানাং জীবভূতঃ ন তিষ্ঠতি ॥

তথা হৃদ্যাগ্নি তপতি হেৰ বাহে সূৰ্যঃ ন চাস্তয়ে ।

অর্যো বা ধূমকে হেৰ জ্যোতিশ্চিহ্নকর যতঃ ॥

হৃদাকাশে চ যো জীবঃ সার্বৈকরূপবর্ণ্যতে ।

ন এবাদিত্যরূপেণ বহির্নভলি বাজতে ॥

—আদিত্যের অন্তর্গত জ্যোতিৰও শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতি, তাহাই সৰ্বভূতের হৃদয়ে  
প্রাণরূপে বিবাসমান। যেমন অগ্নিতে বা ধূমে ইনি বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত হন,  
তেমনি হৃদাকাশে ইনি কিরণ দেন, বাহ্যাকাশে তিনি সূৰ্য, অন্তরেও তিনিই।  
সাধকেরা হৃদয়রূপ আকাশে যে প্রাণের বর্ণনা করেন, তিনি বাহ্যিক আকাশে  
আদিত্যরূপে শোভিত হন।

অন্তর্ধামী রূপে সবিভা সৰ্বজীবের অন্তর্গত ভাব সৃষ্টি করেন—“সবিভা সৰ্ব-  
ভূতানাং সৰ্বভাবান্ প্রস্থষতে ॥”২

যাক্ণও বলেছেন, সবিতা সকলের প্রসবকর্তা—“সর্বত্র প্রসবিতা ।”<sup>১</sup>

শ্রীঅববিন্দেব মতেও সূর্য পরম জ্যোতি—সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম,—“Surya is the Lord of the supreme Sight, the vast Light, brhat jyoti, or as it is sometimes called, the true Light *rtam jyotiḥ*.”<sup>২</sup> অল্প একস্থানে তিনি বলেছেন, “This Sun being a symbol of divine illuminating power.”<sup>৩</sup>

সূর্য ঋতুকর্তা হওয়ায় তিনিই গ্রীষ্মাদি ঋতু :

“আদিত্যস্বের সর্বে ঋতবঃ । যদেবোদেত্যথ বসন্তো, যদা সঙ্গবোধথ বর্ষা ... ।<sup>৪</sup>  
—আদিত্যই সকল ঋতু । যখন তিনি উদিত হন (উত্তরাষণ্ণ হয) তখন বসন্ত । যখন তিনি নিম্নগ (দক্ষিণাষণ্ণ হয) হন, তখন বর্ষা ।

সূর্য বা সবিতা, অথবা আদিত্যই ব্রহ্মস্বরূপ । উপনিষদে কখনও সবিতাই ব্রহ্ম, কখনও সবিতার অন্তর্ভুক্ত পুরুষই ব্রহ্ম । ছান্দোগ্য উপনিষদ বলেছেন, “য এবাসৌ তপতি তমুদগীথশৃঙ্গাসীত, উক্তন্ এষ প্রজাভ্য উদগাবতি ।”<sup>৫</sup> —এই যিনি তাপ দিতেছেন তাঁহাকে উদগীথ (প্রাণব—ওঁকার) বলিবা উপাসনা করিবে, ইনি উদয়কালে প্রজাদের জন্য উদগীথ গানই কবিবা থাকেন ।<sup>৬</sup>

সূর্যই জগতের প্রাণস্বরূপ,—“উদ্যন্ন্থলু বা আদিত্যঃ সর্বাণি ভূতানি প্রাণযতি তস্মাদেনং প্রাণ ইত্যচক্ষতে ।”<sup>৭</sup> —আদিত্য উদিত হযে সকল ভূতকে চৈতন্যমূলক করেন, এইজন্য তাঁকে প্রাণ বলা হয় ।

আদিত্যই ব্রহ্ম, আদিত্যের স্বরূপ অবগত হলেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব,—“য এষ আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে, সোহহমস্মি, স এবাহমস্মি ।”<sup>৮</sup> —আদিত্য-মণ্ডলে যে পুরুষ দেখা যাচ্ছে, আমিই তিনি এক তিনিই আমি ।

আদিত্যমণ্ডলে ব্রহ্মস্বরূপ এই পুরুষ কে ? তিনি অবশ্যই ঋষেদেব পুরুষসূক্তে বর্ণিত বিরাট পুরুষ । এই পুরুষের স্বরূপ সম্পর্কে উপনিষদ বলেছেন,

বিশরূপং হরিণং জাতবেদসং

পরায়ণং জ্যোতিবেকং তপন্তম্ ।

সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ

প্রাণঃ প্রজানামুদযতোয সূর্যঃ ॥<sup>৯</sup>

১ নিরুক্ত—১০।১১।৫ ২ On the Veda—page 109 ৩ On the Veda—page 171

৪ শতপথ ব্রাঃ—২।১৮।৩ ৫ ছাঃ উঃ—১।৩।১ (২৫) ৬ অঙ্গুবাধ—ঋগ্‌চর্য সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

৭ ঐত্তরের ব্রাঃ—৪।৫।৬ ৮ ছান্দোগ্য উপনিষদ—১।৩২ (২৬)

৯ প্রমোদপনিষৎ—১।৮

—বিষয়ক, রশ্মিমান, অখিল-প্রাণাশ্রয়, নিখিলের চক্ষুরূপ, অদ্বিতীয় তাপ-ক্রিয়াকারী স্বর্ষকে (জানীবা জানেন), অনন্তকিবশালী শতধা বিস্তারিত প্রাণিবর্গের প্রাণস্বরূপ এই স্বর্ষ উদ্ভিত হইতেছেন।<sup>১</sup>

স্বর্ষই যে স্বয়ম্ভু পবনেশ্বর একথা শুক্লযজুর্বেদেও বর্ণিত : “স্বয়ম্ভু রসি শ্রেষ্ঠো বশ্মির্বর্চোদা অসি।”<sup>২</sup> —তুমি অবাধ্যত ইব্বর,—শ্রেষ্ঠ রশ্মিসম্পন্ন—ভেজোদাতা।

কবিশুদ্ধ স্ববীক্ষনাৎও স্বর্ষকে সর্বপ্রাণের প্রভাকর এবং সর্বব্যাপী প্রাণশক্তিরূপে অস্ত্রবে বরণ করেছেন :

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্নতান, স্বর্ষের তরণী  
আমু স্রোত মূখে  
হাসিরা ভাসাবে দিলে নীলাচ্ছসে কোঁতুকে বরণী  
বঁধে নিল বুক।  
আখিনের রৌদ্রে সেই বন্দীপ্রাণ হয় বিফুরিত  
উৎসুক আলোক।  
তবঙ্গ হিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিশ্বমে পুত্রিত  
কবে মুক্ত চোখ।<sup>৩</sup>

ভাবভীম স্বর্ষোপাসনা জড় অগ্নিপিণ্ডের উপাসনা নহে। ভাবভীম ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে তেজঃশক্তিকণী স্বর্ষায় সকল প্রাণের উৎস—প্রাণময়—সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্ম—সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা। তাই তাঁরা আদিত্যের অভ্যাজন ভেজব মধো প্রত্যাক করেছেন এক হিরণ্ময় পুরুষ, যিনি স্বর্ষের অন্তরস্থ পুরুষ—যিনি সর্বচেতনাব উৎস।

“অথ য এবোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যাক্ষঃ হিরণ্যকেশ আ প্রাণ যৎ সর্ব এব স্বর্ষঃ।”<sup>৪</sup> —এই আদিত্যের অন্তরে যে হিবণ্যাক্ষঃ হিবণ্যকেশ হিবণ্ময় পুরুষ দেখা যাচ্ছে, ইনি প্রাণস্বরূপ—এব সবই স্বর্ষময়।

এই প্রাণস্বরূপ স্বর্ষ পুরুষই ত মাহেশ্বর অন্তরাত্মা। ঋষি তাই তাঁকে উপলব্ধি করলেন নিজের আত্মারূপে,—উপলব্ধি করলেন নিজের আত্মার সঙ্গে স্বর্ষাত্মার অভিন্নতা, বললেন—“য এব আদিত্যে পুরুষো দৃশ্যতে সোহহমস্মি, স এবাহমস্মি।” —আদিত্যে যে পুরুষ দেখা যাচ্ছে তিনিই আমি, আমিই তিনি।

১ অনুবাদ—স্বামী গভীরানন্দ

২ শুক্ল যজুঃ—২।২৬

৩ সাদিকী—পূর্বব

৪ হান্সোয়া উপনিষৎ—১।৩।৬ (৪২)

ঋষিকবি বরীন্দ্রনাথও সূর্যেব অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে বলেছেন :

প্রভাত সূর্যেব অন্তরে  
দেখতে পেলেম আপনাকে  
হিবগ্ময় পুরুষ ।<sup>১</sup>

কিন্তু সত্যদৃষ্টিহীন সাধারণ মানুষ সূর্যকে দেখে, অগ্নিগোলক—জড় অগ্নিপিত্ত-রূপে। সূর্যেব অন্তরস্থিত প্রাণশক্তির প্রকাশ তারা উপলব্ধি করবে কি করে ? তাই ঋষি প্রার্থনা করেছেন সবিতার কাছে, সবিষে দাঁড় তোমার আলোক আবরণ, উদ্ঘাটিত কর তোমার সত্যস্বরূপ :

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যাত্মপিহিতং মূখম্ ।

তৎ কং পুষ্পপাবু সত্যধর্মায় দৃষ্টবে ।<sup>২</sup>

—হে পুষ্প (জগৎ-পোষক সূর্য)। জ্যোতির্ষ পাত্রে (সূর্যমণ্ডলদ্বারা) সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মেব দ্বার আবৃত হইয়া আছে, তুমি তাহা অপনীত কর, সত্যধর্মপাবরণ (সত্যধর্মলাভেব জড়) আমি উহা দর্শন কবি ।<sup>৩</sup>

জীবের যিনি আত্মা তিনিই সূর্যস্থিত পুরুষ। তাই উপনিষদের ঋষির ‘সোহহং’ ঘোষণার মতই গুরু যজুর্বেদেব ঋষি ঘোষণা কবেছেন, আমিই সেই সূর্যস্বরূপ—  
“যোহসাবাদিতো পুরুষঃ সোহসাবহম্ ।”<sup>৪</sup> —আদিতো যে পুরুষ তিনিই আমি ।

সূর্যের হিরণ্ময় জ্যোতির অন্তবালে ব্রহ্মস্বরূপ সর্বজীবের আত্মা গুহাহিত থাকেন, এ সত্য পুরাণেও উল্লিখিত হইবে :

হিবগ্ময়ে গৃহে গুপ্তং আত্মানং সর্বদেহিনাম্ ।

নমস্তস্মি পবং জ্যোতির্ব্রহ্মাণঃ ত্বাং পবায়তম্ ॥<sup>৫</sup>

—সুবর্ণময় গৃহে গুপ্ত সর্বজীবের আত্মা পরম জ্যোতিঃস্বরূপ পবন অমৃতময় ব্রহ্মরূপী ভোমাকে প্রণাম কবি ।

বাজর্ষি বহুমনা সূর্যাবধনা কালে সূর্যকেই জগতেব প্রাণপুরুষরূপে উল্লেখ কবেছেন :

আরাধয়িত্বৈ তপসা দেবমেকান্ধবাহনম্ ।

প্রাণং বৃহন্তং পুরুষমাদিত্যাবন্তসংস্থিতম্ ॥<sup>৬</sup>

১ কালবাহি—গ্রামলী

২ ঈশোপনিষৎ—১৫ ৩ অনুবাদ—সূর্যচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

৪ কুণ্ডল যজুঃ—৪।১৭

৫ কুর্বাণ, উপরিভাগ—১৮৪৪-৪৫ ৬ ঋগুঃ, পূর্বভাগ—২।৪৬

—ওঁকারাখ্য প্রাণকণী আদিভাত্যন্তরে অবস্থিত বৃহৎ পুরুষকে আমি তপস্তায় দ্বাবা আবাদনা কববো।

বেদে-উপনিষদে হুৰ্ণে যে মূর্তিকল্পনাব সাক্ষাৎ পাই, তাতে তিনি হিরণ্যব, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যাকেশ। ঋগ্বেদে হুৰ্ণকে শোচিক্লেশ বলা হয়েছে।<sup>১</sup> শোচি শব্দের অর্থ ভেজ, —শোচি বা ভেজ যাব কেশ, তিনিই শোচিক্লেশ। কিরণ্যময় হুৰ্ণেব বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্য একপ কল্পনাব হেতু। ঋগ্বেদেব যিনি হিবণ্যগৰ্ভ পুরুষ তিনিও হুৰ্ণ ছাড়া আর কেউ নন। স্বপ্নপুৰাণে কৃষ্ণপুত্র শাখ হুৰ্ণ-আবাদনা কালে বলেছেন, “দেবদেবঃ নমস্তস্মি হুৰ্ণং ত্রৈলোক্যাদীপকম্।”

আদিভাত্যবর্ণো ভুবনস্ত গোষ্ঠা অপূৰ্ণ এব প্রথমঃ সূৰ্য্যগাম্।

হিবণ্যগৰ্ভঃ পুরুষো মহাত্মা ন পঠতে বৈ তমসঃ পরন্ত্যং।<sup>২</sup>

—জিশোক্লেব প্রকাশক দেবের দেব হুৰ্ণকে প্রশাস কবি। পৃথিবীর পালক আদিভাত্যবর্ণ অপূৰ্ণ, ইনি দেবভাদেব মধ্যে প্রথম। সেই মহাত্মা তমোলোকের পরপারে হিবণ্যগৰ্ভপুরুষরূপে (বেদে) পঠিত হবে থাকেন।

উপনিষদেব ঋষি যে উদাত্ত কৰ্ত্তে ঘোষণা করেছিলেন,—“বেদাহমেতৎ পুরুষং মহাত্তম্ আদিভাত্যবর্ণং তমসঃ পরন্ত্যং।<sup>৩</sup> —তমোলোকের পরপারে আদিভাত্যবর্ণ মহান পুরুষকে আমি জানি,—পূৰ্ণাকারেব মতে সেই আদিভাত্যবর্ণ পুরুষ হুৰ্ণ ভিন্ন অপব কেউ নন। যিনি হিবণ্যগৰ্ভ পুরুষ তিনিই স্বয়ভূ ব্রহ্ম। আচার্য মহীধব গুরুদ্ব্যুৰ্দ্ধেব ‘স্বয়ভূরসি’<sup>৪</sup> মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “হিবণ্যগৰ্ভাখ্যোহসি।”

হুৰ্ণ বা সবিতার হাত সোনার তৈবী, তাই তিনি হিবণ্যপানি। “হিবণ্যপানিমূত্রে সবিতাবমুপস্করে।”<sup>৫</sup> —হিবণ্যপানি সবিতাকে আবাদের রক্ষাব জন্য আহ্বান করি। “হিবণ্যাহন্ত অম্ববঃ”<sup>৬</sup> —হুৰ্ণ হিবণ্যাহন্ত অম্বব। “দেবো বঃ সবিতা হিবণ্যপানিঃ প্রতিগৃভ্ণাত্বচ্ছিত্রেণ পানিনা।”<sup>৭</sup> —হিবণ্যপানি সবিতা দেব অরূপণ হস্তে তোমাদেব প্রতিগ্রহণ (বক্ষা) করুন।

দেবো বঃ সবিতা হিবণ্যপানিঃ।<sup>৮</sup>

পূৰ্ণাকারও বলেছেন, “হিবণ্যবাহবে তুভ্যং হিবণ্যপতয়ে নমঃ”।<sup>৯</sup>

১ ঋগ্বেদ—১।৮-১৮

২ প্রতাস বগ—১০।১৪২-৫- ৩ ঋগ্বেদ

৪ গুরু যজু—২২৬

৫ ঋগ্বেদ—১২২।৫, কৃষ্ণ যজু—১।১।৩২৬২৫

৬ ঋগ্বেদ—১।৩৫।১০

৭ গুরু যজু - ১।১৬, কৃষ্ণ যজু—১।১২।৬৮

৮ গুরু যজু—১২০

৯ হুৰ্ণপুৰাণ, উপনিষদ—১।৮৪২



জুধু হিরণ্যপাণি নন, সবিতা হিবণ্যাক্ষও,—হিবণ্যাক্ষঃ সবিতা দেবতা  
আগাং ।”<sup>১</sup>

সূর্য, মিত্র ও বরুণের চক্ষু বললে যেমন জগৎ চবাচরের চক্ষুস্বরূপ প্রকাশক তেজ  
বোঝায়, তেমনি হিবণ্যপাণি হিবণ্যাক্ষ বলতে সূর্যবর্ণ আদিত্যমণ্ডলকেই বোঝানো  
হয়েছে। আধুনিক কালের কবি বেতভূজা ভারতী বলে সগুণরা সবস্বতীর বন্দনা  
করেছেন।<sup>২</sup> রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “সূর্যের ত্রায় বিবর্ণসম্পন্ন সূর্যকে প্রথম  
কবিগণ উপমাঙ্কলে সূর্যপাণি কহিত।” কিন্তু “হিবণ্যপাণি” শব্দকে কেন্দ্র করে  
উপাখ্যান সৃষ্ট হয়েছে বেদেব যুগেই। হিবণ্যপাণি শব্দের অর্থ এসঙ্গে সায়ন  
বলেছেন, “হিবণ্যপাণিঃ সূর্যমবহন্তব্রহ্মণঃ। যদ্বা যজমানোভ্যো দাতুং হিবণ্যং হস্তে  
ধৃতবান্।”<sup>৩</sup> —হিবণ্যপাণি শব্দের অর্থ সূর্যমবহন্ত সময়বিত, অথবা যজমানকে  
দান করার নিমিত্ত যিনি সূর্য হস্তে ধারণ করেন।

আচার্য মহীষ লিখেছেন, “হিবণ্যযুক্তবজ্রলীষাদ্যাত্তরণযুক্তো পাণৌ যন্ত সঃ  
হিবণ্যপাণিঃ।”<sup>৪</sup> —অজুরীয় প্রভৃতি হিবণ্যয় আভরণ সমন্বিত হার পাণি। কিন্তু  
মহীষ একটি উপাখ্যানও এই প্রসঙ্গে বিবৃত করেছেন, “দৈবৈত্যাঃ প্রাশিত্র প্রহারেণ  
হির্মো সবিভুঃ পাণী দেবৈহিরণ্যমো কৃতাবিতি সবিভূহিবণ্যপাণিহ্মিতি।”<sup>৫</sup>  
—দৈত্যগণ প্রাশিত্র প্রহারের দ্বারা সবিতার বাহুব্য হিরণ্য করলে দেবগণ সোনা  
হাত সংযোজিত কবেছিলেন। ১।২২।৫ ঋকবে ভাব্যে সায়ন কৌশিতকী ব্রাহ্মণে  
বর্ণিত উপাখ্যানটি বিবৃত কবেছেন : “দেবকর্তৃক যোগে সবিতা স্বয়ং ঋষিগ্ ভূষা  
ব্রহ্মদেবনাবস্থিতঃ। তদানীং কস্ত্রাং চিদিষ্টাবধ্বর্ষন্তৈ সবিদ্রে প্রাশিত্রনামকং  
পুরোভাশভাগং দত্তবন্তঃ। তচ্চ প্রাশিত্রং হস্তে সবিদ্রা গৃহীতঃ সন্তদীষপাণিং  
চিচ্ছেদ। ততঃ প্রাশিত্রস্ত দাতারোহধ্বর্ষবঃ সূর্যমবহং পাণিং নির্মাষ প্রক্ষিপ্তবন্তঃ।”  
—দেবতাদের অহুষ্ঠিত যজ্ঞে সূর্য ঋষি হইবে ব্রহ্মরূপে অবস্থান করছিলেন।  
অধ্বয়ুগণ সেই যজ্ঞে প্রাশিত্র নামক পুরোভাশের অংশবিশেষ তাঁব হাতে দিবে  
ছিলেন। প্রাশিত্র হস্তে গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের হাত খসে যায়। তখন  
অধ্বয়ুগণ সোনা হাত নির্মাণ কবে সূর্যের শরীরে সংযুক্ত করেছিলেন।

হিবণ্যয় সূর্যই অগ্নি, সোম, বৃহস্পতি, সবিতা, ইন্দ্র, ও ভূতি দেবতা রূপে  
প্রকাশিত :

১ ঋকবেদ—১।৩৫।৮

২ বেদবাহুদ নব ভাব্য—১ম সর্গ

৩ — ১।৩৫।৩ ঋকের ভাষ্য

৪ শুক্ল বহুঃ—১।১৬ নব্বের ভাষ্য

হিব্য বৰ্ণে অজয়ঃ সূৰ্য্যো জবা মৃত্যুঃ প্রজয়া সবিশম্ব ।

তদগ্নিরাহ তচ্ছ সোম আহ বৃহস্পতিঃ সবিতা তদিত্যঃ ।<sup>১</sup>

যদিও সূৰ্য ও সবিতা একই দেবতাব নামান্তর মাত্র, তথাপি স্বয়ংদেব একটি মন্ত্ৰে সূৰ্য ও সবিতা ভিন্ন দেবতারূপে প্রতীয়মান হয়েছেন । স্বকৃটি এই :

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিসৰ্গিকৃতো দ্যাৱা পৃথিবী অন্তরীষতে ।

অপায়ীয়াং বাধতে বেতি সূৰ্যমতিক্রমেন বৃদ্ধস্ত দ্যামুশ্যোতি ॥<sup>২</sup>

—হিব্যপাণি বিবিধ দর্শনযুক্ত সবিতা উত্তৰলোকের মধ্যে গমন কবিতেছেন, সূৰ্য্যেব নিকট যাইতেছেন এবং তমোনাশক ভেদ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিতেছেন।<sup>৩</sup>

সূৰ্য ও সবিতা ভিন্ন দেবতা নন,—একই দেবতার ভিন্ন প্রকাশ । সাধনাত্মক পিথোছেন, “যদ্যপি সবিতৃসূৰ্য্যোবেকদেবতাস্ব তথাপি মূর্তিতেদেন গন্তৃগন্তব্য-ভাবঃ ।” - সবিতা ও সূৰ্য এক দেবতা হওয়া সত্ত্বেও মূর্তিতেদে গন্তৃগন্তব্যভাব ।

যাক্বেব মতে আকাশ থেকে যখন অন্ধকার ঘাষ, কিরণ বিস্তৃত হয়,—সেই সময় সবিতাব কাল । অর্থাৎ উষা লগ্নে উদয়পূর্বকালীন সূৰ্যই সবিতা ।

সাধনের মতেও উদয়ের পূর্বে সূৰ্য্যেব যে মূর্তি—তাই সবিতা , উদয় থেকে অন্ত পৰ্যন্ত যে মূর্তি তাকেই সূৰ্য বলা হয় ।

সূৰ্য্যেব সবিতা নামকরণ সম্পর্কে যোগিসাঙ্কবল্য বলেছেন,—

সবিতা সর্বভূতানাং সর্বভাবান্ প্রস্থয়তে ।

সবনাং পাবনার্জিব সবিতা তেন চোচ্যতে ॥

—সকল ভূতব অন্তরাত্মারূপে সর্বজীবের ভাবসমূহ তিনি সৃষ্টি করেন । প্রসব ( সৃষ্টি ) করায় জন্ত এবং পবিত্র কবায় জন্ত তিনি সবিতা নামে প্রসিদ্ধ ।

অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল সূৰ্য ও সবিতার স্বরূপ নির্বণ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “We may therefore conclude that Savitri was originally an epithet of Indian Origin applied to the Sun as the great stimulator of life and motion in the world, representing the most important movement which dominates all others in the universe, but that as differentiated from Sūrya, he is a more abstract deity. He is in the eyes of the Vedic poets the divine power of the sun personified, while Sūrya is more concrete deity.”<sup>৪</sup>

১ অথর্ববেদ—১৯৩২ঃ৪৮

২ ঋগ্বেদ—১৩ঃ১৯

৩ অমুবাদ—স্বয়ংচন্দ্র দত্ত

৪ Vedic Mythology—page 34



— সপ্তাশ্ববাহিত একচক্র যথেষ্ট সমাকট দুই পদ্য কসীপাঞ্জ এক লেখনীধারী স্বর্ষকে অংকিত করবে। তাঁর দক্ষিণে কুণ্ডী বামে দণ্ডধারী ববিপার্শ্বদ পিজলবর্ণের দ্বারী থাকবে। দুই পাশে তানব্রজ্ঞনধারিণী প্রতাহীনা রাজ্ঞী পার্শ্বে থাকবেন। অথবা অশ্বাকট স্বর্ষমূর্তি নির্মাণ করবে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঞ্জল কাব্যে স্বর্ষ পরাঙ্গীন ববান্তবহন্ত জিলোচন এবং শিরোমণিধারী :

কোকনদপন্ন      থাক নিরন্তব  
অশেষগুণ      সাগব।  
ববান্তব কব      জিনযন ধর  
মাখায় মাণিক বর ॥

স্বর্ষেব রথেষ সাবখিব নাম অকল। প্রভাতস্বর্ষকে অরুণ বলা হয়। অরুণ স্বর্ষেবই একটি রূপ।

ভবিষ্য, সাধ, ববাহ প্রভৃতি পুবাণে কৃষ্ণপুত্র সাধ কর্তৃক কুষ্ঠবোগমুক্তিব আশায় স্বর্ষপূজা প্রবর্তনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে, কবি মধুসূদন কুষ্ঠ-বোগমুক্তিব জন্য স্বর্ষশতক নামক কাব্যটী বচনা করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) এবং আলবেকলীর (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে মূলতানে স্ববিখ্যাত স্বর্ষমন্দিরে স্বর্ষবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আলবেকলীর বর্ণনায় এই মন্দিরের স্বর্ষবিগ্রহ কাষ্ঠনির্মিত ও রক্তবর্ণ বর্ষাচ্ছাদিত, বিগ্রহের চোখ দুটিতে দুটি লাল চুনী পাখব বসানো ছিল।<sup>১</sup> ববাহপুরাণে (১১৭ অঃ) সাধ কর্তৃক মধুবাষ প্রতিষ্ঠিত স্বর্ষবিগ্রহের নাম সাধাধিত্য। বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ে গ্রহ-দেবতা হিসাবে আদিত্য স্থান লাভ করেছেন। “আদিত্য বা স্বর্ষদেব সাতটি বোড়া টানা রথে বসিযা থাকেন। ইনি রক্তবর্ণ ও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে ও বাম হস্তে স্বর্ষমণ্ডল ধরিযা থাকেন। ইহার বক্তবর্ণ অমিতাভেব স্ফোতক।”<sup>২</sup> বৃহৎ সंहিতায় স্বর্ষ বিগ্রহের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

নাশাললাটজ্জ্যোত্স্নগুণবক্ষাসি চোন্নতানি ববে।

কুর্ষাছদীচ্যবেষ গুচ পবাজুবো যাবৎ ॥

বিভ্রাণঃ স্বকরুহে পাণিভ্যাং পংকজে মুকুটধারী।

কুণ্ডলবিভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারো বিদগ্ধবৃত্তঃ ॥<sup>৩</sup>

১ পাণ্ডোপাসনা—জিতেন্দ্রনাথ কল্যাণাধ্যায়, পৃঃ ৩১২      ২ বৌদ্ধ দেবদেবী—পৃঃ ১১৭

৩ বৃহৎ সंहিতা—৫১/৪৩-৪৭

—স্বর্ষের নাসিকা, ললাট, জঙ্ঘা, উরু ও বক্ষ হবে উন্নত। তাঁর বেশ উদীচ্য (অর্থাৎ উত্তর দেশীয়), পদদ্বয় থেকে বক্ষ পর্যন্ত আবৃত, তাঁর দুই হাতে দুই পদ্ম, মাথায় মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, লম্বিত হার বক্ষে এবং বিশদগ্ন বা বিষদগ্ন আবৃত।

বিস্ময়মোত্তবে (৩৮ খণ্ড, ৬৭ অঃ) স্বর্ষের উদীচ্য বেশ ও বর্ষাচ্ছাদিত দেহের বর্ণনা আছে। মৎসপুবাণে বর্ণিত স্বর্ষের মূর্তি বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

রথং কার্ষেদেব পদ্মহস্তং স্নলোচনম্।

সপ্তাধ্বৈক্ষচক্রঞ্চ রথং তস্ত প্রকল্পয়েৎ।

মুকুটেন বিচিজ্জ্ঞেয় পদ্মগর্ভসমপ্রভম্।

নানাতবণভূষাভ্যাং ভূষাভ্যাং বৃতপুঙ্করম্।

বক্ষস্ পুন্দরে তে তু লীলবৈব বৃত্তে সদা।

চোলকচ্ছিন্নবপুঃ কচিচ্চিজ্জেরু দর্শয়েৎ।

বস্ত্রযুগ্মমাপেত্যং চরণৌ তেজসারভৌ ॥\*

—ঐ দেব (স্বর্ষ) রথং ও পদ্মহস্ত হইবেন এবং উঁচায় লোচন স্নলোচন হইবে। উঁচায় রথে সপ্ত অশ্ব ও একটি চক্র কল্পিত হইবে। পদ্মগর্ভসমপ্রভ বিচিজ্জ মুকুট তাঁহার শিরদেশে শোভিত হইবে এবং পদ্মরয়ে পদদ্বয় বিস্তৃত থাকিবে। ঐ মূর্তি বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইবেন। তিনি লীলাবশতঃ স্বদেশেও দুইটি পুন্দর ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গের বস্ত্রযুগ্ম আচ্ছাদিত হইবে, এই মূর্তি কদাচিৎ চিজ্জপটেও অংকিত কবিলা লজ্জা যাইতে পারে, তাঁহার চরণদ্বয় বেন চেজ্জোদ্বারা পরিব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে।\*

জ্যোতীর্নকালে ভারতে স্বর্ষের প্রতীক উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মুদ্রায় স্বর্ষের নানাবিধ প্রতীক অঙ্কিত দেখা যায়। স্বর্ষের স্বস্বীয়সম্বন্ধিত গোলক, পদ্ম, চক্র প্রভৃতি স্বর্ষের প্রতীকরূপে গণ্য হয়। শুদ্ধবংশীয় ভাস্কর্য্যমিত্রের (১০০ খ্রীঃ পূঃ—১০০ খ্রীঃ) অষ্টদল পদ্ম এক পঞ্চাশিখাবিশিষ্ট নন্দীপদ্ম এবং স্বর্ষমিত্রের মুদ্রায় জিহ্বজ্ঞানীর্বে প্রতীকচিহ্নের উপরে স্বস্বীয়সম্বন্ধিত বৃত্ত প্রতীকরূপে অংকিত হয়েছে।\*

শুদ্ধয় মহারাজ বাগাঘোষের মুদ্রায় বিপরীত দিকে (reverse) দণ্ডের উপরে চক্র<sup>১</sup> এবং কুলুত মুদ্রায় সম্মুখভাগে (obverse) বিদ্যু পরিবেষ্টিত চক্র স্বর্ষের

১ বস্ত্রপূরণ—৩১১১-৪

২ অশ্ববাহ—পঞ্চানন তর্কর

৩ Ancient Indian Numismatics—১ K Chakraborty, page 27

৪ অদেব—পৃঃ ১২০

প্রতীকরূপে ব্যবহৃত।<sup>১</sup> কৌশাঘীর বৃহস্পতিমিজের মুদ্রাতেও সূর্যের প্রতীক চক্রে অংকিত আছে।<sup>২</sup> কনিষ্ক ও হবিষ্কের মুদ্রায় (খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দী) মিথু, মিজ) মিহির বা সূর্যের মূর্তি অংকিত আছে।

কিন্তু গুপ্তযুগে ও গুপ্তোত্তর যুগের উত্তরভারতে প্রাপ্ত সূর্য মূর্তিতে সূর্যদেবের মনুষ্যাকৃতি মূর্তি পায়ে বৃট্ জুতা আছে। কোথাও কোথাও কুশাণ সম্রাটদের মত দীর্ঘ গাত্রাবরণও পাওয়া যায়। কচিতে মেথলার সঙ্গে অব্যাক্তও কোথাও কোথাও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সূর্যমূর্তির এই রূপকল্পনা শক বা কুশাণ জাতির পোষাক থেকে এসেছে বলে পণ্ডিতরা মনে করে থাকেন। সূর্যের চরণদ্বয় তেলোঁচা বা আবৃত—এই বিবরণের মধ্যেও কুশাণযুগের জুতার সংস্কৃতরূপ প্রচ্ছন্ন বলে অহমান করা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে বিবকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাস করলেও তাঁর চরণেব তেজ হ্রাস কবতে পারেন নি, সেইজন্য চরণদ্বয় আবৃত। পুৰাণানুসারে সাধ শকরূপ থেকে মগব্রাহ্মণদের এনে সূর্যপূজা কবিযেছিলেন। সংস্কৃত মগ শব্দ পার্শ্ব ম্যাগি শব্দ থেকে এসেছে। “মগপরিহিত অব্যাক্ত আবৃত্তাষ উক্ত Aivyaonghen কথাটি হইতে উদ্ধৃত, উহা পারসীকগণের দ্বারা ব্যবহৃত কুস্তির নামান্তর।”<sup>৩</sup> ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে উদীয়মান বলতে “শক বা কুশাণ প্রভৃতি উত্তরদেশাগত বৈদেশিক শাসকগণের যে বেশ ছিল, উহারই এই নাম।”<sup>৪</sup> সূর্য বৈদিক দেবতা এক বেদের অল্পতম প্রধান দেবতা হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালের সূর্যমূর্তি নির্মাণে বৈদেশিক প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। অবশ্য বৈদিক সূর্যের ঐতিহ্যবাহী দেশীয় বাঁতিতে নির্মিত সূর্যমূর্তি দুর্লভ নয়। বৈদেশিক প্রভাব অবশ্যই পরে এসেছে। “ভারতবর্ষে সূর্যদেবের দুইটি রূপ কল্পিত হয়েছে—এক, ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক রূপ, তাতে তাঁর চার ঘোড়ার যথেষ্ট চড়ে রযেছেন তাঁর দুই স্ত্রী—উবা আর শরপু, আর সঙ্গে সেই ঘোড়ার চেপে দুই অশ্বিদেব বা অশ্বিনীকুমার দেবতাও। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পারস্যদেশ থেকেও দেশের ‘মগ’ পুর্বোহিতেরা—যাদের ভারতবর্ষে ‘মগ ব্রাহ্মণ’ বা ‘শকদীপী’ অথবা ‘দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ’ বলা হয়—তাঁরা নতুন করে সূর্যের পূজা আনেন ভারতবর্ষে। তাঁরা সূর্য দেবতার যে মূর্তি এনে ভারতবর্ষে স্থাপিত করেন, সেটি হচ্ছে ইরানী পোষাকপরা সূর্য, হিন্দু দেবতার

১ ভাস্কর্য—পৃঃ ১৮৫

২ Indian Coins—Rapson, plate III

৩ পক্ষোপাসনা—পৃঃ ৫১০

৪ পক্ষোপাসনা—পৃঃ ১৬

মত খালি গায়ে, খালি পায়ে নন। এই নতুন বা বিদেশী পবিকল্পনাব সূর্যেব মাথায় ইবানী টুপি, গায়ে আঙবাখা আব পায়ে 'মোচক' বা 'মোজা' অর্থাৎ হাঁটু পর্যন্ত জুতা। কেবল মিত্র (মিথ্র, অথবা মিহির) বা সূর্যদেব যে এই সাজে ভারতে এসেছেন তা নয়, সূর্যের পুত্র, শিকারেব দেবতা Raavan 'রববন্ত' বা 'বেবন্ত', আব তাঁব এক অল্পচর পিন্দোল—এঁদেরও পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো। এই ইবানী মিত্র বা সূর্যের প্রভাবে উদ্ভব ভাবতের প্রায় সর্বত্রই সূর্যের মূর্তিতে হাঁটু পর্যন্ত জুতো দেখানোব বীতি এসে গিয়েছিল। দেবতাব খালি গা, অস্ত্র হিন্দু দেবতাব মত গায়ে প্রচুর গহনা। কিন্তু দুই পায়ে হাঁটু পর্যন্ত জুতো।

দেবতাদেব পা যে মাটিতে ঠেকে না—এই ভাবটি বোঝাবার জন্য যবদ্বীপ ও বলিষীপে ভারতীয় দেবতার মূর্তিতে দেখেছি—তাদের পায়ে জুতা আঁকা হয়। শ্রাম দেশেতেও সেই কায়দে মা দুর্গাব বৃষভাক্ত মূর্তিতে পায়ে বেশ শুভ-ঘোলা নাগরা জুতা।<sup>১</sup>

হুতরাং সূর্য-বিগ্রহ নির্মাণে ভারতীয় ও অভ্যন্তরীণ উদ্ভবদেশীয় সংস্কৃতির যোগসূত্র রচিত হইয়াছিল। "উদ্ভব ভারতীয় সূর্যবিগ্রহেব হস্তস্থিত পদ্ম, কর্ণকুণ্ডল ও শিরোভূষণ প্রভৃতি ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অব্যক্ত, দীর্ঘগাত্রাবরণ ও উচ্চ পদাবরণ মিলিত হইয়া এতদেশীয় সূর্যপূজা যে কিভাবে শকদ্বীপীয় সূর্যোপাসনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে তাহার পরিচয় প্রদান করে।"<sup>২</sup>

সূর্যোপাসনা পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচলিত ছিল নানা নামে, নানা আকারে। বৈদিক সূর্যোপাসনা দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল কিনা বলা সম্ভব নয়। "গ্রীকদিগের Helios শব্দ 'সূর্য' শব্দের রূপান্তর যাত্র এবং গ্রীকদিগকে যে 'Hobenes' বলিত তার অর্থ সূর্যবংশীয়। লাতিনদিগের Sol ও টিউটনদিগের Toyr ও 'থোরসেদ'ও সূর্যের রূপান্তরমাত্র।"<sup>৩</sup>

"গ্রীকদিগের হেলিও (Helios), লাতিনদিগের সোল (Sol), টিউটনদিগের টার (Tyr), ও ইরানিগণের 'থরসেদ' প্রভৃতি সূর্যের নাম। এদেশে যেমন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণেব জন্য সূর্যেব হস্ত কাটা পড়িয়াছিল, উপাখ্যান আছে, জর্মনদিগেব মধ্যে সেইরূপ তাঁহাদের টার ব্যাঘ্রের মুখে হাত দিয়া হাত হারাইয়াছিলেন।"<sup>৪</sup>

১ রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভারত ও জাতিদেশ—ডাঃ হুম্বর্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ: ৬২২-২৩

২ পঞ্চোপাসনা—পৃ: ৩১৬

৩ স্বর্ষ্যদেব অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৮৯১৫ স্বর্ষ্যদেব দীপিকা

৪ দুর্গোপাসনা সাহিত্য সম্পাদিত স্বর্ষ্যদেব—২য় খণ্ড, ১৮৯২ স্বর্ষ্যদেব ব্যাখ্যা

শূৰ্ষ সম্পৰ্কিত এই উপাখ্যানটি ভাৰতবৰ্ষ খেকেই ইউৰোপে প্ৰসাৰিত হৈছে। তৰে কি শূৰ্ষোপাসনাও ভাৰতবৰ্ষ খেকেই অন্যান্য দেশে ছড়িযে গড়েছিল ?

লক্ষণীয় এই যে শূৰ্ষপূজা মহাভাৰতের বীৰশ্ৰেষ্ঠ কৰ্ণ সহজাত কবচ অৰ্থাৎ বৰ্ম ও কুণ্ডল বা কৰ্ণভূষণ নিষেই ক্ষয়গ্ৰহণ কৰেছিলেন। শূৰ্ষপূজা কৰ্ণ শূৰ্ষেরই ৰূপান্তৰ। এয়ুগেও ইতু, ভাট, তুৰ্ব্ব ও ভূতি বেবেলি ঝতে এবং বাস, থুলন, দোল প্ৰভৃতি উৎসবে শূৰ্ষপূজাই কপান্তৰ লক্ষিত হয়। নবগ্ৰহের অন্ততম হিসাবেও শূৰ্ষ পূজিত হয়ে থাকেন। বাচ-বাসনাৰ ধৰ্মপূজাতেও শূৰ্ষপূজা লুকায়িত আছে।



## মিত্র

মিত্র ও বরুণ একত্র স্তুত হইবেছেন। ঞ্ণকর্মের দিক থেকে উভয়ের সাদৃশ্য-গভীর। স্তুতবাং মিত্র ও বরুণ একই দেবতার দুটি পৃথক রূপ, তাতে আর সন্দেহ কি? মিত্র ও বরুণের মধ্যে যে ঞ্ণগত পার্থক্য, সে পার্থক্যটি কি? তৈত্তিরীয় সাহিত্য বলি হইবেছে মিত্রাবরুণ দ্বিবা ও রাত্রি—“অহোরাত্রে বৈ মিত্রাবরুণে।”<sup>১</sup> এই প্রতিবাক্য অত্সাবে সাযনাচার্ণ মিত্রকে দিনের দেবতা ও বরুণকে রাত্রির দেবতা বলে গ্রহণ কবেছেন,—“মিত্র অহবভিমানী দেবঃ।” কিন্তু ঞ্ণেদে মিত্র ও বরুণের ‘মিত্রাবরুণ’ রূপে যে সাজু্য ও সামীপ্য, তাতেও মিত্র ও বরুণকে দুই বিপরীত অবস্থার দেবতা বলে কল্পনাও কবা বাধ না। মিত্র সূর্য্যবই এক নাম। অগ্রহাষণ মাসে সূর্য্যের নাম মিত্র। সকল জীবকে মরণ থেকে রক্ষা করেন বলে (হৈমন্তিক কসল প্রদানের দ্বাৰা) সৰ্বজনৈব মিত্রস্বহেতু তিনি মিত্র। আচার্ণ যোগেশচন্দ্রের মতে মিত্র “গ্রীষ্ম ঞ্ণতুব আদিত্য এবং বর্ষা গ্রীষ্মের পৰ বর্ষা ঞ্ণতুব আদিত্য।”<sup>২</sup> যোগেশচন্দ্র বলেছেন, “মিত্র কুবকের মিত্র।”<sup>৩</sup> কিন্তু কুবকের যিনি মিত্র তাঁর ক্রিয়া গ্রীষ্মে নব, বর্ষায় অথবা হেমন্তে—শস্ত্র বপন অথবা পঞ্চশস্ত্র কর্তনের কালে। সূর্য্যকপী মিত্র হেমন্তে সৰ্বজনৈব মিত্ররূপে অবিভূত। কসল হবে ওঠার কাল হেমন্ত। তাই এখনও বান্ধালাব পল্লীতে অগ্রহাষণ মাসে মিত্রপূজা বা ইতুপূজাব ব্যাপকতা ঘরে ঘরে। বর্ধমপূর্ণ একটি পাত্রে (গামলা বা মালসাৰ) শস্ত্রচাৰা রোপণ কবে ইতুপূজা হয়। পঞ্চশস্ত্র প্রদানের দ্বাৰা সৰ্বজনৈব মিত্রস্ব অর্জনের জন্তই সূর্য্য এই সময়ে মিত্র নামে পূজিত হইছেন। ম্যাকডোনেল মিত্রকে সূর্য্য বলেই গ্রহণ কবেছেন। তিনি লিখেছেন, “The somewhat scanty evidence of the Veda showing that Mitra is a Solar deity is corroborated by the Avesta and Persian religion in general. Hence Mithra is undoubtedly a sun-god or a god of light specially connected with the Sun”<sup>৪</sup>

ঞ্ণেদে মিত্রই অগ্নি, সূর্য্য ও ইন্দ্রের ঞ্ণগমপন্ন। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৯ সূক্তে মিত্রকে আদিত্যের সঙ্গে অভিন্নরূপে স্তুতি কবা হইবেছে :

১ ষ্টঃ সং—২।৪।১০।১

৩ তদেব—পৃঃ ২৯

২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৯৩

৪ Vedic Index—page 39

প্র ম মিত্র যতো অস্ত প্রযথাক্রমে আদিত্য শিক্ষতি ব্রতেন ।<sup>৫</sup>

—হে আদিত্য মিত্র। যে মহত্ব ব্রতানুসারে তোমাকে হব্য প্রদান কবে,  
সে অন্নবান্ হউক ।<sup>৬</sup>

আদিত্যস্ত ব্রতমুপাশ্রিত্য বৎ মিত্রস্ত স্মৃত্যে শ্রাম ।<sup>৭</sup>

—সর্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করিতেছি। মিত্র যেন  
আমাদের প্রতি অঙ্গগ্রহ করেন ।<sup>৮</sup>

ইন্দ্র-বরুণেব মত মিত্রেণ রাজা—তিনি সর্বশ্রী বিধাতা ।

অব্যং মিত্রো নমস্তঃ স্ত্রুশেবো বাজা স্বক্কজো অজনিষ্ট বেধাঃ ।<sup>৯</sup>

—এই মিত্র প্রোদ্ধৃত হইয়াছেন, ইনি নমস্কাব্যযোগ্য স্বন্দব মুখবিশিষ্ট বাজা,  
ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা ।<sup>১০</sup>

মহী আদিত্যো নমসোপসত্তো বাতযজ্ঞনো গৃণতে স্ত্রুশেবঃ ।

তস্মা এতৎ পণ্যতমাব জুষ্টমর্নো মিত্রাব হবিরাজুহোত ।<sup>১১</sup>

—আদিত্য মহান্, তিনি সকল লোকের প্রবতর্ক, নমস্কার দ্বারা তাঁহার  
উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তৃতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের  
ঐতিকব এই হব্য অগ্নিতে অর্পণ কর ।<sup>১২</sup>

অতি যো মহিনা দিবং মিত্রো বভূব স প্রথাঃ ।

অতি শ্রবোভিঃ পৃথিবীন্ ।<sup>১৩</sup>

—যে মিত্র নিজের মহিমা দ্ব্যলোক অতিক্রান্ত করিয়াছেন, তিনি কীর্তিযুক্ত  
হইবা পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্ট করিয়াছেন ।<sup>১৪</sup>

নিরুক্তকব বলেছেন যে মিত্র, বরুণ, অবমা, দক্ষ, ভগ এবং অংশ—এই ছয়  
দেবতাই আদিত্যরূপী ।

“এবমহাসামপি দেবানামাদিত্যপ্রবাদাঃ স্ততষো ভবন্তি ।”<sup>১৫</sup>

—এইরূপে অস্ফাভ দেবতাদেরও আদিত্য নামে স্তুতি করা হয় ।

“তৎ যথৈতন্নিজস্ত বরুণস্তার্বনো দক্ষস্ত ভগস্তাংশস্তেতি ।”<sup>১৬</sup>

—যেমন এই সমস্ত স্থলে মিত্র, বরুণ, অবমা, দক্ষ, ভগ ও অংশ আদিত্য  
নামে অভিহিত ।

৫ ঋগ্বেদ—৩।৫২।২

৮ অম্ববাদ—৩।৫২।৫

১১ ঋগ্বেদ—৩।৫২।৫

১৪ অম্ববাদ—৩।৫২।৫

৬ অম্ববাদ—৩।৫২।৫

৭ ঋগ্বেদ—৩।৫২।৫

১২ অম্ববাদ—৩।৫২।৫

১৫ নিকশ—২।১৩।৪

৭ ঋগ্বেদ—৩।৫২।৫

১০ অম্ববাদ—৩।৫২।৫

১৩ ঋগ্বেদ—৩।৫২।৫

১৬ তদেব

ঋগ্বেদেব ২।২৭।১ মন্ত্রে এই ছয়জনই আদিত্য নামে উল্লিখিত হয়েছেন। পূর্বাঙ্কত ৩।৫২ মন্ত্রে যে মিত্র একাকী আদিত্যরূপে স্তুত হয়েছেন, নিরুক্তকাব যাক তা স্বীকার কবেছেন : ‘অথাপি মিত্রৈকৈকশ প্র স মিত্র যতোঁ অস্ত প্রযস্বান্। যন্ত আদিত্য ত্রতেনেত্যপি নিগমো ভবতি।’<sup>১৭</sup> —একাকী মিত্রেরও আদিত্য নামে স্তুতি আছে। প্র স মিত্রঃ .. ইত্যাদি বেদবাক্যেও প্রমাণ আছে। “এই স্থলে অপি শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, অত্যাশ্চর্য বৈদিক মন্ত্রেও আদিত্য নামে মিত্রের স্তুতি আছে।”<sup>১৮</sup>

মিত্র যুষ্টিবও দেবতা। এ বিষয়ে তিনি ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, প্রভৃতির সঙ্গে সমানধর্মী। ঋগ্বেদ বলেছেন,

মিত্রো জনান্ যাতবতি ত্রবানো মিত্রা দাধাব পৃথিবীমুতগাম্।

মিত্রঃ কৃষ্টীরনিমিষাভিচটে মিত্রায হব্যং যুতবজ্জুহোত।<sup>১৯</sup>

—মিত্র মেঘগর্জনের দ্বারা বর্ষা। সূচনা কবিষা কুবকগণকে কৃষিকার্যে প্রবর্তিত বা প্রযস্বান্ করেন, মিত্র পৃথিবী ধারণ করেন যুষ্টি প্রদানের দ্বারা অন্ন সম্পাদন করিষা এবং দ্যুলোক ধারণ করেন শস্ত্রসম্পৎশাসিনী পৃথিবীতে যজ্ঞাহুষ্ঠান প্রোৎসাহিত কবিষা। মিত্র লোকসমূহের দিকে অনিমেঘ দৃষ্টিপাত করিতেছেন তাহাদেব উপকার বিধানের নিমিত্ত, ঈদৃশ মিত্রের প্রতি যুতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।<sup>২০</sup>

মিত্র শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে যাক লিখেছেন, “মিত্রঃ প্রমীতে জ্বাযতে।”<sup>২১</sup> — মিত্র = প্রমীতি + জৈ + ক, প্রমীতি শব্দের স্থানে মিত্র আদেশ। মিত্র প্রমীতি অর্থাৎ যবণ হইতে সর্বলোকের জ্ঞান কবেন বর্ষণের দ্বারা।<sup>২২</sup>

মিত্র শব্দের অর্থান্তর প্রসঙ্গে যাক বলেছেন, “সম্মিধানো ত্রবতীতি বা।”<sup>২৩</sup> — “মিত্র জলপ্রক্ষেপণী অর্থাৎ জলবর্ষা কবিষা অন্তরীক্ষলোকে গমন কবেন।”<sup>২৪</sup>

মিত্র শব্দের যাক্কৃত অর্থান্তর : “সেদযতের্ব্য”<sup>২৫</sup>

—“মিদ্ বাতু স্নেহনার্থক, মিত্র সর্ববস্তুর জলের দ্বারা স্নিগ্ধ করেন।”

অতএব যাক্কেব ব্যাখ্যাহিসাবে মিত্র জলবর্ষণকারী দেবতা। স্ততরাং জল

১৭ নিকন্ত—২।১৮৬

১৮ অববেধব ঠাকুর, নিকন্ত (ক বি) পৃঃ ২৬৩

১৯ ঋগ্বেদ—৩।৫২।১

২০ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২১ নিকন্ত—১।১২।১৭

২২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

২৩ নিকন্ত—১।১২।৮

২৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

২৫ নিকন্ত—১।১২।১০

২৬ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

কর্তা স্বৰ্ঘ। আব এইজন্ত বৰুণেব সঙ্কে মিত্ৰেব ঘনিষ্ঠতা। মিত্ৰ ও বৰুণেব একস্থানত্ব থেকে প্রতীয়মান হব যে বৰুণ বৰ্ষাৰ আদিত্য যিনি আকাশ মেঘে আবৃত করেন, আব মিত্ৰ হেমন্তে শস্ত্ৰ পবিপুষ্ট কৰে মৰণ থেকে সৰ্বলোকে জ্ঞান কৰেন। ইন্দ্র মেঘ ভেদ কৰে বৃষ্টি দান কৰেন।

মিত্ৰ উপাসনা ভাৰতের বাহিৰে ইবানে, ইউৰোপে ও বোমে প্রসাৰিত হৰেছিল এবং বোমে খৃষ্টীয় চতুৰ্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। “The God Mitra of the Vedic Aryans was the same as Mithra of the Iranians and Medus of Lydians The worship of Mitra prevailed down to the 4th century in the Roman Empire.”<sup>২৭</sup>

## পুষা

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পুষ্প সম্পর্কে লিখেছেন, "The Aryans, while they were nomads, worshipped Pushan, the god of travellers who protected them from highway men and prevented their cattle from straying."<sup>১</sup>

একশ্রেণীর পাশ্চাত্যপণ্ডিত মনে করেন যে, আর্ষগণ ভাবতে আসার সময়ে যাযাবর জাতি ছিলেন। পরে তাঁরা কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গ্রহণ করেন। একপ অল্পমানেব সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ স্বত্বদে নেই। যাযাবর আর্ষগণ ভাবতবর্ষেব বহিঃস্থিত কোন প্রদেশ থেকে ভাবতে এসেছিলেন, এ তত্ত্ব অল্পমান মাত্র। স্মৃতবাং যাযাবর আর্ষদেব দেবতা পুষা—এ মতও যুক্তিগ্রাহ্য নয়। পুষাকে যাযাবর জাতির দেবতা বলার একমাত্র কারণ—স্বত্বদে তাঁকে পথবেত্তা ও ছাগবাহন বলা হত্বেছে। ৬৪২।৮ এবং ৬৪৩।১ স্বকে পুষা "পথস্পথঃ" অর্থাৎ পথেব অধিপতি। তিনি পথের বিপদও দূর করেন।

সং পুষ্পধনন্তিব ব্যাহো বিমুচো নপাং ।

সঙ্কা দেব প্রণস্পুরঃ ।

যো নঃ পুষ্পযো বুকো হুঃশেব আদিশেতি ।

অপন্ন ত পথো জহি ।

অপ ত পবিস্থখিনং যুযীবাং হবশিতং ।

দূবমধি শ্রতেবজ ॥<sup>২</sup>

—হে পুষা! পথ পার কবাইবা দাও, ( বিস্বহেতু ) পাপ বিনাশ কর, হে মেঘপুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও ।

হে পুষা! আঘাতকাবী, অপহরণকাবী ও ছুটাকাবী যে কেহ আমাদিগকে বিপবীত পথ দেখাইবা দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর কবিয়া দাও ।

সেই মার্গ প্রতিবন্ধক, তস্বর কুটিলাচাবীকে পথ হইতে দূবে তাড়াইয়া দাও ।<sup>৩</sup>

পুষার বাহন ছাগ :

১ Epics, Myths & legends of India—P Thomas, page 53

২ স্বত্বদে—১।৪২।১—৩

৩ অনুবাদ—স্বদেশের দত্ত

বানো ধাৰাস্থানে বনো রাশিবজাৰ ।

ধীৰতো ধীৰতঃ সখা ॥

পূৰ্ণং বজাৰূপ জোৰামবাজিনং ।

স্বৰ্ঘ্যো জাব উচ্যতে ॥

—হে দীপ্তিশালী পূৰ্বা। তুমি ধনপ্ৰবাহস্বৰূপ। তুমি ধনবাশিস্বৰূপ এবং ছাগই তোমাৰ অৰ্ধেৰ কাৰ্ধ নিৰ্বাহ কৰে। তুমি প্ৰত্যেক স্তবকাবীৰ মিজ্জুত।

অন্ত আমবা ছাগবাহন, অন্নসম্পন্ন সেই পূৰ্বাৰ স্তব কৰিতেছি। বাঁহাকে লোকে তাহাৰ ভগিনী (অৰ্থাৎ উৰাব) জাৰ বলিয়া থাকে।\*

অজাৰঃ পত্তপা বাজপত্তো যিৰং জিৰো ভুবনে বিৰে অপিতঃ ।

অন্ত্ৰং পূৰ্বা শিথিবামুদ্ববী বৃজং সচক্ষানো ভুবনা দেব ঈয়তে ॥\*

—যিনি ছাগবাহন ও পত্তপালক, বাঁহাৰ গৃহ অন্নপূৰ্ণ, যিনি স্তোত্ৰবৰ্গেৰ জীভিগদ অখিল ভুবনেৰ উপৰ স্থাপিত সেই দেব পূৰ্বা (স্বৰ্ঘ্যৰূপে) ভূতজাতকে প্ৰকাশিত কৰিবা নিজহস্তে প্ৰত্যাহ উত্তোলন কৰিবা নভোমণ্ডলে গমন কৰিতেছেন।\*

আব একাট ঝকে<sup>৪</sup> পূৰ্ণকে অজাৰ বলে সৰ্বোদন কৰা হবোছে। সাধনেৰ মতে অজাৰ শব্দেৰ অৰ্থ—অজই বাঁহ অৰ্থ।

পূৰ্বা পত্তমেবও বক্ষক—পত্তপালক। তাঁৰ কুপাৰ অপহৃত গবাদি পত্ত পুনঃপ্ৰাপ্ত হওবা সম্ভব হব।

পবিপূৰ্বা পৰস্তাকস্তং দ্বাতু দক্ষিণম্ ।

পুনৰ্ণো নষ্টমাজ্জতু ॥\*

—পূৰ্বা যেন বক্ষা কৰিবাৰ নিমিত্ত আমাদিগেৰ খেয়বুদ্ধেৰ অহ্মসবণ কৰেন ; তিনি যেন আমাদিগেৰ অশ্বগণকে বক্ষা কৰেন, তিনি যেন আমাদিগকে অন্ন প্ৰদান কৰেন।<sup>১০</sup>

মনে হব, পূৰ্বা ছিলেন আৰ্ধদেব পত্তবক্ষাকাবী দেবতা এবং পথেৰ অধিপতি অৰ্থাৎ পথকে স্ৰগম ও বিদ্যমুক্তকৰাৰ কৰ্তা। পূৰ্বা কেবল মাহুৰ ও গবাদি পত্তকে পথ দেখান না, তিনি স্বৰ্ঘেবও পথপ্ৰদৰ্শক,—তিনি স্বৰ্ঘেৰ হিয়গ্ৰন্থ চক্ৰ পবিচালিত কৰেন।

\* কৰ্বেদ—৩।৫১৩-৪

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্ৰ দত্ত

৬ কৰ্বেদ—৩।৫৮২

৭ অনুবাদ—ভদ্র

৮ কৰ্বেদ—৩।১৩৮।৪

৯ কৰ্বেদ—৩।৫৪।১০

১০ অনুবাদ—ভদ্র

উতাদঃ পক্ষতে গবি স্নয়শ্চক্রং হিরণ্যায়ং

শ্রৈবশ্রবণীভবঃ ॥<sup>১১</sup>

—চালক বণিশ্রেষ্ঠ পূবা দীপ্তিমান, সূর্যের হিরণ্যব রথচক্র নিম্নত পরিচালিত কবিভেছেন।<sup>১০</sup>

পূবাব চক্র অঙ্গব অঙ্গন এক ক্রান্তিহীন বিরাগহীন,—

পুষ্পশ্চক্রং ন সিস্ততি ন কোশোঃবপচ্রতে

নো অস্ত ব্যাধতে পবিঃ ॥<sup>১২</sup>

—পূবার আয়ত্বভূত চক্র বিনষ্ট হব না। এই চক্রেব বোশ হীন হব না এবং ইহার ধারা কুণ্ডিত হব না।<sup>১১</sup>

বনেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন, চক্র পূবার আয়ত্ব অর্থাৎ অস্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই চক্র সূর্যমণ্ডল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

পূবার দুই রূপ—মিবা ও রাজি। পূবা সূর্যের মত জগৎ প্রকাশক।

চক্রং তে অন্তঃসত্ত্বং তে অন্তঃস্বরূপে অহনী চৌরিবাসি।

বিধা হি মায়ী অসি স্বধাবো ভদ্রা তে পূবরিহ রাতিনস্ত ॥<sup>১২</sup>

—হে পূবা। তোমায় একরূপ (মিবা) ও অন্তরূপ (রাজি) কেবল বজ্রনীর। এইরূপে মিবা ও রাজির রূপ বিভিন্নপ্রকার। তুমি সূর্যের জায় প্রকাশক, কারণ তুমি অন্নদাতা ও সর্বপ্রকার জ্ঞান ধারণ কর, সম্রাতি জ্ঞান রক্ষাণকর দান প্রকাশিত হউক।<sup>১৩</sup>

এই বর্ণনা থেকে পূবা যে সূর্যই তাতে সন্দেহ থাকে না। পরবর্তীকালে পূবা সূর্য অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। একটি মন্ত্রে<sup>১৪</sup> আছে যে পূবাব হিরণ্যম নৌকা অন্তরীক্ষে (সমুদ্রে) সঞ্চরণ কবে,—পূবা সূর্যের দ্যোত্য করেন। একটি মন্ত্রে তিনি মাতাব পতি এবং ভগিনীর জায়—মাতৃদ্বিধিবুত্রবৎ স্বর্জ্যায়ঃ শূণোত্তমঃ।<sup>১৫</sup> —(রাজিরূপ) মাতাব পতি দেব পূবার স্তব করিতেছি। তাঁর ভগিনীর জায় (পূবা) আনাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন।<sup>১৬</sup>

পূর্বোক্ত শব্দটিতে (৩।৫।৪) পূবা ভগিনীর জায়রূপে উল্লিখিত। এরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক বেদে রূপক হিসাবে প্রায়শঃই কথিত হয়েছে বিভিন্ন দেবতা সম্পর্কে—

১১ মন্দের—৩।৫।৩

১২ অনুবাদ—রনেশচন্দ্র দত্ত

১৩ মন্দের—৩।৫।৩

১৪ অনুবাদ—ভদ্র

১৫ মন্দের—৩।৫।১

১৬ অনুবাদ—ভদ্র

১৭ মন্দের—৩।৫।৩

১৮ এই ৩।৫।৫

১৯ অনুবাদ—রনেশচন্দ্র দত্ত

বিশেষভাবে অগ্নি ও সূর্য সম্পর্কে। স্বপ্নচন্দ্রের মতে পূবার মাতা বাত্মি ও ভগিনী উবা। বাত্মির গর্ভে পূবা বা সূর্যের এক উবাৎ জন্ম হয়। অথচ বাত্মি কর্তা বা পতি সূর্যই, উবার জ্বর অর্থাৎ কবকর্তা অথবা প্রণবীও সূর্য। স্তবৎ আপাতঃ বিরোধ থাকে সত্ত্বেও এই সম্ভাব্য বিরোধ নেই। একটি স্বকে সূর্যকে উবাৎ প্রণবাকাজীকপে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূর্যো দেবীম্বসং বোচমানাং সূর্যো ন যোযামভ্যোতি পশ্চাৎ।<sup>১</sup> ক

—পুরুষ যেমন সূর্য্যবী নারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, সূর্যও তেমনি দীপ্তিময়ী উবাৎ পশ্চাতে আগমন করেন।

একটি ঋকে<sup>২০</sup> উবাৎ সূর্যের পত্নী। এই উবাকে অগ্নি জন্ম দিবেছেন,— “জনমন্তোবাং বৃহতঃ পিতৃজীং।”<sup>২১</sup> —অগ্নি বৃহৎপিতার (অর্থাৎ সূর্যের) পত্নী উবাকে সৃষ্টি করেছিলেন।

অপব একটি ঋকে অগ্নি উবাৎ জ্বর অর্থাৎ অবৈষ প্রণবী : স্বদ্বায়ং জাবো অভ্যোতি পশ্চাৎ।<sup>২২</sup> অগ্নি ভগিনী (উবাৎ) পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছেন।

এখানে অগ্নি এবং সূর্য এতাদৃশ। অগ্নি, পূবা এবং সূর্যের আচরণ একই প্রকার। কারণ তিনজনেই এক বা একেব ভিন্ন প্রকাশ।

পূবা দুই রূপ : একরূপ লোহিতবর্ণ, অপবরূপ শুক্লবর্ণ—“শুক্লং তে অনন্তজতং তে অন্তঃ।” —পূবার দুইরূপ : একরূপ লোহিতবর্ণমণ্ডল, অন্তরূপ যজ্ঞাই মণ্ডলাধিষ্ঠাক দেবতা।<sup>২৩</sup>

যাক ঋকটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, “শুক্লং তে অন্তঃলোহিতং তে অন্তঃ যজ্ঞতং তে অন্তঃ যজ্ঞিযং তে অন্তঃ।”<sup>২৪</sup> —তোমার একরূপ শুক্ল, একরূপ লোহিত ও অন্ত একরূপ যজ্ঞাধিষ্ঠিত।

আচার্য যোগেশচন্দ্র বাব পূবা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “পূব্ ধাতু পোষণ হইতে পূবা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিনি পুরুষ দ্বারা মাহুযকে পোষণ করেন।”<sup>২৫</sup> পূবন্ অর্থে পোষণকারী। জগত্তেব পোষণকর্তা কে ? সূর্য। শস্ত্রের স্রষ্টাও তিনি। আবায় তাপ, বৃষ্টি এবং আলোক দ্বারা জগৎ পোষণ করেন সূর্যই। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, “গৌরবাকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত,

১৯ক ঋক—১১১১৫৭২

২০ ঋক—১০১৩২

২১ ঋক

২২ ঋক—১০১৩০

২৩ ঐ ৩৫৮১

২৪ অমরেন্দ্র ঠাকুর

২৫ নিকন্ত—১২১১৭২

২৬ বেদের দেবতা ও কৃষ্ণকাল, পৃঃ—৯০



সেই প্রকৃতিব স্বর্ঘই পূবা।<sup>১০</sup> তিনি পথ নির্দেশ করেন, গো সকল উদ্ধার করেন, নষ্টপশু উদ্ধার করেন, পশুগণকে সংপথে লইয়া যান ইত্যাদি।<sup>১১</sup>

পূবপু পথেব নির্দেশক বিভাবে হযেছেন, এ সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাকডোনেল লিখেছেন, "The path of the sun, which leads from earth to heaven, the abode of the gods and the pious dead, might account for a solar deity being both a conductor of departed souls (like Savitri) and a guardian of paths in general. .

Thus the conception which seems to underlie the character of Pusan, is the beneficent power of the sun, manifested chiefly as a pastoral deity."<sup>১২</sup>

যাক্বেব মতে পূবা স্বর্ঘ ব্যতিবিক্ত অপব কিছু হতে পারে না,—“সর্বোবাং ভুতানাং গোপবিতা আদিত্যঃ। অথ যজ্ঞশিষোবাং পুত্র্যতি তং পূবা ভবতি।”<sup>১৩</sup>—সকল প্রাণীব বন্ধাকর্তা আদিত্যই পূবা। যেহেতু বশিষা বা তিনি পোষণ করেন, সেইহেতু তিনি পূবা। পণ্ডিত Wilson-এব মতেও পূবা স্বর্ঘেব একটি নাম—“Pusan is usually a synonym of the Sun”

Maxmular মনে করেন যে পূবা পশুপালকদেব উপাশ্ব স্বর্ঘ—“The sun, as viewed by shepherds” পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রয়ীব মতে “যে পর্যন্ত স্বর্ঘেব তেজ অত্যাগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ অন্নতেজা স্বর্ঘকে পূবা কহে।” “বেদার্থ-বহুও বলেন পূবা স্বর্ঘপ্রকাশকপ দেব, তজ্জন্তই তাঁহাকে মেঘেব পুত্র বলা হইয়াছে। কেননা, স্বর্ঘপ্রকাশ মেঘ হইতে বাহিব হয়।”<sup>১৪</sup>

বৃহদেবতায আছে :

পুশ্নন্ ক্ষিত্তিং পোষবতি প্রণোদন্ বশিষিত্তমঃ।

তেনৈনমন্তোৎ পূবেতি ভবমাজন্ত পঞ্চভিঃ ॥<sup>১৫</sup>

—বশিষা বা অক্ষকাব বিদ্যুবিভ করে পূবা পৃথিবীকে পোষণ কবে থাকেন। সেইজন্য ভয়দ্বাষ পঞ্চ-সুজ্বেব দ্বা বা তাঁর স্তব কবেছিলেন।

উপনিষদে পূবা স্বর্ঘই—যে স্বর্ঘ পরমাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ। উপনিষদের ঋষি পূবাব কাছে প্রার্থনা কবেছেন, স্বর্ঘেব জ্যোতির্ময় আবরণ সরিয়ে দিবে সত্যস্বরূপ প্রকাশ করতে।

১০ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়-৩৫৪/১ ঋকের টীকা। ১২ Vedic Mythology—page 37

১৩ নিরুক্ত—১২/১৩৬ ১৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ১০২, ১৪২/১ ঋকের টীকা

১৫ বৃহদেবতা—২/৬০

হিবথ্বেনে পাঞ্চে সত্যশ্চাশিহিতঃ শ্বশ্ব ।

তৎ কং পুষ্পপাবু সত্যধৰ্মাৰ দৃষ্টে ॥৩২

—হে পুষ্প (জগৎ পোষক, জ্যোতিৰ্মম পাঞ্চে (শ্বশ্বশ্বশ্ব) ছাৰা সত্যধৰ্মপ  
ব্ৰহ্মেব উপলব্ধি ছাৰা আবৃত হইবা আছে, তুমি তাহা অপনীত কব, সত্যধৰ্ম-  
পৰাবণ আমি উহা দৰ্শন কৰি ॥৩৩

যিনি শ্বশ্ব, তিনিই পুষ্প, তিনিই যম,—প্ৰজাপতি-তনব । সেই পুষ্পেৰ  
কাছে শ্বশ্বৰ প্ৰাৰ্থনা :

পুষ্পেকৰ্ণে যম শ্বশ্ব প্ৰোজাপত্য

বুহ বশ্মীন্ সমূহ তেজঃ ।

যং তে কপং কল্যাণতমং তন্তে পশ্চামি

যোহসাবসৌ পুৰুষঃ সোহহমস্মি ॥৩৪

—হে পুষ্প । একাকী বিচৰণশীল । যম । প্ৰজাপতিসমুত । তোমাৰ  
তীব্ৰ তেজ সংহৰণ কব, তোমাৰ যে কল্যাণতমকপ তা আমবা দৰ্শন কৰি ।  
তোমাৰ মধ্যস্থিত যে পুৰুষ, আমিই সেই পুৰুষ ।

আচাৰ্য শংকৰ পুষ্প শব্দেৰ অৰ্থে বলেছেন, “জগত্ত পোষণং পূবা বৰিঃ ।”  
জগতেৰ পোষণকাৰ্য্যেৰ জন্ত শ্বশ্বই পূবা । তাঁৰ মতে সকলেৰ নিযন্তা বলেই  
পূবা যম—“লবন্ত সযমনাদ্ যমঃ”, বশ্মি, প্ৰাণ এক বসপ্ৰহৰণহেতু পূবা শ্বশ্ব—  
“বশ্মীনাং প্ৰাণানাং বসানাং চ স্বীকৰণং শ্বশ্ব ॥৩৫

পূবাকে পশুপালক যাবাবেব দেবতা বলে পূবাৰ মথার্থ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰা  
যাবে না । পূবা শ্বশ্বৰেই একটা কপ অথবা একটা নাম । তাঁৰে যেমন পশুপালক  
আৰ্থবা পশুপত্ৰকাৰ জন্ত ও পথ বিপন্নক কৰাৰ জন্ত উপাসনা কৰেছেন, তেমন  
ব্ৰহ্মবাদী শ্বশ্বৰাও তাঁৰ মথ্যে আত্মাব স্বৰূপ উপলব্ধি কৰেছেন । আধুনিক কালেৰ  
ঋষিকবি ববীজনাথও উপনিষদেৰ শ্বশ্বৰ মতই পূবাৰ মথ্যে আত্মসাক্ষ্যকাৰ লাভ  
কৰেছেন,—

আমি প্ৰতিদিন উদয় দিৰ্শনৰ থেকে বিচ্ছুৰিত বশ্মিচ্ছুচাৰ

প্ৰসাৰিত ক’বে দিই আমাব জাগৰণ

নদী হে নবিতা  
 নদিত্যে নদী আমার তে নেত, তেই অক্ষয়—  
 তেজস্বী তেজস্বী তেজস্বী অক্ষয়  
 তেজস্বী হে আমার নেতের অক্ষয়  
 তেজস্বী অক্ষয় অক্ষয় অক্ষয় তেজস্বী অক্ষয়  
 তেজস্বী অক্ষয় অক্ষয় অক্ষয় অক্ষয় অক্ষয়

## অজ একপাদ

কথ্যে অজ একপাদ নামে এক দেবতার উল্লেখ পাই। পরবর্তীকালে এই দেবতাটির উল্লেখ কোথাও কোথাও থাকিলেও এঁর পূজা বিলুপ্ত হইবে গেছে। ঋগ্বেদে ঋষি এই দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছেন,—‘অজ একপাদ আমাদের শাস্তিপদ হোন’—‘শং নো অজ একপাদেবো অস্ত’।<sup>১</sup>

নিষটুতে (৫।৬) ছালোক্‌হ দেবতাগণের নামের সঙ্গে অজ একপাদ দেবতাব উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অহুসায়ে পূর্বদিগন্তে উদ্ভিত সূর্যই অজ একপাদ (৩।১।২।৮)। নিক্কটকার যান্ত্র শব্দটির অর্থ করতে দিবে লিখেছেন, “অজ একপাদজন একঃ পাদঃ। একেন পাদেন পাতীতিবা। একোহন্ত পাদ ইতি বা।”<sup>২</sup>

নিক্কটকারের প্রথম অর্থঃ অজ একপাদ অর্থে অজন একপাদ। অজন শব্দের অর্থ চলনশীল আদিত্য। ছালোগ্য উপনিষদ্ অহুসায়ে ব্রহ্মের চার পাদ— এক পাদ অগ্নি, একপাদ বায়ু, একপাদ আদিত্য, একপাদ দিক্‌সমূহ।<sup>৩</sup> চলমান অগ্নি, আদিত্য অথবা বায়ু অজ একপাদ রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু সূর্যের একপাদ প্রসিদ্ধ। সূর্যের একপাদ একটি বৎসর। এক পদেব দ্বাবা তিনি সঞ্চরণ করেন।

নিক্কটকারকৃত দ্বিতীয় অর্থঃ যিনি এক পাদের দ্বারা রক্ষা করেন। সূর্য এক অংশে বিশ্বভুবনে অহুপ্রবিষ্ট হয়ে বিশ্বভুবন রক্ষা করেন। পাদ অর্থে অংশও প্রচলিত।

নিক্কটকারকৃত তৃতীয় অর্থঃ যিনি একপাদের দ্বারা পান করেন। সূর্য এক পাদে বা এক অংশে বিশ্বের রস পান করেন।

চতুর্থ অর্থঃ ঈদৃ একটি পাদ আছে। ব্রহ্মরূপ একটি পা। অর্থাৎ তিনি অংশরহিত—পূর্ণরূপ।

অর্থবোধে ব্রহ্মরূপ সূর্যের একপাদের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে; যাস্তার্চ্যও মহতি উক্কত করেছেন—

একং পাদং নোৎখিহতি সলিলাঙ্কস উচয়ন ।

স চেন্দ্রমুখবেদঙ্গ ন মৃত্যুর্নামৃতং ভবেৎ ৷\*

—গমনশীল (উদযশীল) আদিত্য (ব্রহ্ম) জগৎ থেকে তাঁর একটি পা তুলে নেন না, যদি নেন, তবে জগতে মৃত্যু বা অমৃত্যু কিছুই থাকবে না।

সূর্যেব একটি পা তুলে নেওয়ার অর্থই জগতেব অনিবার্য মৃত্যু। তখন জগৎ একেবারে অন্ধকারেব অতলে তলিয়ে যাবে। স্ববিদেব কল্পনার আকাশও সমুদ্র। আকাশ সমুদ্রেব জলে হংস বা সূর্য এক পাশে বিচরণ করেন। একপাদ একবৎসব হলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়।

নিকল্লকারেব বক্তব্যেব চীকা কবতে গিবে দুর্গাচার অজ একপাদ অর্থে সূর্যকেই বুঝিয়েছেন। তৈত্তিরীয ব্রাহ্মণেব (৩।১।২।৮) মন্ত্বেব ভাষ্যে অজ একপাদ অগ্নিরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছেন। মহাভাবতে অজ একপাদ একাদশকদ্রেব অন্ততম রূপে উল্লিখিত হয়েছেন।

অজ শব্দ অজুন, অর্থাৎ গতিশীল অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, আবার অজ ‘জন্মরহিত’ অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে, প্রকৃত জন্মরহিত বলতে হলে সূর্যকেই বলা উচিত। কলকথা, অজ একপাদ সূর্যেবই এক নাম।

অজ শব্দের আর এক অর্থ ছাগ। সূর্যেব মূর্ত্যন্তব পূর্বাব বাহন ছাগ কেন, তিনি কেন অজাধ তার উদ্ভব এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। Bloomfield এবং Victor Henry অজ একপাদকে সূর্যরূপেই গ্রহণ করেছেন। Hardy গনে বলেন, ইনি চন্দ্র। ম্যাকডোনেলের অনুমান ইনি বিদ্যুৎ। ম্যাকডোনেল লিখেছেন, “If another conjecture may be added, the name meaning one footed god was originally a figurative designation of lightning the goat alluding to its agile swiftness in the cloud-mountains, and the one foot to the single streak which strikes the earth”<sup>৩</sup>

অগ্নি, সূর্য, বিদ্যুৎ যাই বলি অজ একপাদ সূর্যগ্নিরই আব একটি কবিকল্পিত নাম। মহাভাবতে একাধিক স্থানে অজেকপাদ এবং অহিবুধ্যা কদ্রেব নাম। এই দুই দেবতা অষ্টবস্তুবও অন্ততম।\*

৩ অর্থ—১১।৪।২১

৪ Vedic Mythology—page 74

৫ আদিপর্ব—৩০।৩৫, ১।৬৪ অনুশাসন পর্ব—১৫০।১৭-১৮

৬ শান্তিপর্ব—২০।২০

## অদিতি ও আদিত্য

আদিত্য অদিতিব পুত্র। কেবল আদিত্য নন—সকল দেবতারই তিনি জননী। কোন কোন ঋকে তিনি মিত্র ও বরুণের জননী।

তা মাতা বিশ্ববেদসা সূর্য্যম প্রমহসা।

মহী জজনাদিতিক্ত্যতাববী।<sup>১</sup>

—মহতী সত্যবতী অদিতি, সর্বধনবিশিষ্ট ও ভেজস্বী, সেই মিত্র ও বরুণকে অসুখ ভেজেব জন্ত উৎপাদন কবিযাছেন।<sup>২</sup>

“বিশ্বানানো অদিতিঃ পাক্ষহসো মাতা মিত্রস্ত বরুণস্ত দেবতঃ।”<sup>৩</sup>

—ধনশালী মিত্র ও বরুণের জননী অদিতি দেবী তাবৎ পাপ হইতে আমাদেরকে রক্ষা করুন।<sup>৪</sup>

“যুবোহি মাতাদিতির্বিচেতসা।”<sup>৫</sup>

—হে বিশিষ্টজ্ঞান সম্পন্নমিত্র ও বরুণ অদিতি তোমাদের মাতা।<sup>৬</sup>

মিত্র-বরুণ ছাড়া অর্থমায় ও জননী অদিতি, তিনি সুখদাত্রী।

অদিতিন্ উরুশ্রুতদিতিঃ শর্যমচ্ছত্।

মাতা মিত্রস্ত দেবততোহর্থমুণো বরুণস্ত চানেষঃ ॥<sup>৭</sup>

—অদিতি আমাদেরকে বক্ষা করুন, অদিতি আমাদেরকে সুখ প্রদান করুন। তিনি মিত্র, বরুণ ও অর্থমায় মাতা।<sup>৮</sup>

দেবজননী অদিতি বিশ্বজগতের জননী—তিনিই অগ্নি বা সূর্যের মতই বিশ্বব্যাপিনী :

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তবিক্রমদিতির্মাতা

স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চমজনা

অদিতির্জাতমদিতির্জনিষ্ম ॥<sup>৯</sup>

১ ঋগ্বেদ—৮।২৫।৩

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—১০।৩৩।৬

৪ অনুবাদ—ভদ্রদেব

৫ ঋগ্বেদ—১০।১৩২।৬

৬ অনুবাদ—ভদ্রদেব

৭ ঋগ্বেদ—৮।৪৭।৯

৮ অনুবাদ—ভদ্রদেব

৯ ঋগ্বেদ—১।৮২।১০, জুহু ব্রহ্মঃ—২।১২৩

অদিতি ছালোক, অদিতি স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তবীক্ষ। তিনিই মাতা (জগতের জননী), তিনিই (জগতের) পিতা, তিনিই পুত্র। সকল দেবতাই অদিতি, তিনিই পঞ্চজন (নিষাদ ও চাবিবর্ণ, অথবা গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অশ্বগণ ও বক্রগণ - সাধন)।

এখানে সাধনান্যার্থ অদিতি শব্দের অর্থ কবেছেন— অথও পৃথিবী বা দেবমাতা —“অদিতিবংশীনীষা বা পৃথিবী দেবমাতা বা।”

ঋগ্বেদের অপব একটি ঋকে আছে :

যথা নো অদিতিঃ কবৎ পশ্বে নৃত্যো যথা গবে

যথা তোকায় কদ্রিয়ম্ ॥<sup>১০</sup>

—অদিতি আমাদের মহিষাদি পশু, ভূতাদি পুরুষ, গাভী, পুত্রাদির মঙ্গলের জন্য বক্রসম্পর্কিত ওষধি (ভেষজ) দান করেন।<sup>১১</sup>

এই মন্ত্রে অদিতিকে ভূমি বলেই মনে হয়। সাধনান্যার্থও লিখেছেন, অদিতি-ভূমিনোহম্মাকং কদ্রিয়ং কদ্রসম্বন্ধি ভেষজং যথা যেন প্রকাষণসিধ্যতি কবৎ।” ভেষজ কামনা করাই স্বাভাবিক, ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে (১৮৮১৪) পৃথিবীর নিকট থেকেই ভেষজ কামনা করা হয়েছে। অপব একটি ঋকে অদিতির ক্তিরূপতা আবণ্ড স্পষ্ট :

জ্যোতিষ্মতীমদিতিং যাবদং ক্তিং সর্বতীমাসচেতে

দিবে দিবে জাগৃবাংসো দিবে দিবে।

জ্যোতিষ্মৎ কত্রমাশাতে আদিত্যা দামুনস্পতী

মিত্রস্তযোর্বকণো যাতযজ্ঞনোর্মমা যাতযজ্ঞনঃ ॥<sup>১২</sup>

—যজমান জ্যোতিষ্মতী স্বর্গবন্দী অদিতিকে (বেদী) স্বয়ং নির্মাণ করেছেন, ক্তি (মুগ্ধবী-বেদী) সম্পূর্ণ কবেছেন। প্রাতিদিন জাগ্রত থেকে তৌমরা ক্ষাত্র-ভেজ লাভ কব। অদিতিব পুত্র শ্রেষ্ঠ দানশীল মিত্র ও বক্র সকলকে স্ব স্বভাবে প্রেবণ কবেন, অর্থমাও সর্বপ্রাণীকে স্বকার্ধে প্রেবণ কবেন।

এই ঋকের ভাষ্যে সাধনান্যার্থ অদিতি সম্পর্কে লিখেছেন, “জ্যোতিষ্মতীং আহ-বনীষাগ্নেস্তেজোযুক্তাং অদিতিং অদীনাং সম্পূর্ণলক্ষণং ক্তিং অগ্নেদীসযোগ্যাং ভূমিং।”

—অদিতি শব্দের অর্থ অদীনা অর্থাৎ সম্পূর্ণলক্ষণযুক্তা (নিখুঁতভাবে সম্পাদিত

বেদী), ক্ষিতি শব্দে বোকাব অগ্নির বাসযোগ্য ভূমি, জ্যোতিষ্মতী অদিতি কথার অর্থাৎ তাৎপৰ্য্য আহবনীৰ অগ্নির তেজের দ্বাৰা দীপ্তিমতী ।

কুম্ভমজ্জব্বেদ পৃথিবীকেই অদিতি বলেছেন,—“বাক্ত্র ই এসবে মারতঃ মহীমদিতিং নাম বচসা কবামহে।”<sup>১৬</sup>—অগ্নের উৎপত্তিভূতা জননী মহী অদিতিকে স্তুতি করি ।

এখানেও ভাষ্করাব মহী অর্থে লিখেছেন, “বেদীকপাং পৃথিবীম্।”

আদিভা সূৰ্য্য । সূৰ্য্য ও অগ্নি অভিন্ন । যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয় যে মৃন্ময়ী বেদীতে সেই মৃন্ময়ী-বেদী অগ্নি বা অগ্নির অপব মূর্তি সূৰ্য্যেব জননী হবেন, এটাই ত সঙ্গত ।

যাক বলেছেন আদিভা শব্দেব অর্থ এসঙ্গে, “আদিভাঃ বস্মাদাদিত্তে বসনাদিত্তে ভাগং জ্যোতিৰামাদীপ্তো ভাসেতি অদিতৈঃ পুত্র ইতি বা।”<sup>১৭</sup>—আ, দা ধাতু থেকে নিস্পন্ন আদিভা শব্দ পৃথিবীর বস গ্রহণ করার জন্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি জ্যোতিৰ্ম্ময় পদার্থেব দীপ্তি গ্রহণ করার জন্য আদিভা, অথবা আ, দীপ্ ধাতু নিস্পন্ন আবৃত হওয়া অর্থে স্বীয় দীপ্তিতে আবৃত বলে আদিভা, অথবা অদিতিব পুত্র বলে আদিভা ।

শতপথ ব্রাহ্মণেও পৃথিবীকে অদিতি বলা হয়েছে :

“ইয়ং বাহদিতিমহী।”<sup>১৮</sup>—এই পৃথিবীই অদিতি ।

“ইয়ং ধ্বেদাদিতিঃ।”<sup>১৯</sup>—এই পৃথিবীই অদিতি ।

“ইয়ং বৈ দেবাদিত্তিবিধকপী।”<sup>২০</sup>—এই বিধকপী পৃথিবীটাই অদিতি ।

এই মতামুসারে নিম্নকৃত্যরও লিখেছেন, “অদিতি ইতি পৃথিবী নাম।”<sup>২১</sup>

কিন্তু ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে পৃথিবী ও অদিতি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় পৃথিবী ও অদিতি মূলতঃ ভিন্ন বলেই বোধ হয় ।

ইন্দ্রাগ্নী মিত্রাবক্ষ্যাদিতিঃ স্বঃ পৃথিবীং

ভ্যাং মকতঃ পৰ্বতা অগ্নঃ ।

হবে বিবুঃ পূৰ্ণং ব্রহ্মণস্পতিঃ ভগং হু

শং সঃ সবিতারমৃতবে ॥<sup>২২</sup>

১৩ হুঃ হুজুঃ—১১৭৭৭

১৪ বিকৃত—২১৩৭২

১৫ শতঃ ভাঃ—৩৭১১১০

১৬ তদেব—৩৭১৩৬

১৭ তৈঃ ভাঃ—১৭৭৬৬

১৮ বিকট—১১১

১৯ ধ্বেদ—৪১৪৬১০



—আমি বক্ষাব নিমিত্ত ইন্দ্র ও অগ্নি, মিত্র ও বরুণ, অদিতি, সূর্য, পৃথিবী, স্বর্গ, মরুৎগণ, মেঘসকল, বারিবাশি, বিষ্ণু, শ্ৰী, ব্রহ্মণস্পতি ও সবিতাকে আহ্বান করিতেছি ।<sup>২০</sup>

তৌস্পিতঃ পৃথিবী মাতরঙ্গগণে ভ্রাতৰ্ভ

স বো মূলতা নঃ ।

বিশ্ব আদিত্যা অদ্বিতে সঙ্ঘোবা অম্ভাঃ

শর্ম বহ্ননঃ বি যন্ত ॥<sup>২১</sup>

—হে জনক স্বর্গ, জননী পৃথিবী, ভ্রাতা অগ্নি ও বহুগণ । তোমরা আমাদিগকে সুখী কব । হে অদিতিপুত্রগণ ও অদ্বিতি ! তোমরা সমবেত হইবা আমাদিগকে সমধিক সুখ প্রদান কব ।<sup>২২</sup>

কৃষ্ণজুর্বেদ (৬।৫।৬) অদ্বিতির পুত্রকামনা এবং পুত্রলাভের বিবরণ আছে । “অদ্বিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যোভ্যো দেবেভ্যো ব্রহ্মোদনসপচত্ত্বা উচ্ছেষণমদহুস্তং প্রশাং সাবেতোহুদন্ত তৈশ্চ চত্বাব আদিত্যা অজাবন্ত... ।”

—অদ্বিতি পুত্রকামনায় সাধ্য দেবতাদেব জন্ত অন্ন পাক করে প্রথমে পেলেন চার পুত্র, দ্বিতীয় বাবে অরুণ প্রজিবাং পেলেন মার্ত্তণ্ড নামক আদিত্যকে, তৃতীয় বাবে তিনি লাভ কববেন বিবস্বান্ নামক আদিত্যকে ।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১ম ঋকে ছবজন আদিত্য বা আদিত্য-পুত্রের নাম উল্লিখিত হয়েছে :

ইমা গির আদিত্যোভ্যো দ্বতন্তুঃ সনাভ্রাজ্যো জুহা জুহোমি ।

শৃণোতু মিত্র অর্ধমা ভগো নস্ত বিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥

—আমি জুহু দ্বারা সর্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে দ্বতন্ত্রাবী স্তুতি অর্পণ করিতেছি । মিত্র, অর্ধমা, ভগ, বহুব্যাগী বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন ।<sup>২৩</sup>

এখানে ছবজন আদিত্যের নাম মিত্র, অর্ধমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ । উক্ত সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে মিত্র, অর্ধমা ও বরুণ এই তিন আদিত্যের নাম আছে । ঋগ্বেদেবই ১।১১৪।৩ ঋকে সাতজন আদিত্যের উল্লেখ পাই : “দেবা আদিত্যা যে

সপ্ত তেতিঃ সোম্যতি বক্ষ ন ।<sup>১৭</sup>—হে সোম যে সাতজন আদিত্যদেব, তাঁদের সঙ্গে তুমি আমাদের রক্ষা কর ।

অপর একটি স্তোত্রে অদিতির আট পুত্রের উল্লেখ আছে । এই আটজনের মধ্যে মার্তণ্ড নামে এক আদিত্যকে অদিতি পবিত্র্যাগ কবেছিলেন ।

অষ্টৌ পুত্রানো অদিতের্ষ জাত স্তম্ভস্মরি ।

দেবী উপঐশ্র্যং সপ্তভিঃ পরা মার্তাণ্ডমাত্মা ॥

সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিভিক্ৰণ প্রৈয় পূর্বাং যুগং ।

প্রজাবৈ মৃত্যবে স্বং পুনর্মার্ত্যাত্মমাতবং ॥<sup>১৮</sup>

—অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র জন্মিয়াছিলেন, তিনি সন্মধ্যে সাতটি নইয়া দেবলোকে গেলেন, কিন্তু মার্তণ্ড নামক পুত্রকে দূবে নিক্ষেপ করিলেন । পূর্বকালে অদিতি সপ্তপুত্র নইয়া চলিয়া গেলেন । আর মার্তণ্ডকে জন্মের জন্ম ও মৃত্যুর জন্ম প্রসব কবিলেন ।<sup>১৯</sup>

ঋগ্বেদের (৮।৩৫।১) ঋকে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণুকে আদিত্যগণের থেকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে । ইন্দ্র, বরুণ ও বিষ্ণু এখনও আদিত্যগণের মধ্যে স্থান দখল করতে পারেন নি । কিন্তু (৮।৮৫।৪) ঋকে ইন্দ্র ও বরুণ আদিত্যনামে অভিহিত হয়েছেন ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আটজন আদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে—ধাতা, অৰ্ঘমা, মিত্র, বরুণ, অংশ ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান ।

এই আটজনের মধ্যে অষ্টম আদিত্য বা বিবস্বানই আমাদের প্রত্যক্ষগম্য সূর্য,—যিনি প্রতিদিন উদয়-অস্তের মধ্য দিবে জন্ম ও মৃত্যু লাভ করেন ।

বলা বাহুল্য, এই আটজন আদিত্য সূর্য্যবই বিভিন্ন রূপ বা অবস্থা ছাড়া আর কিছু নয় । প্রখ্যাত বেদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী লিখেছেন, “উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল । ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে । প্রাতঃকালের পূর্বই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পূর্বই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য । যে পূর্বস্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্নগ্ধভোজা সূর্য্যকে পূবা কহে, অর্থাৎ পূবা ভগোদয়ের পরকালবর্তী সূর্য । পূষোদয়ের পূর্বই অরুণোদয় কাল, ইহার পূর্বই মধ্যাহ্ন । এই কালের সূর্য্যকে অরু বা

অর্থমা বশে । এই অর্থমার অন্তেই পূর্বাক্ শেব হব । মধ্যাহ্নকালের সূর্যকে বিষ্ণু বলে ।”

শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসেব সূর্য, “বভমে আদিত্যা ইতি । দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরশ্চ এতে আদিত্যাঃ ।”<sup>২৩</sup>

বৃহদেবতার ময়ীচিনমন কল্পপেব জ্যোদশ দক্ষকল্পার গর্ভে দেবাস্থব প্রভৃতির জন্ম ও অদিতিব গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের জন্মগ্রসংগ উল্লিখিত আছে ।

প্রজাপত্যো ময়ীচির্হি মাবীচঃ কল্পপোহভবৎ ।

তস্ত দেব্যোহভবজ্জাষা দাক্ষায়ণ্যজ্যোদশ ॥

অদিতির্দিত্তির্দহু কালো দনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ ॥

ক্রোধবশা ববিষ্ঠা চ জুবতির্বিনতা তথা ।

কক্ষশ্চৈবতি ছহিতুঃ কল্পপাব দমো স চ ॥

তাস্থ দেবাস্থর্যশ্চৈব গন্ধর্বোরগবাক্সসাঃ ।

বয়াংসি চ শিশাচাশ্চ জজিরেহজ্জাশ্চ জাতযাঃ ॥

ভর্জেকো অদিতির্দেবী দ্বাদশাজনবৎ জ্ঞতান্ ।

ভগশ্চৈবাব্বাংশো মিজ্রোবরুণ এব চ ॥

ধাতা চৈব বিধাতা চ বিবস্বাশ্চ মহাহ্যতিঃ ।

ঋতা পূষা ভর্থেবেজ্রো দাদশো বিষ্ণুরচ্যতে ।<sup>২৪</sup>

—প্রজাপতি নন্দন ময়ীচি, মবীচিব পুত্র কল্পপ । জ্যোদশ দক্ষকল্পা তাঁব পত্নী । অদিতি, দিতি, দহু, কালো, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধবশা, ববিষ্ঠা, জুবতি, বিনতা, বক্ষ প্রভৃতি কল্পাদেব দক্ষ কল্পপকে প্রধান ববেছিলেন । তাঁদেব গর্ভে দেব, অস্থব, গন্ধর্ব, উবগ, বাক্সস, পক্ষী, শিশাচ এবং অন্যান্য জাতি জন্মগ্রহণ কবে । একা অদিতি দ্বাদশ পুত্রের জন্ম দিবেছিলেন । ভগ, অর্থমা, মিত্র, বরুণ, ধাতা, বিধাতা, বিবস্বান, মহাহ্যতি, ঋতা, পূষা এবং ইজ্র দ্বাদশ বিষ্ণু নামে পরিচিত ।

এই তালিকায় দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ বিষ্ণু নামে অভিহিত । বিষ্ণু ও সূর্য একই দেবতা । মহাহ্যতি শব্দটিকে বিবস্বানেব বিশেষণরূপে গ্রহণ কবলে বিষ্ণুকেও দ্বাদশ আদিত্যেব অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে আদিত্যের সংখ্যা একুশ, “একবিশো বা ইতোহসাবাদিত্যো

দ্বাদশ মাসা পঞ্চত্বস্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য<sup>২৮</sup> একবিংশ ।” —দ্বাদশ মাস, পঞ্চ ঋতু, তিনলোক এক এই সূর্য এই মিলে একুশ আদিত্য ।

দ্বাদশ মাস অর্থে যেমন দ্বাদশ মাসের সূর্য, তেমনি পঞ্চঋতু অর্থেও পঞ্চঋতু সূর্য । ত্রিলোক অর্থে ত্র্যলোকেব সূর্য, অষ্টবীক্ষ লোকেব বিদ্বাং ও পৃথিবী ব-  
-অগ্নি । এই হিসাবে একবিংশ আদিত্য ও সূর্যেব বা সূর্য্যগ্নির ভিন্ন ভিন্ন রূপ ।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অর্থমা যে সূর্য ভিন্ন কেউ নন, এ সত্য ঋগ্ভাষ্যেই ব্যক্ত  
করেছেন,—“যদাহবর্ষঃ পশ্চা ইত্যেবাব দেবযানঃ পশ্চাঃ ।”<sup>২৯</sup>—অর্থমাব যে পথ  
সেই পথই দেবযান ।

শাখ্যনাচার্য মন্ত্রটি বাক্যে লিখেছেন, “যদ্বর্ষঃ আদিত্যমুত্তিভেদত্ত পশ্চা অর-  
-মিত্যাহঃ । স এষ খলু দেবযানঃ পশ্চা ।”—অর্থমা আদিত্যের মূর্তিভেদ । সেই  
অর্থমাব এই পথ,—এই কথা বলা হয়েছে । সেই পথই দেবযানের পথ—অর্থ্যাং  
দেবলোকে গমনেব পথ ।

উক্ত ব্রাহ্মণে আরও বলা হয়েছে,—“তস্মাদেযোহরুণতম ইব দিব উপদুশে-  
-হরুণতম ইব হি পশ্চাঃ ।”<sup>৩০</sup>—সেইরুপ অর্থমাকে অরুণতম দেখায, সূতরাং অর্থমার  
পথ অরুণতম অর্থ্যাং বক্তব্য ।

আচার্য শাখন আরও ঋগ্ভাষ্যে বলেছেন, “দেবযানমার্গান্তাচিরাদিত্য-  
-রূপম্বাভেন গতৌহর্থমা সৌহরুণতমো ভবতি ।”—(অন্তার্থ) দেবযানমার্গের কিরণ  
(আলোক) আদিত্যকণী হওয়ায় ঐ পথে গমনকারী অর্থমাকে আকাশে অরুণতম  
দেখায় । সূতরাং প্রাতঃকালীন আদিত্য অর্থমা অরুণতম হব ।

সূতরাং তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মা অহুসারে শাখনাচার্যের মতে প্রাতঃকালীন বক্তব্য  
সূর্যই অর্থমা ।

মহাভারতেও দ্বাদশ আদিত্যেব নাম ঘোষিত হয়েছে :

ধাতার্মমা চ মিত্রশ্চ বরুণাংশো ভগন্তথা ।

ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ঋষ্টা চ সবিতা ভবা ॥

পর্জন্ত্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্তুতাঃ ।<sup>৩১</sup>

—ধাতা, অর্থমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ঋষ্টা, সবিতা,  
পর্জন্ত ও বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্য । বিষ্ণুপুরাণে আদিত্যের তালিকাও এই নামগুলি  
কিছুটা পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায় ।

তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে হুনবেব হি ।

বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ ।

অংশো ভগশ্চাভিতেজা আদিত্যা দাদশাঃ সূতাঃ ॥<sup>৩২</sup>

এই তালিকায় বিষ্ণু, শক্র (ইন্দ্র), বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ ও ভগ—এই আটজন আদিত্যের নাম আছে ।

পদ্মপুরাণেও অল্পকণ তালিকা আছে :

আদিতিঃ কশ্চপাঙ্কজো আদিত্যান্ দাদশৈব হি ।

ইন্দ্রো বিমুক্তগর্ভো বরুণোহংশোহর্ষমা ববিঃ ॥

পুষা মিত্রশ্চ বরদো দাতা পর্জন্য এব হি ।

ইত্যেতে দাদশাদিত্যা বরিষ্ঠা ত্রিদিবৌকসান্ ॥<sup>৩৩</sup>

এই তালিকায় বিবস্বান্ এবং বিধাতার পরিবর্তে বরদ ও ববি এই দুটি নতুন নাম সংযুক্ত হয়েছে । ববি ত সূর্যেরই একটি প্রসিদ্ধ নাম ।

কন্দপুরাণে দাদশ আদিত্যের নাম উল্লিখিত আছে । দাদশ আদিত্য যে সূর্যেরই অংশ বা রূপভেদ সে কথাও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে । কশ্চপনন্দন দাদশ আদিত্য ভাস্করের (সূর্য) পদ্মলাভের জন্য নর্মদানদীর তীরে সিংহের নামক স্থানে উগ্র তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন । এই তপস্যায় তাঁরা সিদ্ধিলাভ করলেন এবং আদিত্যগণ নিজ নিজ অংশ দ্বারা নির্মিত দিবাকরকে স্থাপিত করলেন ।

আদিতৈর্দাদশাদিত্যা দাতাঃ শক্রপুরুষগমাঃ ।

ইন্দ্রো দাতা ভগশ্চো মিত্রোহথ বরুণোহর্ষমা ॥

বিবস্বান্ সবিতা পুষা স্বংসমান্ বিষ্ণুবেব চ ।

ত ইমে দাদশাদিত্যা ইচ্ছন্তো ভাস্করং পদম্ ॥

নর্মদাতটমাশ্রিত্য তপস্ব্যাগ্রে ব্যবস্থিতাঃ ।

সিংহেযে মহারাজ কান্তপৈর্বৈর্মহাস্থিভিঃ ॥

পবাসিদ্ধিরহপ্রাপ্তা দাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈঃ ।

স্থাপিতশ্চ জগদ্ধাতা তস্কিস্তীর্থৈ দিবাকরঃ ॥

সকীবাংশ বিভাগেন দাদশাদিত্যসংজ্ঞিতৈঃ ॥<sup>৩৪</sup>

হৃদপুত্রাণের সৃষ্টিধণ্ডে দাদশাদিত্যেব এই তালিকাটিই পাই। এই দুই তালিকাতেই অংশ স্থলে অংশমান্ নাম উল্লিখিত হয়েছে। অংশ শব্দের অর্থ কিরণ, স্ততরাং অংশমান্ কিরণমানী সূৰ্য। পুত্রপুত্রাণে আদিত্যগণকে সহস্রকিরণ বলা হইবে :

এতে সহস্রকিরণা আদিত্যা দাদশ দ্বতঃ ।<sup>৩৫</sup>

বেদে-পুত্রাণে সর্বত্রই সূৰ্য সহস্রাংস্ত্র, সহস্রাংক ও সহস্রাংগ। আচার্য যোগেশ-চন্দ্র রায বিজ্ঞানিষি লিখেছেন, “সূৰ্য এক। কিন্তু তিনি কতৃ বিষ্ণু, কতৃ ইন্দ্র, কতৃ দক্ষ, কতৃ ঋতুপতি আদিত্য। যখন তাঁহাব বার্ষিকগতি ধ্যান করি, তখন তিনি বিষ্ণু। যখন তিনি উত্তরাষণ সমাপ্ত করিবা। বর্ষা ঋতু আনয়ন করেন, তখন তিনি ইন্দ্র। যখন তিনি দিবারাত্র সমান করেন, তখন তিনি দক্ষ। আর যখন তিনি এক এক ঋতুর কর্তা তখন তিনি ঋতুপতি আদিত্য। ঋতুগণেব অধিপতি-গণই প্রধানতঃ আদিত্য নামে অভিহিত হইতেন। সূৰ্যই ঋতুবিধান করিতেছেন ।”

বৎসরে তিন ঋতু ধরিলে আদিত্য তিন, চারি ধরিলে আদিত্য চারি, পাঁচ ঋতু ধরিলে আদিত্য পাঁচ এবং ছব ঋতু ধরিলে আদিত্য ছব। চারি ঋতু ধরিলে—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ। পাঁচ ঋতু ধরিলে—শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত ।<sup>৩৬</sup>

হৃদপুত্রাণাংহসারে এক এক মাসে সূৰ্যেব এক এক নাম—মাঘমাসেব সূৰ্য বরুণ, কাশ্বণে পূবা, চৈত্রে অংশ (বা অংশ), বৈশাখে ধাতা, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে বিবস্বান্, তাশ্রে ভগ, আশ্বিনে পর্জন্ত, কার্তিকে ঋষ্টা, অগ্রহাষণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু।

বরুণো মাঘমাসে তু সূৰ্যঃ পূবা তু কাশ্বনে ।

চৈত্রে মাসি ভবেদংশবীতা বৈশাখ তাপনঃ ॥

জ্যৈষ্ঠে মাসি ভবেদিত্র আষাঢ়ে তপতি রবিঃ ।

বিবস্বান্ শ্রাবণে মাসি প্রোষ্ঠপত্ন্য ভগঃ দ্বতঃ ॥

পর্জন্যাশ্বিনে মাসি ঋষ্টা কার্তিকে ভাস্করঃ ।

মার্গশীর্ষে ভবেমিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥<sup>৩৭</sup>

হৃদপুত্রাণে দাদশাদিত্যের তালিকায় এই নামগুলিই আর একস্থানে দেওয়া হইবে :

<sup>৩৫</sup> পদ্ম: সৃষ্টিধণ্ড—৮৩৭

<sup>৩৬</sup> বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, ১০ম প্রকরণ, পৃ:—১৮

<sup>৩৭</sup> হৃদপুত্র, পূর্বভাগ—৪২১২-২১

ধাত্র্যমা চ মিত্রশ বরুণঃ শক্র এব চ ।

বিবস্বানখ পূবা চ পর্জন্যচান্ড্রয়েব চ ॥৩৮

বরাহপুরাণে কশ্যপের পুত্র দ্বাদশ আদিত্যের নাম কথিত হয়েছে এবং স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের সূর্য, এবং সংবৎসরের অধিপতি যে হরি তিনিও বৎসরের কর্তা সূর্য। এই আদিত্যগণই নারায়ণাত্মক তেজ বিশিষ্ট।

তস্ত পুত্রা বভূবুর্হি আদিত্যা দ্বাদশপ্রভো ।

নারায়ণাত্মকং তেজো দ্বাদশ স্প্রকীর্তিতম্ ॥

তে তে মাসান্ত আদিত্যাঃ স্বয়ং সংবৎসরোহরিঃ ।

এবং তে দ্বাদশাদিত্যা মর্ত্যশ্চ প্রতাপবান্ ॥৩৯

দ্বাদশ আদিত্য যে সূর্যেরই ভিন্ন সময়ের বা ভিন্ন অবস্থার নাম, এ সত্য বিধাহীনভাবে স্বীকৃত হয়েছে কূর্মপুরাণে—

য এতে দ্বাদশাদিত্যা আগতা যজ্ঞভাগিনঃ ।

সূর্যে সূর্য ইতি খ্যাতা ন হস্তো বিজ্ঞতে রবিঃ ॥৪০

— যজ্ঞভাগী সমাগত দ্বাদশ আদিত্য সকলেই সূর্য নামে পরিচিত, অন্য কোন রবি নেই।

কন্দপুরাণের প্রতাসপথে সূর্যের সাধারণ দ্বাদশটি নাম উল্লিখিত হয়েছে :

আদিত্যঃ সবিতা সূর্যো মিহিরোহর্কঃ প্রতাপনঃ ।

মর্ত্যশ্চো ভাকুরো ভাহুশ্চিভ্রভাহুর্দ্বিবাকরঃ ॥

রবির্দ্বাদশনামৈবং জ্ঞেয়ঃ সামান্তনামভিঃ ॥৪১

কিন্তু সূর্যের আবণ্ড দ্বাদশটি বিশেষ নাম এখানে কথিত হয়েছে। এই বিশেষ নামগুলি দ্বাদশ মাসের অধিপতি একই সূর্যের দ্বাদশ নাম।

বিস্বর্ষাভা ভগঃ পূবা মিত্রোহংসুর্বরুণোহর্ষমা ॥

ইন্দ্রো বিবস্বান্ জ্যেষ্ঠা চ পর্জন্তো দ্বাদশ স্তবতঃ ।

তে দ্বাদশাদিত্যাঃ পৃথক্বেন প্রকীর্তিতাঃ ॥৪২

এই দ্বাদশ সূর্য বা আদিত্য যে দ্বাদশ মাসের অধিপতি সূর্যের নাম, তাও পুরাণকাব সবিতায় বলাতে বিধা করেন নি।

উত্তিষ্ঠন্তি সদা স্মেতে শাসৈর্দ্বাদশতিঃ ক্রমাৎ ।  
 বিষ্ণুস্তপতি বৈ চৈত্রে বৈশাখে চার্যমা সদা ॥  
 বিবহান্ জ্যৈষ্ঠমাসে তু আবাতে চাংগুমাংস্তথা ।  
 পৰ্জন্তঃ শ্রাবণে শাসি বৰ্ণনঃ শ্রোষ্ঠিসংজ্ঞিকৈঃ ॥  
 ইন্দ্রচান্বয়ঙ্জে শাসি বাতা তপতি কার্ত্তিকে ।  
 মার্গশীর্ষে তথা মিত্রঃ পৌষে পূবা দিবাকরঃ ॥  
 মাঘে ভগন্ত বিজ্ঞেয়শ্চৈতী তপতি কাল্পনে ।  
 শতৈর্দ্বাদশতিবিষ্ণু বস্মীনাম্ দ্বীপ্যতে সদা ॥  
 দ্বীপ্যতে গো সহস্রৈশ শতৈস্তচ্ছ্রীতিব্রহ্ম ॥<sup>১৩</sup>

—ক্রমাভাবে আদিত্যগণ দ্বাদশমাসে উদ্ভিত হন । বিষ্ণু চৈত্রমাসে তাপ দেন, বৈশাখে অৰ্যমা, জ্যৈষ্ঠ মাসে বিবহান্, আবাতে অংগুমান, শ্রাবণ মাসে পৰ্জন্তঃ, ভাদ্রপদে বৰ্ণন, আশ্বিন মাসে ইন্দ্র, কার্ত্তিকে বাতা তাপ দেন, অগ্রহায়ণ মাসে মিত্র, পৌষে দিবাকর পূবা হন, মাঘ মাসে তিনি ভগ, কাল্পনে শ্চৈতী তাপ দেন । বিষ্ণু দ্বাদশমাসের অধিপতি হয়ে কিবণ সমূহের দ্বারা দ্বীপ্ত হন । অৰ্যমা তিনশত সহস্র অর্থাৎ তিন লক্ষ কিবণের দ্বারা প্রদীপ্ত ।

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী দ্বাদশ আদিত্যের একটা ভিন্নতর ব্যাখ্যায় বিবরণ উল্লেখ করেছেন । এই ব্যাখ্যায় দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ শাসি আবার দ্বাদশ মাসের স্বর্বাণ্ড । “যতান্তবে আবায দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ বাশিকপেও পরিকল্পিত হয় । কল্পান্তরে স্বর্ষপত্নী সংজ্ঞা আদিত্যের তেজঃ সহনে অসমর্থ হইলে তৎ পিতা বিশ্বকর্মা স্বর্ষকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন । সেই দ্বাদশ খণ্ড বার মাসে বিভিন্ন নামে উদ্ভিত হন । যথা—

অরণো মাঘশাসি তু স্বর্ষো বৈ কাল্পনে যথা ।  
 চৈত্রে শাসি চ বেদজ্ঞো বৈশাখে তপনঃ স্মৃতঃ ॥  
 জ্যৈষ্ঠে শাসি তপেদিত্রঃ আবাতে তপতি ব্রহ্মিঃ ।  
 গন্তন্তি শ্রাবণে মাসে যমো ভাদ্রপদে তথা ॥  
 ইবে হিবণ্যদেতাচ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ ।  
 মার্গশীর্ষে তপেচ্ছিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ :  
 ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেরাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥<sup>১৪</sup>

<sup>১৩</sup> ভবেৎ—১-১০২-৬৬    <sup>১৪</sup> দুর্গাদাস সম্পাদিত কৃষ্ণ বজ্রবর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬২৬, পাদ টীকা ।



কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও আদিত্যগণের স্বরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন বলেন আদিত্যগণ মাসাধিপতি স্বর্ষ। "In after times, the number was increased to twelve, as representing the Sun in the twelve months of the year"<sup>১৪</sup>

Dr W. Hopkins লিখেছেন যে, প্রথমে নামগুলি সূর্যের বিশেষণ ছিল, পরে এইগুলি পৃথক পৃথক দেবতাব আকার নিয়েছে। "Vibhavasū is a common name of the Sun. Other synonyms Vivasat, Habi, Tapana, Arka, Bhaskara and Sahitri are indeed sons of Dyaus, but as the first two are epithets, the assertion simply shows how early epithets become persons."<sup>১৫</sup>

Prof. Roth আদিত্যগণের স্বরূপ সম্পর্কে লিখেছেন, "In the highest heaven dwell and reign those gods who bear in common the name Adityas According to this conception they were twelve Sun-gods, there being evident reference to the twelve months. But for the most ancient period we must hold fast to the primary significance of their names. They are inviolable, imperishable eternal things."<sup>১৬</sup>

দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের নামের পার্থক্য আছে, আদিত্যের সংখ্যারও তারতম্য আছে, আবার বিভিন্ন মাসের অধিপতি হিসাবে আদিত্যগণের নামের তারতম্য বিদ্যমান। কিন্তু এ বিষয়ে একটি কথা সর্বত্রই স্পষ্ট যে আদিত্যের সংখ্যা যতই হোক এবং যেমনই হোক তাঁদের নাম ও অবস্থান, তাঁরা সকলেই সূর্য বা সূর্যের অবস্থান্তর অথবা সূর্যায়িকপী তৈজসপদার্থ।

এক আদিত্যের নাম অংশ বা অংশু। ইনি কে? আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমত অনুসারে ইনিও সূর্য। "ঋগ্বেদের ঋষি ৩৬০ দিনে বৎসর গণিতেন বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে পবে অতিবিক্ত একমাস গণিতেন। সেই মাসের এক আদিত্য বলিত হইয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহাব নাম অংশ।"<sup>১৭</sup> অংশ বৃন্দ কার্তিকেয়কে পাঁচটি পার্শ্ব দান করেছিলেন।<sup>১৮</sup>

<sup>১৪</sup> Classical Dictionary of Hindu Mythology—John Dowson, page 4

<sup>১৫</sup> Epic Mythology, page—831

<sup>১৬</sup> Muir's translation of Roth, Oriental Sanskrit Text, vol. 49 - -

<sup>১৭</sup> বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, ১০ম অধ্যায়—পৃ: ৮২      <sup>১৮</sup> মহা: পদ্মপর্বে—৪৫/৮৩

মার্তণ্ডকে অদ্বিতি পরিভাগ করেছিলেন। মহাভারতে এই বিষয়ে একটি গল্প আছে : অদ্বিতি দেবতাদের ভক্ত অন্ন পাক করেছিলেন। এই অন্ন ভোজন করে দেবগণ অন্নর বধ করবেন। ব্রত সমাপ্ত হলে বুধ ভিক্ষা প্রার্থনা কবলেন। কিন্তু দেবগণ অন্ন ভোজন করে কেনেছেন। অদ্বিতি ভিক্ষা দিতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহ্মরূপী বুধ অদ্বিতিকে অভিশাপ দিলেন—অদ্বিতির উদরে ব্যাথা হবে। সূর্যেব অঙ্ক নামে দ্বিতীয় ভগ্ন মাতা অদ্বিতি কর্কট বিনষ্ট হয়েছিল। সেই বিবস্বান্ মার্তণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। “প্রত্যাখ্যান কবিতেন বুধেন ব্রহ্ম-ভূতেনাদ্বিতিঃ শপ্তা অদিতেক্ষমবে ভবিষ্যতি ব্যাথা বিবস্বতো দ্বিতীয়ভগ্নমঙ্কলসংজ্ঞিতস্ত-অস্ত্র মাতুরদিত্যা মাষিতঃ স মার্তণ্ডো বিবস্বানভবজ্জরুদেবঃ।”<sup>১০</sup> আচার্য যোগেশ-চন্দ্র মার্তণ্ডেব স্বপ্ন ব্যাখ্যা লিখেছেন, “এইরূপে ৩৬৬ দিনে বৎসব পাইলাম। এখানে একটু ভুল থাকিতেছে। বৎসবে ৩৬৫½ দিন না হইবা ½ দিন অনধিক ধরা হইতেছে। ৪০ বৎসরে ৪০ × ৪০ = ৩০ দিন অর্থাৎ একমাস অধিক দাঁড়াইবে। এই একমাস পরিভাগ না কবিলে দিবস গণনাব সহিত নক্ষত্রের উদয়ের ঐক্য হইবে না। এই অধিক মাসটির আর একটি আদিত্য উৎপন্ন হইলেই পরিভাগ হইতেন। এই আদিত্যের নাম ‘মার্তণ্ড’ হিন্, এটি যুত অণ্ড।”<sup>১১</sup>

আচার্য রাধেব স্নতে আদ্বিত্য স্বত্বপতি। “অর্ধমা বলন্ত স্বত্বর, মিজ গ্রীষ্ম স্বত্বর, বরুণ বর্ষা স্বত্বর, পূবা হেমন্ত স্বত্বর (চারিমান), সবিতা শীত স্বত্বর আদিত্য। • বোধহয় ভগ্ন শব্দ স্বত্বর আদিত্য ছিলেন।”<sup>১২</sup>

ভগ্ন শব্দকে ম্যাকডোনেল লিখেছেন, “The word (Bhaga) means dispenser, giver and appears to be used in this sense more than a score of times alternatively in several cases with the name of Savitri. The god is also regularly conceived in the Vedic hymns as a distributor of wealth, ... Dawn is Bhaga's sister Bhag's eyes are adorned with the Rays”<sup>১৩</sup>

ঋগ্বেদের ১।১০৬।২ ঋকের ভাগে সায়ন বলেছেন সকল লোকের ভজনীয় বলেই সূর্য ভগ্ন নামে পরিচিত।

‘ভগ্ন’ শব্দের অর্থ ধন। ভগ্ন্, ধাতু উত্তর বঙ্গ, প্রত্যয় যোগ করে ভগ্ন শব্দ নিম্পন্ন। “ধনং ভগ্নো গচ্ছতীতি বা বিজ্ঞাষতে, জনঃ গচ্ছতি আদিত্য উদযেন।”<sup>১৪</sup>

১০ মহাঃ শাস্ত্রির্ষ—৩৪২।৬৬

১১ বেদের দেবতা—পৃঃ ১২

১২ বেদের দেবতা—পৃঃ ১০

১৩ Vedic Mythology—page 45

১৪ নিকট—১২।১১।৬

—ভগ্ন মাহুকে প্রাপ্ত হন অথবা মাহুকে বিজ্ঞাপিত করেন। উদযেব দ্বারা আদিত্যই মনুস্মৃতি প্রাপ্ত হন।

নিরুক্তকাবের এই বক্তব্যকে বিশদ করে পণ্ডিত অম্বকের ঠাকুর লিখেছেন, “ভগ্ন শব্দের অর্থ অহুদিত, কিন্তু জনক ভাগে গচ্ছতি এই বাক্যে (মৈত্রী সং. ১।৬।১২) ভগ্ন শব্দে অহুদিত আদিত্যকে বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে সূর্যকপতাপন্ন ভগ্নকে অর্থাৎ উদযাবস্থ আদিত্যকে।”<sup>৫৫</sup>

পণ্ডিত সত্যত্রয় সামগ্র্যমীম্মতে কৃষিবর্ষেব জনক যে সূর্য তিনিই ভগ্ন। “ভগ্ন শব্দ ঐশ্বর্যবাচক এবং কৃষিই সর্বপ্রকার ঐশ্বরের মূল। অতএব যে দেবতার অল্পগ্রহে কৃষি স্কল হয়, তাঁহাকেই ভগ্ন দেবতা কহা যায় (সূর্য)।”<sup>৫৬</sup>

শাস্ত্রকাররা সকলেই জানতেন যে এক আদিত্যই সূর্যভেদে বহুত লাভ করেছেন। ১।১৩৬।২ ঋকেব ভাস্ত্রে সাধনাচার্য লিখেছেন, “যন্তপি সূর্যশ্চৈকম্ তথাপি উপাধিভেদেন ভেদাৎ পৃথক্ ভূতিঃ।” —যদিও সূর্য একই তথাপি উপাধিভেদে ভিন্ন প্রতীকমান হওয়ায় পৃথক্ ভাবে ভূতি করা হয়।

নিরুক্তকাবও প্রকারান্তরে একই কথা বলেছেন, “এবমন্তাসামপি দেবতানায়া-  
দিত্যপ্রপাদাঃ স্ততযো ভবন্তি। তন্ যথৈতন্নিব্রত বরণভার্মনো দক্ষত ভগ্নাত্ম-  
শস্তেতি।”<sup>৫৭</sup> —অতান্ন দেবতারও আদিত্যনামে স্তত হন, যেমন—মিত্র, বরুণ, দক্ষ, অর্যমা, ভগ্ন এবং অংশ।

সূর্যের বখসারখি অরুণ। মহাভারতে অরুণ বশ্পনন্দন বিনতার পুত্র,—  
গরুড়ের অগ্রজ।<sup>৫৮</sup> সূর্য-সাবখি অরুণ সূর্যই,—অপব কেউ নন। শুক্ল যজুর্বেদে  
অরুণকে সূর্যবপেই দেখতে পাই। “উক্সা সমুদ্রো অরুণঃ পূর্বন্ত যোনিং পিতৃ-  
বাবিবেশ।”<sup>৫৯</sup> —বলবান সমুদ্রতুল্য অরুণ স্বর্ণ (পক্ষীকপী) সূর্য পিতৃবরুণ  
আকাশেব পূর্বভাসে স্থানে আবিভূত হন।

অতএব যজুর্বেদ উদয়কালীন বক্তবর্ণ সূর্যকেই অরুণ বলে উল্লেখ করেছেন।  
সূর্যসাবখি অরুণ যে সূর্যেরই একরূপ,—উদয়কালীন লোহিতবর্ণেব সূর্য—সে কথা  
হপকিনসুও উল্লেখ কবেছেন, “The sub-divided Sun includes the  
myth of Aruna, appointed to go before the Sun on his rising,  
thus protecting the world from excessive heat.”<sup>৬০</sup>

৫৫ নিরুক্ত, ক বি

৫৬ ঐ ২।১৩৬

৫৭ সোডিল গৃহ্যসূত্র পাণ্ডিকা—পৃঃ ৩৪

৫৮ আদিপর্ব—১৩ অঃ

৫৯ শুক্লযজুঃ—১।৭।২২

সূর্য একই, কিন্তু অবস্থা ভেদে বা কাল ভেদে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম। স্বল্পপূৰ্ণ  
পক্ষে ভার্দেই বলেছেন যে, সূর্য একই ; বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতেও তাঁর  
রূপভেদ বর্ণিত হয়েছে।

সূর্য এব হিলোকশ্য মূলাঃ পরমদৈবতম্।

বসন্তে কপিলঃ সূর্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসদ্রভঃ।

শেতবর্ণস্ত বর্ষাত্ম পাণ্ডুঃ শরদি ভাস্করঃ।

হেমন্তে তাম্রবর্ণস্ত শিশিরে লোহিতো ঋষিঃ।

এব বর্ণবিশেষে ধ্যানেন সূর্যং যজ্ঞকরম্।<sup>১১</sup>

—সূর্য হিলোকের মূলকারণ, শ্রেষ্ঠ দেবতা। বসন্তে তিনি কপিল বর্ণ, গ্রীষ্মে  
সুবর্ণের রঙ, বর্ষা শেত, শরতে তিনি পাণ্ডু, হেমন্তে তাম্রবর্ণ, শীতে লোহিত।  
এইভাবে বর্ণবিশেষ অনুসারে যজ্ঞকর সূর্যকে ধ্যান করবে।

মহাভারতেও সূর্য এক।<sup>১২</sup> একই সূর্যের ভিন্ন অবস্থা বা মূর্তিরূপী যে  
আদিত্যগণ, তাঁদের জননী অদ্বিতি। এই অদ্বিতি কে? মহাভারতে অদ্বিতি  
দেবতারের মাতা।<sup>১৩</sup> কামাযণেও তিনি তেত্রিশ দেবতার জননী।

অদিত্যঃ জজিহ্নে দেবাত্তরঙ্গিঃ<sup>১৪</sup> অদ্বিনন্দ।

আদিত্যো বসবো জহ্না অদ্বিনো চ পরমুপ।<sup>১৫</sup>

মাতাও অদ্বিতির পুত্র—“মাতারমদ্বিতির্থা।”<sup>১৬</sup>

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, অদ্বিতি শব্দের এক অর্থ পৃথিবী। সূর্য ও অগ্নি  
অভিন্ন হওয়ার অদ্বিতি পৃথিবীরূপিনী পার্থিব অগ্নির আধার হিসেবে আদিত্যের  
জননী,—এরূপ ব্যাখ্যা পূর্বে করা হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র আদিত্য বা  
সূর্যের জননী পৃথিবীরূপিনী অদ্বিতি এরূপ অর্থ সম্ভব নয়। কেউ কেউ অদ্বিতি  
অর্থে আকাশও গ্রহণ করেছেন। John Dowson লিখেছেন, অদ্বিতি অর্থে  
“free, unbounded, Infinity ; the boundless heaven as compared  
with the finite earth”<sup>১৭</sup>

বিভিন্ন মনোবীর বক্তব্য অনুযায়ণ করলেই অদ্বিতির স্বরূপ উপলব্ধি করা  
সম্ভব হবে। চন্দ্রশেখর দত্ত অদ্বিতি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

১১ স্বল্পপূর্ণ, প্রভাস বর্ণ—১২৮১৩-১৮ ১২ মহাঃ বর্ণবর্ণ—১৮৮৮ ১৩ ক শল্যপর্ব—৪৮১৩

১৪ কামাযণ, আর্যাকাণ্ড—১৪১৫-১৮

১৫ কামাযণ, অদোধ্যাকাণ্ড—১৮২২

১৬ Classical Dictionary of Hindu Mythology.

“দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অছিন্ন, অসীম তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি। স্তুতবাং অদিতি সকল দেবেব জনমিজী, এবং যাক্ত তাঁহাকে ‘আদিনা দেবমাতা’ কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম অর্থ নাম অদিতি।”<sup>৬৬</sup>

“অদিতি শব্দের অর্থ অসীম, অনন্ত। ‘দিত’ শব্দে সীমা, ‘অদিত’ যাহার সীমা নাই, অর্থাৎ সীমা বহিত।”<sup>৬৭</sup>

Maxmuller-এর মতে “Aditi means infinitude from dita, bound and a not, that is, not bound, not limited, absolute infinite”

Maxmuller অন্তর্ভুক্ত লিখেছেন, “Aditi an ancient god or goddess is in reality the earliest name invented to express the infinite; not the infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the sky.”<sup>৬৮</sup>

দেবী ও বিদেশী পণ্ডিতগণের মতে অদিতি শব্দের অর্থ সীমাহীন, অনন্ত। স্তুতবাং অসীম পৃথিবী বা অনন্ত আকাশ অদিতি শব্দের দ্বারা আভাসিত। স্তুতবাং অদিতি শব্দে অনন্ত আকাশ এই অর্থই সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু আমাদের মতে অদিতি শব্দে অসীম-অনন্ত শক্তিকে বোঝায়। অদিতি অনন্ত শক্তি, কিন্তু কিসেব শক্তি? অদিতি তেজোরূপা শক্তি,—যে শক্তি নব নব প্রকাশ দ্বালোকে আদিত্য বা সূর্য, অন্তরীক্ষে বিদ্রাৎ, মর্তে অগ্নি। সেই অনন্ত তেজোময়ী-দীপ্তিময়ী শক্তিই দেবগণের জননী—আদিভাগ্যগণের জননী অদিতি। Prof. Roth-এর ব্যাখ্যা এই অভিমতকেই সমর্থন করে। Roth লিখেছেন, “Aditi, Eternity or the Eternal is sustained by them. The eternal and inviolable element in which Adityas dwell and which forms their essence, is the celestial light. The Adityas, the gods of the light, do not therefore by any means coincide with any of the forms, in which light is manifested in the universe. They are neither the sun, nor the moon, nor stars, nor dawn but the

৬৬ স্বর্গের বহাঃস্বাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮, ১১৪১০ স্বর্গের টীকা।

৬৭ হুগ্‌ল্যান্ডস জাফি—বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা, পৃঃ ১২০

৬৮ Maxmuller's Rgveda.(Trans.), Vol I (1869), p 23J

eternal sustainer of the luminous life which exists, as it were, behind these phenomena.”<sup>৬৯</sup>

অদ্বিতির এই চিৎশক্তিরূপতা প্রকাশিত হয়েছে ঐতবেশ আরণ্যকের একটি মন্ত্রে—অদ্বিতীর্হাদং সর্বং যদিদং কিং চ পিতা চ মাতা চ পুত্রো চ প্রজ্ঞননং চ ।<sup>৭০</sup>

ঋষেদেব একটি ঋকে অদ্বিতিকে দক্ষের কন্যা এবং দক্ষকে অদ্বিতির পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

অদিতের্দক্ষো অজাযত দক্ষাবদ্বিতিঃ পশুি ॥

অদ্বিতীর্হ্যজনিষ্ট দক্ষ বা ছুহিতা তব ।

তাং দেবা অহজ্জাযন্ত তত্রা অমৃত বধবঃ ॥<sup>৭১</sup>

—অদ্বিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদ্বিতি জন্মিলেন । হে দক্ষ ! অদ্বিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা । তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন, ইহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিনাশী ।<sup>৭২</sup>

দক্ষ আদিত্যগণের অন্ততম । আদিত্য সূর্য । অদ্বিতি তেজোরূপা অনন্ত শক্তি অথবা আলোকময়ী চৈতন্যশক্তি । সূর্য এবং অদ্বিতির সম্পর্কে এই বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পনা তাই অবাস্তব বা অসম্ভব নয় । পূর্বাণে অদ্বিতি দক্ষের কন্যা, কস্তুরের পত্নী এবং দেবগণের মাতা । ঋষেদেব একটি মন্ত্রে (৩।২।৭।২) অগ্নিকে দক্ষতনবাব পুত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে । সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়ার এখানেও বিরোধ হয় না । একটি মন্ত্রে (৮।২২।১৬) কথিত হয়েছে যে—মিত্র, বরুণ, অর্বম, নাসত্যায় এবং ভগ অগ্নির তেজে দীপ্ত হবে আশোক দান করেন । ইত্যাদি আদিত্যগণ অগ্নির রূপান্তর, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ।

ঋষেদেব একটি মন্ত্রে স্পষ্টতই অগ্নিকে অদ্বিতি বলা হয়েছে :

বিশ্বেবামদ্বিতীর্হিষ্ণিবান্যং বিশ্বেবামদ্বিতীর্হিষ্ণিবান্যং ।

অদ্বিতীর্দেবানামেব আবুধানঃ সূর্যগৌকো ভবতু জাতবেদাঃ ॥<sup>৭৩</sup>

—অগ্নি যজ্ঞীয় দেবতাদের অদ্বিতি,—সমস্ত মহত্ত্বগণের অদ্বিতি (প্রাণ-স্বরূপা) । জাতবেদা অগ্নি স্তবিকারিগণের পক্ষে স্মরণীয় হোন ।

অপর একটি মন্ত্রে অদ্বিতি অগ্নির বিশেষণ : “অমুরঃ কবিরদ্বিতীর্বিবস্বান”<sup>৭৪</sup>

—বিবস্বান অগ্নি অমৃত, কবি এবং অদ্বিতি ।

৬৯ Roth, translated by Muir, O S T, vol 49: ৭০ ইতিহাস জাঃ—৩।১।৬

৭১ ঋগ্বেদ—১।৭২।৪-৫

৭২ অনুবাদ—রামেশচন্দ্র দত্ত

৭৩ ঋগ্বেদ—৪।১।২০

৭৪ ঋগ্বেদ—৭।৩।৩

একস্থানে স্পষ্টরূপেই অগ্নিকে অদিতিক্রূপে সম্বোধন করা হয়েছে :

যস্মৈ অগ্নে অহুবিণো দদাশোহনাগাস্থমদিত্তে সর্বতাতা ।

যং ভদ্রেণ শবলা চোদ্বাসি প্রজাবতা রাধসা তে স্তাম ॥<sup>১৫</sup>

—হে শোভনধনযুক্ত, অখণ্ডনীয় অগ্নি । যে সর্বযজ্ঞে বর্তমান যজ্ঞমানকে তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর, এবং কল্যাণকর বল প্রদান কর (সে-ই সমৃদ্ধ হয়) । আমবা তোমাব স্তোতা, আমবাও যেন পুত্রপৌত্রাদির সহিত তোমাব ধনযুক্ত হই ॥<sup>১৬</sup>

এই ঋকৃটি সম্পর্কে পণ্ডিত অমবেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “আগ্নেয় যজ্ঞের এই মন্ত্রে ‘অদিতি’ সম্বোধন অগ্নিব্যতীত আর কাহাব প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে ? অদিতি অখণ্ডনীয় বা অক্ষীণ অগ্নি ॥”<sup>১৭</sup>

যাকও বলেছেন, অগ্নিকেই অদিতি বলা হয়,— “অগ্নিব্যাদিতিক্রূচ্যতে ॥”<sup>১৮</sup>

একটি ঋকে অদিতির অনন্ত জ্যোতির কথা বলা হইবে :

“অবধ্রুং জ্যোতিরদিত্তেজ্ঞতা বুধো ॥”<sup>১৯</sup>

—অদিতির যজ্ঞ বুদ্ধিবাবী তেজ আমাদের প্রতি হিংসা রহিত হোক ।

আব একটি ঋকে অদিতি উবাচ প্রতিস্মিণী : “মাতা দেবানামদিত্তে-  
য়গীকং ॥”<sup>২০</sup> —হে উবা, তুমি দেবতাগণেব মাতা, অদিতির প্রতিস্মিণী ॥<sup>২১</sup>

এখানে স্পষ্টতঃ অদিতি ও উবাচ অভিন্নতা প্রকটিত হয়েছে । বেদে নানা স্থানে অদিতিকে গো বা ধেনুরূপে উল্লেখ করা হইবে । পীণাচ ধেনুবাধিত্তিষ্ঠত্যায় ॥<sup>২২</sup>

—অদিতি ধেনু, যজ্ঞের জন্ত দ্রুতবতী হোক । বুবা বুকে দোহসা দিবঃ পবাংসি যব্বা অদিত্তেবদাত্যঃ ॥<sup>২৩</sup>—বলশালী অগ্নি বৃষ্টিদাবিনী অদিত্তিব নিকট থেকে পব (দ্রুত বা জল) দোহন করছিলেন ।

গাং মা হিংসীবদিত্তিং বিরাজম্ ॥<sup>২৪</sup> —হে অগ্নি তুমি অদিতিকৃপিনী ও বৈচিত্র্যময়ী (বিবার্ট রূপিনী) গাভীকে হিংসা কোরো না ।

মহীধব এই মন্ত্রটিব ব্যাখ্যাচ বলেছেন, “কীদৃশমদিত্তিমখণ্ডিতামদীনং বা, বিরাজম্ বিবিধবাজমানাং দ্রুদানাচ্ গোবীরাই ॥” —গাভীকৃপিনী অদিতি

১৫ ঋগ্বেদ—১।৩৪।১৫

১৬ অথুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

১৭ নিকট (ক বি.) পৃঃ—১২।৩

১৮ নিকট—১২।২৩।৭

১৯ ঋগ্বেদ—৭।৮২।১০

২০ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১২

২১ অথুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২২ ঐ ১।১৫৩

২৩ ঋগ্বেদ—১০।১১।১

কিরূপ ? না, অখণ্ডিতা অথবা অদীন। বিবিধরূপে প্রকাশিতা, দ্রুত (জল) দান হেতু গো বিরাট।

ধেয় বা গো শব্দের অর্থান্তর সূর্য্যস্নি। অখণ্ডিতা সূর্য্যস্নি বা সূর্য্যস্নিব তেজাঙ্গিকা শক্তিই অদ্বিতি। সূর্য্যস্নিব জন (পয়ঃ) দানেব শক্তি সহজগম্য। সূর্য্যকিবশেব বিচিৎকরূপ চক্ষুমান ব্যক্তি সাদ্রেবই প্রত্যক্ষগম্য। সূর্য্য কিরণরূপা তেজোময়ী শক্তিব বিরাটরূপে দৃশ্য। তেজাঙ্গিকা যে বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি তারই প্রকাশ সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ প্রভৃতি। আবার সূর্য্যস্নি থেকেই বিকশিত হব তাপশক্তি। সুতবাং সূর্য্যরূপী দক্ষ অদ্বিতিব গুণ এবং দক্ষেব কন্না অদ্বিতি— এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক একই সঙ্গে কথিত হওয়া অযৌক্তিক হব নি।



## ইন্দ্র

ইন্দ্র বৈদিক আৰ্যগণের সৰ্বপ্রধান দেবতা। সর্বাধিক সংখ্যক স্থত ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। ইন্দ্র অদ্ভুতকর্মা। তিনি বহু মানব বধ করেছেন। তিনি জন্মমাত্রই কর্মধাৰা অস্ত্রসকল দেবতাদের অতিক্রম করে গেছেন।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্  
দেবো দেবান্ ক্রতুনা পৰ্বভূবন্।  
যশ্চ শুশ্রামোদসৌ অভ্যসেতাং  
নৃশশ্চ মহা স জনাস ইন্দ্রঃ।<sup>১</sup>

—হে মহুগুণ, যিনি জ্যোতমান, যিনি জন্মমাত্রই দেবগণের প্রধান ও মহুগুণের অগ্রগণ্য হইবা বীষকর্মের দ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত কাঁইবাছিলেন, যাহার শবীরবলে জ্ঞাবাপৃথিবী ভীত হইবাছিল, যিনি মহতী সেনার নাথক, তিনিই ইন্দ্র।<sup>২</sup>

ইন্দ্রের প্রাধিক্য—ইন্দ্র ব্যক্তি পৃথিবীকে দৃঢ় কবেছেন, অন্তরীক্ষ নির্মাণ করেছেন, পর্বতগণকে স্থির করেছেন, দ্যলোক বা আকাশকে সজ্জিত কবেছেন, তিনি স্নেহের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেছেন, বিশ্বভূবন নির্মাণ করেছেন।<sup>৩</sup> ইন্দ্র স্বর্ষ ও উষাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঞ্জল প্রেবণ করেন, সপ্ত নদীকে প্রবাহিত করেন, তিনি নিজের তেজে অন্তরীক্ষ পূর্ণ করেন।<sup>৪</sup> ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা।<sup>৫</sup> তিনি বজ্রতুল্য বাহুবিশিষ্ট, বজ্র তাঁর অস্ত্র।<sup>৬</sup> শুই ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ কবেছিলেন।<sup>৭</sup> ইন্দ্র দেবতাদের প্রধান এবং সম্রাট—“ইন্দ্রাবরুণবোয়হং সম্রাজ্যেব বৃণে।<sup>৮</sup> —আগ্নি সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট বর্ষণের অস্ত্র যাজ্ঞা কবি।

অশুর বধ—ইন্দ্র আশুর্ব, শক্তিশালী অদ্ভুতকর্মা বীর। শুক, চুম্বি, ধুনি, শব্ব, পিপ্র, বল, অবুর্দ, কুয়ব প্রভৃতি বহু অশুর বধ করে তিনি অক্ষব কীর্তি স্থাপন

১ ঋগ্বেদ—২।১২।১

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—২।১২।২-৪

৪ ঐ—১।৫।১২

৫ ঋগ্বেদ—১।৫২।১৫

৬ ঐ ২।১৩।১৩

৭ ঐ ১।৩২।২

৮ ঐ ১।১৭।১

৯ ঐ ৬।৩২।৩

কবেছেন। “কুবিধদিলীবিশস্ত দৃঢ়হা বি কুগিণমভিনন্দুমিহঃ।”<sup>১</sup> — ইন্দ্র  
ইলীবেশের প্রবল (সৈন্ত) বিদ্ধ করিয়াছিলেন ও শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ককে বিবিধ  
প্রকারে ভাঙনা করিয়াছিলেন।<sup>২</sup>

স্বঃ পিপ্রো নৃগঃ প্রাক্রমঃ পুংঃ।<sup>৩</sup>

—তুমি পিপ্রের (অশ্বের) নগব ধ্বংস করেছিলে।<sup>৪</sup>

“দাস যচ্চক্ষুঃ কুমবঃ স্তম্বা অরংধব।”<sup>৫</sup>

—হে ইন্দ্র। তুমি দাস শুষ্ক ও কুমবকে বশীভূত কবেছিলে।

স্বঃ কুংসঃ শুষ্কহত্যোদ্যাবিধাবঃ ধ্বংসতিথিধিধাবঃ শববঃ।

মহাস্তঃ চিদবুর্দং নিক্রমীঃ পদা সনাদেব দহ্যহত্যাবঃ অস্ত্রিবে।<sup>৬</sup>

—তুমি শুষ্ক (অশ্বের) সহিত যুদ্ধে কুংস ঋষিকে বন্ধা করিয়াছিলে, তুমি  
অতিথিবৎসল (দিবোদাসের বন্ধার্থে) শব্ব নামক অশ্বকে হনন করিয়াছিলে।  
তুমি মহান্ অবুর্দ নামক অশ্বকে পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলে, অতএব  
তুমি দহ্যহত্যাব অস্ত্রই অগ্ন্যগ্রহণ করিয়াছ।<sup>৭</sup>

নম্যা যদিহ সখ্যা পরাবতি বিবর্হযো নমৃচি নাম মাধিনম্।<sup>৮</sup>

—হে ইন্দ্র। তুমি নমী ঋষির সহাবে দুই দেশে নমৃচি নামক মাধাবীকে বধ  
করিয়াছিলে।<sup>৯</sup>

মাধাভিবিহ্ন মাধিনঃ স্বঃ শুষ্কসাবতিকঃ।<sup>১০</sup>

—হে ইন্দ্র। তুমি মাধাবী শুষ্ক নামক অশ্বকে মাধা দ্বারা বধ  
করিয়াছিলে।<sup>১১</sup>

যো বাংসঃ জাহ্বাশেন মন্ত্যনা যঃ শব্বহঃ

যো অহনু পিপ্রমব্রতঃ।

ইন্দ্রো যঃ শুষ্কমন্ত্যং জাবুণমব্রতঃ

সখ্যাম হবাম্মহে।<sup>১২</sup>

—যে ইন্দ্র প্রচণ্ড ক্রোধে ছিন্নবাহু বৃত্তকে বধ করেছিলেন, যিনি শব্ব নামক  
অশ্বকে বধ করেছিলেন, যজ্ঞবিরোধী পিপ্রকে যিনি বধ করেছেন, সর্বজগৎ-

১ ঋগ্বেদ—১৩৩১২

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—১৫১৫

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—৭১৩২

৬ ঐ ১৫১৩

৭ অনুবাদ—ভদ্রেশ

৮ ঐ ১৫৩৭

৯ অনুবাদ—ভদ্রেশ

১০ ঋগ্বেদ—১১১৭

১১ অনুবাদ—ভদ্রেশ

১২ ঋগ্বেদ—১১০১২

শোণক শুক নামক অশ্বরকে যিনি নিহত করেছেন, মরুৎসখা সহ সেই ইন্দ্রকে  
আত্মান করি ।<sup>১</sup>

যো রোহিণমশ্বরুধ্বজবাহর্য্যাসারোহন্তঃ

স জনাস ইন্দ্রঃ ।<sup>২</sup>

—অর্গে (আকাশে) আরোহণকারী রোহিণ নামক অশ্বরকে বজ্রহস্তে যিনি  
হত্যা করেছিলেন, হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র ।

অগ্নেনাত্যাপ্য চুমুরি ধুনিং চ জবহু দহ্মঃ

প্র দতীতিমাবঃ ।<sup>৩</sup>

—ইন্দ্র ধুনি এবং চুমুরি দহ্মাকে নিজাকালে প্রাপ্ত হয়ে বধ করেছিলেন এবং  
তাঁদের সঙ্গে যুধ্যমান রাজর্ষি) দতীতিকে স্বপ্ন করেছিলেন ।

ইন্দ্র কর্তৃক ধুনি ও চুমুরি বধের একটি উপাখ্যান বৃহদেবতার আছে ।

সংযুজ্য তপসাত্মানমৈন্দ্রং বিদ্রুগহৃদপুঃ ।

অদৃশ্যত মুহুর্তেন দিবি চ ব্যোমি চেহ চ ।

তমিন্দ্রমিতি মম্বা তু দৈত্যৌ ভীমপরাক্রমৌ ।

ধুনিশ্চ চুমুরিষ্ঠৈব সানুধাবভিপেততুঃ ।

বিদিত্বা স তদ্যোজীবমৃষিঃ পাপচিকীর্ষভোঃ ।

যো জাত ইতি শ্রুতেন কর্মান্যোদ্রাজকীর্ডয়ৎ ।

উভেধু কর্ম বৈশ্বেষু ভীস্তাবান্ত বিবেশ হ ।

ইদমন্তরমিত্যুক্তা তাবিন্দ্রস্ত গুবর্হয়ং ।<sup>৪</sup>

—ঋষি গুৎসয়দ্ তপস্কারে দ্বারা ইন্দ্র সদৃশ মহৎ বপু ধারণ করলেন । মুহূর্ত-  
মধ্যে মহাপরাক্রমশালী ধুনি এবং চুমুরি নামক দৈত্যদ্বয় অস্ত্রশস্ত্র সহ অর্গে, অস্তরীক্ষে  
এবং মর্তে দেখা দিল এবং আক্রমণ করলো । পাপকার্য্য করতে ইচ্ছুক সেই  
দৈত্যদ্বয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে ঋষি “যো জাত এব প্রথমো মনবান্” ইত্যাদি  
শ্লোকে ইন্দ্রের গুণকর্ম ব্যাখ্যা করতে লাগলেন । ইন্দ্রের স্বাকীর্তন শুনে তারা  
ক্রত পলায়নে উত্তত হোল । ‘এই স্বযোগ’—এই বশে ইন্দ্র তাঁদের হত্যা করলেন ।

শবর নামক দৈত্য পর্বতে লুকায়িত ছিল, ইন্দ্র চণ্ডিশ বৎসর অঙ্গসন্ধান করে  
শবরকে ধরতে পেরেছিলেন ।

যঃ শব্দরূপং পর্বতেষু ক্ষিয়ন্তঃ  
চত্বারিংশাং শব্দরূপবিন্দুঃ ।  
ওজায়মানং যো অহিং জ্ঞান  
দায়ং শব্দানং স জনাস ইন্দ্রঃ ॥<sup>১</sup>

—হে যক্ষগণ। যিনি পর্বতে লুকাইত শব্দকে চল্লিশ বৎসর অধেষণ কবিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যিনি বলপ্রকাশ করী অহি নামক শব্দান দানবকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র ।<sup>২</sup>

ইন্দ্র দম্ব্য শব্দের একশত তুর্ভেদ পুরী ধ্বংস কয়েছেন। তিনি বল নামক অস্ত্রের গুপ্ত গুহা থেকে অপরূপ গোধন উদ্ধার করেছিলেন।

যো হস্তাহিময়িণাং সপ্তসিদ্ধিন্  
যো গা উদাজদপধা বলন্ত ॥<sup>৩</sup>

—যিনি অহিকে হত্যা কয়ে সপ্ত নদীতে জল প্রেরণ করেছিলেন, যিনি বলের অবরোধ থেকে গোগণকে উদ্ধার করেছিলেন।

ইন্দ্র কর্তৃক বলদ্রব্য বধের কাহিনী পুরাণেও আছে। পুরাণে বল ব্রহ্মচারী তপস্বী কৃষ্ণাজিন ও দণ্ডধারী, তপস্বী বলকে সদ্ধাবন্দনায রত দেখে ইন্দ্র তাঁকে বজ্রবারা হত্যা করেছিলেন :

একদা তু বলঃ সাংগং সদ্ধার্থং লিঙ্গুমাগতঃ ।  
কৃষ্ণাজিনেন দিব্যেন দণ্ড কাঠেন রাজিতঃ ॥  
অমলেনাপি পুণ্যেন ব্রহ্মচর্যেণ ভেন সঃ ।  
সাগরতোপকর্থে তং সদ্ধ্যাগনমুপাগতম্ ॥  
জপমানং স্পৃশান্তং তং দদৃশে পাকশাসনঃ ।  
বজ্জেণ পাটিবায়াম দেবেস্ত্রোহসৌ বলং তদা ॥<sup>৪</sup>

ইন্দ্র কর্তৃক বলদ্রব্যের অবরোধ থেকে গো-উদ্ধার কাহিনী কৃষ্ণযজুর্বেদের একটি উপাখ্যানে পাওয়া যায়। বল নামক অস্ত্র বহুসংখ্যক পশু অপহরণ করে কোন বিলে লুকিয়ে রেখেছিল। ইন্দ্র বিলের (ঘারে দ্বিত) পাশাপাশি গাট বিদ্রুপিত করেছিলেন। ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ পশুটির গৃষ্ঠমূল (লেজ) ধরে টেনে দিলেন। সেই পশুস পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহস্র পশু পলায়ন করলো।

১ বর্ষে—১১২১২

২ অম্বাধ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ বর্ষে—৩১২২/৪

৪ পদ্মপুরাণ, ত্রিবিংশ—২৩, ৪১/৪০

“ইন্দ্রো বলন্ত বিলমপোর্ণোঃ স য উত্তমঃ গভরাগীত্তং পৃষ্ঠং প্রাতি সংগৃহ্যোদক-  
খিদন্তং সহস্রং পশবোহনুদায়ন . ।”<sup>১</sup>

ঋগ্বেদেও অন্ত্র বলের উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে :

ঋং বলন্ত গোমতোহপাববলিবো বিলং ।

ঋং দেবা অবিত্র্যবন্তজ্যামানাস আবিরুঃ ।<sup>২</sup>

—হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র । তুমি গাভীহরণকারী বল নামক অশ্বের গহ্বর  
উদ্ঘাটিত করিয়াছিলে, তখন বলাস্বব নিপীড়িত দেবতাগণ ভয়শূন্য হইয়া  
তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।<sup>৩</sup>

শব্দবাদি অত্যাশ্রয় অশ্ববধের কথা ঋগ্বেদেই অন্ত্র পাওয়া যায় ।

অম্বর্ষবো ঘঃ শতং শবরন্ত পুবো বিভেদাশ্বনৈব পূর্বাঃ ।

যো বর্চিনঃ শতমিহ্রঃ সহস্রগপার্বপন্তবতা সোময়শ্চৈ ।<sup>৪</sup>

—হে অম্বর্ষগণ, যে ইন্দ্র শবরকে শতসংখ্যক পুরাতন পূর্বা (দুর্গ) প্রস্তর-  
তুল্য কঠিন বস্তুর দ্বাৰা বিনষ্ট করিয়াছিলেন, বর্চ নামক অশ্ববের শতসংখ্যক  
বীৰপুত্রকে ভূমিতে পাতিত করেছিলেন, সেই ইন্দ্রের মন্ত্র সোমরস প্রদান কর ।

“অহম্ভ্রমুচীম্ ঔর্ণবাতমহীভত্তম্ ।”<sup>৫</sup> —দীপ্তি প্রতিম ইন্দ্র যুজ, ঔর্ণবাত  
ও অহীভবকে বধ করিয়াছেন ।<sup>৬</sup>

দক্ষ্যহ্মিমাংস পুরুহুত এবৈর্হবা পৃথিব্যাং শবানিবর্হাং ।<sup>৭</sup>

—তিনি অনেকের দ্বারা আহুত হইয়া এবং গমনশীল (সক্ষংগণের) দ্বাৰা  
যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দক্ষ্য ও শিমুদিগকে প্রহাব কবিয়া হননকারী বজ্রদ্বাৰা  
বধ করিলেন ।<sup>৮</sup>

তাণ্ড্যমহাত্মাশ্চ ইন্দ্রকে বাক্সসখাতক বলে বর্ণনা করা হয়েছে । “দেবানাং  
বৈ যজ্ঞঃ বক্ষাংস্রাজিঘাসংস্তাক্তোভেন ইন্দ্রঃ সংবর্তমবাপন্নঃ ।”<sup>৯</sup>

—দেব সম্পর্কিত যজ্ঞ বাক্সসেবা বিনষ্ট কবতে উদ্ভূত হইয়াছিল, ইন্দ্র এই  
সাময়িকের দ্বাৰা তাদের ধ্বংস কবেছিলেন ।

ইন্দ্র কর্তৃক যজ্ঞঘাতিনী দীর্ঘজিহবী নামক এক বাক্সসী বধের উপাখ্যানও বিবৃত

১ ক্রক যজুঃ—২৮।১।৫

২ ঋগ্বেদ—১।১১।৫

৩ অনুবাদ—রসেশচর দত্ত

৪ ঋগ্বেদ—২।১৪।৩

৫ ঐ—৮।২২।৩৬

৬ ঋগ্বেদ—১০।১০০।৮

৭ অনুবাদ—রসেশচর দত্ত ৮ তাণ্ড্য মহাঃ ব্রাঃ—১৪।১২।৭

৯ তাণ্ড্য মহাঃ ব্রাঃ—১৩।৩৮।৯

হবেছে তাণ্ডমহারাক্ষা ।<sup>১</sup> ইন্দ্র বহু দানব-রাক্ষস বধ করেছেন । তিনি পণিদ্বেষ দ্বারা অপহৃত এবং অবকর গোসমূহকেও দেবকুক্ষরী সন্ন্যাস সাহায্যে উদ্ধার করেছিলেন ।<sup>২</sup>

পৌৰাণিক বিবরণে পাই—ইন্দ্র পাক নামক দৈত্যগণকে নির্জিত ক'বে পাক-শাসন নাম অর্জন করেছিলেন ।

ততো বাণৈরবচ্ছান্ত মরাদীন দানবান্ হরিঃ ।

পাকং জঘান তীক্ষ্ণাগ্রমার্গণৈঃ কংকরাসনৈঃ ॥

তত্র নাম বিভুলেতে শাসনাচ্চ শরৈর্দৃচ্চ ।

পাকশাসন ইত্যেবং সর্বায়মপতিবিভূঃ ॥<sup>৩</sup>

মহ প্রভৃতি দানবগণকে বাণের দ্বারা আচ্ছন্ন করে ইন্দ্র তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পাকদৈত্যকে বধ করেছিলেন । সেইজন্যই অমরপতি পাকশাসন নাম লাভ করেছিলেন ।

বুদ্ধবধ—ইন্দ্রের বৃহত্তম এবং মহত্তম কর্ম বুদ্ধবধ । বুদ্ধ নামক দানবকে ইন্দ্র বজ্র-দ্বারা নিহত করে ক্ষিত্ররূপে স্বস্তি আনয়ন করেছিলেন, পৃথিবীতে বৃষ্টিধারা এনেছিলেন , এবং নদীসমূহকে জলপূর্ণ করেছিলেন । এই বিরাট কীর্তির জন্যই ইন্দ্রের নাম 'বুদ্ধহতা'—'বুদ্ধহা' । 'এই' 'জন্মই'—'বর্ষে-পুর্বাণে-কাব্যে ইন্দ্রের মহিমা যুগ যুগ ধরে কীর্তিত । ঋষেদের নানা গানে ইন্দ্র কর্তৃক বুদ্ধবধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । পূর্বের উদ্ধৃতিতে তার কিছু নমুনা আছে । অন্ত্যন্ত সংহিতায়, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, মহাভারতে, পুর্বাণে সর্বত্রই ইন্দ্রের গৌরবগাথা কীর্তিত হয়েছে । ঋষেদের প্রথম মণ্ডলান্তর্গত ছাতিশং সূক্তে ইন্দ্রকর্তৃক বুদ্ধবধের বিস্তৃত বিবরণ আছে ।

অহন্ বুদ্ধং বুদ্ধতমং ব্যাসমিন্দ্রো বজ্রেন মহতা বধেন ।

জংঘাসৌব ক্লিশেনা বিবৃক্শাহিঃ শমত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ ॥

অমোকে দুর্ঘাৎ আ হি জুহো মহাবীরং তুবিবাসয়ঙ্গীং ।

নাতারীদন্ত সমুত্তিং বধানাং সংকলানাঃ পিপিব ইন্দ্রশক্রঃ ॥

অপাদহন্তো অপুতন্তদিশ্রমাসাত্ত বজ্রমধিনার্নো জঘান ।

বৃকো বধিঃ প্রেতিমানং বহুধন্ পুঙ্করা ব্রহ্মো অশষম্যন্তঃ ॥

নদং ন তিরমম্বা শয়ানং মনোকহাণা অতি মতাণ্যাপ ।

যাশ্চিদ্ভূতো মহিনা পর্ষতিষ্ঠানামহিঃ পংসুতঃ শীর্ষভূব ॥

নীচাবয়্য অভবত্বজ্ঞপুঞ্জোত্তো অস্তা অব ববর্জভায় ।

উত্তরা স্তবধরঃ পুত্র সানীক্ষানুশবে সহবংসা ন শেতুঃ ।-

—জগতের আবরণকারী বৃত্তকে ইন্দ্র মহাপ্রহসকারী বহুদ্বারা ছিন্নবাহ করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠার ছিন্ন বৃক্কদ্বয়েন জাব অতি গুণিবী স্পর্শ করিয়া পড়িতা আছে ।

দর্পবৃত্ত বৃত্ত (আপনায় সবতুল যোজ্য নাই মনে করিয়া) মহাবীর ও বহুবিলাসী ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল, ইন্দ্রের বিনাশকার্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্রু বৃত্ত (নদীতে পতিত হইয়া) নদী সমুদ্র দিবিয়া ফেলিল ।

হস্ত-পদশূণ্য বৃত্ত ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র তাহার সাক্ষাতে (তুল্য প্রৌঢ় স্বন্ধে) বহুদ্বারা আঘাত করিলেন, যেরূপ পৃক্কবৃত্তটান ব্যক্তি পুষ্কবৃক্কশূল ব্যাক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে (বৃথা বহু করে, বৃত্তও সেটবপ (বৃথা বহু করিল), বচস্থানে পত হইয়া বৃত্ত ভূমিতে পড়িল ।

ভগ্ন (কুল)-কে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, অনোহব ভগ্ন সেইরূপ পতিত বৃত্তদেহকে অতিক্রম করিয়া বাইতেছে, বৃত্ত জীবদশায় নিজ মহিমা স্বাক্ষা মে জলকে বহু করিয়া রাখিয়াছিল, অতি এখন সেই জলের পদের নীচে শবন করিল ।

বৃত্তের মাতা তিরিকভাবে রহিল । তখন ইন্দ্র তাহার অধোভাগে অস্ত্রাঘাত করিলেন, তখন মাতা উপরে ও পুত্র নীচে রহিল, তৎপবে বংশের সহিত ধেতুর জায় (বৃত্তের মাতা) দস্ত গুইয়া পড়িল ।<sup>১</sup>

শেব স্বকৃষ্টিতে দেখতে পাই বৃত্তের মাতা দস্তও পুত্রের সঙ্গে নিহত হয়েছে । এই স্বকৃষ্টির তাৎপৰ্য্য প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর চর্গাদাস লিখিয়াছেন, “ব্রাহ্মণ আহত হইলে, ব্রাহ্মণের মাতা গিয়া বৃত্তকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল । সে তিরিকভাবে বৃত্তের দেহ আবৃত করিয়া গুইয়া পড়িয়াছিল । ইন্দ্র বৃত্তের সঙ্গে যার অস্ত্রাঘাত করিতে না পারেন, এইভাবে সে পুত্রকে আবৃত করিয়াছিল । কিন্তু ইন্দ্রদেব বৃত্তের মাতাকেও প্রহার করেন, প্রহারে বৃত্তের মাতাও নিহত হয় ।”<sup>২</sup>

<sup>১</sup> ১ কবেশ—১৮৩৮-৩৯ ২ অম্বাবান—সম্পাদিত দস্ত ৩ চর্গাদাস সম্পাদিত কবেশ, ১ম অধ্যায়

স্বধেদেই অন্তর্ভুক্ত আছে :

পবীং স্মৃণা চবতি তিথিষে শবোহণো

বৃষী বজসো বৃহদাশ্বযং ।

বৃহস্র যং প্রবণে হৃগৃ ভিহানো নিজসং

হৃষোবিজ্ঞো তত্ত্বতুম্ ॥<sup>১</sup>

—জনক কবিরা যে বৃহ অস্তরীষের উপরি প্রদেশে শবান ছিল এবং অস্তরীষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র । যখন তুমি সেই বৃজেব হস্তদ্বয় শঙ্কায়মান বহুদ্বারা আঘাত করিয়াছিলে তখন তোমার দীপ্তি বিধৃত হইয়াছিল এবং তোমার বল প্রদীপ্ত হইয়াছিল ।<sup>২</sup>

স ধাবয় পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেন হস্তা নিবপঃ সসর্জ ।

অহম্‌হিমভির্দ্রোহিণং বাহনু ব্যংসং মঘবা শচীভিঃ ॥<sup>৩</sup>

—ইন্দ্র পৃথিবীকে ধাবণ করিয়াছেন এবং বিধৃত করিয়াছেন, বজ্র-দ্বারা (বৃজকে) হত করিয়া বৃষ্টিজন বাহির করিয়াছেন, অহিকে হত করিয়াছেন; দ্রোহিনকে বিদারিত করিয়াছেন। মঘবান্ স্বকীয় কার্ধ দ্বারা বিগতভূজ (বৃজকে) হত করিয়াছেন ।<sup>৪</sup>

নিরিত্ত ভূম্যা অষি বৃজং জঘন্ নির্দিকঃ ।

হস্তা মরুতীরব জীবৎস্তা ইমা অপোহর্চন্নহু স্বরাজ্যাম্ ॥<sup>৫</sup>

—হে ইন্দ্র । তুমি ভূলোকে বৃজকে ধ্বংস করিয়াছ, ছালোকেও ধ্বংস করিয়াছ । মরুৎগণ কর্তৃক সংযুক্ত ও জীবগণের তৃপ্তিকর বৃষ্টির জন পাতিত কবিরা স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কব ।<sup>৬</sup>

এই ধকে বৃহ ভূলোকেও অবস্থিত, ছালোকেও অবস্থিত । ইন্দ্র সোমরস পান করে বৃজকে ধ্বংস করে থাকেন ।

তৌশিদস্তাসবী অহেঃ স্বনাদযো যবীস্তিবসা বহ্ন ইন্দ্রতে ।

বৃহস্র যদ্বদধানস্র বোদনী যদে স্ততস্ত শবসাভিনচ্ছিরঃ ॥<sup>৭</sup>

—হে ইন্দ্র । তুমি অভিযুত সোম পান করিয়া ফুট হইলে যখন তোমার বজ্র, দ্রা ও পৃথিবীর বাধনকারী বৃজেব মস্তক বেগে ছিন্ন করিয়াছিলে, তখন বলবান্ আকাশও সেই অহির শব্‌ ভাবে কম্পিত হইয়াছিল ।<sup>৮</sup>

১ ধ্রুবেদ—১।৫২।৮

২ অম্ববাদ—কম্পোক্ত বস্তু

৩ ধ্রুবেদ—১।১০।১০

৪ ভদ্রবাদ—হৃদেব

৫ ভদ্রবেদ—১।৮।১৪

৬ অম্ববাদ—হৃদেব

৭ হৃদবেদ—১।৫২।১০

৮ অম্ববাদ—হৃদেব



ঝায়েদে আরও বহুস্থানে ইন্দ্রকর্কট বৃদ্ধবিজয়ের প্রশংসা আছে। কুব্জবজ্রদেও এই উপাখ্যান বিদ্যমান। “ইন্দ্রো বৃদ্ধায় বজ্রবৃদ্ধং ন বৃদ্ধো বজ্রাদুত্তরাদবিত্তে শোভনবীজা মে প্রহারন্তি বা ইদং নরি বীজং ভক্তে প্রদাতানীতি।”<sup>১</sup>

ইন্দ্র বৃদ্ধবধের নিমিত্ত বজ্র গ্রহণ করলেন। সেই বৃদ্ধ উত্তর বজ্র দেখে ভয় পেলো, সে বললে, আমাকে প্রহার করো না, আমার যে বীর্ষ আছে, তা তোমাকে দান করবো।

মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে সর্বত্রই ইন্দ্র কর্কট বৃদ্ধবধের কাহিনী পল্লবিত আকারে পরিবেশিত হয়েছে।

যে ইন্দ্র বৃদ্ধবধরূপ মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন, তিনি অবশ্যই দেবমহত্ববোধে শ্রেষ্ঠ, সেই জন্যই তিনি রাজা—সম্রাট।

জ্ঞ রাজেন্দ্র যে চ দেবা রক্ষা নৃনৃ পাতকহরঃ স্বব্রাহ্মণ।<sup>২</sup>

—তুমি রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে সকল দেবতা আছেন, তাঁদেরও রাজা। হে অস্তুর, তুমি মহত্ত্বগণকে রক্ষা কর, আমাদের রক্ষা কর।

ইন্দ্রো যতোহবসিতস্ত রাজা শমন্য চ শৃংগিনো বজ্রবাহঃ।

সেহ রাজা ক্ষয়তি চৰ্ঘণীনান্নামঃ নেনিঃ পরি তা বভূবঃ<sup>৩</sup>

—(শত্রুর বিনাশানন্তর) বৃদ্ধবাহ ইন্দ্র স্বাবর ও জন্মবিগের এবং (শৃঙ্গশূভ) শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুবিগের রাজা হইয়া নিবাস করিতেছেন এবং যেরূপ চক্রের নেমিসম্বাদ কাষ্টসমূহকে ধারণ করে সেইরূপ ইন্দ্র সকলকে আপনার মতো ধারণ করিয়াছিলেন।<sup>৪</sup>

দেবরাজ ইন্দ্র—ইন্দ্রো রাজা জগত্চৰ্ঘণীনাম্।<sup>৫</sup>—ইন্দ্র ত্রিলোকের রাজা, দেব ও মাহুদের রাজা।

অধর্ববেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে স্বরাট—স্বরাজ্যের অধীশ্বর—“স্বরাতিন্দ্রো দম দম আ বিশ্বগৃভঃ।”<sup>৬</sup>

আবার অথর্ভ তাঁকে বলা হয়েছে ইন্দ্রেজ—ইন্দ্রের ইন্দ্র অর্থাৎ রাজার রাজা। —“ইন্দ্রেজ মহত্ত্বঃ পরেহি।”<sup>৭</sup> জুর্গাদাস লাহিড়ী বলেন, “তাঁহাকে ইন্দ্রেজ বলার সম্রাটশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সকল রাজার অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।”<sup>৮</sup>

১ কৃঃ যজুঃ—৩।৪।১

২ কবেদ—১।১৭৪।১

৩ কবেদ—১।১২।১৫-

৪ অশ্ববাদ—দ্রবণচন্দ্র দত্ত

৫ অধর্ব—১২।১।১

৬ অধর্ব—১।১১।১০

৭ অধর্ব—১।৪।১০

৮ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৫৩

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সকলগুণেই শ্রেষ্ঠ। “অয়ং (ইন্দ্রঃ) দেবানামোজিষ্ঠো বলিষ্ঠঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িত্ব্যতমঃ।”<sup>১</sup>—এই ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তেজসম্পন্ন, বলসম্পন্ন, সর্বাপেক্ষা সহনশীল ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি (রক্ষাকর্তা)।

ইন্দ্রের বৃত্তবধে সহায়ক ছিলেন মরুৎগণ। মরুৎগণকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র যুদ্ধ কবে যুদ্ধকে হত্যা কবেছিলেন। একটি ঋকে বলা হয়েছে “মরুত্বতীঃ”।<sup>২</sup>—সামনেব ভাস্ত্রে মরুত্বতী অর্থ ‘মরুস্তিঃ সংযুক্তাঃ’—মরুৎগণের, সমভিব্যাহাবে। মরুৎগণরূপী সৈন্যদলের নেতা ইন্দ্র—“ইন্দ্র জ্যেষ্ঠা মরুৎগণাঃ—ইন্দ্র জ্যেষ্ঠো যুথ্যো যেষু তে তথাবিধা মরুৎগণাঃ মরুৎ সমুহরূপাঃ”—সায়ন।

জল যজুর্বধে ইন্দ্রকে আদিত্য ও মরুৎগণের সঙ্গে ভেবজ বা ঔবধ প্রদানের জন্য আহ্বান করা হয়েছে :

“আদিত্যৈবিন্দ্রঃ সগণো মরুস্তিঃসত্যং ভেবজা কন্বং।”<sup>৩</sup> গণপবিত্র ইন্দ্র আদিত্যগণ ও মরুৎগণের সহিত আমাদের ঔবধ দান করুন।

ইন্দ্রের সোমপান—ইন্দ্র বৃত্তবধের পূর্বে সোমপান করেন। সোম তাঁর অতি প্রিয়। বৃত্তবধে পরিতুষ্ট মহুৎগণও তাঁকে সোমরস প্রদানে আপ্যায়িত করেন।

এ হান্তমাশবে ভব যজ্ঞশ্রিৎ নৃশাদ নং

পত্যনং মরুৎসংসথম্ ॥

অন্ত পীত্বা শতক্রতো ঘনো ব্রজাণামন্তবঃ।

প্রাবো বাজেযু বাজিনম্ ॥<sup>৪</sup>

—এই সোমরস ব্যাপনশীল ও যজ্ঞের সম্পদরূপ, ইহা মহুৎকে ছুঁ করে, কার্ধ-সাধন কবে এক হর্বদাতা ইন্দ্রের সখা, যজ্ঞব্যাপী ইন্দ্রকে ইহা দান কর।

হে শতক্রতু! এই সোমপান করিবা তুমি বৃত্ত প্রভৃতি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছিলে, যুদ্ধ (তোমার ভক্ত) যোদ্ধাদের রক্ষা করিয়াছিলে।

সোমরস পান করে ইন্দ্রের উদর সমুদ্রের মত বর্ধিত হতে থাকে।

যঃ কৃষ্ণিঃ সোমপাতমঃ সমুদ্র ইব পিন্ডভে

উবীরাপো ন কারুদঃ ॥<sup>৫</sup>

১ ঐতঃ ব্রাঃ—১১১

৪ ঋগেদ—১৪৮-২

২ ঋক্—১৮০-১৪

৫ অনুবাদ—ব্রহ্মশ্রুতি মত

৩ গুরুবক্তঃ—২৫৪৬

৬ ঋগেদ—১৪৮৭

“—ইন্দ্রদেব প্রচুর সোমপান করায় তাঁর উদর সন্দেশের মত বর্ধিত হয়েছে, তাঁর মুখের জল শুখাচ্ছে না।

সোমপানের ফলে ইন্দ্রের শরীর সোমশিষ্ট হয়ে যায়, সোম খেড়ে কেনে তিনি পুনর্বীর সোমপানের জন্য যাত্রা করেন।”

দধিচি ও বজ্র—বৃত্রবধে ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্র। তাই তিনি বজ্রধারী—বজ্রী—বজ্রবাহু। ইন্দ্রো বজ্রী হিবণ্যঃ।”<sup>১</sup>—ইন্দ্র বজ্রবৃত্ত ও হিবণ্যঃ।

“ইন্দ্রো বিশ্বস্ত কর্মণো ধর্তা বজ্রী পুরুষ্টতঃ।”<sup>২</sup>—সকল কর্মের ধর্তা বজ্রধারী ও বহুস্ততিসমগ্নিত।

“বজ্রেন বজ্রী নি জঘান শুক্লং”<sup>৩</sup>—বজ্রী ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা শুক্লকে বধ করেছিলেন।

ঐষ্টা ইন্দ্রের জগৎ বজ্র নির্মাণ করেছিলেন—“ঐষ্টা বজ্রং পুরুহত হ্যামংতং।”<sup>৪</sup>  
—ঐষ্টা তোগায় দীপ্তিমান্ বজ্র নির্মাণ কবিবাছেন।”<sup>৫</sup>

ঐষ্টা যদ্বজ্রং স্বপ্নতং হিব্রায়ং সহস্রভূষ্টং স্বপা অবর্তবৎ।

যদন্ত ইন্দ্রো নর্থ পাংসি কর্তবেহহম্ভুং নিবপার্মোজদর্গবম্।”

—শোভনকরী ঐষ্টা যে স্বনির্মিত অনেক ধারাবৃত্ত হিব্রায় বজ্র ইন্দ্রকে দিবাছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ্র সংগ্রামে কার্যসাধন করিবায় জগৎ ধাবা করিবা বৃত্র বধ করিবাছিলেন এবং বারিবাশি বর্ধিত কবিবাছিলেন।”

বৃত্রবধের নিমিত্ত ঐষ্টা নির্মিত বজ্র দধীচির অস্থি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, এ কহিনীর মূল ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

ইন্দ্রো দধীচো অস্থিভিব্রূজ্যাণ্যাপ্রতিকৃতঃ।

জঘান নবতির্বব।”

—অপ্রতিষন্দী ইন্দ্র দধীচি ঋগির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবস্তা নবতিবাব বধ কবিবাছিলেন।”<sup>৬</sup>

দধীচির মস্তক ছিল অশ্বের মস্তক, সেই ছিন্ন মস্তক ইন্দ্র লাভ করেছিলেন।

ইচ্ছসংস্যা যচ্ছিবঃ পর্বতেবপাশ্রিতং

তদ্বিদম্ভবীবাতি ॥”<sup>৭</sup>

১ ঋগ্বেদ—২।১১।১৭

২ ঋগ্বেদ—১।৭।২

৩ ঋগ্বেদ—১।১১।৪

৪ ঋগ্বেদ—৫।৩২।৪

৫ ঋগ্বেদ—৫।৩১।৪

৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৭ ঋগ্বেদ—১।৮৫।৯

৮ অনুবাদ—ভদ্রেশ্বর

৯ ঋগ্বেদ—১।৮৪।১০, অথর্ব—১০।৪১

১০ ভদ্রেশ্বর

১১—ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৪

—পৰ্বতে লুকাষিত দধীচিৰ অথ মন্তক পাইবাব ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মন্তক শৰ্ণনাবৎ (সর্বোৰবে) প্রাপ্ত হইবাছিলেন ।<sup>১</sup>

কৃষ্ণজ্জ্বৰ্বেদেও দধীচিৰ অস্থিত অস্ত্র নির্মাণের উল্লেখ করা হয়েছে রূপক হিসাবে, —“প্রজ্ঞাপতিৰ্বা অথৰ্বাহয়িরেব দধ্যাঙ্ক্‌াথৰ্বা তস্যোষ্টক অহাজ্জোতং হ বাব তদ্বিবভ্যাহ্বাচেহো দধীচো অস্থিভিভিতি ।”<sup>২</sup>

—প্রজ্ঞাপতি অথৰ্বা, অগ্নি, অথৰ্বপুত্র দধ্যাঙ্ক্‌, ইষ্টক তাঁব অস্থি, সেইজন্যই ঋষি বলে থাকেন যে ইন্দ্র দধীচিৰ অস্থিৰাবা বস্ত্র নির্মাণ কবিষেছিলেন ।

মহাতারতে<sup>৩</sup> এবং পুৰাণে<sup>৪</sup> দধীচি মুনি যেচ্ছাষ বুজবধের দ্বারা দেবতাদের এবং অখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায নিজ দেহ দান করলে তাঁর অস্থি দিবে বিশ্বকর্মা বস্ত্র নামক অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন । সেই অস্ত্রে বুজের মৃত্যু হইবেছিল । কিন্তু ত্রীমন্তাগবতে ও অভ্যাত্ত পুৰাণে ঘুটা ইন্দ্র কর্তৃক তাঁব পুত্র জিশিবা বা বিশ্বকর্পব অস্ত্রায় মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে যজ্ঞায়ি থেকে ইন্দ্রশক্ত বৃত্রাস্ত্রকে সৃষ্টি কবেছিলেন ।

দধীচিৰ অস্থিযুগেব তাৎপৰ্য বর্ণনা কবতে গিবে আচার্য লাবন শাট্যায়নশাখা-ভুক্তদেব স্বীকৃত একটি কাহিনীৰ অবতারণা কবেছেন : “অত্র শাট্যায়িনিঃ ঐতিহ্যমাচক্ষতে । আধৰ্বণ্যা দধীচো জীবতো দর্শনেনোন্মত্তা পবাবভূবুঃ । অথ তন্মিন্ বর্গতেহহুৰ্বৈঃ পূৰ্ণা পৃথিব্যভবৎ । অথৈগ্রস্তৈবহুৰ্বৈঃ যোদ্ধুম্শক্লুবন্ তন্মবিম্বিচ্ছন্ বর্গং গত ইতি তশ্চাব । অথ পপ্রচ্ছ তত্ৰত্যান্ নেহ কিমশ্চ বিক্লিৎ পবিশিষ্টমঙ্গমস্তি ইতি । তস্মা অবোচন্ অভ্যোতদশং শীৰ্ষং যেন শিবসাম্বিত্যাং মধুবিষ্ঠাং প্রাবব্রীৎ । তত্সুন বিগ্ন যম্মাভবদ্বিতি । পুনৰিস্রোহব্রবীৎ । তদগিচ্ছতেতি । তচ্চাঘেবিশুঃ তচ্ছৰ্ণনাবত্যগ্ণবিষ্ঠা জহঃ । শৰ্ণনাবহু বৈ নাম কুরুক্ষেত্রয়া জঘনার্বে সগঃ স্যাদ্যত । তস্যা শিবসোহস্থিভিবিষ্ণোহস্থবান্ জঘানেতি ।”

—অথৰ্বাৰ পুত্র দধীচকে জীবিত অবস্থার দেখে অস্থববা পবাস্মিত হোত । সেই দধীচ স্বর্গ গেলে অস্থবে পৃথিবী পূর্ণ হবে গেল । ইন্দ্র তখন অস্থরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসমর্থ হয়ে সেই ঋষিৰ অস্থরসন্ধান কবতে করতে অবগত হলেন যে ঋষি স্বর্গে গমন করেছেন । তখন ইন্দ্র প্রস্ত্র কবলেন, ঋষিৰ কোন অস্ত্রের অবশেষ আছে কিনা । তাঁকে উত্তর দেওয়া হইবেছিল যে দধীচের দেহাবশেষ

বর্তমান আছে, যে মুখ দিয়ে তিনি 'অশ্বিনীকুমারদেব' মধুবিজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই অশ্বমুখ বর্তমান আছে। তখন কুরুক্ষেত্র মধ্যবর্তী শর্যণাবতী সরোবরে সেই অশ্বমুখ পাওয়া গেল। সেই মন্তকেব অস্থি দ্বারা ইন্দ্র অশ্বরদেব বধ কবলেন।

আচার্য সায়ন ১।১১৬।১২ স্বকের চীকায় লিখেছেন যে ইন্দ্র দধীচকে মধুবিজ্ঞা শিখিয়ে বলেছিলেন যে এই বিজ্ঞা অত্র কাউকে শেখালে তিনি দধীচের মাথা কেটে কেলবেন। অশ্বিনীকুমারদেব দধীচকে অশ্বমুখ দান করে দধীচের অশ্বমুখ থেকে মধুবিজ্ঞা শিক্ষা করলে ক্রোধান্বিত ইন্দ্র দধীচের অশ্বমুখ কেটে কেললেন। অশ্বিধ্ব দধিচের লোকান্তবেব পবে অশ্বরদেব দৌৰাণ্য বর্ষিত হলে ইন্দ্র দধীচের অশ্বমন্তক সংগ্রহ কবলেন এবং ঐ মন্তকের অস্থি দ্বারা অশ্বরদেব বিনাশ কবলেন।

এই উপাখ্যানটি দধীচি সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে স্বতন্ত্র। মনীষী বসেশচন্দ্র দত্তের মতে এই উপাখ্যান পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে প্রাচীনতর।

সায়ন-বর্ণিত কাহিনীটি বৃহদেবতার পাওয়া যায়।

প্রাদাদব্রজা চ স্প্রীতঃ পুত্রাব যদধর্বণে।

স চান্তবদবিস্তেন ব্রহ্মণা বীৰ্যবত্তমঃ।

তদ্বিনিবেষেধেন্দ্রো মৈবং বোচঃ কচিন্মধু।

নহি প্রোক্তে মধুস্তস্মিন্ জীবন্তং ছোংস্ফম্যাম্যহন্।

তদ্বিৎ স্বশিনৌ দেবৌ বিধিবগ্নধ্বাচতাং।

স চ তাভ্যাং তদাচষ্টে যজ্বাচ শটীপতিঃ।

তমব্রুতাস্ত নাসত্যাবধেন শিরসান্তবৎ।

মধ্বান্ত গ্রাহ্য বৎ তন্মেন্দ্রশ্চ ব্ধাং হনিচ্ছতিৎ।

আধেন শিবসা তৌ তু মধ্যাঙ্গাহ যদশিনৌ।

তদাস্যোদ্রোহবৎ সন্তং গ্ৰহাতামস্য তৌ শিরঃ।

দধীচস্তচ্ছিবশ্চাশ্বং কৃতং বজ্রেন বজ্রিণা

পপাত সবসৌ মধ্যো পর্বতে শর্যণাবতি ॥'

—ব্রহ্মা প্রীত হয়ে অধর্বাণকে পুত্রবর দিবেছিলেন। ব্রহ্মাব ববে অধর্বাণ পুত্র সেই ঋষি দধীচ শ্রেষ্ঠ বীর্ঘবান হয়েছিলেন। ইন্দ্র তাঁকে নিষেধ কবেছিলেন, মধুবিজ্ঞা যেন কাউকে দান না করেন, এই মধুবিজ্ঞা কাউকে দান করলে তোমার জীবন বিনষ্ট করবো। অশ্বিদেবদেব সেই ঋষিব কাছে যথাবিধি মধুবিজ্ঞা প্রার্থনা

কবলেন। তিনি তাঁদের ইন্দ্র যা বলেছিলেন তা বিজ্ঞাপিত করলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁকে তখন বশলেন, তোমার অশ্বমুখ হবে, অশ্বমুখ দিবে তুমি মধুবিজ্ঞা প্রদান কর, ইন্দ্র তোমাকে বধ করবেন না। দধ্যাঙ, যখন অশ্বমুখ দ্বাবা অশ্বিদ্বয়কে মধুবিজ্ঞা বললেন, তখন ইন্দ্র সেই মন্তক ছিন্ন করলেন, অশ্বিদ্বয় তাঁর পূর্বমন্তক জোড়া দিলেন। ইন্দ্রের বজ্রের দ্বাবা ছিন্ন মধীচেব সেই অশ্বমুখ শর্যনাবৎ সরোবরে পর্বতেব উপবে পড়েছিল।

লক্ষনীষ এই যে এই উপাখ্যানে বজ্র মধীচেব অস্থিতে তৈরী হয় নি, ইন্দ্র পূর্ব থেকে বজ্র অধিকার কবেছিলেন। কিন্তু পদ্মপুবাণে—ঋষ্টা মধীচেব অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ কবেছিলেন।

ঋষ্টা তু তেবাং বচনং নিশয়া

প্রহর্যেকপঃ প্রযতঃ প্রযত্নাং।

চকায় বজ্রং ভৃশমুগ্রবীর্ঘম্।<sup>১</sup>

—ঋষ্টা দেবগণের কথা শুনে আনন্দিত হয়ে প্রচণ্ডশক্তিশালী বজ্র বস্ত্র সহকায়ে নির্মাণ কবেছিলেন।

ইন্দ্রকর্ভক জিশিবা বা বিশ্বরূপ বধেব আখ্যানও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। “তদ্বাস্তু বিশ্বরূপবধঃ সাখ্যাস্য জিতায়।<sup>২</sup>—তুমি জিতের বন্ধুস্বৈব জন্ত বিশ্বরূপকে বধ কবেছিলে।

- স পিত্রাত্মানি বিধানিস্থেবিত আপ্যো অভ্যবুধ্যৎ।

জিশীর্বাণং সপ্তরশ্মিং অবদ্বাস্বাস্ট্রস্য চিন্নিঃ সস্বজ্জিতোগাঃ॥

ভুবীদিজস্য উদ্দিনকং তমোজোহবাভিনং সৎপতির্জ্ঞমানং।

দ্বাস্ট্রস্য চিহ্নিরূপস্য গোনামাচক্রাণস্বীনি শীর্ষা পরাবক্।<sup>৩</sup>

—আপ্তেব পুত্র সেই জিত ইন্দ্রকর্ভক প্রেরিত হইয়া নিজ পিতাব যুদ্ধান্ত সকল গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধ কবিলেন। সপ্তরশ্মি জিশিবাকে বধ কবিলেন। ঋষ্টাব পুত্রের গাতী সমস্ত অপহরণ করিলেন।

শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র অভিমানী ও সর্বব্যাপি তেজো বিশিষ্ট ঋষ্টাব পুত্রকে বিদূর্ণ কবিলেন। তিনি গাতীদিগকে আহ্বান করিতে কবিতে ঋষ্টাব পুত্র বিশ্বরূপেব তিন মন্তক ছেদন করিলেন।<sup>৪</sup>

১ পদ্মপুঃ, ঋষ্টা বস্ত্র—১৯।৭৯-৮০

৩ ঋগ্বেদ—১০।৭৮-৯

২ ঋগ্বেদ—২।১১।১৯

৪ অশ্ববাস—অশ্বচক্র মন্ত

—সেই প্রভু ইন্দ্র বহুল চিৎকারকারী দান দ্বাভীয়েক শাসন করিয়াছেন, মন্তকদ্বয় বিশিষ্ট ঘট্টচক্ষু শত্রুকে ধনন করিয়াছেন।

ত্রিশিরা বধ—উষ্ট্র সঙ্গ দ্রিভ ও ইন্দ্রের বিদ্রোহ ছিল। ইন্দ্র উষ্ট্র পুত্র ত্রিশিরা বা বিষ্ণুরূপে হত্যা করেছিলেন। স্বপ্নে এ কাহিনীর উল্লেখ আছে। ত্র্যম্বকমন্ত্রে কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণ লেখকেন,—  
—“উষ্ট্র বৈ পুত্রঃ। ত্রিশিরা বভূবু আস। তন্ত দ্রিণ্যব নৃথাভ্যাত্ত্বন্যেনেব তপ আস তদা বিষ্ণুরূপো নান। তন্ত সোমপানমৈবেকং নৃমদং। স্বসোমপানেন কন্যাসা মশনামৈকং তন্নিত্যে। নিক্বেব তস্য। তানি দীর্ঘানি প্রতিচ্ছের।……ন উষ্ট্র ৫ ক্রোশ। বুল্লিমে পুত্রমবধীসিতি নোভ্যপোহনেন সোমাজ্ঞস্তে ন বধাসং সোমঃ প্রবৃত্তঃ সোমপেত্রে এবাস।”

উষ্ট্র পুত্র ছিল তিন নম্বর, ত্রয় চক্ষু বিশিষ্ট—তার তিনটি মুখ ছিল। সেই-জন্ম তার নাম ছিল ত্রিশিরা। তার একটি মুখ ছিল সোমপানের জন্ম, একটি স্বসোমপানের জন্ম, আর একটি ভোজননের জন্ম। ইন্দ্র বিবর্তিত হয়ে তার তিনটি ম্রি ছিল করলেন। ……উষ্ট্র ক্রুর হলেন। কুংসিংকরী আমার পুত্রধন করেচে, এই ভেবে তিনি বিশ্ব ইন্দ্রহীন করার জন্ম সোম গ্রহণ করলেন। এই সোম বস্ত্রে অর্পিত হলে ভগ্ন ইন্দ্রবিরচিত হবে।

“ন যজ্ঞর্ভানঃ সমস্তং। তস্মাকুদ্রোহঃ বঙ্গপাং সমভবত্বদ্যাদিত্বং ন্যেচ নাভেব চ পিতবে চ পরিস্রগৃহত্বং তস্মাকান ইত্যাহ।” অং যজ্ঞসীলিন্দ্রব্রহ্মর্ষিত্বি। তস্মাক হৈনগিল্ল এব ভবানাথ।”

—সে যজ্ঞ থেকে সকল লেশ ব্যাপ্ত করে আবির্ভূত হোন, তার নাম হোন রূহ। যেহেতু পান্দহীন অস্ত্রাব ছিল, সেইজন্ম তার নাম অছি। লম্বু নৃত্য ও পিতর স্বান নিয়ে তাকে তপা করেছিল, তাই তাকে দানব বলা হয়। উষ্ট্র বধকালে ‘ইন্দ্রশত্রু বর্ষথ’ বলায় (পুণ্ডর উদাহরণে উচ্চারণ করার, ইন্দ্রশত্রু বাহার বহুভীতি সনানে ইন্দ্রের বিজয় শক্তি হওয়ায়) ইন্দ্র ব্রহ্মকে বধ করেছিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে আরও একজানেন, ইন্দ্র কর্তৃক ত্রিশিরাবধের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। কঙ্কজুর্বেদে ত্রিশিরা নিধনের একটি ছেতুও পাওয়া যায়। “বিষ্ণুরূপো বৈ ষাষ্ট্রঃ পুত্রোহিতো দেবানানানীং স্বদীপ্তোভ্রমরাণাং তস্য ত্রীনি শির্বাভ্যাসান্ সোমপানং স্বসোমপানমদ্রানং ন প্রত্যক্ষং দেবেভ্যো ভাগ্যবদং পদ্রোক্ষদ-

স্ববেভ্যঃ সংষ্টম্ বৈ প্রত্যক্ষং ভাগং বদন্তি যশ্চা এব পবোক্ষং বদন্তি তস্য ভাগ উদিতস্তম্বাদিস্রোহবিশ্তেদৌদৃষ্ণ বৈ বাষ্ট্রং বি পরীৰ্ভবতীতি তস্য বজ্রমাদায নীৰ্ণাণ্যচ্ছিনৎ ।”

—ঋষ্টাব পুত্র বিশ্বরূপ ছিলেন দেবতাদেব পুরোহিত আব অহুরদেব ভাগিনেয় । তাঁর ছিল তিন মাথা । তিন মুখে তিনি সোমপান, সুবাপান ও অন্ন ভোজন করতেন । তিনি দেবতাদেব কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে যজ্ঞভাগ নিতেন, আব অহুরদেব কাছ থেকে পবোক্ষভাবে যজ্ঞভাগ নিতেন । সকলের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাগ নিতেন, আবাব যেহেতু পরোক্ষে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছিলেন, এই জন্য ইন্দ্র তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন । বাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন বলেই ইন্দ্র বজ্র নিয়ে ত্রিশিবার তিন শিব ছিন্ন করলেন ।

এই উপাখ্যান অহুসার ইন্দ্রের অন্ন বজ্র বুরজয়েব পূর্বে, ত্রিশিরা বধেরও পূর্বে সৃষ্ট হয়েছিল । ঋগ্বেদে বিশ্বরূপ ঋষ্টাব পুত্র । ইন্দ্র ত্রিশিবাকেও বধ করেছেন, বুরবেও বধ করেছেন । কিন্তু ঋষ্টাব বা বিশ্বরূপের সঙ্গে বুরবে কোন সম্পর্ক নেই । ঋষ্টা ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন । কিন্তু শতব্রাহ্মণেব কাহিনী অহুসাবে ত্রিশিবারদেব প্রতিশোধ করে ঋষ্টা যজ্ঞায়ি থেকে বুরকে সৃষ্টি করেছিলেন । মহাত্মাবতে ও পুর্বাণে এই কাহিনীই অল্পহত হয়েছে । পুরাণাদিতে বুর বধেব উদ্দেশ্যে দধীচিব অস্থিতে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন বিশ্বকর্মা ।

মহাত্মাবতের শাস্তিপর্বে<sup>১</sup> ত্রিশিবারদেব উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্নতর । এই উপাখ্যান কিছুটা শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনীর অল্পরূপ । এই কাহিনীতে বিশ্বরূপ-পুত্র ঋষ্টা দেবগণের পুরোহিত এবং অহুরগণেব ভাগিনেয় । তিনি দেবগণকে প্রত্যক্ষ এবং অহুরগণকে পরোক্ষ যজ্ঞভাগ প্রদান করতেন । সেইজন্য অহুরগণ হিরণ্যকশিপুকে পুরোভাগে নিয়ে ভগিনী বিশ্বরূপ জননীকে কাছে অভিযোগ জানানেন যে পবোক্ষ যজ্ঞভাগ লাভ করে অহুরগণ ক্রোধ হচ্চেন এবং প্রত্যক্ষ যজ্ঞভাগ লাভ করে দেবগণ বর্ষিত হচ্চেন । বিশ্বরূপ জননীর আদেশে মাতৃশপ বধনের নিমিত্ত তপস্বী হরু করলেন । ইন্দ্র তাঁর তপোভক্তেব জন্ত অপ্সরাদেব প্রেরণ করলেন । অপ্সরাদেব প্রভাবে বিশ্বরূপের স্তম্ভ কোমল হলে অপ্সরাদেব ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক হলেন । তখন বিশ্বরূপ দেবগণের প্রভাব বিনষ্ট করতে মন্ত্ররূপ করে নিজেকে অত্যধিক বর্ষিত করলেন । তিনি এক মুখে যজ্ঞ



হত সোম ভক্ষণ করতে লাগলেন, একমুখে স্নান গ্রহণ করলেন এবং তৃতীয় মুখ দিয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভোজন করতে উত্তত হলেন। অতঃপর ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ দধীচির তপোবনে সমাগত হয়ে দধীচিকে দেহত্যাগ করতে অনুরোধ জানালেন। দধীচি দ্বৈতমানে দেহত্যাগ করলে, দধীচির অস্তিতে ধাতা বজ্র নির্মাণ করলেন। সেই বজ্রে নিহত হলেন জিশিরা এবং পরে জিশিরার দেহ থেকে জাত বৃজ। মহাভারতকার লিখেছেন, “তে তমব্ধবন্ শরীর পরিত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্ কতুমর্হতীতি ॥ অথ দধীচন্তপোবাবিমনাঃ স্বথচঃ-সমো মহাবোগী আত্মানং সমাধায় শরীরপরিত্যাগং চকার ॥ তন্ত পর্মান্বজ্রপদ্বতে তান্নস্বানি ধাতা সংগত বজ্রবকরোদেন বজ্রেনাভেদ্যেনাপ্রগম্বেণ ব্রহ্মাভিক্রুতেন বিষ্ণুপ্রবিষ্টেন্দ্রো বিশ্বকপং জ্বান। শিরসা চান্ত ক্ষেদনমকরোক্তশ্বাদনন্তরং বিষ্ণুরূপগাজমখন সম্বব তষ্টোৎপাদিতমেবারিঃ বৃজমিদ্রো জ্বান।”<sup>১</sup>

—তাইহারা দধীচিকে বসিলেন, লোকসকলের হিতের নিমিত্ত আপনকার শরীর পরিত্যাগ করা উচিত হইতেছে। অনন্তর, মহাবোগী দধীচ পূর্ববৎ সমন্বদ এবং স্তখে-স্তখে সমজ্ঞান চইয়া আত্ম সমাধান করতঃ শরীর পরিত্যাগ করিলেন। তাইহার আত্মা অপরূপ হইলে ধাতা তদীষ অস্তি সংগ্রহ করিয়া বজ্র নির্মাণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র সেই ব্রাহ্মশাস্তি বিনির্মিত অভেদ্য মনন্তি-ভবনীয় বিষ্ণু প্রবিষ্ট বজ্রগারা বিষ্ণুরূপকে নিহত করিলেন। বিষ্ণুরূপের মন্তকদ্রব্য ক্ষেদন করিলে, তাহার গাত্রমগন সম্বব তষ্টোৎপাদিত বৈরি বৃজকেও ইন্দ্র বধ করিলেন।<sup>২</sup>

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে<sup>৩</sup> জিশিরা নদের উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। ঐতরের ব্রাহ্মণেও ঠেল কর্ক জিশিরা ও বৃজবধের উল্লেখ আছে :

যথেন্দ্রং দেবতাঃ পর্ধবৃহন্ বিষ্ণুরূপং ব্রহ্মভাসংসন্ত বৃহমবস্ততঃ।<sup>৪</sup>

—যেহেতু ইন্দ্র পরীপুত্র বিষ্ণুরূপকে বধ করেছিলেন সেইজন্য ( ব্রাহ্মণ-হত্যা পাপের জন্য) দেবতাগণ ইন্দ্রকে যজ্ঞ থেকে বর্জন করেছিলেন।

বিষ্ণুরূপ ও বৃহ-জনিত পাপ ইন্দ্রকে অবিকার করেছিল, মহাভারতে-পুরাণে এ কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। মহাভারতে ও পুরাণে ইন্দ্রকর্ক জিশিরা ও

১ মহাঃ শাস্তি পর্ব—৪২।৩৯-৪১

২ মহাভারতের বলাহুবান-বর্ধবান রাজবাটী সং

৩ তৈত্তিরীয় ব্রাঃ—৩।৮।১৩

৪ ঐতরের ব্রাঃ—৭।৮

বুদ্ধবধের উপাখ্যান সবিস্তারে পরিবেশিত হয়েছে। বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে স্বীকৃত একখানি মহাকাব্য বচনা করেছেন ‘বুদ্ধসংহার কাব্য’ নামে।

**নমুচি বধ**—ইন্দ্র নমুচি নামে একটি দানবকে বধ করেছিলেন। ঋগ্বেদে বহু স্থানেই নমুচি বধের উল্লেখ আছে। পূর্বেই এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু নমুচি বধের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইন্দ্র নমুচি নামক দানবকে বধ করেছিলেন জলের কেনা দিবে : “অপাং কেনেন নমুচে শিরঃ ইন্দ্রোদবর্তমঃ...”<sup>১</sup>

ঋগ্বেদেও জলের কেনা নিক্ষেপের ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে।

স কৈঃ বুবা ন কেনমস্তদাজ্ঞো...।<sup>২</sup>

—যেমন ইন্দ্র নমুচি বধকালে যুদ্ধে কেন নিক্ষেপ করিতে করিতে আসিরা-  
ছিলেন...।<sup>৩</sup> ইন্দ্রকর্ষক নমুচিবধের উপাখ্যান ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও পাওয়া যায়।  
কৃষ্ণযজুর্বেদের বিবরণ : ইন্দ্রো বুদ্ধং হৃষা। অসুরান্ পরাভাব্য। নমুচিমহুং  
নাগভত। অং শচ্যাহগৃহাং। তৌ সমগভেতান্। সোহম্বাদাভিত্তনত্তরোহভবৎ।  
সোহিব্রবীৎ। সন্ধ্যাং সন্ধ্যাবর্হে। অথ হ্যাহবস্ত্রকাণি। ন মা শুকেন নাহিরেণ  
হনঃ। ন দিবা ন নক্তমিতি। স এবরপাং কেনমসিকং। ন বা এব শুকো  
নাহর্তো জুষ্টাসীৎ। অনুমিতঃ সূর্যঃ। ন বা এতন্দিবা ন নক্তম্। তঃশ্রভশ্চিন্নোকে।  
অপাং কেনেন শির উদবর্তমঃ।<sup>৪</sup>

—ইন্দ্র বুদ্ধকে হত্যা করে অপরাপর অসুরদের পরাজিত করতে পারলেন না।  
তখন তিনি সর্পশক্তিদ্বারা নমুচিকে আক্রমণ করলেন। উভয়ে যুদ্ধে প্রযুক্ত  
হলেন। তখন ইন্দ্র নমুচি আক্রমণে কাতর হয়ে পড়লেন। নমুচি (ক্লপাপন্নবশ  
হয়ে) বললে, আমরা সন্ধি করবো, তারপর তোমাকে মুক্ত করবো। আমাকে  
শুক বা আর্য বস্ত্র দিয়ে মারতে পারবে না, দিবা অথবা রাত্রেও মারতে পারবে  
না। ইন্দ্র জলের কেনা দিবে তাকে মেরেছিলেন। এই কেনা শুক নয়,  
আর্যও নয়। তখন প্রভাত হয়েছে, সূর্য ওঠে নি। দিনও ছিল না, রাত্রিও  
ছিল না। রাত্রিও দিনের সন্ধিহনে জলের কেনার দ্বারা নমুচির মস্তক ছিন্ন  
করেছিলেন।

১ শুক যজুঃ—১৩৭১১

২ ঋগ্বেদ—১০।৬১।৮

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ কৃষ্ণ যজুঃ—১১।১৭৭

শতপথ ব্রাহ্মণের উপাখ্যান :

“ইন্দ্রো ইন্দ্রিয়মন্তঃ স্তবঃ সোমস্ত ভবঃ সূর্য্যো আহবো নমুচিরহরঃ । সোহহিনো চ সুরযতীক উপধাবৎ । শেপানোশ্চি নমুচবে ন হা দিবা ন নক্তং হনানি, ন দণ্ডেন ন ধননা ন পুথেন ন যুগ্মিনা ন স্তম্ভেন ন সার্ষ্ণেণ সখ মে ইদমহাবীং । ইদং মে আজিহীৰ্থ ইতি । তেহক্ৰমন্ত নোভ্রাপ্যাহরাম ইতি । সহ ন এতদ্য আহবত ইত্যববীৰ্জিত । তাবদ্বিনো চ সুরযতি চ অপস্মেনঃ বহ্ননসিঞ্চন স্তম্ভ ন সার্ষ্ণ ইতি । তেন ইন্দ্রো নমুচিরস্তবঃ ব্যুপায়াং যাত্তো অনুদন্তে যাদিত্তো ন দিবা ন নক্তমিতি শির উদবানয়ৎ ।”

— নমুচি নামক অস্ত্র ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়, অন্নয়ন ও সোমপাত্র সূর্য্য সহ অপহরণ করেন । তিনি (ইন্দ্র) অশিচ্চব এবং সুরযতীর কাছে উপস্থিত হন এবং বলেন,—আমি নমুচির কাছে শপথ করিবাছি যে দিবাষ অথবা রাত্রিতে যষ্টি অথবা ধনুকে, গুহ অথবা অর্ধ্রস্তানে আমি তোমাকে হনন করিব না । এখন সে আমার বাহা (শক্তি) হরণ করিয়াছে, তখন কি আমার হইবা উদ্ধার করিবে ? তিনি (পুনর্বার) বলিলেন, তাহা আমিদিগেব সকলের হষ্টবে, সন্তএব আহবণ কর । তৎপরে অশিচ্চব ও সুরযতী জলের বেনা দ্বারা বস্ত্রের সিঞ্চন করিলেন ও বলিলেন,—এখন স্তম্ভ কি সার্ষ্ণ নয় ? ইন্দ্র তাহা (বস্ত্র) দ্বারা নমুচির স্তম্ভক খণ্ড খণ্ড করিলেন । এই সময় রাত্রি গিয়া ভোর হইতেছে, সূর্য তখনও উদয় হয় নাই, কাজেই তখনও রাত্রিও নয়, দিনও নয় ।\*

পর্বতের পক্ষচ্ছেদ—ইন্দ্রের একটি নাম গোত্রভিৎ—“গোত্রভিৎ গোবিনৎ বহ্নবাহুং ।”\* আচার্য মহীধরের ব্যাখ্যায় গোত্র শব্দের অর্থ অন্তর কুলও হতে পারে, আবার মেঘও হতে পারে । গোত্র শব্দ পর্বত অর্থেও প্রযুক্ত হয় । ইন্দ্রকে পর্বতভেদকারী বা পর্বতের পক্ষ ছেদনকারী বলা হইতে থাকে । কৃষ্ণযজুর্বেদের (৪।৪।৬।৪) ব্যাখ্যায় সাবনাতার্য লিখেছেন, “গোত্রান্ পর্বতান্ ভিনন্তি ভদ্রায় পক্ষাশ্বিনস্তীতি গোত্রভিৎ ।” প্রসিদ্ধি আছে যে একসময় পর্বতকুল পক্ষবৃত্ত ছিল । তাহা ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতে পারতো । ইন্দ্র বহ্ন দ্বারা পর্বতকুলের পক্ষ ছিন্ন করে পর্বতসমূহকে স্থির করেছিলেন । হিমালয়নন্দন বৈনাক পর্বত পক্ষ শাতনের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে আত্মগোপন করেছিল । ইন্দ্র কর্তৃক পক্ষধর পর্বতকুলের পক্ষ শাতনের কথা ঋগ্বেদেও পাওয়া যায় ।

ক্ব তমিহ্ন পর্বতঃ মহামুখং বজ্রো

বজ্রিন্ পর্বশচক্ৰতিথ ।

অবাস্ত্রজ্ঞো নিবৃত্তাঃ সৰ্ভবা অপাঃ সত্রা বিখা

দধিষে কেবলং সহঃ ।<sup>১</sup>

—হে বজ্রা । তুমি সেই মহাবিন্ধীর্ণ পর্বত বজ্রের দ্বারা পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছ। (পর্বতে) আবৃত জন প্রবাহিত হওয়ার জন্য মুক্ত করে দিবেছ। অতএব তুমি বিখ্যাসী বল বাবল করুহ, —ইহা সত্য ।

ন প্রাচীনান্ পর্বতান্ দৃহদোজসাধরাচীনমকৃণোদপামপঃ ।<sup>২</sup>

—ইন্দ্র ইত্যন্ততঃ সঞ্চরণশীল পর্বতসমূহকে নিজ বলে অচল করিয়াছেন। মেঘ-স্থিত জনপাশি অধোমুখে প্রেরণ করিয়াছেন ।<sup>৩</sup>

“ইত্যন্ততঃ প্রকর্ষণোক্তো গচ্ছতঃ সপক্ষান্ পর্বতান্ ওজসা বগেন দৃহৎ পক্ষ-  
জেদং কৃষা ভূমৌ দৃঢ়াচকাব ।”—সায়ন ।

পাতান্ একুপির্তা অবমৃণাং ।<sup>৪</sup>—কুপিত পর্বতসমূহকে ইন্দ্র স্থির করেছিলেন ।

ইন্দ্রের পিতৃহত্যা।—বেদে ইন্দ্রের একটি কলঙ্ক-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সে কলঙ্কজনক কাণ্ডটি ইন্দ্রের পিতৃহত্যা ।

কিৎস্বিদিহ্রো অধোতি যাতুঃ কিৎস্ব পিতৃর্জনিতু ধো জজান ।

যে অশ্রু শুষ্ক মুহুর্ৎকরিষ্যতি বাতো ন জাতঃ স্তনবস্ত্রিবজ্রেঃ ।<sup>৫</sup>

—হে ইন্দ্র । (তুমি ভিন্ন) কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে ? তুমি যখন শবান থাক, অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ? কোন্ দেবতা স্তনধান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড় ? যেহেতু তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ ।<sup>৬</sup>

তৈত্তরীয় সাহিত্য (৬।১।৩৬) ইন্দ্রের পিতৃবধের কাহিনী আছে। ঋগ্বেদেই ইন্দ্র স্বষ্টাকে পরাজিত করেছিলেন :—

“স্বষ্টারিমিহ্রো জহুবাভিহ্রামুতা সোমমপিবচসুমু ॥”<sup>৭</sup>

—ইন্দ্র স্বষ্টাকে সামর্থ্যদ্বারা পরাজিত করতঃ তাঁহার চয়নস্থিত সোম পান করিয়াছিলেন ।<sup>৮</sup>

১ কথেন—১।৫৭।৬

২ কথেন—২।১৭।৫

৩ অনুবাদ—অনশচক্র দত্ত

৪ কথেন—২।১২।২

৫ কথেন—৪।১৭।১২

৬ অনুবাদ—অনশচক্র দত্ত

৭ কথেন—৩।৮।১৫

৮ অনুবাদ—ভদ্র

এই বিচিত্রকর্মী ইন্দ্রের অত্যন্তুত গুণ ও কর্মের বিবরণ স্বর্গে ও অগ্নি  
সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে বিবৃত হয়েছে। বামাষণ, মহাভারত ও পুরাণগুণিত ইন্দ্রকে  
অবলম্বন করে বহুবিচিত্র কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। বহু দৈত্যহন্ত, বৃহৎবধকারী  
বজ্রহস্ত ইন্দ্রের স্বরূপ কি? দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিত ইন্দ্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে  
যত্নবান হয়েছেন।

ইন্দ্রের স্বরূপ - সায়নার্ণব ইন্দ্র শব্দের ব্যাখ্যায় যাহকের মত উদ্ধৃত করে  
 লিখেছেন, “ইন্দ্রশব্দ যাহকো বহুণা নির্বক্তি (নিরুক্ত ১০৮)। ইয়া- দৃশ্যভীতি  
 বেয়াং দধাতীতি বেয়াং দায়য়তীতি বেয়াং দায়য়তীতি বেৎবে দ্রবতীতি বের্নো  
 রমত ইতি বা তদ্যদেনং প্রাঠৈঃ সর্মেঙ্কস্তদ্বিশ্বস্তেজস্বিমিতি বিজ্ঞায়ত ইদং করণা-  
 দিত্যাগ্ৰাষণ ইং দর্শনাদিত্যোপপত্তব ইন্দ্রে বৈবর্ষকর্মণ ইংচ্ছদণাং দায়য়িতা বা  
 দ্রাবয়িতা দায়য়িতা বা চ যজ্ঞনামিতি। অস্ত্রাবরথঃ দৃ বিদারণ ইতি ধাতুঃ।  
 ইবায়ন্নমুদ্ভিত তন্নিস্পাদকজ্ঞানিকার্থ দৃশ্যভীতি মেঘং বিদীর্ঘং করোতীতীত্বঃ।  
 ডু দাঞ্ দান ইতি ধাতুঃ। ইয়াম্নঃ বৃষ্টিনিষ্পাদনে দধাতীতীত্বঃ ধাঞ্  
 পোষণার্থঃ। ইয়াম্নঃ ভূপ্তিকাবণঃ শত্রু দধাতি কনপ্রদানে পুদাতীতীত্বঃ।  
 ইয়া উৎপাদয়িতুং বর্ষণমুখেন ভূমিঃ বিদায়য়তীত্বঃ। পূর্বোক্ত পোষণমুখেনেয়াং  
 ধায়য়তি বিনাশরাহিতেন স্বাপয়তীতীত্বঃ। ইন্দু সোমবল্লীরসঃ। তদর্থং যাগভূমৌ  
 দ্রবতি ধাবতীত্বঃ। ইন্দৌ যথোক্তসোমে রমতে ক্রীড়তীতীত্বঃ। ঐ ইন্দ্রী দীপ্ত্যবিত্তি  
 ধাতুঃ। ভূতানি প্রাপিদেহানিহ্নে জীবচৈতন্তরূপেণাস্তঃ প্রবিক্ত দীপয়তীতীত্বঃ।  
 আশ্রায়ন নামকো মূনিরিদং করণাদিহ্ন ইতি নির্বচনং মন্ততে। ইন্দ্রো হি পরমাত্মা-  
 রূপেণৈব জগৎ করোতি। ঔপমন্তব নামকো মূনিরিদং দর্শনাদিহ্ন ইতি নির্বচনমাহ।  
 ইদমিত্যপরোক্ষমুচ্যতে। বিবেকো হি পরমাত্মনামপরোক্ষে পশুতি দৃ তন্ন ইতি  
 ধাতুঃ। স চ পবনেশ্বরঃ শত্রুং দায়য়িতা ভীষতিতীত্বঃ। ক্র গতাবিত্তি ধাতুঃ।  
 শত্রুং দ্রাবয়িতা ভীষয়িত্তেতীত্বঃ। যজ্ঞনাং যাগানুষ্ঠায়িনং দ্রবয়িতা ভয়স্ত  
 পস্বিহর্তা।”

বাক্যের ব্যাখ্যা অহুসারে দৃ. ধাতু বিদীর্ণ করা অর্থে প্রযুক্ত। ইয়া শব্দের অর্থ  
অন্ন। ইয়াং দৃশ্যতি অর্থাৎ অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত যথেষ্ট বিদীর্ণ করেন বলেই  
ইহু। দা ধাতুর অর্থ দান করা। বৃষ্টি উৎপাদন করে, তিনি অন্নদান করেন,  
তাই ইহু। দা ধাতুর অর্থ পোষণ করা। কল প্রদানের দ্বারা অন্ন ধারণ বা  
পোষণ করেন বলেই তিনি ইহু। অন্ন উৎপাদনের নিমিত্ত হৃৎকর্ষণের সময়

যুক্তিকা বিদীর্ণ কবার জন্য তিনি ইন্দ্র । অন্নকে ধারণ করেন অর্থাৎ বিনষ্টি থেকে রক্ষা করেন, তাই তাঁকে ইন্দ্র বলা হয় । ইন্দু শব্দের অর্থ সৌমলতার রস । সৌমরস পানের নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে ধাবিত হন বলেই তিনি ইন্দ্র নামে পরিচিত । সৌমরসে তৃপ্ত হন, এই জন্যও তিনি ইন্দ্র । ইন্দ্র ধাতুর অর্থ দীপ্তি । জীব ঐচ্ছিকরূপে প্রাণিদেহে প্রবেশ করে দীপ্ত করেন বলেই তিনি ইন্দ্র নামে খ্যাত । আগ্রায়ন নামক মুনির মতে,—‘ইদং কল্পণাৎ ইন্দ্র ।’ —পরমাত্মারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন বলে তিনি ইন্দ্র । উপমত্তব নামক ঋষি মনে করেন, “ইদং দর্শনাৎ ইন্দ্রঃ” —প্রাণীর বিবেক অপবোক্ষভাবে দর্শন করে থাকে পরমাত্মাকে, সেই জন্য পরমাত্মা ইন্দ্র । ইন্দ্র ধাতুর অর্থ ভব পাওয়া । পরমেশ্বর শব্দের ভব উৎপন্ন করেন । ইন্দ্র ধাতু গত্যর্থক,—শব্দের প্রাপ্ত হন, তাই এই দেবতার নাম ইন্দ্র । যোগ-হুষ্ঠাতাদের ভর দূর করে থাকেন বলেও তিনি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ ।

উক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যায় ইন্দ্র শব্দকে নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে । কিন্তু সকল প্রকার ব্যাখ্যায় মধ্যে দুটি অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় । একটিতে তিনি বৃষ্টিদান করে অন্ন উৎপাদন করেন অর্থাৎ বৃষ্টির দেবতা, আর একটিতে তিনি পরমাত্মা রূপে জগৎ-স্রষ্টা ও নিয়ন্তা । বৃহদেবতার বলা হয়েছে :

ইন্নাং দৃশ্যতি যৎকালে মরুস্তিঃ সহিতোহমবে ।

রবেণ মহতা যুক্তেন্দ্রেন্দ্রমববোধক্রবন্ ॥<sup>১</sup>

—যেহেতু মরুৎগণের সহিত মিলিত হয়ে মেঘ বিদীর্ণ করেন এবং মহান্ বব (গর্জন) করেন, সেইজন্য তিনি ইন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ ।

মহাপ্রাক্ষর যমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইন্দ্র শব্দের অর্থ আকাশ । তিনি লিখেছেন, “ইন্দ্র ধাতু বর্ষণে । ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টি দাতা আকাশ । প্রাচীন আর্যরা আকাশকে ছা, বকণ প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন... . আর্যদিগের প্রাচীন আকাশদেব, অতএব সেই আর্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অর্থাৎ গ্রীকদিগের Zeus নামে লাতীনদিগের Jovis by Ju (pi-ter) নামে গ্র্যাংলো আকসনদিগের মধ্যে Tiu নামে এবং জার্মানদিগের মধ্যে Zio নামে উপাসিত হইতেন । ঋগ্বেদেও ছা ও পৃথিবীর উপাসনা আছে এবং তাঁহারা ইন্দ্রাদি সকল দেবের পিতামাতা—একপ বর্ণনা আছে । “ইন্দ্র” কেবল হিন্দুদিগের নূতন

<sup>১</sup> বৃহদেবতা—২১৩৬

আকাশদেব, স্তূতরাং কেবল ভারতবর্ষেই উপাসিত হইতেন। কিন্তু হিন্দুগণ যখন আকাশকে ইন্দ্র বলিয়া নতুন নাম দিলেন, সেই অবধি ইন্দ্রের উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশেশ্বর পুরাতন দেব 'দ্য'-র তত গৌরব বহিল না।<sup>১</sup>

Prof. A. A. Macdonell লিখেছেন, "He is primarily the thunder-god, the conquest of the demons of drought or darkness and the consequent liberation of the waters or the winning of light forming his mythological essence. Secondly Indra is the god of battle who aids the victorious Aryans in the conquest of aboriginal inhabitants of India."<sup>২</sup>

ইন্দ্র ঋষিগণ দেবতা, বজ্রের দেবতা ইত্যাদি উক্তিগুলি আংশিক সত্য মাত্র, পূর্ণ সত্য নয়। প্রকৃত সত্য এই যে, ইন্দ্র স্বর্ষ অথবা 'অগ্নি' ভিন্ন আর কেউই নয়। ইন্দ্র স্বর্ষাগ্নিগণ কোন একটি রূপে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্বেই দেখা গেছে যে ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম। তিনি অদিতির পুত্র :

কিং স ঋক্কৃণবজ্র সহস্রং নাসো জতার শরদশ পূর্বাঃ।<sup>৩</sup>

—অদिति ইন্দ্রকে সহস্রমাস ও বহু সংখ্যক শরৎ (সংসার) ধারণ করিয়াছিলেন।<sup>৪</sup>

মনস্কন জা বুভতিঃ পবাসি মনস্কনঃ।<sup>৫</sup>

বুভতি অদिति প্রসক্তা হইয়া তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন।<sup>৬</sup> যং গর্ভম-  
দিতির্দধে শুচিনিম্নং বয়োধসন্।<sup>৭</sup>

—পবিত্র ইন্দ্রকে অদिति গর্ভে ধারণ করেছিলেন। অদिति-তনয় অষ্টম-  
দিত্যের অন্ততম ইন্দ্র, যে স্বর্ষেরই একটি অবস্থা তাতে সংশয় প্রকাশ করার কোন  
হেতু নেই। বেদের নানা স্থানে ইন্দ্রকে স্বর্ষ বলা হয়েছে। ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ  
স্বর্ষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে নিজের ঋক্গুলিতে :

স স্বর্ষঃ পর্বক বরাংসোহ্রো ববৃত্যাক্ষেয চক্রা।

অভিষ্ঠং তমপজ্ঞ ন সগং কৃক্সা তমাংসি ত্রিত্বা জবান।<sup>৮</sup>

—সেই স্বর্ষরূপী শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র রথীর চক্র বর্ণনের ক্রায় নিজের তেজ চতুর্দিকে বর্ণিত

১ কথোদ্যে বঙ্গানুবাদ—১ম, ১২৪ ককের টিকা। ২ Vedic Mythology—page 54

৩ কথোদ্যে—৪১৮৪

৪ অনুবাদ—রবেশচন্দ্র দত্ত

৫ কথোদ্যে—৪১৮৫

৬ অনুবাদ—রবেশচন্দ্র দত্ত

৭ শুক্ল যজুঃ—১৮৩৫

৮ ঐ —১৮৩৬

কবেন। অস্বাভাৱী-সৃষ্টিস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ অঙ্ককার ইন্দ্র তাঁহার জ্যোতিৰ ঘাৰা বিনষ্ট  
কৰিয়া থাকেন।<sup>১</sup>

কেতুঃ কৃষ্ণনকেতবে পেশো মৰ্য্যা অপেশসে সমুপ্তিবজ্জায়তাঃ।<sup>২</sup>

—হে জ্যোতিৰ্ঘ ইন্দ্রদেব। আপনি প্রজ্ঞানবহিত, অন্ধ তমসচ্ছন্ন জনকে  
জ্ঞানদান কৰিয়া অৰূপে রূপের বিকাশ দেখাইয়া প্রতি উষায় প্রকাশমান হবেন।<sup>৩</sup>

সায়নভাষ্য অনুসারে এই ঋকের অর্থ দাঁড়ায়,—রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত স্ত্রীকুলেব  
চৈতন্য সম্পাদন করে সূৰ্য্যকপী ইন্দ্র প্রতিদিন প্রভাতে উঠছেন।

অপর একটি ঋকে ইন্দ্র সৰ্বিতাক্ষপী অহিহস্তা এবং অবিরত জলদাতা।<sup>৪</sup>

ঋতং দেবায় কৃষতে সবিজ ইন্দ্রায়াহিয়ে ন রম্যত আপ্য।<sup>৫</sup>

অহমহৰ্দ্ধাত্যাক্তুংপাং জিহাত্যা প্রথমঃ সর্গ আসাং।<sup>৬</sup>

—বৃষ্টিকারী দ্যুতিমান সকলেব প্রেবক (সবিতা) অহি বিনাশক ইন্দ্রেব-জল  
কখনও বিবত হয় না; তাহাদের স্রোত প্রত্যহ চলিতেছে। কোন-সময়  
তাহাদের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল?<sup>৭</sup>

একটি ঋকে ইন্দ্র আপনাকে সূৰ্য্য, মনু ইত্যাদিরূপে অভিহিত করেছেন। ইন্দ্র  
বলছেন,

অহং-মনুসমভবং সূৰ্য্যচ্চাহং।<sup>৮</sup>

—আমি মনু হইতেছিলাম, আমিই সূৰ্য্য।

সূৰ্য্যের মতই ইন্দ্রেব কিঞ্চ সৰ্বব্যাপী এবং বৃষ্টিদায়ী।

দিবা ন যন্ত বেতসো দুধানাঃ পহাসো যন্তি সবসাপবীতাঃ।<sup>৯</sup>

—যে ইন্দ্রেব অনভিভবনীয় বশিসমূহ বৃষ্টিধারা দান কৰতে কৰতে ছোতমান  
সূৰ্য্যকিরণের মত বেগে ধাবিত হয়। বারি বর্ষণ করেন, সেইজন্য তাঁকে- ইন্দ্র  
বলা হয়।

ঋগ্‌পুরাণের প্রভাস খণ্ডে (২৭২ অঃ) সূৰ্য্যেব ১০৮টি নামেব মধ্যে একটি নাম  
ইন্দ্র। পদ্মপুরাণেব সৃষ্টি খণ্ডে (২০।২৫৩) শক্ৰ সূৰ্য্যেব নামান্তর। শক্ৰ ইন্দ্রেব  
নাম। মার্কণ্ডেয়পুরাণে সূৰ্য্যই ব্রহ্মা-বিস্কু-মহেশ্বর, সূৰ্য্যই ইন্দ্র।

ঋ ব্রহ্ম হরিরজ্জ সঞ্জিততমিহ্রঃ।<sup>১০</sup>

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ ঋকেদ—১১৩৮

৩ অনুবাদ—দুর্গাচাঁদ লাহিড়ী

৪ ঋকেদ—২১০০।১

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋকেদ—৪২৩১।১

৭ ঋকেদ—১।১০০।৩

৮ অধিভিত্ত সূৰ্য্যভব—১০৪ অঃ



সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন। ভারতীয় সাধনার ধাবাষ এ সত্য চিদ্রসীকৃত। ইন্দ্রেবও কেবলমাত্র সূর্যের সঙ্গে অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় নি,—তিনি অগ্নিও। ইন্দ্র সূর্য্যগ্নিরূপেই প্রকাশমান, এ সত্য স্বয়ংদেই পাওয়া যায়।

যুগ্মস্তি ব্রহ্মমরুৎ চরজং পরিতস্থয়ঃ।

রোচন্তে রোচনা দিবি।<sup>১</sup>

—হে ভগবন্ (ইন্দ্র)। আপনি মহান সূর্য্যরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন, আপনি অগ্নিরূপে দীপ্তিমান আছেন, আপনি বায়ুরূপে বিশ্বভুবন বাপিষা রহিয়াছেন; সেই আপনাকে স্বর্গমর্ত্যাদি সর্বলোকে অর্চনা করেন। ছান্দোগ্যে নক্ষত্রগণ প্রকাশমান হইয়া আপনাই রহিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।<sup>২</sup>

এই স্বকে ইন্দ্র সূর্য, অগ্নি, বায়ু ও নক্ষত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াই তিনি সর্বদেবময় পরমেশ্বররূপে প্রতিভাত। সাধনানার্থ বলেনছেন, নক্ষত্র ও ইন্দ্রেব মূর্তিভেদে —“তর্জিবৈব্রহ্ম মূর্তিবিশেষভূতা বোচনা নক্ষত্রানি দিবি ছান্দোগ্যে রোচন্তে প্রকাশন্তে।

মহাভারতে অগ্নি ইজ্ঞাধ্য নামে যজ্ঞাংশের অধিকারী।<sup>৩</sup> মার্কণ্ডেয়পুরাণে সূর্যই জলবর্ষা মেঘরূপে জলবর্ষণ করে থাকেন।

স্বমেব মুক্ষতঃ সর্বং বসঃ, বৈ বর্ণণায় যৎ।

রূপমাপ্যায়কং ভাস্বং তস্মৈ মেঘাষ তে নমঃ।<sup>৪</sup>

—তুমিই বর্ষণের নিমিত্ত সমস্ত বস মুক্ত করে দাও। তুমি উজ্জলরূপ ধারণ কব, সেই মেঘরূপী সূর্যকে নমস্কাব।

সূর্যের অখের নাম হবি, ইন্দ্রেব অধও হবি,<sup>৫</sup> আ আ বহন্ত হবযো<sup>৬</sup>—ইরিগণ তোমাকে বহন করুক।

বিতছোচেবধবিতান্তঃ পশুস্তি বশ্মিভিঃ।<sup>৭</sup>

—জাবাপৃথিবীর মধ্যস্থলে (অন্তরীক্ষে) বশ্মিধারা বৃষ্টিপাতনরূপ কর্ম সকল লোকে প্রত্যক্ষ কবে।

ইন্দ্রেয় ত্বীয় গতি ও সূর্যেব মত।

যন্ত নাপ্তঃ সূর্য্যস্তেব যমো ভবে ভবে - ১৫।

১ স্বযেদ—১১৩১

২ অনুবাদ—হর্ষানাস লাহিড়ী ৩ উত্তোগপর্ব—১৩৭২

৪ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৪ অঃ

৫ স্বযেদ—১১৩১

৬ স্বযেদ—১১৩১

৭ স্বযেদ—১১৩২১০

৮ ই —১১০০১২

—স্বর্গের ছায় আর গতি অস্ত্রের অঙ্গাঙ্গীক...।

কথ্যে ৮।৩৩ হস্তে সূর্যকেই অভিহিত করা হয়েছে ইল্লুপে এবং—এই হস্তেই একটি বকে সূর্যরূপী ইলকে বৃহস্পতি বলা হয়েছে।

সদ্য কচ বৃহস্পতীংগা অভি সূর্য।

সূর্য তন্নি তে বশে ৫।

—হে বৃহস্পতি সূর্য ইল! অস্ত্র হই কিঞ্চিৎ পুনর্বেশ অভিহিত প্রাহুর্ভূত হইয়াছে, অমনি সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত হইয়াছে।<sup>১</sup>

সূর্যের সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব, ইল্লোর ও সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব। ইল্ল সপ্তকে বশে দলছেন :

যঃ সপ্তরশ্মিবৃৎভক্তবিজান্।<sup>২</sup>

—যিনি সপ্তরশ্মি (অশ্ব) সম্বন্ধিত, বর্ষণকারী ও বুদ্ধিমান। রশ্মি সমূহই ইল্লের দ্বিগ্ন বাসস্থান :

কভবো বা ইল্লন্ত প্রিৎ বাস।<sup>৩</sup>

এই দুটি ব্যাখ্যায় সায়ন বলেছেন,—ইল্লঃ সূর্যঃ, কভবো বহুঃ তেবাং সূর্যন্ত প্রিৎ বাসস্থান স্পষ্টম্—কভবঃ শব্দের অর্থ বহিস্কৃত, তাহা সূর্যের দ্বিগ্ন বাসস্থান।

শতপথব্রাহ্মণে<sup>৪</sup> ইল্ল ও সূর্য অভিহিত। মহাভারতে<sup>৫</sup> ইল্ল সূর্যের ১০৮ নামের অন্তর্গত। বৃহস্পতিসূর্য সূর্যের এক নাম ইল্ল।

ইদান্ রশ্মিভির্ভাস্য বায়ুনাহক গতঃ নহ।

বর্ষতোষ চ যজ্ঞোকে ভেনেল্ল ইতি ন বৃতঃ ৫।

—যেহেতু সূর্য রশ্মিরাবণ বায়ু সন্যস্ততার দল আহরণ করেন, যেহেতু তিনি পৃথিবীতে বর্ষণ করেন, সেইজন্মে তিনি ইল্ল নামে পরিচিত।

বিস্করণী সূর্য তিনি পদবিক্ষেপে ত্রিলোক অতিক্রম করেন। ইল্ল ও ত্রিলোক অতিক্রম করেন।

অস্ত্রেণৈব প্রবিহিতৈ নহিষ্ণ দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্বস্তরিক্ষাং ৫।

—ইল্লের এই মহিমা যে তিনি ছাত্রলোক, দক্ষবীক্ষলোক ও পৃথিবীলোক অতিক্রম করেন।

১ স্বর্গে—৮।৩৩

২ অশ্ববান—হনু৩১১১১১

৩ স্বর্গে—২।১২।১২

৪ তাণ্ডিন্দ্রব্রাহ্মণ—১।২২৫

৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।১।১৫

৬ বনপুর্বে—২।১৮

৭ বৃহস্পতি—১।১৮

৮ স্বর্গে—১।১১।১১

বিষ্ণু সূর্যের অপর মূর্তি ।<sup>১</sup> বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা—“ইন্দ্রস্ত বৃদ্ধাঃ সখা ।”<sup>২</sup>

সবিতা চিত্রভাঙ্গ অর্থাৎ বিচিত্ররূপে প্রকাশিত—“আত্মাভাষঃ সবিতা চিত্রভাঙ্গঃ ।”<sup>৩</sup> ইন্দ্রও চিত্রভাঙ্গ—“ইন্দ্রায়াহি চিত্রভানো ।”<sup>৪</sup>

অগ্নি ও ইন্দ্র—ইন্দ্র সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে অভিন্ন, এই তত্ত্ব ঋষিদের অগ্রাঙ্ক স্থান থেকেও সহজে প্রতীত হয় । কোন কোন সূত্রে ইন্দ্র ও অগ্নি একত্র স্তুত হয়েছেন ।

যদিদ্রায়া দিবিষ্ঠা যং পৃথিব্যাং যং পর্বতেষাধীবপুং ।<sup>৫</sup>

—হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা যদি আকাশে, পৃথিবীতে, পর্বতে, ওষধিতে এবং জলে অবস্থান কর, তবে এখানেও এসে অবস্থান কর ।

যদিদ্রায়া উদ্ভিতা সূর্যস্ত মধ্যে দিবঃ স্বধনা মাদধেথৈ ।<sup>৬</sup>

—হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা আকাশের মধ্য ভাগে সূর্য উদ্ভিত হলে নিজেদের তেজেই দীপ্ত হও ।

দুটি ঋকে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়কেই বহুহস্ত বলা হয়েছে ।<sup>৭</sup> অগ্নি বলের পুত্র, কারণ শক্তির দ্বারা বর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি ।<sup>৮</sup> ইন্দ্রও বলের পুত্র :

সনৈমি সখ্যঃ স্বপত্তমানঃ সূর্যদাধায় শবসা হৃদং সাঃ ।<sup>৯</sup>

—যে ইন্দ্র শোভনীয় কর্ন সম্পাদন করেন, যিনি বলের পুত্র ( অর্থাৎ অতি বলবান ) এবং উৎকৃষ্ট কর্তৃবুল, তিনি যজমানদিগের পুরাতন বন্ধু পোষণ করেন ।<sup>১০</sup>

সায়নাচার্য সবসা শব্দের অর্থ করেছেন, “সবসো বলস্ত সূর্যঃ পুত্রঃ” । অন্তর্ভুক্ত আছে : “অমিহ বলাদধি”<sup>১১</sup> —হে ইন্দ্র তুমি বল থেকে উৎপন্ন হয়েছ ।

অগ্নিও বলের পুত্র : অগ্নে বাজস্ত গোমত জ্ঞানঃ সহসো যহো ।<sup>১২</sup> —হে অগ্নি, তুমি বলের পুত্র (সহসো যহো) বহু গোধন সম্বিত অগ্নের প্রভু ।

একটি ঋকে ইন্দ্র ও অগ্নির স্তুতি প্রসঙ্গে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়কেই বহুহস্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে ।

চক্রাতে হি সন্ন্যস্ত নাম ভজং সন্নীচীনা বৃহহনা উভ স্থঃ ।<sup>১৩</sup>

১ ঋষেধ—১।১৪৩।১, ১।৭২।৪

২ ঋষেধ—১।২১।২

৩ ঋষেধ—১।৩২।৪

৪ ঐ —১।৩৪

৫ ঐ —১।১০।১২

৬ ঐ —১।১০।১৩

৭ ঐ —১।১০।১২

৮ ঐ —৩।৩০।১৪

৯ ঐ —১।১০।১৩

১০ অথুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

১১ ঐ —১।১৪৩।১

১২ ঐ —১।২১।৪

১৩ ঐ —১।১০।১৩

—হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা মিলিত হইবে কল্যাণ সাধন কর। হে বৃদ্ধহস্ত-  
দ্বয়, বৃদ্ধবধের জন্ত মিলিত হও।

— ইন্দ্রের মত অগ্নিও বৃদ্ধহস্তা :

উত্ত ব্রহ্মন্ত জম্বব উদগ্নি বৃদ্ধহা জনি ।<sup>১</sup>

—অগ্নি অরণি থেকে উৎপন্ন হলেই লোকে তাঁর স্তব করে, তিনি বৃদ্ধহস্তা।

সায়ন এখানে বৃদ্ধহা শব্দের অর্থে লিখেছেন, “বৃদ্ধহা বৃদ্ধাণ্যামাববকাণাং শব্দাণাং  
হস্তা।” —আবরণকারী শব্দগণের দাতক।

তন্ম দ্বা বৃদ্ধহস্তমং যো দম্ব্যববৃহুর্বে।

দৃষ্টৈরন্তি প্রণোহমঃ ॥<sup>২</sup>

—হে অগ্নি, তুমি দম্ব্যদের ধ্বংসকর্তা, দম্ব্যদের বিভাঙিত করে থাক।  
শ্রেষ্ঠবৃদ্ধহস্তা তোমাকে পুনঃ পুনঃ স্তব করি।

“অগ্নিব্রহ্মানি জম্বনং”<sup>৩</sup>—অগ্নি বৃদ্ধগণকে বধ করেছেন।

“অগ্নির্গেতা স বৃদ্ধহেতি বাজ্রম্মিলক্লপম্”<sup>৪</sup> —অগ্নি কর্মের প্রবর্তক, তিনি  
বৃদ্ধহাতী—তাঁর রূপ ইন্দ্রতুল্য বৃদ্ধহাতী।

অগ্নি বৃদ্ধহস্তন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধহস্তা, ইন্দ্রও বৃদ্ধহস্তম। ইন্দ্রের মতই অগ্নি  
অহিহস্তা ও বৃষ্টিদাতা :

হিরণ্যকেশা রমসো বিসারোহর্হির্কুনির্বাত ইব ধ্রুবীমান্।

—হিরণ্যকেশো অহির ধূম্রিতা (কম্পবিতা) বায়ুতুল্য গতিশীল অগ্নি (বিদ্যুৎ)  
মেঘ থেকে জল নির্গমনকারী।

দ্বর্ষও শব্দ, বৃদ্ধ, দম্ব্য ও অসুর বধ করেন—“অমিত্রহা বৃদ্ধহা দম্ব্যহস্তমং  
দ্যোতির্ষজ্ঞে অসুরহা সপত্ৰহা।”<sup>৫</sup>

অহি শব্দের সায়নাত্মক অর্থ মেঘ এবং হিরণ্যকেশ অর্থ কেশতানীয় জালা।

আ তে হৃপর্ণা অমিনস্ত এবেঃ কুরুো

নোনাব বুভত যদীদং।

শিবাতিন স্বয়মানাভিরাগাং পতন্তি

মিহ স্তবস্ত্যলা ॥<sup>৬</sup>

১ কথেন—১।৭৪৩

২ কথেন—১।৭৮৪

৩ কুরু বজ্র—৪।৪।৩১৩

৪ ঐতরের আখ্যায়িক—১।১১২

৫ কথেন—৬।৪৩১৮

৬ কথেন—১।৭৩।১

৭ কথেন—১০।১৭০২

— হে অগ্নি । তোমার স্বন্দর পতনশীল বশ্মি বক্ষংগণের সহিত মেঘকে ভাঙিত করে, কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণশীল (মেঘ) ও গর্জন কবিষাছে এবং স্তম্ভকব ও হস্তবৃদ্ধ (বৃষ্টি বিন্দুর) সহিত আগমন করিতেছে । বৃষ্টি পতিত হইতেছে, মেঘ গর্জন করিতেছে ।<sup>১</sup>

যদীয়ুক্ত পমসা পিনানো . .।<sup>২</sup>

অগ্নি জগৎকে জল দ্বারা পুষ্টি করেন ।

বৃহদেবতা পার্থিব অগ্নিকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা করেছেন :

পার্থিবো জ্বিনোহামিঃ পুরস্তান্ বস্তু কীর্তিতঃ ।

তমাছবিশ্রং দাছুহামেকে তু বলবন্তয়োঃ ॥<sup>৩</sup>

বৃহদেবতান মধ্যভাগ বা ছ্যালোকস্থিত অগ্নি ও ইন্দ্ররূপে প্রসিক ।

বিশ্বতে সর্বভূতেহি যদা জাতঃ পুনঃ পুনঃ ।

তদেব মধ্যভাগিজো জাতবেদা ইতি স্বভঃ ॥<sup>৪</sup>

—সর্বভূতে বিবাজমান অথবা পুনঃ পুনঃ জাত হন, সেইজন্য মধ্যভাগস্থিত ইন্দ্র জাতবেদা (বা অগ্নি) নামে স্তুত হন ।

ইন্দ্র এখানে সর্বভূতে বিবাজমান প্রাণশক্তিরূপে স্তুত হয়েছেন । সর্ব প্রত্যহ প্রাতে পুনঃ পুনঃ নবজন্ম লাভ করেন, অগ্নি বায়বায় নবজন্ম লাভ করেন ।

মৈত্রাজনী সংহিতায় ইন্দ্র সৃষ্টি বা প্রাণশক্তিরূপে সর্বময় ।

ঈন্দ্রো স্রোতিভ্যত ভূমিরিজ্ঞা ইন্দ্রঃ সন্মো অভবৎ গভীরঃ ।

উবাস্তরিকং স জনানা ঈন্দ্রা ইন্দ্রঃ সন্মো পিতরং মাতনং চ ॥<sup>৫</sup>

—পৃথিবীলোক, অন্তরিকালোক ও ছ্যালোক সমস্তই ইন্দ্র ।

ঈন্দ্রই গভীর সন্মুদ্ররূপে স্থিত রহিয়াছেন । হে প্রোতবর্গ, ইন্দ্রই সমস্ত লোকরূপে স্থিত রহিয়াছেন । ইন্দ্রকেই আমি পিতা ও মাতা বলিয়া জানি ।<sup>৬</sup>

বৃহৎসংহিতায় ইন্দ্রই বিশ্ব—ইন্দ্রই সহস্রদীর্ঘা অগ্নি ।

ইন্দ্রের স্তব প্রসঙ্গে চেদিরাজ উপরিচয় বস্তু বলেছেন :

অজোহব্যনঃ শাখত এবরূপা বিবুর্বরাহঃ পুরুবঃ পুত্রাণঃ ।

অনন্তকঃ সর্বহরঃ কৃশাতঃ সহস্রদীর্ঘা শতমহ্যাদীভ্যঃ ।<sup>৭</sup>

১ অনুবাদ—ঋগ্বেদমন্ত্র

২ কবেদ—১৭২১০

৩ কবেদ—১৭২১

৪ বৃহদেবতা—১৩১

৫ মৈত্রাঃ সং—১১৪৭১০

৬ তদুদ্বাস—ড. গোপেন্দনাথ বাগ্গী

৭ বৃহৎ সংহিতা—৪৩৫৪

—তুমি অস্বহিত, অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন এককণ, - বরাহকণী বিষ্ণু, পুরাতন পুরুষ, তুমি সর্বত্র সূত্ব্য, সহস্রশীর্ষ অগ্নি, স্তুতিভাজন শতযজ্ঞ । -

বেদে অগ্নি সপ্তজিহ্বা, বৃহৎ সাহিত্য ইন্দ্রও সপ্তজিহ্বা ।

কবিং সপ্তজিহ্বা ত্রাতাব্যবিতারং স্রবশম্ ।

হবামি শক্রং বৃহৎ স্রবশমস্মাক বীরা উদ্রয়ে ভবন্ত ॥<sup>১</sup>

— আমি কবি, সপ্তজিহ্বাবিশিষ্ট, জাগকর্তা, স্বপ্নাকর্তা, পোষন বোধধারী, বৃহৎসত্তা, উপযুক্ত সেনাবিশিষ্ট ইন্দ্রকে আহ্বান করি। আমাদের বীর সন্তান সন্ততি হোক ।-

বৃহৎসাহিত্য বর্ণনা অল্পসারে ইন্দ্র স্তূথ্যি তিন্ন অপর কেউ নন। ইন্দ্রই বিষ্ণু, বিষ্ণুই সূর্য। স্বভব্য তিনি এক অদ্বিতীয় সহস্রশীর্ষ পুরাণ পুরুষ —ঋগ্বেদের বিরাট পুরুষ ।

ইন্দ্র রাজা—তিনি বহুবিধ দানব বধ করে থাকেন। অগ্নিও ইন্দ্র তুল্য রাজা। তিনিও বান্দস প্রভৃতি বধ কর্তা ।

অপো রাজন্তুত অনায়ে বন্তোকতোষসঃ ।

স তিগ্নলভ্য বান্দসো বহ প্রতি ।<sup>২</sup>

—হে বান্দন (অগ্নি) দিনে ও রাতে বান্দসদিগকে বধ কর। হে তীক্ষ্ণ অগ্নি বান্দসদিগকে বধ কর ।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র বিভাবন্ত নামে সম্বোধিত হইছেন ।<sup>৩</sup> বিভাবন্ত অগ্নিব এক নাম । ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, অগ্নিও সহস্রাক্ষ:

সহস্রাক্ষো বিচর্যপিতৃয়ী বান্দাসি সোধতি ।<sup>৪</sup>

—সহস্রাক্ষ সর্বভ্রষ্টা অগ্নি বান্দসদের ধ্বংস করেন। গুরুযজুর্বৈদেও অগ্নি সহস্রাক্ষ ।<sup>৫</sup>

বৃহৎসাহিত্য ইন্দ্র অগ্নিব একটি নাম ।<sup>৬</sup> ঋগ্বেদে ইন্দ্র যজ্ঞের অধিপতি ।<sup>৭</sup> ইন্দ্র যে সূর্য ও অগ্নি থেকে পৃথক নন, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না। ঋগ্বেদেই অগ্নি ও ইন্দ্র যজ্ঞ ত্রাতা, —পূরণ (সূর্যের আব এক রূপ) ও ইন্দ্রের ত্রাতা ।

বলিখা মহিমা বামিজ্যায়ী পনিষ্ঠ আ ।

১ বৃহৎ সাহিত্য—৪৩।৫৫

২ অগ্নিব—১।৭১।১৫

৩ অগ্নিব—৮।২৩।৫

৪ অগ্নিব—১।৭১।১২

৫ গুরু যজুঃ—১৩।৪৭

৬ বৃহৎসাহিত্য—১।২৮-১-৫৫

৭ অগ্নিব—৮।২৩।৫

সমানো বাং জনিতা ভাতিরা যুবং যমাবিহেহমাতরা ।<sup>১</sup>

—হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমাদ্বিগের যে জয়মাহাত্ম্য প্রতীপাদিত হয়, তৎসমুদয় অতিশয় প্রশংসনীয়। তোমাদের উভয়েরই এক জনক ; তোমরা উভয়ে যমজ ভ্রাতা ও তোমাদ্বিগের মাতা সর্বত্র বিস্তারিত আছেন।<sup>২</sup>

“ভাতেন্দ্রস্ত সখা মম ।”<sup>৩</sup>—ইন্দ্রের সহোদর পুত্র যেন আমাদের মিত্র হন।

মহাভারতে ইন্দ্র ও অগ্নি দুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন।<sup>৪</sup> ইন্দ্রের রথ, অব, দেহ প্রভৃতি সূর্য (বা সবিতা) এবং অগ্নির মন্তই-হিরণ্য বা হিরণ্যবর্ণ। ইন্দ্রের রথ সূর্যনির্মিত—রথে হিরণ্যযে রথেষ্ঠা।<sup>৫</sup> —ইন্দ্র হিরণ্য রথে অধিষ্ঠিত। বজ্রী রথো হিরণ্যঃ।<sup>৬</sup> —বজ্রীয় রথ হিরণ্য।

ইন্দ্রের অশ্ব সর্বচক্ষু বা সর্বপ্রকাশক—হরয়ঃ সূর্যচক্ষসঃ।<sup>৭</sup> ইন্দ্রের অশ্বগণের হরিষর্ব বা স্বর্ণবর্ণ বেশর—হবিভিঃ কেশিভিঃ।<sup>৮</sup> হরী হিরণ্যাকেশ্য।<sup>৯</sup> অশ্বগণেব কেশবই কেবল হরিষর্ব নয়, অশ্বগণও হরিষর্ব।<sup>১০</sup> ইন্দ্রের দেহ স্বর্ণবর্ণ বা স্বর্ণময়। ইন্দ্রো বজ্রী হিরণ্যঃ।<sup>১১</sup> দেব হিরণ্যমঃ।<sup>১২</sup>

ইন্দ্রের বাহুও স্বর্ণবর্ণ—হিরণ্যবাহুঃ।<sup>১৩</sup>

ইন্দ্রের বজ্র ও হিরণ্যম —যজ্ঞঃ সূর্যজ হিরণ্যমঃ।<sup>১৪</sup>

আচার্য বাহু ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যকে একই দেবতার মূর্ত্যন্তর বা অবস্থান্তর বশে গ্রহণ করেছেন। সেইজন্যই তিনি তিন দেবতার অধিকার ও কর্ম পৃথক পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট করেছেন। ইন্দ্রের অধিকার অন্তরীক্ষ লোক, মাধ্যম্নিন সনন (মধ্যম্নিনেব যজ্ঞ), গ্রীষ্মকাল প্রভৃতি,—অথৈতানীক্ষতন্ত্রীণ্যন্তরীক্ষলোকো মাধ্যম্নিনঃ সননঃ গ্রীষ্ম .. ।<sup>১৫</sup> ইন্দ্রের কাজ বস বা বৃষ্টিপ্রদান, বৃষবৎ এবং বস বা শক্তিসাধ্য বা কিছু সবই,—“তথাস্ত্র কর্ম বসাহুপ্রদানং বৃষবথো যা চ কা বলকৃতিরিজ্রকর্মৈব তৎ ।”<sup>১৬</sup>

আদিত্যের অধিকার দ্যালোক তৃতীয় সনন, বর্ধাঙ্কতু প্রভৃতি—“অথৈতান্মাদিত্য-

১ স্বর্বেদ—৬।৫৯।২

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ স্বর্বেদ—৬।৫৫।৫

৪ মহাঃ বনপর্ব—১৩৫ অঃ

৫ স্বর্বেদ—৬।২৯।২

৬ ঐ —৮।৩৩।৪

৭ স্বর্বেদ—১।১৬।১

৮ ঐ —১।১৩।৪

৯ ঐ —৮।৩২।২২

১০ ঐ —৮।৬৬।৪

১১ ঐ —১।৭২, ৭।৩৪।৪

১২ ঐ —৮।৬১।৬

১৩ ঐ —১।৩৪।৪, ৭।৩৪।৪

১৪ ঐ —১।৫৩।২

১৫ নিকন্ত—৭।১০।১

১৬ নিকন্ত—৭।১০।২

ভক্তানি অসৌ লোকতৃপ্তীরসবনং বর্ধা . . ।<sup>১</sup> আদিত্যের কাজ রসদান, রশ্মির দ্বারা রস ধারণ এক যা কিছু প্রচ্ছাদন ও প্রকাশন সে সম্যকই—“অখাস্ত কৰ্ম রসাদানং রশ্মিভিচ্চ রসধারণং যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রবলহিতমাদিত্যাকর্মৈব তৎ ।”<sup>২</sup>

অগ্নির অধিকার পাখির লোক, প্রাতঃসবন, বসন্তকাল, গায়ত্রী মন্ত্র প্রভৃতি—  
“অথৈতান্নগ্নিভক্তান্যায়ং লোকঃ প্রাতঃসবনং বসন্তো গায়ত্রী ।”<sup>৩</sup> অগ্নির কাজ হবি বহন, দেবতাদের আবাহন এবং দৃষ্টি বা প্রকাশ বিষয়ক যা কিছু সকলই—  
“অখাস্ত কৰ্ম বহনং চ হবিঃ, আবাহনং চ দেবানাং যচ্চ কিঞ্চিদৃষ্টিবিষয়কমগ্নিকর্মৈব তৎ ।”<sup>৪</sup> যাক্কাচার্যকৃত এই দেবজন্মের অধিকার ও কর্মবিভাগ যেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপী একই দেবতাব ত্রিকোণে পৃথক পৃথক কর্ম ও অধিকার বিস্তার ।

বৃহদায়িকপী ইন্দ্র ব্রহ্মনশ্চ সর্বব্যাপী—রূপে রূপে বিরাজমান, —“রূপং রূপং যদ্বা বোভবীতি ।”

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব

তদস্ত্য রূপং প্রতিচক্ষণায় ।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপে দীপ্যতে

বুক্তা হ্যস্ত হরবঃ দশশতঃ ॥<sup>৫</sup>

সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিত্বত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হইলেন । তিনি মায়াধারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞমানের নিকট উপস্থিত হন । তাঁহার রথ সহস্র অশ্ব যোজিত আছে ।<sup>৬</sup>

বৃহদায়িক উপনিষদে এই একটি মণ্ডুবিজ্ঞা নামে আখ্যাত হয়েছে । মণ্ডুবিজ্ঞা অর্থে অমৃতবিজ্ঞা বা ব্রহ্মবিজ্ঞা । উপনিষদের ব্রহ্মও অগ্নি বা বায়ুর মত রূপে রূপে বহুরূপ ধারণ করেন ।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ইন্দ্রকে ঈশ্বর বা ঐশ্বরিক শক্তিরূপে স্বীকার করেছেন । তিনি লিখেছেন, “যিনি বৃদ্ধের (যেবের সহিত যুক্ত করিয়া, বৃহ অশানি-নিরূপে সেই অহরের (বলবান্ জলাধারের) দেহ খণ্ড খণ্ড করেন এবং

১ নিরুক্ত—৭।১১।১

৪ ঐ —৭।৮।০

২ নিরুক্ত—৭।১১।২

৫ ঋগ্বেদ—অঃ৩।৮

৬ অমৃতবাহ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ নিরুক্ত—৭।৮।২

৬ ঋগ্বেদ—৬।৪৭।৪৮



শতীর (কর্ম সমস্তের) পতি, ঋতাহার প্রভাবে ক্রিয়াসমস্ত সম্পন্ন হয় (সর্বত্র বিদ্যমান ঐশ্বরীয় বল বিশেষ)।<sup>১</sup>

ব্রহ্মদেবতার স্তোত্র ইন্দ্র সর্বভূতের প্রাণ :

চতুর্বিধানাং ভূতানাং প্রাণো ভূত্বা ব্যবস্থিতঃ ।

ইষ্টে চৈবাস্ত সর্বস্ত তেনেজ ইতি ন স্মৃতঃ ॥<sup>২</sup>

—চতুর্বিধ জীবের প্রাণরূপে অবস্থিত এবং সকলের কাম্য বলে তাঁর নাম ইন্দ্র ।

শতপথ ব্রাহ্মণেও ইন্দ্র প্রাণরূপ : “ন যোহয়ং মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবেন্দ্রঃ ॥”

—মধ্যে যিনি প্রাণরূপে অবস্থিত, তিনিই ইন্দ্র ।

মহাভাবতে ইন্দ্রের যে স্তুতি আছে তাতেই সূর্য্যাস্থিরূপ পরমেশ্বর ইন্দ্রের কপঙণ ও কীর্ত্তি প্রমুখ হয়ে উঠেছে । কঙ্ক ইন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত বলছেন :

নমস্তে সর্বদেবেণ নমস্তে বঙ্গহৃদন ॥

নমুচির নমস্তেহস্ত সহস্রাঙ্গ শচীপতে ।

অমেব মেঘ স্ত বাবুঙ্গমগ্নির্বৈদ্যাতোহিহয়ে ।

অমলগণবিক্ষেপ্তা অমেবাহর্যহাধনম্ ॥

স্তং বহ্নয়তুলং যোক্তং যোববাংস্তং বলাহকঃ ।

অষ্টা অমেব লোকানাং সংহর্তা চাপরাজিতঃ ॥

স্ব জ্যোতিঃ সর্বভূতানাং কামাদিত্যো বিভাবন্তঃ ।

স্তং বিবুস্তং সহস্রাঙ্গ স্তং দেবস্তং পরায়ণম্ ॥<sup>৩</sup>

—তে শচীপতে, সহস্রলোচন দেবরাজ । তুমি বল নমুচি ও ব্রাহ্মহরকে নষ্ট করিয়াছ । তুমি বায়ু, তুমি মেঘ, তুমি অগ্নি, তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনী-রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে, তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দেশ করে, তুমিই যোয় ও প্রকাণ্ড বহ্নজ্যোতিষরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবন্ত । তুমি বিবু, তুমি সহস্রাঙ্গ, তুমি দেব, তুমি পরম গতি ।:

ইন্দ্রের স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে ।

১ গোভিল গৃহ্যসূত্র—পৃঃ ৩৪-১, পাদটীকা ।

২ বৃহদেবতা—৩।৩

৩ শতপথ ব্রাঃ—৬।১১

৪ আহুতিপর্ব—৩৪।৭-৮, ১০-১৬

৫ অমুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ

ইন্দ্র যে স্বর্গায়িরই নামান্তর বা রূপান্তর, এ সত্য বৈদিক ও পর্বতবৈদিক গ্রন্থরাশির মধ্য থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। এখন প্রশ্ন উঠবে, ইন্দ্র যখন স্বর্গায়িরই একটি রূপ, তখন তিনি কোন অবস্থায় স্বর্ষ বা অগ্নি? মেঘহননকারী, বৃষ্টিদাতা, বজ্রধারী ইন্দ্র স্বর্গায়ির একটি বিশেষ শক্তির প্রতিকৃতি; যে শক্তি ভূলোক থেকে জলীয় পদার্থ শোষণ করে মেঘ সৃষ্টি করে এক সেই মেঘকে বারিবিন্দুতে পরিণত করে পৃথিবীকে শস্তাশ্রমলা করে তোলে সেই শক্তিই ইন্দ্র নামে অভিহিত হয়েছেন বেদে-পুরাণে-কাব্যে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন, “ইন্দ্র স্বর্ষ ..কিন্তু তিনি প্রতিদিনের স্বর্ষ নহেন, কারণ তিনিই বৃষ্টির দেবতা। স্বর্ষের যে শক্তি দক্ষিণায়ন আবর্ত্ত দিনে বৃষ্টিদাতারূপে প্রকাশিত হন, তিনিই ইন্দ্র। সে দিনের প্রত্যক্ষ স্বর্ষের নাম বিবস্বান। ইহাও পব দিন ইন্দ্র যজ্ঞ হইত।”<sup>১</sup> আমরা মনে করি স্বর্গায়ির বর্ষণশক্তিই ইন্দ্র নামে পুঞ্জিত।

বৃজবধের তাৎপর্য—ইন্দ্র-বৃজ সংঘর্ষের তাৎপর্য কি? এ সম্বন্ধেও নানা মূনিব নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বৃজ বৃষ্টি নিরোধক শক্তি অর্থাৎ বৃষ্টিপতনে বাধাসৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক অবস্থা—*Demon of drought* (Macdonell), আবার কারো মতে বজ্রের দেবতা—*god of thunder* (Bühlér)। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বৃজ অর্থে বৃষ্টিহীন মেঘকে বুঝিয়েছেন। ইন্দ্র কর্তৃক বৃজবধের তাৎপর্য তিনি বিদ্যুত-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : “*Vritra represented clouds which over-spread the sky in the rainy season after the hot days of Summer and was thus known as Visvarupa or Omniform*”

Timely rains were never regular in coming and were sometimes too scanty for cultivating the fields. The agricultural population thus came to look upon the rain-withholding clouds with anything but favour, and in fact regarded them as the root of all mischief, and the main cause of their suffering and distress. Vritra thus assumed malevolent form in the eyes of these people who thought that it was he, who was withholding the rains with the deliberate object of tormenting them....

It was, therefore essentially necessary to invoke the aid of a powerful God, who could not only counteract the evil influences exercised by the majoral powers of the darkcomplexioned

১ বেদের দেবতা ও বৃষ্টিকাল, পৃ: ১-২-১০৩

and evil-minded Vitrā, but also vanquish him, realising the captive waters and the sun and Dawn, all enveloped in his cloud body. Such a powerful god was not long in being undiscovered. He was the great wielder of the Thunderbolt who was seen to rend upon the clouds with his deadly weapon and power down rains for the benefit of beasts and men”<sup>১</sup>

ডঃ দাস ইন্দ্র-বৃদ্ধ সপ্তর্ষের আর একপ্রকার ব্যাখ্যা কবেছেন। অপর একস্থানে তিনি বলেছেন যে, বৃদ্ধ অন্ধকারের দানব—*demon of darkness* এবং সূর্যের এক মূর্তি ইন্দ্র অন্ধকারের দানবকে হত্যা করে আলোক আনয়ন করেন।<sup>২</sup>

ডঃ দাসের বলব্য থেকে মনে হয়, তিনি ইন্দ্র বলতে বর্ষার সূর্যকেই বুঝিয়েছেন, যদিও স্পষ্ট কবে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নি।

কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিত ‘বৃদ্ধ’ শব্দে মেঘকে বুঝিয়েছেন। তাঁদের মতে বৃজেবই অপর নাম অহি। অবশ্য ঋগ্বেদের কোন-কোন স্থলে বৃদ্ধকেই অহি বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের অনুবাদক এবং টীকাকার রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “মেঘের নাম বৃদ্ধ বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে পৌরাণিক বৃদ্ধ অসুরের গল্প উৎপন্ন।”<sup>৩</sup>

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী ইন্দ্র ও বৃজেব যুদ্ধ সম্পর্কে নানাবিধ অর্থ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, “বৃদ্ধ নামক একজন অসুর ছিল, ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন। অন্য অর্থে ইন্দ্র শব্দে সূর্য বোঝায়। বৃদ্ধ—বৃধাতু হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ আবরণ। সে হিসাবে ‘বৃদ্ধ’ অর্থে সূর্যের আবরণ যে মেঘ, তাহাকেই বুঝাইয়া থাকে। সূর্যরশ্মিসম্পাতে—উত্তাপে পৃথিবী নবজীবন লাভ করে, তাহাতে বৃক্ষলতা এবং জীবজন্তুসমূহ জীবন প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধ অর্থাৎ মেঘ, সূর্যকে আবৃত করিয়া, পৃথিবীতে তাঁহার রশ্মির ও উত্তাপের গতিরোধ করে। তাহাতে সময় সময় পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইরূপে এ সময়ে আলোকের আধার ইন্দ্র বা সূর্যের সহিত অন্ধকারের জনস্রুতি বৃজেব বা মেঘের অবিরত যুদ্ধ চলিয়াছে। যখন বৃদ্ধ জয়লাভ করে, সূর্য অদৃশ্য হইয়া পড়েন, পৃথিবী অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়। এইভাবে ক্রমাগত সূর্যরশ্মি বা

১ Rgvedic Culture, page 59

২ Rgvedic Culture, page 455-56

৩ ঋগ্বেদের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩, ১৫২।১ ঋকের টীকা

উদ্ধাপ বাধাগ্রাস্ত হইলে, পৃথিবীর বৃক্ষলতা, এমন কি প্রাণী পৰ্বন্ত গতজীবন হয়।  
যাহা হউক, এ সংগ্রামে অবশেষে সূর্য্যসিঁই প্রতিষ্ঠাশ্রিত, ইন্দ্রই জয়লাভ করেন।  
কুত্র নিহত অর্থাৎ মেঘ জনকপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়। তখন পুনরায় ইন্দ্রের  
সূর্য্যের) গৌরব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। শত্রু বিক্ষম হওয়ায়, তাঁহার এইকণ  
জ্যোতিঃ বহিঃগণে পবিবর্ধিত হয়।”<sup>১</sup>

দুর্গাদাস ইন্দ্র-বৃক্ষ-সংবাদেই আর একপ্রকার ব্যাখ্যা করেছেন, “কিন্তু...ইন্দ্র  
শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়।” তিনি আলোকদাতা, তিনি সকল জ্ঞানের, সকল ধর্মের,  
সকল সত্যের আধারস্থল। সংক্ষেপতঃ তিনি সংস্করণ। “সে, অর্থে বৃদ্ধ—সকল  
অসদবৃত্তির অনর্থের জনক। এ দৃষ্টিতে, সদসদবৃত্তির দ্বন্দ্বই ইন্দ্রের ও বৃত্তের যুক্ত।”<sup>২</sup>

ইন্দ্র অহি হস্তা। তিনি অহি নামক অস্ত্রকে নিহত কবেছিলেন।

অহরহিং পর্বতে শিশিরাসং স্তম্ভৈঃ

বজ্রং স্বৰ্গং ততক্ষ।

প্রাণী ইব স্যাদ্ভীমানা অঃ

সমুজ্জং জগদ্রূপাঃ।<sup>৩</sup>

—ইন্দ্র পর্বতশ্রিত অহিকে হনন করিয়াছিলেন, বৃষ্টা ইন্দ্রের জন্ম সূক্ষ্মপাতী  
বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, (তৎপর) স্বেকপ গাভী সবেগে বংশের দিকে যায়,  
ধারাবাহী জল সেইকর্ণ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছিল।<sup>৪</sup>

যদিহান্ন প্রথমজামহীনাগ্নাশ্বিনামরিনাঃ প্রোতমাযাঃ।

আং সূর্য্য জনয়ন্ত্যামুদাস্য তাদিত্বা শক্রেন কিল বিবিশসে।<sup>৫</sup>

—যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন কবিলে, তখন তুমি  
মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে পর সূর্য্যও উদাকাল ও আকাশকে প্রকাশ করিয়া  
আব শত্রু বাথিলে না।<sup>৬</sup>

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলান্তর্গত ঋজিঃশং সূক্তের পূর্বোক্ত পঞ্চম ঋকে বৃজকে  
সুস্পষ্টভাবে অহি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অহি শব্দের সাধারণ অর্থ সর্প। কিন্তু  
সায়নাতর্ক্য অহি শব্দের অর্থ কয়েছেন যেহ।<sup>৭</sup> বৃজ শব্দের অর্থ সায়ন কখনও  
কবেছেন শত্রু, কখনও যেহ। যাক্বেদে স্তোত্র অহি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৭১

২ ভদ্রক

৩ ঋগ্বেদ—১।৩২।২

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১।৩২।৪

৬ অনুবাদ—ভদ্রক

৭ ঋগ্বেদ ভাট—১।৩২।১, ২, ৪, ১২।২২, ৩ প্রভৃতি

৮ ঋগ্বেদ ভাট—১।২৩।৯

বিচরণকারী —“অহিরয়নাদেত্যন্তরিক্ষে ।”<sup>১</sup> কখনও সাধন বৃষ্টি নিবোধক মানবকেই বৃহৎ বলে ব্যাখ্যা কবেছেন । একস্থানে তিনি লিখেছেন, “পুরা বৃদ্ধে জীবতি সতি তেন নিকট মেঘস্থিতা আপো ভূমৌ বৃষ্টা ন ভবন্তি । তদানীং নৃণাং মনঃ বিজ্ঞতে । মৃত্যু তু বৃদ্ধে নিবোধরহিতা আপো বৃহৎশরীরমুল্লভ্যা প্রবহন্তি । তদা বৃষ্টি পাতেন মহুগ্গাঙ্গ্যন্তি ইত্যর্থঃ ।” — পুরাকালে বৃহৎ জীবিত থাকায় তার দ্বারা নিকট মেঘস্থিত জল ভূমিতে বর্ষিত হোত না । সেই সময় মহুগ্গাঙ্গের মনে হয়েছিল বৃহৎ নিহত হলে অবরোধ বহির্ত জল বৃদ্ধের শরীর লভ্যন করে প্রবাহিত হবে, অর্থাৎ বৃষ্টিপাতে মহুগ্গাঙ্গ তৃপ্ত হয় ।

আচার্য যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, “বৃ ধাতু হইতে বৃহৎ শব্দ নিস্পন্ন হইবাছে । যে পরিবৃত্তি করে ব্যাপিনা থাকে সে বৃহৎ ।”<sup>২</sup>

যাক্ষের নিকন্তেও বৃহৎ শব্দের অর্থ মেঘ । যাক্ষ ঋগ্বেদের (১।৩২।১০) একটি উদ্ধৃত কবেছেন :

অভিষ্ঠতীনাংনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিত্য শরীরম্ ।

বৃহৎশ্চ নিগ্ধাং বিচবন্ত্যাপো দীর্ঘাং তম্ আশয়দিশ্রশ্রজঃ ॥

—স্থিতিরহিত বিশ্রামরহিত মধ্যে অর্থাৎ অন্তরীক্ষে অবস্থিত জলেব মেঘাখ্য শবীর বিধাতা স্থাপন (নির্মাণ) করিয়াছেন, জল মেঘের নিয়গমন প্রদেশ জানে, ইহা শব্দ (বৃহৎ) দিগ্‌ব্যাপী দিগন্তব্যাপী অঙ্কুর বিস্তৃত কথিয়া অবস্থান কবে ॥

অল্পবাদক এখানে বৃহৎকে মেঘরূপেই গ্রহণ কবেছেন । নিকন্তকার বৃহৎ শব্দের তাৎপৰ্য বিচার কবতে গিয়ে লিখেছেন, “তৎ কো বৃদ্ধো মেঘ ইতি নৈকন্তা-স্ত্রোতৈহ্নব ইত্যৈতিহাসিকাঃ ।”<sup>৩</sup>

—তাহা হইলে বৃহৎ কে ? মেঘই বৃহৎ —নিকন্তকারগণ ইহা বলেন, ঐতিহাসিকগণ বলেন—বৃহৎ অল্পব বৃষ্টাব পুত্র । যাক্ষ ঠিকই বলেছেন যে বৃষ্টাব পুত্র বৃহৎ ও ইন্দ্রের সংঘর্ষ রূপক কাহিনী ।

আপাং চ জ্যোতিবশ্চ মিলীতাবকর্মণো বর্ধকর্ম জায়তে ।

তজ্রোপমার্ধেন বৃদ্ধবর্ণা ভবন্ত্যহিবন্তু খন্ডমন্ত্রবর্ণা

ব্রাহ্মণবাদান্ত বিবৃঢ়্যা পরীবন্ত শ্রোতাংসি নিবায়মাঙ্ককাব ।

তস্মিন হতে প্রসস্তদ্বিয়ে আপস্তদভিবাতিশ্রোতবর্গ ভবতি ॥<sup>৪</sup>

১ নিকন্ত—২।১৭।৫

৩ অল্পবাদ—অমবেদব ঠাকুর

২ বেদের দেবতা ও কৃষ্টকাল—পৃঃ ১০৫

৪ নিকন্ত—২।১৩।১০

৫ অল্পবাদ—হম রথর ঠাকুর

৬ নিকন্ত—২।১৩।১০

—জল এবং বিদ্যুতের মিলনক্রিয়া হইতে, বর্ষণক্রিয়া সম্ভব হয়, এইরূপ হওয়ার যুক্তবর্ণনা যে আছে তাহা কপক কল্পনা। বৃষ্ণ শব্দের দ্বারা অহি শব্দ সমন্বিত মন্ত্রবাক্য এবং ব্রাহ্মণবাক্য আছে। বৃষ্ণ শব্দটির বিশেষ বুদ্ধি দ্বারা জল-প্রবাহ নিরুদ্ধ করিয়াছিল, বৃষ্ণ নিহত হইলে জল প্রবাহিত—এই অর্থের প্রকাশক-বর্তমান ঋক্ ।<sup>১</sup>

ইঙ্গের উপাখ্যান যে পরোক্ষ বর্ণনা বা কপক, ব্রাহ্মণ গ্রন্থে তা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। “স যোহয়ম্ মধ্যে প্রাণাঃ এষ এবব্রহ্মঃ। তান্ এষ প্রাণান্ প্রধাতঃ ইন্দ্রিযেন ঐক্। যদ্ ঐক্ তস্মাদ্ ইক্। ইকো হ বৈ তমিঙ্গ ইতি আচক্ষতে পরোক্ষম্। পরোক্ষ কামা হি দেবাঃ।<sup>২</sup> —ইহাদের মধ্যে যিনি মধ্যপ্রাণ, তিনি ইঙ্গ। তিনি মধ্যস্থ হইয়া প্রাণিবর্গকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রন স্বরূপ হওয়ার তিনি ইঙ্গ। ইঙ্গকেই পরোক্ষে ইঙ্গ বলা হয়, কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয়।<sup>৩</sup>

বৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নিরুক্তকার লিখেছেন, “বৃজো বৃণোতেরা বর্ততে বা বর্ধতে বা যদবৃণোতহ বৃজস্ত বৃজব্রহ্মিতি বিজ্ঞায়তে, যদবর্ধত তদ্ বৃজস্ত বৃজব্রহ্মিতি বিজ্ঞায়তে।”<sup>৪</sup>—বৃ বৃং অথবা বৃষ ধাতু থেকে বৃষ্ণ শব্দ নিস্পন্ন হয়েছে। আচ্ছাদন হেতু, বর্তমান বা বিচরণহেতু বা বর্ধনহেতু বৃষ্ণ শব্দের বৃজহ।

যে অস্তরীক আচ্ছাদন করে, অস্তরীকে বর্তমান থাকে, অস্তরীকে বিচরণ করে, বর্ধিত করে—সেইজন্য মেঘই বৃষ্ণ। বেদের নানা স্থানে বৃষ্ণসম্পর্কিত বিবরণ থেকেও বৃষ্ণের মেঘ রূপই আভাসিত হয়। একটি ঋকে দেখা যায় ইঙ্গ বৃষ্ণকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করেছিলেন—

যদন্ত মন্যাক্ষরনীষিবৃজঃ পর্বশো রুজন্।

অপঃ সমুদ্রমৈবয়ং ।<sup>৫</sup>

—যখন ইহাব কোষ বৃষ্ণকে পর্বে পর্বে বিভাগ করতঃ শব্দ করিয়াছিল, তখন তিনি সমুদ্রাভিমুখে জল প্রেরণ করিয়াছিলেন।<sup>৬</sup>

পর্বে পর্বে বা স্তবকে স্তবকে সজ্জিত মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন করেছিলেন ইঙ্গদেব। তাতেই বৃষ্টিধারা পতিত হবে সমুদ্রাভিমুখী হয়েছিল।

বৃষ্ণ আর অহি যে একই বস্তুকে বোঝায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের একটি মন্ত্র থেকে—“ইঙ্গো বৃজাষ বহ্নয়দ্ব্যচ্ছং তং যোভশভিত গৈঃ পর্বভূজং।”<sup>৭</sup>

১ অনুবাদ—তদেব

২ শতপথ ব্রাহ্মণ—৩।১।১

৩ অনুবাদ—জাহ্নবী চক্রবর্তী

৪ অনুবাদ—তদেব

৫ ঋগ্বেদ—১।৩।১৩

৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৭ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—১।৩।৫২

—ইন্দ্র বৃদ্ধকে হত্যা করাৰ জন্য বজ্র গ্রহণ করলেন। বৃদ্ধ তাঁকে বোল পাকে বেঠন কবেছিল।

এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় সাধন লিখেছেন, “জ বৃহাশ্ববঃ বোডশতিঃ বোডশমখ্যা-  
কৈৰ্ত্তাগৈঃ সর্পশরীরৈঃ পৰ্যভূজ্যং পৰ্যবেষ্টব্যং আবোষ্টিতবান্।” —বৃদ্ধ তাঁকে বোল  
ভাগ সর্পশরীরেৰ দ্বাৰা বেঠন কবেছিল।

বৃদ্ধকর্তৃক ইন্দ্রেৰ বোলপাকে আবোষ্টিত হওবার কাহিনী কৃষ্ণধৰ্ম্মব্ৰহ্মদেও  
আছে।<sup>১</sup> কুণ্ডলীকৃত মেঘ দেখে ঋষিকবিগণ অহি বা সর্পকল্পনা কবেছিলেন  
এবং কুণ্ডলীকৃত দেহ অহি বা বৃদ্ধ পাকে পাকে ইন্দ্রকপী স্বৰ্ধকে আবোষ্টিত  
কবেছিল একপ কবি-কল্পনা অসম্ভব বোধ হয় না।

ইন্দ্র ও বৃদ্ধেৰ সংগ্রাম সম্পর্কে Muir লিখেছেন, “And in the early  
ages when the Vedic hymns were composed, it was an idea  
quite in consonance with the other general conception which  
their authors entertained to imagine that some malignant  
influence was at work in the atmosphere to prevent the fall of  
the showers, of which their parched fields stood so much in  
need. It was but a step further to personify both this hostile  
power and beneficent agency, it was at last overcome. Indra  
is thus at once a terrible warrior and a gracious friend, a god  
whose shafts deal destruction to his enemies, while they bring  
deliverance and prosperity to his worshippers. The phenomena  
of thunder and lightning almost inevitably suggest the idea of  
a conflict between opposing forces even we ourselves, in our more  
prosaic age’, often speak of war of strife of the elements.”<sup>২</sup>

Muir-এর মতে বৃষ্টি নিরোধক শক্তিই বৃদ্ধ: আর বর্ষণের উপযোগী  
প্রাকৃতিক শক্তি বা অবস্থাই ইন্দ্র। Prof. Hillebrandt ইন্দ্র ও বৃদ্ধ সম্পর্কে  
কিঞ্চিৎ নূতনভব ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর অভিমত নীতকালে  
বর্ষণেৰ অল্পপযোগী অবস্থাই বৃদ্ধ, এবং বসন্ত বা গ্রীষ্মেৰ স্বৰ্ধ,—যিনি হেমন্তে  
বারিধান করেন, তিনিই বৃদ্ধ। “He argues that the streams of India  
and the neighbouring Iranian countries are at their lowest  
level in the winter, that the confiner of their waters is the  
frozen winter, conceived as a winter monster by the name

of Vṛtra, 'confiner', that Vṛtra holds captive the rivers on the heights of glacier mountains, and that consequently Indra can be no other than the spring or Summer Sun, who frees them from the clutches of the winter dragon”

পূৰ্বেই দেখা গেছে যে ইন্দ্ৰ বৃদ্ধকে নব নবতিবার অৰ্থাৎ নিবানকই বায় অথবা নবগুণ নবতি অৰ্থাৎ ৮১০ বায় বধ কৰেছিলেন।<sup>১</sup> হুতবাং বৃদ্ধ বহু সংখ্যক বেদে ও বহুস্থানে বহুবচনাত্মক ‘বৃদ্ধগণ’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, “প্রতি বৎসরই ইন্দ্ৰ বৃদ্ধবধ কৰিতেন। এই কারণে বলা হইয়াছে, বৃদ্ধ এক নহে অনেক।”<sup>২</sup>

আকাশ আচ্ছন্নকারী অথবা সূৰ্য আবরণকারী মেঘই বৃদ্ধ। যে মেঘ সূৰ্য বা আকাশকে আবৃত করে অথচ বায়িবৰ্ণ কৰে না সেই কুণ্ডলীকৃত সর্পাকার মেঘই বৃদ্ধ বা অহি। মহাভারতে-পুরাণে স্তম্ভীয় যজ্ঞাগ্নি থেকে বৃদ্ধের উৎপত্তি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলেছেন, কর্মপ্রবর্তিত যজ্ঞ থেকে পৰ্জন্ত বা মেঘেব সৃষ্টি হয়,—মেঘ থেকেই বৃষ্টি,—বৃষ্টি থেকে অন্ন, অন্ন থেকে জীবের প্রাণধারণ সম্ভব হয়।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পৰ্জন্তাদন্নসম্ভবঃ ।

যজ্ঞাদ্ ভবতি পৰ্জন্তো যজ্ঞঃ বর্ষসম্ভবঃ ॥<sup>৩</sup>

সূৰ্য্যগ্নিব প্রদীপ্ত তেজ থেকেই মেঘের সৃষ্টি এ কথা বলাব অপেক্ষা রাখে না। পদ্মপুরাণে বৃদ্ধের যে বর্ণনা আছে, তাতে বৃদ্ধকে মেঘ বললে অর্থোক্তিক বোধ হবে না।

তন্মাং কুণ্ডাং সমুৎপন্নো হতাশনমুখাদপি ॥

কৃষ্ণাঙ্গনচয়প্রথ্যঃ পিজ্জাকো ভীষণাকৃতিঃ ।

দংষ্ট্রাকয়ালবক্তৃষ্ণো জগতাং ভয়দায়কঃ ॥

মহাচৰ্য্যাকো ঘোৰো খড্গ চৰ্ম্মধরস্তথা ।

সৰ্বাঙ্গ তেজসা দীপ্তো মহামেঘোপমবলী ॥<sup>৪</sup>

যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিব শিখা থেকে জাত কৃষ্ণাঙ্গনভূল্য, পিজ্জল অক্ৰিবিশিষ্ট ভীষণাকৃতি, তেজোদীপ্ত মহামেঘভূল্য বৃদ্ধ মহামেঘ ভিন্ন আর কে ? শতপথ ব্রাহ্মণে বৃদ্ধ শব্দেব যে তাৎপৰ্য বিলম্বিত হয়েছে তা থেকেও বৃদ্ধের স্বরূপ উদ্ঘাটন সহজতর হয়েছে।

১ Religion of the Veda — Bloomfield, page 177

২ ভবেদ—১৮৪১৩০

৩ বেদেব দেবতা ও পৃষ্টিকাল—১৯৫

৪ দীপ্ত—১১৪৫

৫ পদ্ম পুঃ ভূমিবও—২৪৮৮



“বুজো হ বা ইদং সর্বং বুজা শিব্যে । যদিদমন্তরেণ জাবাপৃথিবী স যদিদং সর্বং বুজা শিব্যে তন্মাদ বুজো নাম ।”<sup>১</sup>—বুজ এই সমস্ত আবৃত ক’বে বর্তমান ছিল । দ্ব্যলোক (স্বর্গ) ও পৃথিবীর মধ্যবর্তীস্থান অর্থাৎ আকাশ আবৃত ক’বে থাকে বলেই তাব নাম বুজ ।

পূবাণেও বুজ স্বর্গ-মর্ত আবরণকারী ।

ততঃ স বজ্জেন যুতো দৈববৈতরতিপুজিতঃ ।

আসসাদ ততো বুজঃ স্থিতমাবৃত্য বোদসী ॥<sup>২</sup>

—তখন সেই ইন্দ্র বজ্রাভ ক’রে দেবতাদের দ্বারা পূজিত হয়ে স্বর্গ-মর্ত আবরণকারী বুজের অভিমুখী হয়েছিলেন ।

আবাস ও পৃথিবী আবরণকারী মেঘ ভিন্ন আর কোন বস্তুকেই বুজ বলা সম্ভব নয় । মেঘরূপে বুজ আকাশ আবৃত করে, স্বর্গলোক আবৃত কবে—মর্তের আলোক গ্ৰাস করে আবরণের কাজ করে,—আবার কুয়াশারূপে পৃথিবীকেও আবৃত করে । জুতবাং বুজকে অন্ধকারের দানবরূপে গ্রহণ কবলেও অসম্মতীন হয় না । স্বর্ষ বা স্বর্ষায়ির যে শক্তি বৃষ্টিবোধকারী দানব বুজকে হনন কবে বৃষ্টি আনয়ন করে থাকে তিনিই ইন্দ্র ।

শ্রীঅবিনন্দেব সতে ইন্দ্র ঋত্বয়োর মানসিক শক্তি । ইন্দ্রকে মানসিক শক্তিরূপে বর্ণনা কবলেও ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্ষের সম্পর্ক তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি ।

“Indra in the psychological interpretation of the hymns represents, as we shall see, mind power His realm is swar, a word which means sun or luminous, being akin to sūra, and Surya, the sun ”<sup>৩</sup>

কোন কোন পণ্ডিত ইন্দ্র ও বুজ সম্বন্ধে ইতিহাসেব ছাড়াও খুঁজে পেয়েছেন । আর্ষ ও অনার্ষেব সংঘর্ষ ইন্দ্র ও বুজ সংঘর্ষেব অন্তবালে লুক্কায়িত বলে কোন কোন পণ্ডিত ধারণা করেছেন । “ইন্দ্র ছিলেন ঋতকায় আর্ষজাতির একজন গানবীধ নেতা মিনি ভাবতবর্ষীয় আদিম অধিবাসীদিগেব সহিত বুদ্ধাদি করিয়া ভারতে আর্ষজাতিব প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । এই হেতু পূর্বকল্পীয় আর্ষসমাজে ইন্দ্রেব স্বত্তিপূজা যাহার এক নাম ইন্দ্রযজ্ঞ) চলিয়া আসিতেছিল ।”<sup>৪</sup>

“এই ইন্দ্রে, প.সকলগের সহিত বুজগণেব (অসুস্পষ্টাঙ্গীয এক ধর্মসম্প্রদায়ের) যে

১ শতপথ ব্রাহ্মণ—১১.৩৪ ২ পদ্ম পুঃ, সৃষ্টি বঃ—১১৮২ ৩ On the Veda—page 84

৪ ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুরাতত্ত্ব—ডঃ পদ্মনাথ বিশ্বাস, পৃঃ ৭০

বিবাদ বিসম্বাদ বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল এক যে বিরোধের পরিণতিরূপ ইন্দ্রোপাসকগণ জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষে পুনর্বার আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—তাহাই 'ইন্দ্র-বুধ বিরোধ' নামে সংবক্ষণ করা হইয়াছে।<sup>১</sup>

কেউ কেউ আবার আৰ্ঘজাতি ও সেনেটিক জাতির সংঘর্ষের সন্ধান পেয়েছেন বুড্রাহ্ম ও ইন্দ্রের সংগ্রামে। রমানাথ সন্দ্বতী তাঁর সম্পাদিত ঋগ্বেদে প্রথম সপ্তকের ৩২ স্তোত্রের টীকা লিখেছেন, “এই স্তোত্রে ইন্দ্র কর্তৃক বুড্রাহ্মর বধ বর্ণিত হইয়াছে। বুড্র একজন আসিরীয় দেশীয় দলপতি। পারস্য গ্রন্থ আভেস্তাতে লিখিত আছে যে, বুড্রাহ্মর বাছ নগরের (Babylon) সমস্ত আৰ্ঘভূমি (Arlona) একেবারে জলশূন্য করিবার নিমিত্ত উপদ্রাব কবিয়া অবিশ্ব নারী দেবীকে জয়ের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়। বুড্র তথাপি নিজ কু-চক্রে নিরস্ত থাকে এবং অবশেষে ইন্দ্রদেব কর্তৃক সংবেশে নিপাতিত হয়। যতপি এইরূপ সংগ্রাম ঘটনা থাকে, তবে তাহা অবশ্যই আৰ্ঘজাতি এবং সমিতিক জাতির মধ্যে ঘটনা থাকিবে, যেহেতু ইন্দ্র এই আৰ্ঘবিগের রক্ষক এবং বুড্রাহ্মর সমিতিকদিগের দলপতি। সেই ঘোর যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রদেবকে ‘বৈরেথ-বুধ’ উপাধিতে ‘জেন্দ-আবেস্তা’র উল্লেখের কীর্তন করা হইয়াছে। জেন্দাবেস্তাকর্তৃক ‘বহ্নায় যহ’ সমস্তই বৈরেথ-বুধ ইন্দ্রের ক্ষতিতে পবিশূর্ণ। ইহাতে ইন্দ্রকে অহিনক (বেদের দাঁস: অহি:) বলা হইয়াছে। ... বুড্রাহ্মর আৰ্ঘভূমির ঘোব শত্রু ছিলেন এবং তাঁহার বধের পর যেন আৰ্ঘগণ নূতন প্রাতঃকাল এবং নূতন আকাশ দেখিতে পাইলেন। বুড্রাহ্মরের উৎপাতে আৰ্ঘগণ যেন বিপদের ভিমে আবৃত ছিলেন। পারস্যের রাজা সাইরাস (Cyrus) যেমন টাইগ্ৰিস নদীর প্রবাহ প্রতিরোধ করিয়া ব্যাবিলন নগর জয় করেন, বুড্রাহ্মরও বোধহয় সেইপ্রকার আৰ্ঘভূমি জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।”

এইরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই কষ্টকল্পনা বলে মনে হয়। ইন্দ্রকণী অর্ধাঙ্গি বিশেষ প্রাকৃতিক অমঙ্গল নাশ করে বৃষ্টি এনে দিতেন। এই ঘটনাই ঋগ্বেদে রূপকের আশ্রয়ে বর্ণিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে নানা প্রকার কাহিনী (myth)-গড়ে উঠেছে। বৈদিক কবি একটি প্রত্যক্ষ উপলব্ধ সত্যকে কাব্য-রূপ দান করেছেন। পববর্তীকালে পুর্বাণে-কাব্যে ইন্দ্র সম্পর্কে কত কত গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে তার হিসাব বাখা সহজ নয়। এই ইন্দ্রকাহিনী ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে পারস্য ও অন্যান্য

দেশেও প্রসারিত হয়েছে। বৈদিক গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য বিবৃত হয়ে পুরাণকার কাব্যকার কত কত নবোদিত মাধ্যমিক কাব্যকার দবতারগণ করেছেন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে রামায়ণের রাম-সাবর্ণের মূল ইন্দ্র ও বৃষ্ণের মূলেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়।<sup>১</sup>

ম্যাক্সমুল্লারের মতে বেদের রহস্য কাহিনীই গ্রীক মহাকাবি হোমারের ট্রয় যুদ্ধের কাহিনীর মূল। তাঁর মতে বেদের নরনা ট্রয়যুদ্ধের Helen, বেদের পানিগণ (Ponis) ট্রয়ের পানিস (Pātie) নাম পরিগ্রহ করেছে। মার্চার্স যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, “কর্ণেলের হৃদ্র গ্রীক পুরাণে হাইড্রা (Hydra = সন্মূহন)। হারকিউলিস হাইড্রা বধ করিয়াছিলেন।”

কর্ণেল যে পৃথিবীর অগ্নির গ্রন্থ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৈদিক কৃষ্টি পরবর্তীকালে ঐনরা ও উটগোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধ ও অহি বধের উপাখ্যান ভারতীয় পুরাণ সাহিত্যে যেমন বহু বিস্তৃত হয়েছিল, তেমনই ইরান, পারস্য, গ্রীক ও ভূর্ত্ত দেশেও প্রসারিত হয়েছিল। “Ati re-appears in Greek Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil.”<sup>২</sup>

Maxmuller লিখেছেন, “But besides kerberos, there is another dog conquered by Hercules and he (like kerberos) is born of Typhaon and Hychindra. The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That the Vedic Vritra should re-appear in the shape of a dog, need not surprise us, thus we discover in Hercules the victory of orthros, a real Vritrahan.”<sup>৩</sup>

রমানাথ সরস্বতী লিখেছেন, “প্রাচীন গ্রীক্লিগের ‘ভিক্রন’ দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের তুলনা করিয়া থাকেন। ইন্দ্রের ছাত্র ভিক্রনও বহুধারণ করিতেন। . . ভিক্রনের পুত্র ‘হিন্টের্ন’ পিতার যুদ্ধে ভ্রাতৃ বহু প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাতে টিটানকুল নির্মূল হইয়াছিল।”<sup>৪</sup>

রমানাথ আরও লিখেছেন, “গ্রীক্লিগের আপোলো দেবতার সহিতও অনেকে ইন্দ্রের সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইন্দ্রের ছাত্র আপোলোর স্ববর্ণ-

১ বেদের দেবতা ও চরিত্রকাল—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অমৃতবার—১৯৫৬, পৃঃ ১০৫

২ Introduction to Mythology and Folklore—Cox, page 34

৩ Chips from a German workshop, Vol II (1872), page 184-185

৪ রমানাথ সরস্বতী সম্পাদিত কবেসের ১৯২২ সালের টীকা

নির্মিত ভূমির ছিল। আপেলো সূর্যের জ্বাষ মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন কবিতেন এবং তদ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইত। ইন্দ্রের জ্বাষ গ্রীক দেবতা কোবেবাসের ‘কশা’ ছিল, ইন্দ্রের জ্বাষ তাঁহাদের হেলিমস দেবতা অগ্নিমস রথে পরিভ্রমণ কবিতেন।”<sup>১</sup>

আবেস্তায় ইন্দ্র—ইরানীয়দের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় বৃদ্ধহস্তা ইন্দ্রের (বেরেখব্র—সং বৃদ্ধর) উপাসনার বহু নির্দর্শক আছে। কিন্তু আবেস্তায় ইন্দ্র নাম-মাত্র ছবার আছে, তাও ইন্দ্র সেখানে দেবতা নন, দানব। যমানাথ লিখেছেন, “ইরানীয়গণ ইন্দ্র নামে ধ্বংসকৃত, কিন্তু বৃদ্ধর নামে শ্রদ্ধাবান। জেন্দ-আভেস্তায় বৃদ্ধর উপাসনার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—“অহুরের সৃষ্ট বেবেথ-ব্রহ্মকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। জারাথস্ত্র অহব মঙ্গদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—‘হে সদ্যচিন্তিত অহুরোমজদ, ভগভেব সৃষ্টিকর্তা পবিত্রাজ্ঞা স্বর্গীয় উপাস্ত্রদিগেব মধ্যে কে সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী? অহুরমজদ উত্তর করিলেন,—‘পিতামা জারাথস্ত্র, অহুরেব সৃষ্ট বেবেথ-ব্রহ্ম সর্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী ...’

ইহা হইতে বোধ হয় যে প্রাচীন আর্থগণ বৃদ্ধরকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন তাঁহাদের মধ্যে দুইটি দল লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন একদল বৃদ্ধরকে ইন্দ্র নাম দিলেন। স্ত্রতরাং অস্ত্রদল ইন্দ্রকে স্মৃণা কবিতো লাগিলেন।”

যমানাথ আরও লিখেছেন, “ঋগ্বেদে বৃদ্ধর নাম ‘অহি’ বলিয়াও উল্লিখিত আছে। অহি শব্দের অর্থ সর্প। সেই অহি শব্দ হইতেই জেন্দ-আভেস্তায় ‘আজদহকে’-র উৎপত্তি।”

যমানাথের বক্তব্য অনুসারে বৃদ্ধর নামটি ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীনতর। কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে একপ ধারণা হওয়া সম্ভব নহে। বৃদ্ধহস্তা ইন্দ্রের সর্বোত্তম কার্য হওয়ায় তিনি ‘বৃদ্ধহনু’ বিশেষণ বা উপাধি লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র-উপাসনার বিরোধিতা ঋগ্বেদের আমল থেকেই বর্তমান ছিল। এই বিরোধিতা পরবর্তী-কালেও বর্তমান ছিল। মনে হয় ইন্দ্রপূজার বিরোধীগণ ইবান-পারস্ত্র অঞ্চলে বসবাস করেন। কিন্তু ইন্দ্রের সর্বোত্তম কীর্তিটি বিশ্বত হতে না পেয়ে তাঁরা বৃদ্ধর নামে দেবতার সৃষ্টি করে অর্চনা করতে থাকেন।

আবেস্তায় ইন্দ্র বিরোধিতা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “বৃদ্ধহস্তা যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্ত্র, তাহা আবেস্তা হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়। কিন্তু

ইন্দ্র নামের উপর ইরানীয়দিগের বড় ক্রোধ এবং তাঁহারা ইন্দ্রকে একটি পাপমতি পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করেন। যথা—‘আমি ইন্দ্রকে, সৌককে ও দেব নাস্ত্যতাকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লী হইতে, এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে ...এ পবিত্র অঞ্চল জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই (জেন্দ, আবেষ্তা, দশম কাগাদ)।’<sup>১</sup>

বলের গুহা থেকে গো উদ্ধারের তাৎপর্য—ইন্দ্র বল নামক অপব এক দানব বধ করিয়াছিলেন, বলের গুহা থেকে গো সমূহকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই বল কে? নিকটস্থ বল শব্দের অর্থ যেন, —বৃদ্ধ ও বল দুই ভ্রাতা।

বমেশচন্দ্র বসান্নবের উপাখ্যানেব অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধারে প্রবাসী হইতেন। তাঁর বক্তব্য: ‘চতুর্থ মণ্ডলের ৫০ শ্লোক এবং অন্যান্য শ্লোক পাঠ করিলে বুঝা যায় যে বল অশ্ববেব উপাখ্যান একটি উপমাযুক্ত, যেহেতু বলের গাভী, ইন্দ্র তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া দোহন করেন অর্থাৎ বৃষ্টিদান করেন।’<sup>২</sup>

ডঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপাখ্যানেব ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন। তিনি আসিবিব ইতিহাসের ব্যাবিলনাদিগ ‘বল’-দের সঙ্গে বৈদিক বলের এবং আসিবিব ‘অসবে’-ব সঙ্গে বৈদিক অশ্ববেব এক প্রতীপাদনে প্রবাসী হইতেন।<sup>৩</sup>

বল কর্তৃক গো অপহরণ এবং ইন্দ্র কর্তৃক গো উদ্ধার কাহিনীর তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। গো শব্দের এক অর্থ সূর্যবস্ত্র। আচার্য মহীধর স্কর যজুর্বেদের একটি মন্ত্রের (৩।১) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, “গবান্ ব্রহ্মীনাং ধারয়িতা” —অর্থাৎ গো শব্দার্থ বস্ত্র। ১।৩২।২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় হর্গাদাস লাহিড়ী দেখে অর্থ সূর্যবস্ত্রকে গ্রহণ করেছেন। যাকের ব্যাখ্যাও এই মতের পোষক। তিনি লিখেছেন, “গৌবাদিত্যো ভবতি, গময়তি রসান্ গচ্ছত্যন্তরিক্ষে।”<sup>৪</sup> —বসনমূহ গমন কবান, অথবা অন্তরীক্ষে গমন করেন, সেইজন্য গৌশব আদিত্যকে বোঝায়। আদিত্য ও আদিত্যবস্ত্র একই।

বল শব্দের অর্থ শক্তি। শক্তিমান অশ্বব গো অর্থাৎ সূর্যবস্ত্রমূহকে অপহরণ করেছিল। সূর্যকে যে আবৃত করতে পারে এমন অশ্ববই বলবস্ত্র। সূতরায়

১ বর্ষেদ—বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃ: ৭৪, ১৮২।১ বকের টীকা

২ বর্ষেদেব বঙ্গানুবাদ—১ম পৃ: ২৩, ১৮১।৪ বকের টীকা

৩ কৃষ্ণমোহন প্রণীত বর্ষেদ—১ম ও ২য় অধ্যায় এবং Aryan witness উভয়

৪ দ্বিজেন্দ্র—২।১৪।৭

শাক্তের মতাত্মবাহী বলাভূত মেঘ হওয়াই সম্ভব। মেঘেরও প্রকারভেদ আছে। যে মেঘ সূর্য বা সূর্যবশিক অরবোধ কবেছিল, সেই মেঘবশিক ছিন্ন ভিন্ন করে সূর্যকণী ইন্দ্র কিরপকণী গোগণকে উদ্ধার কবেছিলেন। বল ও বুদ্ধ প্রায় সম-প্রকৃতিব। বুদ্ধ বৃষ্টি রোধ করেছিল, বল সূর্যবশি অপহরণ করেছিল। স্ততরাং বুদ্ধ ও বল দুই ভাভা।

বলের কাছ থেকে গোখন উদ্ধারের অন্তবিধ অর্থ কবাও সম্ভব। ঋগ্বেদে ইন্দ্র “ও অগ্নি উভয়েই বলের পুত্র,—অর্থাৎ বল বা শক্তির সাহায্যে অরবি-মস্থনেব দ্বারা জাত। বল বা বলের দ্বারা জাত অগ্নির তেজ প্রভাতে ইন্দ্রকণী সূর্য অপহরণ করে নেন, যে সূর্যেব গো অর্থাৎ কিরপ রাগ্নে অগ্নি অপহরণ কবেছিলেন, ইন্দ্র সবলপাতি বা বলের অধিপতি।”

**শুক্রবধের তাৎপৰ্য**—ইন্দ্র শুক্র নামে এক দানবকেও নিহত কবেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে শুক্র অনাবৃষ্টিরূপ অকল্যাণ। রমেশচন্দ্র সাখনাচার্যের অভিमतকেই অঙ্গসরণ করেছেন। সাখন বলেছেন, “শুক্র ভূতানাং শোষণহেতু-মেতন্মাকসম্ভবম্।”<sup>১</sup> রমেশচন্দ্র লিখেছেন, শুক্রের উপাখ্যান বৃষ্টিপাতের আর একটি উপমা। ইন্দ্র শুক্রকে হনন কবিলেন অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রতিবোধ কবিতা বৃষ্টিদান কবিলেন। বুদ্ধ, অহি, শুক্র, নম্রাচ, শবর, উবণ, কুম্ব, বর্চা, অবুর্দ প্রভৃতি দ্রুতপুঞ্জদিগেব সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধেব এই আদিম অর্থ।<sup>২</sup>

**শবর বধ**—শবর শব্দে সাখনাচার্য মেঘ নিরোধকারী অস্ত্রকেই বুঝিয়েছেন—“শবরঃ ত্ব মেঘনিরোধকারিনং মেঘ অবভেৎ অবতিনৎ।”<sup>৩</sup>—শবর অর্থাৎ মেঘ নিরোধকারী (বৃষ্টিরোধকারী) মেঘকে ইন্দ্র ভেদ করেছিলেন।

**নম্রুচি ও বুদ্ধ**—ইন্দ্র কর্তৃক নম্রুচিবধেব উপাখ্যানের অঙ্গরূপ তাৎপৰ্য উপলব্ধি করা যায়। কুবিসংস্কৃতি প্রধান আৰ্ঘ্যজাতির নিকট বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কথ্য উল্লেখ কবা নিম্প্রয়োজন। স্ততরাং বৃষ্টিকর্তা ইন্দ্র বা সূর্য এবং বৃষ্টিনিরোধক শক্তির সংগ্রাম এবং ইন্দ্র বা দৈবশক্তির বিজয় এই অঙ্গবধ কাহিনীগুলিব মূলকথা। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ আর অঙ্গবগণ বৃষ্টি নিরোধক শক্তি। “এই সকল অঙ্গব বৃষ্টিব বিপর্যায়। আকাশ বজ্রপাত কবিতা বৃষ্টি আরম্ভ করে, অমনি সে অঙ্গব সবিতা যায়। অমনি ইন্দ্রের বজ্রে বুদ্ধ মরে।

১ ঋগ্বেদ—১৭০।৫

২ ঋগ্বেদ—১১১।৭ ঋকের ভাষ্য

৩ ঋগ্বেদের বদানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৩, ১১১।৭ ঋকের টীকা

এ ঐ —১।৫০।৬ ঋকের ভাষ্য

.. এতএব অমৃতবধ আর কিছুই নহে—বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ কবা। গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অধিক বজ্রাঘাত হয়, এইজন্য বজ্রের দ্বারা অমৃত বধ কবেন। কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, “হিমেদ অবিধ্যদবুদং”<sup>১</sup> (হিমেদ, হিমেদ দ্বাৰা অর্থাৎ আমরা যাহাকে শিল বলি তদ্বাৰা)। শুষ্ক কালের পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময় শিল (ball) পড়ে।<sup>২</sup>

ইন্দ্রের স্বরূপ এবং ইন্দ্রকর্চক বৃজবধের তাৎপৰ্য বিস্তারিত হয়েছে। স্তব্ধতা পুনরুদ্ধার নিশ্চয়োপায়ন।

বৃজ বধ হলে অনাবৃষ্টি দূর হোল। কিন্তু নমুটি রয়েছে। উপদ্রব দূর হোল না। নমুটি সম্ভবতঃ অন্ধকাবের দৈত্য।<sup>৩</sup> রাজি ও দিব্যর সন্ধিস্থলে উবালায়ে নমুটিকে সূর্যকপী ইন্দ্র বধ করেছিলেন। প্রভাতকালে প্রাতঃকালে প্রাতঃসবন নামে সোমযোগেব অংশবিশেষ অমৃতীত হয়। অন্ধকারের দানব নমুটি নিহত হলে যজ্ঞায়ি প্রজ্জলিত হয়। নমুটিকে বধ করা হইবেছিল জলের ফেনা দিবে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১২।৭।৩১) সৰ্ব্বভূতী ও অমৃতব জলের ফেনা দ্বাৰা বজ্র আঘাত করেছিলেন।

পূর্বাংশতে জলের ফেনার মধ্যে লুপ্তায়িত ছিল ইন্দ্রের বজ্র। জলের ফেনা কি বর্ষান্তিক প্রভাতের বিদ্যুৎগর্ভ হাঙ্কা মেঘ, অথবা যজ্ঞায়ির প্রজ্জলনকালে অয়িকাগর্ভ ধূমপুঞ্জ? পূর্বাংশদ্বিতে ইন্দ্র দিক্‌পালগণের অন্ততম এবং তিনি পূর্বদিকের অধিপতি। স্তব্ধতা প্রভাতকালে পূর্ব-দিকস্থ বর্তমান থেকে নমুটিকে বধ করে থাকেন। মহাত্ম্যতে ও কোন কোন পুত্রাণে বৃজ ও নমুটি অভিন্ন। মহাত্ম্যতে ইন্দ্র বৃজের বিপুল আকার দেখে পলায়ন করলে<sup>৪</sup> দেবগণ বিমুগ্ধ পরমার্শ অহুসারে বৃজাহরেব সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। সন্ধি বর্ত অহুসারে বৃজ বলেছিল :

ন শুকেন ন চান্দ্রেন নান্দ্রনা ন চ দাক্ষা।

ন চান্দ্রেন ন শান্দ্রেন ন দিবা ন তথা নিশি ॥

বহ্যো ভবেৎ বিপ্রেক্ষ্যো শক্রস্ত সহ দৈবতৈঃ।

এবং মে যোচতে সন্ধিঃ শক্রো সহ নিত্যথা ॥<sup>৫</sup>

—হে বিপ্রগণ, ইন্দ্রের সঙ্গে যে সন্ধি আমার মনঃপূত তাতে শুক বা ভিজে জিনিষে প্রস্তর বা কার্কে, অস্ত্র বা শস্ত্রে, দিবা অথবা রাজিতে বধ্য হব না।

অতঃপর ইন্দ্র বৃহবধে চিন্তাধিত হইলে একদিন সমুদ্রতীরে সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধকে দেখে বজ্রগর্ভ সদ্ভক্তকেনেব দ্বারা বৃদ্ধকে বধ করাইলেন ।

সবজ্ঞমথ কেনং তং সিংহং বৃদ্ধে বিসৃষ্টবান্ ।

প্রবিশ্ত কেনং তং বিস্মুবথ বৃদ্ধ বানাশম্ ॥<sup>১</sup>

—ইন্দ্র সবজ্ঞ কেনা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধেব দিকে নিক্ষেপ করলেন, সেই কেনার মধ্যে বিস্মু প্রবেশ করে বৃদ্ধকে বিনাশ করলেন ।

দেবী ভাগবতেও ইন্দ্র জলের কেনেব দ্বারা বৃদ্ধ বধ করাইলেন । ঋষিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বৃদ্ধ ইন্দ্রের সঙ্গে সন্ধিতে যাহি হইবেছিল, এবং পূর্বরূপ সর্ভ দিবেছিল ।

ন শুকেন ন চাত্রেণ নান্ননা ন চ দারুণা ।

ন বজ্রেন মহাভাগ ন দিবানিশি নৈব চ ॥

বধ্যো ভবেৎং বিশেষ্যঃ শক্রস্ত সহ দৈবতৈঃ ।

এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নান্ধবা ॥<sup>২</sup>

সমুদ্রে জলের কেনা দেখে ইন্দ্র তদ্বাথে বজ্র প্রবেশ করিবে বৃদ্ধের প্রতি নিক্ষেপ করাইলেন ।

অপাং কেনং তদাপস্তং সমুদ্রে পর্বতোপমম্ ।

নায়াং শুকো ন চাত্রেহিৎং ন চ শস্ত্রমিদং তথা ॥

অপাং কেনং তদা শক্ৰো অগ্রোহ কিম্ নীলবা ।

পবাং শক্তিঞ্চ সয়াং ভক্ত্যা পরমযাবুতঃ ॥

\* \* \*

বজ্র তদাবুতং তদ্র চকার হরিসংযুতম্ ।

কেনাবুতং পবিং ভজ্র শক্রশিক্ষেপ তং প্রতি ॥<sup>৩</sup>

—ইন্দ্র সমুদ্রে দেখলেন পর্বততুল্য কেনা । ইহা শুকও নয়, সিন্ধুও নয়, অস্ত্রও নয়—এই ভেবে ইন্দ্র অনাধাসে পর্বতাকৃতি কেনা ভুলে নিলেন, ভক্তি সহকারে পরমশক্তিকে স্মরণ করলেন, বিস্মুগ্ধ বজ্র-কেনা দিয়ে আবৃত করলেন, কেনাবৃত বজ্র নিক্ষেপ করলেন বৃদ্ধের প্রতি ।

বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে আকাশ ও সমুদ্র সমার্থক । নীলবর্ণ মহাকাশ মহাসমুদ্রের সমতুল্য ।



আকাশ সমুদ্রে পৰ্বতসদৃশ কেনা অর্থাৎ যেরূপ দেখে তদ্রূপে বজ্র লুকিয়ে রেখে ইন্দ্র নমুটি তথা বৃদ্ধকে বধ কবেছিলেন, —ঘটিয়েছিলেন প্রভাতহর্যেব আশ্বগ্রকাশ।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৮০ অঃ) আর একপ্রকার উপাখ্যান আছে। এখানে বৃদ্ধ সর্বব্যাপী, সর্বগ ও স্নাহারী। বৃদ্ধ যাই হাদ্ধাব বৎসর তপস্তা করে ত্রদ্বার ববে মহাবলী হয়েছিল। ইন্দ্র স্বশরীরে শিবের তেজ লাভ করে শিবজ্ঞের আক্রান্ত ও কাতব বৃদ্ধকে বজ্রদ্বারা নিহত করেছিলেন। বিষ্ণুতন্ত্র বিষ্ণু বিষ্ণুলোকে প্রস্থান কবলেন।

ঋষদেব ইন্দ্র মহাবীর অদ্ভুতকর্মী —অসংখ্য দানবহস্তা। পুণাণাদিতে ইন্দ্র দুর্বল ভীক। মহাভারতে ইন্দ্র বৃদ্ধাস্থ্যেব ভবে মুর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন, পরে বিষ্ণুতন্ত্রে শক্তিশাল্য করে তিনি বৃদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের গর্জনে ভীত হয়ে কোনপ্রকারে তিনি কুলিশ নিক্ষেপ করেই প্রাণভয়ে পলায়ন করেছিলেন।<sup>১</sup> মহাভারতের অন্তর্গত ইন্দ্র বৃদ্ধের বিরাট আকার দেখে ভয়ে পলায়ন করেছিলেন।<sup>২</sup> ঋগ্বেদে ইন্দ্রের ভীত হওয়াব কথা একবার মাত্র উল্লিখিত হয়েছে।

অহের্বাতারু কমপশু ইন্দ্র হৃদি যন্তে অগ্নাবো ভীবগচ্ছৎ।

নব চ যন্নবতি প্রবতীঃ শ্বেনো ন ভীতো অতরো বজ্রাসি ॥<sup>৩</sup>

—হে ইন্দ্র। অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হইয়াছিল, তখন তুমি অহির অগ্ন কোন হস্তার দ্বারা প্রতীক্ষা কবিয়াছিলে, যে ভীত হইয়া শ্বেনপক্ষীর দ্বারা নবনবতি নদী শু জল পায় হইয়া গিয়াছিলে।<sup>৪</sup>

ব্রাহ্মণগ্রন্থে ইন্দ্র নমুটির হাতে নির্জিত হইয়াছিলেন। দেবী ভাগবতে ইন্দ্র প্রথমে বৃদ্ধের হাতে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলেন।<sup>৫</sup> আর একবার বৃদ্ধ ইন্দ্রকে নির্জিত করে মুখে গুড়ে কেলোছিল।

এবং যুদ্ধে বর্তমানে দাক্ষিণ্যে লোমহর্ষণে।

শক্রঃ জগ্রাহ সহসা বৃদ্ধঃ ক্রোধঃ সমম্বিতঃ ॥

অপারিত্য মুখে ক্ষিপ্তা স্থিতো বৃদ্ধঃ শতক্রতুম্।<sup>৬</sup>

—এইভাবে ভয়ানক লোমহর্ষক যুদ্ধ হতে থাকলে ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ হঠাৎ ইন্দ্রকে ধরে কেসলো, মুখব্যাদন করে ইন্দ্রকে মুখে গুড়ে দিবেছিল।

১ বনপর্ব ১০১ অঃ

২ উদ্যোগপর্ব ৮ অঃ

৩ ঋগ্বেদ—১।১২।১৪

৪ অনুবাদ—রূপেচন্দ্র দত্ত

৫ দেবীভাগবত—৩।৭।৩৮

৬ তদেব—৩।১২৮-২৯

বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বুদ্ধসংহার কাব্যে ইন্দ্রকে ভীর্ণ কবে অংকিত করেছেন। বৃজ্রাহ্মণের অত্যাচার কাহিনী শুনে যখন মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, তখন ভীত হয়ে ইন্দ্র শিবানীষ পশ্চাতে আশ্রয়গোপন করেছিলেন।

ভয়ে পুরুন্দব শীঘ্র সম্মুখ ছাড়িয়া

ঈশানীর পশ্চাতে আসি কৈল অধিষ্ঠান।<sup>১</sup>

বুদ্ধসংহার কাব্যে বুদ্ধ মহাদেবেরভক্ত এক আশ্রিত। আবার বৃজ্বেব সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্রহস্তে বজ্রের ‘ধব্ ধব্ জালা’ সঙ্ঘ করিতে না পেরে বুদ্ধ যখন মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তখন ইন্দ্রও অচেতন প্রাণ হয়েছিলেন। আকাশ থেকে ঘন ঘন উচ্চৈঃস্বরে বজ্রনিষ্কপের আহ্বান শুনে ইন্দ্র অবশপ্রায় হয়ে কোনপ্রবাক্তে বজ্র ত্যাগ করেছিলেন।

এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে ছুর্যোগে

ছিলা অচেতন প্রাণ—বিশকোলাহলে

ধ্বপন জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি,

না ভাবিলা না জানিলা ছাড়িগা কখন।<sup>২</sup>

শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধবধের উপাখ্যান অনেকাংশে বৈদিক কাহিনীষ অনুসৃত। এখানে বীষশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র শতপর্ব বজ্রের দ্বারা বৃজ্বেব বাহুদ্বয় ছেদন করেছিলেন। অতঃপর বুদ্ধ মুখব্যাদন করে বিশ্বগ্রামে উদ্ভূত হয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস কবে কেললে। ইন্দ্র বৃজ্রাহ্মণের কুক্ষি বিদীর্ণ করে বহির্গত হয়ে বজ্রাবা বৃজ্রাহ্মণের পর্বত সদৃশ মস্তক ছেদন করে কেলেন। বজ্র অতি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনশত বাই দিনে বৃজ্বেব মস্তক ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভিষা বজ্রণ তৎ কুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিষিতুঃ।

উচ্চকর্ত শিবঃ শত্রোগিরিশৃঙ্গমিবৌজসা।

বজ্রস্ত তৎ বন্ধুরমাস্তবেগঃ

কুন্তনু সমস্তাৎ পরিবর্তমানঃ।

স্ত্র পাতস্যং তাবদহর্গনে।

যো জ্যোতিষাময়নে বার্জহত্য।<sup>৩</sup>

—বলাস্বরহস্তা প্রভৃ ইন্দ্র বজ্রসহ বৃজ্বেব কুক্ষিভেদ করে সবলে গিবিশৃঙ্গতুল্য বৃজ্বেব শির ছিন্ন করেছিলেন। বজ্রও অতিবেগে তার মস্তকেব চতুর্দিকে পরিভ্রমণ

করে সূর্যাদি জ্যোতিষের দক্ষিণ ও উত্তরাংশ গমনে যতদিন লাগে ততদিনে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে বৃত্তকে নিখন করেছিলেন।

লক্ষণীয় এই যে ৩৬০ দিনে অর্থাৎ পূর্ণ এক বৎসরে বৃত্তের মুণ্ডচ্ছেদ ঘটানো সম্ভব হইবেছিল। এক বর্ষার পরে পরবর্তী বর্ষারন্ত পর্যন্ত ইন্দ্র ও বৃত্তের যুদ্ধ চলছে। বর্ষার আরম্ভে বৃত্তবধের পরে বৃষ্টব শুভ সূচনা হয় এবং প্রবল বর্ষণের কালে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্যেব অভ্যাস ঘটে। বৃত্তের মস্তক পর্বত সদৃশ বলে বর্ণিত হওয়ায় পর্বত সদৃশ কিম্বা পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘের সঙ্গে বৃত্তের সংযোগ ও স্পর্শ হয়ে ওঠে।

পদ্মপুবাণে (ভূমিস্থণ্ডে) বৃত্তবধের এক ভিন্নতর উপাখ্যান পাওয়া যায়। দানব জননী নিরপরাধ ব্রহ্মচারী সদ্ধাবন্দনার রত পুত্র বলাকে ইন্দ্র বিনা অপরাধে হত্যা করায়<sup>১</sup> দীর্ঘকাল গভীর শোকে নিম্ন আকার পর স্বামী কণ্ডপের নিকট বল হত্যাব বিবরণ বিজ্ঞাপিত করলেন। তখন মরীচীনন্দন কণ্ডপ মহাক্রোধে যজ্ঞায়িতে জটাইল কেশ আঘতি দিলে বৃত্তকে উৎপাদিত করলেন।

ক্রোধেন মহতাবিষ্টঃ প্রজ্জ্বালেব বহ্নিনা।

অবলুপ্য জটানেকাং জুহাবাসৌ ষ্টিজোত্তমঃ ॥

ইন্দ্রস্যৈব বধার্থীয পুত্রমুৎপাদনাম্যহম্।<sup>২</sup>

মহাবলী বৃত্তের অসিতবীর্ষ এবং দীপ্তভেদ্র দেখে ভীত হয়ে সপ্তর্ষিগণকে দূত করে ইন্দ্র সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠানেন এবং বৃত্তকে অর্ধ-ইন্দ্রপদ প্রদানে সম্মত হলেন। কিন্তু বৃত্ত ইন্দ্রের সততার সন্ধিহান হলে ইন্দ্র সপ্তর্ষি ঋষবৃত্তে জানালেন যে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাঁকে ব্রহ্মহত্যার পাতক হতে হবে।

যদসত্যেন বর্ডেহং ভবন্তিঃ সহ ছন্ননা।

ব্রহ্মহত্যা দিকৈঃ পার্শ্বলিপোহং নাজ নশয়ঃ ॥<sup>৩</sup>

বৃত্তের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের বনে ইন্দ্র সাদরে বৃত্তকে দিলেন অর্ধ-ইন্দ্রপদ, উভয়ে পরম মিত্রতার সঙ্গে স্বর্গে বিরাজ কবতে লাগলেন। কিন্তু ইন্দ্র বৃত্তবধের স্বযোগ খোঁজেন। তাঁর দ্বাৰা নিয়োজিত হয়ে স্বর্গবেশা রত্না রূপযোবন ও নৃত্যগীতে বৃত্তকে মোহিত করে। বৃত্ত রত্নার সঙ্গে নন্দন কাননে বিহার করতে থাকে। এই সময়ে রত্নার অগ্ররোধে বৃত্ত একান্ত অনিচ্ছা সহঃ রত্নপান করে। বৃত্তের মত্ততার স্বযোগ নিয়ে ইন্দ্র বৃত্ত নিষ্ক্ষেপে বৃত্তকে হত্যা করেন।<sup>৪</sup>

<sup>১</sup> পদ্মপুরাণ, ভূমিস্থণ্ড ১০ অঃ

<sup>২</sup> ভদ্রব—২৪।২।১

<sup>৩</sup> অশ্ববান ভদ্রব—২৪।২।২

<sup>৪</sup> পদ্মপুরাণ, ভূমিস্থণ্ড—২৪।১৪-১৫

দধীচি—বৃজবধের জন্ত দধীচি বা দধ্যাঙ্ বা দধ্যাক্ষের অস্থি প্রয়োজন হইবেছিল। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগুলির বিবরণ অনুসারে দধ্যাঙ্ অশ্বমুণ্ডদ্বারা মধুবিষ্ঠা অস্থিদ্রব্যকে শিক্কা দেওয়াই ইন্দ্র অশ্বমুণ্ড ছিন্ন করছিলেন। কিন্তু ভাগবতে দধীচি অশ্বমুণ্ড নিয়েই জগ্নগ্রহণ করেছিলেন :

চিতিত্বর্ষণঃ পতী গুক্ত লোভ বৃত্তব্রতম্ ।

দধ্যাক্ষশিরসম্...ঃ<sup>১</sup>

মহাভারত এক ভাগবত, দেবীভাগবত প্রভৃতি পুরাণানুসারে দেবগণের প্রার্থনায় দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করলে তাঁর অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। বেদে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন ঋষ্ঠী। ঋষ্ঠী এবং বিশ্বকর্মা যে ভিন্ন ব্যক্তি নন—এক উভয়েই যে মূলতঃ সূর্য্যাস্তি সে কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

এখন দধীচি বা দধ্যাক্ষ কে? বেদের নানা স্থানে সূর্যের সপ্ত অবস্থ উল্লেখ আছে। সূর্যকে সপ্ত-রশ্মিও বলা হয়েছে। সপ্তরশ্মিই যে সপ্ত অথ তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বাংশে সূর্য অশ্বরূপ ধারণ করে অসীকপধাবিনী সূর্যপত্নী সংজ্ঞাব সঙ্গে মিলিত হওয়ায় সূর্যের যে যমজ পুত্রের জন্ম হয় তাঁরা অশ্বিনয় বা অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হন। বৃহদেবতায় বলা হয়েছে যে ঋষ্ঠী অশ্বিকপিনী সবেশ্বর সঙ্গে অশ্বরূপে মিলিত হওয়ায় অশ্বিনয়ের জন্ম হয়।<sup>২</sup> ঋগ্বেদের ১৬ঃ১১ ঋকেব ভাষ্যে সাধন অগ্নিকে অশ্বরূপে বর্ণনা করেছেন, “অগ্নির্দেবেভ্যো নিলায়ত। অশ্বো রূপং কৃত্বা সোহধ্বং সৰ্বসরমতিভিষ্ঠদিতি।”—অগ্নি দেবতাদের কাছ থেকে গুপ্ত হয়েছিলেন, তিনি অশ্বরূপ ধারণ করে এক বৎসর অশ্বখবুকে অবস্থান করেছিলেন। অশ্বের মত স্ববিত্তগমনশীল এই অর্থে সূর্য বা সূর্যরশ্মি অশ্ব। ঋগ্বেদের ১১ঃ৭১ ঋকে অগ্নির অশ্বরূপের প্রসঙ্গ আছে। বশেষতঃ দত্ত উক্ত ঋকের টীকায় লিখেছেন, “অগ্নিঃ কিংবদী দেই অশ্ব।” কৃষ্ণযজুর্বেদে বলা হয়েছে যে প্রজাপতি অথবা আর অগ্নি দধ্যাঙ্। একটি প্রচলিত উপাখ্যান অনুসারে সূর্য বাজী বা অশ্বমুখ ধারণ করে যাজ্ঞবল্যকে যজুর্বেদ উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই এই শাখাভুক্ত যজুর্বেদের (গুরু যজুর্বেদের) নাম বাজসনেয়ী সংহিতা।

ঋগ্বেদপুরাণে (প্রভাসখণ্ড) হযগ্রীববিষ্ঠা নামে এক প্রকাব বিষ্ঠাব কথা বলা হয়েছে, এই বিষ্ঠা ব্রহ্মবিষ্ঠা, এই বিষ্ঠার দ্বারাই বৃহৎ নিহত হয়েছিল—“হযগ্রীব-বিষ্ঠা ব্রহ্মবিষ্ঠা যজ্ঞ বৃহৎবস্তথা।” এই মন্ত্রটি উদ্ধার করে শ্রীজীব গোস্বামী লিখেছেন,

“তত্র হৃষ্যগ্রীববিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা ইতি বৃহদ্রথ সাহচর্যেণ নাবাষণ বর্মবোচ্যতে।”<sup>১</sup>—  
হৃষ্যগ্রীব বিজ্ঞা ব্রহ্মবিজ্ঞা, বৃহদ্রথের সংস্পর্শ হেতু নাবাষণবর্মী নামে কথিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্র দ্বষ্টাব পুত্র ত্রিশিবাকে পুরোহিতরূপে বরণ করে তাঁর কাছ থেকে নারায়ণবর্মী নামক মন্ত্র লাভ কবেছিলেন এবং এই মন্ত্রই ইন্দ্রের দেহে বর্মেরূপে কাজ কবেছিল। ত্রিশিবা ইন্দ্রকে এই বিজ্ঞা দান কবে বলেছিলেন,—

মধবান্নিদমাখ্যাভ্য বর্ম নাবাষণাশ্রবং।

বিজ্ঞেয়সহস্রশা যেন দংশিতোহস্ববধূপান্ ॥<sup>২</sup>

—হে এই নারায়ণবর্মী বিজ্ঞা তোমাকে বললাম, যার দ্বাৰা তুমি অস্ববদল—  
পতিদের অনায়ালে জয় কবতে পাববে।

হৃষ্যগ্রীববিজ্ঞা, ব্রহ্মবিজ্ঞা এবং নারায়ণবর্মী সমার্থক। কিন্তু শ্রীমদ্রীব বলছেন, হৃষ্যগ্রীববিজ্ঞা দ্বীটি প্রবর্তিত কবেছিলেন। “হৃষ্যগ্রীবশ্বেনাজাশিরা দ্বীটি-  
ক্লপ্যতে। তেনৈব চ প্রবর্তিতা নারায়ণবর্মীখ্যা ব্রহ্মবিজ্ঞা। তন্ত্রাশিরদ্বয়  
বর্থে—“যদৈ অশশিরো নাম (ভাঃ ৬।২।৫২) ইত্যত্র প্রসিদ্ধ নারায়ণবর্মণো  
ব্রহ্মবিজ্ঞাদয়ঃ—

এতচ্ছ্রুত্বা তথোবাচ দধ্যাঙ্গাখর্বণো স্তম্বোঃ।

প্রবর্গ্যং ব্রহ্মবিজ্ঞাঞ্চ সংক্লতোহসত্যশংকিতঃ ॥<sup>৩</sup>

—হৃষ্যগ্রীব শব্দের দ্বারা এখানে অশশিব দ্বীটি মূনির কথা বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে ‘দ্বীটিমূনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অশশিব নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞা, দান করেছিলেন’ এরূপ কথিত হয়েছে। শ্রীধবদ্বারী টীকার উদ্ধৃত শ্লোকটিতে নারায়ণবর্মী যে ব্রহ্মবিজ্ঞা এ তত্ত্ব প্রকাশিত : অখর্ববেদবিৎ (অথবা অখর্বীর পুত্র)। দধ্যাঙ্গ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এই কথা শুনে প্রতিজ্ঞাভঙ্গভাবে প্রবর্গ্য (প্রাণ-  
বিজ্ঞারূপ; ব্রহ্মবিজ্ঞা (নারায়ণবর্মী) উপদেশ করেছিলেন।

নারায়ণবর্মী বা ব্রহ্মবিজ্ঞাই অশশির নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মবিজ্ঞারই অপর নাম আত্মতত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানের উৎস জগতের আত্মাকপী সূর্য। মধুবিজ্ঞা ও অশশির সমার্থক। ইন্দ্র মধুকীয় একটি ঋক্ বৃহদারণ্যক উপনিষদে মধুবিজ্ঞা নামে অভিহিত। ঋক্টি নিম্নরূপ :

কপং রূপং প্রতিবপো বভূব

তদস্তু রূপং প্রতিচক্ষণায়।

ইন্দ্রো মাথাভিঃ পুরুষং দৈয়তে

যুক্তা হস্ত হবয়ঃ দশাশতঃ ।<sup>১</sup>

—সমস্ত দেবগণের প্রতিনিধিত্বভূত এই ইন্দ্র বিবিধ মূর্তি ধারণ করেন, এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হইলেন। তিনি মায়াম্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাব রথে সহস্র অশ্ব যোজিত আছে ।<sup>২</sup>

ইন্দ্র এখানে ব্রহ্মরূপী। উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞাকেই মনুবিজ্ঞা অমৃতবিজ্ঞা বলা হইয়াছে। অশ্বশির দ্বীপটি যে মনুবিজ্ঞা বা নারায়ণবর্মা ব্যাখ্যা করেছিলেন সেই বিজ্ঞা সূর্য্যায়িকরূপী ইন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব। মহাত্মারতের শান্তিপর্বে, দেবীভাগবত ও অজ্ঞান পুরাণে হর্যগ্রীব সূর্য বা বিষ্ণু এক অবতার। হর্যগ্রীবরূপী বিষ্ণু হর্যগ্রীব নামক দানব বধ করেছিলেন। “হর্যগ্রীবো হরির্জ্যোতো মহামাথা প্রসাদতঃ ।”<sup>৩</sup> কল্মষপুরাণে বিষ্ণুর মস্তক ছিন্ন হলে বিশ্বকর্মা অশ্বমুণ্ড সংযুক্ত করিয়াছিলেন বলে বিষ্ণু হর্যশীর্ষ হইয়াছিলেন।<sup>৪</sup> মহাত্মারতের স্মরণও কথিত হইয়াছে যে ঐশ্বর্য্যবির জ্যোতিষি সমুদ্রে নিম্নস্থ হলে হরশিরা রূপ গ্রহণ করেছিল। সূতর্য্য কেবল সূর্য বা বিষ্ণু নন, অগ্নিও হরশিরা। সায়নাচার্য্য ২।২৪।১৩ স্বকেব ব্যাখ্যায় বহি স্বকেব অধ্বের নাম রূপে গ্রহণ করেছেন—“বহু স্বদনানৈমতঃ ।” সূর্য, বিষ্ণু এক অগ্নি স্রকলেই হরশিরা। দ্বীপটিও হরশিরা হওয়ার স্বপষ্টরূপে প্রতীত হয় যে সূর্য্যায়িব অরূপী কিরণ বা তেজই দধ্যাঙ্ক বা দ্বীপটি। অশ্বশির বা নারায়ণবর্মা ব্যাখ্যাকারী অশ্বশির দধ্যাঙ্ক বা দ্বীপটি যে সূর্য বা সূর্যকিরণ অথবা সূর্য্যায়িব তেজ, তা জীব গোমায়ীর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা থেকেই স্পষ্ট হইবে স্পষ্টে। অহি যেমন জীবদেহেব প্রধান বস্তু সেইরূপ সূর্য্যায়ির প্রধান বস্তু আগ্নেয় তেজ। আগ্নেয় তেজের দ্বারা ই বজ্র নির্মিত হইয়াছিল, নির্মাণ করেছিলেন সূর্য্যায়িকরূপী স্কট। অথেষ্টেই উল্লিখিত আছে যে অথর্বা স্ববি অগ্নি মন্বন করেছিলেন এক দ্বীপটি অগ্নি প্রজলিত করেছিলেন।

দ্বাময়ে পুরুষাধ্বাধ্যবা নিবমংগত ।

মুদ্রো বিবস্ত বাহতঃ ।

তম্বা দধ্যাঙ্কিঃ পুত্র দৈবে অথর্বনঃ ।

কুত্রহনং পুরুষম্ ।<sup>৫</sup>

১ স্বপ্নে—৬।৪।১৮

২ অশ্বশির—রসেশ্বর দত্ত

৩ দেবী ভাগবত—৬।১০.২

৪ কল্মষপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তনত দ্বীপব্যাক্য—১৪।১৫ অঃ

৫ স্বপ্নে—৬।১৬।১৫

—হে অগ্নি। অথর্বা ঋষি শিরোবৎ বিশ্বের ধারণকারী পুরুষ মন্বন করিয়া তোমাকে নিঃসারিত করিয়াছেন। অথর্বার পুত্র দধীচি তোমাকে প্রজ্জলিত কবিয়াছিলেন। তুমি বৃহত্তা ও পূরনাশক।<sup>১</sup>

আচার্য সাযন পুরুষ অর্ধে পদ্ম গ্রহণ করেছেন। সামবেদের টীকায় আচার্য মহীধর পুরুষ অর্ধে জল এবং অথর্বা অর্ধে বায়ু গ্রহণ করেছেন। “Langlois পুরুষ অর্ধে করিয়াছেন অরণিকাঠের ছিল, যাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, যে সমস্ত ঋষিগণ প্রথমে আর্থাবর্তে অগ্নি যজ্ঞ বিশেষরূপে প্রচার করেন, অথর্বা ও তৎপুত্র দধীচি তাহাদের মধ্যে প্রধান।”<sup>২</sup>

অথর্বার অগ্নিময়ন ও দধীচি ঋষিব অগ্নি প্রজ্জলনের কপকে দধীচি বা দধীচিকে অগ্নিকপী বলে গ্রহণ করা চলে। আয়েষ ভেঙ্গে বা দধীচির অস্থিতে নির্মিত বজ্রে বৃষ্টিনিরোধক শক্তি বৃদ্ধান্বব নিহত হয়ে থাকে প্রতিবৎসর বর্ষার সমাগমে। আচার্য যোগেশচন্দ্র বাবের মতে মধুবিজ্ঞা শব্দের অর্থ, “যে বিজ্ঞা দ্বারা মধু (বৃষ্টিজল) বর্ষণের কাল আগত হইলে জানিতে পারা যায়।”<sup>৩</sup>

দধীচি অশ্বমুখ দিগেই মধুবিজ্ঞা প্রদান করেছিলেন অশ্বিনয়কে। প্রথমে অশ্বমুখ থেকেই বজ্র নির্মিত হইবেছিল, পরে দেহাঙ্গি অশ্বমুখের স্থান গ্রহণ করে।

ইন্দ্র বৃজের মাতাকেও হত্যা করেছিলেন। অমঙ্গলরূপী বৃজের জননী অন্তত-কাবিনী শক্তি। সে পুত্রকে রক্ষা করতে গিবে প্রাণ হারিয়েছে। বৃজ অন্ধকারাচ্ছন্ন, অন্ধকারের দৈত্য। স্তত্র্যং তমসারূপিণী অন্তত শক্তিরূপ। বৃজ জননী অন্ততকর অন্ধকাররূপী বৃজকে আবৃত করে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল, সূর্যরূপী ইন্দ্র তাকেও বধ কবেছিলেন।

ত্রিশিরা—ইন্দ্র ঋষ্টাপুত্র ত্রিশিরাকেও হত্যা কবেছিলেন। ঋষ্টা সূর্য। ত্রিশিরা সূর্যের পুত্র অগ্নি। স্রীমদ্ভাগবতে ঋষ্টা ও তার দানবী ভাৰ্বা রচনার পুত্র ত্রিশিরা। অমঙ্গলসংকট বর্ষণহীন মেঘ বা বৃজও সূর্যরূপী ঋষ্টাব পুত্র। ডঃ অবিলাশ চন্দ্র দাসের মতে ঋষ্টা অগ্নি, এবং বৃজ ও বিশ্বকপ অভিন্ন।

“Vitra is said to have been a Brahman being son of Tvast, the Fire-god, who forged the thunderbolt with which,

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ ঋগ্বেদের বদানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ২য়, পৃ: ১২০, ৩১৩১১ বকের টীকা।

৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃ: ১১৮

‘however, he subsequently killed Tvastri’s son, who also is known by the name of Visvarūpa or Omniform.’<sup>১</sup>

তিনি আবণ্ড লিখেছেন, “Vṛtra represented clouds which over-spread the sky in the rainy-season after the hot days of Summer as Visvarūpa or Omniform.”<sup>২</sup>

কিন্তু নানা কাবণে অগ্নিকে বিবৰূপ জ্বলিয়া বলে প্রতীতি জন্মায়। অগ্নি জ্বলিখ-জিহ্বা—“জিহ্বানং সপ্তরশ্মিঃ পৃথীবে।”<sup>৩</sup>—সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট যন্তকজ্রযুক্ত অগ্নিকে তব কর।

অগ্নির সবকিছুই তিন সংখ্যা বিশিষ্ট। তাঁর তিন অঙ্গ, তিন স্থান, তিন প্রকার শরীর, তিনটি জিহ্বা।

অয়ে জী তে বাজিনা জী সখহা তিস্রস্তে জিহ্বা ত্ততমাতপূর্বাঃ।

তিস্র উত্তে তথো দেববাতাস্তাভিনঃ পাহি গিবো অগ্রযুজ্ধন।<sup>৪</sup>

—হে অগ্নি। তোমার অঙ্গ তিন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার। হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি। তোমার (দেবতাগণের উৎস) পূর্বক তিনটি জিহ্বা আছে। তোমার তিন প্রকার শরীর দেবগণের অভিলষিত, তুমি প্রমাদবহিত সেই তিন শরীর দ্বারা আমাদের উত্তি পালন কর।<sup>৫</sup>

অগ্নির তিন রূপ :

পুঙ্খো বপুঃ পিতৃমায়িত্য আশবে দ্বিতীয়মাস্ত শিবাস্ত মাতৃবু।

তৃতীয়মস্ত বুধস্তম দোহসে দশমগ্রমস্তি জনমস্ত যোষণঃ।<sup>৬</sup>

—এই অগ্নি অঙ্গসম্বন্ধে হবির্লক্ষণযুক্ত শাশ্বত দেহ ধারণ করে পৃথিবীস্থানে বর্তমান, শিবকরী মাতৃস্থানীয় বৃষ্টিব মধ্যে (অস্তরিক্ষ দোকে) তাঁর দ্বিতীয় স্থান (বিদ্যাক্ষেপে), বর্ষণকারী আদিত্যের বসগ্রহণকারী বশ্মিরূপে তাঁর তৃতীয় স্থান,— এই জিহ্বানবর্তী অগ্নি মিশ্রিতভাবে দশদিক ব্যাপ্ত করে থাকেন।

“জীণি জানা পরিভূবস্ত্যত।”<sup>৭</sup> —তিন জন্ম অগ্নিকে শোভিত কবে।

“অর্কজিহ্বাং রজসো বিবানঃ।” — অগ্নি অর্ক, জিহ্বা কিরবে নিমিত।

অগ্নির তিনটি শৃঙ্গ :

আ ধর্গসিবুহুদ্বিবো ববাণো বিশ্বেভির্গোমোভিহ্বানঃ।

গা বসান ওষবীযুগ্রজিহ্বাতুঙ্গো বুধভো বয়োধাঃ।<sup>৮</sup>

১ Rgvedic culture—page 52

২ ভদ্রব—page 58

৩ স্ববেদ—১১৪৬১

৪ ভদ্রব—০০২০২

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র বসু

৬ স্ববেদ—১১৪১২

৭ স্ববেদ—১১৪১৩

৮ স্ববেদ—১১৪৭১৩



—অগ্নি সকলের ধারণকর্তা, অতিদীপ্তিশালী, অতীষ্টবর্ষা শিখা ও ওষধি-সমৃদ্ধারা সমাচ্ছাদিত অপ্রতিভগতি, তিন প্রকার শৃঙ্গবিশিষ্ট (অর্থাৎ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ জালা সমূহে পরিব্যাপ্ত), বর্ষণকারী ও অন্নদাতা, আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি সমস্ত বক্ষার সহিত আগমন করুন।<sup>১</sup>

অগ্নি তিন প্রকার অবস্থা (অগ্নি, বিদ্যা ও সূর্য) থেকেই তিন শব্দটি অগ্নি সম্পর্কে বহুলভাবে প্রযুক্ত হতে থাকে। অগ্নির তিনটি শিখা—অগ্নির তিন দীর্ঘ বা তিন শৃঙ্গ। যজ্ঞাগ্নিও তিন প্রকার—আহবনীষ, গার্হপত্য ও দক্ষিণ। অগ্নিহোত্ৰীয় অগ্নিতে তিনবার প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় আহুতি প্রদান জিসবন নামে প্রসিদ্ধ। অগ্নির এই ত্রিবিধ অবস্থা সম্পর্কে Sir Charles Elliot লিখেছেন,—  
*"This multiple origin becomes more definite in the theory of Agni's three births, he is born on earth from the friction of fire-sticks, in the clouds as lightning, and in the highest heavens as the Sun or celestial light. In virtue of this triple birth he assumes as triune character his heads, tongues, bodies and dwellings are three."*<sup>২</sup>

এই অগ্নিই বিশ্বতুবনে পরিব্যাপ্ত—বিশতোমুখ—বিশরূপ।

“অং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিতুরসি।”<sup>৩</sup>

হ্রস্ববংশে অগ্নির নাম ত্রিশিখ কায়ণ তাঁর তিনটি শিখা। তিন মন্তক, তিন জিহ্বা, তিন বাসস্থান শোভিত অগ্নিই যে ত্রিশিখা তাতে সন্দেহের হেতু নেই। এই অগ্নি প্রাণশক্তিতে রূপে রূপে বিরাটমান, তাই তিনি বিশ্বরূপ। এই বিশ্বরূপ ত্রিশিখা ঝুঁকী বা সূর্যের গুহ্র। তিনিই আবার সূর্যরূপী ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। প্রত্যাহতে সূর্য উদয়ের সঙ্গে অগ্নির দীপ্তি হ্রাস পায়, বাজিতে অগ্নির আধিপত্য, দিব্যভাগে সূর্যের।

সূর্য তুবো ভবতি নক্সমগ্নিস্ততঃ সূর্যো জায়তে প্রাতঃকল্ম।<sup>৪</sup>

—বাজিকালে অগ্নিই তাকৎ সংসারের মন্তকস্বরূপ হইলেন, পরে প্রাতে তিনি সূর্যরূপে উদয় করেন।<sup>৫</sup>

সূর্য প্রাতঃকালে অগ্নির দীপ্ত গ্রহণ করেন। এই ঘটনাই ত্রিশিখাবধ উপাখ্যানের মূলে। স্বর্ণেরে অগ্নিকে বাজির গুহ্র ও সূর্যকে দিব্য গুহ্র বলা হয়েছে।

১ অনুবাদ—২৫৭৫৫ দস্ত

২ *Religion and Buddhism*—vol I, page 51

৩ ঋগ্বেদ—১৩৭১৬

৪ ঋগ্বেদ—১০.৮৮১৬

৫ অনুবাদ—২৫৭৫৫ দস্ত

যে বিরূপে চরভঃ স্বৰ্ণে

অন্তাত্তা বৎসমুপধাপষতে ।

হবিরন্তাত্তা ভবতি স্ববাবচ্ছুক্রে।

অন্তাত্তাঃ দদশে হৃচাঃ ।<sup>১</sup>

—শোভন গমনশীল অগ্নি শুক্ল কৃষ্ণকপ নানারূপে দিবা ও রাত্রিতে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন । সেই অহোবাত্র নিম্ন নিম্ন বৎসকে বস পান করান । নির্মল-দীপ্তি সম্পন্ন অগ্নি স্বীয় জননীৰ কোশে নির্বংশ দীপ্তি সম্পন্ন হয়ে প্রকাশ পান ।<sup>২</sup>

আচার্য সায়ন ঋকটিব ভাস্ত্র প্রসঙ্গে বলেছেন, “তে অহোবাত্রে অগ্নেঃ সূর্যস্ত চ জনকৌ । তত্র বাজ্রে: পুত্রঃ সূর্যঃ । স হি গৰ্ভবদ্ বাজ্রৌ অস্তহিত সন্ তস্তা-শচয়তগাংদুপপত্ততে । অকঃ পুত্রোহগ্নিঃ স হি তত্র বিত্তমানোহগ্নি প্রকাশবাহি-ত্যেনসংকল্পঃ সন্ তদস্মাদহঃ সকাশাশ্মিত্তঃ প্রকাশাশ্মিত্তঃ প্রকাশমানঃ স্বাস্মানং লভতে ।”

—সেই বাজ্রি ও দিবা অগ্নি ও সূর্যের জননী । রাত্রির পুত্র সূর্য । তিনি বাজ্রিকালে গৰ্ভপ্রবেশের ক্রায় অস্তহিত হয়ে বাজ্রিব শৈবভাগে উপগম্য হন । দিনেই পুত্র অগ্নি । তিনি দিবাভাগে বর্তমান থেকেই প্রকার্ষক তেজের অভাব-হেতু অদৃশ্যপ্রায় হবৈ দিনেব কোন থেকে মূর্ত হবৈ নিজের দীপ্তি কিংব পান ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেছেন অগ্নিকে সন্ধ্যা এবং সূর্যকে প্রাতঃকালে আর্হতি প্রদান করবে ।—“তস্মা অগ্নে সাকং সূর্যায় প্রাতঃ ।”<sup>৩</sup> তৈত্তিরীয় আরাধ্যাকে আছে, “তবোরেতৌ বৎসাবশিচ্চাদিত্যশ্চ বাজ্রেবৎসঃ শ্বেত আদিত্যঃ; অহোবগ্নি স্তাত্রোহরুণঃ ।”<sup>৪</sup>—বাজ্রি ও দিনেব বৎস অগ্নি ও সূর্য । রাত্রিব বৎস শ্বেত আদিত্য, দিব্যাব বৎস তাম্রোরুণ অগ্নি । অর্থাৎ বাজ্রিতে আদিত্য বিবৰ্ণ (অদৃশ্য) এবং দিনে অগ্নি তাম্রবর্ণ (তেজোহীন) ।

মহাত্মারূপে জিশিবা বধের যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতে জিশিবার অগ্নিষকপত্ব অসুভব করা যায় ।

মহাত্মারূপে ঋত্বী ইন্দ্রের অনিষ্টকামনায় জিশিৱাকে হুষ্টি করেছিলেন । জিশিবাও ইন্দ্রকামনায় কঠোর তপস্কাৰ নিমগ্ন হইছিলেন । দেবরাজ ইন্দ্র অঙ্গবাদেৱ সাহায্যে জিশিবার ধ্যান ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হইলে বজ্রেব আঘাতে

নিহত কবলেন। কিন্তু ত্রিশিরায় ভেজঃপ্রভা বিকশিত হতে থাকায় ইন্দ্র এক কাঠুরিষাকে প্ররোচিত কবলেন ত্রিশিরায় মন্তক বিচ্ছিন্ন কবতে। কাঠুরিষার কুঠারাবাতে ত্রিশিবাব মন্তক ছিন্ন হয়েছিল।

এতচ্ছদ্ম তু তকা মহেন্দ্রবচনান্তদা।

শিরাংস্তথ ত্রিশিরসঃ কুঠারোচ্ছিন্নস্তদা।<sup>১</sup>

দেবীভাগবতে ত্রিশিবাকে মহানু ঋষি এবং শ্রেষ্ঠ তপস্বরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রিশিরা কঠোব তপস্ত্যম আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ত্রিশিরা ভোগমুৎসহ্য তপশ্চক্রে হৃদকরম্।

তপস্বী স মুহূৰ্দন্তো ধর্মস্যেব সমাশ্রিতঃ।

পঞ্চাঙ্গিসাধনকালে পামপাগ্রে নিবেশনম্।

জলমধ্যে নিবাসক হেমন্তে শিশিরে তথা।

নিরাহারো জিতাশ্বার্সৌ ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।

তপশ্চচার মেধাবী হৃদরং মন্দবুদ্ধিভিঃ।<sup>২</sup>

ইন্দ্র ত্রিশিরায় তপস্ত্যম ত্রিশিরায় ইন্দ্রকলাভের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ত্রিশিরাকে হত্যা করেছিলেন। মহাভারতে (উদ্যোগপর্ব) ত্রিশিরা ইন্দ্রকলাভের জন্তই কর্তোয় তপশ্চরণে ব্রতী হয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্রকর্জুক অপমানিত দেবগুরু বৃহস্পতি আত্মগোপন করার ব্রহ্মার ইচ্ছাহসারে ইন্দ্র ত্রিশিরাকে দেবতাদেব পুরোহিতরূপে বরণ করেছিলেন এবং ত্রিশিরা প্রদত্ত কবচ ধারণ কবে অস্ত্রদের পরাভূত করেছিলেন। ভারত-পুরাণমতে ত্রিশিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেইজন্য ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে স্পর্শ করেছিল।

“ব্রহ্মহত্যাদিকৈঃ পার্শৈঃ স লিখ্যো বৃহহা ততঃ।”<sup>৩</sup>

মহাভারতের মতে ত্রিশিরাও বৃহবধের কলে ব্রাহ্মণহত্যার পাপ ইন্দ্রকে অধিকার করে। ইন্দ্র তেজোহীন হয়ে স্বর্গবাস্য পরিত্যাগ করে সলিল মধ্যোপদেয় মৃগালে আত্মগোপন করেছিলেন।<sup>৪</sup>

১ মহা: উদ্যোগপর্ব—১।৩৮

২ দেবীভাগবত—৩।১।৩৫-৩৬

৩ পদ্মপুরাণ, ভূমি খণ্ড—২৪৮-

৪ মহাভারত উদ্যোগপর্ব—৯৮ ও ১০৮ অঃ

যে ত্রিশিরা অগ্নিহুগী, তাঁর ব্রাহ্মণ্য সন্দেহাতীত । জেন্ন আবেস্তায অজিদহক (অগ্নি দক্ষ ?) ত্রিশিরা । “তিনি তাঁহার নিকট একটি বয় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ‘হে উর্ধ্বচাষী বায়ু । আমাকে এই বয় দাও যে আমি তিন মুখ তিন মস্তকযুক্ত অজিদহককে পরাস্ত করিতে পারি ।’” —আবেস্তায বর্ণিত এই অজিদহককে অহি বা বুজের সঙ্গে অভিন্ন মনে করলে ভুল হবে । অজিদহককে ‘অগ্নি দক্ষ’ রূপে গ্রহণ করলে তবে তিন মস্তকের তাৎপৰ্য উপলব্ধি করা সম্ভব ।

পর্বতের পক্ষচ্ছেদ—ইন্দ্রের আর একটি কীর্তি পর্বতের পক্ষচ্ছেদ । গোত্র বা পর্বত ভেদ করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের নাম গোত্রভিৎ । পক্ষধর পর্বতকুল ইত্যন্ততঃ সঙ্কর্য করে জগতের অশান্তি ব সৃষ্টি করতো । ইন্দ্র পক্ষধরের পক্ষশাতন করে তাদের স্ব স্ব স্থানে স্থিৎ করেছিলেন,—পুত্রাণামিতে এইরূপ কাহিনী পাওয়া যায় । কেবলমাত্র হিমালয়নন্দন মৈনাক কোন প্রকারে নিজপক্ষ বক্ষা কবে সাগরতলে আত্মগোপন করে আছেন । কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইন্দ্রের সঙ্গে পর্বতকূলের বৃদ্ধ, পর্বতকূলের পক্ষচ্ছেদন ও মৈনাকে ব সমুদ্রগর্ভে আত্মগোপনের কাহিনী মনোজ্ঞভাবে বর্ণনা করেছেন গিরিবাসীরা অবানীতে :—

হঠাৎ গর্ভে উঠল বজ্র বলসিঁরে ব্যোম্পথ  
পড়ল মর্তে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র পর্বত ।  
পড়ল বিদ্যা যোজন জুড়ে, পড়ল গোবর্ধন,  
হারিয়ে গতি পদু পাঁহাড পড়ল অগ্নন  
গ্রহভার্যার মতন যারা কিরতো গো স্বাধীন  
গরুড়সর অসংকোচে কিরন্ত নিশিদিন  
অচল হতে দেখল তাদের আহার ভ্রনঘন,  
দেখার বাকী ছিল তবু তাই হল বর্শন—  
হর্ষ বিবাদ মাথা ছবি বীর্যব পুত্রের—  
উদ্ধত বজ্রাঘ্নি আগে দীপ্তি সেই মুখের ।  
ঐরাবতে মাখায হেনে পাষাণ করবাল  
গ্রেনের বেগে ডুবেল জলে আহার সে ছুলাল ।  
বজ্র নাগাল পেলে না তার, মিলিয়ে গেল কোথা,  
মুছাশেষে দেখল কেবল বয় সাগরের সৌভা ৷<sup>১</sup>

১ রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত ঋগ্বেদে বহাধুবাদ, ১২ ১৮৮১১ ঋগ্বেদের টীকা

২ গিরিবাসী—কাব্যলঙ্কর

মহাকবি কালিদাস রঘুব কলিঙ্গ বিজয় প্রসঙ্গে ইন্দ্র কর্তৃক পর্বতের পক্ষচ্ছেদের উল্লেখ কবেছেন ।

পক্ষচ্ছেদোদ্ধতঃ শক্রঃ শিলাবর্ষাব পর্বতঃ ॥<sup>১</sup>

—পক্ষচ্ছেদনে উদ্ধত ইন্দ্রকে পর্বতকূল যেভাবে শিলাবর্ষণ করে বাধা দিয়েছিল (সেইভাবে কলিঙ্গরাজ রঘুকে বাধা দিবেছিলেন) ।

রামাষণেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছি । হুম্মানকে মৈনাক পর্বত বলেছে :

পূর্ব কৃতযুগে তাত পর্বতাঃ পক্ষিণোহভবন্ ।

তেহপি জগ্মুর্দিশাঃ সর্বা গন্ধতা ইব বেগিনাঃ ॥

ততস্তেষু প্রয়াতেষু দেবসভায়াঃ সহবীভিঃ ।

ভূতানি চ ভবাঃ জগ্মুস্তেবাং পতনশঙ্কয়া ॥

ততঃ ক্রুদ্ধঃ সহস্রাঙ্কঃ পর্বতানাং শতক্রতুঃ ।

পক্ষাংশিচ্ছেদ বজ্রেণ ততঃ শতসহস্রশঃ ॥

স রামুপগত্য ক্রুদ্ধো বজ্রমুদ্রয়া দেববাহী ।

ততোহহং সহসা ক্ষিপ্তঃ স্বগনেন মহাত্মনা ॥

অগ্নিন্ লবণতোয়ে চ প্রেক্ষিতঃ স্রবগোত্তম ।

শুণ্ডপক্ষঃ সমগ্রাশ্চ তব পিত্রাভিরক্ষিতঃ ॥<sup>২</sup>

—পূর্বকালে সভ্যযুগে পর্বতগণ পক্ষযুক্ত ছিল । তাবা গন্ধভের মত বেগে সকল দিকে গমন কবতে পায়তো । তারা উড়তে থাকলে তাদের পতনের আশংকার সকল দেব ঋষি ও প্রাণিবর্গ ভীত হযেছিল । তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে পর্বতগণের শতসহস্র পক্ষ বজ্র ছাড়া ছিন্ন কবেছিলেন । তিনি বজ্র উদ্ধত করে আমার (মৈনাক) প্রতি আগত হলে মহাত্মা বায়ুর রূপায় আমি বেগে এই লবণসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হযেছি । সমস্ত পক্ষ সহ আমি তোমার পিতার (পবন) দ্বারা নিক্ষিপ্ত হযেছি ।

পর্বতের পক্ষচ্ছেদের প্রসঙ্গ বেদে বিভিন্ন স্থানেই পাওয়া যায় । ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, ‘ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্বতকে পর্বে পর্বে ছিন্ন করেছেন’ ।<sup>৩</sup> পুরাণে আধুনিক অর্থে (পাহাড়-পর্বত—mountain) পর্বত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । বেদে বিশেষতঃ ইন্দ্রপ্রসঙ্গে পর্বত শব্দ স্বেদ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে । উক্ত ঋকের ভাষ্যে শায়নাতীর্থ লিখেছেন, “পর্বতঃ পর্ববচ্ছং মেঘঃ কুদ্রাহুয়ঃ বা বজ্রোদ্যুধেন পর্বণঃ পর্বানি

পৰ্বাপি চক্ৰতিঃ।” সায়নের মতে পৰ্বত শব্দের অর্থ পৰ্বযুক্ত মেঘ অথবা বৃজাস্থ। একটি ঋকে ইন্দ্র বৃজকে পৰ্বে পৰ্বে বিভক্ত করে বধ করেছিলেন।<sup>১</sup> পৰ্বসমবিত্ত মেঘকে অথবা বৃজাস্থকে ইন্দ্র পৰ্বে পৰ্বে আঘাত করার জনবর্ণনের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। এই অৰ্থেই ইন্দ্র গোত্রভিঃ। গোত্র শব্দের অর্থ পৰ্বত, অন্য অৰ্থে বংশ, আর এক অৰ্থে গোত্র মেঘ। গুরুষজুৰ্ব্বেদে ইন্দ্রকে “গোত্রভিঃ গোবিদং বজ্রবাঙ্”<sup>২</sup> বলা হয়েছে। আচার্য মহাশয় ভাষ্যে গোত্রভিঃ শব্দের অর্থ করেছেন, “গোত্রমস্থবকুলং তিনন্তি গোত্রভিঃ তন্ম্, যথা গাঃ অপঃ জায়তে গোত্রো মেঘঃ তন্ত্ৰ ভেদ্যাক্।” —গোত্রভিঃ অর্থাৎ যিনি গোত্র বা অস্থবকুলকে ধ্বংস করেন; অথবা গো বা জল যে দক্ষা করে সেই গোত্র অর্থাৎ মেঘ, মেঘকে যিনি ভেদ করেন তিনিই গোত্রভিঃ। ঋগ্বেদের অপর একটি মন্ত্রে<sup>৩</sup> ইন্দ্র কর্তৃক পৰ্বত-সকলকে স্থিৰ করার কথা বলা হয়েছে। সায়নাচার্য এই ঋকের ভাষ্যে বলেছেন যে পৰ্বতের পক্ষচ্ছেদ করে ইন্দ্র পৰ্বতকে দৃঢ় করেছিলেন। কিন্তু পাবেই তিনি বলেছেন, “মেঘভেদনং কৃৎস্না অপো ভূম্বাপাতয়দিত্যর্থঃ।” —মেঘ ভেদ করে পৃথিবীতে বারিপাত ঘটিয়েছিলেন, এই অর্থ। ‘উভক্ত মেঘকে একত্র স্থিৰ কবতে না পারলে বৃষ্টি নামবে কি করে? তাই ইন্দ্র মেঘের পক্ষচ্ছেদ করে মেঘকে দৃঢ় বা স্থিৰ করেছিলেন। কশে বৃষ্টিপাত সম্ভব হয়েছিল। ‘এই ঘটনাই পুৰাণে পৰ্বতের পক্ষচ্ছেদের কাহিনীতে পৰ্ববসিত হয়েছে। ঋকের মতে পৰ্বত বা গিগি মেঘকেই বোঝায়। “পৰ্ববান্ পৰ্বতঃ...মেঘোহপি গিগিঃ।”<sup>৪</sup> নিঘণ্টুতে পৰ্বত অৰ্থে মেঘ।<sup>৫</sup> ঋক ৫।৩২।১ ঋকের ব্যাখ্যা বলেছেন, “মহাস্তমিদ্ধ পৰ্বতঃ মেঘঃ য ব্যাপ্তগোর্বাস্থজোহস্ত ধারা অবহসেন দান কর্ণাম্।”<sup>৬</sup> —তিনি মেঘকে উদ্ঘাটিত কবেছ, বৃষ্টিদ্বারা পানিত করেছ এই দানবকে অর্থাৎ জনপ্রদাতা মেঘকে হত্যা করেছ।

ইন্দ্রের বাহন—পুৰাণে দেখি ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত হস্তী। সমুদ্র মন্বনে উষিত ঐরাবত হস্তী এক উঠেছেবা অথ ইন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন।<sup>৭</sup> ঐরাবত হস্তী ইন্দ্রের বাহনে পণ্ডিত হয়েছিল। এই ঐরাবত এক উঠেছেবা যে সমুদ্রোপিত বাপ্পজাত মেঘ তাতে সন্দেহ নেই। স্বর্গকিরণে সমুদ্রমন্বন অহরহ ঘটছে। বেদে

১ ঋগ্বেদ—১।৩১।৩

২ গুরুষজুঃ—১।৭।৩৮

৩ ঋগ্বেদ—২।১৭।৫

৪ নিরুক্ত—১।৩।১৫

৫ নিঘণ্টুঃ—১।১০

৬ নিরুক্ত—১।৩।১৫

৭ মহাভারত, আদিপর্ব—১৮ অঃ

সমুদ্র বলতে অন্তরীক্ষও বোঝায়। অন্তরীক্ষ মন্থনে মেঘকণী ঐরাবতের জন্ম-  
গ্রহণ স্বাভাবিক ঘটনা।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে অজ্রিব আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে।<sup>১</sup> অজ্রিব বা অজ্রিবান্  
শব্দের অর্থ মেঘবান্। সায়ন লিখেছেন, “অজ্রিবিতি মেঘ নাম। হে অজ্রিবো,  
বাহনরূপ মেঘযুক্ত।”<sup>২</sup> —অজ্রি শব্দে মেঘ বোঝায়। অজ্রিব শব্দের অর্থ বাহন-  
রূপ মেঘযুক্ত। ইন্দ্রের অপব নাম মেঘবাহন—“হাসিবেন মেঘবাহন।”<sup>৩</sup> মেঘ ও  
ঐরাবত একই বস্তু। কৃকবর্ণ মেঘপুঞ্জ হস্তী বাদৃশ্য বহন করে। আরও লক্ষণীয়  
এই যে ঋগ্বেদে ইন্দ্রকেই বলা হয়েছে মহাহস্তী।

আ তু ন ইন্দ্ৰ কৃমংস্তং চিত্র প্রান্তং সংগৃভাষ

মহাহস্তী দক্ষিণেন।<sup>৪</sup>

—হে ইন্দ্র। মহাহস্তী। তুমি দক্ষিণহস্তে সর্বাংগে গ্রহণযোগ্য মনোহর  
প্রশংসাযোগ্য জ্বালাদি আমাদের দানের জন্যই গ্রহণ কর।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইন্দ্রকে হস্তী বশায় তাৎপৰ্য বিচার করে লিখেছেন, “But  
go back to the root meaning of ‘Hasti’ as one ‘having a hand’,  
the elephant is a Hasti because of its hand-like proboscis, the  
priest is a Hasti, because of those human hands of his and God  
is ‘great handed,’ because he is almighty, or has power over all  
things...”<sup>৫</sup>

দেবভাদ্রের একটি বিশেষণ বা প্রধানশব্দ অনেকস্থলে বাহনরূপে কল্পিত  
হয়েছে, এরূপ উদাহরণ চূর্ণিত নয়।

ইন্দ্রপত্নী শচী—মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে ইন্দ্রের পত্নীর নাম শচী। শচী  
পুলোমা দৈত্যের কন্যা পৌলমেরী। পুলোমা দৈত্য বাবণের পক্ষে ইন্দ্র ও ইন্দ্র-পুত্র,  
জরাস্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

এতদ্বিনিমিত্তে বীর্যঃ পুলোমা নাম বীৰ্যবান্।

দৈত্যেন্দ্রেন স্তেন সংগৃহ শচীপুত্রোহিপবাহিতঃ।

সংগৃহ তু দৌহিত্র প্রবিষ্টঃ সাগরং তদা।

আৰ্কঃ স হি তন্ত্রালীং পুলোমা যেন সা শচী ॥<sup>৬</sup>

১ ঋগ্বেদ—১৮০।৭, ১৮০।১৪      ২ ঋগ্বেদ—১৮০।৭ ককের ভাষ্য

৩ মেঘনাদবধ কাব্য—১৮ মগ      ৪ ঋগ্বেদ—৮৮।১১      ৫ Rgveda—page 131

৬ রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড—১৩।১২-২০

বেদে দেবপত্নীগণের উল্লেখ আছে।<sup>১</sup> একটি ঋকে ঋষি অগ্নিকে বলছেন,  
“অগ্নে পত্নীবিহাবহ দেবানাম্ ।”<sup>২</sup> —হে অগ্নি, তুমি দেবতাগণের পত্নীদের  
এখানে নিয়ে এসো।

অপর একটি ঋকে ইন্দ্র-পত্নী ইন্দ্রাণী, বরুণের পত্নী বরুণানী, এবং অগ্নির পত্নী  
অগ্নাযীকে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করা হয়েছে।

ইহেঙ্গ্রাণীমুপস্রবে বরুণানীং স্বস্তবে।

অগ্নাযীং সোমপীতবে ॥<sup>৩</sup>

—এই যজ্ঞে আমি ইন্দ্রাণীকে আহ্বান করি, বরুণানীকে কপ্তানবিধানের  
নিমিত্ত, অগ্নাযীকে সোমপানের নিমিত্ত আহ্বান করি।

অপর ৬টি ঋকে ইন্দ্রাণীকে নারীকুলের মধ্যে সর্বাঙ্গেক্ষা সৌভাগ্যবতী বলা  
হয়েছে।

ইন্দ্রাণীমান্ন নারিষু স্ততগামহমশ্রবং ।<sup>৪</sup>

—এই সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলিবার গুনিযাছি।<sup>৫</sup>

ইন্দ্রাণীর নাম স্বযেদে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নি। শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের  
প্রিয়পত্নী ইন্দ্রাণী—“ইন্দ্রাণী হ বা ইন্দ্রস্ত প্রিয়া পত্নী।”<sup>৬</sup> ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইন্দ্র  
পত্নীর নাম প্রাসহা,—“সেনা বা ইন্দ্রস্ত প্রিয়া জাযা বাবাতা প্রাসহা নাম।”<sup>৭</sup>

স্বযেদে ইন্দ্রকে বলা হয়েছে শচীপতি—“ইন্দ্রং বৃংসো বৃজহনং শচীপতিং  
কাটে।”<sup>৮</sup>—

অথর্ববেদেও ইন্দ্র শচীপতি :

শিক্ষেমমস্মৈ দিৎসেয়ং শচীপতে মনীষিনে ॥<sup>৯</sup>

শৃণাতু গ্রীবাঃ শৃণাতুক্ষিহা বৃজসোব শচীপতিঃ ।<sup>১০</sup>

স্বকানমুস্ত শাতয়নু বৃজস্তব শচীপতিঃ ।<sup>১১</sup>

কুম্ভমজ্জ্ববেদেও শচীপতি ইন্দ্রের উল্লেখ :

শচীপতিঃ স্বভেন . . . স্বজ্ঞঃ দাধায় ।<sup>১২</sup>

শচী শব্দের অর্থ কি ? সাধন লিখেছেন, “শচীতি কর্মনাম।” শচীপতি

১ স্বযেদে—১৫৮৮, ১৫৩৯

৪ ঐ ১০৮৩।১

৭ ঐতরেয় ব্রাঃ—২২।১

১০ অথর্ব—১৩।১৩।১৫৪।১

২ স্বযেদে—১।২২।৯

৫ অম্ববাদ—হনেশচন্দ্র দত্ত

৮ স্বযেদে—১।১০৬।১৩

১১ অথর্ব—৬।১৩।১৫৫।১

৩ স্বযেদে—১।২২।১০

৬ শতপথ ব্রাঃ—১৪।২।১৮

৯ অথর্ব—২০।১২৭।২

১২ বৃঃ স্বযেদে—৪।১৬।৪৮



শব্দের অর্থ : “সর্বোৎকর্ষনাং পালনিতাম্ ।” অর্থাৎ শচী শব্দের অর্থ কর্ম । শচীপতি অর্থে সকল কর্মের পালনিতা ।

কর্ম অর্থে শচী শব্দের প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থাবলীতে স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, গুরু যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে : “স্বাং ব্যাপিঃ শচীতিঃ সর্বস্বতী হা । মঘবন্নভিকক ।”<sup>২</sup> —হে ইন্দ্র । তুমি শচীগণের দ্বারা সুরাপান করেছিলে, হে মঘবন্, সর্বস্বতী তোমার সেবা করেছিলেন ।

এখানে শচী অর্থে ইন্দ্র-পত্নী হওয়া সম্ভব নয় । আচার্য মহীধর বলেছেন, “শচীতিঃ কর্মতিঃ নমুচিবধাদিঃ কুৎসিতার্থঃ ।” —অর্থাৎ নমুচি বধ প্রভৃতি কর্মের দ্বারা অখর্ববেদেব একটি মন্ত্রে আছে :

‘যশ্রেদং প্রদিশি যং বিরোচতে প্রাপিত্তি বিচটে শচীতিঃ ।’<sup>৩</sup>

—যে বিমুখ প্রদেশে (ইচ্ছায়) এই বিশ্ব প্রকাশ পাচ্ছে, শচীগণের দ্বারা (কর্মের দ্বারা) প্রাণ প্রকাশিত হচ্ছে ।

এখানেও শচী শব্দ কর্মবাচক । মহীধর লিখেছেন, —“শচীতিঃ কর্মতিঃ বিচটে ।” —কর্মের দ্বারা চেষ্টিত হয়েছিলেন ।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র থেকেও শচী শব্দের তাৎপর্য স্পষ্ট হবে ওঠে ।

ছা মঁ অসি ক্রতুর্মঁ ইন্দ্র ধীব শিক্ষা ।

শচীব স্তব নঃ শচীতিঃ ॥<sup>৪</sup>

—হে শচীব অর্থাৎ সংকর্মস্বরূপ, আপনার কর্মের দ্বারা আপনি আমাদেরকে সমস্ত দান করুন ।<sup>৫</sup>

ইন্দ্র এখানে শচীবান্ । শচীপতি না বনে শচীবান্ বলা হয়েছে । শচীবান্ ও শচীপতি সমার্থক হলেও শচীবান্ অর্থে শচীর স্বামী বোঝায় না । শচীবান্ শচীদেবীর দ্বারা আমাদের সমস্ত (অথবা কর্ম বা যজ্ঞ) প্রদান কববেন বললে শচী শব্দে কর্ম বা কর্মশক্তি না বললে অর্থ হয় না ।

শচীশব্দ স্তত্রায় কর্মকেই ব্যঞ্জিত কবছে । অজুতকর্মা ইন্দ্র বৃত্ত, নমুচি, শম্বর, বশ প্রভৃতি বহু দানব বধ করেছেন, স্বর্ধকে প্রকাশ করেছেন, বৃষ্টিদান করে জীবের জীবন রক্ষা কবছেন । অতএব ইন্দ্র মহন্তর কর্মের পতি —শচীপতি ।

ঋগ্বেদেব একটি ঋকে অশ্বির শচীপতিরূপে সম্বোধিত হয়েছেন, —“ন: শক্তং শচীপতি শচীভিঃ ।” — হে শচীপতিবর, স্তোত্রপ্রস্তুত আমাদেরকে (ধন) প্রদান কর ।”

অনুবাদে বসেশচন্দ্র শচী শব্দের স্তোত্র অর্থ গ্রহণ করেছেন । শচীপতি অশ্বির স্তোত্রের অধিপতি হতে পাবেন । কিন্তু শচীদেব দ্বাৰা বা স্তোত্রের দ্বাৰা ধনদান কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হয় । ঋগ্বেদে অশ্বাভি যিজ্ঞ ও বরুণকেও শচীপতি বলা হয়েছে । বসেশচন্দ্রের মতে এখানে শচীশব্দে যজ্ঞকে বোঝাচ্ছে । শচীপতি শব্দের অর্থ যজ্ঞের পালন বর্ডা । “ঋগ্বেদে শচী অর্থে যজ্ঞ, শচীপতি অর্থে যজ্ঞপতি । ইন্দ্রকেই অনেক স্থানে শচীপতি অর্থাৎ যজ্ঞপতি বলা হইয়াছে । এই ঋকে যিজ্ঞ ও বরুণকে শচীপতি বলা হইয়াছে, অশ্বাভি স্থানে অশ্বাভি দেবকেও এই বিশেষণ দিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । পৌরাণিক কালে লোকে শচীপতি শব্দের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া গেল এবং ইন্দ্রকে শচীপতি বলিয়া ইন্দ্রের স্ত্রী নাম শচী বিবেচনা করিল । এইরূপে পৌরাণিক গল্প সৃষ্ট হইয়াছে ।”

কারো কারো মতে শচী শব্দের বল—শক্তি । দানববধ প্রভৃতি কার্যের দ্বাৰা ইন্দ্র অত্যন্ত শক্তির পবিত্র দিয়েছেন । স্বতরাং ইন্দ্র বলাধিপতি শচীপতি । কুম্ভধ্বজ বলাছেন, “হস্তাসুরাণামভবচ্চচীভিঃ ।” — তুমি শচী অর্থাৎ শক্তির দ্বাৰা অসুরগণের হস্তা হইবেছিলে ।

এখানে মহীধর্যের ভাষ্যে শচী শব্দের অর্থ শক্তি । ঐতরেয় আরণ্যকে আছে, “ইন্দ্র নদীৰ্ এদ্বিহি প্রমুতিয়া শচীভিঃ ।” — হে ইন্দ্র, তুমি শক্তির দ্বাৰা নদীর মত এই যজ্ঞভূমিতে আগমন কর ।

আচার্য সাধন এখানে শচী অর্থে কর্মশক্তি গ্রহণ কবেছেন—“শচীভিঃ শক্তিভিঃ ।”

ডঃ দ্বিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “As regards Sachi there is a great difference of opinion among scholars, most of whom think that Sachipati which in R. V means lord of strength, gradually came to mean ‘husband of Sachi’ by popular etymology and gave rise to the idea that Sachi is the wife of Indra.”

১ ঋগ্বেদ—১।৩৭।৫

২ অনুবাদ—বসেশচন্দ্র যজ্ঞ

৩ ঋগ্বেদ—১।১২।৫

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১।৩২।৫ ককের টকা

৫ কুম্ভধ্বজ—১।১০।৩২

ইন্দ্রের কর্ম ও কর্মশক্তি একই কথা। সুতরাং ইন্দ্রের কর্ম বা কর্মশক্তি সংক্ষেপে শক্তি শব্দে। পৌরাণিক দেবপত্নীগণও দেব-শক্তি। এই হিসাবে ইন্দ্রের শক্তি শব্দে ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণীতে পরিণত হওয়া সম্ভব।

ইন্দ্রের স্বরূপ আন্দোলনাৎ আসবা দেখেছি, ইন্দ্র স্বর্গায়ি। স্বর্গায়িরূপী ইন্দ্র যজ্ঞের অধিপতি। শব্দে এককে যজ্ঞ অর্থে গ্রহণ করলেও কোন বিরোধ হয় না। যজ্ঞের শক্তি শব্দে এরূপ অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে। স্তোত্র যজ্ঞের অঙ্গ। সুতরাং শব্দে স্তোত্ররূপী।

নিরুক্তকার যাক্ ইন্দ্রাণী শব্দের অর্থ করেছেন : “ইন্দ্রাণীজন্ত পত্নী।”<sup>১</sup> অন্যত্রের ঠাকুর নিরুক্ত ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “ইন্দ্রাণী মাধ্যমিকা দেবতা—ইন্দ্রের বিভূতি, অথবা ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রের ভার্য্যা (পৌরাণিকগণের মতে)।”<sup>২</sup> নিরুক্তকার গো শব্দের অর্থ করেছেন—মাধ্যমিকা বাক্—“বাগেবা মাধ্যমিকা।”<sup>৩</sup>—এই গো মাধ্যমিকা বাক্। স্বযেদে ১১৩৩১২৮ স্বকে গো বংশের প্রতি ধাবমান হচ্ছেন। নিরুক্তকার বলেছেন, বংশ এখানে আদিত্যকে বোঝায়।<sup>৪</sup> মাধ্যমিকা বাক্ বিদ্যারূপ। ইন্দ্রাণী শব্দে যজ্ঞ বা যজ্ঞায়ি শক্তি অথবা বিদ্যারূপী মাধ্যমানবর্তিনী। এই তেজোরূপী শক্তি কখনও ইন্দ্রের জননী অদিতি কখনও ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রাণী শব্দে।

স্বযেদেব একটি “যজ্ঞের” ঋষি শব্দে, দেবতাও শব্দে। “যজ্ঞটিতে সপত্নী উপবে নারীস্ব অধিপত্যের প্রদত্ত উল্লিখিত হয়েছে। স্বযেদেবের মতে “যজ্ঞটি সপত্নীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার বদ।” কিন্তু যজ্ঞের ঋষি এবং দেবতা শব্দে যে ইন্দ্রপত্নী এমন ইঙ্গিত কোথাও নেই।

পুরাণাদিতে শব্দে ইন্দ্রপত্নীতে পরিণত হয়েছেন। মহাভারতে-পুণ্যে ইন্দ্র স্বর্গায়িপতির উপাধিমায়া। সুতরাং যে কেউ স্বর্গের কর্মানে স্বর্গায়িপত্য লাভ করবেন শব্দে তাঁরই অবিকলতা হবেন। এই জন্যই মহাভারতে নব্বই ইন্দ্রপদ্যে কয়েক শব্দকে অবিকার করার জন্য শিবিকারোহণে শব্দে আস্বাসে গমন করেছিলেন। শব্দকে কোন ব্যক্তিরূপে গ্রহণ না করে কর্মশক্তিরূপে গ্রহণ করলে পৌরাণিকগণের রূপকান্তিত কাহিনীর তাৎপর্য স্বয়ংস্বয় করা সম্ভব হয়।

ইন্দ্র ও শচীকে নিয়ে কত গল্প-কাহিনীই না সৃষ্টি হয়েছে। শচী হলেন দানব-কন্যা। বৃহদেবতায় ইন্দ্রের দানবী কামনার উল্লেখ রয়েছে।

ন হি তাং কামবাসান দানবীং পাকশাসনঃ ।

জ্যোষ্ঠাং বশাক্ষ পুংসচ্চ তত্শৈব বথকাম্যয়া ॥<sup>১</sup>

—সে-ই ইন্দ্র পুং নামক দানবের জ্যোষ্ঠা ভগিনী-দানবীকে তারই বধের আকাঙ্ক্ষা কামনা করেছিলেন।

ইন্দ্রের ‘দানবী কামনা’ উপাখ্যান কত প্রাচীন কে জানে? এই উপাখ্যান থেকেই সম্ভবতঃ শচী দানবকন্যাকূপে কল্পিতা হয়েছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে শচী ইন্দ্রের যোগ্য সহধর্মিণী। তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে কৈলাশে গিয়ে পার্বতীকে বাক্‌চাতুর্ঘাষা মেঘনাদ বধ করতে প্ররোচিত করেছেন।

নাশি মেঘনাথে

দেহ বৈদেহীয়ে পুনঃ বৈদেহীয়জনে ,

দাসীর কলংক ভঙ্গ, শশাংকধাবিধি ।

মরি, না, শরমে আমি, শুনি শোকমুখে,

জিহিব-দৈবরে রক্ষ: পরাভবে রণে ॥<sup>২</sup>

কুঙ্গসংহার কাব্যে কুঙ্গপত্নী ঐক্সিলায় ইচ্ছা পূরণ করতে কুঙ্গ শচী হরণ করেছিলেন। ঐক্সিলা শচীকে বলপূর্বক দাসীত্বে নিবোগ করেছিলেন।

ইন্দ্র শতক্রতু—ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। বেদে ক্রতু শব্দের অর্থ কর্ম। ঋগ্বেদে ২।১২।৭ ঋকে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র ক্রতু বা কর্মের দ্বারা অস্ফাঙ্ক দেবগণকে অভিক্রম করেছিলেন—মেবো মেবান্ ক্রতুনা পর্যভূবৎ। তিনি শত শত মহৎ কর্মের দ্বারা দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠের অর্জন করেছিলেন। “ইন্দ্র শতদিন বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই হেতু তাঁহার নাম শতক্রতু (ক্রতু=বিক্রম, ঋগ্বেদের কালে ক্রতু শব্দে যজ্ঞ বুঝাইত না)।”<sup>৩</sup>

ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে শতক্রতুরূপে উল্লিখিত হতে দেখি :

উদ্বস্তিষ্ঠা ন উভবেহস্মিন্ বাজ্রে শতক্রতো ॥<sup>৪</sup>

—হে শতক্রতু। এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হও ॥<sup>৫</sup>

১ বৃহদেবতা—৩।৭৩

২ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ

৩ বেদের সেবতা ও কৃষ্টিকাল, বোম্বেপত্র প্রায়—পৃ: ১০৫

৪ ঋগ্বেদ—১।৩০।৮

৫ অমুবাদ—রমেশচন্দ্র বসু

যুক্ত তে অশ্ব দক্ষিণ সব্যঃ শতক্রতো ।<sup>১</sup> ।

—হে শতক্রতু ! তোমার (স্বথের) দক্ষিণ পার্শ্ব ও বামপার্শ্ব অশ্ব যুক্ত হউক ।<sup>২</sup>

অশ্ব গীষা শতক্রতো ঘনো বৃদ্ধাণামভবঃ ।<sup>৩</sup>

—হে শতক্রতু ! এই সোমপান করিয়া তুমি বৃদ্ধ প্রভৃতি শক্রদিগকে হনন করিয়াছিলে ।<sup>৪</sup>

অথর্ববেদেও ইন্দ্রকে শতক্রতু বলা হয়েছে :

ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তে জনেবু পঞ্চম

ইন্দ্র তানি তে আ বুধে ॥<sup>৫</sup>

—হে শতক্রতু, তোমার যে কর্ম বা তেজ পঞ্চমের (জনবাদ অধিবাসী অথবা পঞ্চশ্রেণীর যজ্ঞ) মধ্যে বিরাটমান, আমরা তাদের বরণ কবি ।

ক্রতু শব্দের অর্থান্তর যজ্ঞ । তাই পরবর্তীকালে কাব্যে পুরাণে শতসংখ্যক যজ্ঞ সম্পন্ন করার কলেই ইন্দ্র ইন্দ্র লাভ করেছেন, এরূপ উপাখ্যান গড়ে উঠেছে । পুরাণে ইন্দ্র একটি পদ, ইন্দ্র দেবরাজ্যের অধীশ্বর । “সম্রাট বন্টিতে যেমন বিভিন্ন কালে বিভিন্ন জনের উপাধির বিষয় উপলব্ধ হয়, ইন্দ্র বলিতেও সেইরূপ বিভিন্ন কালের বিভিন্ন জননারকের পরিচয় পাই ।”<sup>৬</sup>

ইন্দ্র শব্দের এই অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক । বেদে ইন্দ্র শব্দে রাজা বোঝায় না । বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার রাজ্য খেতাব পেয়েছেন । কিন্তু মহাভারতে-পুরাণে দেখি, শতযজ্ঞের সার্থক অমুষ্ঠানের কলে ইন্দ্র অর্জন সম্ভব । পুণ্যকর্মের কলে নহয় অর্গাধিপতি হয়েছিলেন ।<sup>৭</sup> সগর রাজ্য একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করার প্রবাসী হওয়ার ইন্দ্র শততম যজ্ঞটি পণ্ড করেছিলেন অশ্বমেধের অশ্বটি অপহরণ করে । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইন্দ্র শতযজ্ঞ সম্পাদন করেই দেবরাজ হয়েছিলেন :

পুরা শতমথো দর্পাৎ কৃত্বা মথশতং মুদা ।

বভূব সর্বদেবানামধ্যাক্ষঃ সম্পদা যুজঃ ॥<sup>৮</sup>

১ স্বথেন—১/১২/৫

২ অনুবাদ—উদ্ভব

৩ স্বথেন—১/৪/৮

৪ অনুবাদ—উদ্ভব

৫ অথর্ববেদ—১০/৩/২০/৮

৬ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা, হর্গাদাস জা'হকী—পৃঃ ৫১

৭ মহাভারত—উদ্যোগপর্ব

৮ শ্রীকৃষ্ণজয়মত—৪৭/৬

**ইন্দ্র পুরন্দর**—ইন্দ্র অশ্বমেধের বহু পুত্র বা দুর্গ ধ্বংস করেছিলেন। এই দ্বন্দ্বই পুরাণে তাঁর এক নাম পুরন্দব। তিনি শব্বাস্ত্রের নিরানব্বইটি পুত্র ধ্বংস করেছিলেন বলে বেদে উল্লিখিত হয়েছে। ইন্দ্রকর্তৃক শক্রপুত্র ধ্বংস করায় তাৎপর্য সম্পর্কে অধ্যাপক ব্যাক্টোনেল লিখেছেন, "In the mythical imagery of the thunder-storm, the clouds also very frequently became the fortress (puraḥ) of the aerial demons. They are spoken of as ninety-nine or a hundred in number"<sup>১</sup>। পুত্র পুত্র মেঘকেই অশ্বমেধের দুর্গ-কল্পনা বৈদিক কবিরের অত্যন্ত স্বাভাবিক বোধ হয়। বামরূপে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাথ মেঘের আড়াল থেকে হুকু কবতো। ইন্দ্র মেঘরূপী দুর্গ ধ্বংস করতেন।

**ইন্দ্র সোমশাস্ত্রী**—ইন্দ্র সোমশাস্ত্রী। সোমরস পেলে ইন্দ্রের আনন্দেব সীমা থাকে না। সোমপান করে তাঁর উদর বিশাল হয়ে ওঠে। সোম পানে তাঁর স্নান্ধি নেই। তাঁর স্নান্ধি দিয়ে সোম করে পড়তে থাকে, তথাপি তিনি সোমপানের নিমিত্ত অস্ত্রধাওয়ান হোন। এইরূপ একজন দেবতা—যিনি আবাব বেয়েব প্রাধান দেবতা—তাঁর সম্পর্কে এই বর্ণনা পাড়ে অশ্রদ্ধা জাগা স্বাভাবিক। সোম শব্দে বোকার সোমলতার রস—বা সাদৃশ্য বা স্ফুরকশে বৈদিকযুগে ব্যবহৃত হোত। ইন্দ্রের সোমপান—অপরিমিত সন্তপান। কিন্তু স্বর্গাস্থিকপী ইন্দ্র সন্তপান করে উদর স্ফীত করে মত্ত হতেন বৈদিক কবির নিকট একপ কল্পনা স্বাভাবিক বোধ হয় না। এই বিবরণের বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে বোধ হয়। ইন্দ্র সোম-প্রিয়, অতএব ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমযোগের অর্চনান বিধেব, —এইরূপ অভিপ্রায় ঋষি-কবির ছিল বলে মনে হয়। তান্ত্রিকসাহিত্যে আছে যে কুরুবধের জন্য ইন্দ্র সোমরস থেকে শক্তিলান্ড করেছিলেন। এই সোমরস সোমযোগে প্রযুক্ত হয়।

"ইন্দ্র প্রজাপতিস্বপাধাব্য কৃষ্ণ হনানীতি তন্না এতচ্ছবোত্য ইন্দ্রিব্য বীর্ঘ নির্মাণ প্রাথমিকমতেন শব্দরূপীতি তচ্ছবরূপাং শব্দরূপম্।"<sup>২</sup> — কৃষ্ণকে বধ কববে। এই কথা বলে পুরাকালে ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হলেন। তখন গাঘাতী প্রভৃতি ছন্দ থেকে সারভূত (বীর্ঘ) নির্মাণ করে প্রজাপতি ইন্দ্রকে দিলেন।

প্রজাপতিপ্রদত্ত এট শক্তিবারা ইন্দ্র বৃত্তান্তের সীমা (মন্তকের মধ্যভাগ) বিদীর্ণ কবেছিলেন। সীমা ভেদ করার জন্যই এই সাময়িক শক্রী বলা হয়।

বৃহত্তার পরে ইন্দ্রের তেজ হ্রাস হলে দেবতাদের অস্বাভাবিক যজ্ঞ থেকে ইন্দ্র স্বীয় তেজ পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। “ইন্দ্রো বৃহতমহন স বিশ্বত্বীর্ষেণ ব্যাচ্ছন্তৈ দেবাঃ প্রাশ্চিন্তিমৈচ্ছন্তং ন কিঞ্চনাধিনোক্ত তীত্র সোম এবাহধিনোং।”<sup>১</sup>— পূর্বকালে বৃহকে হত্যা করে ইন্দ্রের তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছিল, দেবতারা তাব প্রাশ্চিন্তি (প্রতিকার) ইচ্ছা কবে বহু যজ্ঞ করলেন। কিন্তু তাতে কিছু কল হোল না। তখন তাঁরা তীত্র সোম প্রদান করলেন।

এই কাহিনীর মূল কথা,— সোমযোগ সম্পন্ন কবে ইন্দ্রের তেজোবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। বৃহদধ করার ইন্দ্রব ব্রহ্মহত্যামনিত পাপের প্রাশ্চিন্তি সম্পর্কিত পৌরাণিক উপাখ্যানের মূল এখানেই। বৃহদধেব পথ বর্বার অপগমে সোমযোগেব অল্পমানের দ্বারা স্বর্ষের তেজোবৃদ্ধি হোত এই বিশ্বাসেব কলেই এরূপ কাহিনীর উদ্ভব। মহাভারতের জিশিরা বৃহদধের পরে ইন্দ্র বিয়ুধ আদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞেব অল্পমান করে পাপমুক্ত হয়ে স্বীয় তেজ পুনর্বীর লাভ করেছিলেন।<sup>২</sup>

সোমস্বাদের অপর একটি অর্থ চন্দ্র। প্রাতঃকালে স্বর্ষেব উদয়ে চন্দ্রের জ্যোতি ম্লান হয়,— ইন্দ্র সোমপান করেন। চন্দ্রকলাব হ্রাস বৃদ্ধি ও সূর্যকিরণেব সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। কুরুপক্ষে কথিকু চন্দ্রের কণা সূর্য পান করেন এইরূপ বিশ্বাসও ইন্দ্রের সোমপানের মূল হতে পাবে।

পণ্ডিত প্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী ইন্দ্রের সোমপান সম্পর্কিত ব্যাপারের একটি গভীরতর তাৎপর্য উপসক্তি করেছেন। তিনি লিখেছেন, “ইন্দ্রদেব এখানে মেঘাধিপতি বৃষ্টির দেবতা। স্বতরাং তাঁহার দেহ (উদয় ও মৃগ) ঐ অনন্ত আকাশ বলিয়া মনে করিতে পারি। সেক্ষেত্রে “কৃষ্ণিঃ সোমপাতমঃ” বলিতে প্রতীত হয় না-কি যে উহাতে মেঘপূরণদ্বারা সজ্জিত অন্তরীক্ষকেই বুঝাইতেছে ?

“সমুদ্র ইব পিষতে” . . মহাসমুদ্রে বৃষ্টির বা নদনদীর যত জল আসিয়াই পতিত হউক না কেন, সমুদ্র তাহাতে ক্ষীত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ যত মেঘই সজ্জিত হউক, যতই মেঘের আরতন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, তাহাতে তাহার বিশাল উদয়ের কিছুই আসে যায় না।”<sup>৩</sup>

দুর্গাদাস আরও লিখেছেন, “সংসারের ক্রন্দরাশি বিস্তৃত বাষ্পাকারে পরিণত

সুইয়া আকাশে মেঘে পৰ্ববসিত হয়। এখানে সোম শব্দে সেই বিস্তৃত বাষ্পকে বুঝাইতেছে। . . . বাষ্পের দ্বারা মেঘ সঞ্চীরেব বিবৰ্ণই এখানে রূপকে বিবৃত হইয়াছে। বাষ্প গ্রহণ (পান) তাঁহার মুখসম্বন্ধহচক, বাষ্প ধারণ তাঁহার উদরের বিশালত্ব জ্ঞাপক ।

“আপো ন কবুদঃ” —আকাশে বা মেঘে সৰ্বদা জলকণা সঞ্চিত থাকে, সে জলকণা কদাচ একেবারে নিঃশেষিত হয় না।”

কিন্তু বৈদিক সোম সূৰ্যবন্দিকেই বোঝায়। দিবাবসানে সন্ধ্যাসংহরণ ইন্দ্র কর্তৃক সোমপানের প্রকৃত তাৎপৰ্য।<sup>১</sup>

**ইন্দ্রের পিতৃহত্যা**—ঋগ্বেদে ইন্দ্রের পিতৃহত্যাব কথা বলা হয়েছে। ইন্দ্রের পিতা দ্যৌস্। দ্যৌস্ শব্দে আকাশকে বোঝায়। আবার দ্যৌস্ শব্দে দীপ্তিমান সৌৰ্য্যকিবণও বুঝায়। সূর্য্যাস্তের পবে সৌৰ্য্যতেজের বিনাশ (অদর্শন) অথবা আকাশের দীপ্তিহীন ইন্দ্রের পিতৃহত্যা কাহিনীৰ মূলে বর্তমান বলে মনে হয়। অগ্নি বা আয়ের তেজ থেকে সূৰ্য্যকণী ইন্দ্রের জন্ম। ত্রিশিরা বধের মতই সূর্য্যোদয়ে অগ্নিৰ তেজ হয়ণেব বৃত্তান্তও ইন্দ্রের পিতৃহত্যার উৎস হওয়া অসম্ভব নয়।

**ইন্দ্র সহস্রাক্ষ ও অহল্যা**—ইন্দ্র সহস্রাক্ষ। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সহস্র চক্ষুর উল্লেখেব কথা পূর্বেই কথিত হয়েছে। অথর্ববেদেও ইন্দ্র সহস্রাক্ষ :

উপগ্রাগাং সহস্রাক্ষো বুক্তা শপথো বধম্ ।<sup>২</sup>

—সহস্রাক্ষ শাপদক্ষ ইন্দ্র বধে অশ্ব যোজননা কবে আমাদের নিকট আগমন করুন।

সামাধিণেও ইন্দ্রকে সহস্রচক্ষ বা সহস্রাক্ষ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু সামাধিণে অহল্যা উপাখ্যানে ইন্দ্রকে অহল্যাগমনেব পূর্বে থেকেই সহস্রাক্ষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভস্তান্তব বিদিত্বা সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ ।

মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যাসিদ্ধমববীৎ ॥<sup>৩</sup>

—গৌতম ঋষি দূরে গমন কবেছেন ছেনে শচীপতি সহস্রনোচন মুনিবেশ ধারণ করে অহল্যাকে এই কথা বলেছিলেন।

১ ভৃগু-পুঃ ৩০

২ পরে সোম প্রদান প্রদ্য

৩ অথর্ব—৩৮১৩৭১

৪ সামাধি, আদিকাণ্ড—৪৮১১৭



অহল্যাভিগমনেব শান্তিকপে বামায়ণে গোঁতমের অভিশাপে ইন্দ্রের অণুকেৰি খসে পড়েছিল। ঋষি অভিষাপ দিয়েছিলেন, “অকৰ্তব্যমিদং যস্মাদকলঙ্কং ভবিস্তসি।” - যেহেতু এই অকবণীয় কাৰ্য ভুমি কৰেছ, সেইজন্য তুমি কলহীন হবে।

গোঁতমের অভিষাপেব কলে—

গোঁতমেনেবমৌক্তস্ত সরোষেণ মহাত্মনা।

পেততু বৃষণো ভূমৌ সহস্রাক্ষস্ত তৎক্ষণাৎ ॥১০

—মহাত্মা গোঁতম ক্রুদ্ধ হবে এইরূপ বললে সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের অণুস্বর তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয়েছিল।

বামায়ণ অহুসাবে ইন্দ্রের সহস্রলোচন গোঁতমের অভিষাপের কলে উদ্ভূত নয়। মহাভারতে ইন্দ্রের সহস্রলোচনের হেতু সম্পর্কে একটি ভিন্নতর বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। স্কন্দ ও উপস্কন্দের মৃত্যুর হেতু রূপে বিশ্বকর্মা ভিলোক্তমা সৃষ্টি করলে মহাদেব সেই অত্যাকর্ষ রূপ দর্শনের নিমিত্ত হলেন চতুমুখ আব ইন্দ্র হলেন সহস্রলোচন।

স্বৰ্বত্যা তু তদা ভদ্র মণ্ডলং তং প্রদক্ষিণম্।

ইন্দ্রঃ স্বাহস্চ ভগবান্ ধৈৰ্বেণ প্রত্যবস্থিতো ॥

ঐষ্টুকামস্ত চাতার্কং গত্বা পার্শ্বতন্তবা।

অগ্ন্যদধিতপগ্ন্যাক্ষং দক্ষিণং নিঃসৃতং মুখম্ ॥

পৃষ্ঠতঃ পশ্চিমবর্তন্ত্যাঃ পশ্চিমং নিঃসৃতং মুখম্।

গত্বা চোত্তবং পার্শ্বমুত্তরং নিঃসৃতং মুখম্ ॥

মহেন্দ্রস্তাপি নেত্রাণাং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোহগ্রতঃ।

স্বভাঙ্কানান্ বিশালানান্ সহস্রং সর্বভোহভবৎ পুয়া ॥

এবং চতুর্গুণঃ স্বাহুর্মহাদেবোহভবৎ ॥

তথা সহস্রনেত্রস্ত বভূব বলহৃদনঃ ॥১১

—ভিলোক্তমা অতি সাবধানতাপূর্বক ভগবান্ মহাদেব ও ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিল। প্রদক্ষিণবালে সে মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিলে তদীয় অলোক-সামাগ্র লাভ্য দর্শনার্থে দক্ষিণ দিকে তাঁহার এক মুখ নির্গত হইল এবং উত্তর দিকে

গমন করিলে, সে দিকেও আব একটি মুখ নির্গত হইল, ভগবান পুংসদেরও সর্বদে-  
-অতি বিশাল সহস্র লোচন আবিস্কৃত হইল। এইরূপে পূর্বকালে ভগবান মহাদেব  
চতুর্মুখ এবং বলনিশ্চয় ইন্দ্র সহস্রলোচন হইবাছিলেন।<sup>১</sup>

মহাভাবতে একাধিকবার ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যা ধর্ষণের উল্লেখ আছে :

অহল্যা ধর্ষিতা পূর্বদ্বিষপত্নী যশস্বিনী ।<sup>২</sup>

ইন্দ্রের সহস্রচক্ষুর হেতু যে অহল্যাভিগমন সেইরূপ বিবরণ এখানে নেই।  
মহাভারতের আর এক স্থানে বলা হইছে যে অহল্যাধর্ষণের পাশে গোঁতমের  
শাশু ইন্দ্রের ঋণ হবির্ধর্ষ হইয়াছিল আর তাঁর মুক বিচ্ছিন্ন হইয়া মেঘবৃষ  
সংযোজিত হইয়াছিল কৌশিকমুনির জন্ত।

অহল্যাধর্ষণনিমিত্ত হি গোঁতমাত্মবিশ্রমকামিহঃ প্রাপ্তঃ ।

কৌশিকনিমিত্ত চেন্দ্রো মুকবিযোগং মেঘবৃষকচাবাপ ।<sup>৩</sup>

মহাভারতে অহল্যা সম্পর্কে আব একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে  
শ্বশি গোঁতম পত্নী অহল্যার ব্যাভিচারে কুপিত হইয়া পুত্র চিরকারীকে আদেশ  
করেছিলেন অহল্যাকে হত্যা কবতে।

ব্যাভিচারে তু কক্ষিত্ব্যভিক্রম্যাপরান্ হতান্ ।

পিদ্রোক্ত কুপিতেনাথ জহীমাং জননীমিতি ॥

ইত্যাঙ্ক স তদা বিপ্রো গোঁতমো জপতাং ববঃ ।

অবিমুক্ত মহাভাগো বনমেব জগাম সঃ ॥<sup>৪</sup>

—কোন সময়ে পত্নী অহল্যার ব্যাভিচার দর্শনে কুপিত পিতা অস্ত্রাস্ত্র গুরুদেব  
অতিক্রম করে চিরকারীকে বলেছিলেন, তুমি জননীকে বধ কব। এই বলে  
তপস্বীশ্রেষ্ঠ মহাভাগ গোঁতম কোন চিন্তা না করে বনে চলে গেলেন।

গোঁতম নন্দন চিরকারী পিতার আদেশ শ্রবণ কবে পিতার এবং মাতার শ্রেষ্ঠত্ব  
ও গুরুত্ব পরীলোচনা করে স্ত্রীজাতির মহত্ব আলোচনা করলেন এবং মাতাকে  
নির্দোষ বিবেচনা করলেন। তাঁর মতে দেবরাজই হলেন অপরাধী।

ইন্দ্রের অপরাধে মাতৃহত্যা অশ্রুচিত বিবেচনায চিরকারী পিতার আদেশ  
পালনে বিলম্ব কবলেন। গোঁতম তপস্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের নিষ্ঠুর আদেশের

১ অহল্যা—কালিগ্রন্থের সিংহ

২ মহাঃ, উদ্যোগপর্ব—১২৬

৩ মহাঃ, শান্তিপর্ব—৩৪২৮৩

৪ মহাভারত, শান্তিপর্ব—২৬৫৭৮

জন্ম অমৃতপুত্র হয়ে পুত্রের সন্নিকটে উপনীত হলেন । তিনি ভাবলেন, অহল্যা প্রকৃত-  
পক্ষে নিরপরাধা ।

আশ্রমঃ সন্ন্যাসস্থানলোভেণঃ পুণ্ডরঃ ।  
অতিথিত্রতমাস্থায় ব্রাহ্মণঃ রূপমাস্তিতঃ ॥  
স মধা সাস্তিতো বাগ্ভিঃ শ্রাগতেনাভিপূজিতঃ ।  
অর্ঘ্যং পাণ্ডুং যথাক্রমং ময়া চ প্রতীপাদিতঃ ॥  
পরবানসি চেত্যান্তঃ প্রণয়িত্বাতি ভেন চ ।  
অত্র চাকুশে জাতে দ্বিতা নাস্তি ব্যতিক্রমঃ ॥  
এবং ন স্ত্রী ন চৈবাহং নাক্ষগজ্জিহবেশ্বরঃ ।  
অপরাধাতি ধর্মস্ত প্রমাদত্বপরাধাতি ॥  
ঈর্ষাৎ ব্যবসনং প্রোক্তন্তেন চৈবোক্ষ য়েতসঃ ।  
ঈর্ষনাভমহমাস্মিষ্ঠো ময়ো দুহুতসাগরে ॥  
হুত্বা সাক্ষীং চ নারীঞ্চ ব্যসনিভাচ্চ বাসিতাম্ ।  
ভর্তব্যেভেন ভার্গাং চ কোহুচ্চ যান্ তায়রিত্বাতি ॥

—প্রিলোকেশ্বর পুন্ডর অতিথিত্রত অবলম্বনপূর্বক ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া  
আমায় আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন, আমি তাঁতাকে বাক্যদ্বারা বিজ্ঞাস্ত করিয়া  
শ্রাগতপ্রাণে সমাদরপূর্বক যথাক্রমে পাণ্ডু-অর্ঘ্য প্রদান করিলাম এবং বহিলাম,  
অন্ত আপনি আমার আশ্রমে আগমন করায় আমি সনাথ হইলাম । দেবরাজ  
ক্রীত হইবেন বলিয়াই আমি এই সবল কথা কহিয়াছিলাম, এ বিষয় চিন্তা করিলে  
বোধ হয়, এই অমঙ্গল ঘটিলে অর্ঘ্য ইন্দের চপলতা বশতঃ মদীয় পত্নীতে দোষস্পর্শ  
হইলে অহল্যার তাহাতে কোন অপরাধ হয় নাই । অতএব এ বিষয়ে অহল্যা,  
আমি ও স্বর্গপথগামী ত্রিদশেশ্বর এষ্ট তিনজনের মধ্যে কেহই অপরাধী নহে, ধর্ম-  
সম্বন্ধীয় প্রমাদই এ বিষয়ে অপরাধী । উক্ত রৈতা বৃনিগণ কহেন, প্রমাদবশতই  
ঈর্ষাজনিত বিপদ ঘটে, আমি ঈর্ষাভারা আকৃষ্ট হইবা দুহুতসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি,  
সতী সিমন্তিনী ভরগীরা ভাবা অনভিষ্টতাবশতঃ পদ্মপুত্র ব সৎসর্গ করায় আমি  
তাঁহাকে নিহত করিতে অত্মমতি করিয়াছি, এখানে কে আমাকে সেই পাপ  
হইতে পরিত্রাণ করিবে ?

এইরূপ দীর্ঘ বিলাপের পর গৌতম গুহ ও পত্নীকে চরণে গ্রণত দেখে পবন  
অনন্দ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

গৌতমস্তং ততো দৃষ্টা শিরসা পতিস্তং ভুবি ।

পত্নীং চৈব নিরাকার্যং পরমভ্যাগমমুদম্ ॥<sup>১</sup>

অনন্তর, গৌতম তাঁহাকে অবনত মস্তকে ভূতলে পতিত দেখিয়া এবং পত্নীকে  
লঙ্কার পাবাণপ্রায় বিলোকন করিয়া পরম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন।<sup>২</sup>

এই উপাখ্যানে অহল্যার পাবাণীভবন অথবা ইন্দ্ৰের প্রতি গৌতমের অভিশাপ  
অন্তর্ভুক্ত। মহাভারতকাব অহল্যাকে নিরাকার্য্য বলেছেন। নীলকণ্ঠ টীকায়,  
নিরাকার্য্য শব্দের অর্থ করেছেন—“লঙ্কার পাবাণীভূতাং।”—অর্থাৎ লঙ্কার  
পাবাণের মত হয়েছিলেন।

পদ্মপুরাণে (সৃষ্টিখণ্ড) ইন্দ্ৰের দেহে সহস্র ভগচিহ্ন ও দেবী ইন্দ্রাক্ষীর কুপায়  
সহস্র ভগক্ষত সহস্র চক্ষুতে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অহল্যা-  
ধর্ষণের পরে গৌতমের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে ইন্দ্ৰ জগন্মধ্যে আত্মগোপন করে  
ইন্দ্রাক্ষী দেবীর স্তব করেছিলেন। দেবী ভূষ্টা হয়ে ইন্দ্ৰকে বব দিতে উদ্ধত হলে  
ইন্দ্ৰ প্রার্থনা করলেন যে তাঁর দৈহিক বিকপতা দেবীর কুপায় বিদূষিত হোক।

ততো দেবীম্বাচেনং শব্দঃ পরপূরজবঃ ।

তং প্রসাদাক্ষ মে দেবি বৈরূপ্যং মূনিশাপজম্ ॥

সম্ভাজ্য দেবরাজ্যক লঙ্কাংস্ত পুরা যথা ।<sup>৩</sup>

দেবী উত্তরে বলেছিলেন, তোমার মূনিশাপকৃত ভগচিহ্ন ব্রহ্মাদি দেবগণও দূর  
করতে পারবে না, তবে তোমার যোনি মধ্যে সহস্র চক্ষু হবে এবং তুমি সহস্রাক্ষ  
নামে পরিচিত হবে।

তমুবাচ ততো দেবী পাপং তন্মূনিশাপজম্ ॥

হস্তং ব্রহ্মাদিরো দেবাঃ শক্তা নাহং সুরেশ্বর ।

কিন্তু বুদ্ধিঃ স্বদ্বারান্ত যেন লোবৈবর্নলক্ষতে ॥

যোনি মধ্যগতঃ দৃষ্টিসহস্রস্তে ভবিষ্যতি ।

সহস্রাক্ষ ইতি খ্যাতঃ সুররাজ্যং কবিশ্বসি ।<sup>৪</sup>

ইন্দ্ৰের অণ্ড বিচ্যুত হওয়ারও প্রতিকাব করেছিলেন ইন্দ্রাক্ষী দেবী। তাঁর  
বরে ইন্দ্ৰ মেঘাণ্ড ও মেঘশির লাভ করেছিলেন।

১ মহাঃ, শাস্তিপর্ব—১৩৫।৩১

২ তদেব

৩ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৫৪।৪৬-৪৭

৪ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৫৪।৪৭-৪৮

মেঘাণ্ড ভব শিল্পক ভবিষ্যতি মদ্যায় ।<sup>১</sup>

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে স্বয়ি গোঁতম অহল্যাভিগনের অপরাধে ইন্দ্রকে অভিশাপ দিবেছিলেন যে, ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনিচিহ্ন দেখা দেবে, এবং এক বৎসর যোনি গন্ধ থাকবে, পবে সূর্যের আরাধনা করনে যোনি চক্ষুতে পবিণত হবে ।

বেদং বিজ্ঞাষ জ্ঞানী স্ব যোনিলঙ্কোহসি কর্মনা ।

যোনিনাং সহস্রঞ্চ ভব গাত্রে ভবদ্বিহ ।

যোনিগন্ধং ত্বমাপ্নুহি পূর্ববর্ষঞ্চ সন্ততম্ ।

ভতঃ সূর্যং সমারাধ্য যোনিচক্ষুর্ভবিষ্যতি ॥<sup>২</sup>

বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে ইন্দ্র কর্তৃক অহল্যা ধর্ষণ ও ইন্দ্রের শাস্তির কাহিনী স্থান লাভ কবেছে । বিজয়মাধব তাঁর সায়দাচবিত বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লিখেছেন যে ইন্দ্র গুরু পত্নী অহল্যাকে দেখে কামপবন হবে বলপূর্বক সন্তোগে মত্ত হযেছিলেন । সেই অবস্থায় গুরু গোঁতম ইন্দ্রকে দেখতে পেবে অভিশাপ দিযেছিলেন ।

মদনের রঙ্গে আছে দেব সুরেশ্বর ।

হেনকালে গৃহেতে আলিন মুনবর ।

গুরুবে দেখিবা ইন্দ্র পলাইবা যাযে

ক্রোধে মূনির অঙ্গে পাবক বাহিরায়ে ।

ভোর বুদ্ধি গোঁতম যে ব্রাহ্মণ না হয়ে ।

যাহ পুরন্দর ভোর ভগ হউক গায়ে ।

পরে দেবী মঙ্গলচণ্ডী পূজা করে ইন্দ্র অভিশাপ থেকে মুক্ত হনেন, তাঁর ভগচিহ্ন পবিণত হ'ল চক্ষুতে ।

দেবী বোলে দেববান্ধ না কর ক্রন্দন ।

অঙ্গের ব্যাধি তোমার খণ্ডিব এখন ।

ব্রাহ্মণের বাক্য আমি নাহি খণ্ডাইবারে ।

ভগ ঘুচিয়া চক্ষু হউক শরীরে ॥

সেই ক্ষণে হইল ইন্দ্র সহস্রলোচন ॥<sup>৩</sup>

বিজয়ামদেবের অভয়ামঙ্গলে ইন্দ্র গুরুপ্রণাম করতে গোঁতমের আশ্রমে এসে স্নানের উদ্দেশ্যে বহির্গত গুরু গোঁতমের অনুপস্থিতির সুযোগে গুরুপত্নী অহল্যাকে অংকশায়িনী কবেছিলেন ।

১ ভদেব—৪৪।৪০

২ ব্রহ্মবৈবর্তপুঃ, শ্রীকৃষ্ণজয়মত—৪৭।৩১-৩২

৩ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ( ক বি )—পৃঃ ২২-২৩

জ্ঞান হেতু ভীৰ্ষরাজ গেছে ভ্রমোদন ।  
অহল্যা আশ্রমে আছে দেখে একেশ্বরে ।  
গুরু দ্বারা বৈসে ছিল পৰ্বশালা ঘরে ।  
সেইকালে দৈবযোগে ভেদে কামশবে  
পারিজাত মালা দিল গুরুদ্বারা শিরে ।

পরিতৃপ্ত ইন্দ্র কিয় গেলো গৌতম প্রত্যাগমন করে অহল্যার অবস্থা দেখে  
অভিশাপ দিলেন ।

ইন্দ্রশাপ পাই এখ মদে মত্তমতি ।  
গুরু দ্বারা লজ্জিত যে পাপ হুয়পতি ।  
ভগহেতু যে ভূমিছ ভূমি দেব রাএ ।  
অবিশেষে শাপ দিলুম ভগ হউক গায়ে ।

লজ্জিত ও অহতপ্ত ইন্দ্র প্রস্থান নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করলেন । দেবী  
করুণাশ্রী হয়ে হস্তস্পর্শে ইন্দ্রের ভগবতকে চক্ষুতে পবিত্র করলেন ।

ইন্দ্রের করুণে বাতা নদ এ অন্তর ।  
পদ্মহন্তে পরশিলা বিরোদ্ধায় শির ।  
গুরুশাপে ভগাদ হইয়াছিল দেববাএ ।  
সহস্রাং কৈলা তানে ভগবতের মাএ ॥<sup>১</sup>

নাট্যকার বিশ্বেশ্বরলাল রায় এই কাহিনীকেই যুগোচিত পরিবর্তন সাধন কবে  
পাঁচালী নাটকে স্থান দিয়েছেন । অহল্যা উপাখ্যান যে রূপক কাহিনী তাতে  
সন্দেহের অবকাশ নেই । অহল্যার প্রসঙ্গ বেদে পাওয়া যায় না । কিন্তু ইন্দ্র  
সহস্রাং বেদে-পুরাণে সর্বত্র আছে । সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অহল্যা-উপাখ্যানের  
ভাষ্যে বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে লিখেছেন, “অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হইল দ্বারা  
কবিত হয় না—কঠিন, অতৃষ্ণ । ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল  
করেন, ঘর্ষণ করেন—এইজন্য ইন্দ্র অহল্যা জ্ঞান । চ, ধাতু হইতে জ্ঞান শব্দ  
নিপ্পন্ন হয় । বুটের চায়া ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এইজন্য তিনি অহল্যা  
অভিগমন করেন ।”<sup>২</sup>

বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যস্ত আকাশই ইন্দ্র এবং আবাসের সহস্র তাহকা ইন্দ্রের সহস্র  
চক্ষু । “ইন্দ্র, ধাতুবর্ষণে । তদ্বদন্ত য প্রত্যয় করিয়া ইন্দ্র শব্দ হয় । অতএব যিনি

১ অহল্যা মঙ্গল (ক বি) — পৃ: ২০২৪ : প্রচার পত্রিকা, ১৫ ৭৩, ১২২১, পৃ: ১৫৫

বৃষ্টি করেন তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি কবে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।”<sup>১</sup> “ইন্দ্র সহস্রাক্ষ, বিষ্ণু ইন্দ্র আকাশ। আকাশের সহস্র চক্ষু কে না দেখিতে পায় ?... সহস্র তারাবৃত্ত আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র।”<sup>২</sup> বক্রিমচন্দ্র প্রমাণস্বরূপ গ্রীষ্মপুরাণের সহস্রাক্ষ আকাশেব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় ইন্দ্রের মত গ্রীষ্মদেবতা, আর্গস সহস্রলোচন। “Greeks had still present to their thought the meaning of Argos Pannoptes, Io's hundred eyed all seeing guard, who was slain by Hermes and changed into a peacock, for Macrobus writes as recognizing in him the star-eyed heaven itself ; as the Aryan Indra—the Sky—is the ‘thousand eyed’.”<sup>৩</sup>

ইন্দ্র দেবতার প্রকৃত স্বরূপ পূর্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সূর্যেব বা অগ্নির যে শক্তি বা মূর্তি বারিবর্ষণের উপযোগী অন্তকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। নীতে ও গ্রীষ্মে শুষ্ক মৃত্তিকা থাকে, হলকার্ধেব অযোগ্য—অহল্যা। এই সময়ে সূর্যেব হরিদ্বর্ণ দক্ষি ভূভাগ থেকে বস আহরণ করে। বাস্পীভূত বস, আকাশে মেঘরূপে পূজীভূত হয়। ইন্দ্র বজ্রধারা বারিবর্ষণেব প্রতিকূল অবস্থা বুজাদি অস্ত্রকূলকে ধ্বংস করে বৃষ্টিরূপে অহল্যা মৃত্তিকাব সঙ্গে মিলিত হন,— অহল্যা ভূমি হল্যা বা বর্ণপোষযোগী হবে খঠে। কিন্তু বর্ষার অপগমে সূর্য্যগ্নি-বসী ইন্দ্র সহস্রকিরণে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হন,— ইন্দ্রেব সহস্র চক্ষু উন্নীলিত হয়। এই সর্বজনবিদিত প্রাকৃতিক ঘটনাই ইন্দ্র-অহল্যা সংবাদের রূপকে প্রকাশিত হয়েছে।

ঋগ্বেদের দুটি ঋকে নীতার স্তুতি করা হয়েছে। এটি ঋকে বলা হয়েছে, ‘ইন্দ্র নীতাং নিগৃহ্লাতু, তাং প্ৰাহুয়চ্ছতু।’<sup>৪</sup> —ইন্দ্র নীতাকে গ্রহণ স্বরূপ, পূর্বা তাকে বর্ধিত স্বরূপ। সায়নের মতে নীতা লাদল-পদ্বতি অথবা ‘নীতাদারকার্ণা’— লাদলের যে অংশে কাল-লাগানো থাকে সেই অংশ। আচার্য মহীধরের মতে নীতা শব্দের অর্থ মৃত্তিকায় লাদলের দ্বারা চিহ্নিত বেধা,<sup>৫</sup> —ইন্দ্রকৃত বারিবর্ষণের কালে নীতা অর্থাৎ লাদল-পদ্বতি বা হলচালনদ্বারা স্বগম হবে এবং সূর্য্যরূপী পূর্বা সে হলকার্ধকে সার্থক করে তুলবেন, এই বলব্য ঋষিকবির। ঋগ্বেদের উক্ত-স্তুতি চাঁচ আরম্ভ করার পূর্বে পাঠিত হয় বলে গৃহস্থশ্রে উল্লিখিত আছে।<sup>৬</sup> ইন্দ্র-

১ প্রচার পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১২২১

২ তদেব

৩ Primitive culture, vol 1, Tylor, page 230

৪ ঋগ্বেদ—৪।৫।৭।

৫ শ্রুত বস্তু—১২।৭।

৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র বৃত্ত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, ৪।৫।৭ ঋকের টীকা

সীতা সংযোগই পরবর্তীকালে ইন্দ্র-অহন্যা-সংবাদে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে কবি।

স্বর্গই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চক্ৰস্বরূপ। সহস্র স্বর্গকিরণই ইন্দ্রের সহস্র চক্ৰ। অথবা যে অগ্নি বর্ষার অপগমে স্বতঃস্ফূর্ত সহস্র লেনিহান শিখার প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন সেই অগ্নির সহস্র শিখাই ইন্দ্রের সহস্র চক্ৰ। বেদে স্বর্গ এবং অগ্নি উভয়েই সহস্রাক্ষ। স্বর্গ সহস্র শৃঙ্গও। “সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদ্বিহাচরৎ।”<sup>১</sup> —সহস্রশৃঙ্গ বৃষভ (বর্ষণকারী) স্বর্গ, যিনি সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হন।

“ইমং মা হিংসীর্ষিপাদং পশুং সহস্রাক্ষো মেধাষ চীরয়নঃ।”<sup>২</sup>

—হে সহস্রাক্ষ অগ্নি, যজ্ঞে চীরমান হয়ে তুমি বিপাদ পশুদের (মহুতগণের) হিংসা করো না।

অগ্নে সহস্রাক্ষ শতমূর্ধন্ত তে প্রাণাঃ সহস্রং ব্যানাঃ

স্বত্রকাত্মা স্ববর্চকঃ সহস্রার্চির্বিভাবহঃ।<sup>৩</sup>

—হে অগ্নি, তুমি সহস্র চক্ৰবিশিষ্ট, শত তোমার মন্তক, শত তোমার প্রাণ, সহস্র ব্যান, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ তেজসমম্বিত, সহস্র কিরণমণ্ডিত বিভাবহ।

গৌতমের অভিধানে ইন্দ্রের দেহে সহস্র ভগবন্ত হয়েছিল। আধুনিককালে ভগ্ন অর্থে যোনি বোঝায়। ভগ্ন শব্দের প্রাচীন অর্থ ধন বা ঐশ্বর্য। নিরুক্তকার যাক বলেছেন, “ভগ্নো ভগ্নভেতঃ।”<sup>৪</sup> —ভগ্ন্ বাতুব সঙ্গ্রে বঞ্চিত প্রত্যয় ক’বে ভগ্ন শব্দ নিপন্ন। ভগ্ন শব্দের অর্থ ধন বা সম্পদ। ভগ্ন বা ঐশ্বর্য ধার আছে তিনিই ভগবান্। এখানে ঐশ্বর্য বলতে পার্থিব ঐশ্বর্য না বুদ্ধির বড়ৈশ্বর্য বা বিদ্বত্তি বোঝায়। ধার যোনি আছে, এই অর্থে ভগবান হওয়া সম্ভব নয়। গীতায় শ্রীভগবান্ তাঁর ভগ্ন বা বিদ্বত্তির বিবরণ দিয়েছেন দশম অধ্যায়ে। স্বর্গ যে বিশ্বের আত্মরূপে মানবের পরিচিত ভগ্নভেদে মধ্য সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যবান্, তাতে আর সন্দেহ কি? হতরং স্বর্গাধিকারী ইন্দ্র সহস্র প্রকার ভগ্ন বা ঐশ্বৰ্যের অধিকারী,—এত স্বতঃসিদ্ধ। ভগবান্ স্বর্গ সম্পর্কে গৌতমের অভিধাণ নিছক উপল্লাস।

পুরাণাদিতে ভগ্ন বাদশ আদিত্যেব অন্ততম। কূর্মপুরাণানুসারে ভগ্ন ভাদ্র-মাসের স্বর্গ,<sup>৫</sup> হনুপুরাণে ভগ্ন মাঘ মাসের স্বর্গ।<sup>৬</sup> মৈত্রায়ণী সंहিতা অনুসারে

১ কথোদ—৭১৩০

২ তন্ত্র বজ্র—১৩৪৭

৩ হরিকণ্ঠ, ভবিষ্যদপুর্—৬৩৪

৪ নিরুক্ত—১৫১৫

৫ কূর্মপু., পূর্বভাগ—৪২২০

৬ হনুপু., প্রভাসপত্র—১০১৬৮



ভগ শব্দের অর্থ অল্পদিত আদিত্য ।<sup>১</sup> ঋষদেব একটি মন্ত্ৰে ভগ আদিত্যরূপেই বর্ণিত হয়েছেন :

প্রাতর্জিত ভগমুগ্ধং হবেম বৎ পুত্রমদিতৈ : • ।<sup>২</sup>

—আমরা প্রাতঃকালে ভগোবিজয়ী অদিত্যের অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যার পুত্র উদ্গর্গ অর্থাৎ উদয়াধ্ব সমুদ্ভূত বা উদিত গ্রাহ ভগকেই আহ্বান কবিতোছি ।<sup>৩</sup>

নিরন্তরকার বলেছেন যে ভগ অঙ্ক ।

“অঙ্কো ভগ ইত্যাহবহুংস্থস্তো ন দৃশ্যতে ।”<sup>৪</sup>

—ভগ অঙ্ক ইহা বলা হইয়া থাকে, অর্থ ভাবপ্রাপ্ত না হইলে দৃষ্টিগোচর হন না ।<sup>৫</sup>

রাত্রিকালে জগৎ অঙ্ককারাচ্ছন্ন হতবাং ভগ অঙ্ক । দিবভাগে তিনি চক্ষুমান, —সর্বজগৎ প্রাপ্ত হবে থাকেন ।

“জনং ভগো গচ্ছতীতি বা বিজ্ঞাযতে, জনং গচ্ছত্যাদিত্য উদযেন ।” —ভগ মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়, ইহাও বিজ্ঞাত হইয়া থাকে, —আদিত্য উদিত হইয়া মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয় ।<sup>৬</sup>

যাকের মতাহুযায়ী ভগ উদযকানীন অর্থ । যে মাসের বা যে সময়েবই অর্থ হোন না কেন, ভগ যে অর্থ বা অর্থরশ্মি, তাও কোন সন্দেহ নাই । অর্থায়িকরূপী ইন্দ্রের সহস্র কিরণ বা কিরণরূপী বিভূতিই যে সহস্র ভগ তা ত অত্যন্ত প্রাঞ্জল ।

আচার্য কুমারিল ভট্ট ইন্দ্রকে অর্থরূপে গ্রহণ কবে অহল্যা উপাখ্যানের একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন : “সমস্তভেদাঃ পরমেশ্বর নিমিত্তেন্দ্র শব্দবাচ্যঃ সবিভৈবাহনি নীরমানভয়া বাজ্রেবহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ৰমাত্মক জবণহেতুত্বাজ্জীর্জত্যশ্বাদনেন বোধিতেন অহল্যাজাব ইত্যাচ্যতে ন পরস্ত্রীযাভিচারায় ।” —সকল ভেদের আধার সার্বভা পবম ঐশ্বর্যময়ত্বহেতু ইন্দ্রশব্দবাচ্য । দিবভাগকে লব কবে বলেই বাজ্রি নাম অহল্যা । সেই বাজ্রিকে ক্রমাত্মক জবণকার্যের জন্ত অর্থাৎ জীর্ণ কবার জন্ত ইন্দ্রকে অহল্যাজাব বলা হয়েছে, পবস্ত্রী ব্যভিচারের জন্ত নয় ।

অহল্যা কৃষিকর্মের অমুপযোগী ভূমিই হোক আর অঙ্ককারাচ্ছন্ন বাজ্রিই হোক ইন্দ্রের অহল্যাভিগমন মানববংশী দেবরাজের দৈববৃত্তি বা কিবা একথা কোনমতেই

১ সৈত্রাঃ সং—১৮,১২

২ ঋগ্বেদ—৭।৪১২

৩ অমুবাদ—অমরের ঠাকুর

৪ নিকন্ত—১।১৪।৪

৫ অমুবাদ—ভদ্র

৬ নিকন্ত—১২।১৪।৬

৭ অমুবাদ—অমরের ঠাকুর

স্বীকার্য নহ। স্বর্ধরূপী ইন্দ্রের জিহ্বাবিশেষই এই কাহিনীর উৎস। “ইন্দ্র স্বর্ধেব এবং অহল্যা রাজিব রূপকমাত্র। স্বর্ধোদয়ে রাজি অনূত্র হয়। এই ঘটনা অবলম্বন করে উপাখ্যানটি কল্পিত হয়। সম্ভবতঃ, অহল্যা উষার রূপক। দিনে ইন্দ্ররূপী স্বর্ধের উষা অনূর্ধ্বস্পর্শা হয়।”<sup>১</sup> ‘হল’ শব্দের আর একটি অর্থ কর্ণতা বা রূপ-হীনতা। কুরুপতাহীনা অনিন্দ্যমূল্যরূপীকে অহল্যা বলা চলে। এই হিসাবে বৈরাগ্যাহীনা উষা ও স্বর্ধেব মিলনবৃত্তান্ত অহল্যা কাহিনীর উৎস হতে পারে।

ইন্দ্রের পিতা ও মাতা—একটি ঋকে বলা হয়েছে যে ইন্দ্র তাঁর দেহ থেকে পিতা ও মাতাকে সৃষ্টি করেছিলেন: “ঋগ্যাতরং পিতরং চ সাকমজ্জনখাত্বাঃ ঋগাঃ।”<sup>২</sup>—তুমি তোমার দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে একনঙ্গে উৎপন্ন করিয়াছিলে।<sup>৩</sup>

এই ব্যাপারটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Maxmuller লিখেছেন, “Indra is praised for having made heaven and earth; and then when the poet remembers that heaven and earth had been praised else where as the parents of the gods and more specially as parents of Indra, he does not hesitate for a moment but says, ‘what poets living before us have reached the end of all thy greatness? For thou hast indeed begotten the father and thy mother together from thy own body’”<sup>৪</sup>

ইন্দ্রের দেহ থেকে ইন্দ্রের পিতামাতা জন্মেছেন, এরূপ উক্তি বৈদিক ঋবিব পক্ষে অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহ। ঋগ্বেদেই দক্ষ ও অদিতির বিবরণ থেকে জানতে পারি যে অদিতি থেকে দক্ষ এবং দক্ষ থেকে অদিতি জন্মেছেন। ইন্দ্র ও ইন্দ্রের পিতা-মাতার বরূপ অবগত হলেই ঋবির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দ্ব্যঃ ইন্দ্রের পিতা ও পৃথিবী ইন্দ্রের মাতা। দ্ব্যঃ অর্থাৎ আকাশ স্বর্ধরূপী ইন্দ্রের পিতা এবং পৃথিবী অগ্নিরূপী ইন্দ্রের মাতা। দ্ব্য অর্থে নৌরকরও বোঝায়। দ্ব্যঃ স্বর্ধেবই অপব রূপ অথবা স্বর্ধ থেকেই দ্যালোকের জন্ম—এ ত স্বতঃসিদ্ধ। পুরাণে ইন্দ্রাদি দেবগণের পিতা কশ্যপ ও মাতা অদিতি। কশ্যপ স্বর্ধ বা স্বর্ধেরই মূর্তাস্বর। আর অদিতি অনন্ত তেজোরূপা শক্তি। এই হিসাবেও স্বর্ধাগ্নিরূপী ইন্দ্রের দেহ থেকে কশ্যপ ও অদিতির জন্ম হলে কোন বিরোধ হয় না।

১ পৌরাণিক অভিধান—বঙ্গীয়চন্দ্র সরকার গুঃ ৩৪

২ ঋগ্বেদ—১০।৪৪।৩

৩ অশ্ববোধ—বঙ্গীয়চন্দ্র দত্ত

৪ India what can it teaches us (1883) page 161

খাণ্ডবদহনে ইন্দ্র—মহাভারতে আদিপর্বের অন্তর্গত খাণ্ডবদাহন পর্বে দেখি খাণ্ডবারণ্য অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় কালে ইন্দ্র বাবিবর্ষণ করতে উত্তত হয়েছিলেন। কালে অর্জুন ও ইন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল। এই কাহিনীতে কোন এক পণ্ডিত বজ্রাস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের সংঘর্ষের রূপক বর্তমান বলে মনে কবেছেন।

"The Mahabharata described the defeat of Indra in the clearing of the great forest of Khandava Prastha, which actually meant nothing else, but the use of fire-arms against the hurling of thunder by Indra, at the rainy season. The great Vedic god 'Indra was worshipped for rains assist cultivation.'"

ইন্দ্রের প্রাধান্যলোপেব ইঙ্গিত এই কাহিনীতে বর্তমান।

ইন্দ্র ও সরমা—সরমা ও ইন্দ্রের প্রসঙ্গ ঋগ্বেদেই আছে। ইন্দ্র সরমার সাহায্যে গোধন উদ্ধার করেছিলেন।

ইন্দ্রশাস্ত্রিবস্যাং চেষ্টো বিদং সরমা তনবাব ধামিহ।

বৃহস্পতিভিনদজিৎ বিদদগাঃ সমুদ্রিবাতিবাবশন্ত নরঃ ॥<sup>৭</sup>

—ইন্দ্র ও অস্বিনী (গাভী) অধেষণ কবিশে পর সরমা স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত (ইন্দ্রের নিকট হইতে) অন্ন প্রাপ্ত হইবাহি। তখন বৃহস্পতি অজ্ঞরকে বধ কবিলেন ও গাভী উদ্ধার করিলেন। দেবগণও গাভী সন্দের সহিত হর্ষহৃৎক শব্দ কবিত্তে লাগিল।<sup>৮</sup>

ইন্দ্র সরমার সহায়তায় গাভী উদ্ধার কবেছিলেন, পরবর্তে স্বীয় তনয়ের জন্য অন্ন উদ্ধার কবেছিলেন। এই সরমা কে? নিকলকারেব মতে সরমা দেবগণের কুন্তরী।

"সরমা দেবতানীতৈতিহাসিক পক্ষে। মাধ্যমিকা বাক্ নৈকল্লপক্ষে। সা কন্মাৎ সরগাৎ গমনাৎ ॥"—ঐতিহাসিকগণের মতে সরমা দেবকুন্তরী, নিকলকারগণের মতে সরমা মাধ্যমিকা বাক্, সরগ অর্গৎ গমনহেতু সরমা ॥

সরমার দুটি পুত্র ছিল, তারা সারমেব নামে প্রসিদ্ধ।

অতিদ্রব সারমেয়ো ধানো চতুবর্কো শবশো সাধুনা পথা ॥<sup>৯</sup>

১ Mahabharata as a history and a drama—Pramatha Nath Mallick, page 267

২ ঋগ্বেদ—১।১০২।৩

৩ অম্ববাদ—ব্রহ্মপুত্র দত্ত

৪ নিরুদ্ভ—১।১২৪

৫ ঋগ্বেদ—১।১৪।১০, অথর্ববেদ—১।১২।১১

—হে মৃত আত্মা! সৰমানন্দন চারিচক্ষুবিশিষ্ট বিচিহ্নবর্ণ এই দুই কুকুরেব  
মধ্য দিবে দ্রুত চলে যাও ।

—এই চারিচক্ষুবিশিষ্ট সারসেরদ্বয় সমুপবেব গ্রহবীষকণ', এয়া দুজনাই  
যমের দূত ।\*

সরমা সম্পর্কে সায়নাচার্য পূর্বোক্ত ১।১২।৩ স্বকের ভাষ্যে লিখেছেন, “অত্রৈ-  
নমাখ্যানম্ । সরমা নাম দেবতানী পবিত্রির্গোবিন্দত্নাহ তন্ গবেষণাং তাং  
ইন্দ্রঃ প্রোহবীৎ । যথা ব্যাধো বনাক্তগত যুগায়েষণায় স্বানং বিহঙ্গতি তৎ ।  
স চ সরমৈবমবোৎ । হে ইন্দ্র, অস্বদীয়াষ শিশবে তন্ গোশবন্ধি কীরাত্মমং  
যদি প্রযচ্ছসি তর্হি গমিষ্যামি । স তথৈত্যব্রবীৎ । ততো গতা গবাং স্থানম-  
জ্ঞানীৎ । জ্ঞাত্বা চাট্মৈ গুবোদয়ৎ । তথা নিবেদিতাস্থ গোযু তমস্ববাং হবা তা  
গাঃ ইন্দ্রোহলভতেতি ।”

(অন্তর্থা)—সরমা দেবকুকুর্বা । পবিত্রগণেব গাভীগণ অপহৃত্য হলে গাভী  
অহুসদ্ধানের নিমিত্ত ব্যাধ যেমন অরণ্যস্থিত যুগ অবেষণে কুকুর ছেড়ে দেশ  
সেইভাবেই সরমাকে বলেছিলেন । সরমা বশ্যেন, আমাব শাবকের দ্রুত যদি  
দুদ্ধাদি খাদ্য দাও তাহলে যাব । ইন্দ্র তাই হবে বললেন । সরমার দ্বারা  
বিজ্ঞাপিত হয়ে ইন্দ্র অস্বব বধ করে গাভী উদ্ধার কবেছিলেন ।\*

রমেশচন্দ্র দত্তও এই গল্পটাব উল্লেখ করেছেন । “পবি নামক অহুরেরা  
দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে বাধিয়াছিল । ইন্দ্র মরুৎদিগের  
সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন । গাভীর অন্বেষণার্থে সরমা নামী এক দেব-  
কুকুরীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সরমা অহুরদিগের সহিত বন্ধুর করিয়া গাভীকে  
অহুসদ্ধান পাইয়াছিল ।”

বৃহদেবতার এই ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে :

অসুরাঃ পণথো নাম বসাপাবনিবাসিনঃ ।

গান্তেহপঙ্গব্ধবিন্দ্রস্ত জগ্‌হংচ প্রযত্নতঃ ॥

বৃহস্পতিস্তথাপশুদুহৈন্দ্রায় শশংস চ ।

প্রোহিপৌত্তজ দূতীক্‌ত সরমাং পাকশাসনঃ ॥

কিমিত্যজ্ঞোযুজ্ঞাভিস্তাং পপ্রজু পণথোহস্ববা ।

কুতঃ কস্তান্তি কন্যাগি কিং বা কার্ধমিহান্তি তে ॥

অখাব্রবীস্তাং সরমা দৃত্যাক্রী বিচরাম্যাহম্ ।  
 যুমান্ প্রজাশ্চাহিত্ত্বস্তী ঐক্সী গাঈশ্চব পৃচ্ছতি ॥  
 বিদিত্বৈক্সস্ত দৃতীস্তামহ্মরাঃ পাপচেতসঃ ।  
 উচুৰ্মা সরমে গান্ধমিহান্ধাবং স্বসা ভব ॥  
 স্তুত্বস্ত চান্ধ্যা চর্চা যুমান্ভিষ্ণেব সর্বশঃ ।  
 সা ব্রবীন্নাহমিচ্ছামি সস্বক্বং বা ধনানি বা ॥  
 পিবেষং তু পয়স্তাসাং গবাং যান্তা নিগৃহয ॥  
 অহ্মরা স্তাং তথেষতুত্বা তদ্বাজ্জহ পয়স্ততঃ ॥  
 সা স্বভাবাক লৌল্যাক পীড়া তং পয আহ্ময়ম্ ।  
 বয়ং সং বলনং স্তুত্বং বলপুটিকয়ং ততঃ ॥  
 শতযোজন বিস্তারামভবহাং রসাং পুনঃ ।  
 যন্তাঃ পায়ৈহপয়ে তেবাং পূবমাসীক দুর্জয়ম্ ॥  
 পপ্রচ্ছৈক্সস্ত সরমাং কাচিম্গা দৃষ্টবত্যসি ।  
 সা নেতি প্রত্যুবাচৈক্স প্রভাবাদাস্ববস্ত হি ॥  
 তাং জঘান তদা ক্রুদ্ধ উদগীরস্তী পরস্ততঃ ।  
 জগাম সা ভযোধিরা পুনর্যেব পনীন্ প্রতি ॥  
 পয়সস্তস্ত পক্কত্যা যথেন হবিবাহনঃ ।  
 গত্বা জঘান চ পনীন্ গাশ্চ তাঃ পুনবাহয়ৎ ॥<sup>১</sup>

—বলা নদীর অপব পারে বসবাসকারী পশি নামে অস্বরগণ ইক্সের গাভী-  
 সমূহ অপহরণ কবে যত্ন সহকারে লুবিষে রেখেছিল। বৃহস্পতি গাভী অপহৃত  
 হ'তে দেখে ইক্সকে জানিবেছিলেন। ইক্স দৃতী সরমাকে সে দেশে প্রেরণ করলেন।  
 পশি নামক অস্বরগণ সরমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে কল্যাণি, তুমি কোথা থেকে  
 আসছ? কার কি কার্খি বা তুমি এখানে সাধন কববে? সরমা তাদের  
 বললেন, আমি ইক্সের দৃতী। ইক্সের গাভী অধেষণে আগতা হয়ে তোমাদের  
 এবং তোমাদের সন্তানদের কাছে জিজ্ঞাসা করছি। পাপচেতা অস্বরগণ সরমাকে  
 ইক্সের দৃতী ছেনে বললে, সরমা তুমি ইক্সের গাভী অধেষণ কোবো না, আমাদের  
 ভগিনী হও তুমি, আমরা একত্রে এই সমগ্র ধন ভোগ কববো। সরমা বললেন,  
 আমি ভগিনীও বা ধন চাই না, যে গাভী তোমরা লুকিয়ে রেখেছ, আমি তাদের

দুধ পান করবো। অম্লবর্ণগণ ‘তাই হবে’ বলে তাঁব জন্ত হুস্বাহ বল ও গুটিকর দুধ এনে দিলে এবং হৃর্ত্তেজ দুর্গ যার অপূর তাঁবে সেই শত যোজন বিস্তৃত বস। তা উত্তীর্ণ করে দিলে সরমাকে। ইন্দ্র সরমাকে জিজ্ঞাসা কবলেন, তুমি কোন গাভী দেখেছ? অম্লবর্ণের প্রভাবে সরমা কললেন—না। তখন ত্রুঙ্ক ইন্দ্র তাঁকে প্রহার কবলেন। তখন ভবে ব্যাকুল হবে দুধ উদ্গীর্ণ কবতে কবতে সরমা পনিদের দেশে গমন করলেন। অলিত দুধ চিহ্নিত পথ দিবে গমন কবে ইন্দ্র পনিদের হত্যা কবে গাভীগণকে উদ্ধার করেছিলেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১০৮ স্তোত্রে সরমা ও পনিদের কথোপকথন বিবৃত হয়েছে। এই স্তোত্রটিতেও পনিগণ সরমাকে ভয়ঙ্কর আত্মীয়তাব বন্ধনে বদ্ধ করতে চেয়েছে এবং গোশবের ভাগ দিবে প্রলুব্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু সরমা পনিদের কথা বিলম্ব না হয়ে পনিদের গাভী ত্যাগ করে দূবে পলায়ন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইন্দ্র সৰ্বদ্বীষ এই উপাখ্যানটি পরবর্তীকালে আব পল্লবিত হবে ব্যাপ্তি লাভ কবেনি। এই উপাখ্যানের তাৎপর্য প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যোক্ষমূল্য অম্বাধবন করতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং মনে হয়, তিনি প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটনে সন্মত হয়েছেন। তাঁব মতে সরমা উবা, গাভী স্বর্ষকিরণ, পনিদের গোপন স্থান অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোকরশ্মি উবার সাহায্যে উদ্ধার করাই এই উপাখ্যানের নিহিতার্থ। রমেশচন্দ্র ও Maxmuller-এর মত সমর্থন করেছেন। “এ সম্বন্ধে বেদে যে গল্প আছে তাহা প্রাকৃতকালে অন্ধকার বিনাশ ও আলোক প্রকাশ সম্বন্ধে উপমাধটিত গল্প মাত্র।”<sup>১</sup>

Maxmuller লিখেছেন, “The bright cows, the rays of the sun and the rain clouds both go by the same name, have been stolen by the powers of darkness, by the night and her manifold progeny. Gods and men are anxious for their return, but where are they to be found? They are hidden in dark and strong stable, or scattered along the ends of the sky, and the robbers will not restore them. At last in the farthest distance the first signs of the dawn appear. She peers about, and runs with

<sup>১</sup> ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ৭৭, ১১৩/১৩-১৫ বকের চীকা।

lightning quickness, it may be like a hound after a scent across the darkness of the sky.”<sup>১</sup>

John Dowson লিখেছেন, “Sarama is said to have pursued and recovered the cows, stolen by the Pāṇis a myth, which has been supposed to mean that Sarama is the same as ūṣās, the dawn and that the cows represent the rays of the sun, carried away by night.”<sup>২</sup>

গো শব্দের অর্থ যে সূর্যবশ্মি, নিকল্লেখ্য তা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন। ইন্দ্র বলেব গুহা থেকে গাভী অর্থাৎ সূর্যবশ্মি উদ্ধার করেছিলেন। আবার পশিদেব কাছ থেকে সরমার সহায়তায় গাভী বা সূর্যবশ্মি উদ্ধার করেছিলেন। নিকল্লেখ্য-গণের মতে যা অপহৃত হব তাই সরমা। উবা দ্রুত অপহৃত হব। উবার দ্রুত-গামিষেব জন্মই কুকুরীর রূপক গৃহীত হয়েছে। নিকল্লেখ্যের মতে সরমা মাধ্যমিকা বাক্, গো ও মাধ্যমিকা বাক্। মাধ্যমিকা বাক্ বশ্মিকপা বা বিহ্যজ্জপা। দিবাবাজির সংযোগস্থলে মাধ্যমিকা বাক্ বা বশ্মি উদ্ভাসিতা উবাই সরমা।

ইন্দ্র গাভী উদ্ধারে সরঙ্গগণের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

বীন্ চিদারুজহুভিগুহা চিদিম্ব বহিভিঃ।

অবিদ উজ্জিবা অহু ॥<sup>৩</sup>

—হে ইন্দ্র। দৃঢ়হানের ভেদকারী এবং বহনশীল সরঙ্গদিগের সহিত, তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমূহ অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।<sup>৪</sup>

শ্রীঅববিদ গো বা গাভী অর্থে আশোক বা সূর্যবশ্মিকেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তিনি আভ্যন্তরীণ অক্ষরান্বিত আলোককেই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “It is beyond doubt that ‘gau’ is used in the Veda in the double sense of cow and light, the cow is the outer symbol, the inner meaning is the light.”<sup>৫</sup>

“But we meet also another expression, ‘Sapta gāva’, the seven cows or the seven lights, and the epithet ‘Saptagu’ that has seven rays ‘Gu’ (gavah) and ‘gau’ (gavah) bear through out the Vedic hymns this double sense of cows and radiances.”<sup>৬</sup>

১ Science and language—vol II, page 513

২ Classical Dictionary of Mythology—page 282

৩ সংস্কৃত—১৫১৫

৪ অনুবাদ—বিশেষজ্ঞ দত্ত

৫ On the veda—page 12<sup>১</sup>

৬ On the veda—page 141

"Now even the most superficial examination of the Vedic hymns to the dawn makes it perfectly clear that the cows of the Dawn, the cows of the sun are a symbol for light and cannot be anything else."<sup>১</sup>

শ্রীঅববিদ সন্মাকেও উদাকাশে গ্রহণ কবেছেন। "That Sarama is some power of the Light and probably of the dawn is very clear."<sup>২</sup> তবে তিনি সন্মাকে মানবমনের অন্ধকার বিনাশিনী উবা—dawn of Truth in the human mind—বলে গণ্য কবেছেন।

তাণ্ড্যমহাত্মাকণে ইন্দ্র সহস্রসংখ্যক মরুৎকে জয় কবেছিলেন অথবা মরুৎগণের কাছ থেকে সহস্রসংখ্যক গাভী জয় কবেছিলেন। "ইন্দ্রো মরুতঃ সহস্রমজিনাং বাঃ বিশং সোমাব রাজ্ঞে প্রোচ্য।"<sup>৩</sup> সাবন ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "ইন্দ্রঃ পূর্বং সোমাব রাজ্ঞে প্রোচ্য গো-সহস্রলক্ষণং কলমাবয়ো সহাহস্তিতি কথয়িত্বা সহস্রং সহস্র-সংখ্যকান্ মরুতঃ অজিনাং হীনানকরোং। ক্ষিত্বানিত্যর্থঃ। যবা মরুতঃ শকাশাং গো-সহস্রমজিনাং।" —জবের কল সহস্র গাভী আদিত্যেব হবে সোমবাজাকে এই কথা বলে সহস্রসংখ্যক মরুৎকে ইন্দ্র জয় কবেছিলেন। অর্থাৎ হীনবীর্ষ কবেছিলেন। অথবা মরুৎগণের কাছ থেকে সহস্র গাভী জয় কবেছিলেন।

নিকটকার বলেছেন, গো শব্দ আদিত্যকে বোঝায়। "আদিত্যোহপি গোঁকচ্যতে।"<sup>৪</sup> সূর্যরশ্মিও গো শব্দেব প্রতিপাদ্য। "স্বয়মুণঃ সূর্যবশ্মিন্চজয়া গন্ধর্ব ইত্যপি নিগমো ভবতি। সোহপি গোঁকচ্যতে।"<sup>৫</sup> —সূর্যেব স্বয়মুণ নামক বশ্মি সূর্য থেকে নির্গত হয়ে চন্দ্রে গমন কবে। এইজন্য এই বশ্মিকে গো বলে।

ইন্দ্র কর্তৃক পনিগণের নিকট থেকে গো উদ্ধার, মরুৎগণের নিকট থেকে গো-জয় অথবা বশ্মির নিকট থেকে গো উদ্ধার সূর্যেব বশ্মি আহরণ ভিন্ন কিছুই নয়। প্রাতঃকালে চন্দ্রের নিকট থেকে সূর্যের বশ্মি আহরণ ও সবম উপাধ্যানের রূপক হওয়া সম্ভব।

Maxmular মনে করেন যে সন্মার উপাখ্যান হোমারের মহাকাব্যদ্বয়েব উৎস। "But many a myth, that only originates in the Veda may be seen breaking forth in full bloom in Homer. It then we may be allowed a guess, we would recognize in Helen, the sister of the Dioskuroi, the Indian Sarama

১ On the veda—page 142

২ On the veda—page 241

৩ তাণ্ড্যঃ ব্রাঃ—২১।১।১

৪ নিকট—২।১৮

৫ নিকট—২।১।১০



The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the east by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the west. "১

লক্ষণীয় এই যে ঋগ্বেদের একস্থানে গো (গাভী) ও ইন্দ্রের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। "ইমা যা গাভঃ স জনাস ইন্দ্রঃ।"২

—হে মনুষ্যগণ, এই যে গাভীসমূহ—এরাই ইন্দ্র।

ইন্দ্র ও গাভী—সূর্য ও সূর্যরশ্মির অভিন্নতা স্বতঃসিদ্ধ।

ইন্দ্রসারথি মাতলি—ইন্দ্রের রথ চালক মাতলি কাব্যে-পুরাণে প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রসারথি মাতলির উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

মাতলী কবৈব্যর্মসো অঙ্গিবোভিবৃষ্পতি স্বকৃতির্বাধুধানঃ ॥' (মাতলি) মাতলির প্রভু ইন্দ্র কব্য নামক পিতৃলোকদিগের সাহায্যে বৃষিপ্রাপ্ত হইলেন, যম অঙ্গিবা দিগের সাহায্যে এবং বৃহস্পতি ঋক নামক ব্যক্তিদের সাহায্যে।<sup>৩</sup>

যজ্ঞাতলী রথক্রীতময়তং বেদ ভেবদ্ভম্।

তদ্বিত্রো অপুত্র প্রাবেশৎ তদাপো দত্ত ভেবদ্ভম্।<sup>৪</sup>

—মাতলি ক্রয় করে যে অমৃতরূপ ভেবজ লাভ করেছিলেন, রথারূপিত ইন্দ্র সেই ভেবজ জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। হে জন, সেই ঐশ্বর্য আমাদের দাও।

সূর্যের রথচালক অরুণ আর ইন্দ্রের রথচালক মাতলি যে একই, এতখানি বলায় অপেক্ষা আছে না। বামনপুরাণে মাতলির জন্মরূপান্তর কথিত হয়েছে। জন্মাতরের সঙ্গে বৃক্ষে ইন্দ্রবাহন ঐরাবত আহত হলে গন্ধর্বগণ ইন্দ্রকে রথ প্রদান করে। কিন্তু রথে সাবণি না থাকায় ইন্দ্র রথ থেকে ধবাতলে পতিত হন। বলে পৃথিবী কম্পিত হয়। কোন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণপত্নীর অহরোধ তাঁর বালক পুত্রকে বাটীর বহির্দেশে স্থাপিত করেন, কারণ ভূবস্পনের সময় কোন বস্তু বাড়ীর বাইরে রাখলে তা ধ্বংস হয়। বালকটিকে বাড়ীর বাহিরে রাখায় বালকটির রূপভঙ্গ-সম্পন্ন অপর একটি বালক প্রাচ্ছন্ন হন।

দদর্শ বান্ধিতং সমরূপমবস্তিতম্।<sup>৫</sup>

ব্রাহ্মণ্য বনশ্চেন, এই বালক ইন্দ্রের সারথি হন।

১ Science and Language.—vol II (1882), pages 513-16    ২ স্বদেশ—১২৮৫

৩ স্বদেশ—১০১৫-১৬

৪ অমৃতবাহ—স্বদেশচন্দ্র দত্ত

৫ স্বদেশ—১১৩৮/১৩

৬ বামনপুরাণ—৩২১৫৩

না গ্রাহ শ্রবতাং ব্রহ্মণ্ বদিত্বৈ বচনং হিতম্ ।

কাবপাদন্ত যং পৃষ্ঠে হরেব্রহ্ম ভবেদিবম্ ॥<sup>১</sup>

এই কথা বলায় সঙ্গে সঙ্গেই বালক বথচালনাবিশাবদ হয়ে ইন্দ্রের সারথি হনেন ।

ইত্যুক্তবতি বাক্যে চ বাণ এব অচেতনঃ ।

ভরজগাম সাহায্যং কতুং বথবিশাবদঃ ॥

তং ব্রহ্মস্বং হি গন্ধৰ্বা বিশ্বাবস্তুপুৰোগমাঃ ।

জ্ঞাত্বৈশ্বর্যং সাহায্যং তেজসা সমবব্রবন্ ॥<sup>২</sup>

— এই কথা বলাব পর অচেতন বালক বথবিশাবদ হয়ে ইন্দ্রকে সাহায্য করিতে গমন করলেন । বিশ্বাবস্তু প্রভৃতি গন্ধৰ্বগণ তাকে ইন্দ্রের সাহায্যার্থে গমন করিতে দেখে সেই বালককে তেজের দ্বারা বরিত করেছিলেন ।

এই বালক ইন্দ্রের কাছে নিজেকে অগ্নি ও বথচালনাব নিপুণ বলে পরিচয় দিলে, এবং তাব কথা শুনে ইন্দ্র বথে চড়ে আকাশে উঠে শোভা পেতে লাগলেন এবং বালকটি মাতলী নামে খ্যাত হয়ে আকাশে শোভা পেতে লাগলো ।

সোহব্রবীচ্ছমীকপুত্রং মাং স্মাতবং বিদ্ধি বাসব ।

গন্ধৰ্বতেজসা বুদ্ধ্য বাজিমান বিশারদম্ ॥

তক্ষুমা ভগবান্ শক্রঃ খে বভৌ যোগিনাং ববঃ ।

স চাপি বিপ্রতনযো মাতলিনাম বিপ্রতঃ ॥<sup>৩</sup>

এই কাহিনীর অন্তর্নিহিত তাৎপৰ্য অত্যন্ত সহজবোধ্য । ব্রাহ্মণশিল্প কি শিল্প-স্বৰ্ণ নয় ? ইনি ইন্দ্রেরই দ্বিতীয় মূর্তি হিসাবে স্বৰ্ণকণী ইন্দ্রের পদ্মিচালক, এবং ইন্দ্রের সঙ্গেই আকাশে শোভা পেতে থাকেন, স্বৰ্ণসাবিধি অস্ত্র এবং বিষ্ণু বাহন গরুড় যেমন স্বর্গায়িরই প্রতিকল্প<sup>৪</sup> মাতলিও তেমনি স্বর্গায়ির অংশভিন্ন কিছু নন ।

ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধু—পুত্রাণে ইন্দ্রের পুত্রের নাম জবন্ত । খবেদেই ইন্দ্রের পুত্র ও পুত্রবধু উল্লেখ আছে । দশম মণ্ড্যাস্তর্গত অষ্টাবিশতি ব্রহ্মে ইন্দ্রের পুত্রবধু বর্ণিত, —

বিশ্বো ব্রহ্মো অবিরাজগাম সমেদহ স্বস্তরো নাজগাম ।<sup>৫</sup>

(ইন্দ্রের পুত্র বহুব্রজে তাঁহার পত্নী কহিতেছে, আর সকল প্রভুই এলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য। আমার স্বস্তর এলেন না।<sup>১</sup>

দশম মণ্ডলের অনেকগুলি স্তোত্রের স্রষ্টাই বহুব্রজ দ্বিবি। বহুব্রজই ইন্দ্রের পুত্র।

বৃহদেবতাতে ইন্দ্রের পুত্রবধূর উল্লেখ আছে।

স্বয়ংক্রিয়গতান্ দৃষ্টা শত্রুনাগতন্।

যজ্ঞে পারোক্ষবৎ প্রোহ স্বস্তরো নাগতো মম।

যজ্ঞাগচ্ছৎ ভগ্নং ন ধানঃ সোমঃ পিবেনপি।<sup>২</sup>

—ইন্দ্রের স্রবা (পুত্রবধূ) যজ্ঞে অত্যন্ত দেবতাদের সমাগত দেখে পরোক্ষের বলেছিলেন, আমার স্বস্তর এখনও এলেন না। যদি তিনি আসতেন ত এত অন্ন ভোজন করতেন এবং সোম পান করতেন।

পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ সহ ইন্দ্রের মানবিক রূপটি ইতিমধ্যে বিদ্বিপ্ত উল্লেখ থেকে প্রতিভাত হই বৈদিক যুগেই। ইন্দ্রের স্বজ বা তীর্থক সম্বন্ধেই নব্বতমঃ ইন্দ্রপুত্র স্বব্রজ নামে উল্লিখিত হয়েছে। স্বব্রজ স্থানি নিম্নেকের ইন্দ্রপুত্ররূপে উল্লেখ করতে পারেন।

**ইন্দ্রসম্পর্কিত উপাখ্যান**—স্বর্বাগ্নিরপী ইন্দ্র সম্পর্কে কত গল্প-কাহিনীই না সৃষ্টি হইয়াছে যুগ যুগ ধরে। বেদের যুগেই কত কত উপাখ্যান রচিত হয়েছে। অনেক গল্প-কথার মধ্যেই চরিত ছিল আধ্যাত্মিক ও নৈসর্গিক নজ। কিছু কালক্রমে মাতৃস্ব ভুলে গেল প্রকৃত তাৎপর্ষ্য। গল্পের সঙ্গে নৃতনতর গল্প সংযোজিত হইত লাগলো। বহু গল্প-কাহিনীর উৎস স্বদেশ। বৈদিক যুগে যা ছিল রূপক কাহিনী, পরে তা চোলা পরাবিত। বৃহদেবতার ইন্দ্র সম্পর্কিত অনেক উপাখ্যান উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে। বৃহদেবতার একটি উপাখ্যানে অস্তরীর গর্ভে দানবরূপে ইন্দ্রের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। বিবৃষ্ঠা নামী অসুহৃদ ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্শা করেছিল। সে প্রজাপতির কাছে থেকে বহুবিধ বর লাভ করেছিল। ইন্দ্র ও দৈত্য-দানব বধেচ্ছান তার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধে বহু দানবকে হত্যা করত করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহমণ্ডী পুত্রী অসংখ্যবার ধ্বংস করেছিলেন। অবশেষে স্বীয় বীর্যের গর্বে তিনি নিজেই দানবরাজ্য অধিকার করতেন এবং অমৃত মাতার নৃত্র হয়ে দেবতাদের ও বিপর্যস্ত করে তুলতেন। দেবগণ অমিত শক্তিশালী ইন্দ্রের চার্দ্র আহত হয়ে তাঁর চৈতন্তসম্পাদনের নিমিত্ত তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।<sup>৩</sup>

অবশ্য ঋগ্বেদে<sup>১</sup> বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের উল্লেখ থেকেই এই উপাখ্যানের উদ্ভব। ঋগ্বেদে দেবগণ অনেকস্থলে অহুব বিশেষণে বিশেষিত হয়েছে। ক্রমে অহুব শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। ইন্দ্রকর্তৃক দানবগণের পূর্ব বা দূর্গা ধ্বংসের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

আমি একটি উপাখ্যানে ঋক্‌দোষিণী স্বামী পরিত্যক্তা আপালাকে ইন্দ্র আপালাব মুখস্থিত সোমরস পান কবে শ্রীত হয়ে ঋক্‌ দোষ (শ্বেত কুষ্ঠ) নিবারণ কবেছিলেন, আপালাব পিতার উর্বরভূমি উর্বরা কবেছিলেন, আপালাব পিতার কেশহীন মস্তক কেশসমম্বিত কবেছিলেন এবং আপালাব লোমহীন অঙ্গ লোমশ কবেছিলেন।<sup>২</sup> সায়ন ও ৮।১১ সূক্তের ভাষ্যে অম্লকণ কাহিনীর অবতারণা কবেছেন। এই কাহিনীর মূল ঋগ্বেদে ৮।১১ সূক্তের মধ্যেই। এই সূক্তেই আপালাব স্ত্রীসম বর্ণ এবং আপালা ও আপালাব পিতার শারীরিক ও সাংসারিক ক্রটিগুলি ইন্দ্রের রূপায় বিদূষিত হওয়াব প্রসঙ্গ আছে। লক্ষ্যীয় এই যে সূত্রেই কুষ্ঠরোগহব। ইন্দ্র এই কাহিনীতে ভূমিও উর্বরা কবেছেন (অবশ্যই উপযুক্ত বর্ণণের দ্বারা) আবার বৈজ্ঞানিক শারীরিক ব্যাধিও দূর কবেছেন।

**ইন্দ্রের মহিমাচ্যুতি**—ঋগ্বেদে ইন্দ্রের যে মহিমা বীর্ষ ও গৌরব কীর্তিত হয়েছে পরবর্তীকালে ইন্দ্র সেই মহিমা ও বীর্য গৌরব থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত হয়েছেন। অথর্ববেদে ইন্দ্র অস্ত্রান্ত দেবতাদের মত শত্রুবিনাশক দেবতার পবিত্র হয়েছেন। কিন্তু মহাভাবতে-পুর্বাণে ইন্দ্র চরিত্রের মহিমা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ইন্দ্র ভীক ও হীনকর্য্যরূপে প্রায় সর্বত্রই চিত্রিত হয়েছেন। নিম্নেব সিংহাসন বন্ধার চিত্তান্তেই তিনি অহবহ ব্যাকুল। কেউ কঠোর তপস্যায় বত হলেই কিবা কেউ অধিক সংখ্যক যজ্ঞ সম্পাদনে নিবত হলেই ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রহ হাবাবার ভবে তপোভঙ্গ অথবা যজ্ঞ বিনাশে সচেষ্ট হতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি অঙ্গুর প্রেবণ করে তপস্বী তপোভঙ্গ কবে আত্মবক্ষাব প্রয়াস করতেন। এমন কি ঋষি বিধামিজের তপোভঙ্গের ক্ষতও তিনি মেনকাঁকে প্রেবণ কবেছিলেন।

তপ্যমানঃ কিং পুরা বিধামিজো মহং তপঃ ।

স্বভূষণং তাপ্যমাস শত্রুং সুরগণেশ্বরম্ ॥

তপসা দীপ্তবীৰ্য্যোহয়ং স্থানাত্মা চ্যাবযেদিতি ।

ভীতঃ পুৰন্দরস্তম্মাণোনকামিধমব্রবীৎ ॥

\* \* \*

স মাং ন চ্যাবষেং স্থানাং তং বৈ গম্বা প্রলোভয় ।

চব তন্ত তপোবিহ্ন কুক্ষেহবিহ্নমুত্তমম্ ।<sup>১</sup>

—পুরাকালে বিখ্যাত্তি মহৎ তপশ্চারণ কবে দেববান্ন ইন্দ্রকে অত্যধিক তাপিত করেছিলেন। তপশ্চার্য্য প্রদীপ্ত বীৰ্য্য লাভ কবে ইনি আমাকে স্থানচ্যুত কবেন এই ভবে পুষ্পব মেনকাকে বললেন, “ তিনি যাতে আমাকে স্বস্থান থেকে বিচ্যুত করতে না পাবেন, সেইজন্ত তুমি তাঁকে প্রলুব্ধ কব, তাঁব তপশ্চার্য্য বিহ্ন সৃষ্টি কবে আমাকে বিহ্নমুক্ত কব ।

ত্রিশিরাকে তপশ্চ্যুত কববাব জন্ত ইন্দ্র অপ্সরাদেব নিষোগ কবেছিলেন। কিন্তু স্বর্গ বারাসন্ন্যবর্ষ-স্বর্ধকাম হলে ইন্দ্র নিয়পরাধ ত্রিশিবাকে বজ্র দ্বাবা আহত করশেন এবং এক কাঠুরিবাকে প্ররোচিত কবে ত্রিশিবাকে কাঠুরিযাব কুঠাবেব দ্বাবা নিহত কবেন ।<sup>২</sup>

বুদ্ধবধকালেও তিনি ভবে জ্ঞানশূন্য হয়েছিলেন, বাবে বাবে অল্পবর্ণেব আক্রমণে ইন্দ্রকে স্বর্গচ্যুত হতে হয়েছে। তিনি দেবতাদেব অধীশ্বব হবে দেবতাদেবও বক্ষা কবতে পারেন নি, নিষেকেও বক্ষা কবতে পারেন নি, এমন কি শটীকে পর্যন্ত কেলে পশায়ন কবেছেন। পুবাণ<sup>৩</sup> এবং কালিদাসেব কুমাবসম্ভব কাব্য<sup>৪</sup> অনুসাবে তাবকাস্বব স্বর্গেব ইন্দ্র গ্রহণ কবেছিল। মহিষাস্বব, গুপ্ত-নিপুপ্ত প্রভৃতি ইন্দ্রেব অধিকাৰ হবণ কবেছে।

“জিহ্বা তু সকলান্ দেবানিহ্রোহভূয়হিষাস্ববঃ ।”<sup>৫</sup>

গুপ্ত-নিপুপ্তও সকল দেবতাৰ অধিকাৰ হবণ কবে নিজেয়া ইন্দ্র হবে বসেছিল।

ততো দেবা বিনিধূতা ঙ্গেবাজ্যাঃ পরাজিতাঃ ।

হতাধিকাবাজ্জিহ্বা স্তাভ্যাং সর্বে নিরাকৃতাঃ ॥<sup>৬</sup>

পদ্মপুবাণে মহাতপস্বী অদিতি-নন্দন বহুদন্ত এববাব ইন্দ্র লাভ কবেছিলেন।

পুণ্যে তিথৌ তথা স্ববে স্মমুহূর্তে মহামতিঃ ॥

ইন্দ্রে স্থাপিতো দেবৈবভিষিক্তঃ স্মমুহূর্তৈঃ ॥

প্রাপ্তমৈন্দ্রং পদং তেন প্রসাদান্তস্ত চক্রিণঃ ॥

তপশ্চ্যার ভেদস্বী বহুদন্তঃ স্বেশ্ববঃ ॥<sup>৭</sup>

১ মহাভারত, আদিপর্ব—১১৯০৮১, ২৫      ২ মহাভারত, উভোগপর্ব—৮ম অঃ

৩ কালিকাপুঃ—৪৭ অঃ, পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৪২ অঃ      ৪ কুমারসম্ভব, ২য় সগ

৫ চণ্ডী—২১৩

৬ চণ্ডী—২১৫

৭ পদ্মপুঃ, তুমিখণ্ড—২১৩৫-১০৭

—পুণ্যতিথিতে পুণ্যানক্রে, শুভমুহুর্তে বহুদন্ত দেবগণ কর্তৃক শুভ মাস্কন্যাদ্রব্যের  
‘বাবা’ অভিবিক্ত হইয়া ইন্দ্রকে স্থানিত হইয়াছিলেন। চক্ৰী বিষ্ণুর অঙ্গগ্রহে দেববাজ  
ইন্দ্রশব্দ প্রাপ্ত হইয়া তপস্তায় নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বাস্তবিকর বাসায়ণে বাবশপুত্র মেঘনাদ ইন্দ্রকে পবাক্রান্ত কবে লংকায বৈধে  
এনেছিল :

ভর্দৈনঃ মাযয়া বজ্রা ঋসৈশ্চমভিতোহনয়ৎ ।”<sup>১</sup>

মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র ভবানীর কাছে মেঘনাদের পবাক্রম সম্পর্কে বর্ণিতছেন,

বিব্রনাশী কুলিশে, মা, নিমন্তেজে সমবে

রাক্ষস, অগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে ।<sup>২</sup>

মহাভাবতে ইন্দ্র নিজের পুত্র অর্জুনের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য  
হইয়াছিলেন।

একজন ইউরোপীয় পৌরাণিক ইন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, “Indra, ‘in’ the  
puranas, is not the name of a diety, but a title for the king of  
gods. The life of one Indra is said to be a hundred divine  
years, after which period a god or even a meritorious mortal is  
raised to the throne. The surest way for anyone to become Indra  
is to perform one hundred sacrifices on the completion of which  
the reigning Indra has to abdicate.”<sup>৩</sup>

মহাভাবতে দ্রিশিবা ও বৃজবধজনিত পাণ্ডে হতভেজা ইন্দ্র জলমধ্যে আত্ম-  
গোপন করলে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ ষাটিক তেজস্বী ও বশস্বী নহবকে  
ইন্দ্রপদে স্থাপন করেছিলেন। নহব ইন্দ্রপত্নী শতীকে লাভ কববার আত্মত্বিক  
বাসনার অগন্ত্য মুনিব অভিশাপে নর্য্যোনিতে পবিত্র হইয়াছিলেন। ঋনে হয়  
আরোদেব বৃজ বা অহিব রূপান্তর নহব।

প্রথমস্বী পত্নী শতী বিষ্ণুমান থাকার সঙ্গেও ইন্দ্র বাজসত্য স্বর্গবাবাকনা  
পবিত্রোক্ত থাকেন। মর্ডেব স্কন্দবী মানবীর প্রতিও তাঁব শোল্পতা। গৌতম  
ঋষিব ছদ্মবেশে তিনি অনাবাসে মুনিপত্নী অহল্যার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন।  
কৃত্তীব আহ্বানে তিনি কৃত্তীব গর্ভে অর্জুনের জন্মদান কইয়াছিলেন। এ বিষয়ে অবশ্য  
তিনি স্বর্ঘের দৃষ্টান্ত অহুসরণ কইবে থাকবেন।

<sup>১</sup> বাসায়ণ, উত্তরকাণ্ড—৩৪২৭

<sup>২</sup> মেঘনাদবধ—২য় সর্গ

<sup>৩</sup> Epics, Myths and Legends of India—P. Thomas, page 7

পদ্মপুবাণে (ক্রিয়াযোগসার) ইন্দ্র ও পরগন্ধাব উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে দেবরাজ নবযৌবনা স্বন্দবী পদ্মগন্ধার সঙ্গে কামপীড়িত হয়ে তথ্যে বসবাস কবেছিলেন।

একদা ভগবান্ শক্ৰো নানানকায়ভূবিভঃ ।

ক্ৰীড়াগৃহং যযৌ কামী যুবত্যা পদ্মগন্ধবা ॥

পদ্মগন্ধা যমজ্জা সা সস্ত্রাশ্চ নবযৌবনা ।

নানারসপ্রদানেন চকার স্ববশং পতিম্ ॥

সপত্ন্যাঃ স্বর্ণপর্ষদে ততঃ শিশুমুগীদৃশঃ ।

ভক্তাঃ পদতলে জিকৃক্ববাস স্মরণীড়িতঃ ॥<sup>১</sup>

শচী ইন্দ্র ও পদ্মগন্ধাকে একত্র অবস্থিত দেখে উদ্ভবেই তিরস্কার কবেছিলেন।

**ইন্দ্রজাল**—অর্থবোধে ইন্দ্রের জ্ঞানেশ উল্লেখ আছে। অন্তরীক্ষ বা আকাশকে ইন্দ্রেব জাল বলা হবেছে। পৃথিবীর দিক্‌সমূহ জ্ঞানের দণ্ডরূপে জাল ধারণ কবে।

অন্তরিক্ষং জাগমানীজ্জালদণ্ডা দিশো মহীঃ ।<sup>২</sup>

স্বর্ষকপী ইন্দ্রের কোশশে আকাশেশ কত পবিতর্জন—কত রঙের খেলা। তাই পরবর্তীকালে যাদুবিদ্যাকে (magic) ইন্দ্রজাল নামে অভিহিত করা হবেছে।

**ইন্দ্রপূজা**—ইন্দ্রেব চারিজিক অবনতিই ইন্দ্রকে জনগণেশ ভক্তিপ্রজ্ঞা থেকে দূরে নিষ্পেক করেছে। স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজে ইন্দ্র দিক্‌পালগণেশ অন্ততম হিসাবে পূজা পেয়ে থাকেন যে বোন নৈমিত্তিক ধর্মকর্গাচরণে। কিন্তু অসংখ্য বীরবর্নের নায়ক ইন্দ্র প্রায় ইতিহাসেশ পাতায় নিবদ্ধ হয়েছেন। একালে মূর্তি গড়ে ইন্দ্রেব পূজা প্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে পূজার বীতি এককালে প্রচলিত হযেছিল বলে মনে হয়। স্মসকশীষ স্মিথবার্জাদেয় (Smith-এর মতে খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে) অন্ততম ইন্দ্রমিষ্ট্রের মূর্ত্তাব একটি বেদ্য উপরে সন্মানীন ইন্দ্রেব মূর্ত্তি। কোন কোন মূর্ত্তাব সন্নিবের অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ইন্দ্রেব মূর্ত্তি অংকিত আছে।<sup>৩</sup> হুত্তরায় খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে ইন্দ্রেব মূর্ত্তি পূজা প্রচলিত ছিল—এ বিষয়ে সংশয়ের কারণ নেই। কুব্জানন্দেব তত্ত্বসারে ইন্দ্রেব ধ্যানমূর্ত্তি বর্ণিত হযেছে :

১ ক্রিয়াযোগসার—৭২২-৩১

২ স্বর্ষক—৮৫

৩ Ancient Indian Numismatics—S K Chakravarti, page 207

পীতবর্ণঃ সহস্রাঙ্গঃ বজ্রপদবৎ বিভূম্ ।

সর্বালংকার সংযুক্তঃ নৌমীলঃ দিব্যপতীশ্রবম্ ॥<sup>১</sup>

কালিকাপুবাণে ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে পূজা এবং ইন্দ্রধ্বজ পূজার নির্দেশ আছে :

শক্রস্ত প্রতিমাং কুর্বাৎ কাঞ্চনীং দাববীক বা ।

অশ্রুতৈজসমন্ততাং সর্বাভাবে তু যুগ্মবীম্ ॥

তাং মণ্ডলস্ত মধ্যে তু পূজয়িত্বা বিশেষতঃ ।

ততঃ শুভে মুহূর্তে তু কেতুমুখাপযের্গণঃ ॥

বজ্রহস্তা স্ববাণি বহুনেজ পুরন্দর ।

ক্লেমার্থং সর্বলোকানাং পূজেষ্য প্রতীগৃহতাম্ ॥<sup>২</sup>

—স্বর্ণ, কাষ্ঠ অথবা অস্ত্র ধাতু দিবে সর্বাভাবে মূর্তিবা দিবে ইন্দ্রের মূর্তি গড়ে মণ্ডলের মধ্যে স্থাপিত কবে শুভকৰ্ণে ইন্দ্রধ্বজ উত্থাপন কবে ‘হে বজ্রহস্ত, অম্মবহস্তা বহুনেজ পুরন্দর সর্বলোকের মঙ্গলের জন্য এই পূজা গ্রহণ কব ।’—এই মন্ত্রে পূজা কববে ।

কালিকাপুবাণে ইন্দ্র-প্রতিমার একটি বর্ণনাও আছে :

সহস্রনেত্রো গোবাস্কো দ্বিভুজো বামহস্তগম্ ।

বজ্রং গদাং কুশং ধন্তে দক্ষিণেনাপি পাণিনা

ঐরাবতগজশৃঙ্গ বাণতুণীয বক্ষনঃ ।

ধম্মক কক্ষে গৃহ্নাতি সেবমানো মহেশ্বরীম্ ॥<sup>৩</sup>

এই বর্ণনায় ইন্দ্র গৌরবর্ণ, দ্বিভুজ, বামহস্তে বজ্র, দক্ষিণ হস্তে গদা ও কুশ, ঐরাবতে আকুট, পৃষ্ঠে বাণতুণ বহু, কক্ষে ধম্ম ।

বৌদ্ধতন্ত্রে পূর্বদিবের অধিপতি ইন্দ্র পূজিত হযেছেন । “ইহাব এক গুথ, দুই হাত এবং বাহন ঐরাবত হস্তী । একটি হাতে বজ্র ও আবার একটি হাতে স্তন স্পর্শ করেন । ইহাব পীতবর্ণ বড়সন্তবের ছোতক ।”<sup>৪</sup>

তথাপি পুবাণে ইন্দ্র যে স্থানভ্রষ্ট হযেছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং মহাশক্তির কাছে ইন্দ্র একজন সামান্ত বাঙ্গা যাত্র । ইন্দ্রপূজার

১ ৩পকানন ত্বর্নরত্ব সম্পাদিত তন্ত্রমার ( বঙ্গবাণী সং )—পৃঃ ৩১৬

২ কালিকাপুঃ—৮৭ঃ ৩২৫      ৩ কালিকাপুঃ—৭২ঃ ৪২

৪ বৌদ্ধদেবগৌ—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ১১৬



পদ্মপুবাণে (ক্ৰিষাযোগসার) ইন্দ্র ও পদ্মগন্ধাব উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে দেববাজ নবযৌবনা স্তম্ভবী পদ্মগন্ধাব সঙ্গে কামপীড়িত হয়ে স্থখে বসবাস কৰেছিলেন।

একদা ভগবান্ শক্ৰো নানালংকাবভূষিতঃ ।

ক্ৰীড়াগৃহং যযৌ কামী যুবত্যা পদ্মগন্ধয়া ॥

পদ্মগন্ধা বসজ্জা সা সস্ত্রাপ্ত নবযৌবনা ।

নানাবিসম্প্রদানেন চকাব স্ববশং পতিম্ ॥

সপত্ন্যাঃ স্বৰ্ণপৰ্ঘদে ততঃ শিশুসুগৌদৃশঃ ।

তস্তাঃ পদভলে জিম্বুকবাস স্তবপীড়িতঃ ১

শচী ইন্দ্র ও পদ্মগন্ধাকে একত্ৰ অবস্থিত দেখে উভয়কেই তিবন্ধাব কৰেছিলেন।

ইন্দ্রজাল—অথৰ্ববেদে ইন্দ্রের জালেব উল্লেখ আছে। অন্তরীক্ষ বা আকাশকে ইন্দ্রের জাল বলা হযেছে। পৃথিবীব দিক্‌সমূহ জালেব দণ্ডরূপে জাল ধারণ কৰে।

অম্ভবিগং জাদমাসীজ্জালদণ্ডা দিশো মহীঃ ২

সূৰ্য্যকপী ইন্দ্রের কোশলে আকাশেব কত পবিবৰ্তন—কত বস্তুর খেলা। তাই পরবর্তীকালে যাদুবিদ্যাকে (magic) ইন্দ্রজাল নামে অভিহিত কৰা হযেছে।

ইন্দ্রপূজা—ইন্দ্রের চাবিত্ৰিক অবনতিই ইন্দ্রকে জনগণেব ভক্তিপ্রজ্ঞা থেকে দূরে নিষ্পেপ কৰেছে। স্মৃতিশাস্ত্রশাসিত হিন্দুসমাজে ইন্দ্র দিক্‌পালগণের অন্ততম হিসাবে পূজা পেয়ে থাকেন যে কোন নৈমিত্তিক ধৰ্মকৰ্মান্তষ্ঠানে। কিন্তু অসংখ্য বীৰকৰ্মেব নাযক ইন্দ্র প্রাচ ইতিহাসেব পাতায় নিবদ্ধ হযেছেন। একালে মূৰ্তি গড়ে ইন্দ্রের পূজা অপ্রচলিত হযে গেছে। কিন্তু ইন্দ্রের মূৰ্তি গড়ে পূজার রীতি এককালে প্রচলিত হযেছিল বলে মনে হয়। গুপ্তবংশীয় স্মিত্রবাজাদেব (Smith-এর মতে খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে) অন্ততম ইন্দ্রসিদ্ধেব মূৰ্ত্ত্যেব একটি বেদ্যেব উপবে সমাসীন ইন্দ্রের মূৰ্তি। কোন কোন মূৰ্ত্ত্যেব মন্দিরেব অভ্যন্তরে উপবিষ্ট ইন্দ্রের মূৰ্তি অংকিত আছে। ৩ স্তম্ভায় ঋষ্টপূৰ্ব প্রথম শতাব্দীতে ইন্দ্রের মূৰ্তি পূজা প্রচলিত ছিল—এ বিষয়ে সংশযেব কাৰণ নেই। কুক্ষানন্দেব তত্ত্বসাবে ইন্দ্রের ধ্যানমূৰ্তি বর্ণিত হযেছে :

১ ক্ৰিষাযোগসার—৭২২-৩১

২ অথৰ্ব—৮৫

৩ Ancient Indian Numismatics—S K Chakravarti, page 207

পীতবর্ণং সহস্রাঙ্গং বজ্রপদ্মকরং বিভূম্ ।  
সৰ্বালংকার সংযুক্তং নৌমীক্সং দিকপতীশ্ববম্ ॥<sup>১</sup>

কালিকাপুবাণে ইন্দ্রেব মূৰ্তি গড়ে পূজা এবং ইন্দ্রধ্বজ পূজাব নির্দেশ আছে :

শক্রস্ত প্রতিমাং কুৰ্বাৎ কাঞ্চনীং দাববীৰ্য বা ।  
অগ্ন্যৈজ্ঞসমস্তুতাং সৰ্বাভাবে তু মুগ্ধযীম্ ॥  
তাং মণ্ডলস্ত মধ্যে তু পূজয়িত্বা বিশেষতঃ ।  
ততঃ স্তভে মুহূৰ্ত্তে তু কেতুমুখাপধেম্পঃ ॥  
বজ্রহস্তা হুবাভিন্ন বহ্নেনেজ্র পুৰন্দব ।  
ক্ষেমার্থং সৰ্বলোকানাম পূজ্যেব প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥<sup>২</sup>

—স্বর্ণ, কাষ্ঠ অথবা অস্ত্র ধাতু দিবে সৰ্বাভাবে মূৰ্ত্তিকা দিবে ইন্দ্রেব মূৰ্তি গড়ে মণ্ডলেব মধ্য স্থাপিত কবে স্তভক্ষেণে ইন্দ্রধ্বজ উত্থাপন কবে ‘হে বজ্রহস্ত, অস্ত্রবহস্তা বহ্নেনেজ্র পুৰন্দব সৰ্বলোকেব মঙ্গলেব জন্ত এই পূজা গ্রহণ কব।’—এই মন্ত্ৰে পূজা কবে ।

কালিকাপুবাণে ইন্দ্র-প্রতিমাব একটি বর্ণনাও আছে :

সহস্রনেত্রো গোঁবাক্ষো দ্বিভুজো বামহস্তগম্ ।  
বজ্রং গদাং কুশং যন্তে দক্ষিণেনাপি পাণিনি  
ঐবাবতগজহস্ত বাণতুণীয বহ্ননঃ ।  
ধ্বশ্চ কক্ষে গৃহ্নাতি সেবমানো মহেশ্বরীম্ ॥<sup>৩</sup>

এই বর্ণনায ইন্দ্র গোঁববর্ণ, দ্বিভুজ, বামহস্তে বজ্র, দক্ষিণ হস্তে গদা ও কুশ, ঐবাবতে আকট, পৃষ্ঠে বাণতুণ বহ্ন, কক্ষে ধ্বশ্চ ।

বৌদ্ধতন্ত্রে পূৰ্বদিকেব অধিপতি ইন্দ্র পূজিত হযেছেন । “ইহাব এক গুখ, দুই হাত এবং বাহন ঐবাবত হস্তী । একটি হাতে বজ্র ও আন একটি হাতে স্তন স্পর্শ কবেন । ইহাব পীতবর্ণ বস্ত্রসম্ভবেব ভোতক ॥”<sup>৪</sup>

তথাপি পুবাণে ইন্দ্র যে স্থানব্রষ্ট হযেছেন তাতেও কোন সন্দেহ নেই । ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বব এবং মহাশক্তিয কাছে ইন্দ্র একজন সামান্ত বাজা মাত্র । ইন্দ্রপূজাব

১ ৮পঞ্চানন ভৰ্গবত্ৰ সম্পাদিত তন্ত্রসার ( বঙ্গবাদী সং )—পৃঃ ৬১৬

২ কালিকাপুঃ—৮৭২৩-২৫      ৩ কালিকাপুঃ—৭২।৪৮-৪৯

৪ বৌদ্ধদেবদেবী—বিনয়তোব ভট্টাচার্য—পৃঃ ১১৩

প্রতীক হিসাবে ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রচলনও বহু প্রাচীন। কালিকাপুৰাণে বলা হয়েছে যে, সূৰ্য সিংহরাশিতে অবস্থানকালে ভাদ্রমাসে শ্রবণা নক্ষত্র সমন্বিত দ্বাদশীতে ইন্দ্রধ্বজ পূজা বিধেয়, অষ্টমী তিথিতে বেদীতে ধ্বজ স্থাপন কৰতে হয়।

ততো নীচা পুৰুষাবং কেতুর্নিধীষ তত্র বৈ।

স্করাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কেতুং বেদীং প্রবশয়েৎ ॥<sup>১</sup>

মহাভাবত থেকে ইন্দ্রধ্বজ পূজার কথা জানা যায়। ইন্দ্র উপবিচর বস্তুকে ধ্বজ প্রদান কৰেছিলেন।

যষ্টিঞ্চ বৈণবীং তন্মৈ দদৌ বুদ্ধনিসৃদনঃ।

ইষ্টে প্রদানমুদ্ভিক্ত শিষ্টানাম্ প্রতিপালিনীম্ ॥

তস্তাঃ শক্রস্ত পূজার্থং ভূমো ভূমিপতিস্তদা।

প্রবেশং ক্রিষতে বাজন্ যথা তেন প্রবর্তিতঃ ॥<sup>২</sup>

—উপবিচর বস্তুকে বুদ্ধহস্তা ইন্দ্র কল্যাণ প্রদানেব উদ্দেশ্যে শিষ্টজনেব পালন-কাৰী বেহুময়ী যষ্টিদান কৰেছিলেন। সেই বাজা সেই যষ্টিব পূজাব জন্ত যেভাবে যষ্টিকে গৃহে স্থাপন কৰেছিলেন, হে রাজন, সেইভাবে ধ্বজ প্রবেশ কৰাতে হবে।

ববাহমিহিৱ প্রণীত বৃহৎসংহিতায় কথিত হৰেছে যে ইন্দ্র তাঁব ধ্বজ উপবিচর বস্তু নামক চেদিবাজকে দান কৰেছিলেন। সেই বাজা ভাদ্রমাসেব স্করপক্ষেব অষ্টমী তিথিতে ধ্বজ নগরে প্রবেশ কৰিৰেছিলেন।

ভাদ্রপদস্করপক্ষস্তাষ্টম্যাঃ নাগবৈবর্ত্তো বাজা।

দৈবজ্ঞ সচিব কঙ্কু কি বিপ্রমুখৈঃ স্ববেশধৰৈঃ।

অহতাস্বরসংবীতাং যষ্টিং গোবন্দবীং পুং পৌরৈঃ।

শ্রগংগন্ধপুষ্পকোং প্রবেশযচ্ছত্বৰ্ণবৰৈঃ ॥<sup>৩</sup>

—ভাদ্রমাসেব স্করপক্ষে অষ্টমী তিথিতে নগরবাসিগণ, দৈবজ্ঞ, মন্ত্রী, কঙ্কুকী, স্ববেশধারী প্রদান প্রদান ব্রাহ্মণগণে পবিত্রত হয়ে অবিচ্ছিন্ন বস্ত্রসমন্বিত ইন্দ্রেব যষ্টি মালা-চন্দন-ধূপ সহ শঙ্খতুৰ্ণ প্রতীতি বাজববেব সঙ্গে পুৰবাসিগণেব সন্মুখেই নগরে প্রবেশ কৰিৰেছিলেন।

ইন্দ্রধ্বজের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি উপাখ্যান বৃহৎসংহিতায় বিবৃত হয়েছে। দেবগণ অসুখ-পীড়িত হয়ে ব্রহ্মাব নিকট অসুখ ধ্বংসেব উপায় জানতে চাইলে,

ব্রহ্মা বললেন, বিষ্ণু তোমাদের যে কেতু দান করবেন, সেই কেতু দর্শন কবে দৈত্যগণ সমবে স্থিৎ থাকতে পাবে না। দেবগণ ব্রহ্মাৰ বর লাভ কবে ক্ষীরোদ-সাগরের তীবে বিষ্ণুকে স্তব কবে সকল ব্যাপার বিজ্ঞাপিত কবলেন। সেই শরৎ-কালীন সূর্যের স্তায় দীপ্যমান ধ্বজ দেখে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন এবং এই ধ্বজেব সাহায্যে তিনি শত্রুৎসব কবলেন।

তৈঃ সংস্কৃতঃ দেবস্তুতোষ নাবাষণো দদৌ চৈবাম্ ।

ধ্বজমস্তুবপুববধুমুখকমলবনতুবাবতীস্বাস্তম্ ॥

তং বিষ্ণুতেজোভবমষ্টচক্রে রথে স্থিতঃ তাস্মতি রত্নচিহ্নে ।

দেদৌপ্যামানং শবদীৰ সূর্যং ধ্বজং সমাসক্ত মুমোদ শত্রুঃ ॥<sup>১</sup>

—দেবতাদেব দাবা স্তুত হবে দেব নাবাষণ দেবতাদের দান করলেন অস্তুব-কুলেব পুববধুদেব মুখকমলেব তুবাববকণ তীক্ষ্ণকিবণময ধ্বজ। বহুশোভিত উজ্জ্বল অষ্টচক্রবধে স্থাপিত বিষ্ণুতেজনিমিত শবৎকালীন সূর্যেব মত দীপ্তিশালী ধ্বজ প্রাপ্ত হবে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন।

বিষ্ণুতেজ নির্মিত শবৎকালীন সূর্যেব স্তায় দীপ্ত তীক্ষ্ণ কিবণময ধ্বজযষ্টি বর্ষা-পগমে শাবদ সূর্যেব অথবা সূর্যবস্মির প্রতিকপ। স্বায়েদে বিষ্ণু সূর্যের এক নাম। পুবাণেও বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যেব অন্ততম। স্ততবাং ইন্দ্রধ্বজ পূজা সূর্যের প্রতীক উপাসনা ভিন্ন কিছুই নয়। কেতু শব্দের অর্থ চিহ্ন বা প্রতীক। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সূর্যকপী হওয়ায় অভিন্ন। স্ততবার্থ বিষ্ণুধ্বজ ও ইন্দ্রধ্বজ অভিন্ন। বর্ষায় অপগমে শরৎের স্মরণ বর্ষণকালে আকাশে দৃষ্ট ইন্দ্রধ্বজ বা ইন্দ্রধ্বজ (প্রচলিত বামধ্বজ) সূর্য-বস্মির বিচ্ছুরিত বর্ণলম্ব ভিন্ন কিছুই নয়। ইন্দ্রের দৈত্যবিজয় হয়েছিল বর্ষাকালে। শরৎ আরম্ভে তাই ইন্দ্রধ্বজ পূজা বা ইন্দ্রোৎসব। বর্তমানকালেও ইন্দ্রধ্বজপূজা বা ইন্দ্রপূজাব সংক্ষিপ্ত রূপ দৃষ্ট হয়। ইদপবব নামে এই উৎসব পরিচিত। আচার্য যোগেশচন্দ্র বাব লিখেছেন যে, “বীকুড়া জেলায় ইন্দ্র-উৎসব হয়। এই উৎসবেব নাম ইন্দ্রধ্বজোত্তলন। তাত্র শুক্ল-দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রোৎসব হয়ে থাকে। এই উৎসবেব নাম ইদ পবব।”<sup>২</sup>

ভবভম্বনিব নাট্যশাস্ত্রে দেবগণকর্তৃক নাট্যাভিনয়কালে দেবগণ নিজ নিজ জব্যাদি প্রদান কবেছিলেন। ইন্দ্র প্রীত হয়ে প্রথমেই প্রদান কবেছিলেন তাঁব শুভস্বয় ধ্বজ—“প্রীতস্ত প্রথমঃ শত্রো মন্তবান্ স্বধ্বজং স্ততম্ ॥”<sup>৩</sup> নাট্যাভিনয়কালে

দানবগণ বিঘ্ন সৃষ্টি কবতে থাকায় ইন্দ্র মহাশক্তিশালী ধ্বজেব সাহায্যে অশ্রুবদেব জর্জরিত করতে থাকায় ধ্বজেব নাম জর্জব ।

উখাষ হবিত্ত শক্রঃ ক্রোধাৎ জগ্রাহ স্বঃ ধ্বজম্ ।

সর্ববজ্রোজ্জলন্তং তু কিঞ্চিদুত্তলোচনঃ ।

বংগপীঠগতান্ বিঘ্নানশ্রুবাংষ্ট্রৈব দেববাহি ॥

জর্জরীকৃতদেহান্তানকবোজ্জর্জবেণ সঃ ॥

নিহতেষু চ সর্বেষু বিঘ্নেষু সহ দানবৈঃ ॥

সংগ্রহস্ত ততো বাক্যমাহঃ সর্বে দিবৌকসঃ ।

অহো গ্রহবৎ দিব্যমাসাদিত্য স্বযা ॥

নাট্যবিধ্বংসিনঃ সর্বে যেন তে জর্জবী-কৃত্যঃ ।

তস্মাজ্জর্জব ইত্যেব নামতোহবং ভবিত্তি ।’

—ক্রতগতিতে উঠে ক্রোধে ঘূর্ণিতলোচন ইন্দ্র সর্বপ্রকার বস্তুর দ্বারা দীপ্ত সেই ধ্বজ গ্রহণ কবলেন । সেই দেববাহু বঙ্গপীঠে সমাগত বিঘ্নরূপী অশ্রুবদেব ধ্বজেব দ্বারা জর্জরিত কবলেন । বিঘ্নসহ দানবগণ বিনষ্ট হলে দেবগণ প্রফুল্ল হইবে বললেন, “যেহেতু এই ধ্বজ নাট্যধ্বংসকারী অশ্রুবদেব জর্জরিত করেছে, সেইজন্য ধ্বজেব নাম হবে জর্জব ।

অতঃপব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রভৃতি দেবগণ, বাহুকি, তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ ধ্বজে অধিষ্ঠিত হলেন,—

শিবঃ পর্বস্থিতো ব্রহ্মা দ্বিতীয়ে শংকবস্তথা ॥

তৃতীয়ে ভগবান্ বিষ্ণুচতুর্থে কন্দ এব চ ।

পঞ্চমে চ মহানাগাঃ শেষবাহুকিতক্ষকাঃ ॥

এক বিঘ্নবিনাশায় স্থাপিতা জর্জরে স্রবাঃ ॥’

ডঃ বমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন মধ্যযুগের বাঙ্গলাদেশে (পাল ও সেন যুগে) ইন্দ্রোধ্বজ উত্তোলনের উৎসব প্রচলিত ছিল । সেই যুগে শক্রোখান নামে একটি উৎসব ছিল । ভাট্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে ইন্দ্রের কার্ঠিনীর্ষিত বিশাল ধ্বজদণ্ড উত্তোলন করা হইত । এই উপলক্ষে স্রবেশধারী নাগবিকগণ সমবেত হইতেন এবং রাজা স্বয়ং দৈবজ্ঞ, মণিচি, কঙ্কুকী ও ব্রাহ্মগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া উৎসবে

যোগদান করিতেন। এই জাতীয় উৎসব এখন একেবাবেই লোপ পাইয়াছে।”<sup>১</sup>

ডঃ হুকুমার সেন বলেছেন, “একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতেই অনেকগুলি পুরানো ধর্মোৎসব লোপ পেয়ে আসছিল। তাব মধ্যে একটি হচ্ছে শক্রবর্জ্যেখান। সেকালে সাধারণত ধনীবাণিকেরাই শক্রবর্জ্য প্রতিষ্ঠা করত।”<sup>২</sup>

ডঃ সেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে কবি গোবর্ধন আচার্য্যচিত্রিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। শ্লোকটি এই :

তে শ্রেষ্ঠিনঃ ক সম্প্রতি শক্রবর্জ্য যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ ।

ঈশাং বা মেচি বায়ুনাতনাস্থাং বিদ্বিস্তিস্তি ॥

—হে শক্রবর্জ্য, সম্প্রতি কোথায় সেই শ্রেষ্ঠীরা যারা তোমাকে উন্নত কবে গিয়েছিল। এখানকার লোক তোমাকে লাঙ্গলেন ইব অথবা গোকর্ষাধবায় গৌজ কবতে চায়।<sup>৩</sup>

তবে ইঙ্গপূজা এখনও একেবাবে লুপ্ত হব নি। মেদিনীপুর জেলা থেমাশালী গ্রামে প্রতিবৎসব ভাদ্রমাসে ইঙ্গপূজা হয় ও এই উপলক্ষেও মেলা বসে।<sup>৪</sup>

বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর্বে ১লা ভাদ্র বন থেকে কেটে আনা শালবৃক্ষকে ইঙ্গবাদনীর দিনে ইঙ্গ বা ইন্দ্রপূজা করা হয় ও উৎসব পালন করা হয়।<sup>৫</sup>

ইঙ্গপূজার বিরোধিতা ঋষদেব আমল থেকেই কিছু কিছু ছিল। ঋষদেব ২১২ স্তোত্রে ঋষি গৃৎসমদ অবিশ্বাসীকে লক্ষ্য কবে ইঙ্গের গুণাবলী কীর্তন করেছেন এবং বারংবার ঘোষণা করেছেন—“সঃ জনাস ইঙ্গঃ।” —হে জনগণ, এই সমস্ত গুণাবলী ঈশ, তিনিই ইঙ্গ। কেউ কেউ মনে করেন যে আর্ষদেব মধ্যে একটি গোষ্ঠী ছিলেন, যারা ইঙ্গপূজার বিরোধী। একটি ঋকে ইঙ্গের অস্তিত্বে পুরোপুরি সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে—

প্রস্থ স্তোমং ভরত বাজবন্ত ইঙ্গায় সত্যং যদি সত্যমস্তি ।

নেম্রো অস্তীতি নেম উ ঙ্গ আহ ক ঙ্গ দদর্শ কমভিষ্টবাম।<sup>৬</sup>

—ইঙ্গ আছেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইঙ্গের উদ্দেশ্যে সত্যভূত স্তোত্র উচ্চারণ কর। নেম বলেন, ইঙ্গ নামে কেহ নাই। কে তাহাকে দেখিয়াছে, আমরা কাহাকে স্তুতি কবিব ?<sup>৭</sup>

১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় সং., পৃঃ ১২০

২ প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী -- বিব-বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫০), পৃঃ ৩৮

৩ অনুবাদ—ডঃ হুকুমার সেন

৪ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও বেনা, ৩য় পৃঃ, পৃঃ ৩২৭

৫ ভদেব—৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৭৮

৬ ঋগ্বেদ—৮।১০।৩

৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

ঋগ্বেদেব আৰ এক স্থানে ইন্দ্রেব আক্ষেপ স্তনতে পাই :

ন নুনমস্তি নো ঃ কস্তধেব যদজুতম্ ।

অমৃত্ত চিত্তমভিসংক্ৰেণ্যনুতাদীতং বিনশ্ৰতি ॥<sup>১</sup>

—বিচাৰ কবিতা দেখিলে, (অথবা, নিশ্চয়ই) অমৃতকাৰ আমাৰ হবি নাই, কল্যাকাৰ 'ত নাই-ই'। যাহা ভাবী তাহা কে জানে? অপবেব চিত্ত চঞ্চল (আমাৰ উদ্দেশ্যে) হবি চিন্তিত বা অভিপ্ৰেত হইলেও তাহা বিনষ্ট হইল।<sup>২</sup>

ইন্দ্র নিজেই এই উক্তি কৰেছেন। একপ উক্তিৰ গূঢ় অৰ্থ হয়ত কৰা যায়। কিন্তু মন্ত্ৰটির মধ্যে ইন্দ্রপূজা সম্পর্কে যে বিৰূপ মনোভাব গোপন থাকে নি, তা পাঠক মাজেই বুঝতে পাববেন।

জৈন্ম্ আবেস্তাৰ উদাহৰণ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে ইন্দ্রপূজাৰ বিৰোধী ছিলেন পাবস্ত-ইবাণ অঞ্চলেৰ আৰ্যগণ। ডঃ অবিনাশচন্দ্ৰ মনে কবেন যে ইন্দ্রবিৰোধী ব্যক্তিগণই ভাৰতবৰ্ষ ত্যাগ কৰে ইবাণ অঞ্চলে বসবাস কৰে-ছিলেন। "The followers of Abura Mazda felt such a great repugnance for the name of Indra, to whose prowess were ascribed their defeat and slaughter by Vedic Aryans, that they came to look him as Devil himself and his votaries as Devil-worshippers, though, strangely enough, Indra's epithet of Vrethraghna- was retained by them as the epithet of their supreme-angel."<sup>৩</sup>

ডঃ দাসেৰ মতে পণিরা ইন্দ্রপূজাৰ বিৰোধী ছিলেন। এবং তাবাই ভাৰত-ভূমি থেকে উত্তৰ-পশ্চিমে প্ৰসাৰিত হয়েছিলেন। পণিবাই কিনিশীষ (Phoeni-  
oian নামে পরিচিত হয়েছেন।

ভাণ্ডারহাব্ৰাহ্মণে ইন্দ্রপূজাৰ বিৰোধিতাব কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। "ইন্দ্রোহিকামযত পাণ্‌মানং ভাতৃব্যং বিহত্মমিতি স এতৎ বিঘ্ননমপশ্চন্তেন পাণ্‌মানং ভাতৃব্যং ব্যহ্ন পাণ্‌মানং ভাতৃব্যং হতে য এব বোদ ।"

—ইন্দ্র চেয়েছিলেন পাপৰূপ (বিৰোধী) শব্দকে হত্যা কৰতে তিনি হনন চিন্তা কৰলেন, পাপৰূপ (বিৰোধী) শব্দকে হত্যা কৰেছিলেন এই যজ্ঞেৰ দ্বাৰা, তাই এই যজ্ঞেৰ নাম বিহন।

ভাঙ্ক্যাব সাযনাচার্য এই ব্যক্ত্যটি সম্পর্কে লিখেছেন, “পুরা কদাচিৎ ইন্দ্রং  
বাজ্ঞানং মরুদাদিগণদেবতাঃ প্রজ্ঞা উদ্ধৃষ্টা ভূত্বা নাহপূজয়ন্ । তদানীং পূজাপ্রতি-  
বন্ধহেতুং পাপকপং শত্রুমেতেন ক্রতুনা বিশেষণং হতবান্ । অতো বিঘননহেতু-  
দ্বাদশ বিঘনননামকস্বম্ ।” —পূর্বকালে কোন সময়ে প্রজাকপী মরুৎ প্রভৃতিগণ-  
দেবতা বিদ্রোহী হয়ে ইন্দ্রকে পূজা কবেন নি । সেই সময়ে পূজা প্রতিবন্ধকেব  
হেতুভূত পাপকপ শত্রুকে এই যজ্ঞেব দ্বারা বিনষ্ট করা হয় । বিঘ্ন নাশের জন্য  
এই যজ্ঞেব নাম বিঘনন ।

তৈত্তিরীয ব্রাহ্মণে এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে : “ইন্দ্রং বৈ স্বা  
বিশো মরুতো নাহপাচাযন্ । সোহনপচ্যমান এতং বিঘনমপশ্যৎ । তমাহবতনা ।  
এতেনাহজযত ।”<sup>১</sup> —ইন্দ্রের নিজের রাজ্যে মরুদগণ ইন্দ্রকে পূজা করলেন ।  
অনচিত হয়ে তিনি এই বিঘনন নামক যজ্ঞ দর্শন কবলেন । সেই যজ্ঞেব  
অঙ্কুষ্ঠান করলেন । তাব দ্বাৰা জয়লাভ করলেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইন্দ্রবিবোধিতার ইঙ্গিত আছে । শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা  
গোপরাজ নন্দ ইন্দ্রপূজার আয়োজন কবলে শ্রীকৃষ্ণ তাতে বাধা সৃষ্টি কবেছিলেন ।  
তিনি নন্দকে জানালেন যে ইন্দ্রযজ্ঞেব জন্য আয়োজিত দ্রব্যালম্ভার গো, ব্রাহ্মণ  
এবং পর্বতের সেবার ব্যয়িত হোক ।

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানামস্ত্রেষ্ঠাবভ্যতাং মথঃ ।

য ইন্দ্রযাগসম্ভাবা স্তৈবযং সাধ্যতাং মথঃ ।<sup>২</sup>

যজ্ঞ বন্ধ কবাব জন্য কোপিত ইন্দ্র প্রবল বর্ষণ শুরু কবলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ  
গোবর্ধন গিবি ধাবণ কবে গোকুলবাসীকে বন্ধা কবে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ কবেছিলেন ।

এইভাবে বেদেব শ্রেষ্ঠ দেবতা ইন্দ্রের পূজার বিরোধিতা বৈদিক যুগ থেকেই  
চলে এসেছে যুগ যুগ ধবে । তথাপি বৃষ্টির অধিকর্তা হিসাবে এবং যুগ্নহস্তা  
হিসাবে ইন্দ্রের মহিমা সহস্র সহস্র বৎসব পবেও হিন্দুর মন থেকে বিলীন হয়ে  
যায় নি ।



## পৰ্জন্ত্য

বেদে-পুৰাণে পৰ্জন্ত্য নামে এক দেবতাব সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। স্থবি যে  
পৰ্জন্ত্যকে স্তব কবেন, তিনি অস্তবীক্ষেণ পুত্ৰ, জলদানে সমৰ্থ।  
পৰ্জন্ত্যায় প্রগাথত দ্বিবন্ পুত্ৰাধমীভপূবে  
স নো যবসমিচ্ছতু ॥<sup>১</sup>

—অস্তবীক্ষেণ পুত্ৰ সেচনসমৰ্থ পৰ্জন্ত্যদেবের উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ কব। তিনি  
আমাদেব অন্ন ইচ্ছা কলন।<sup>২</sup>  
পৰ্জন্ত্যদেব প্রাণী ও উদ্ভিদেব গৰ্ভস্বৰূপ :  
যো গৰ্ভমোষধীনাং কৃণোত্যৰ্ভতাং  
পৰ্জন্ত্যঃ পৰুৰীপান্ ॥<sup>৩</sup>

—যে পৰ্জন্ত্যদেব গুৰুধিসমূহেব, গোসমূহেব, অশ্বসমূহেব ও নাবীগণেব গৰ্ভ  
উৎপাদন কবেন।<sup>৪</sup>  
পৰ্জন্ত্য সমস্ত ভূবনেব অধীশ্বৰ, তাঁব থেকেই জল বৰ্ষিত হন।  
যশ্ৰিদিযানি ভূবনানি তদ্বৃন্তিস্রো তাবদ্রেবা সস্কৰণঃ।  
জবঃ ক্ৰোশাস উপসেনানাসো মধ্বঃ শোভংতাভিতো বিদ্বপ্শ্ম ॥<sup>৫</sup>

—সমস্ত ভূবন বাঁহাতে অবস্থিত, বাঁহাতে ছালোক প্রভৃতি (লোক) জব  
(অবস্থিত), বাঁহা হইতে আপসবন তিন প্রকাৰে বিনিৰ্গত হয়। উপসেনকব  
তিন প্রকাৰ মেঘ, যে মহান (পৰ্জন্ত্যেব) চাৰিদিকে মধ্বক বৰণ কবেন।<sup>৬</sup>  
সাবনেব মতে তিন প্রকাৰ মেঘ : প্রাচী, প্রতীচী ও অবাচী।  
পৰ্জন্ত্যদেবের কৃপাৰ বৃষ্টি পতিত হয়, গুৰুধিসমূহ কলবান হয়।  
মৰোহুবো বৃষ্টিবঃ সংজ্ঞমে ব্রহ্মিগ্নলা গুৰুধিদেব গোপাঃ ॥<sup>৭</sup>

—আমাদিগেব জন্তু ভূখলন বৃষ্টি পতিত হউক।<sup>৮</sup>  
সেই গুৰুধিসমূহ বৃক্শবৃক্শ হউক।<sup>৯</sup>

১ স্বৰ্বেদ—৭।১০২।১  
৪ অস্তবীক্ষেণ—ভবেব

২ স্বৰ্বেদ—৭।১০১।৫  
৫ স্বৰ্বেদ—৭।১০১।৫

৩ অস্তবীক্ষেণ—ভবেব  
৬ স্বৰ্বেদ—৭।১০১।৫

৭ স্বৰ্বেদ—৭।১০১।৫  
৮ অস্তবীক্ষেণ—ভবেব

৯ স্বৰ্বেদ—৭।১০২।২  
৩ অস্তবীক্ষেণ—ভবেব

পৰ্জন্ত স্থাবৰ জঙ্গমেব আত্মা—ওষধিসমূহকে জীবন্ত কয়েন :

স বেতোঁধা বুৰভঃ শখতীনাং তস্মিন্ৰাত্না জগতন্তমুখম্ ॥

তন্ম স্তব পাতু শতশাবদায যুগং পাতু স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥<sup>১</sup>

—সেই পৰ্জন্ত বুৰভেব ত্ৰায় বহুতব ওষধিসমূহের প্রতি বেতঃ আধান কবেন ।  
স্থাবৰ ও জঙ্গমেব আত্মা তাঁহাতেই ( বাস কবে ) । তৎপ্রদত্ত জল শতবর্ষব্যাপী  
জীবনের জন্ত আমাকে বক্ষা করুন । তোমরা সর্বদা আমাকে স্বস্তি দ্বাৰা পালন  
কর ।<sup>২</sup>

বর্ষাকালে পৰ্জন্তপ্রদত্ত বৃষ্টিতে মণ্ডুকগণ হুই হয়ে ওঠে ।

যদী মেনা উশতো অভ্যবর্ষীভূত্বাবতঃ প্রাবৃষ্ণাগতাযাং ।

অবথলীকৃত্যা পিতয়ং ন গুজো অন্তো অন্তম্পবদং তসেতি ॥<sup>৩</sup>

—বর্ষাকাল আগত হইলে পৰ্জন্ত যখন বামনাবান্ ও তুর্কার্ত মণ্ডুকগণকে জল-  
দ্বারা সিক্ত কবেন, তখন পুত্রে যেমন অথংল শব্দ কবতঃ পিতার নিকট গমন করে,  
সেইকপ এক মণ্ডুক অন্তেব নিকট গমন কবে ।<sup>৪</sup>

পৰ্জন্ত জ্যোতির্গম বাক্যজ্ঞেয় স্বরূপ (ঋক্-সাম-যজু অথবাঃ)জ্ঞত, বিলম্বিত ও মধ্যম  
তিনপ্রকার মেঘধ্বনি ), মেঘদোহনকাৰী এবং ওষধিসমূহের গৰ্ভ উৎপাদক ।

তিষো বাচঃ প্রবদ জ্যোতির্জগ্ৰা বা এতদ্ভূত্রে মধুদোষমুধঃ ।

স বৎসং কৃগন্ গৰ্ভমোষধীনাং সতো জাতো বুৰভো বোববীতি ॥<sup>৫</sup>

—অগ্রভাগে জ্যোতির্বিশিষ্ট যে তিন প্রকার বাক্য উদক উৎপাদক মেঘকে  
দোহন কবে, সেই বাক্য উচ্চারণ তিনিও সহবাসী ( বৈদ্যুতান্নি ) প্রাচুর্ভূত কবতঃ  
এবং ওষধিসমূহেব গৰ্ভ উৎপাদন করতঃ সত্ত্ব উৎপন্ন হইয়া বুৰভেব ত্ৰায় শব্দ  
করিতেছেন ।<sup>৬</sup>

জ্যোতির্বিশিষ্ট মেঘদোহনকাৰী বৃষ্টিদাতা ভেককুলের হর্ষোৎপাদক স্থাবর-  
জঙ্গমেব আত্মাস্বরূপ ওষধিসমূহে কলদাতা বিশ্বভুবনেব গৰ্ভস্বরূপ পৰ্জন্ত দেবতা  
স্বরূপতঃ ইন্দ্র বা সূর্য্যায়ির সঙ্গে অভিন্ন । মেঘ বা বর্ষণের দেবতা ইন্দ্র ও পৰ্জন্তের  
পার্থক্য অনুভূত হয় না । শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্র ও পৰ্জন্ত অভিন্ন :

পৰ্জন্তো ভগবানিন্দ্রো মেঘান্তস্তান্মূৰ্ত্তযঃ ।

তেহভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রাণনং জীবনং পয়ঃ ॥<sup>৭</sup>

১ ঋগ্বেদ—৭।১০২৬

৪ অনুবাদ—ভসেব

২ অনুবাদ ক্রমশচর্য দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—৭।১০১১

৭ ভাগবত—১০।২৪।৮

৩ ঋগ্বেদ ৭।১০৩৩

৬ অনুবাদ—ভসেব

—পৰ্জন্তাই ভগবান্ ইন্দ্র, মেঘসমূহ তাঁরই নিজের মূর্তি। তাবা জীবগণের তৃপ্তি, জীবন এক জলবর্ষণ করে।

কূর্মপুরাণের মতে পৰ্জন্ত দ্বাদশ আদিত্যের অন্ততম<sup>১</sup> এবং আশ্বিন মাসের সূর্য : “পৰ্জন্তাশ্বিনে মাসি।”<sup>২</sup>

যাহ পৰ্জন্ত শব্দের অর্থ কবতে গিবে লিখেছেন—“পৰ্জন্তপেরাজন্তবিপরীতস্ত তপৰ্বিতা জন্তঃ।”<sup>৩</sup>—তুণ্ডার্থক তুণ্, ধাতু আদি ও অন্ত অক্ষর বৈপরীত্যে ‘তপৰ্বিতা জন্ত’ এইরূপে পৰ্জন্ত শব্দ নিম্পন্ন। স্মৃতবাং পজন্ত অর্থে তৃপ্তিবিধায়ক—হিতকাৰী। জনগণের হিত কবে এক তৃপ্তি বিধান কবে বলে মেঘই পৰ্জন্ত। ঘনীভূত জলীয়বাষ্পাত্মক প্রাকৃতিক মেঘকে স্ববিগণ কখনোই দেবতারূপে অর্চনা কবেন নি। মেঘের অধিষ্ঠাতা যে দেব ইন্দ্র তিনিই পৰ্জন্ত।

যাহ পৰ্জন্ত শব্দের আরও কয়েকটি অর্থ কয়েছেন। “পর্বো জেতা বা জনবিতা বা প্রার্জবিতা বা বসানান্।”<sup>৪</sup> —পরেব অর্থাৎ শক্রব জেতা, পরেব অর্থাৎ শত্রুদ্বি জনবিতা, অথবা বসনমূহের প্রার্জবিতা অর্থাৎ সংগ্রাহীতা। শক্রজেতা এবং শত্রুজনবিতা ইন্দ্র, বসনংগ্রাহক সূর্য।

পৰ্জন্ত সোমের পিতাকপে স্বযেদে উল্লিখিত হযেছেন, “পৰ্জন্ত পিতা মহিবন্ত”।<sup>৫</sup> “পৰ্জন্ত বৃদ্ধ মহিবং ।”<sup>৬</sup> পৰ্জন্ত বর্ষিত সোম।

রমেশচন্দ্র দত্ত মনে কবেন যে বৃষ্টিব দ্বারা সোমলতা বর্ষিত হয়, সেইজন্তই পৰ্জন্ত সোমের পিতা।<sup>৭</sup> সোম শব্দে চন্দ্রকেও বোঝায়। সূর্যবিকর্ষে চন্দ্র আলোকিত হয়। সেইজন্তই সূর্যকপী পৰ্জন্ত চন্দ্রের পিতৃস্থানান্তিক্ত। হবিবংশে পৰ্জন্ত ও ইন্দ্র দ্বাদশ আদিত্যেব দুই আদিত্য।<sup>৮</sup>

ইন্দ্রের মধ্যে দুটি প্রধান গুণ লক্ষ্য করি। ইন্দ্র দানবহন্তা ও ইন্দ্র বৃষ্টিদাতা। মনে হয়, ইন্দ্রের চরিত্রে দানবহন্ত্য প্রাধান্ত লাভ করায় ইন্দ্রের বর্ষণকাৰী সত্তা পৰ্জন্তরূপে পবিচিত্ত হযেছে, যদিও ইন্দ্রচবিত্রের দুই অংশেই উভয় গুণ অল্লাধিক পবিমাণে বিস্তমান। পৰ্জন্তের বৃষ্টিদাতৃত্ব সম্পর্কে আবও দু-একটি ঋক্ উদ্ধারযোগ্য।

বি বৃক্ষান্ হন্ত্যাত বক্ষসো বিব্ বিভায ভুবন মহাবধাৎ ।

উতা নাগা ঈষতে বৃক্ষাবত যং পজন্তঃ স্তনবন্ হন্তি দ্রুততঃ ।

১ কূর্মপুঃ পূর্বভাগ—৪১২

২ তদেব ৪২২১

৩ নিরুত

৪ তদেব—১০১০৭

৫ ঋগ্বেদ—১৮৮৭৩

৬ তদেব—২১১৩৩

৭ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৩০, ১৮৮১০ ঋকের টীকা

৮ খিল হরিবংশ পর্ব—৭৪৮

রথীৰ কশাধাৰ। অভিক্ষিপ্তান্ বিদুতান্ কৃণুতে বৰ্য্য। অহ ।

দূৰাং সিংহস্ত স্তনধা উদীৰতে যৎ পৰ্জন্তঃ কৃণুতে বৰ্য্য নভঃ ॥

প্র বাতা বাংতি পতয়ন্তি বিদ্যুত উদোষযীজিহতে পিঙ্গতে স্বঃ ।

ইয়া বিশ্বশৈল ভুবনাৰ জাৰতে যৎ পৰ্জন্তঃ পৃথিবীং য়েতসাৰতি ॥<sup>১</sup>

—তিনি বৃক্ষসকল নষ্ট কবেন, ব্রাক্ষসসকল বধ করেন ও বিপুল সংহার কার্য্যবাবা সমগ্র ভুবনকে ভয় প্রদর্শন কবেন । যৎকালে গৰ্জনকারী পৰ্জন্ত পাপিষ্ঠ সংহার করেন, এমন কি নিবপরাধী ব্যক্তিও তৎকালে বাবিবৰ্ষণকাৰী পৰ্জন্তের নিকট হইতে (ভয়ে) পলায়ন কবেন ।

বথী যেকপ কশাধাত দ্বারা অশ্বগণকে উত্তেজিত করিয়া বোদ্ধাকে নিজ দৃষ্টিপথেব পথিক করেন, পৰ্জন্তও সেইরূপ (মেঘসকলকে অপসারিত কৰিয়া) বান্ধিবৰ্ষণকারী মেঘসকলের আবিষ্কাব করেন । যৎকালে পৰ্জন্ত বাবিদসমূহ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত কবেন, তৎকালে সিংহবৎ (মেঘেব) গৰ্জন দূর হইতে উদ্গত হয় ।

যৎকালে পৰ্জন্ত বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী বক্ষা কবেন, তখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, চতুর্দিকে বিদ্যুৎ স্কূৰণ হয়, ওষধিসমূহ অংকুৰিত হয়, অন্তরীক্ষ বিগলিত হয় এবং পৃথিবী সমস্ত জীবের হিতসাধনে সমর্থ হয় ।<sup>২</sup>

অপব একটি ঋকে পৰ্জন্ত ও বায়ুৰ নিকট অল্পবোধ জানানো হবেছে জল প্রবেশের জন্ত ।<sup>৩</sup> এই বিববণে পৰ্জন্ত যে স্বর্ধাশ্রিত বৰ্ষণশক্তির প্রতিকপ তাতে কোন অস্পষ্টতা নেই । অথর্ববেদের ৩৪।১৫।৪ মন্ত্রের ভান্বে ভান্ধকাব মহীধর পৰ্জন্ত শব্দেব অর্থ কয়েছেন, বৃষ্ট্যাভিমানী দেব । বৃহদেবতাব স্তোত্রে যিনি আকাশ-জাত বসেব ( মেঘস্থিত জল ) দ্বাৰা পৃথিবী অধিকাব কবেন, তিনিই পৰ্জন্ত :

যদিমাং প্রাজ্বৰ্য্যত্যেকো বসেনাষবজেন গাং ।

কালেহজির্যোবশচৰ্ব্বী তেন পৰ্জন্তমাহতুঃ ॥<sup>৪</sup>

—যেহেতু আকাশজাত বস (জল) দ্বাৰা যৎকালে ইনি একাকী পৃথিবী আচ্ছন্ন কবেন সেইজন্ত অত্রি এবং ঔবশ ঋষি তাঁকে পৰ্জন্ত বলে থাকেন ।

ডঃ অবিনাশ চন্দ্র দাস পৰ্জন্ত সম্পর্কে মন্তব্য কবেছেন, "Here we see that from the original significance of rain cloud, the word Parjanya came to mean the deity that presided over rain clouds, and

powered down rains with the help of thunder, lightning and storm. Indra in later vedic mythology was the only wielder of the thunder"<sup>১</sup>

ডঃ দাসের মতে ইন্দ্র ও পর্জন্য একই দেবতাব দুই রূপ। তিনি মনে করেন যে পর্জন্য ইন্দ্রের প্রাচীনতর রূপ। তাঁর বক্তব্য : "Hence it is not un-reasonable to suppose that Parjanya was older than Indra himself, by whom he was superseded in later times...My opinion is that Parjanya was the god of rain, thunder and lightning of the early Aryans at a time when they had been in a nomadic and pastoral stage, and did not settle down as agriculturists."<sup>২</sup>

ডঃ দাসের অনুমান যে বিশেষ তথ্যভিত্তিক, একথা স্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রের প্রাধান্য স্বয়ংদে সর্বব্যাপক। পর্জন্য একটি অপ্রধান দেবতা বললে অত্যাধিক হ্রাস না। ইন্দ্রকেই প্রাচীনতর দেবতা বলে অনুমিত হয়। দেবতাদেব বাজা দানবঘাতক মহাবীররূপে ইন্দ্র প্রশংসিত হওয়ায় তাঁর বৃষ্টিদান ক্ষমতা কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে পর্জন্যরূপে স্তম্ভিত হয়েছে, এরূপ অনুমান সঙ্গত বিবেচিত হয়। মহাত্মারতে ইন্দ্র পর্জন্যের অধিপতি।<sup>৩</sup> একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পৌরাণিক পর্জন্যকে ইন্দ্ররূপে গ্রহণ করেছেন। "As raingod Indra is identified with Parjanya...Parjanya rains on hill and plough land."<sup>৪</sup> তিনি আরও লিখেছেন, "Parjanya ( the cloud ) is rain itself...In later Epic there is no distinction between Indra and Parjanya."<sup>৫</sup>

অধ্যাপক Macdoenll পর্জন্যকে বজ্রবৃষ্টিগর্ভ ( মেঘের বিগ্রহ এবং বৃষ্টিদাতা দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। "It seems clear that in the R. V. the word is an appellative of the thundering rain cloud as well the proper name of its personification, the god who actually sheds rain . the deity is sometimes found identified with Indra in the Mahabharata."<sup>৬</sup>

বৃষ্টিদাতা দেবতা ইন্দ্র বা পর্জন্য যে জড় মেঘ নয়—সুর্বাঙ্গি, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। পুরাণে-কাব্যে পর্জন্য নামে কোন পৃথক দেবতাব অস্তিত্বই নেই। ইন্দ্রের নাম বা বিশেষণরূপেই পর্জন্যশব্দ পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছে।

১ Rgvedic culture—page 62

২ Rgvedic culture, Page 62

৩ মহা: শাস্তিপর্ব—১২১/৩৭ ৩ ৪ Epic Mythology—E. W. Hopkins, page 128

৫ Vedic mythology—page 84

## ঐষ্টা-বিশ্বকর্মা-প্রজাপতি

"He (Tvastri) is the celestial architect, the Vulcan of the Hindus. He is generally commissioned by the gods to build their palaces and lay out their gardens."<sup>১</sup> — পৌরাণিক ঐষ্টা সম্পর্কে এই মন্তব্য অযথার্থ নয়। পুবাণের ঐষ্টা ও বিশ্বকর্মা একই দেবতা।

ঐষ্টা দেবতাদের শিল্পী। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন, সেই বজ্রদ্বারা ইন্দ্র বৃজবধ কবেছিলেন।

"ঐষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বৰ্গং ততক্ষ।"<sup>২</sup>—ঐষ্টা ইন্দ্রের জন্য হৃদ্বপাতী বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।\*

"তক্ষঐষ্টা বজ্রং পুরুহুতং দ্যামত।"<sup>৩</sup>—ঐষ্টা তোমার দীপ্তিমান বজ্র নির্মাণ করিয়াছেন।\*

অস্মা ইদু ঐষ্টা তক্ষবজ্রং স্বপত্তমং স্বৰ্গং স্বণাষ।

বৃজস্ত চিবিদন্তেন মর্ম তুঙ্গরীশানন্তজতা কিধেরাঃ।<sup>৪</sup>

ঐষ্টা ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধার্থে শোভনকর্মা ও স্ত্রেণবণীয় বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্যবান ও অপবিমিত বলবান ইন্দ্র শত্রুবিনাশে উত্তত হইয়া সেই হননকারী বজ্রদ্বারা বৃজের মর্মভেদ করিয়াছিলেন।\*

"অথ ঐষ্টা তে মহ উগ্রং বজ্রং সহস্রভূটিং ববৃতচ্ছতাপ্রি।<sup>৫</sup>

—ঐষ্টা তোমার (ইন্দ্রের) জন্য সহস্রধার ও শতপর্ব বজ্র নির্মাণ করিয়াছিলেন।\*

মহাভারতে ঐষ্টা বজ্র নির্মাতা।<sup>৬</sup> কর্মকুশল ঐষ্টা ব্রহ্মপশ্চাতিব লৌহ কুঠার তীক্ষ্ণাণ করে তুলেছিলেন, দেবতাদের পানপাত্রও নির্মাণ কবেছিলেন।

ঐষ্টা মাধা বেদপসামপন্তমো বিজ্ঞপাত্রা দেবপানানি শংতমা।

শিশীতে নুনং পরন্তং আবসং যেন বৃশ্চাদেত্তশো ব্রহ্মপশ্চতিঃ।<sup>৭</sup>

—ঐষ্টা ক্রিয়াকুশল ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মিষ্ঠ। তিনি অতি হৃদব পানপাত্রসমূহ দেবতাদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাব শিল্প জানেন।

১ Epics, Myths and Legends of India—P. Thomas, page 52

২ ঋগ্বেদ—১।৩২।২

৩ অনুবাদ—বসেচজ দন্ত

৪ ঋগ্বেদ—৫।৩২।৪

৫ অনুবাদ—তদেব

৬ ঋগ্বেদ—১।৩১।৬, অথর্ব—২।৪।৩৫।৬

৭ অনুবাদ—তদেব

৮ ঋগ্বেদ—৩।১৭।১০

৯ অনুবাদ—তদেব

১০ মহাঃ, বনপর্ব ১০০ অঃ

তিনি উত্তম লৌহ নির্মিত কুঠার শানিত করেন। তদ্বারা ব্রহ্মপ্পতি পাত্র নির্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ছেদন করেন।<sup>১</sup>

অষ্টা-নির্মিত চমস (কাঠের পানপাত্র) অষ্টাব শিশু ঋতুগণ চাবভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

উত ত্য চমস নবং অষ্টদৈবস্ত নিধুজ

অকর্ত চতুৰ্ব পুনঃ ॥<sup>২</sup>

—অষ্টা দেবের নির্মিত নূতন সেই চমস (সোমাদার কাষ্ঠপাত্র) (অষ্ট শিশু ঋতুগণ) চারভাগে বিভক্ত করেছিলেন।<sup>৩</sup>

অষ্টায় হাতে ছুতাবের লৌহময় বাশী (বাইশ) :

বাসীমেকো বিভর্তি হস্ত আসীমস্তদেবৈঃ মেধিরঃ ॥<sup>৪</sup>

—দেবগণের মধ্যে নিশ্চল স্থানে বর্তমান (অষ্টা) লৌহময় কুঠার (বাসী—বাইশ) হস্তে ধারণ করিতেছেন।<sup>৫</sup>

অষ্টায় পুংস্ব নাম বিশ্বরূপ বা জিশিবা। ইন্দ্ৰ তাঁকে হত্যা কবেছিলেন।<sup>৬</sup>

অষ্টার স্বরূপ—দেবশিল্পী, দেবাজ্ঞানী, জিশিরাজনক—অষ্টাব স্বরূপ কি ? নিরুক্তকার বলেন যে অষ্টা মধ্যস্থান দেবতা—“মাধ্যমিকস্ত্যেত্যাহ্বয়ধামে চ সমান্নাতঃ।”<sup>৭</sup> নিষক্টুতে (৫।৪) অষ্টা মধ্যমস্থানস্থিত দেবতারূপে উল্লিখিত হয়েছেন। সূতবাং নিরুক্তকারগণের অভিমত এই যে, অষ্টা মধ্যমস্থান বা অন্তরীক্ষ প্রদেশেব দেবতা ; —সূতবাং বিদ্বাং বা বাহু। অন্তরীক্ষস্থিত বিদ্বাং অগ্নির একটি কপমাত্র। বাস্তবিক ঋগ্বেদে অষ্টা কখনও সূর্য, কখনও অগ্নিরূপে বর্ণিত হয়েছেন। মহাভারত ও পুরাণে অষ্টা দ্বাদশ আদিত্যেব অন্ততম।<sup>৮</sup> মহাভারতেব বনপর্বে (৩৯ অঃ) সূর্যের একনাম অষ্টা। ঋগ্বেদে একাধিক স্থানে অষ্টা সবিতা ও বিশ্বকপ নামে আখ্যাত হয়েছেন।

দেবঅষ্টা সবিতা বিশ্বকপঃ পূপোষ প্রজাঃ পুংসা জজান।

ইমা চ বিশ্বা ভুবনান্স্ত মহদেবানামস্বরূপমেকম্ ॥<sup>৯</sup>

—সকলেব প্রেরক (সবিতা) নানাবিধরূপ বিশিষ্ট (বিশ্বকপ) অষ্টদেব বহুপ্রকারেব পুত্র উৎপাদন কবেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁহাব দেবগণেব মহৎ বল একই।<sup>১০</sup>

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ২ ঋগ্বেদ—১২.০.১৬ ৩ অনুবাদ—ভদ্রেশ ৪ ঋগ্বেদ—৬।২০।২

৫ অনুবাদ—ভদ্রেশ

৬ ঋগ্বেদ—১.০।৮৯, ২।১১।১২

৭ নিরুক্ত—৮।১৪।৩

৮ এই গ্রন্থের আদিত্য ও আদিত্য—পৃঃ ১৪৩-৪৬ স্রষ্টব্য

৯ ঋগ্বেদ—৩।৫৫।১০

১০ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

এই ঋক্টিয় অপরা একটি অনুবাদঃ

দেব ঋষ্টা সর্বভূতের উৎপত্তি, পৃষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করেন বৃষ্টিপ্রদানের দ্বারা ; যাবতীয় উদকেব অধিপতি তিনি,—নিখিল উদকবাশি তাঁহার অধীন, দেবগণের মধ্যে তিনি অধিতীয় প্রজাবান্ ।<sup>১</sup>

যাঙ্ক ঋক্টিব ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—“দেব ঋষ্টা সবিতা সর্বকপঃ পোষকঃ প্রজা বসাহুপ্রদানেন বহবা চেমা জনয়তীমানি চ সর্বাণি ভূতানি উদকানি মহচ্চার্ষ্যৈ দেবানামনুবক্ষ্মমেকং প্রজাবক্ষ্য বানবক্ষ্য বাপি বা ।”<sup>২</sup> —দেব সবিতা ঋষ্টা সর্বরূপের পোষক, বৃষ্টি প্রদানের দ্বারা এই সমস্ত জীব বিচিত্ররূপে সৃষ্টি করে থাকেন, উদকসমূহ তাঁরই। এই মহান্ দেবেব মধ্যোই অনুবক্ষ্য অর্থাৎ প্রজাবক্ষ্য বা প্রাণবক্ষ্য বর্তমান ।

ঋগ্বেদে আর একস্থানে বলা হয়েছে :

গর্তে হু নো জনিতা দংপতী কর্দেবঋষ্টা সবিতা বিশ্বকপঃ ।

নকিবস্ত প্র মিনংতি ব্রতানি বেদ নাবস্ত পৃথিবী উত জ্যোঃ ॥<sup>৩</sup>

—নির্মাণকর্তা (পিতা—জনিতা) ও প্রসবিতা (সবিতা) ও বিশ্বকপ দেব ঋষ্টা আরাধিতগকে গর্তাবস্থাতেই বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষবৎ কবিরাজেন, তাঁহার অভিশ্রায অস্ত্রধা করিতে কাহারো সাধ্য নাই, আমাদের এই সম্পর্ক পৃথিবী ও আকাশ উভয়েই জানেন ।<sup>৪</sup>

লক্ষণীয় এই যে ঋষ্টার পুত্র কেবল বিশ্বকপ নন, ঋষ্টা নিজেও বিশ্বকপ ।

ইহ, ঋষ্টারমগ্রিৎ বিশ্বকপমুপহ্রসে ।

অস্মাকন্ত কেবলম্ ॥<sup>৫</sup>

—শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ রূপসম্পন্ন (বিশ্বকপ) ঋষ্টাকে এই যজ্ঞে আহ্বান কবিতোছি, তিনি কেবল আমাদের পক্ষেই থাকুন ।<sup>৬</sup>

সায়নের মতে ঋষ্টা এখানে অগ্নি—“ঋষ্টাক ঋষ্ট্ণামকমগ্নিমিহ কমগুপহ্রসে ।”

ঋগ্বেদেব একস্থানে স্পষ্টভাবেই অগ্নিকে ঋষ্টা বলা হয়েছে,—“হময়ে ঋষ্টা বিধতে স্ববীর্ষ ।”—হে অগ্নি, তুমি ঋষ্টা হয়ে স্ববীর্ষ প্রদান কবে থাক ।

ঋষ্টা সৃষ্টিকর্তা,—সর্ব জীব ও জগতের স্রষ্টা,—তিনি গর্তস্থ শিশুর রূপকর্তা, —তিনি বিশ্ববও রূপকর্তা ।

১ অনুবাদ—অমরেন্দ্রর ঠানুর

২ নিকন্ত—১০।৩৪।২

৩ ঋগ্বেদ—১০।১০।৫

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১০।৩।১০

৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৭ ঋগ্বেদ—২।১।৫



য ইমে আবাণ্থিবী অনিভী রূপৈরপিংশব্দুবনানি বিশ্বা ।

তমন্ত হোতরিক্রিতো যজ্ঞীয়ান্ দেব স্বষ্টায়মিহযক্তি বিধান্ ।<sup>১</sup>

—যে স্বষ্টা (অগ্নি, বনস্পতি ওযমি প্রভৃতির) সৃষ্টির কারণভূত ছালোক ও পৃথিবীকে রূপময় কবে সৃষ্টি কবেছেন এক বিশ্বভুবনকে রূপময় করেছেন, হে হোতা, যজ্ঞ সম্পাদক এবং বিজ্ঞ তুমি সেই স্বষ্টাব উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কর ।

স্বষ্টা রূপানি হি প্রভুঃ পশূন্ বিধান্ সমানজে ।

তেষাং ন ক্ষাতিয়া যজ্ঞ ।<sup>২</sup>

—(অগ্নিরূপ) স্বষ্টা রূপবিধানে সমর্থ, তিনি সমস্ত পশুপক্ষের রূপ ব্যাপ্ত করেন । হে স্বষ্টা । আমাদিগকে অধিক পবিমাণে পশু প্রদান কর ।<sup>৩</sup>

সর্বজগতের নির্মাতা স্বষ্টা অগ্নিরও জন্মদাতা—“স্বষ্টা যং দ্বা স্রজনিমা জজান ।”<sup>৪</sup>  
—যিনি উদ্ভব নির্মাণ কবিত্তে পারেন, সেই স্বষ্টা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন ।<sup>৫</sup>

স্বষ্টা পশুদের মধ্যে জী-পুরুষভেদে মিথুন সৃষ্টি করেন : “স্বষ্টা বৈ পশূনাং রূপকৃন্তেনৈব পশূনাং রূপমাস্কন্তে ।”<sup>৬</sup>

—স্বষ্টা পশুদের মিথুনের রূপকর্তা, তিনি নিজেই পশুদের রূপধারণ করেন ।

স্বষ্টা বৈ পশূনাং মিথুনানাং প্রজনয়িতা ।<sup>৭</sup>

স্বষ্টা বীৰ্য দেবকামং জজান স্বষ্ট্রবর্ষা জাবত আশুবধঃ ।

স্বষ্ট্রমং বিশ্বং ভুবনং জজান বহোঃ কর্তারমিহ যক্তি হোতাঃ ।<sup>৮</sup>

—স্বষ্টা দেবভক্ত বীৰপুত্র সৃষ্টি করেন, ক্রতগমনশীল অথ স্বষ্টাব নিকট হ'তেই উৎপন্ন হয় । স্বষ্টা এই সমস্ত বিশ্বভুবন সৃষ্টি করেছেন, হে হোতা, বহুকর্মের কর্তা স্বষ্টাব উদ্দেশ্যে যাগ কর ।

স্বষ্টার যে পরিচয় উদ্ধৃত সঙ্গুলিতে আছে, তাতে তাঁকে সূর্য ও অগ্নি ভিন্ন অন্য কিছু তাবাই যায় না । শাকপুণি নামক নিরুক্তকাষের মতে স্বষ্টা অগ্নিকে বোঝায়—“অগ্নিরিতি শাকপুণিঃ” ।<sup>৯</sup> যাক্ষ স্বষ্টা শব্দের অর্থ কবিত্তে গিয়ে লিখেছেন, “স্বষ্টা তুর্গমন্তু ইতি নৈরুক্তাঃ । ত্রিবর্ষা ত্রাদীপ্তিমর্ষণকৃন্তেবী ত্রাং করোতিক্ষণঃ ।”<sup>১০</sup> —(১) তুর্গ শব্দ পূর্বক ব্যাখ্যার্থক ‘অশ্’ ধাতু হইতে (২) অথবা

১ ঋগ্বেদ—১০।১১০।৯, শুক্ল যজুঃ—২৯।৩৪ ২ ঋগ্বেদ—১।১৮৮।৯ ৩ অনুবাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদ—১০।২।৭

৫ অনুবাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

৬ কৃকষজুর্বেদ—১।১।৭।৫

৭ কৃকষজুর্বেদ—২।২।১।৮

৮ শুক্ল যজুঃ—২।৯

৯ নিকট—৮।১৪।৪

১০ নিকট—৮।১৩।৩

দীপ্ত্যর্থক ত্রিষ্ণু হইতে অথবা (৩) কবণার্থক 'ঐক্' হাতু হইতে 'ঐষ্ট্' শব্দের নিস্পত্তি; ঐষ্টা ব্যাপ্তব্য বস্তু শীঘ্র ব্যাপ্ত করেন, ঐষ্টা দীপ্তি পাইয়া থাকেন, ঐষ্টা শুদ্ধাদিক্রিয়া সম্পাদন করেন।<sup>১</sup>

প্রদীপ্ত সর্বব্যাপ্ত অথবা সর্বশুদ্ধিকাবক অগ্নিই যে ঐষ্টা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদেব অপব একটি মন্ত্র থেকেও ঐষ্টাব অগ্নিশ্বকপস্ব স্তত্রকট হবে শুঠে।

আবিষ্টো বর্ধতে চাক্রবাস্ত্ব জিহ্বানামূর্ধঃ ব্রহ্মশা উপস্থে।

উভে ঐষ্টবীভ্যতু জাষমানাং প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষতে।<sup>২</sup>

—কুটিল (মেঘেব জলেব) পার্শ্বদেশে ঘনশ্রী (অগ্নি) উর্ধ্বে জলিয়া শোভনীয় দীপ্তিব সহিত প্রকাশ পাইবা বুদ্ধিপ্রাপ্ত হবেন, অগ্নি দীপ্তির সহিত উৎপন্ন হইলে উভয় (পৃথিবী) ভীত হবেন এবং সেই সিংহের অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করেন।<sup>৩</sup>

এই ঋকটিকে নিরুক্তকাবেব ব্যাখ্যাসূতাবে বিশ্লেষণ কবে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “ঐষ্টা জ্যোতি বিস্তার করেন, ঐষ্টা চলনশক্তাব, ঐষ্টা উর্ধ্বজলন, ঐষ্টা সমদর্শী,—কুটিলচেতা মহত্ত্বগণেব মধ্যেও বৈবম্যবোধ বহিত হইবা যজ্ঞাদি ক্রিয়াসমূহে স্বস্থানে (কাঠমধ্যে) থাকিয়া বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে বর্ধিত দেখিয়া জাবাপৃথিবী (অথবা অহোরাত্র অথবা অবনিবর) নিজ নিজ বিনাশাশংকার ভীতি-প্রাপ্ত হয় এবং অভিমুখে আসিয়া ঐষ্ট স্ব অধিকাব অন্নযাত্রী উপকাব সাধন পূর্বক পরিচারকরূপে তাঁহার সেবা কবে। এই ঋকে ঐষ্টা অগ্নি বলিযাই প্রতীত হইতেছেন।”<sup>৪</sup>

শতপথ ব্রাহ্মণে ঐষ্টা অগ্নিরূপে সমস্ত জগতেব রূপকর্তা : তত এতৎ ঐষ্টা পুনরাধেয়ং দদর্শ। তদাদখে তেনাগ্নেঃ ত্রিষং ধামোপজগাম সোহস্মা উভযানি রূপানি প্রতিনিঃসসজ যানি চ গ্রাম্যানি যানি চাবণ্যানি তন্মাদাহুঐষ্টানি বৈ রূপাণীতি ঐষ্টহোব সর্বং রূপমূপ হ য়েবান্নাঃ প্রজাঃ যাবৎ নো যাবৎ ন ইব তিষ্ঠন্তে।<sup>৫</sup> —ঐষ্টা আধেয় (যজ্ঞ সামগ্রী) দর্শন কবলেন, তখন অগ্নি আধান করলেন, তাব দাবা অগ্নিব ত্রিষধামে গমন কবলেন। তিনি গ্রাম্য এবং আবণ্য উভয়রূপ সৃষ্টি কবলেন। সেইজন্য বলা হয়, সকলরূপই ঐষ্টাসম্বন্ধীয়, ঐষ্টারই সকল রূপ, সকল প্রজা তাঁকে ব্যাপ্ত করেই বর্তমান আছেন।

১ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর ২ কণ্ঠেদ—১।১৫।৫ ৩ অনুবাদ—বনেশচন্দ্র দত্ত

৪ বিকল্প (ক. বি) —পৃঃ ২৭৭ ৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।২।১৪

বৃহদেবতাও ঐষ্টাকে অগ্নিকপেই বর্ণনা কবেছেন :

ঐষ্টা তু যা সোম্যমেব পার্থিবোহগ্নিরিতি ঋতিঃ ।

পার্থিবস্তান্ন বর্জঃ স্য্যঃ কস্তগৃক্ চার্জবেষু চ ॥

ত্ৰিবিভঃ স্তুষ্টতো বা স্ত্রাং তুর্নম্নুবতী বা ।

কর্মস্তু ত্বণাং বেত্তি তেন নার্মৈভদম্নুতে ॥<sup>১</sup>

—ঋতি অহুসাবে যিনি পার্থিব অগ্নি, তিনিই ঐষ্টা, পার্থিব অগ্নির তেজ, ঋতুসমূহে যার প্রকাশ। ত্ৰিবিভ (কিরণমব) স্তুষ্টত (সম্যক্ স্তত) অথবা শীঘ্র চতুর্দিক ব্যাপ্ত কবে অথবা দ্রুত স্বকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়,—এইজন্য ঐষ্টা নাম।

ঐষ্টা পার্থিব অগ্নি হয়েও যখন ঋতু ও দিকসমূহ ব্যাপ্ত করেন, তখন তিনি দ্যালোক্যাগ্নি বা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েন।

সাবনার্চার্চ ১২০১৩ ঋকের ভাষ্যে ঐষ্টা সম্পর্কে বলেছেন “দেব সন্ধ্যাী তক্ষণ ব্যাপারঃ”—দেবতাদেব সন্ধ্যাীৰ শিল্পকর্ম (ছুতায়ের কাজ) এবং ১৬১১৬ ঋকের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “ঐষ্টা বিধকরা।” ঐষ্টা দেবশিল্পী হলেও বিধকর্মায় সঙ্গে তাঁর অভিন্নতা পৌরাণিক বৃগে। বৈদিক ঐষ্টা অগ্নি অথবা সূর্য, অন্ততাবে সূর্য ও অগ্নির সমবায়—সূর্য্যগ্নিরূপী তেজশক্তি। তাই তিনি কখনও সূর্য, কখনও অগ্নি। বৃহদেবতায় ঐষ্টা দ্বাদশ বিষ্ণু বা দ্বাদশ আদিত্যেব অন্ততম।<sup>২</sup> কৌশিক সূত্রে ঐষ্টা ও সবিতা একই দেবতা। মহাভাবত ও ভাগবতে ঐষ্টা সবিতার মূর্ত্যন্তরূপে স্বীকৃত হয়েছেন।

বিভিন্ন পাণ্ডিত্য পণ্ডিতও ঐষ্টাকে সূর্য বলে গ্রহণ করেছেন। “A Khun thought that he (Tvasta) meant the Sun. Hillebrandt holds Khun's earlier view that Tvasta represents the Sun to be probable. Ludwig regards him as a god of the year. Hardy also considers him a Solar deity.”<sup>৩</sup>

অধ্যাপক ম্যাকডোনেলও ও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, “It does not indeed seem unlikely that this god, in a period anterior to R. V. represents the creative aspect of the Sun's nature.

The cup of Tvastf has been explained as the bowl of the year or the nocturnal sky.”<sup>৪</sup>

১ বৃহদেবতা—১৫১৩

২ বৃহদেবতা—৫১৩০

৩ Vedic Mythology

৪ Vedic Mythology

স্বর্ধাগ্নিরূপী ঐষ্টা প্রকৃতই বিশ্বকর্মা—বিশ্বশ্রষ্টা। শ্রীমদ্ভাগবতে ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বরূপ নিহত হলে বিশ্বকপের পিতা ঐষ্টা ইন্দ্রহত্যা কামনার বৃত্তকে সৃষ্টি করেছিলেন যজ্ঞাগ্নি থেকে' এবং বিশ্বকর্মা দ্বীচির অস্থি দিবে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।

অথেন্দ্রো বজ্রমুখ্য্য নির্মিতং বিশ্বকর্মা। .

মুনেঃ শক্তিভিক্সসিক্তো ভগবন্তেজসাহিতঃ ৷<sup>১</sup>

এখানে ঐষ্টা ও বিশ্বকর্মা পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে (১০৬ অঃ) বিশ্বকর্মা ও ঐষ্টা অভিন্ন। বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ হ্রাস করে সহনক্ষম করেছিলেন।

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্মা শর্নৈঃ শর্নৈঃ ৷<sup>২</sup>

মহাভারতে দেখা যায়, ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা স্বন্দ-উপস্থান বধেব নিমিত্ত সর্বলোকের সমবায়ে তিলোদ্ভবা নির্মাণ করেছিলেন।

দৃষ্টা চ বিশ্বকর্মাণং ব্যাদিদেশ পিতামহঃ।

স্বজ্যাতাং প্রার্থনীর্বেকা প্রমদেতি মহাতপাঃ ৷

পিতামহং নমস্কৃত্য তদ্বাক্যমভিনন্দ্য চ।

নির্মমে যোবিতং দিব্যাং চিন্তয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ৷<sup>৩</sup>

আচার্য যোগেশচন্দ্র রাবেব মতেও ঐষ্টা ও বিশ্বকর্মা অভিন্ন। আচার্য রায় যদিও ঐষ্টা বা বিশ্বকর্মা কে একটি নক্ষত্র বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন, তথাপি তাঁর বক্তব্য থেকে ঐষ্টাকে সূর্য বলে গ্রহণ করতেও অস্বীকার হয় না। তিনি লিখেছেন, “দক্ষিণায়ন আবস্ত দিনে দিবা ১৪ বক্টা, বাজি ১০ বক্টা। মধ্যাহ্নকালে ববি ধ-মধ্য হইতে মাত্র ৮° অংশ দক্ষিণে থাকেন। তখনও প্রাণী ও উদ্ভিদকুল গ্রীষ্ম-তাপে অবসন্ন হইবা পড়ে। বৃষ্টি হইলে তাহাবা আবাব জাগিয়া ওঠে। বৃক্ষ-লতাাদিতে নূতন পত্র উদ্গত হয়। তৃণশূণ্ড ভূমি তৃণাচ্ছাদিত হয়। অশ্ব গবাদি পশু তৃণ খাইবা পুষ্ট হয়। কৃষিক্ষেত্রে শস্ত জন্মিতে থাকে। তষ্টা এই সকল লক্ষণেব কর্তা বিবেচিত হইয়াছেন। এই হেতু তিনি বিশ্বকর্মা ৷”<sup>৪</sup>

ঐষ্টার এই বিবরণ বৃষ্টিদাতা রূপশ্রষ্টা সূর্যের কথাই মনে পড়ায়। পুরাণে ঐষ্টা ষাটশ আদিত্যের অন্ততম, তিনি কালগুণ মাসেব আদিত্য—“ঐষ্টা তপতি কালগুণে ৷”<sup>৫</sup>

১ ভাগবত, ৬ষ্ঠ স্কন্ধ, ২য় অঃ ২ ভাগবত—৬।১০।১৩ ৩ মার্কণ্ডপুরাণ—১০৬ অঃ

৪ মহাভারত, আদিপর্ব—২।১।১১-১২ ৫ বেদের দেবতা ও বৃষ্টিকাল—পৃঃ ১০৭

৬ স্বন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড—১০।১৩৫

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দুটি স্তোত্রে বিশ্বকর্মাৰ স্তুতি আছে। বিশ্বকর্মা বিশ্বভুবনে যজ্ঞ কবেন, তিনি হোতা, ঋষি, তিনি আমাদেব পিতা—“য ইমা বিশ্বভুবনানি জ্বরদৃবিরোতা গুসীদং পিতা নঃ।”<sup>১</sup>

বিশ্বকর্মা বিশ্বচক্ষু ভূমি সৃষ্টি করেছেন, মহাঋষেব দ্বারা আকাশকে বিস্তৃত করেছেন : “যতো ভূমিং জনয়ন্ বি ঞ্চামোর্গোন্নহিনা বিশ্বচক্ষাঃ।”<sup>২</sup>

তিনিই সহস্রশীর্ষা বিবাটপুঙ্কষ—সর্বত্রই তাঁর মুখ, চক্ষু, বাহ ও পদ—আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তিনি।

বিশ্বতচক্ষুরূপ বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুৰূপ বিশ্বতপ্পাং।

সং বাহভ্যাং ধমতি সং পতর্জ্যেয়াবাতুমী জনষদেব একঃ।<sup>৩</sup>

—সেই এক প্রভু, তাঁহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দুই হস্তে এক বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্বক নির্মাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভুলোক বচিৎ হয়।<sup>৪</sup>

তিনিই বাচস্পতি বা বাক্যেব অধিপতি।<sup>৫</sup> তিনি নিজে বৃহৎ, তাঁর মন বৃহৎ, তিনি সব কিছুই নির্মাণ করেন, ধাবণ কবেন এবং দর্শন কবেন।

বিশ্বকর্মা বিমনা আদ্বিহাষা ধাতা বিধাতা পবমোত সন্দৃক্।<sup>৬</sup>

—বিশ্বকর্মা যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ কবেন, ধাবণ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল অবেলোকন কবেন।<sup>৭</sup>

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেব ভুবনানি বিশ্বা।

যো দেবানাং নামধা এক এব তং সগ্রেব ভুবনা যাংত্যন্তা।<sup>৮</sup>

—যিনি আমাদেরই জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধাবণ করেন, অল্প তাবৎ ভুবনের লোক তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।<sup>৯</sup>

তিনি অজরহিত অজ, জলেব গর্ভে তিনিই বর্তমান ছিলেন, দেবগণ তাঁতেই মিলিত হন, তাঁবই নাভিতে বিশ্বভুবন বিবাজমান।

তস্মিন্গর্ভে প্রথমঃ দধ্রু আপো যত্র দেবাঃ সমচ্ছতবিশ্বে।

অজস্ত নাতাবধ্যোকমর্পিভ্য যন্নিবিশ্বানি ভুবনানি তন্তুঃ।<sup>১০</sup>

১ ঋগ্বেদ—১০।৮১২

২ ঋগ্বেদ—১০।৮১২

৩ ঋগ্বেদ—১০।৮১৩

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১০।৮১৭

৬ ঐ —১০।৮২২

৭ ঐ —রমেশচন্দ্র দত্ত

৮ ঐ —১০।৮২৩

৯ অনুঃ—ভদ্রব ১০ ঋগ্বেদ—১০।৮২৬

এই বৰ্ণনাৰ বিশ্বকৰ্মা সৰ্বত্ৰষ্টা সৰ্বনিৰ্ঘতা এক অদ্বিতীয় পৰমেশ্বৰ ব্ৰহ্ম ।  
কৃষ্ণযজুৰ্বেদেও বিশ্বকৰ্মাকে একই ৰূপে দেখতে পাই :

যদী ভূমিঃ জনয়ন্ বিশ্বকৰ্মা বিভামৌৰ্ণোন্নহিনাবিশ্বচক্ষাঃ ॥<sup>১</sup>

—বিশ্বচক্ষু অৰ্থাৎ সৰ্বত্ৰষ্টা বিশ্বকৰ্মা ভূমি নিৰ্মাণ কৰে স্বকীয় মহিমা (তেজঃ)  
দ্বাৰা ভুলোক এবং দ্যুলোক আচ্ছাদিত কৰেছিলেন ।

অথৰ্ববেদে বিশ্বকৰ্মা ইন্দ্ৰ এবং সূৰ্য্যৰ উপৰে :

অমিত্ৰাভিভূয়সি স্বঃ সূৰ্য্যমবোচযঃ

বিশ্বকৰ্মা বিশ্বদেবো মহী অসি ॥<sup>২</sup>

—বিশ্বকৰ্মা বিশ্বদেব, তুমি মহান, তুমি ইন্দ্ৰকে অভিভূত কৰেছ, তুমি সূৰ্য্যকে  
প্ৰকাশিত কৰেছ ।

বিশ্বকৰ্মাৰ এই বিবৰণ যদিও সৰ্বান্য়তা এক মহান্ দৈবৰ প্ৰতীতি জন্মায়,  
তথাপি ইনি যে সূৰ্য্যকণী সৰ্ববাপী সৰ্বত্ৰষ্টা তাতেও সন্দেহেৰ অবকাশ নেই । স্বাক্ষ  
বলেছেন, “বিশ্বকৰ্মা সৰ্বত্ৰ কৰ্ত্তা ।” ডঃ অৰিনাশচন্দ্ৰ দাস বলেছেন যে ঋগ্বেদেৰ  
বিৰাট পুৰুষই বিশ্বকৰ্মা । “The Purusa or the Supreme Divine Being  
was also named Visvakarman or the creator.”<sup>৩</sup>

কুৰু যজুৰ্বেদে বিশ্বকৰ্মাকে দক্ষিণা বলা হৈছে ।<sup>৪</sup> দক্ষিণ শব্দেৰ অৰ্থ প্ৰসন্ন ।  
ঋগ্বেদে বিশ্বত্ৰষ্টা বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰসন্নতা কামনা কৰেছেন । যজুৰ্গায়িৰ একটি নাম  
দক্ষিণায়ি । আচাৰ্য মহীধৰেৰ ভাষ্যে দক্ষিণা বিশ্বকৰ্মা বায়ু । তিনি লিখেছেন,  
“বিশ্ব কৰোতি সৰ্বং সৃজতীতি বিশ্বকৰ্মা বায়ুৰ্বাঃ দক্ষিণা, দক্ষিণত্ৰাং দিশি আৰ্ধা-  
বৰ্তীঃ ভূবো বাতি ।”

—সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি কৰেন বলেই বিশ্বকৰ্মা বায়ু আৰ্ধাবৰ্তেৰ দক্ষিণ দিক থেকে  
প্ৰবাহিত হন ।

বায়ুকে বিশ্বৰ নিয়ন্তা হিচাবে স্বীকাৰ কৰলেও বায়ু যে সূৰ্য্যায়িৰই সৃষ্টি অথবা  
কণ্ঠেৰ অথবা সূৰ্য্যায়ি নিয়ন্ত্ৰিত তাতে সংশয় নেই । ঋগ্বেদেৰ একটি ঋকে স্পষ্ট-  
ভাবে বিশ্বকৰ্মাকে সৰ্বিতা বলা হৈছে ।

বিভ্ৰাজ্জোতিষা স্বৰগচ্ছো বোচনঃ দিবঃ ।

যেনেমা বিশ্বা ভুবনাত্মাতা বিশ্বকৰ্মনা বিশ্বদেব্যাবতা ॥<sup>৫</sup>

<sup>১</sup> কৃষ্ণ যজুৰ্বেদ—৪।১০।১২

<sup>২</sup> অথৰ্ববেদ—২।১৫।১২

<sup>৩</sup> Rgvedic Culture—page 479

<sup>৪</sup> কুৰু যজুৰ্বেদ—১।৩৫৫

<sup>৫</sup> ঋগ্বেদ—১।১৭।১৪

—হে সূর্য, তুমি জ্যোতির দ্বারা শোভমান হবে ছানোকে প্রকাশিত হও, স্বলোকে গমন কর, সকল কর্ম সম্পাদক (বিশ্বকর্মা) সকল দেবযজ্ঞকারী তোমার তেজে বিশ্বভূবন অধিষ্ঠিত।

বিশ্বকর্মা যে মূলতঃ সূর্য, একথা দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনেল লিখেছেন, “It seems likely that the word was at-first attached as an epithet chiefly to the Sun god, but in later Rigvedic period became one of the almost synonymous names given to one god.”<sup>১</sup>

আব একজন পণ্ডিত লিখেছেন, “This name seems to have been originally an epithet of any powerful god, as of Indra and Surya, but in course of time it came to designate a personification of the creative power. In this character Visvakarman was the great architect of the Universe ...

In the Epic and Puranic period Visvakarman is invested with the powers and offices of the Vedic Tvastṛ and is sometimes so called. He is not only the great architect, but the general artificer of the gods and maker of their weapons.”<sup>২</sup>

এই মন্তব্যে বিশ্বকর্মার স্বরূপ ও রূপনিবর্তনের যে সভ্য বিশ্লেষিত হয়েছে তাকে অর্থোক্তিক বলা চলে না। সেদে ঈর্ষা ও বিশ্বকর্মা স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবে স্বতন্ত্র গুণকর্মের অধিকারী হলেও মূলতঃ এক স্বরূপতঃ সূর্য্যি হওয়াব একই দেবতা। পরে পৌরাণিক যুগে একই দেবতার দু’টি পৃথক গুণ বা পৃথক কর্ম একত্রিত হবে এক দেবতার পরিণত হয়েছে।

সূর্য্যেব যেমন সপ্তরশ্মি, বিশ্বকর্মাও সপ্তরশ্মি। “যত্রা সপ্তরশ্মীন পুত্র একমাছঃ।”<sup>৩</sup>

এই স্বকৃষ্ণটিব ভাব্য প্রসঙ্গে বান্ধ লিখেছেন, “যজ্ঞৈতানি সপ্ত ঋষ্যানি জ্যোতীষিভেভ্যঃ পুত্রাদিত্যঃ ভজ্যেভ্যশ্বিনেবং ভবন্তি।” বাস্তবের ন্যে ঋষি শব্দের অর্থ জ্যোতি বা রশ্মি। স্বতরাং বাস্তবের মতামতানুসারে এই বজ্রাংশটির অর্থঃ বিশ্বকর্মার সপ্তরশ্মি, তাদের অধিদেবতা আদিত্য এক হবে (আদিত্যমণ্ডলে) অবস্থান করেন।

১ Vedic Mythology

২ Classical Dictionary of Hindu Mythology—John Dowson, page 70

৩ স্বর্গেদ—১০।১২।২, ওয়শ্বজুর্বেদ—১।১২৬

বৃহদেবতাব মতে বিশ্বকর্মা বর্ষাকালীন সূর্য :

নিদাঘমাসাভিগমে যদুতে নাবতি ক্ষিতিম্ ।

বিশ্বস্ত জনযন্ কর্ম বিশ্বকর্মেব তেন সঃ ।\*

—গ্রীষ্মমাস অতিক্রান্ত হলে যিনি ছাড়া পৃথিবী রক্ষিত হয় না, যিনি বিশ্বের কর্ম (কুবিকর্ম) সৃষ্টি করেন, তাঁকেই বিশ্বকর্মা বলা হয়।\*

এইজগত্ই কি বর্ষাপগমে বিশ্বকর্মা পূজাব আবোজন ভাদ্র সংক্রান্তিতে হযে থাকে ? লক্ষণীয় এই যে ইন্দ্রপূজা বা ইন্দ্রধ্বজপূজাও ভাদ্রমাসেই বিহিত। বৃষ্টিব দেবতা ইন্দ্র। বিশ্বকর্মাও বর্ষাব দেবতা। সেইজন্য সম্ভবতঃ ইন্দ্রের বাহন হস্তী—ঐবাবত (মূলতঃ হস্তীসদৃশ যেহ) বিশ্বকর্মান্বব বাহনরূপে কল্পিত হযেছে। কুর্মপুরাণে সূর্যেব সপ্তরশ্মির অন্যতম বিশ্বকর্মা।\*

বিশ্বকর্মা অরুণতঃ সূর্য্যগ্নি তথা ইন্দ্র বা ঐষ্টার থেকে ভিন্ন নন। বৈদিক বিশ্বকর্মা সর্বনিষস্তা সূর্য্যগ্নিরূপী চিংশক্তি হলেও মহাকাব্যে-পুবাণে তিনি ঐষ্টার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে দেবতাদের শিল্পীতে পবিণত হয়েছেন। বিশ্বকর্মা কেবল দেব-শিল্পীই নন, ইনি দেবতাদের অস্ত্র, নগব প্রভৃতিও নির্মাণ করেন। তিনি সূর্যের যে ভেজ কর্ত্তিত করেছিলেন তাব দ্বারা বিষ্ণুব চক্র, শিবের ত্রিশূল, যমের দণ্ড, কুবেরের শিবিকা, কার্ত্তিকেয়ের শক্তি এবং অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র নির্মাণ করেছিলেন :

শান্তিতক্ষান্ত যং তেজস্তেন চক্রং বিনির্মিতম্ ॥

বিষ্ণোঃ শূলঞ্চ শর্বস্ত শিবিকা ধনদস্ত চ ।

দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতে স্তথা ॥

অন্যোষাঈশ্বব দেবানামাযুধানি স বিশ্বভূতং ।

চকার তেজসা ভানোর্তাহরণাণিশান্তয়ে ॥\*

ঐষ্টা তু তেজসা তেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ ॥\*

বিশ্বকর্মা যে নিখিল-বিশ্বব্যাপী সূর্য্যগ্নি তাব স্পষ্ট উল্লেখ পাই কৃষ্ণধ্বজুর্বেদে,—  
“স। বিশ্বায়ুঃ স। বিশ্বব্যচাঃ স। বিশ্বকর্মা ॥”\*

—সেই দেবতা বিশ্বায়ু অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের জীবনস্বরূপ, সেই দেবতা বিশ্বব্যচাঃ অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া বহিয়াছেন এবং সেই দেবতা বিশ্বকর্মা অর্থাৎ সকল কর্মের মূলীভূত।\* তিনিই বিশ্বের ঐষ্টা, সর্বঐষ্টা বাচস্পতি।

১ বৃহৎসংহিতা—২।৫১

২ কুর্মপুরাণ, পূর্বভাগ—৪১৩ ৩ মার্কণ্ডেয়পুরাণ—১০৮ অঃ

৪ হরিবংশ, খিলহবিবংশ পর্ব—১০।৬২ ৫ কৃষ্ণধ্বজুর্বেদ—১।১।৫ ৬ অম্ববাদ—মুগদাস লাখিডী



হিন্দুদেব দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

হৃদয়গির মতই তাঁর তিনটি ধাম—একটি পবন ঘোমে, একটি অস্তরীকে ও একটি পৃথিবীতে।

“যা তে ধামানি পবনানি বাহবলা যা মধ্যমা  
বিশ্বকর্মে তেমা শিক্ষা সমিত্যো হবিষি স্খাঃ ...”

বাচস্পতি বিশ্বকর্মাণমুভয়ে মনোযুক্তং বাজে অভা হবম ।”  
—হে বিশ্বকর্মা, তোমার যে শ্রেষ্ঠ দিব্যস্থান, তোমার যে অসংখ্য স্থান (পৃথিবী),

তোমার যে মধ্যস্থান (অস্তরীক আছে, তা তুমি তোমার নিজদেব (যজ্ঞকর্তাদেব) উপদেশ দাও। বাচস্পতি (মন্ত্রেব পালক), মনেব প্রেক্ষাদাতা বিশ্বকর্মা

আমরা স্বাক্ষর নিমিত্ত হবি প্রদান করি।  
শতপথ ব্রাহ্মণে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বকর্মা কে অগ্নিরূপে উল্লেখ করে অগ্নিকণী

বিশ্বকর্মার নিকট প্রার্থনা জানানো হয়েছে : “বিশ্বকর্ম তনুণা অগ্নি মা  
মোদোষিত্তি মা মা হিঙ্গিরেব বাং লোক ইত্যাদিত্তেজ্যস্তথা বা এতদাহবনীয  
গার্হপত্যং চান্তে ।”<sup>১</sup>

—হে বিশ্বকর্মা, তুমি আমাদের দেহব্যবহারকর্তা। আমাদের অনিষ্ট কোবো  
না, হিংসা কোবো না। আহবনীয ও গার্হপত্য নামে যে অগ্নি (তোমার স্বরূপ)

তাদের দ্বারা আমাদের দেহাদি বিনষ্ট কোবো না, হিংসা কোবো না।  
তাদের দ্বারা আমাদের দেহাদি বিনষ্ট কোবো না, হিংসা কোবো না, তিনি শ্রেষ্ঠ  
পূর্বাপেক্ষ বিশ্বকর্মা শুধু জটাকণী শিল্পী। কর্মকাণ্ড বা যজ্ঞধর্য নন, তিনি শ্রেষ্ঠ  
স্থপতি - বাস্তবকাণ্ড। বামাধন থেকে জানা যায় যে বিশ্বকর্মা লঙ্কাপুত্রী নির্মাণ

করেছিলেন।

লঙ্কা নাম পুত্রী বন্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মা ।  
স্বাক্ষরান্য নিবাসার্থ যজ্ঞস্ত্রাস্ত্রাববর্তী ॥<sup>২</sup>

স্বাক্ষর পাঠে আবও জানা যায় যে বিশ্বকর্মার পুত্র নল নামক বানর পিতার  
শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সমুদ্রের উপরে সেতু বন্ধন করেছিলেন। সমুদ্র বামচন্দ্রকে  
বলেছিলেন :

অব লোম্য নলো নাম ভনবো বিশ্বকর্মণঃ ।  
পিত্রা নভবকঃ স্ত্রিয়ান্ প্রীতিমান্ বিশ্বকর্মণা ॥

এব সেতুং মহোৎসাহঃ করোতু মমি বানরঃ ।  
তমহং ধারয়িত্তামি যথা ধ্বে পিতা তথা ॥<sup>৩</sup>

১ স্বপ্নমুর্বেষ—৪৪০/৩২  
২ শতপথ ব্রাহ্মণ—১৫১৩  
৩ বামাধন, উত্তরকাণ্ড—৩২৩

—এই সৌম্য বিশ্বকৰ্মাৰ পুত্র সৌভাগ্যবান ও শ্রীতিমান। পিতা বিশ্বকৰ্মা তাঁকে বর দিয়েছেন। এই মহোৎসাহ বানব আশাৰ উপবে সেতু নির্মাণ করুন। তাঁকে আমি পিতার মত ধাবণ কববো।

রামায়ণে সসৈন্ত ভবভেব আপ্যায়নের জন্য ভয়ছাজ মূনি বিশ্বকৰ্মাকে দিবে গৃহনির্মাণ কবিয়েছিলেন।<sup>১</sup>

হবিবংশ (৫৮ অঃ) অহুসাৰে শ্রীকৃষ্ণেৰ আদেশে বিশ্বকৰ্মা দ্বাবকাপুৰী নির্মাণ কবেছিলেন।

বিশ্বকৰ্মা চ তাং কুত্বা পুৰীং শত্ৰুপুৰীমিব।

জগাম ত্ৰিদিবং দেবো গোবিন্দেনাতিপূজিতঃ ॥

—বিশ্বকৰ্মা ইন্দ্রপুৰীৰ মত সেই দ্বাবকাপুৰী নির্মাণ কবে শ্রীকৃষ্ণেৰ দ্বাব। সম্বন্ধিত হয়ে স্বর্গে গমন কবেছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বকৰ্মা দেবতাদেয় বিমান ও ভূষণ নির্মাতা—মাহুবেব শিল্পকৰ্মেৰ আদি কৰ্তা।

কর্তা শিল্প সহস্রাণাং ত্ৰিদশানাঞ্চ বর্ষকিঃ।

ভূষণাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাং ববঃ ॥

য সর্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।

মহুস্ত্রাশোপজীবন্তি যন্ত শিল্প মহাত্মনঃ ॥<sup>৩</sup>

—বিশ্বকৰ্মা শিল্প সহস্ৰেব কৰ্তা, দেবগণেব শত্ৰুধর, সকল অলংকাৰেব নির্মাতা, তিনি দেবগণেব সকল বিমান নির্মাণ কবেছেন এবং সেই মহাত্মাৰ শিল্প-কৰ্ম অতাপি মহুস্ত্ৰেব উপজীবিকা।

মহাভাবত অহুসাৰে বিশ্বকৰ্মা বিষ্ণুশ্রুতা, স্বর্গেৰও অষ্টা, সহস্রশিল্পেব আবিষ্কৰ্তা—সর্বপ্রকার কাকশিল্পেব জনক।

যন্ত্ৰপুৰাণেৰ মতে বিশ্বকৰ্মা অষ্টবহুত্ব অত্ৰতম প্রভাসেব পুত্রঃ এবং বিষ্ণুপুরাণে তিনি প্রভাসেব ঔরসজাত এক বৃহস্পতিৰ ভগিনী ববস্ত্রীৰ গৰ্ভজাত।

প্রভাসস্ত তু সা ভাৰ্গা বহনামষ্টমস্ত চ।

বিশ্বকৰ্মা মহাভাগ স্তস্তাং যজ্ঞে প্রজাপতিঃ ॥

১ রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড—১১

২ খিলহবিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৫৮৫৬

৩ বিষ্ণুপুরাণ, পূৰ্বাংক—১৫১২০-২১

৪ যন্ত্ৰপুঃ—৪২৭

৫ ঐ —১৫১১২

এখানে বিবর্তনই প্রকাশিত। বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত বিবর্তনীয় চাবিপুত্র  
—অষ্টকপাং, অর্ধব্রহ্ম, ক্রীড়া ও কন্য।<sup>১</sup>

হরিকেশ বিবর্তন প্রকাশিত পুত্র :

শিল্পিত্যন্ত বোনাং প্রকাশিতহুতঃ প্রভুঃ।<sup>২</sup>

মানবপ্রাণের মত দেবদেব পিতৃ, মাতৃ এবং পুত্রের নিরূপণ সহজসাধ্য নয়—হুসাধ্য বলেই বোধ হয়। কোন দেবতাকে কখন কার পিতামাতা অথবা পুত্র এমন কি ভগিনীকুশল উল্লেখ করা হয়েছে, তাবলে বিশিত হতে হয়। একই দেবতার পিতৃ-মাতৃ তার স্থানে ভিন্নরূপ। এমন কি পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র প্রভৃতি সম্পর্ক বৈশাধ্যও ঘটেছে। এমন ঘটনা রয়েছেই আছে। আমরা সকল দেবতা মূলতঃ এক হওয়ার উদ্দেশ্যে পিতৃ পুত্র প্রভৃতি আরোপিত করি। হুতবার বিবর্তন অষ্টকপের পুত্র এক প্রকাশিত পুত্র হওয়া মতও তিনি বন্য প্রকাশিত এক প্রকাশিত ক্রীড়া ও উৎস পুত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রীড়া তিনিই বিবর্তন,—তিনিই প্রকাশিত।

মহাত্মকত ও দেবী ভাগবত ক্রীড়া ও প্রকাশিত অভিন্ন।

ক্রীড়া প্রকাশিতদেবদেবী মহাত্মাঃ।<sup>৩</sup>

অতঃপর ক্রীড়া ও বিবর্তন থেকে প্রকাশিত পুত্রকভাবে বসিত হলেও উৎস একই। ডঃ অমিনাশঙ্কর হান্সন মতে অতঃপর বিবর্তন পুত্র, বিবর্তন ও প্রকাশিত একই দেবতা। "The conception of the Puruṣa or the Great Divine Being, who is coextensive with and even greater than the universe, from whose body, the whole creation including the Devas Sprang, is essentially pantheistic and was probably an old conception like that of Prajāpati, Viśvakarmā and Paramātmā."<sup>৪</sup>

একটি স্বতন্ত্র প্রকাশিত বিবর্তনকেই বর্ণিত হয়েছে :

প্রকাশিত ন হুতভরতঃ বিবা ভাতানি গমি তা বক্র।

কং কাশতে ক্রমভরতঃ অতঃপর ভাব গভবা কীর্ণাঃ।<sup>৫</sup>

—হে প্রকাশিত, তুমি ভিন্ন ভাব কেহ এই সমস্ত উৎসের বক্রকে আরম্ভ

১ বিষ্ণু-২:১১২

২ হরিকেশ বিবর্তন-৩৭০

৩ মহাত্মক, উৎসবর্ণ-৩৭, দেবীভাগবত-২৪২০

৪ Rigvedic Culture—page 478

৫ অতঃপর-১:১২১১

করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদেরিগের লিঙ্গ হয়, আমরা যেন যনের অধিপতি হই।<sup>১</sup>

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলান্তর্গত হিরণ্যগর্ভ নামক সূক্তটি (১২১ সূক্ত) প্রতি ঋকের শেষে গানের ধ্যায় যত উল্লিখিত হয়েছে : “কনৈ দেবায় হবিষা বিধেম” — কোন্ দেবতাকে (অথবা প্রজাপতি দেবতাকে) হবিষ্যার অর্চনা করবো।

সায়নাচার্য ‘ক’ শব্দের অর্থ করেছেন প্রজাপতি। সায়নকৃত ভাস্করীকার করলে প্রজাপতি ও হিরণ্যগর্ভ অভিন্ন। হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টিব আদিতো বর্তমান ছিলেন। তিনিই দিয়েছেন জীবের আত্মা, বল, মৃত্যু। কৃষ্ণজুর্বেদও বলেছেন যে ‘ক’ শব্দে প্রজাপতিকে বোঝায়—“প্রজাপতির্বে কঃ।”<sup>২</sup>

যাঁক বলেছেন, “প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা, পালয়িতা বা।” যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনিই প্রজাপতি বিশ্বকর্মা। হিরণ্যগর্ভ শব্দের অর্থ ধার্য গর্ভ বা অভ্যন্তরভাগ হিবয়র। তিনি কে? তিনি সূর্য। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভ স্তুতিতে হিরণ্যগর্ভের যে বিবরণ পাই, তাতে তাঁর স্বরূপ অস্পষ্ট নয়। সৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভ বিস্তারিত ছিলেন, তিনি জন্মমাত্রই সর্বভূতের অধীশ্বর হয়েছিলেন, তিনি আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করেছিলেন, তিনি জীবকে আত্মা দিয়েছেন, বল দিয়েছেন, মৃত্যু এবং অমৃত তাঁরই অধীন, পৃথিবী তাঁরই সৃষ্টি, পৃথিবীকে তিনি স্থির করেছেন, পর্বতকুল তাঁরই ইচ্ছায় সৃষ্ট।<sup>৩</sup> হিরণ্যগর্ভ সূক্তে বর্ণিত গুণাবলী সূর্য, ইন্দ্র এবং অগ্নিতে বিস্তারিত। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও হিরণ্যগর্ভ একই বস্তু, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ঋগ্বেদে একটি মন্ত্রে সূর্যকে প্রজাপতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

“দিবো ধর্তা ভুবনস্ত প্রজাপতিঃ পিশংগ হ্রাপিঃ

প্রতিমুখ্যন্তে কবিঃ।”<sup>৪</sup>

—দ্যলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক প্রজাপতি (সবিভা দেব) পিশঙ্গ পরিচ্ছদ (হিরণ্য কবচ) — সায়ন পবিত্রান করেন।<sup>৫</sup>

হিরণ্যগর্ভ সম্পর্কে একজন পণ্ডিত লিখেছেন, “The golden germ is the sun according to some, fire according to others. The sun is once glorified under the name of ‘golden embryo’ as the great power of the universe, from which all other powers and existences,

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ কৃষ্ণজুর্বেদ—১১।৭।৬

৩ ঋগ্বেদ—১০।১২১

৪ ঋগ্বেদ—৪।৫৩২

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

divine and earthly are derived, a conception which is the nearest approach to the later mystical conception of Brahmā, the creator of the universe”<sup>১</sup>

ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রজাপতি দেবগণের পিতা।<sup>২</sup> আদিতে তিনিই একমাত্র ছিলেন।<sup>৩</sup> আশ্বলায়নের গ্রন্থস্থলে প্রজাপতির অপব নাম ব্রহ্মা। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেছেন, “প্রজাপতির্বা দৈমগ্র এক এবাস। স ঐক্যত কথং হু প্রজায়েযেতি, সোহশ্রীম্যাৎ, স তপোহতপ্যত, সোহগ্নিমিব মুখাঙ্জনরাধক্রে...”।<sup>৪</sup>

সৃষ্টির অগ্রে প্রজাপতি একাই ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমি কেমন কবে প্রজা সৃষ্টি করবো? তিনি শ্রম কবলেন, তিনি তপস্বী করলেন, তিনি মুখ থেকে অগ্নি সৃষ্টি করলেন।

অমৃত্র আছে, “প্রজাপতির্বা ইদমেক আসীৎ। সোহকামযত প্রজাঃ পশুনং-স্বজেষেতি স আঙ্মনো বপামৃদুখিদ্ভ্যাময়ৌ প্রাগৃহ্যাজতোহস্বজন্ত...”।<sup>৫</sup> —প্রজাপতি একাই ছিলেন। তিনি স্থির করলেন, প্রজা সৃষ্টি করবেন। তিনি নিজের বপা (চৰ্বি) ছিন্ন করে অগ্নিতে প্রদান করলেন, তা থেকে প্রজা সৃষ্টি হোল।

প্রজাপতিবিকায়ত প্রজাঃ স্বজযেতি স তপোহতপ্যত, স সর্পীনস্বজত সোহকামযত প্রজাঃ স্বজযেতি, স দ্বিতীয়মতপ্যত, স বরাহস্বজত সোহকামযত প্রজাঃ স্বজযেতি স তৃতীয়মতপ্যত স এতৎ দীক্ষিতবাদমপজ্ঞস্তবদন্ততো বৈ স প্রজা অস্বজত।<sup>৬</sup>

—প্রজাপতি প্রজা কামনা করলেন, তিনি তপস্বী কবলেন, সর্পগণকে সৃষ্টি করলেন, তিনি দ্বিতীয়বার তপস্বী বত হলেন। তিনি পক্ষী সৃষ্টি কবলেন, তিনি প্রজা সৃষ্টি ব বিবরে চিন্তা করলেন, তিনি তৃতীয়বার তপস্বী কবলেন। তিনি দীক্ষিতবাদ (যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির নিবাসচরণ) দর্শন কবলেন, তৎপবে প্রজা সৃষ্টি কবলেন।

প্রজাপতির্বা ইদমগ্র এক এবাস। স ঐক্যত কথং হু প্রজায়েযেতি, সোহশ্রীম্যাৎ স তপোহতপ্যত স প্রজা অস্বজত, তা অত্র প্রজাঃ সৃষ্টাঃ পবাবভূবু স্তানীমানি বযাংসি পুরুষো বৈ প্রজাপতেনোদিষ্টে দ্বিপাদা অবৎ পুরুষস্তন্মাদ্ দ্বিপাদো বযাংসি।<sup>৭</sup>

<sup>১</sup> Vedic Selections, vol. II, C. U.

<sup>২</sup> শতপথ ব্রাঃ—১১।১০।১৪, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—৮।১।৩৪    <sup>৩</sup> শতপথ ব্রাহ্মণ—১২।৪।১

<sup>৪</sup> শতপথ ব্রাহ্মণ—২২।১

<sup>৫</sup> কৃকষজুর্বেদ—২২।১।১    <sup>৬</sup> কৃকষজুর্বেদ—৩৩।১।১

<sup>৭</sup> শতপথ ব্রাহ্মণ—২।৪।৪

—প্রজাপতি অগ্রে ছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন, কিভাবে প্রজা সৃষ্টি করবে। তিনি শ্রম করলেন, তিনি ভপত্রা করলেন, তিনি প্রজা সৃষ্টি করলেন, তাঁর এই প্রজাগণ পরাভূত হোল। এই পক্ষিগণ সৃষ্ট হোল, প্রজাপতি পুরুষ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, সেইজন্ত পুরুষ বিপাদ, পক্ষীও বিপাদ।

সৃষ্টির আদিতে বর্তমান, সকল প্রজাব স্রষ্টা ব্রহ্মরূপী। ইনি সূর্য্যায়িক্তরূপী। সকল জীবের স্রষ্টা, বিশ্বের আদিভূত যিনি, তিনিই প্রজাপতি বিশ্বকর্মা।

প্রজাপতিবিশ্বকর্মা।<sup>১</sup>

প্রজাপতিবিশ্বকর্মা, মন গন্ধর্ব্ব তাঃ ঋক্‌সাম ইষ্টকপী অগ্‌সর।<sup>২</sup>

সূর্য এবং অগ্নি এক হয়েও যেমন ভিন্ন, তেমনই প্রজাপতি ও বিশ্বকর্মা অভিন্ন হয়ে পৃথক্। কৃষ্ণযজুর্বেদে বিষয়টি মনোজ্ঞ ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। “আপো হ ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। স এতাং প্রজাপতিঃ প্রথমাং চিতিমশ্রুতমুপাধত্ত তদ্বিমমভবন্ত বিশ্বকর্মাঃ স্রবীতুপ স্বাহমানীতি নেহ লোকোহস্তীতি অত্রবীৎ স এতাং দ্বিতীয়াং চিতিমশ্রুতমুপাধত্ত তদন্তরক্ষিমভবৎ।”

—প্রথমে সবই জলময় ছিল, প্রজাপতি প্রথমে নিজের আধার সৃষ্টি করলেন, এই আধার ভূমি। বিশ্বকর্মা প্রজাপতিকে বললেন আমি তোমার কাছেই থাকবো, প্রজাপতি বললেন ভূমিতে স্থান নেই, তিনি দ্বিতীয় আধার নির্মাণ করলেন, এই দ্বিতীয় আধার অন্তরীক্ষ।

এখানে প্রজাপতি পার্থবাগ্নি এবং বিশ্বকর্মা দ্ব্যলোকায়ি অর্থাৎ সূর্য। কৃষ্ণ-যজুর্বেদেব আব একটি মন্ত্রেও প্রজাপতি বিশ্বকর্মার সূর্য্যায়িক্ত স্রষ্টা।

বিশ্বেদেবৈ ঋতুভিঃ সন্নিধানঃ প্রজাপতিবিশ্বকর্মা বিমুক্তু।<sup>৩</sup> —বিশ্বদেব ঋতুগণের সহিত একত্রিত হবে প্রজাপতি বিশ্বকর্মা (জল) মুক্ত করুন।

ঋতু সমূহই বিশ্বদেব। ঋতুকর্তা কে? সূর্য বা সূর্যবান্ধি। স্রুতরাং বিশ্বদেবের স্বরূপ ব্যাখ্যা কবে শতপথ ব্রাহ্মণ বলছেন,

“বিশ্বেদেবা ব্রহ্মণঃ যোহথ যৎপব তাঃ

প্রজাপতির্বা স ইন্দ্রো বৈ তদু হ বৈ বিশ্বে দেবা।”<sup>৪</sup>

—বিশ্বদেব ব্রহ্মসমূহ, শ্রেষ্ঠ যে জ্যোতি (সূর্য) তিনিই প্রজাপতি, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই বিশ্বদেব...।

১ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৩৩৪।৭

২ গুরুযজুর্বেদ—২৮।৪৩

৩ কৃষ্ণযজুর্বেদ—২।৫।৭।৫

৪ কৃষ্ণযজুর্বেদ—৪।১।২।৫

৫ শতপথ ব্রাহ্মণ—২।২।৩।১

শতপথ ব্রাহ্মণ মতে প্রজাপতি ও ইন্দ্র একই দেবতা। বৃহদেবতার মতে মধ্যভাগস্থিত (অন্তরীক্ষস্থিত) স্বর্বেই ইন্দ্র।<sup>১</sup> 'সর্বের' অপর মূর্তি যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি ও প্রজাপতি। যজ্ঞরূপী প্রজাপতির ছুই স্তন দুটি সাময়জ্ঞ।

“প্রজাপতেৰ্বা এতৌ স্তনৌ যৎ যজ্ঞশ্চন্নিধনশ্চ মধুশ্চন্নিধনশ্চ যজ্ঞো বৈ প্রজাপতি স্তমোভাভ্যাং দুগ্ধে যৎ কামং কাবয়তে তৎ দুগ্ধে।”<sup>২</sup>

—যজ্ঞশ্চন্নিধন ও মধুশ্চন্নিধন নামে সাময়জ্ঞের প্রজাপতির ছুই স্তন। যজ্ঞই প্রজাপতি। যজ্ঞরূপী প্রজাপতির এই ছুই স্তন থেকে যে যে কাম্যবস্ত্র কামনা করা যায় সেই সেই দোহন করা যায়।

মিনি স্নগ্ন যজ্ঞাধিপতি সেই প্রজাপতি স্নগ্ন যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁরই নাম দক্ষ। তাই প্রজাপতির অষ্টক্ৰিড যজ্ঞের নাম দাক্ষায়ন যজ্ঞ।

প্রজাপতি ই বা এভেনাগ্ৰেণ যজ্ঞেনজ্ঞে। ...

ন বৈ দক্ষো নাম। তন্ম যদেতেন

সোহগ্ৰেহযজ্ঞত ভদ্রাদাক্ষায়ণ যজ্ঞো নাম ...।<sup>৩</sup>

—প্রজাপতি অগ্রে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তিনিই দক্ষনামে পরিচিত। সেইজন্য যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রথমে করেছিলেন, সেই যজ্ঞ দাক্ষায়ণ যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ।

শতপথ ব্রাহ্মণের এই মন্ত্রটি পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর মূলে। পুরাণে দক্ষ একজন প্রজাপতি। স্বর্ধরূপী প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তা হুনিপুত্র, সূতরায় দক্ষ। তাঁর সৃষ্টিকর্তা অহরহ চলেছে। বিষ্ণুপুরাণানুসারে বিশ্বকর্মাই প্রজাপতি।<sup>৪</sup>

পুরাণাদিতে সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি বিশ্বকর্মা পৃথক পৃথক আকার লাভ করেছেন। সৃষ্টিকর্তা বিশ্বকর্মা দেবশিল্পীরূপে সৃষ্টার সঙ্গে অভিন্ন হয়েছেন, আর প্রজাপতি হয়েছেন ব্রহ্মা অগ্নির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। সৃষ্টা বেখানে বর্তমান আছেন পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে, সেখানে তিনি জিশিরার জনক ব্রাহ্মস্বরের স্রষ্টা। তাঁর অস্ত পশ্চিম বিন্দু। অতঃপর মানবজাতির আদি পুরুষ মধু ও প্রজাপতি নামে খ্যাত হয়েছেন এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র দশজন ঋষি ও প্রজাপতি নামে আখ্যাত হয়েছেন। “প্রজাপতি জীবসমূহের স্রষ্টা, জন্মদাতা ও পূর্বপুরুষ। বেদে ইন্দ্র সাদিকী, সোম, হিরণ্যগর্ভ ও অত্মজ দেবতাকে প্রজাপতি বলা হয়। মহানুহিতার ব্রহ্মাকেই

১ বৃহদেবতা—২১৩

২ তাত্ত্বমহাব্রাহ্মণ—১৩১১১০

৩ শতপথ ব্রাহ্মণ—১।৪।৪

৪ বিষ্ণুপুরাণ, পূর্বার্ণ—১৫।১১০

এই উপাধি দেওয়া হয়েছে। কাৰণ তিনিই প্ৰকৃত সৃষ্টিকৰ্তা এবং পৃথিবীবিশ্বকৰ্ম। ব্ৰহ্মাব পুত্ৰ বলে এবং দশজন ঋষিব সৃষ্টিকৰ্তা বলে স্বায়ত্ত্ব মন্ত্ৰকেও প্ৰজাপতি বলা হয়েছে। এই ঋষিবা ব্ৰহ্মাব মানসপুত্ৰ এবং এই মানসপুত্ৰ হতেই মানবের সৃষ্টি। সেইজন্য এই দশজন ঋষিকেই সৰ্বত্ৰ প্ৰজাপতি বলা হয়েছে। মরীচি, অত্ৰি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্ৰতু, বশিষ্ঠ ও প্ৰচেতা বা দক্ষ, ভৃগু ও নারদ। এই সাতজন সপ্তৰ্ষিই প্ৰজাপতি।”<sup>১</sup>

ঐষ্ট্য, প্ৰজাপতি ও বিশ্বকৰ্মা পৃথক্ পৃথক্ ৰূপে বেদে উপাসিত হলেও এই তিন দেবতা যে একই সৃষ্টিকৰ্তা সে বিষয়ে আব সংশয়ের হেতু নেই। পৌরাণিক দক্ষ প্ৰজাপতিও একই দেবতা। পুৰাণে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মা। তাঁর পুত্ৰগণ প্ৰজাপতি সংজ্ঞা পেয়েছেন। এঁরা সকলেই একই দেবসত্তার বিকাশ। প্ৰজাপতি যে সূৰ্য অথবা আয়ত্ন তেজ একথাব সমর্থন আমরা উদ্ভূত সাহেবের লেখা থেকেও পাই। তিনি প্ৰজাপতি সম্পর্কে লিখেছেন, “Prajāpati is also the symbol of the year . the cycle of life, the cycles of seasons on which life depends. He is the light which guides the evolution of life. The luminaries that shine in the day, the night and the twilight are his components. These are the Sun which illumines the day, the moon, which illumines the night, and fire shining in the twilight.”<sup>২</sup>

১ পৌরাণিক অভিধান—হরীচন্দ্র সরকার, পৃ: ২৪২

২ Saddhava Kalyāna Śakti Anka (1938), page 565



## যম

যমের জন্মকথা—সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা (স্বল্পপূরাণ, রেবাখণ্ড, ৫৬ অঃ অহসারে অহুসুর্ধা সাবিজী) যম নামক পুত্র ও যমী নামক কন্যাব জন্মদান করেছিলেন ।

তন্তু কন্যাং দদৌ সংজ্ঞাং নাম মহাপ্রভাম্ ।

তত্ৰাপত্যধ্বং যজ্ঞে যমশ্চ যমুনা তথা ।<sup>১</sup>

—বিব্রকর্মা তাঁর সংজ্ঞা নামী মহাত্ম্যতিসম্পন্ন কন্যা সূর্যকে প্রদান করেছিলেন । তাঁর (সংজ্ঞার) যম ও যমী নামে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।

বিব্রদান্ কস্তপাং পূর্বমধিত্যামভবং পুবা ।

তন্তু পত্নীজবং তবং সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা তথা ॥

বৈবতন্তু স্ততা রাজ্ঞী বৈবতং স্তবুবে স্ততম্ ।

প্রভা প্রভাতং স্তবুবে স্ততী সংজ্ঞা তথা মহম্ ।

যমশ্চ যমুনা চৈব যমলো চ বভূবভুঃ ।<sup>২</sup>

—পুরাকালে কস্তপের ঔবসে অধিষ্ঠিত গর্ভে বিব্রদান (সূর্য) জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাঁর তিন পত্নী সংজ্ঞা, রাজ্ঞী এবং প্রভা । বৈবতের কন্যা রাজ্ঞী বৈবত নামে পুত্র প্রসব করেছিলেন । প্রভা জন্ম দিয়েছিলেন প্রভাতকে, স্ততীকন্যা সংজ্ঞা মহাকে এবং যমজ সন্তান যম ও যমীকে জন্ম দিয়েছিলেন ।

পুরাণুসুর্ধাং সাবিজীং স্ততা স্বতনয়াং দদৌ ।

পতিধর্ময়তা নিত্যং সিবৈবে লোকচক্ষুসে ॥

তস্তাং বৈ মিতুনং যজ্ঞে লোকসাক্ষিবিভাবসৌঃ ।

যমো বৈবস্বতো জাতো যমুনা লোকপাবনী ॥<sup>৩</sup>

—পূর্বকালে স্ততা নিজকন্যা অহুসুর্ধা সাবিজীকে সবিতাকে দান কবেছিলেন । সাবিজী পতিধর্মে নিযুক্তা থেকে সর্বলোকচক্ষু সূর্যকে সেবা করতেন, তাঁর গর্ভে সর্বলোকসাক্ষী সূর্যের যুগ্ম সন্তান জন্মে—বৈবস্বত যম ও লোকপবিজ্ঞকাবিনী যমুনা ।

সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেয়ে সংজ্ঞা নিজের শরীর থেকে আত্মাহুতরূপ ছায়া নামী এক রমণীকে সৃষ্টি করে পতি ও পুত্রের পরিচর্যা নিযুক্ত করে চলে গেলেন ।

ততন্তেজোময়ং রূপমসহস্রী বিবস্তুতঃ ।  
নারীমুৎপাদয়ামাস অশরীরাদনিমিত্তাম্ ।  
হাস্তী অশ্বকর্ণেণ নান্না চ্ছাযেতি ভামিনী ॥<sup>১</sup>

সংজ্ঞা ছাষাকে বললেন,

ছাষে অং ভজ্জ ভর্তারং মদীযং তং ববাননে ।

অপত্যানি মদীয়ানি মাতৃস্নেহেন পালয় ॥<sup>২</sup>

স্বর্ঘ ছাষাকেই সংজ্ঞা ভেবে ছাষাব গর্ভে সাবর্ণি'মহু এবং কন্তা তপতীকে উৎপন্ন কবলেন । ছাষা নিজ পুত্রকে যেমন স্নেহ কবতেন সপত্নীপুত্র যমকে সেরূপ স্নেহ কবতেন না । সেইজন্য যম জুড় হযে ছাষাকে তান পা তুলে তর্জন করেছিলেন । তাতে ক্ষুধা হযে ছাষা যমকে অভিশাপ দিলেন যে যমেব এই একটি পদ বহুপুষ্পাবী ক্রিমিকীটসংকুল ক্ষতে পরিণত হবে ।

সজ্জবামাস তদা পাদমুৎক্ষিপ্য দক্ষিণম্ ॥

শশাপ চ যমং ছান্না ভবতু ক্রিমিসংযুতঃ ।

পাদোহযমেকো ভবিতা পুষ শোণিতবিস্রবঃ ॥<sup>৩</sup>

যম পিতা স্বর্ঘেব কাছে মাতৃপ্রদত্ত অভিশাপ বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন । স্বর্ঘদেব যমকে সান্দনা দিয়ে বললেন, কুকবাকু তোমাব পায়ের ক্রিমি ভক্ষণ করবে । তুমি থঞ্চ হবে এবং তোমাব পা কবিরাক্ত থাকবে ।

কুকবাকুস্তবপদে স ক্রিমিং ভক্ষয়িষ্যতি ।

থঞ্চক কবিরাক্ষেব পাদমেতন্তবিস্রাতি ॥<sup>৪</sup>

অতঃপর যম পিতামহ ব্রহ্মার আরাধনার নিমগ্ন হলেন পুরুষ তীর্থে । তপস্তাষ তুষ্ঠ ব্রহ্মার নিকট থেকে যম প্রার্থনা কবলেন লোকপালন্ত, পিতৃলোকের আধিপত্য ও ধর্মাধর্মের বিচারকত্ব :

বত্রে স লোকপালন্তং পিতৃলোকং তথাক্ষয়ং ।

ধর্মাধর্মাত্মকস্তাত্ত জগতন্ত পবীক্ষণম্ ॥<sup>৫</sup>

বরাহপুরাণানুসারে ছাষাব গর্ভে শনি এবং তপতীর জন্ম হয়েছিল :

তন্মাদপি জয়ং যজ্ঞে শনিং তপতিমেব চ ॥<sup>৬</sup>

ছাষার দুর্ব্যবহাবে বিরক্ত হয়ে যম পিতাকে জানালেন যে ইনি নিশ্চয়ই তাঁর

১ পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড—৮।৩৯।৪০

২ ভদেব—৮।৪১-৪২

৩ ভদেব—৮।৪৬-৪৭

৪ ভদেব—৮।৫২

৫ ঐ —৮।৫৫

৬ বরাহপুরাণ—২.৮

জননী নন, এ'র ব্যবহাব বিমাতৃস্থলত । এ কথা শুনে ছায়া যমকে অভিশাপ  
দিলেন যে যমকে প্রেতলোকের অধিপতি হতে হবে ।

এক যমবচঃ স্রষ্টা সা ছায়া ক্রোধমুর্ছিতা ।

শশাপ প্রেতরাজস্বঃ ভবিষ্যত্তচিরাদেব ॥<sup>১</sup>

এই অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করে অর্ধও যমকে বললেন, তুমি ধর্ম ও পাপের  
মধ্যবর্তী (বিচারক) হবে, লোকপাল হবে এক ছ্যালোকে (আকাশে) শোভা পাবে ।

উবাচ মধ্যবর্তী ত্বং ভবিতা ধর্মপাপত্রয়োঃ ।

লোকপালশ্চ ভবিতা ত্বং পুত্র দিবি শোভসে ॥<sup>২</sup>

মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিশ্বকর্মানন্দিনী অর্ধপত্নী-সংজ্ঞা অর্ধভেজ সহনে অসমর্থ্য হওয়ায়  
সংজ্ঞা চক্ষু মুদ্রিত করায় অর্ধ যমকে পুত্ররূপে লাভ করার অভিশাপ দিয়েছিলেন ।  
অর্ধভেজে সংজ্ঞার চক্ষু চঞ্চলা হওয়ায় অর্ধের অভিশাপে চঞ্চলা নদীরূপিনী যমুনাকেও  
তিনি কন্যারূপে লাভ করেছিলেন ।

মার্কণ্ডেয় পুত্রবর্তী ভনয়া বিশ্বকর্মণঃ ।

সংজ্ঞা নাম মহাভাগ তস্তাঃ ভাহুবলীজনং ॥

মহুঃ প্রথ্যাত্মশশনেকজ্ঞানপারগম্ ।

বিবশতঃ সূতো যস্মাং তস্মাৎবৈবশতস্ত সঃ ॥

সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্টা নিম্নলম্বতি লোচনে ।

যতন্ততঃ সরোষোহর্কঃ সংজ্ঞাং নির্ধূয়মব্রবীৎ ॥

ময়ি দৃষ্টে লদা যস্মাং কুরুবে নেত্রসংযমম্ ।

তস্মাৎকনিয়সে সূচ্রে প্রজাসংযমনং যমম্ ॥

ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা ।

বিলোলিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ ॥

যস্মাৎবিলোলিতা দৃষ্টিময়ি দৃষ্টে স্বয়াদুনা ।

তস্মাৎবিলোলাং ভনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিস্বাসি ॥

ততস্তস্তান্ত সংজ্ঞাং ভর্তৃশাপেন তেন বৈ

যমশ্চ যমুনা চৈব প্রথ্যাতা স্মহানদী ॥<sup>৩</sup>

—মার্কণ্ডেয় পত্নী বিশ্বকর্মার কন্যা মহাভাগা সংজ্ঞা । তাঁর গর্ভে অর্ধ  
প্রথিতযশা মহাজ্ঞানী মহুঃ জন্ম দিয়েছিলেন । বিশ্বকর্মানের (অর্ধ) পুত্র বলেই তিনি

বৈবস্বত, মনু নামে পবিচিত। যেহেতু সংজ্ঞা ববির দৃষ্টিপাতে চক্ষু নিম্নীলিত কবেছিলেন, সেইজন্য সূর্য তাঁকে নির্ভব বাক্য বলেছিলেন, হে যুগে যেহেতু আমার দৃষ্টিতে তুমি চক্ষু সংযমিত করেছ, অতএব প্রজ্ঞা সংযমনকাৰী যম তোমাব পুত্র হবে। তাবপব ভয়াকুলা দেবী সংজ্ঞা দৃষ্টি চঞ্চল করেছিলেন। তাঁব চঞ্চল দৃষ্টি দেখে ববি পুনবাষ বললেন, ‘যেহেতু আমার দৃষ্টিতে তোমাব চক্ষু এখনও চঞ্চল অতএব তুমি চঞ্চলা নদীকে প্রসব কববে।’ অতঃপব ভর্ষুশাপে যম এবং প্রথ্যাভা মহানদী যমুনাকে তিনি প্রসব কবেছিলেন।

সংজ্ঞা ছাষাকে রেখে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। ছাষার গর্ভে জন্মাল দুটি পুত্র ও একটি কস্তা। ছাষা নিজ পুত্রবচ্চাকে যেমন সমাদব করছিলেন সংজ্ঞাব পুত্রদেব তেমন সমাদব কবছিলেন না। মনু সঙ্ঘ কবলেও যম সঙ্ঘ করলেন না। তিনি মাতাকে তাডনা করে পা তুলেছিলেন, কিন্তু লাধি ছাষার গাষে লাগে নি। ছাষা সংজ্ঞা কোপে ওষ্ঠ কম্পিত করে হস্ত চালিত কবে অভিশাপ দিলেন, ‘যেহেতু পিতাব পত্নীব মৰ্ধাদা তুমি পদেব ছাষা তাডনা করেছ, অতএব তোমার পা মাটিতে খসে পড়বে।’

ছাষাসংজ্ঞা স্বপত্যেযু যথা শ্বেষতিবৎসলা।

তথা ন সংজ্ঞাকস্তাযাং পুত্রযোশ্চষবর্তত ॥

মনুস্তংকাস্তবানস্তা যমস্তস্তা ন চক্ষমে।

তাডনায় বৈ কোপাং পাদস্তেন সমুত্ততঃ ॥

তস্তাঃ পুনঃ স্ফাতিমতা ন তু দেহে নিপাতিতঃ।

ততঃ শশাপ তং কোপাচ্ছাষাসংজ্ঞা যমং দ্বিজ ॥

কিঞ্চিৎ প্রক্ষুরমাণোষ্টি বিচলংপাপিপল্লবা।

পিতুঃ পত্নীমৰ্ধাদং যন্মাং তর্জযলে পদা।

ভুবি তন্মাদবং পাদস্তবান্ধৈব পতিস্ততি ॥১

যম পিতাব নিকট জানালেন যে অভিশাপদাত্রী নিশ্চয়ই তাঁর জননী নন। সূর্য ছাষাব নিকট প্রকৃত তব্ব অবগত হযে বিশ্বকর্মা গৃহে গেলেন সংজ্ঞার অন্বেষণে। বিশ্বকর্মা সূর্যেব ভেজ শাতন করলেন। সূর্য অম্বরূপধাবিনী সংজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হলেন। অধিনীকুমাবধ্বষের জন্ম হোল। সূর্য সংজ্ঞাকে নিজালযে নিয়ে এলেন। তখন সূর্য শ্রীত হযে যমের শাপাস্ত ঘটালেন। তিনি বললেন,

যে যমেব পাবেব মাংস নিষে কৃষিকুল ভূমিতে পতিত হবে, তিনি মিজে অমিজে সমান দৃষ্টি হেতু যমকর্মে (সংযমন কর্মে) নিমুক্ত হলেন ।

ক্রিমযো মাংসমাদায় পাদতোহস্ত মহীতলে ।

পতিস্তস্তীতি শাপাস্তঃ তস্ত চক্রে পিতা স্বয়ম্ ।

ধর্মদৃষ্টির্থতচার্মো সমো মিজে ভবাহিতে ।

ততো নিষোগং ভুং যাম্যে চকাব তিমিরাপহঃ ॥<sup>১</sup>

বিষ্ণুপুর্বাণে যম-যমীব জন্ম ও ছাবাসংজ্ঞা কর্তৃক যমেব প্রতি অভিশাপেব কথা উল্লিখিত হয়েছে মাজ । শাপেব কাবণ এবং শাপের স্বরূপ কিছুই বলা হয় নি ।

স্বর্ষস্ত পত্নী সংজ্ঞাভূং তন্নয়া বিশ্বকর্ষণঃ ।

মহর্ষমো যমী চৈব তদপত্যানি বৈ যুনে ॥

\* \* \*

ছাবাসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায কুপিতা যদা ।

তদাত্তেযমলো বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ যমস্বর্ষয়োঃ ॥<sup>২</sup>

—বিশ্বকর্মাননয়া সংজ্ঞা স্বর্ষের পত্নী ছিলেন । তাঁর মন্ত্র, যম ও যমী এই তিন সন্তান ছিল । ... যখন ছাবাসংজ্ঞা কুপিতা হবে যমকে শাপ দিবেছিলেন, তখন ইনি সংজ্ঞা তিন অস্ত্র কেউ—যম এবং স্বর্ষের এই বোধ হয়েছিল ।

ঋগ্‌পুর্বাণেব প্রাভাস খণ্ডে মার্কণ্ডেয়পুর্বাণেব অনুরূপ বিবরণ আছে । এখানে যম ও যমুনী সংজ্ঞাব সন্তান, স্বর্ষেব ভেজ্ঞ অলহনীর হওয়ায় সংজ্ঞা চন্দ্র সংকুচিত করেছিলেন বলে স্বর্ষ প্রজাসংযমনকারী যমকে পুঞ্জরূপে লাভ করার অভিশাপ দিবেছিলেন ।

মযি দৃষ্টে সদা যশাং কুরুবে নেত্রসংক্ষয়ম্ ।

তস্মাঞ্জনিম্বলে যুচে প্রজা সংযমনং যমম্ ।

—আমাকে দেখে যেহেতু তুমি চন্দ্র সংকুচিত (সংযমন) কর, অতএব হে যুচে ! প্রজা সংযমনকারী যমকে পুঞ্জরূপে লাভ করবে ।

সংজ্ঞা আর একটি কস্তা যমুনী ও তৃতীয় সন্তান মহাকে প্রসব করেছিলেন । অতঃপর সংজ্ঞা ভর্তার ভবে পিতৃগৃহে চলে গেলেন নিজের ছাবাকে পতির পরিচর্যায বেথে । ছাবাব গর্ভে স্বর্ষেব সার্বর্ষি ও শনৈশ্চর নামে দুই পুত্র ও তপতী নামে

কল্পা জগৎগ্রহণ কবে। ছায়া সপত্নীগুহ্র অপেক্ষা নিজের গুহ্রকল্পাদেয় অধিক স্নেহ কবতে থাকায় যম ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে পদাঘাতের উত্তোষ কবেছিলেন। কলে ছায়া যমকে পদহীন হওয়ার অভিশাপ দিলেন।

পিতৃঃ পত্নী মর্ষাদং যস্মাং তর্জযসে পদা।  
ভুবি স্তম্ভাদম্বং পাদস্তবান্ধৈব পতিস্ততি ॥<sup>১</sup>

উক্ত পুত্রাণেব অন্তর্গত বেবাধেও সূর্যপত্নী সাবিত্রী ছায়াব উপবে পতি ও গুহ্র-কন্যাব ভায়াপর্ণ কবে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। কিন্তু পিতৃগৃহে পিতার দ্বাৰা নিবাসিতা হয়ে তিনি বড়বা কপ ধাবণ করে প্রেহান কবলেন অবপ্যাতিমুখে।

পিত্রো নিবাসিতা সন্তো বড়বাকপধারিণী।  
বিচচার বনে যমো বহ্নলোদক শাখলে ॥<sup>২</sup>

একদিন অন্ন দিতে দেবী হলে যম ছায়াকে পদাঘাত কবলেন। সেই অপরাধে ছায়াব অভিশাপে যম খণ্ড হন।

তদা পদা হতা তেন ছায়া তং চ শশাপ হ।

যতক্ষং মে পদাঘাতং কৃতবান্ বালভাবনাং ॥

তস্মাক্ষং চ পদা খণ্ডো ভবিস্তসি ন সংযঃ ॥<sup>৩</sup>

ঋগ্বেদে যম ও যমীর পিতা বিবস্বান্ বা সূর্য এবং মাতা স্ত্রীকন্যা সরণ্য।

বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং বাস্বানং হবিষা দ্রবত ॥<sup>৪</sup>

—(গুণ্যশীল) ব্যক্তিবর্গেব সংপথেব নির্দেশক বিবস্বান্ (সূর্য) পুত্র যম বাজাকে হবিষায় অর্চনা কর।<sup>৫</sup>

ঋগ্বেদের অন্য দুটি ঋকে যমের মাতা সরণ্যব সঙ্গে বিবস্বান্ বা সূর্যেব বিবাহের বর্ণনা আছে, এমন কি ছায়া ও সংজ্ঞার কাহিনীর মূলও এখানে বর্তমান।

ঋষ্টা দুহিজে বহতুং কপোতীতীদং বিধং তুবনং সমেতি।

যমস্ত মাতা পশুহমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ ॥

অপাগৃহমমৃতাং মর্ত্যোভ্যঃ কৃষী সর্বর্গামদহুর্বিবস্বতে।

উভাখিনাবতবস্তস্তনাদমহাহুঃ স্বা মিথুনা সরণ্যঃ ॥<sup>৬</sup>

—ঋষ্টা নামক দেব আপন কন্যার সরণ্যবা বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন তখন মহান বিবস্বান্ অদর্শন হইলেন।

১ শ্রীমদ্ভগবৎ—১০:১১০

২ শ্রীমদ্ভগবৎ—১০:১১০

৩ শ্রীমদ্ভগবৎ—১০:১১০-২৩

৪ শ্রীমদ্ভগবৎ—১০:১১১

৫ অশ্বিনী—সংশপ্তম দত্ত

৬ ঋগ্বেদ—১০:১১১-২

সেই মৃত্যুরহিত (সবগ্যাকে) মহামুদ্রিগেব নিকট গোপন করা হইল, তাহাব তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ কবিষা বিবধানকে দেওয়া হইল। তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ কবিলেন এক সরগ্যু যমজ দুইটি সন্তানকে ত্যাগ কবিলেন।<sup>১</sup>

যাক্ষ এই দুই ঋকেব ব্যাখ্যা কবতে গিয়ে বলেছেন যে ঋষ্টাব কন্যা সরগ্যুয সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। সরগ্যুয গর্ভে বিবধানের দুটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই দুটি সন্তান যম ও যমী। সরগ্যু নিজেই অশ্বকপ সর্বা নারী আর একটি নারীকে পতিব কাছে রেখে অশ্বকপ ধারণ কবে পলায়ন কবেছিলেন।

বৃহদেবতাতেও এই কাহিনীৰ উল্লেখ আছে :

অশ্ববন্নিথুনং ঋষ্টঃ সরগ্যুস্ত্রিষিবা সহ।

স বৈ সরগ্যুং প্রায়চ্ছং অশ্বমেব বিববতে।

ততঃ সরগ্যুং যজ্ঞাতে যমযম্যৌ বিববতঃ।

তৌ চাপ্যুভৌ যমাবেব জ্যাযাঃ স্তাভ্যাংতুর্বে যমঃ।<sup>২</sup>

—ঋষ্টার সরগ্যু ও ত্রিষিবা যমজ পুত্রকন্তা ছিল। তিনি স্বয়ং সরগ্যুকে প্রদান করলেন বিবধানের হাতে। সরগ্যুয গর্ভে বিবধানের যম ও যমী নামে পুত্রকন্তা জন্মগ্রহণ করে। তাঁর উত্তবে যমযয় নামে পরিচিত, ভ্রমধ্যে যম জ্যেষ্ঠ।

বেদেয় যম—ঋগ্বেদেব যম পুবার্ণেব যমের স্রত নবকেব অধিকর্তা নন। ঋগ্বেদেব যম পিতৃলোকের অধিকর্তা। তিনি পুণ্যাকাবীকে পুণ্ড্রত করেন এবং পিতৃগণ বিশেষতঃ অঙ্গিবা নামক পিতৃগণের সঙ্গে যজ্ঞভাগ গ্রহণ কবেন।

ইমং যমঃ প্রস্তরমা হি সীদাং গিবোভিঃ পিতৃভিঃ নবিনানঃ।<sup>৩</sup>

—হে যম, এই আযজ যজ্ঞে আসিবা উপবেশন কর। তুমি এই যজ্ঞ জান তোমার সঙ্গে অঙ্গিবা নামক পিতৃলোকদিগকে লইয়া আসিও।<sup>৪</sup>

যমো অঙ্গিরোভিঃ ... মদন্তি।<sup>৫</sup>

—যম অঙ্গিরাদেব আরা নন্দিত হন।

অঙ্গিরোভিরাগহি যজ্ঞিবোভির্ধম বৈকপৈপরিহ মাদযষ।<sup>৬</sup>

—হে যম ! নানামূর্তিধারী অঙ্গিরা নামক যজ্ঞভোক্তা পিতৃলোকদিগেব সহিত এস, এইস্থানে আমোদ কর।<sup>৭</sup>

১ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

২ বৃহদেবতা—৩।১৩১-৩৩

৩ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৪

৪ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৩

৬ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৫

৭ তদেব

যম মৃত ব্যক্তিদেব পথ প্রদর্শক হয়ে থাকেন :

পরেবিবাসং প্রবতো মহীবহু বহুভ্যঃ পন্থামহুপ্পসানম্ ।<sup>১</sup>

—তিনি অনেকের পথ পবিদ্ধার করিয়া দেন, তাঁহাব নিবটাই সকল লোক গমন করে।<sup>২</sup>

“যম মরণোন্মুখ জনগণেব অভিমুখে গমন করেন, মৃত্যুব পর কোন মার্গে কে যাইবে, তাহা নির্দেশ কবিয়া দেন এবং কৃতকর্মের দ্বারা যে যে লোক পাইবার অধিকারী তাহাকে সেই লোকে পৌছাইয়া দেন।”<sup>৩</sup>

যমো ন গাভুঃ প্রথমো বিবেদ নেবা গব্যুতিবপত্তর্তবা উ ।

যজ্ঞা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেষুবেনা জজ্ঞানঃ পথ্যা অহুঃবাঃ ।<sup>৪</sup>

—আমরা কোন পথে যাইব, তাহা যমই প্রথমে দেখাইয়াছেন, সেই পথ আর বিনষ্ট হইবে না। যে পথে আমাদের পূর্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন।<sup>৫</sup>

যম মৃতব্যক্তিকে স্থান দান করেন :

“যমো দদাত্যবসানমস্মৈ ।”<sup>৬</sup>

মৃতব্যক্তিকে কর্মানুসারে পথ প্রদর্শন করান, মৃতের জন্ত উপযুক্তস্থান নির্ণয় করেন বলেই যম পরবর্তীকালে হইবেন ধর্মরাজ—মৃত্যুব দেবতা—শ্রেতলোকের অধীশ্বর ।

চাবি চক্ষুবিশিষ্ট দুটি কুকুব যমের প্রহরী :

যো তে খানো যম বক্ষিতারো চতুরক্ষো পথিরক্ষোন্নুচক্ষসো ।

ভাভ্যামেনঃ পরিদেহি রাজন্ত্ৰ্যস্তি চান্বা অনরীকং চ ধেহি ॥<sup>৭</sup>

—হে যম ! তোমার প্রহরী স্বরূপ যে দুই কুকুর আছে, তাহাদিগের চারিচক্ষু । যাহাবা পথ বন্ধ করে এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মানুষকেই পতিত হইতে হয়। হে রাজা, ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগ কব ।

এই কুকুব দু’টিই যমবদন্ত—

উকণসাবহুত্পা উকুবলো যমস্ত দূর্তো চবতো জনা অহুঃ ॥<sup>৮</sup>

—দীর্ঘ নাসিকাবিশিষ্ট অতৃপ্ত (অথবা ভ্রাপ গ্রহণে তৃপ্ত) যমের দুই দূত জনগণেব পশ্চাতে ধাবিত হন ।

১ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১ ২ অনুবাদ—ভদেব ৩ অমরেন্দ্র ঠাকুর, নিকন্ত (ক বি.), পৃঃ ১১১৫

৪ ঐ ১০।১৪।২, অথর্ব—১৮।১১।১৫০ ৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ ঋগ্বেদ—১০।১৪।৯

৭ ঐ ১০।১৪।১১ ৮ অনুবাদ—ভদেব

৯ ঋগ্বেদ—১০।১৪।১২



যমের প্রহরী এই দুই সায়মেষ পরবর্তীকালে বহু সংখ্যক যমদূতের পরিকল্পনায় মূল। এমন কি মহাভারতে মহাপ্রহরান পূর্বে যুদ্ধিষ্ঠিরের অচ্যুগামী ধর্মরূপী সায়মেষের কল্পনাও এখান থেকেই উদ্ভূত হয়েছে।

যম ও যমী দুই যমজ ভাই-বোন। কিন্তু যম অগ্রজ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দশম সূক্তে যম ও যমীর কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যমী সহোদরা ভগিনী হওয়া সত্ত্বেও নানা যুক্তিতর্ক দ্বারা ভগিনীতে উপগত হতে আত্মহান করা যম যুক্তি দ্বারা নিষিদ্ধ মিলন অগ্রাহ্য করেছেন। পুরাণে যমী হয়েছেন যমুনা।

পরলোকের অধীশ্বর—সমুদ্র ও বিবস্থানের পুত্র যম পরলোকগামীর পণ-প্রদর্শক ও পুণ্যকলদাতা। পুরাণে তিনি যুত্মার দেবতা, নরকের অধিপতি এবং দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর—দশদিকপালের অন্ততম। তিনি পাপ-পুণ্যের বিচারক এবং পাপীর শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার প্রদাতা। এই হিসাবে তিনি গ্রীক পুরাণের Pluto-র সমধর্মী। "Yama occupies in Hindu mythology the position pluto does in Greek mythology. He is the god of death holds charge of several hells mentioned in the Purāṇas."<sup>১</sup>

পুরাণে যমের বিচারকার্যের সহায়ক চিত্রগুপ্ত তাঁর সচিব। ন্যায় ধর্মের বিচারক বলেই তিনি ধর্মরাজ।

ধর্মার্ধবিধানস্ত সর্বধর্ম প্রবর্তক।

ত্বমেব জগতো নাথঃ প্রজ্ঞসংযমনো যমঃ ॥

কর্মণামন্ত্ররূপেণ ব্রহ্মাদ্যময়সে প্রজ্ঞাঃ।

ভয়াঙ্ঘ্রে প্রোচ্যসে দেব যম ইত্যেব নামভঃ ॥

ধর্মেনেবা প্রজ্ঞাঃ সর্বা বস্মাত্রিক্রমসে প্রভো।

তৎস্মান্তে ধর্মরাজেতি নাম সত্ত্বিনিগম্মতে ॥<sup>২</sup>

— হে ধর্ম ও অধর্মের বিধানজ্ঞ, সকল ধর্মের প্রবর্তক, তুমি জগতের নাথ, প্রজাগণের নিবন্তা, কর্ণাশ্রমারে প্রজাগণকে নিবস্ত্রিত কর কলে তুমি যম নামে প্রসিদ্ধ। সকল প্রজাকে যেহেতু ধর্মের দ্বারা পালন কব সেইজন্য সংব্যক্তিগণ তোমাকে ধর্মরাজ বলেন।

যম শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করেন যে দুই ভাই বোন একত্রে জন্মেছেন বলেই যম ও যমী নামকরণ হয়েছে; কারণ যম শব্দের অর্থ যুগ্ম।

<sup>১</sup> Epics Myths and legends of India—P. Thomas, page 51.

<sup>২</sup> ন্যস্তপুরাণ—২১৩১-৩

“Yama (lit a twin) was so called because he and Yami were twins even as Yima and Yime are twins in Avesta.”<sup>১</sup>

কিন্তু যাক্ষ-এব মতে যম শব্দের অর্থ সংযমন বা নিষজ্ঞা। সূর্যবশ্মি জগৎকে সংযমিত করে গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতু নিকপণেব দ্বাৰা জল গ্রহণ ও জলদানেব দ্বাৰা। সূতবাং যাক্ষ-এব মতে সূর্যবশ্মিই যম—বশ্মিৰ্মনাং।<sup>২</sup>

যাক্ষ কেবল সূর্যবশ্মিকেই যম বলেন নি। তাঁর মতে অগ্নিও যম—“অগ্নিরপি যম উচ্যতে।”<sup>৩</sup>

যমেব অগ্নিকপতা প্রমাণ করাব জন্ত যাক্ষ ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্র উদ্ধৃত কয়েছেন। ঋক্ দুটিতে অগ্নি সম্পর্কে বলা হয়েছে :

সেনেব সৃষ্টাং দধাত্যন্তর্গ দিহ্নাষেব প্রতীকা।

যমো হ জাতো যমো জনিস্ব জাঃ কনীনাম পতির্জনীনাম ॥

তং বশ্চবাণা বযং বসত্যান্তং ন গাবো নক্ষং ত ইক্ষম্ ॥<sup>৪</sup>

—প্রেবিত সেনাব জায দধাত্যন্তর্গ দীপ্তিমুখ ইষ্ব জায অগ্নি শক্তগণেব তব সন্ধাব কবেন, যাহা জগ্নিগ্নাছে ও যাহা জগ্নিবে সে সমস্তই অগ্নি। অগ্নি কুমাবীগণেব জার ও বিবাহিতা স্ত্রীষ পতি।

গাভীগণ যেকপ গৃহে গমন কবে সেইরূপ আমবা স্রজম ও হাবব ( অর্থাৎ পশু ও ব্রীহি আদি ) উপহাবেব সহিত প্রদীপ্ত অগ্নিষ নিকট গমন কবি।<sup>৫</sup>

অনুবাদক এখানে যম শব্দে অগ্নিকে গ্রহণ কবেছেন। সাযনাচার্যও বলেছেন, “যমোহগ্নিরূচ্যতে।” অগ্নিকে যম বলা হয়েছে কেন ? না, অগ্নি তাপশক্তিবশে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সংযমিত বা নিষজ্ঞিত কবেন। যাক্ষ এখানে বলেছেন, যম শব্দে এখানে যমজ বা যুগ্ম বোঝাব। “যমো হ জাত ইন্দ্ৰেণ সহ সন্ধতঃ”<sup>৬</sup>—যম ইন্দ্ৰের সঙ্গে মিলিত হয়ে জন্মগ্রহণ কয়েছিলেন, এই ব্রাহ্মণবাক্য অনুসাবে অগ্নি ও ইন্দ্র যমজ ভ্রাতা। “যমাবিহেহ মাতরা ইত্যপি নিগমো ভবতি।”<sup>৭</sup>—তাই যম (যম ভ্রাতৃ-দ্বয় - ইন্দ্র ও অগ্নি) সকল লোকেব নির্মাতা, এইরূপ নিগম বা বেদবাক্য প্রচলিত।

উক্ত বাক্যে যমো অর্থাৎ যমদ্বয় ‘ইহ ইহ মাতরা’ অর্থে বোঝাব এই লোক ( অর্থাৎ পার্থিব জগৎ ) এক এই লোকের ( অর্থাৎ অন্তর্বীক্ষ লোকের ) নির্মাতা অগ্নি ও ইন্দ্র।

১ Vedic Selections, II, (C U.) page 250

২ ঋক্—১।১৫।১

৩ ঋক্—১।২০।৫

৪ ঋগ্বেদ—১।৬১।৪-৫

৫ অনুবাদ—ব্রহ্মসংহিতা দ্বত

৬ ঋক্—১।২১।৩

৭ অনুবাদ—ভগবৎ

স্বন্দর্য্যামী নিরঞ্জন টীকা লিখেছেন, “যুগপজ্জাত স্বাদ্যমোহজ্জাগ্রিচ্চাত্তে, কেন পুনঃ সহায়িযুগপজ্জাতঃ ইত্থেন। কৃত এতৎ ? ব্রাহ্মণমন্ত্র নিগমাৎ। ব্রাহ্মণং তাবৎ যমো হ জাত ইত্থেন সহ সঙ্গত।” — (অস্তার্থ) এবসঙ্গে জন্মহেতু যমবেও অগ্নি বলা হয়েছে। যম কার সঙ্গে এবং জন্মগ্রহণ ববেছিলেন ? ইত্থেন সঙ্গে। কোথাও এ কথা আছে ? ব্রাহ্মণমন্ত্রে আছে—জন্মোহ জাত।

ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “যমো হ জাত ইত্থেন সঙ্গত”—ইহা একটি ব্রাহ্মণ বাক্য, ইহাতে অগ্নি অর্থে যম নামেব নির্বচন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইত্থেন সহিত যুগপৎ জাত অর্থাৎ ইত্থেন সহজাত যমজ বলিয়া অগ্নির নাম যম। ‘যমাবিহেহ সাতবা’—ইহা ঋগ্বেদেব মন্ত্রাংশ (৬।৫২।২)। অগ্নি ও ইত্থেন একই জনক, ইহারা উভয়ে যমজ ভ্রাতা—ইহাদের একজন ইহ অর্থাৎ পৃথিবীতে, আর একজন ইহ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে থাকিয়া সর্বলোক নির্মাণ করেন,— ইহাই মন্ত্রেব তাৎপর্য। এইস্থলে প্রথম ইহ শব্দের দ্বারা অগ্নিব পাণ্ডিত্য প্রতীপন্ন হইতেছে— “যম শব্দে যে অগ্নিকে বোঝায়, তাই পৃথিবী-স্থানীয়, অন্তরীক-স্থানীয় বা দ্ব্যলোক-স্থানীয় নহে।”<sup>১</sup>

কৃষ্ণজুর্বেদে যম পার্থিবায়িক্রমে পৃথিবীর আধিপতি।

স্বাবতী বৈ পৃথিবী তস্তৈ যমো অধিপত্যং পরীয়ায়।<sup>২</sup>

—যতদিন পৃথিবী থাকে ততদিন যমও তাব উপব আধিপত্য বিস্তার করবেন।

যমকে বজ্রাগণেব জার ও বিবাহিতা বসগীদেব পতি বলাব তাৎপর্য কি ? অগ্নির সন্নিকটে কুমারী বজ্রাদেব বিবাহকালে কুমারীদেব বিনাশ ঘটে, অতএব যম বা অগ্নি বজ্রাদেব জার। আর বিবাহের পরে পত্নী পতিব সঙ্গে অগ্নিতে হবিঃ প্রদান করেন। স্মৃত্যায় এক্ষেত্রেও অগ্নি বিবাহিতা বসগীর পতি।

কিন্তু যম কি শুধু অগ্নি ? যম সূর্যও। ঋগ্বেদই সূর্যকে যম বলেছেন :

যশ্মিন্ বৃক্ষে স্থপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।

অত্রা নো বিশ্পত্তিঃ পিতা পুৰ্বাণানন্তবেনতি।<sup>৩</sup>

—যে সূর্য্যস্ত আদিত্যমণ্ডলে আদিত্য (যম) যশ্মিনসমূহের সহিত সঙ্গত বা সম্প্রস্তুত হয়, সেই আদিত্যমণ্ডলে সর্বরক্ষক বা সর্বপালক পিতৃস্থানীয় আদিত্য জীর্ণ বিষয়ভূক্ষ আমাদিগকে কামনা করুন।<sup>৪</sup>

১ নিকন্ত (ক বি) পৃঃ—১১১৮

২ কৃষ্ণজুঃ—৫।৫২।৩

৩ ঋগ্বেদ—১.১৩৫।১

৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

এখানে স্থপনাশ বৃক্ষ আদিত্যমণ্ডল, দেব শব্দেব অর্থ সূর্য্যবশ্মি এবং যম আদিত্য বা সূর্য। যাক্ষ ঋকৃটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, “দেবৈঃ সংগচ্ছতে যমো বশ্মিভিরাদিত্যন্তজ্ঞ নঃ সর্বস্ত পাতা বা পানযিতা বা...।”<sup>১</sup>

—যম আদিত্য বশ্মিসকলের সঙ্গে সংগত হয়ে সকলের বক্ষাকর্তা বা পালন-কর্তা।

সূর্য মাধ্যমিক বা অষ্টরীক্ষস্ব দেবতা, যমও মাধ্যমিক দেবতা—“মাধ্যমিকো যম ইত্যাহঃ।”<sup>২</sup>

যমেব এক নাম ভুব—“তুর ইতি যম নাম, তরতের্বা স্বরতের্বা স্বববা তূর্ণ-গতির্বমো।”<sup>৩</sup>

—ভুব যমের নাম, যম শব্দ তবণার্থক, তু ধাতু থেকে অথবা শীঘ্রত্বজ্ঞাপক স্বর ধাতু থেকে নিষ্পন্ন, স্ততবাং তুর শব্দেব অর্থ ক্ষতগমনশীল যম।

সূর্য অথবা সূর্যবশ্মি অপেক্ষা ক্ষতগমনশীল আর কে আছে? তু ধাতুর অর্থ পাব হওয়া। সূর্য আকাশ পাব হচ্ছেন প্রতিদিন। তূর্ণগতিও তিনি। মাত্র কয়েক ঘণ্টায় (একদিনে) আকাশনাগব অবলীলাব পাব হয়ে যান।

সূর্য ও অগ্নি একই। স্ততবাং মর্তেব অগ্নি ও অন্তবীক্ষের সূর্যই যমরূপে আখ্যাত। যম সূর্য্যগ্নিরই অপব এক মূর্তি। বমেশচন্দ্র দত্তও এই মত পোষণ করেন। তাঁর মতে “যমেব আদি অর্থ সূর্য বা দিবস।”<sup>৪</sup> সূর্যের পত্নী, পুত্র-কন্যা ইত্যাদি সূর্যেবই অংশবিশেষ অথবা মূর্তিবিশেষ।

যম দক্ষিণ দিকেব অধিপতি। স্ততবাং দক্ষিণ দিকে গমনকালে অর্থাৎ দক্ষিণাঘনকালেন সূর্যই যম নামে চিহ্নিত। এই সময়ে সূর্যবশ্মি সংযমন করেন, তাঁর তেজ হ্রাস পায়। সূর্যবশ্মিও যুক্তিকার বস সংযমন করে থাকে।

সূর্য ও সূর্য্য যেমন অন্তিন্ন, যম ও যমীও তেমনি অভিন্নাত্মা। “পণ্ডিতদেব মতাত্মনামে এই দুই কুহর (যমের কুহব) চন্দ্র ও সূর্যেব রূপক মাত্র।”<sup>৫</sup> সূর্যেব দুই অঘন (দক্ষিণাঘন ও উত্তরাঘন) যমের গ্রহবী দুই সাবমের বলে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ঋগ্বেদেব যম ও পৌরানিক যমেব মধ্যে পার্থক্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। “ঋগ্বেদের যম পৌরানিক যম নহে, ঋগ্বেদের যম পুন্যাকর্মেব পুরস্কারবিধাতা।”<sup>৬</sup>

১ নিকন্ত—১১২০১২

২ নিকন্ত—১১১৮৭০

৩ নিকন্ত—১২১১৪১৩

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২ব—পৃঃ ১৪১৪, ১০১৪১১ ঋকের টীকা

৫ পৌরাণিক অভিধান—পৃঃ ৩৫০ ৬ রমেশচন্দ্র দত্ত, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ১৪১৪

শ্রেতালোকের অধিকর্তা পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা ও কল প্রদাতা আত্মহীন ব্যক্তির মৃত্যুদাতা পৌরাণিক যম।

স্বর্ধরূপী যম কিভাবে শ্রেতালোকের অধিপতি যমে পবিত্র হয়েছিলেন, তার একটি ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার। “অতএব মোক্ষমূল্যের মতে দিবা (বা সূর্য) ও রাত্রিকে প্রথম ঋষিগণ বিবস্বান্ (আকাশ) ও সরণ্যু (শ্রেতাভের) যমজ সন্তান, যম ও যমী নাম দিচ্ছেন। পবে যম মৃত্যুব রাজা হইলেন কিরূপে? Maxmuller বলেন, “প্রাচীন ঋষিগণ যেকপ পূর্বদিককে জীবনের উৎপত্তিস্থল মনে করিতেন, পশ্চিমদিককে সেইরূপ জীবনের অবসান মনে করিতেন। সূর্য সেই পূর্বদিকে উদ্ভিত হইবা পশ্চিমদিকে অস্তর্হিত হইতেন অর্থাৎ জীবনের পথ ভ্রমণ করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেন। এইরূপে যম পরলোকের বাজা, এই অত্মত্ব উদ্ভব হইল। (Science of Language, 1889, vol. II, page 562.)”

আগলে সূর্য যেমন জীবনের অধিপতি, তেমনি মৃত্যুরও কর্তা—“যশ্ব ছায়া-মৃতং যশ্ব মৃত্যুঃ।”<sup>১</sup> জীবন ও মৃত্যু একই বস্তুর এ পিঠ ও পিঠ। মৃত্যুর অধিপতি যে সূর্য অথবা সূর্যের বিশেষরূপ তিনিই—ভ্রগতের সংযমনকারী যম।

আবেস্তায় ‘যিম’ যমেবই প্রতিক্রপ। ইনি প্রথমে বাজা এবং সত্যতার সৃষ্টি-কর্তা, তাঁর পিতার নাম বিবন্ধ্যঃ বিবন্ধ্যঃ।<sup>২</sup>

সূর্য ও সূর্যী, দক্ষ ও অদিতিব মত যম ও যমী একই বস্তুর বৈভূত প্রকাশ। সূর্যবাং যমী যমের ভগিনী হলেও মিলনের জন্ত পীড়াপীড়ি করেন। এতে সামাজিক বিরোধ হলেও তত্ত্বতঃ কোন বিরোধ হয় না।

যমের স্বর্ধরূপতার ইঙ্গিত আবও কোন কোন পণ্ডিত দিয়েছেন। “He is a king, and dwells in celestial light, in the innermost sanctuary of heaven, when the departed behold him associated in blessedness with Varuṇa.”

স্বর্ধায়িরূপী যম যখন মৃত্যুর অধিপতিরূপে পরিগণিত হলেন, তখন নানারূপ কাহিনী-কল্পদন্তীও গড়ে উঠলো যম সম্পর্কে। “In the Vedas, Yama is said to be the first mortal who died and went to heaven of which he became the first monarch.

১ শব্দভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃ: ৮৭, ১৩৫৬ দ্বকের চীক।

২ শব্দভা—১০।১২।১২

৩ উদ্ভব

৪ Vedic Selections, II, page 250

In the Bhavisya Purāṇa there is an account of Yama's marriage with a mortal. He fell in love with Vijayā, the pretty daughter of a Brahmin, married her and took her to Yamapuri.<sup>১</sup>

এই যম নামক দেবতাটি বৌদ্ধধর্মের প্রবেশাধিকার পেয়েছেন ধর্মপালরূপে। বৌদ্ধধর্মপাল ও হিন্দুপুরাণের ধর্মবাজ যম একই দেবতাব প্রকাবভেদ।<sup>২</sup>

মহাভাবতে ও পুরাণে যমের মূর্তির বিবরণ আছে। মহাভাবতে সাবিত্রী যমকে যেরূপে দেখেছিলেন তাই বর্ণনা :

মুহূর্তদেব চাপস্তং পুংসং বক্তবাসনম্ ।  
বন্ধমৌলিঃ বপুষ্মন্তমাদিত্যসমভেজসম্ ॥  
শ্রামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভবাবহম্ ॥<sup>৩</sup>

— ক্রণেক পবে দেখিলেন, এক রক্তবাসা বন্ধমৌলি সাক্ষাৎ দিবাকরের ছায়া তেজস্বী শ্রামবর্ণ, বক্তনয়ন, ভবানক পুংস পাশহস্তে সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান...।<sup>৪</sup>

এখানে যম আদিত্য সম তেজঃসম্পন্ন। যমের আদিত্য স্বরূপতার ইঙ্গিত পাষ্ট।

বালিকাপুরাণে যমের বর্ণনা :

পূজযেত্তজ্জ শমনং পাণৌ দণ্ডং সর্দৈব যঃ ।  
ধত্তে তু পাণিনা নিত্যং প্রাণদণ্ডন্ত সাধনম্ ॥  
কৃষ্ণবর্ণস্ত দ্বিভুজং কিরীট মুকুটোজ্জলম্ ।  
দধঞ্চালি পুত্রৌ চ বামপাণৌ সর্দৈব হি ।  
কৃষ্ণাঙ্গঃ শূলপাদং বহিনিঃসুতদন্তকম্  
ভয়াভয়প্রদং নিত্যং নৃপাং মহিষবাহনম্ ॥<sup>৫</sup>

— সব সময়ে হস্তে দণ্ডধারী যমকে পূজা করবে, তিনি প্রাণদণ্ড সম্পাদনকারী দণ্ড নিত্য হস্তে ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণ, দুই বাহুবিশিষ্ট, উজ্জল কিরীট মুকুট শোভিত, সর্দা বামহস্তে অসি এবং ছুরিকা ধারণ করেন। তাঁর অস্ত্র কৃষ্ণ, একটি পদ শূল, দন্তপংক্তি বহিরাগত। তিনি মহিষবাহন, মানবকুলের ভব ও অভয়প্রদ।

মহাভারতে ধর্ম নামক যে দেবতাব উল্লেখ পাই, যিনি যুধিষ্ঠিরের জন্মদাতা

১ Epics' Myths and legends of India—P. Thomas, page 51

২ Gods of Northern Buddhism—Alice Getty, page 108

৩ মহাঃ, বনপর্ব—২২৩৮-৯ ৪ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ ৫ কাঃ পুঃ—১২।১১৪-১১৬

এবং যিনি বক্ররূপে পাণ্ডবদের পরীক্ষা করেছিলেন, সেই ধর্ম যমরাজ অপেক্ষা পৃথক কোন দেবতারূপে প্রতিভাত হ'ব। অবশ্য এই ধর্মও শূর্যের প্রকারভেদ বলেই অস্বীকৃত হয়। কারণ ইনি শূর্যোপম, জলন্ত অগ্নিতুল্য, বিমানে আরোহণ করে কুন্তীর নিকটে এসেছিলেন।<sup>১</sup> পরবর্তীকালে যমই ধর্ম বা ধর্মরাজ নামে পরিচিত হয়েছেন। কঠোপনিষদে যম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ। তিনি নটিকেতার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন।

মৎস্বপ্নরাণে যমকেই ধর্মরাজ বলা হয়েছে। সত্যবানের প্রাণপুরুষকে নিয়ে যাবার জন্তু ধর্মরাজ এসেছিলেন।

দর্শ ধর্মরাজস্ত স্বয়ং তং দেশমাগতম্ ।  
 নালোৎপলদলস্ত্রাযং পীতাম্বরধরং প্রভুম্ ॥  
 বিদ্যন্নতা নিবদ্ধাক্ষং সত্যোয়মিব ভোয়দম্ ।  
 কিরীটেনার্ক বর্ণেন কুণ্ডলৈশ্চ বিরাজিতম্ ॥  
 হাবভারার্গিতোরক্ষং তথাস্তদ বিভূষিতম্ ।  
 তথাহুগম্যমানঞ্চ কালেন সহ যত্নানা ॥<sup>২</sup>

—( সাবিত্রী ) সেই স্থানে সযাগত ধর্মরাজকে দেখলেন, সেই প্রভু নীলপদ্মের পাপড়ির মত শ্রামবর্ণ পীতবস্ত্রধারী যেন বিদ্যন্নতা বেষ্টিত জল ভারাক্রান্ত মেঘ। তিনি শূর্যবর্ণের মুকুট ও কুণ্ডল শোভিত, বক্ষঃস্থলে হার ও বাহুতে অঙ্গদভূষিত, কাল ও যত্নে তাঁর অহুগমন কবছেন।

উক্ত পুরাণেই প্রতিমালক্ষণ বর্ণনায় যমের মূর্তিও বর্ণিত হয়েছে :

তথা যমঃ প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপাশধরং বিভূম্ ॥  
 মহিষমাক্ষং কৃষ্ণধ্বজং চরোপমম্ ।  
 সিংহাসনগতকপি দীপ্ত্যাগ্নিসমলোচনম্ ॥  
 মহিবশ্চিহ্নপ্তপ্ত কবালাঃ কিংকরাস্তথা ॥<sup>৩</sup>

—এখন যমের কথা বলছি। ঐ বিভূ দণ্ড ও পাশ ধারণকারী মহিষে আরোহণকারী কালো কাঙ্গলের মত রঙ, সিংহাসনে উপবিষ্ট প্রদীপ্ত অগ্নির মত চক্ষু, মহিষ ও চিহ্নপ্তপ্ত তাঁর দুই ভয়ংকর অস্ত্র।

ইজের বাহন ঐবাবত ও যমের বাহন মহিষ একই বস্তু। আকাশের ঘন কক্ষ যেখ কবিকল্পনায় হস্তী বা মহিষের আকার লাভ করেছে।

পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে ( ৭০ অঃ ) যমগীড়া অর্থাৎ পাণি ব্যক্তিদেব নরকে যম-  
দ্বন্দ্ব ভোগেব বিবরণ আছে । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সাবিত্রী যমেব যে স্তব করেছেন  
তাতে যম ধর্মরাজ এবং অস্তক বা মৃত্যুদণ্ডদাতারূপে বর্ণিত হয়েছেন ।

তপসা ধর্মমাবাধ্য গুরুবে ভাক্কয়ঃ পুত্রা ।  
ধর্ম্যাংশং যং স্তবং প্রাপ ধর্মরাজং নমাম্যাহম্ ॥  
সমতা সর্বভূতেষু যস্ত সর্বশ্র সাক্ষিণঃ ।  
অতো যমায় শমন ইতি তং প্রণমাম্যাহম্ ॥  
যেনাস্তস্ত কৃতো বিশেষ সর্বেষাং জীবিনাং পনম্ ।  
কর্মণুকপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যাহম্ ॥  
বিভর্তি দণ্ডং দণ্ডায পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে ।  
নমামি তং দণ্ডধবং যঃ শান্তা সর্বকর্মণাম্ ॥  
বিশ্বে চ কলষতোব যঃ সর্বাযুষ্ট সন্ততম্ ।  
অতীব দুর্ণিবাব্যক্ক তং কালং প্রণমাম্যাহম্ ॥  
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্মী সংযমী বিজিতেজ্জিষঃ ।  
জীবিনাং কর্মকলদং তং যমং প্রণমাম্যাহম্ ॥<sup>১</sup>

— পুরাকালে গুরুবতীর্থে অর্ধ ধর্মকে আবোধনা কবে ধর্মের অংশস্বরূপ যে পুত্র  
প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ধর্মরাজকে প্রণাম কবি । সর্বজ্ঞতা সর্বভূতে সমতা বিধান  
করেন বলেই তিনি শমন নামে পরিচিত, তাঁকে প্রণাম । যিনি বিশ্বে সকল  
জীবের কর্মাহকপ সমবে অস্ত ঘটান, তিনিই কৃতান্ত, তাঁকে প্রণাম । পাপিগণের  
শুদ্ধি নিমিত্ত যিনি দণ্ডধাষণ করেন, সেই সকল কর্মের শাসনকর্তা দণ্ডধব যমকে  
প্রণাম করি । যিনি বিশ্বে সকলের আশু সকলসময়েই ছিন্ন কবছেন, যিনি অত্যন্ত  
দুর্নিবাব সেই কালকে নমস্কাব । তপস্বী, বিষ্ণুভক্ত, ধার্মিক, সংযমী, জিতেজ্জিষ,  
জীবিত ব্যক্তির কর্মকলদাতা সেই যমকে প্রণাম কবি ।

এখানে যমেব নাম ধর্মরাজ, শমন, কৃতান্ত, দণ্ডধব ও কাল । ধর্ম ও যম  
এখানে পুংলিঙ্গ, ধর্মের অংশে যমেব জন্ম । যিনি বিশ্বকে ধারণ কবেন তিনিই  
ধর্ম বা অর্ধ অথবা অর্ধাঙ্গিব ভেদ । যম তাঁবই অংশ ।



স্বপ্নের বাহন মহিষ :

কুর্তোজঃ সন্তবঃ ভীষ্ম কৃষ্ণবৰ্ণ মনোজবম্ ।

পৌণ্ড্রক নাম মহিষঃ ধর্মবান্ধব নাবদ ॥<sup>১</sup>

—কুর্তেব তেজস্বত্ব ভীষ্ম কৃষ্ণবর্ণ মনোগতি সম্পন্ন পৌণ্ড্রক নামে মহিষ  
ধর্মবান্ধবে বাহন ।

বল হলেন নৃষ । তাঁর তেজ থেকে জাত কৃষ্ণবর্ণ মহিষ ইন্দ্রের বাহন ঐবাবতে  
মত খন কালো মেঘ ছাড়া আঁধার কি ?

## দক্ষ

ভাবতবর্ষেব কাব্যে পুবাণে প্রজাপতি দক্ষ একজন অতি পৰিচিত এবং হুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বহু বিচিত্র উপাখ্যান দক্ষের নামে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে- আত্মশক্তি শিবগৃহিণী পার্বতী, উমা বা দুর্গাব পূর্বজন্মেব পিতারূপে এবং হুপ্রসিদ্ধ দক্ষযজ্ঞেব নাথকরূপে তিনি সর্বজন পৰিচিত। বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিতে, বিশেষতঃ চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও শিবায়নকাব্যে দক্ষযজ্ঞেব ঘটনাবলী বিশেষস্থান দখল কবেছে। ক্রীমদ্ভাগবতে দক্ষ ব্রহ্মাব মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি মানসে মন থেকে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের সৃষ্টি কবলেন। কিন্তু এই চাবিজন তপঃপরায়ণ ঋষি সৃষ্টিকর্মে অনিচ্ছুক হওয়ায় ব্রহ্মা মবীচি, অজি, অদ্বিবস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নাবদ এই দশটি পুত্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। ঐদেব মধ্যে দক্ষ ব্রহ্মার অদৃষ্ট থেকে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন। প্রজাপতি-ব্রহ্মাব এই দশটি পুত্র প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মাব দেহ বিধা বিচ্ছিন্ন হলে মনু ও শতরূপা নামে মিথুনের সৃষ্টি হয়। শতরূপাব গর্ভে মনুৱ ছই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ কবে। কন্যাজয়ের নাম আকুতি, দেবহুতি ও প্রহুতি! মনু তাঁৰ কন্যা প্রহুতিব সঙ্গে দক্ষের বিবাহ দিবেছিলেন।

দক্ষাৱ ব্রহ্মপুত্রায় প্রহুতিং ভগবান্ মনুঃ ।<sup>১</sup>

প্রহুতিং মানবীং দক্ষ উপবেমে হৃদ্যাম্বজঃ ॥<sup>২</sup>

প্রহুতিব গর্ভে দক্ষের ষোলটি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে তেবোটি ধর্মকৈ, একটি- অগ্নিকৈ, একটি মিলিত পিতৃগণকে ও একটি শিবকে সম্ভাদান কবেছিলেন প্রজাপতি দক্ষ। শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, ভূষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী ও মূর্তি এই তেবোজন ধর্মেব পত্নী। অগ্নিব পত্নী স্বাহা। পিতৃগণের পত্নী স্বধা। আব শিবের পত্নী হলেন সতী।

ভবন্ত পত্নী তু সতী ভবং দেবমহুব্রতা ।<sup>৩</sup>

কোন এক সময়ে দেব ও ঋষিদেব সভায় দক্ষ উপস্থিত হলে দেব ও ঋষিগণ দক্ষকে অভিষাদন কবে তাঁব অহমতি নিয়ে উপবেশন কবলেন। কিন্তু শিব আসন,

১ ভাগবত—৩।১২

২ ভাগবত—৪।১।১১

৩ ভাগবত—৪।১।৪৬

৪ ভাগবত—৪।১।৯৪

থেকে উখিত হলেন না, দক্ষের সংকাবও করলেন না। জামাতৃকৃত এই অসম্মানে ক্ষুব্ধ দক্ষ শিবিনন্দা করলেন সর্বসমক্ষে, তৎপবে তিনি অভিশাপ দিলেন,—ইন্দ্র, উপেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সঙ্গে শিব যজ্ঞভাগ পাবেন না।

অযন্ত দেবযজ্ঞন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।

সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ ১'

এই অভিশাপের কথা শুনে শিবাহুচর নন্দী ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষকে এবং ঋষিগণকে অভিশাপ দিলেন :

বুদ্ধ্যা পবাভিধাষিত্বা বিস্বতাস্মগতিঃ পশুঃ।

দ্বীকামঃ সোহুত্তিভবাং দক্ষো বন্তমুখোহচিবাৎ ২

—অবিজ্ঞার অধিকারী আশ্রিতস্ববিশ্বত পশুতুল্য এই দক্ষ শীঘ্রই দ্বীকামী হোক, এর মুখ ছাগমুখ হোক।

প্রজাপতি ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাপতিগণের অধিপতি করে দিলেন। তখন দক্ষ বাজপেয় যাগ সমাপনান্তে বৃহস্পতি যাগ শুরু করলেন। সেই যজ্ঞে কল্প ছাড়া দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণ সংকুত হলেন। দাক্ষায়নী সতী নভশ্চরদের মুখ থেকে যজ্ঞের কথা শুনে শিবকে পিতার যজ্ঞে গমনের জন্য অহরোধ করলেন। শিব সতীকে নিবৃত্ত করতে যত্নবান হওয়ায় সতী ক্রুদ্ধ হয়ে একাই পিতৃযজ্ঞে গমনের জন্য প্রস্থান করলেন। যজ্ঞস্থলে অনাদৃতা সতী পিতৃস্থে শিবিনন্দা শুনে যোগাঙ্কতা হয়ে যোগোৎপন্ন অনলে দগ্ধ হলেন।<sup>১</sup> নারদেব মুখে সতীব দেহত্যাগ বৃত্তান্ত শুনে শিব একটি জটা উৎপাটন করে বীৰভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। শিবগণ সহ বীৰভদ্র দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করলেন, ঋষি ও দেবগণ হলেন নির্ধাতিত, বীরভদ্র যজ্ঞান্নিতে নিক্ষেপ করলেন দক্ষের ছিন্নমুণ্ড। দেবগণের দ্বাৰা স্তুত হবে শিব দক্ষের ছাগমুণ্ড বিধান করলেন :

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষে' উবষজ্জমুখং শিবঃ ৩,

বিষ্ণুপূৰ্ণাণে দক্ষ সম্পর্কিত তিনটি উপাখ্যান পাওয়া যায়। একটি বিবরণে ব্রহ্মার নবযজ্ঞ মানসপুত্রের মধ্যে দক্ষ অন্যতম। এই নবযজ্ঞকেই ব্রহ্মা বলা হয়।

অথান্যান্ মানসপুত্রান্ সদৃশানান্মনোহৃদ্বৎ।

ভৃগুং পুন্ড্রং পুনহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা ৪

মবীচিং দক্ষমজিঞ্চ বশিষ্ঠৈঞ্চ মানসম্ ।

নব ব্রহ্মণ ইত্যোতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ ॥<sup>১</sup>

ব্রহ্মার আত্মা থেকে জাত মনু তপস্তাব দ্বাবা শতকপাকে সৃষ্টি করলেন এবং শতকপাকে পত্নীৰূপে গ্রহণ কবলেন । শতকপাব গৰ্ভে মনুর চব্বিশটি কন্যা জন্ম গ্রহণ কবে । এদের মধ্যে ধর্ম ত্রয়োদশ কন্যাকে গ্রহণ করেছিলেন । এই চব্বিশ কন্যার মধ্যে সতী রুদ্রের ভার্য্যা । তিনি দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ কবেছিলেন ।

এবং প্রকাব্যো কস্ত্রোহসৌ সতীঃ ভার্য্যামবিন্দত ।

দক্ষকোপাচ্চ তত্যাগ সা সতী স্বং কলেবরম্ ॥<sup>২</sup>

দ্বিতীয় উপাখ্যানটি ভিন্ন :

প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রাচেতসগণকে সৃষ্টি কবেছিলেন প্রজাবর্ধনের উদ্দেশ্যে । প্রাচেতসগণ দশ সহস্র বৎসর তপস্তায় নিমগ্ন থাকলেন । অতঃপর সোমের আদেশে বৃক্ষকন্যা মাধীবাব গভে প্রাচেতসগণের ও সোমের তেজের অর্ধ ভাগ মিলিত হয়ে দক্ষের উৎপত্তি হয় ।<sup>৩</sup>

সোম প্রাচেতসদের বলেছিলেন :

বুদ্ধ্যবং তেজসোহর্ধেন সম চার্ধেন তেজসঃ ।

অত্রামুৎপত্ততে বিদ্বান্ দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ ॥<sup>৪</sup>

—তোমাদের তেজের অর্ধাংশে এবং আমার তেজের অর্ধাংশে এই মাদীবাব গর্ভে দক্ষ নামে বিদ্বান্ প্রজাপতি উৎপন্ন হবে ।

ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি-দক্ষ প্রজা সৃষ্টিতে নিরত হলেন । তিনি প্রথমে মন থেকে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব, অশ্বর ও পন্নগদের সৃষ্টি করলেন ।

মানসানি তু ভূতানি পূর্বং দক্ষোহস্বজন্তদা ।

দেবানুবীন্ গন্ধর্বান্ অশ্বরান্ পন্নগান্জন্তদা ॥<sup>৫</sup>

বিস্ত মানসী প্রজা বর্ধিত না হওয়ার দক্ষ বীরণ প্রজাপতির কন্যা অসিরীকে বিয়ে কবলেন ।

অসিরীমাবহং কন্যাং বীরণশ্চ প্রজাপতেঃ ॥<sup>৬</sup>

অসিরী গর্ভে দক্ষ পাঁচ হাজার পুত্র উৎপাদন কবেন । কিন্তু নারদের প্রবোচনায় অসিরীর গর্ভজাত হর্ষ নামক পুত্রগণ প্রজাসৃষ্টিতে অগ্রসর হলেন না ।

১ বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ—৭।৪-৭

৪ ভবে

২ ভবে—৮।১১

৫ ভবে—১৫।৮৭

৩ ভবে—১৫ অঃ

৬ ভবে—১৫।৮৯

তখন দক্ষ বৈরিনীর গর্ভে আরও সহস্র সহস্র পুত্র সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এঁরাও নারদেব উপদেশে মুক্তিমার্গেব পথিক হলেন। তখন প্রজাপতি দক্ষ বৈরিনীর গর্ভে বাটজন কন্যা সৃষ্টি কবলেন। তিনি এই ষষ্টিগুণ্য কন্যার মধ্যে ধর্মকে দিলেন দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অগ্নিষ্টনেমিকে চার, বহুপুত্রকে দুই, অগ্নিরসকে দুই এবং কুশাশকে দুই কন্যা দান করেছিলেন।

ষষ্টিং দক্ষোহস্যজ্ঞঃ কন্যা বৈবিশ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ।

দদৌ স দশ ধর্মায় কশ্যপায় ত্রয়োদশ ।

সপ্তবিংশতি সোমায় চত্বোহবিষ্টনেমিনে ॥

ষে চৈব বহুপুত্রায় যে চৈব অগ্নিরসে তথা ।

ষে কুশাশায় যে চৈব অগ্নিরসে তথা ॥<sup>১</sup>

দক্ষকন্যাদের মধ্যে অদিতি, দিতি, বিনতা, কক্ষ প্রভৃতি কশ্যপের পত্নী।

বিষ্ণুপুরাণের অপব একস্থানে ব্রহ্মায় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের জন্ম হব। দক্ষের কন্যা অদিতি। অদিতির পুত্র বিবস্বান। বিবস্বানের পুত্র মনু।<sup>২</sup>

মহাভারতে ব্রহ্মায় ছয় মানসপুত্র। তাঁদের অন্যতম কশ্যপ। কশ্যপ ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

ব্রহ্মণো মানসাঃ পুত্রা বিমিতাঃ ষয়হর্ববঃ ।

মরীচির্য্যগ্নিবসৌ পুলস্ত্যঃ পুণহঃ ক্রতুঃ ॥

মরীচোঃ কশ্যপঃ পুত্রঃ কশ্যপাত্ম ইমাঃ প্রজাঃ ।

প্রজজ্ঞিরে মহাভাগা দক্ষকন্যাত্রয়োদশ ॥<sup>৩</sup>

—ছয় মহর্ষি ব্রহ্মায় মানসপুত্ররূপে পবিত্রিত—মরীচি, অগ্নি, অগ্নিবস, পুনস্ত, পুলহ, ক্রতু। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ থেকেই সকল প্রজার সৃষ্টি। মহাভাগ ত্রয়োদশ দক্ষকন্যা কশ্যপের ভার্য্যা।

ত্রয়োদশ দক্ষকন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দহ ও কক্ষ নাম সাত জনই আছে।

মহাভারতে আরও কথিত হয়েছে যে দক্ষ ব্রহ্মায় দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে ও দক্ষপত্নী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে জাত হয়েছেন।

দক্ষস্বজ্ঞাতভূত্ৰাঙ্কশিশাঙ্কগবানুর্বিঃ ।

\* \* \*

বামাদজ্ঞাতভূত্ৰাঙ্কগবানুর্বিঃ তন্ত মহাশ্বনঃ ॥<sup>১</sup>

এখানে দক্ষ একজন ঋষি । তাঁর পঞ্চাশ কন্যা । তিনি দশটি ধর্মকে, চন্দ্রকে সাতাশটি এবং কশ্যপকে তেরটি কন্যা সম্ভাদান কবলেন ।

তন্ত্ৰাং পঞ্চাশতং কন্যাং স এবাজনয়নুনিঃ ।

\* \* \*

দদৌ স দশ ধর্মাস্য সপ্তবিশতিমিন্দবে ।

দিব্যেন বিধিনা বাজন্ কশ্যপাং ত্রয়োদশ ॥<sup>২</sup>

কশ্যপের পত্নী অদিতির গর্ভে ত্রাদশ আদিত্যের জন্ম হয় । বিষ্ণু তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ।

জাদশৈবাদিতেঃ পুত্রাঃ শঙ্কসুখ্যা নবাধিপ ।

তেষামববজ্জো বিষ্ণুর্জ লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥<sup>৩</sup>

এই দক্ষই কল্লাভবে মারিয়ার গর্ভে প্রাচৈতসের পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়ে প্রাণি-কুলকে সৃষ্টি করেছিলেন ।\*

মহাভারতের দ্রোণপর্বে দক্ষযজ্ঞশাস্ত্রের কাহিনী অত্যন্ত সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে । এই কাহিনী পৌরাণিক কাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । স্পষ্টভাবে কাহিনীটি থেকে মনে হবে যে দক্ষের যজ্ঞে শিবের ভাগ না থাকতেই শিব ক্রুদ্ধ হবে যজ্ঞ নাশ কবেছিলেন । দক্ষরাজ যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে যজ্ঞ আরম্ভ কবলে মহাদেব ক্রুদ্ধ হযে যজ্ঞের সকল সামগ্রী বিনষ্ট করিতে হুঙ্কার কবলেন । মহাদেবের ক্রোধে জিহ্বান বিচলিত হোল, সলিল রাশি সংক্রম, বহুজ্জরা কম্পিত, পর্বত ও দিক্‌সমূহ বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হোল । গাট অন্ধকার প্রাভূত হোল । সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থের প্রভা বিনষ্ট হোল । ঋষিগণ ভীত কম্পিত হলেন । পুরোডাশ চর্বনবত সূর্যদেবের দৃষ্ট উৎপাটন করিলেন মহাদেব । মহাদেব দেবগণের প্রতি শব্দজাল বিস্তার কবলেন । অন্তঃপর দেবগণ মহাদেবকে ভুট কবে তাঁর যজ্ঞভাগ দিতে নির্দেশ কবলেন । শিবও দক্ষযজ্ঞ পুনরায় স্থাপিত কবলেন ।

১ মহাভারত, আদিপর্ব—৩৬৭।১০

২ ভদেব—৩৩।১১, ১৩

৩ ভদেব—৩৬।৩৬

৪ ভদেব—৭৫।৫

দক্ষশ্র বজ্রমানশ্র বিধিবৎ সংভূতঃ পুরা ।  
 বিব্যাধ কুপিতো যজ্ঞঃ নির্ভয়ঃ সংভবস্তদা ॥  
 ধনুৰ্বা বাণমুৎসজ্য স্তম্বোবাং বিননাৎ হ ।  
 তে ন শত্রু কুতঃ শাস্তিঃ লেভিরে ন পুরস্তদা ॥  
 বিজ্ঞতে সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মহেশ্বরে ।  
 তেন জ্যাতলধোবেণ সৰ্বে লোকাঃ সমাকুলাঃ ॥  
 বভূর্বংশগাঃ পার্থ নিপেতুশ্চ স্তম্বাস্তরাঃ ।  
 আপশ্চুত্বুভিরে সর্বাশ্চকম্পে চ বহুধরা ॥  
 পর্বতাশ্চ ব্যাশীৰ্জন্ত দিশো নাগাশ্চ মোহিতাঃ ।  
 অক্ষাশ্চ তমসা লোকা ন প্রাকাশন্ত সংবৃত্তাঃ ॥  
 জন্নিবান্ সহ স্তম্বেষু সৰ্বেবাং জ্যোতিবাং প্রভাঃ ।

\* \* \*

পূৰ্ণাশ্রমভ্যন্তরিত শংকরঃ প্রহসন্নিব ।  
 পুরোভাশং ভক্ষয়তো দশনান্ বৈ ব্যশাতয়ৎ ॥  
 ততো নিশ্চক্রমুদেবা বেপমানা নতাঃ স্তম্বভ্যং ।  
 পুনশ্চ সম্মখে দীপ্তান্ দেবানাং নিশিতান্ শরান্ ॥  
 সম্ভ্রমান্ সন্ধুলিকাশ্চ বিদ্ব্যতোদয়দল্লিতান্ ।  
 তৎ দৃষ্টা তু স্তম্বাঃ সৰ্বে প্রমিগতা মহেশ্বরম্ ॥  
 ক্রতশ্চ যজ্ঞভাগঞ্চ বিশিষ্টং তেহধকল্পয়ন্ ।  
 ভবেন ত্রিংশা রাজান্ শবপঞ্চ প্রপেদিয়ে ॥<sup>১</sup>

—পূর্বে দক্ষরাজ যজ্ঞের সমুদয় সামগ্রী আহরণ করিয়া বিধিপূর্বক যজ্ঞ আবস্ত করিয়াছিলেন। মহাদেব কুপিত ও নির্ভয় হইয়া তাঁহার যজ্ঞ ধ্বংস করিয়া বাণ-পরিভ্যাগপূর্বক ভীষণ নিনাদ কবিত্তে লাগিলেন। তখন স্তম্বগণ কেহই শাস্তিলাভে-সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা মহেশ্বরকে কুপিত ও সহসা যজ্ঞ বিনষ্ট করিতে দেখিয়া, এবং তাঁহার অ্যা-নির্বোধ প্রবণ কবিত্তা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় স্তম্বাস্ত্র নিপতিত ও মহাদেবের বশীভূত হইলেন। তৎকালে সলিলরাশি সংস্কৃত, বহুধরা কপিত, পর্বত ও দিক্‌সকল বিশীর্ণ এবং নাগগণ মোহিত হইতে লাগিল। গাঢ় অন্ধকার প্রাচুর্ভূত হওয়াতে সমুদয়ই অপ্রকাশিত হইল। স্তম্ব-

প্রভৃতি সমুদয় জ্যোতিঃ পদার্থেব প্রভা ধ্বংস হইয়া গেল । ... ঐ সময় সূর্যদেব যজ্ঞীয় পুরোভাশ ভক্ষণ করিতেছিলেন, শংকর হস্তমুখে তাঁহার নিকট ধাবমান হইয়া তাঁহার দশনোৎপাটন করিলেন । দেবগণ তদ্বর্শনে কম্পিত কলেবর হইয়া তাঁহাব চরণে প্রণিপাতপূর্বক যজ্ঞস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন । মহাদেব তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় দেবগণেব প্রতি ক্ষুলিঙ্গ ও ধূমপূর্ণ স্তূপিত শব্দজাল সন্ধান করিলেন । তখন দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিশেষরূপে যজ্ঞভাগ কলিত করিষা তাঁহাব শরণাপন্ন হইলেন ।<sup>১</sup>

মহাভারতের আর একস্থানে আছে :

প্রজাপতেস্ত দক্ষস্ত যজ্ঞতো বিভতে ক্রতো ॥  
বিব্যাধ কুপিতো যজ্ঞঃ নির্ভয়স্ত ভবন্তদা ।  
ধনুৰ্বা বাণমুৎসৃজ্য সঘোষং বিননাদ চ ॥  
তেন শর্য কৃতঃ শান্তিঃ বিবাদং লেভিরে জ্বাঃ ।  
বিদ্ধে চ সহসা যজ্ঞে কুপিতে চ মহেশবে ॥

\* \* \*

ততঃ শোহভ্যজবদেবান্ ক্রোধো বোজ্রপয়াক্রমঃ ।  
ভগস্ত নয়নে ক্রুদ্ধঃ প্রহারেণ ব্যাশাতবৎ ॥  
পূৰ্বাণমভিদুজ্রাব পাদেন চ ক্ৰবারিতঃ ।  
পূর্বোভাশা ভক্ষয়তো দশনাংচ ব্যাশাতবৎ ॥

\* \* \*

সংক্ৰময়ানস্তির্দশৈঃ প্রসাদাৎ মহেশ্ববঃ ॥  
ক্রজস্ত ভাগং যজ্ঞে চ বিশিষ্টে তে ত্বক্শয়ন্ ।  
ভবেন ত্রিংশা বাজন্ শবণঞ্চ প্রপেদিরে ॥  
তেনেব হি তুষ্টেন স যজ্ঞঃ সন্ধিতোহভবৎ ।  
তদ্ যচাপহন্ত তত্র তত্ৰৈব স জীবয়ৎ ॥<sup>২</sup>

যজ্ঞকারী প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ বিধৃত করলে, নির্ভীক শিব কুপিত হয়ে ধনুকে বাণ ষোড়শা কবে যজ্ঞকে বিদ্ধ করলেন এবং উচ্চরবে গর্জন করতে লক্ষ কবলেন । স্তম্ভরায় যজ্ঞ বিদ্ধ হওয়ায় এবং মহাদেব সহসা কুপিত হওয়ায় দেবগণের অশান্তি

১ অনুবাদ—কালীপ্রসন্ন সিংহ

২ মহাঃ অনুশাসনপর্ব—১৬-১১১-১৩, ১৮-১৯, ২২-২৪



বিনষ্ট হোল ; তাঁরা বিবাদপ্রাপ্ত হলেন । ...তখন ভীষণ পরাক্রম রক্ত দেবতাদের প্রতি খাতিত হলেন এক ক্রুদ্ধ হাথে গ্রহণের দ্বারা ভগেব নবনয়ন বিনষ্ট কবলেন । ...তখন দেবতাদের দ্বারা স্তব হাথে মহেশ্বর তুষ্ট হলেন । দেবতারা যজ্ঞে রক্তের বিশেষ ভাগ নির্দিষ্ট কবে দিলেন । হে বাজন্ ! ভয়ে দেবগণ ক্রমের শবণ গ্রহণ কবলেন । রক্ত তুষ্ট হওয়ার যজ্ঞ সঙ্গীত হোল এক ধীব বা কিছু বিনষ্ট হাথেছিল সবই পুনঃপ্রাপ্ত হাথেছিল ।

মহাভারতে অন্ততঃ আবণ্ড দুইস্থানে দক্ষযজ্ঞের কাহিনী পাওয়া যায় । নৌগুপ্তিক পূর্বে কাহিনী অনুসারে দেবগণ ক্রমকে না জানার কলেই যজ্ঞে ক্রমের যজ্ঞভাগ কল্পনা কবেন ।

তা বৈ রক্তমানভ্যো যথাতথোন দেবতাঃ ।

নাকল্পন্ত দেবস্ত স্থানোর্তাগং নবাধিপ ১১

এখানে যজ্ঞেব অনুষ্ঠান দেবগণ, দক্ষ নন । যজ্ঞে ভাগ না থাকায় রক্ত কষ্ট হাথে ধর্মবান নিবে যজ্ঞ পণ্ড কবতে উদ্ভত হলেন । রক্তেব ক্রোধে পৃথিবী ব্যাধিত হলেন, অগ্নি প্রজলিত হলেন না, বায়ু প্রবাহ বন্ধ হোল, নক্ষত্রমণ্ডল উদ্ভ্রান্ত, সূর্য দীপ্তিহীন, দেবগণ ভীতব্রত, যজ্ঞাগ্নি প্রজলিত হল না, তখন বজ্রও রক্তশবে বিদ্ধ হাথে যুগ্মরূপে যজ্ঞস্থল ভাগ কবলেন ।

ততঃ স যজ্ঞ বিব্যাধ যৌশ্রেণ হৃদি পজ্জিগা ।

অপক্রান্তস্ততো যজ্ঞো যুগো ভূত্বা স পাবকঃ ১২

ত্রাঘক অন্তঃপব সবিতাব বাহ, ভগেব নয়ন, পূবার দত্ত ভক্ত কবলেন—যজ্ঞ বিনষ্ট কবলেন । অন্তঃপব দেবগণ ক্রমের স্তব কবে এক ক্রমের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করায় রক্ত যজ্ঞ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবলেন এক যাব বা ক্ষতি কবেছিলেন সব ক্ষতি পূর্ণ কবে দিলেন ।

শান্তিপূর্বে যজ্ঞানুষ্ঠান কবেছিলেন দক্ষ নিজেই । তিনি ক্রমের যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট কবেন নি অকারণেই । তখন দধীচিব বাক্যে রক্ত দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট কবেছিলেন ।

ন চৈবাকল্পযজ্ঞাগং দক্ষো ক্রান্ত ভাবত ।

ততো দধীচি বচনাদক্ষযজ্ঞমপাহবৎ ১৩

সতীর দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের কাহিনী মহাভারতীয় কাহিনীগুলিতে একেবারেই অল্পপস্থিত । এই কাহিনী পববর্তীকালে কোন কোন পুরাণে সংযোজিত হাথেছে ।

পদ্মপুরাণেব সৃষ্টিখণ্ডে বীৰিণীব গৰ্ভে দক্ষেব বাহুজন কন্তাব জন্মকাহিনী আছে :

ততস্তেষপি নষ্টেষু সৃষ্টিং কন্তাঃ প্রজাপতিঃ ॥

বীৰিণ্যাং জনযামান দক্ষঃ প্রাচেতসস্তদা ।

প্রোদাৎ স দশ ধর্মায় কশ্চপায় ত্রয়োদশ ।

বিশ্ৰুতিং সপ্ত সোমায় চতস্রোহবিষ্টনেমিনে ।

যে চৈব ভৃগুপুত্রায যে কৃশাখায় যীমতে

যে চৈবান্বিসে প্রোদাত্তান্য নামানি বিস্তবান্ ॥<sup>১</sup>

মার্কণ্ডেয়পুরাণে ব্রহ্মাব পুত্র মরীচি, মরীচিব পুত্র কশ্চপ, কশ্চপের পুত্র কাশ্চপ । দক্ষেন্দ্র ত্রয়োদশ কন্তা কাশ্চপেব ভার্য্য । তাঁদের গর্ভে কাশ্চপেব বহু পুত্র-কন্তা জন্মেছিলেন । অদিতিব গর্ভে দেবতা জন্মালেন, দৈত্যগণ দিতিব পুত্র, দহু জন্ম দিলেন দানবদের, গন্ধ, অকণ, যক্ষ, বক্ষ, খগ প্রভৃতির জনমিত্রী বিনতা, কক্ষ প্রসব কবেছিলেন নাগ ও গন্ধর্বগণকে ।

ব্রহ্মগন্তনযো যোহভূগ্নবীচিবিতি বিপ্রকৃতঃ ।

কশ্চপস্তত্র পুত্রোহভূৎ কাশ্চপো নাম নামতঃ ॥

দক্ষস্ত তনয়া ব্রহ্মণ্ তস্ত ভার্য্যাত্রয়োদশ ।

বহুবন্তঃসুতাস্চাসন্ দেবদৈত্যোগবগাদয়ঃ ॥

অদিতির্জনযামাস দেবাঃ স্ত্রিভুবনেশবান্ ।

দৈত্যান্ দিতির্দগ্নশ্চোগ্রান্ দানবান্ধক্ষবিজ্ঞান্ ॥

গন্ধডাকণো চ বিনতা যক্ষ বক্ষা'সি বৈ খগা ।

কক্ষঃ স্রাবা নাগাংশ্চ গন্ধর্বা স্রুবো মুনিঃ ॥<sup>২</sup>

বৃহদ্দেবতায় প্রজাপতির পুত্র মরীচি, মরীচিব পুত্র কশ্চপ । কশ্চপের ত্রয়োদশ পত্নী দাক্ষাযণী বা দক্ষনন্দিনী । এই স্তেব জন দক্ষকন্তাব নাম : অদিতি, দিতি, দহু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, জোধবশা, ববিষ্ঠা, স্রবতি, বিনতা এবং কক্ষ ।

প্রজাপত্যো মরীচির্হি মরীচঃ কশ্চপোহভবৎ ॥

তস্ত দেব্যোহভবজ্জায়া দাক্ষাযণ্যত্রয়োদশ ।

অদিতির্দিতির্দগ্নঃকালা দনায়ুঃ সিংহিকা মুনি ॥

জোধবশা, ববিষ্ঠা চ স্রবতিবিনতা তথা ।

কক্ষশ্চৈবেতি দ্রুহিতৃঃ কশ্চপায় দদৌ স চ ॥<sup>৩</sup>

খিল হবিবংশে দশজন প্রচেতাৰ অৰ্ধভেজ এবং সোমব অৰ্ধভেজ মিলিত হলে  
বৃক্ষকন্তা মারিবাৰ গৰ্ভে দক্ষের জন্ম হয়।

দশভ্যস্ত প্রচেতোভ্যো মারিবায়াং প্রজাপতিঃ।

দক্ষো যজ্ঞে মহাভেজাঃ সোমসাংশেন ভাবত ॥<sup>১</sup>

দক্ষ পঞ্চাশটি মানসকন্তার জন্ম দিলেন, এঁদের মধ্যে দশটি ধর্মকে। বশ্তপকে  
তেরোটি এবং অবশিষ্ট সোমরাজাকে দান কবেছিলেন।

স দৃষ্টা মনসা দক্ষঃ পঞ্চাশদপাংস্বজ্ঞং জিঘঃ॥

দর্দো স দশ ধর্মায় কশ্চপায় জ্যোদিশ।

শিষ্টাঃ সোমায় বাজ্ঞেহথ নক্ষত্রাখ্যা দর্দো প্রভূঃ ॥<sup>২</sup>

এই বিবরণগুলিতে দক্ষকন্তা সতীৰ অহুগ্নেখ লক্ষণীয়। দক্ষের দুহিতবর্গের  
নামের তালিকার সতীর নাম নেই, কল্পকৃত যজ্ঞনাশের ব্যাপারেও সতীর কোন  
ভূমিকা নেই। সুতরাং স্বভাবতঃই মনে হয় যে সতীর উপাখ্যান দক্ষযজ্ঞের  
মূল কাহিনী গঠনের অনেক পরে কল্পিত হইবেছিল।

মহাভারতে (শান্তিপর্ব, ২৮৩ অঃ) দক্ষযজ্ঞ বিনাশের যে বিবরণ আছে তাতে  
রুদ্রাণী উমা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ কবেছেন। তবে রুদ্রাণী দক্ষের কন্তাও নন, তাঁর  
নাম সতীও নয়, তিনি যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগও কবেন নি। এই বিবরণ অল্পসংখ্যে  
গন্ধারায় প্রচেতার পুত্র দক্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞে রুদ্রেশ্বর বাদে আর সকল দেব, গন্ধর্ব, বহু,  
পিতৃগণ ও জীবগণকে নিমজ্জন কবেছিলেন। দধীচিমুনি রুদ্রের যজ্ঞভাগ না  
ধাকার অসন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞবিনষ্টব ভবিষ্যদ্বাণী কবেছিলেন। রুদ্রাণী উমা রুদ্রের  
যজ্ঞভাগ রক্ষার চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে মহেশ্বর বীৰভদ্রকে সৃষ্টি  
করলেন। দেবীর ক্রোধ থেকে জন্মালেন ভদ্রকালী। বীৰভদ্রের লোমকূপ থেকে  
জাত গণেশ্বরগণ ও ভদ্রকালী সম্ভাব্যাহায়ে বীরভদ্র দক্ষের যজ্ঞগারে উপস্থিত  
হয়ে যজ্ঞ বিনষ্ট করলেন এবং যজ্ঞের মন্তক ছেদন করলেন। অতঃপর বীরভদ্রের  
উপদেশক্রমে দক্ষ উমাগতি মবেশ্বরকে ভব দ্বারা ভূষ্ট কবলে মহেশ্বর দক্ষকে সহস্র  
অশ্বমেধ, শত বাজপেয়, এবং পাণ্ডপত ব্রতের কল দান কবেছিলেন। দক্ষের যজ্ঞে  
শিবের নিমজ্জন না হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে দক্ষ বলেছেন,

সর্বভূতকরো যম্মাং সর্বভূত পতির্হরঃ।

সর্বভূতান্তরাখ্যা চ তেন জ্ঞান নিমজ্জিতঃ॥

অমেব হীজ্যসে যশ্নাদ্ যজ্ঞৈর্বিবিধদক্ষিণৈঃ ।

অমেব কৰ্ত্তা সৰ্বশ্চ তেন ঋ ন নিমজ্জিতঃ ॥

অথবা মাযযা দেব যশ্নযা তব মোহিতঃ ।

এতস্মাৎ কাবণাযাপি তেন ঋ ন নিমজ্জিতঃ ১

—ভূতনাথ ! তুমি সমস্ত ভূতের সৃষ্টিকর্তা, সংহর্তা, তুমি সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং সর্বভূতপতি, এই হেতু তোমাকে নিমজ্জন কবি নাই। তুমি অন্তর্ধ্যামী এবং অন্তরাত্মা বলিয়া ইতর দেবতার জ্ঞান ব্যবহিত বা পৃথক্কৃত নহ, এজন্য তোমাব মদীয় যজ্ঞে নিমজ্জন বিহিত হয় নাই। লোকে বিবিধ দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বাৰা তোমাবই যজ্ঞ করিয়া থাকে এবং তুমিই সকলের কৰ্ত্তা, এই নিমিত্ত নিমজ্জিত হও নাই। হে দেব ! অথবা আমি তোমাব যশ্ন মাযয মোহিত হইয়াছিলাম, সেই কারণেই তোমাকে নিমজ্জন কবি নাই।<sup>২</sup>

এই বিবরণে দক্ষের শিব-বিরোধিতা বা শিবনিন্দার কোন প্রসংগই নেই। বরঞ্চ দক্ষ শিবের মহিমা সম্পূর্ণরূপে অবহিত। আবণ্ড লক্ষ্মীষ, বীরভদ্র যজ্ঞের মাথা কেটেছিলেন, দক্ষের নয়। মহাভাবতের বনপর্বে কথিত, পূর্বোক্তখিত (২০৩ অঃ) দক্ষযজ্ঞের বর্ণনায় শিব অহেতুক ক্রোধে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড কবেছিলেন।

ববাহপুৰাণে (২৬ অঃ) একটি উপাখ্যানে গোবী কল্পপত্নী কিন্তু দক্ষের পালিতা কন্যা। তবে দক্ষযজ্ঞে তাঁর কোন ভূমিকা নেই। এই উপাখ্যান অমূল্যবে ব্রহ্মা কল্পকে সৃষ্টি কবে গোবী দান কবেছিলেন প্রজাসৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু তৎপাবলের অভাবে প্রজাসৃষ্টিতে অসমর্থ হওয়ায় কল্প জলে নিমজ্জিত হয়ে তপশ্চাৰ নিমগ্ন হলেন। ব্রহ্মা কল্পকে বদেহে লীন কবে নিলেন। পবে তিনি দক্ষ প্রভৃতি সপ্ত মানসপুত্র সৃষ্টি করলেন এবং দক্ষকে কল্পরূপে গোবী সমর্পণ কবলেন। আনন্দিত দক্ষ ব্রহ্মার ভূম্পিব দ্রন্ত্রে যজ্ঞ ব্ৰহ্ম করলেন। সপ্তবিগণ যজ্ঞে ব্রতী হলেন, অঙ্গিযা হলেন পুরোহিত। দেবতাবা গ্রহণ করলেন যজ্ঞভাগ। কল্প জলমধ্যে তপশ্চরণ শেষ কবে উঠে এসে যজ্ঞাহুর্দান দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। দেবতারাও ক্রুদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হলেন। কল্প ভগ্নের নেত্র এবং পুষ্কার দপ্ত উৎপাটিত কবলেন। বিষ্ণু ও ব্রহ্মের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে থাকলে দেবগণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে কল্পকে প্রদান কবলেন যজ্ঞের ভাগ। যজ্ঞের ভাগ

উ.১০.

হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

লাভ কবে এবং দেবগণের দাবী স্তব হযে কল্প দশের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ায় বর প্রদান কবলেন ।

ববাহপুরাণে (৩৩ অঃ) বজ্রকর্তৃক ব্রহ্মযজ্ঞ নাশের অপূর্ব কবিত্বময় বিবরণ আছে । জল থেকে উদ্ভিত হযে কল্প বিশ্বস্রষ্টি সমাপ্ত দেখে এবং ব্রহ্মযজ্ঞাহুষ্ঠান দেখে তাঁকে অতিক্রম ববে কল্পহীন ব্রহ্মযজ্ঞ অহুষ্ঠান কবাব জন্ত কল্প কুপিত হলেন । তখন—

হা হেতি চোক্তে জলনর্চিষস্ত  
নিশ্চেকবাস্তাং পবিগিঙ্গলস্ত ।  
তজ্জাতবন্ হুত্ৰ পিশাচ সজ্জা  
বেতালভুতানি চ যোগিসম্ভাঃ ১

—হা, হা, এইরূপ তিনি বলতে থাকলে পিঙ্গলবর্ণ প্রজ্জলিত অগ্নিব যুগ্ম থেকে নির্গত হোল হুত্ৰ পিশাচসমূহ, বেতালস্বপী যোগিগণ ।

এদেব প্রতাপে আকাশ, পৃথিবী, দশদিক প্রকম্পিত হোল, কল্প ধহু ধাবণ করে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন । তাবপব তিনি যজ্ঞ বিনাশে প্রবৃত্ত হলেন ।

শুণং ত্রিবৃন্তক চকার বোবাং  
চাদন্ত দিব্যে ইয়ুধী শরাংস্ত ।  
ততশ্চ পুষ্কো দশনানপাতবৎ  
ভগস্ত নেত্রে বৃষণো ক্রতাস্ত ॥  
স বিদ্ধবীজো ব্যপার্যাং ক্রতুশ্চ ।  
মার্গং বায়ুর্বাণয়ন্ যজ্ঞবাটাং ।  
দেবাস্ত সর্বে পশুতামূপেবু  
র্জয়শ্চ সর্বে প্রণতিং ভবন্ত ২

—তিনি বোশবশে ধহুকেব শুণ ত্রিবৃন্ত করলেন, দিব্য শর ও ধহু গ্রহণ কবলেন । তাবপয় পুষ্কো দন্ত, ভগেব ছুটি নেত্র এক ক্রতুব বৃষণ উৎপাটিত কবলেন । ক্রতু বদ্ধবীজ হযে পলায়ন কবলেন, বায়ু যজ্ঞস্থল থেকে নিজেব পথ খুঁজে নিলেন । দেবগণ সকলে পশুতে পরিণত হলেন । সকলেই শিবকে প্রণাম জানালেন ।

এইভাবে যজ্ঞ যখন বিনষ্ট হবে যাচ্ছে, তখন ব্রহ্মা দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে শিবকে পরিতুষ্ট কবলেন। ক্রতের প্রার্থনা অনুসারে ব্রহ্মা যজ্ঞে রুদ্রভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

এই উপাখ্যানে দক্ষের কোন উল্লেখ নেই। ক্রত যখন তপশ্রাশ্রম জলমগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে সৃষ্টিকর্ম এবং ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সৃষ্টিকর্ম আর ব্রহ্মযজ্ঞ অভিন্ন বোধ হয়। এই যজ্ঞে ক্রতের অংশ নেই দেখেই ক্রত যজ্ঞ পণ্ড কবতে উত্তম হলেন। এই কাহিনীটিও পবনর্তী দক্ষযজ্ঞ সম্পর্কিত কাহিনী থেকে নিঃসন্দেহে প্রাচীনতর।

পূবাংকাববা পবনর্তীকালে ক্রতের যজ্ঞপণ্ড করায় ইঙ্গিতময় কাহিনীকে পল্লবিত কবে কবিকল্পনাশ নূতনতব গল্প সৃষ্টি কবেছিলেন। পরবর্তী উপাখ্যান দ্বাদে, বৈচিত্র্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, লোকশিক্ষা এবং গল্পরস এর প্রধান আকর্ষণ। কাহিনী মূলতঃ একই হলেও অল্পবিস্তর বৈচিত্র্য এগুলিতেও আছে।

বৃহৎসংহিতায় দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ আছে। তবে এখানে দক্ষের শিব বিবোধিতাব কাব্য প্রচলিত কাহিনী থেকে কিছুটা অন্তর্ভূত। শিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শিবে অহুযজ্ঞ প্রজ্ঞাপতি দক্ষের কন্যা দাক্ষায়ণী সতীকে অপহরণ কবে শূন্তমার্গে প্রস্থান করলে দবিল শ্মশানচারী ভিক্ষুক শিবের এতাদৃশ অগ্রাশ্রম কার্যে ক্ষুব্ধ হয়ে দক্ষ শিব-বিরহিত যজ্ঞের আয়োজন কবেছিলেন। পিতৃযজ্ঞে গমনের জন্ত পতিব অহুযজ্ঞ আদায় কবতে সতী কালী, তাবা থেকে ছিন্নমস্তা পর্যন্ত দশমহাবিভার, দশবিধরূপ শিবকে প্রত্যক্ষ কবলেন এবং শিবের অহুযজ্ঞ আদায় কবে চতুর্ভূজা কালীরূপে গগনমার্গে দক্ষালয়ে হাজির হলেন। দক্ষজ্ঞান প্রসূতি পূর্বেই দক্ষযজ্ঞের পরিণাম স্বপ্নে জেনেছিলেন। দক্ষ কর্তৃক তিবন্ধতা হয়ে সতী নিজেই পিতাকে অভিষাপ দিয়েছিলেন :—

বে মূর্খ অধমাতার শিবশূন্ত যথার্চিতং  
কলং প্রাপ্নুহি যচ্চোক্তং স্তবশব্দোহন্তথা মুখে ।  
তদপ্যন্ত মুখং তেহন্ত যথা ছাগমুখং তথা  
শব্দন্ত ছাগবৎ তেহন্ত যথান্তচ্ছিবনিন্দনম্ ॥

—বে মূর্খ অধমাতারী, যেহেতু তুমি শিবশূন্ত যজ্ঞ করেছ, অন্তএব তুমি তার কল লাভ কব, স্তব শব্দ ছাড়া অন্ত শব্দ যখন তোমার মুখে ছিল, তখন সেই শব্দই

তোমার মুখে থাকুক, তোমার মুখে ছাগমুখ হোক, যেহেতু শিবনিন্দা ছাড়া আর কিছু তোমার মুখে ছিল না, অতএব তোমার মুখে ছাগেব মতই শব্দ হোক।

অতঃপর সতী হিমালয়ের অরণ্যে দক্ষজ্ঞাত দেহ পরিত্যাগ করলেন। নারদ-মুখে এই সংবাদ পেয়ে শিব অল্পচর বীরভদ্রসহ দক্ষালয়ে গমন করলেন এবং শিবনিন্দারত দক্ষেব মস্তক ছেদন করলেন।

বীরভদ্রঃ স্বয়ং দেবো মহারুদ্র প্রতাপবান্ ॥

চকর্ত দক্ষমুখনিং গিবেঃ শৃঙ্গমিবোজ্জ্বলা ॥<sup>১</sup>

—মহাতেজস্বী স্বয়ং দেব মহারুদ্র বীরভদ্র যোগে গিবিশৃঙ্গের সত দক্ষের মস্তক ছিন্ন করে কেললেন।

পুবার দস্ত ভয় হোল, ভগের অক্ষি বিনষ্ট হোল। তখন প্রহৃতির স্তবে এবং অস্তান্ত দেবগণেব অহুরোধে নন্দী দক্ষের দেহে ছাগমুখ সংযোজিত করে দিলেন।<sup>২</sup> জীবন কিরে পেয়ে দক্ষ শিবের স্তুতি করেছিলেন।

শিবপুরাণের (বারবীৰ সংহিতা) বিয়য়ণটি কিছুটা ভিন্ন ধরনের। শিবপুরাণ-বর্ণিত কাহিনী অনুসারে দক্ষ অস্তান্ত দেবগণের সঙ্গে শিবালয়ে গিয়েছিলেন জামাতা শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু শিব দণ্ডায়মান দক্ষকে দক্ষের প্রতি কোন বিশেষ সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ শিবের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করতে লাগলেন। বৈবিভাহেতু দক্ষ যে যজ্ঞের অহুষ্ঠান করলেন তাতে শিবকে হবিঃ প্রদান কবলেন না। তিনি অস্তান্ত জামাতৃগণকে আহ্বান করে উপযুক্তভাবে অর্চনা কবলেন। সতী নারদমুখে পিতার যজ্ঞবৃদ্ধান্ত শ্রবণ করে রুদ্রকে বিজ্ঞাপিত করে পিতৃভবনে প্রস্থান করলেন। কন্ডাকে দেখেই দক্ষ কুপিত হয়ে সতীকে বাদ দিয়ে সতীর কনিষ্ঠা ভগিনীদের অর্চনা করলেন। এই বিষয়ে সতী প্রতিবাদ কবায় দক্ষ সতী ও শিবের নিন্দা করতে শুরু করলেন। পতিনিন্দা শ্রবণে কুপিতা সতী দক্ষকে অভিশাপ দিলেন :

তস্মাদভ্যুৎকটস্তান্ত্র পাপস্ত সদৃশো ভূশন্।

সহসা দাক্ষণো দণ্ডস্তব দেবাস্তবিক্রান্তি ॥

অয়ান পৃজিতো যস্মাদেব দেব স্ত্রিয়ধ্বকঃ ।

তস্মাৎ তব কুলং দৃষ্টে নষ্টমিত্যবধারণ ॥<sup>৩</sup>

—তুমি এই উৎকট পাপের, উপযুক্ত দারুণ দণ্ড সহসা মহাদেবের কাছ থেকে লাভ করবে। যেহেতু তুমি দেবদেব ত্র্যম্বকে পূজা কর নি, সেইহেতু তোমার ক্ষুণ্ণিত কুল নষ্ট হবে, জেনো।

এই বলে দেবী দেহত্যাগ করে হিমালয়ে গমন করলেন :

ইতুঙ্কা পিতবঃ কৃষ্টা সতী সন্তজ্যা সাব্যসা

তদীযাঞ্চ তহং ত্যক্ত্বা হিমবন্তং যযৌ গিরিম্ ॥<sup>১</sup>

সতী দক্ষকে ত্যাগ করলে যজ্ঞের মন্ত্রাদি তিরোহিত হলো। মহাদেব দক্ষকে আশ্বিনাপ দিলেন যে জন্মান্তবেও শিব দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করবেন।

যশাদবমতা দক্ষ মংকুতেহনাগসা সতী।

পূজিতাশ্চেতবাঃ সর্বাঃ স্বহৃতা ভর্তৃভিঃ সহ ॥

বৈবস্বতেহন্তরে যশাৎ তব জামাতবন্তমী।

উৎপৎসন্তে সমং সর্বে ব্রহ্মযজ্ঞেযোনিজাঃ ॥

ভবিতা মাহুবো রাজা চাক্ষুষস্ত্র সমন্থয়ে।

প্রাচীন বর্হিষঃ পৌত্রঃ পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ ॥

অহং তজাপি তে বিয়মাচবিজ্যামি দুর্মতে।

ধর্মার্থকামযুক্তেষু ক্রম্যসি পুনঃ পুনঃ ॥<sup>২</sup>

—হে দক্ষ। যেহেতু তুমি আমার অন্ত্রে নিবপরাধা সতীকে অপমানিতা করেছে, অত্যাচার কন্যাদেয় পতিসহ পূজা করেছে, অতএব বৈবস্বত মন্থন্তবে তোমার এই জামাতবর্গ ব্রহ্মযজ্ঞে অযোনিসম্ভব হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তুমিও চাক্ষুষের বংশে মানবরূপে প্রাচীনবর্হিষ পৌত্র এবং প্রচেতাব পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবে। হে দুর্মতে। সেই সময় আমিও তোমার ধর্মার্থকামযুক্ত কর্মে পুনঃ পুনঃ বিয় সৃষ্টি করবো।

দক্ষ বৈবস্বত মন্থন্তবে প্রাচীনবর্হিষ পৌত্র ও প্রচেতাব পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সতীও হিমালয়স্থিতা পার্বতীরূপে শিবকে প্রাপ্ত হলেন। এই ক্ষেত্রেও দক্ষের যজ্ঞে শিব নিম্নমিত না হওয়ায় দেবীর প্ররোচনায় শিব বীরভদ্রকে সৃষ্টি করলেন। বীরভদ্র স্বীয় রোমরূপ থেকে অসংখ্য গণেশ্বর সৃষ্টি করে দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করলেন, দক্ষের শিরচ্ছেদ করলেন এবং দেবতাদেরও শান্তি দিলেন।



ব্রহ্মাসহ দেবগণ শিবকে তুষ্ট কবাৰ শিবেৰ ইচ্ছাৰ দক্ষের যজ্ঞ সম্পন্ন হোল ।  
দক্ষের পাণেৰ শান্তিকৰ্ণে ছাগমুণ্ড বিহিত হোল ।

দক্ষস্ত ভগবানেব স্বৰ্গ ব্রহ্মা পিতামহঃ ।

তৎপাপাহু স্তপং চক্রে অবচ্ছাগমুখং স্বখম্ ॥১

দক্ষ পেলেন শিবেৰ গাণপত্য :

গাণপত্যং দদৌ তস্মৈ দক্ষাশাক্ষমীশ্বরঃ ॥২

এই একই কাহিনী বায়ুপুরাণ (৩০ অঃ) এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৩১ অঃ) বর্ণিত হয়েছে। এই উপাখ্যানগুলিতে সতীৰ দেহত্যাগেৰ পবই শিব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করেন নি। দক্ষের জন্মান্তরে শিব দক্ষযজ্ঞ কবেছেন এবং পার্বতীরূপে সতী পবজন্মে দক্ষযজ্ঞনাশের জন্ত শিবকে নানাভাবে প্রবোচনা দিবেছেন।

বায়নপুরাণে সতী ঋষি গোষ্ঠমের বক্তা জবাদেবীৰ মুখ থেকে শিবহীন দক্ষযজ্ঞেৰ কথা শুনেই দেহত্যাগ কবেছিলেন :

জন্মাৰা স্তম্ভচঃ শ্রদ্ধা বজ্রপাতোপমং সতী ।

মহ্যনাভিহ্নুতা ব্রহ্মণ্ পঞ্চদ্ববগমস্তদা ॥

জবা মৃত্যং সতীং দৃষ্ট্বা ক্রোধ শোক পবিহ্নুতা ।

মুঞ্চতী বাৰি নেত্রোভ্যাং স্বৰ্গং বিললাপ হ ॥৩

দক্ষপুরাণের প্রভাসখণ্ডে সতী পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করার পরে হিমালয়বনজা উমাকপে শিবগৃহিণী হলেন। দক্ষও জন্মান্তরে প্রাচেতস রাজাকপে গঙ্গাধাবে শিবহীন যজ্ঞ কবাৰ শিব-প্রেরিত বীরভদ্র যজ্ঞ বিনষ্ট কবেছিলেন ।<sup>১</sup>

ভাবতচন্দ্রে বায়ুগুণাকরের অন্রদামঙ্গলকাব্যেও দক্ষযজ্ঞেৰ বিস্তৃত বিবরণ আছে। অন্রদামঙ্গলে দক্ষমুনি ব্রহ্মাব মানসপুত্র, প্রহৃতি তাঁৰ পত্নী, কস্তার নাম সতী ।

বিধিব মানসহৃত দক্ষমুনি ভপৌষৃত

প্রহৃতি তাহাব ধর্মজাৰা ।

তাঁৰ গর্ভে সতী নাম অশেষ মঙ্গলধাম

জনম লভিলা মহামায়া ॥

১ শিবপুঃ বায়বীৰ সং—১৭১৫-২৬

২ ভদ্রব—১৭১২

৩ বায়নপুরাণ—৫৮-১০

৪ বজ্রপাণ্ডেবজন্মবাহ্য—৯ অঃ

দেবসভায় শিবকর্তৃক দক্ষেব সম্মানহানিব কথা ভায়তচন্দ্র লেখেন নি ।  
 ষটকচূড়ামণি নাবদেব কথায় ভুলে দক্ষ শিবকে বজ্রা দ্বিগ্নেছিলেন । কিন্তু শিবের  
 বিকট সাজসজ্জা দেখেই দক্ষ শিবের প্রতি বিকণ হষেছিলেন । যজ্ঞেও শিবকে  
 বাদ দিবেছিলেন ।

ষটক নারদ হযে           নানামত বলে কযে  
 শিবের বিবাহ দিলা সতী ।

শিবের বিকট সাজ       দেখি দক্ষ মূনিবাজ  
 বামদেবে হইল বামমতি ॥

সদা শিব নিন্দা কবে   মহাক্রোধ হৈলা হবে  
 সতীলযে গেলেন কৈলাসে ।

দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ কবলেন শিবকে বাদ দিবে । সতী পিতাব যজ্ঞে যাবাব জন্ত  
 শিবের অহুমতি না পেযে দশমহাবিঘ্নাকপে প্রকটিত হলেন , শিবের অহুমতি  
 মিলিলে । সতী কালীৰূপধৰে চললেন দক্ষালযে । জননী প্রত্নুতি ভাবী দক্ষ-  
 যজ্ঞনাশের স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি কালীকপিণী সতীকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত শোনালেন ।  
 ‘জন্মশোধ’ কিছু আহ্বায় কবে সতী গেলেন পিতাব যজ্ঞাগাবে । কিন্তু সতীৰ  
 কালীবর্ণ দেখে দক্ষ হুপিত হযে অক্ষ কবলেন শিব নিন্দা ।

কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জলে ।

শিব নিন্দা কবিষা সভাব আগে বলে ॥

শিবনিন্দা শুনে সতী দক্ষকে অভিশাপ দিযে প্রাণত্যাগ কবলেন :

শিব নিন্দা কব           কি শকতি ধব  
 কেন বাপা হেন মতি ॥

যারে কালে ধবে       সেই নিন্দে হবে,  
 কি কহিব তুমি বাপ ।

তব অঙ্গ জহ্ন       ত্যাগিব এ তহ্ন  
 তবে যাবে মোব পাপ ॥

তিনি মৃত্যুঙ্ঘ       গালিতে কি হব  
 মোবে যেতে আছে ঠাই ।

কর্ম্মত কল           যজ্ঞ যাবে তল  
 তোয় রক্ষা আয় নাই ॥

যে মুখে পামর নিম্নিলে শংকর

সে মুখ হবে ছাগল।

এতক কহিয়া শবীর ছাড়িয়া

উত্তরিলা হিমাচল ॥

নন্দীব মুখে সংবাদ পেয়ে শিব ভূতপ্রভেত সহ দক্ষালয়ে গমন করে যজ্ঞ পণ্ড  
কবলেন। শিবাচর্যের কথা কেউ দক্ষের দেহে দি চলে অগ্নি সংযোগ করলো, কেউ  
দক্ষের গুণ ছিঁড়ে নিয়ে এলো।

অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি

দক্ষ দেহ পুড়িছে।

\* \* \*

মোন তুণ্ড হেঁট গুণ্ড

দক্ষ মৃত্যু জানিছে।

কেহ ধাঘ গুটি ধাঘ

গুণ্ড ছিণ্ডি জানিছে।

অভ্যপন্ন প্রাণতিব জ্ববে তুটই হয়ে মহাদেব দক্ষের দেহে গুণ্ড সংযোজন কর্ত্ত  
নন্দীকে ইঙ্গিত করলেন। সতীব অভিশাপ শ্রবণ করে নন্দী দক্ষের ছাগগুণ্ড  
বিধান করলেন।

নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।

ছাগগুণ্ড হইবে সতীব আছে শাপ ॥

জনিয়া সন্মতি দিলা শিব মহাশয়।

যেমত করিলা কম উপযুক্ত হয় ॥

শিব বাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।

গুণ্ড আনি দক্ষ স্বক্ষে দিলেন আঁটিয়া ॥

দক্ষ শিবের স্তুতি কোরলেন। শিবকে যজ্ঞাগ্রভাগ দিলে দক্ষযজ্ঞ সম্পন্ন হোল।

বিধিবিস্তু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।

যজ্ঞপূর্ণ কৈল শিব অগ্রভাগ দিয়া ॥<sup>২</sup>

কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নকাব্যে কিন্তু দেবসভায় শিবকর্ত্ত্বক দক্ষের  
অসম্মান ও দক্ষকর্ত্ত্বক শিবনিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

সভা কর্যা বসিল সকল স্রবগণ ।  
 দেব সভা দেখিতে দগের আগমন ॥  
 প্রজাপতি প্রচণ্ড স্তম্ভেব সম তেজা ।  
 শিব বিনে সবাই সঙ্গমে কৈল পূজা ॥  
 দক্ষের দারুণ দুঃখ দাশ্যাবধীনাথে ।  
 দিতে গালি দেবগণ শুধাইল তাতে ॥<sup>১</sup>

জামাতৃকৃত অপমানে দক্ষ যখন মনস্তাপে কাতর, তখন নারদ পবামর্শ দিলেন শিবহীন যজ্ঞের অহুষ্ঠান কবতে ।

নারদে বলেন তাব প্রতিকার কর ।  
 মন্দধীর মত মিছা মনস্তাপে মর ॥  
 যে যেমন করে তাকে করিতে উচিত ।  
 তুমি যজ্ঞ কর তেনি বস্তা গান স্নীত ॥  
 শিবে না পূজিলে যদি অন্য পূজা নাই ।  
 সকল শিবের বিধি বিধাতার ঠাঞি ॥  
 আপনি বিধাতা তুমি বিধাতার বেটা ।  
 আমন্ত্রণ কর্যা আন যত দেবের ঘটা ॥  
 তুমি না পূজিলে তবে গেল ফুল জল ।  
 দ্বিজ বামেধর বলে তবেই মঙ্গল ॥<sup>২</sup>

নারদ এখানে যথার্থ কোন্দলপর্বাষণ । তিনি শিবের কাছে শিবহীন দক্ষ-যজ্ঞাহুষ্ঠানের সংবাদ দিলেন । সতীও শুনলেন সব কথা । সতী দক্ষযজ্ঞে গমনের জন্ত শিবের অহুমতি না পেয়ে নিজেই কুগিতা হয়ে পিত্রালয়ে প্রস্থান করলেন । মাতার কাছে সমাদর পেলেও পিতার সমাদর পেলেন না সতী । পিতার কাছে অন্নযোগ কবতে গিয়ে তিনি পেলেন স্বামীনিন্দা । সতী স্বয়ং শিবমহিমা কীর্তন করে নন্দীকে আদেশ করলেন শিবমহিমা বর্ণনা করতে । নন্দী শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে শিবনিন্দুক দক্ষকে অভিশপ্ত কবলেন । শিবনিন্দুক দক্ষের কজা হওয়ার ক্ষোভে সতী যোগাশ্রমে দেহত্যাগ করলেন ।

শিব নিন্দা করে আরে এত বড় বুক ।

পাগল দক্ষের হবে ছাগলের মূখ ॥

এতক শুনিয়া সতী করে অহুতাপ ।  
 হায় হায় হেন পাপী হৈল কেন বাপ ॥  
 পাপ হৈতে জন্ম নিহু জাতা পাপভাগ ।  
 যোগাননে যোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ ॥<sup>১</sup>

বামেশ্বর এবং পবে দক্ষের সৈন্তদলের সঙ্গে নন্দী বৃদ্ধ বর্ণনা কবেছেন ।  
 মহাকালকপী নন্দী দক্ষসৈন্তের সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেবে নাবদেব উপদেশে  
 সতীদেহ নিয়ে পলায়ন কবলেন এবং সবকিছু শিবকে বিজ্ঞাপিত কবলেন ।

মহাকাল মহামতি বুদ্ধিবে কার্যের গতি  
 শরে জর জব হৈয়া অঙ্গ ।  
 শিরে দণ্ডবৎ হৈবা সতীব শরীব লৈয়া  
 মহাবীৰ বণে দিল ভঙ্গ ॥  
 শিবের সাক্ষাতে গিয়া সতীব শরীব দিয়া  
 । শুনালা লকল বিবরণ ।

কোণে জট। ছিঁড়ে কয় তাতে জন্মে বীৰভক্ত  
 দক্ষযজ্ঞ নাশের কাণ ॥<sup>২</sup>

বীৰভক্ত দক্ষসৈন্য পশুদন্ত কবে দক্ষের মাথা কেটে কেলে যজ্ঞ পণ্ড কবে কিবে  
 গেলেন । তখন দেবতাদের অহুরোধে শিব দক্ষের ছাগমুণ্ড বয় দিলেন ।

আঁতুতোব পখিতোব হব্যা দিল বয় ।

ছাগমুণ্ড হব্যা দক্ষে বক্ষ অতঃপর ॥<sup>৩</sup>

বামেশ্বরের অনেক পূর্বে কবিকংকন যুকুন্দবাস অহুরূপ কাহিনী বর্ণনা  
 কবেছেন । কবিকংকনের চণ্ডীতে শিবের কাছ থেকে অপমানিত দক্ষ শিবহীন  
 যজ্ঞের অহুষ্ঠান কবেছেন । নিমজ্জিতা না হবোও সতী একপ্রকাষ জোব কবেই  
 দক্ষযজ্ঞে গিয়েছিলেন এবং দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন ।  
 পবে শিবশৃষ্ট বীৰভক্ত যজ্ঞ পণ্ড কবে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ কবেন । শিবের কৃপাব  
 দক্ষ ছাগমুণ্ড পেলেন আর কৃষ্ণের কৃপাব লাভ কবলেন পুনর্জীবন ।

ছাগলের মুণ্ড দক্ষে কয়িল বোম্বন ।

কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন ॥<sup>৪</sup>

১ শিবায়ন, ২য় পাল্লা—পৃঃ ৩৩৪ ও ৩৩৫

২ ভদ্রব

৩ ভদ্রব—পৃঃ ৪১৫

৪ কবিকংকন চণ্ডী, বহুমতী সং

দক্ষযজ্ঞ সম্পর্কে পুৰাণাদিতে বৈচিত্ৰ্যময় কাহিনী বৰ্তমান। প্রথমযুগেব কাহিনীগুলিতে শিবের অল্পপস্থিতিতে যজ্ঞার্থী হওয়ায় শিব বা রুদ্র যজ্ঞ পণ্ড করেছিলেন। পববর্তীকালে পুৰাণকাৰগণ সতীৰ দেহত্যাগ ও দক্ষের ছাগমুণ্ড লাভেব কাহিনী সংযুক্ত করেছেন। তবু এই কাহিনীতেও কত বৈচিত্ৰ্য। দক্ষযজ্ঞের উপাখ্যান, অবশ্যই প্রাচীনতম কোন রূপকাখ্যানেব পল্লবিত আকাব। রূপকের সত্য উদ্ঘাটিত করতে হলে দক্ষের স্বরূপ আলোচনা প্রয়োজন। দক্ষ কে? বেদ ও পুৰাণেব বিবরণে দক্ষ দ্বাদশ আদিত্যেব অন্যতম। ঋগ্বেদেই সপ্ত আদিত্যেব এক আদিত্য দক্ষ।

ইমা গির আদিত্যোভ্যো বৃতন্তঃ সনদ্রাজ্যোভ্যো জুহ্বা জুহোমি।

শৃণোতু মিহো অৰ্যমা ভগো নম্ভবিজাতো বরুণো দক্ষো অংশঃ ॥<sup>১</sup>

—চিবপ্রদীপ্ত আদিত্যগণেব উদ্দেশ্যে আমি আহুতি প্রদান কবি। মিত্র, বরুণ, অৰ্যমা, ভগ, তুবিজাত (বিধাতা), বরুণ, দক্ষ ও অংশ আমাদেব এই স্তুতি গ্রহণ করুন।

নিকন্তকার যাক ও বলেছেন যে দক্ষও একজন আদিত্য, কাবণ তিনি আদিত্যগণমধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হযেছেন—

আদিত্যো দক্ষঃ ইত্যাহরাদিত্যমধ্যে চ স্তুতঃ।<sup>২</sup>

কিন্তু অধিকাংশ স্থলে আদিত্যগণেব নামের তালিকাৰ দক্ষ স্থানে ষষ্ঠীয় নাম স্থান পেযেছে।

কলতঃ ষষ্ঠী ও দক্ষ একই দেবতা। একই ধাতু ‘তক্ষ’ থেকে উৎপন্ন ষষ্ঠী, তক্ষ ও দক্ষ। “ভাবতীৰ ষষ্ঠী, তক্ষক এবং দক্ষ এই তিনটি নামেব উদ্ভব ‘তক্ষ’ ধাতু হইতে হইযাছে বলা হইযাছে। তক্ষ ধাতুৰ অর্থ বলা হইযাছে নির্মাণ করা বা গঠন করা (to fashion)<sup>৩</sup>”

আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে সূৰ্য বখন দিবারাত্রি সমান করেন তখন তিনি দক্ষ নামে পবিচিত। অৰ্থাৎ শবৎ বা বসন্তেব আদিত্য দক্ষ।<sup>৪</sup>

দক্ষ প্রজাপতিদের অন্যতম। শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষই প্রজাপতি। তিনিই যজ্ঞকণী। তিনি যে যজ্ঞ অৰ্হুষ্ঠান কবেছিলেন সেই যজ্ঞের নাম দাক্ষায়ণ যজ্ঞ।<sup>৫</sup>

১ ঋগ্বেদ—২।২৭।১, শুক্লযজু—৩৪।৫৪

২ নিকন্ত—১১।২০।৪

৩ ভাবতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতের পুৰাতত্ত্ব—উপেন্দ্রনাথ বিবাস, পৃ: ৩৬৮

৪ বেদের দেবতা ও বৃষ্টিকাল—পৃ: ৮৮

৫ শতপথ ব্রাঃ—২।৪।৪

মহাভারতকাব্য লিখেছেন, যিনি দক্ষ, তিনিই ক বা প্রজাপতি, প্রজাপতি বা ক দক্ষেরই এক নাম : “তস্তাং নামানী লোকে দক্ষঃ ক ইতি চোচ্যতে ।”<sup>১</sup>

তৃষ্টা, বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি ও দক্ষ একই দেবতা—অভিন্নাত্মা । স্বভাৱঃ দক্ষও বিশ্বকর্মা বা তৃষ্টার মত সৃষ্টিগ্ৰী। স্বর্গে একস্থানে অগ্নিকে দক্ষরূপে সম্বোধন করা হয়েছে :

তুভ্যং দক্ষ কবিক্রতো বানীয়া দেব মর্তাসো অক্ষরে অকর্ম ।<sup>২</sup>

—হে দক্ষ (নিপুণ) ক্রান্তকর্মা দেব (অথবা ক্রান্তপ্রজ্ঞ) অগ্নি, মর্তবাসীগণ যজ্ঞে তোমাকে হবি প্রদান করে ।

অগ্নি দক্ষগণেরও অধিপতি :

“স দক্ষাণাং দক্ষপতির্বভূব ।”<sup>৩</sup>—অগ্নি দক্ষগণের মধ্যে দক্ষপতি হয়েছিলেন ।

সায়ন বলেছেন, দক্ষ শব্দের অর্থ ‘বল’—স দক্ষাণাং বলানাং দক্ষপতির্বলাধি-পতির্বভূব আসীৎ ।<sup>৪</sup>—তিনি বলসমূহের মধ্যে বলাধিপতি হয়েছিলেন ।

আর একটি ঋকে সোম হলেন দক্ষ :

পবমান রসস্তব বিরাজতি ছ্যমান্ ।<sup>৫</sup>

—হে দক্ষ (সোম), তোমার প্রবাহিত রস দীপ্তিশালী হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে ।

একটি ঋকে সোম দক্ষকে ধারণ করেন । সাধারণভাবে সোম অর্থে আকাশের চক্ষ বা সোমলতা বা সোমলতার রস বোঝালেও স্বরূপ বিচারে দেখা যাবে সোম, মূলে ছিলেন সৃষ্টিগ্ৰী। একই দেবতাকে উপচারবশতঃ পৃথক পৃথক রূপে কল্পনা করা হয়েছে । ঋষি যখন বলেন, “দক্ষং দধাসি জীবসে ।”<sup>৬</sup>—(হে সোম !), তুমি জীবনধারণের জন্য দক্ষকে ধারণ কর, তখন সোম বা দক্ষকে সৃষ্টিগ্ৰী রূপভেদ ভিন্ন অস্ত্র কিছু ভাবা চলে না ।

একটি ঋকে অগ্নি দক্ষের পিতা—

ধিয়া চক্রে বরেষ্যং বরেষ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে

দক্ষস্ত পিতরং তনা ॥<sup>৭</sup>

—বরগ্ৰী অগ্নি ভূতসমূহের গর্ভরূপে বর্তমান, তাঁকে ধারণ করি । তিনি দক্ষের পিতারূপে বিদ্যুত ।

১ মহাঃ, শাস্তিপর্ব—২৮৮

২ ঋগ্বেদ—৩।১৪।৭

৩ তদৈব—১।২৫।৬

৪ তদৈব—২।৬১।১৮

৫ তদৈব—১।২১।৭

৬ তদৈব—৩।২৭।২

সূর্য ও অগ্নি একই পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও, সূর্য থেকে অগ্নি অথবা অগ্নি থেকে সূর্যের জন্ম—একপ কল্পনা বৈদিক ঋষি পক্ষে স্বাভাবিক হওয়ায় একই পদার্থকে জাতক জনকরূপে বর্ণনা করা হয় ।

রমেশচন্দ্র দত্তের মতে দক্ষের তনয়া অগ্নিকে ধারণ করেন । অতঃ একটি ঋকে দক্ষের তনয়া ইলা অগ্নিকে ধারণ করে থাকেন ।

ইলোতো নমস্তস্তিবস্তমাংসি দর্শতঃ ।

সমগ্নিবিধ্যাতে বুধা ॥১

—যে অগ্নি কর্ম দ্বারা ববণীষ, ভূতসমূহের গর্ভরূপে অবস্থিত ও পিতাম্বরূপ—  
দক্ষের তনয়া সেই অগ্নিকে ধারণ করেন ।<sup>১</sup>

দক্ষ এবং অদিতি জগতের পিতামাতা,—সদস্য তাদের দ্বারা সৃষ্ট :

অসচ্চ সচ্চ পবমে ব্যোমদক্ষস্ত জগ্নদিত্যেকপদে ॥২

—সকল সৎ এবং অসৎ (সৃষ্টিব পূর্ববর্তী অবস্থা) বস্তু দক্ষের জগ্নস্থানে পবমে ব্যোমে অদিতি থেকে জন্মগ্রহণ করেছে ।

রমেশচন্দ্র দত্ত এখানে দক্ষ অর্থে সূর্য এবং অদিতি অর্থে আকাশ বুঝেছেন । তিনি সদস্য অর্থে অগ্নিকে গ্রহণ করেছেন । ঋকটির তৎকৃত অনুবাদ : “অগ্নিই অসৎও বটেন, সৎও বটেন । তিনি পরম ধামে আছেন । তিনি আকাশের উপরে সূর্যরূপে জগ্নিগাছেন ।”

এই ঋকেই অগ্নিকে বুধ এবং গাভী উভয়রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে—“বুধভশ্চ ধেনু” । রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে অগ্নি জ্ঞী-পুষ্ক উভয়রূপী ।

আব একস্থানে অদিতি দক্ষের কন্যা,—আবাব দক্ষ অদিতির পুত্র :

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাঅদিতিঃ পন্নি ॥

অদিতির্যজনিষ্ট দক্ষ যা হুহিতা তব ।

তাং দেবা অয়জাবস্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥৩

—অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবাব অদিতি জন্মিলেন ।

হে দক্ষ ! অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা । তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন , ইহারা কল্যাণমূর্তি ও অবিদ্যাবান ।<sup>৪</sup>

১ ঋগ্বেদ—৩২.৭।৩

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ

৪ ভদ্রা—১.০।৭২।৪-৫

৫ অনুবাদ—ভদ্রা



দক্ষ থেকে অদ্বিতি জন্মেছেন, আর অদ্বিতি থেকে দক্ষ জন্মেছেন একপ, পরস্পরবিরোধী উক্তি বেদে নতুন নয়। এরূপ উক্তিকে লৌকিক অর্থে বিচার না করে গূঢ়ার্থব্যাখ্যক মনে করাই শ্রেয়ঃ। অগ্নি থেকে সূর্য এবং সূর্য থেকে অগ্নির জন্ম বেদে নানাহানে কথিত হয়েছে। উবা কখনও সূর্যের পত্নী, কখনও সূর্যের কন্যা। পিতাপুত্রীর (অর্থাৎ রুদ্র ও উবার,—বংশোচ্চ দত্ত) যৌন মিলনের বিবরণও ঋগ্বেদে আছে।

প্রজাপতির দুহিতৃ-গমনের কাহিনী শতপথ ব্রাহ্মণে (১।৩।৩।১) বর্ণিত হয়েছে—  
“প্রজাপতির্ভবৈ দুহিতরমভিদধ্যো।” পুরাণেও প্রজাপতির দুহিতা গমনের কাহিনী পাওয়া যায়। পিতা-কন্যার মিলন কপকার্থে সূর্য ও সূর্যভেজের সম্মিলন অথবা সূর্য ও অগ্নির মিলন, কিম্বা সূর্য ও উবার মিলনরূপে ব্যাখ্যা করা সমীচীন।

অদ্বিতি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। অদ্বিতি সূর্য্যগ্নির তেজোরূপা শক্তি। দক্ষও সূর্য্যগ্নিবই নামান্তর। দক্ষ যজ্ঞকণী। দক্ষযজ্ঞ অর্থে হুসম্পন্ন যজ্ঞ অথবা দক্ষ নামক যজ্ঞবিশেষ। একই বস্তু বা শক্তি কখনও পিতা, কখনও মাতা, কখনও পুত্র, কখনও কন্যা, কখনও পত্নীরূপে কল্পিত হয়েছেন। দক্ষের জন্মস্থান আকাশ বললে দক্ষকে সূর্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং দক্ষও অদ্বিতি অর্থাৎ সূর্য ও সূর্যভেজ বিধ্বভবনের জন্ম ও চেতনের সকল আদিত্যেব সকল দেবেব জনক-জননী। আবার তেজোরূপা অদ্বিতি সূর্য্যগ্নিকণী দক্ষের তনয়া।

আচার্য ষাঙ্ক লিখেছেন, “অদ্বিতির্দাক্ষায়ণী, অদিতের্দ্দক্ষো অজাষত, দক্ষাদতিঃ পত্নি”—ইতি চ। তৎ কথমূপপন্নত? সমানজন্মানো শ্রাতামিতি।”<sup>১</sup>—অদ্বিতি দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। অদ্বিতি থেকে দক্ষ জন্মেছেন, দক্ষ থেকে অদ্বিতি জন্মেছেন। এ কেমন ববে সম্ভব? এঁরা সমানজন্মা অর্থাৎ পরস্পরের একই জন্ম।

ভাষ্যকার বলিতেছেন—ইহারা সমানজন্মা বা সমনন্তপজন্মা অর্থাৎ অদ্বিতির (প্রাভ: সন্ধিকালেষ) পরে উদিত হন আদিত্য (দক্ষ) এবং আদিত্য হইতে আবির্ভূত হন অদ্বিতি (সায়ং সন্ধিকাল), এইরূপে পরস্পর পরস্পরের পরে আবির্ভূত—এই কারণে পরস্পর পরস্পর হইতে জাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।”<sup>২</sup>

এই ব্যাখ্যাকাৰেব মতে দক্ষ আদিত্য বা সূৰ্য্য এবং অদिति প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সাংসন্ধ্যা।

নিকৰুকাৰ আৰণ্ড বলেছেন যে দেবতাদেব মহিমা বলে পৰস্পৰ পৰস্পৰ থেকে জন্ম সম্ভব। “অপি বা দেবধৰ্ম্মেণৈতবেভবজ্ঞানো স্মাতামিতবেভব প্রকৃতি”<sup>১</sup> —দেবধৰ্ম্মৰ্শে দেবতাগণ পৰস্পৰ হতে জন্মগ্রহণ কৰেন, সেইজন্তই পৰস্পৰ পৰস্পৰেৰে প্রকৃতি পেৰে থাকেন।

নিকৰুকাৰেব মতে অগ্নিই অদिति - “অগ্নিবপ্যদিতিকচ্যতে।”<sup>২</sup> অগ্নি বা সূৰ্য্যগ্নিৰ তেজ অদिति হলে সূৰ্য্যৰূপী দক্ষের থেকে অদিতিব জন্ম এবং অগ্নি বা তেজোৰূপী শক্তি থেকে দক্ষের (সূৰ্য্যেৰ) জন্মকথনে কোন অসঙ্গতিই থাকে না। দক্ষ যে সূৰ্য্য বা অগ্নি এ বিষয়েও কোন সংশয়েব হেতু নেই।

উপহৃষ্ট অকুণ্ডলি থেকে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল দক্ষ ও অদিতিকে আদি পিতামাতাকৰূপে গ্রহণ কৰেছেন :

“Thus the last two passages seem to regard Aditi and Dakṣa as universal parents. Mitra and Varuṇa are termed sons of intelligence (Sunū Dakṣasya) as well as children of great might (Nepāt Savaso mahah). The juxtaposition of the latter epithets shows that Dakṣa is here not a personification, but the abstract used as in Agni's epithet, father of skill or son of strength. This conclusion is confirmed by the fact that ordinary human sacrifices are called Dakṣa pitṛh.”<sup>৩</sup>

ম্যাক্‌ডোনেল যদিও দক্ষ শব্দে নৈপুণ্য বা কুশলতাকে বুঝেছেন, তথাপি তিনি প্রকাৰান্তৰে অগ্নিব প্রতিই ইঙ্গিত কৰেছেন। তাঁৰ মতে দক্ষ শব্দেব ব্যুৎপত্তিগত অৰ্থ কৰ্মকুশল, বলবান, চতুৰ, মেধাবী প্রভৃতি, শব্দটি অগ্নি ও সোমের বিশেষণ,<sup>৪</sup> কিন্তু ‘দক্ষ পিতৃ’ শব্দে বোঝাৰ মানবকৃত যজ্ঞ। হতব্রাহ্ম ম্যাক্‌ডোনেল প্রকাৰান্তৰে যজ্ঞায়িকাই ‘দক্ষ’ বলেছেন। অপৰ একজন পণ্ডিত হুসম্পন্ন যজ্ঞ বা যজ্ঞ সম্পাদন দক্ষতাকেই দক্ষৰূপে অভিহিত কৰেছেন। “Skill (Dakṣa) represents the technical ability of the priest and the magician which makes ritual effective, renders contacts with the gods

১ নিকৰু—১১২৩৬

২ ভদ্র—১১২৩৭

৩ Vedic Mythology—page 46

৪ ভদ্র

possible. It is composed of efficiency, intelligence, precision, imagination and is thus mainly a privilege of able and young men.

In later mythology, Dakṣa, the art of sacrifice is personified as a sage himself in the performance of sacrifices.”<sup>১</sup>

—দক্ষ সম্বন্ধে এই ভারততত্ত্ববিদেব সম্ভব্য যজ্ঞসম্পাদনদক্ষতা থেকে যজ্ঞকারী পূর্বোহিতে উন্নীত হওনার বিবরণ যথার্থ বিবেচিত না হলেও দক্ষ যে যজ্ঞের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা বোঝা যায়। গ্যাক্‌ডোনেলও দক্ষকে অগ্নিবিশেষণরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীঅবিন্দেব সঙ্গে দক্ষ বিচাবশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, বা ঐশ্বরিক ইচ্ছা।<sup>২</sup>

দক্ষ শব্দ যজ্ঞসম্পাদন কুশলতাই হোক আব হুমস্পন্ন যজ্ঞই হোক, দক্ষ যে যজ্ঞ বা যজ্ঞাগ্নি সে বিষয়ে অস্পষ্টতা নেই। অগ্নি ও সূর্যেব অভিন্নতাবোধেতু দক্ষ আনিত্যও।

সূর্য্যগ্নিব যে তাপকপী শক্তি বিষয়ে রূপকাক তিনি বিশ্বকর্মা—যজ্ঞকপী যে শক্তি জীবের খাতা—জীব স্রষ্টা তিনিই দক্ষ। দক্ষের বস্ত্রা সতী আব অদিতিতে কোন তকাং নেই। দক্ষযজ্ঞের প্রাচীনতব কাহিনী অল্পসারে যে সৃষ্টিকর্ম' কল্পের উপব গ্রস্ত হয়েছিল, কল্পেব তপশ্চরণেব কালে দক্ষ সেই কর্ম' সম্পাদন করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের সৃষ্টিকর্মই দক্ষযজ্ঞ। এই যজ্ঞে কল্পের সংশ ছিল না। কাশ্য কল্প স্রষ্টা নন—ধ্বংসকর্তা। তাই কষ্ট কষ্ট দক্ষের সৃষ্টিকর্মকে ধ্বংস করেছিলেন। প্রজাপতি দক্ষের সৃষ্টি ও কল্পেব যজ্ঞবিনষ্টি নিত্যকাল ধবে চলেছে। সৃষ্টিবিস্মাষ এটাই চিরন্তন রীতি। কল্প যখন ধ্বংস করেন তখন তেজোকাপিণী চিক্রপা কল্পাণী আত্মাশক্তি সতী জীবদেহ ত্যাগ করেন। প্রাণশক্তি জীবদেহ পরিত্যাগ কবাব পবেই কল্পের তাণ্ডব প্রত্যক্ষগোচব হব। কল্পকে তুট কবার প্রয়োজনে কল্পেব যজ্ঞভাগ কল্পিত হয়েছে। তথাপি কল্পে কল্পান্তবে কল্প দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস কবে আসছেন। মনে হয় কল্পোপাসক ও দক্ষোপাসকদেব মধ্যে সংঘর্ষে ইতিহাস দক্ষযজ্ঞেব কাহিনীতে লুকাইত আছে। শেষ পর্ব্বন্ত সংঘর্ষে অবসান বটেছে কিন্তুকে যজ্ঞেব ভাগ দিয়ে। কল্পের কোষ শাস্তিব জন্তই কহকে যজ্ঞভাগ দেওবা হয়েছে যজুর্বেদে।

দক্ষযজ্ঞে দক্ষের ছাগ্নও বিহিত হয়েছিল। ছাগ্নবলি বৈদিক যজ্ঞে অপবিহার্য।

১ Hindu Polytheism—Alain Danielou, page 121-122

২ On the veda—page 83

অগ্নি ছাগবাহন, সূর্যেব অপন্নমূর্তি পূবা ও ছাগবাহন। যজ্ঞের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট ছাগ সূর্য্যগ্নির বাহনরূপে কল্পিত হওবার পবে যজ্ঞরূপী দক্ষের মূণ্ডে পবিণত হয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে অজৈকপাদ বা একপদবিশিষ্ট অজ (জন্মরহিত, ছাগ) সূর্যেব এক নাম। মহাভাবতে অজৈকপাদ রুদ্রেব এক নাম। রুদ্র ত সূর্য্যগ্নিব ধ্বংসাত্মক রূপ। সূর্য্যগ্নিকে অজরূপে কর্ত্তনা থেকেই যজ্ঞাগ্নি দক্ষ অজ বা ছাগে পবিণত হয়েছেন।

ইন্দ্র ও সূর্যেব রথের বাহন অথ বা কিরণ। সূর্য অথকপ ধারণ কবে অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের জন্ম দিয়েছিলেন। সূর্যেব মূর্ত্যন্তর বিষ্ণু। বিষ্ণুর এক অবতার হয়গ্রীব। আবাব সূর্য্যকিবর্ণকপী দধীচিও অশ্বমুণ্ড। সূতরাং দক্ষেব ছাগমুণ্ড ছাগেব সঙ্গে যজ্ঞাগ্নিব তথা সূর্য্যগ্নিব অচ্ছেদ্য সংশ্লেষেব ইঙ্গিত-বাহক। লক্ষণীয় এই যে মহাভাবতীয় কাহিনীতে বীষভদ্র যজ্ঞের মন্তক ছিন্ন কবেছিলেন। ছাগমুণ্ড যজ্ঞাগ্নিতেই সংযোজিত হবেছিল।

দাক্ষাযণ যজ্ঞের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে ও সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে দক্ষ পর্বতপুত্র—পার্বতি। তিনি যজ্ঞ সমাপন কবে বাজ্যগ্নাত কবেছিলেন। “দক্ষঃ পার্বতিস্ত ইমেহশ্যোতর্হি দাক্ষ্যনা বাজ্যমির্বেব প্রাপ্তাঃ।”<sup>১</sup> এই মন্ত্রেব ব্যাখ্যায় সাযনাচার্য লিখেছেন, “অত্র হি দাক্ষাযণযজ্ঞ সম্পদভূতে য়ে পৌর্ণমাস্ত্রে দেহমাবস্ত্রে যজতেতি।”

—দাক্ষাযণ যজ্ঞেব সম্পৎকপী দুটি পূর্ণিমা যাগ ও দুটি অমাবস্তা যাগ অহুর্ঠেয়।

“দক্ষো হ বৈ পার্বতিবেতেন যজ্ঞেনেষ্টা সর্বান কামানাপতত্তৎ।”<sup>২</sup> —পার্বতি দক্ষ এই যজ্ঞ সম্পন্ন কবে কাম্যকল লাভ কবেছিলেন।

দাক্ষ্যণযজ্ঞ আব দক্ষ একই বস্তু। দুটি পূর্ণিমায ও দুটি অমাবস্তায় দাক্ষ্যণ যজ্ঞ অহুর্ঠেয়। পর্বে পর্বে অহুর্ঠেব বলেই দাক্ষাযণ যজ্ঞ বা দক্ষ পর্বতপুত্র—পার্বতি।

ইলা দক্ষেব কস্তা। ঋগ্বেদে যজ্ঞাগ্নিকপা ইলা, ভারতী ও সবম্বতী কথ্য বহুবায় পাওয়া যায়। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে ইলা, ভাবতী ও সবম্বতী—তিন-ই যজ্ঞাগ্নি।<sup>৩</sup> সাযনাচার্যেব ভাস্ত্রে দক্ষেব তনবা অর্থে বেদিকপা ভূমি।<sup>৪</sup> বমেশচন্দ্র দত্ত সাযনকে অনুসরণ করে লিখেছেন, “সেই ভূমি অগ্নিকে ধারণ করে

১ শতপথ—২।৪।১

২ সাংখ্যা: ব্রা: ৪অ:

৩ বেদেব দেবতা ও কৃষ্টকাল

৪ দক্ষেব ভাস্ত্র—৩২৮।১০

অর্থাৎ বেদিতে অগ্নি স্থাপিত হয়। বেদেব অগ্নি রুদ্রেব একটি রূপ, সেই রুদ্রকে দক্ষেব কৃতা উমা ধারণ করিলেন।”<sup>১</sup>

দক্ষকৃতা উমা বা সতীর নাম বৈদিক সাহিত্যে অল্পপস্থিত। রুদ্রকর্তৃক দক্ষ-যজ্ঞ পণ্ড হওয়ার কাহিনীও পৌরাণিক যুগের। মহাত্মারতে (শান্তিপর্ব ২৮৩ অঃ) উমা শিবপত্নী কিন্তু দক্ষকৃতা নন। পূবাণেও বহু স্থলেই দক্ষকৃতাের তালিকায় সতীর নাম অল্পপস্থিত। শিবকে দক্ষের জামাতা বলনা এবং দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ কাহিনী পরবর্তীকালে পূবাণকাব্যেব কল্পনা। দক্ষের সৃষ্টিকণ যজ্ঞ ধ্বংসের দেবতা রুদ্র কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার রূপক দক্ষযজ্ঞনাশের উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত অর্থ। যজ্ঞ বিনষ্ট হলে যজ্ঞবেদিকপা ইলাব মৃত্যু অনিবার্য। সাধারণ যজ্ঞার্থে রুদ্রকে ধারণকাবী যজ্ঞবেদি যজ্ঞের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ার কথা। কিন্তু সৃষ্টি-রূপকে প্রাণভূতা সতী সৃষ্টিযজ্ঞ নাশেব প্রাকালে অন্তর্হিত হন।

উপেন্দ্রনাথ বিখাস মনে কবেন ভাবতবর্ষের বেদপুরাণেব দক্ষ পাবশ্রদেশে অজিদহকে পবিশত হয়েছেন, “এক পক্ষেব দক্ষ নাম অজ্ঞ পক্ষেব যজ্ঞ হইবাছিল। .. ভাবতীয় ‘দক্ষ’ এই নামটিই যে পাবশ্রদেশে নীত হইবা ‘দক্’ ও তাহা হইতে দবক্ ও ‘দহক্’ বা ‘দহাক্’ হইবাছিল, একপ মনে করা যায। আবন্ত্যাব যিগের (Yima) পদ্যম শঙ্কহানীয এক তাহাব বাজ্যাপহাবী অজিদহকের (Azi Dahaka) বিববণ আছে। শাহ-নামায এই ‘দহাক্’কেই জোহাক বলা হইবাছে।”<sup>২</sup>

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম-পৃঃ ৫২৬, ১২৫১-২

২ ভাবতবর্ষ ও বৃহত্তর ভাবতের পুরাণ

## সোম

সোম নামক কোন দেবতার পূজা আধুনিক যুগে প্রচলিত নেই। কেবলমাত্র নবগ্রহের অন্ততম রূপে নবগ্রহ পূজায় সোম অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু পুরাণে সোম কোন প্রধান দেবতা না হলেও তাঁর সম্পর্কে অনেকগুলি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। যেমন : সমুদ্র মন্থনের সময়ে সোম বা চন্দ্রের সমুদ্রগর্ভ থেকে আবির্ভাব, —দেবতাদের অমৃতভোজনকালে ছন্দবেশী রাহকে চন্দ্র ও সূর্যকর্তৃক চিহ্নিতকরণ, রাহুর ছিন্নমুণ্ড কর্তৃক প্রতিহিংসা সাধনেব উদ্দেশ্যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রাস—সোমের প্রতি দক্ষের অভিশাপ, সোমকর্তৃক গুরুপত্নী তারাহরণ প্রভৃতি। এই কাহিনীগুলির মধ্যে শেষোক্তটুকু পুরাণে প্রাধান্য পেয়েছে। চন্দ্রদেব দক্ষবাজের সপ্তবিংশতি কন্যাকে বিবাহ কবেও বোহিণীব রূপে অত্যধিক আসক্ত হওয়ায় দক্ষের অভিশাপে যক্ষাবোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও অন্যান্য পুরাণে দক্ষ তাঁর সপ্তবিংশতি সংখ্যক কন্যাদের চন্দ্রকে প্রদান করেছিলেন। এই সপ্তবিংশতি দক্ষকন্যার নাম :

অগ্নিনী ভরগী চৈব কৃত্তিকা বোহিণী তথা।

মৃগশীর্ষা তথাত্মা চ পূজ্যা সাধ্বী পুনর্বসুঃ ॥

পূজ্যাক্সেবা মঘা পূর্বকল্গুন্যন্তবকল্গুনী।

হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চাহরাধিকা ॥

জ্যেষ্ঠা মূলা তথা পূর্বাষাঢ়া চৈবোত্তবা শ্রবতা।

শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ তথা শতভিষা শুভা ॥

পূর্বোত্তর ভাদ্রপদা বেবত্যক্তা বিধুপ্রিয়াঃ।<sup>১</sup>

—অগ্নিনী, ভরগী, কৃত্তিকা, বোহিণী, মৃগশিরা, আত্মা, পূজ্যা, সাধ্বী, পুনর্বসু, পূজ্যা, অগ্নেয়া, মঘা, পূর্বকল্গুনী, উত্তবকল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অন্তরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তবাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্র-পদা, উত্তরভাদ্রপদা ও বেবতী—এই সাতাশজন চন্দ্রের প্রিয়া।

এই সপ্তবিংশতি পত্নীর মধ্যে বোহিণী স্বীয় রূপে চন্দ্রকে বশীভূত করলেন।

চন্দ্র রোহিণী ছাড়া আর কোন পত্নীৰ নিকট গমন বরভেন না। কলে অন্যান্য দক্ষকন্যারা পিতার নিকট নালিশ করলেন। পিতা দক্ষ কুপিত হয়ে চন্দ্রকে যক্ষাগ্রস্ত হওয়াব অভিধাপ দিলেন।

তাসাং মধ্যে চ স্তভগা বোহিনী বসিকা বয়া ॥

সস্তভঃ বসভাবেন চকাব শশিনঃ বশম্ ।

রোহিণ্যুপগতচন্দ্রো ন যাতান্যাঞ্চ কামিনীম্ ॥

সৰ্বা ভগিন্যাঃ পিতবঃ কথ্যামান্ববাদৃতাঃ ।

সপত্নীকৃতসস্তাপং প্রাণনাশকয়ঃ পরম্ ॥

দক্ষঃ প্রকুপিতচন্দ্রেণ শশাপ ময়পূৰ্বকম্ ।

ক্ষতং যন্তরশাপেন যক্ষগ্রস্তো বভূব সঃ ১

যক্ষারোগে চন্দ্র দিনে ক্ষীণ হতে থাকেন। তখন চন্দ্র শিবের শরণ গ্রহণ করলেন। শিব খ্রীত হয়ে চন্দ্রকে বোগমুক্ত কবে নিজের ললাটে স্থাপিত করলেন, চন্দ্রও অমব হবে শিবললাটে বিরাজ করতে লাগলেন।

নিমুক্তং যক্ষাণা কৃত্বা স্বকপালে স্থলং দদৌ ।

অমবো নির্ভয়ো ভূত্বা স তস্মৈ শিবশেখবে ২

এদিকে চন্দ্রপত্নীগণ পতি-বিবাহে কাতর হয়ে পিতা দক্ষের কাছে সকাভবে অহ্ননয় করতে থাকেন। শিব দক্ষের অহ্ননবে ও চন্দ্র প্রত্যর্পণে অনিচ্ছুক হওয়ার দক্ষ শিবকে অভিধাপ দিতে উদ্ভত হলেন। শিবের স্মরণহেতু কৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেব কপথবে আগমন করলেন। ধর্মচ্যুতিভয়ে শিব শরণাগত চন্দ্রকে পরিত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, কৃষ্ণ শিবললাটস্থ চন্দ্র থেকে চন্দ্রকে নিষ্কাশিত করে দক্ষকে প্রদান করলেন। অর্ধচন্দ্রে শিবের মস্তকে বিরাজ কবতে থাকলেন, কৃষ্ণের ববে যক্ষায ক্ষীণচন্দ্রে পক্ষান্তবে পূর্ণতা লাভ কবলেন।

চন্দ্রে চন্দ্রাধিনিষ্ঠস্য দক্ষায প্রদদৌ হবিঃ ।

প্রতস্থাবর্ধচন্দ্রেচ্চ নির্ব্যাধিঃ শিবশেখবে ।

নিজগ্রাহ পবং চন্দ্রে বিবৃদ্ধস্তং প্রজাপতিঃ ॥

যক্ষগ্রস্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা দক্ষস্তুষ্টাব সাধবম্ ।

পক্ষে পূর্ণঃ ক্ষতঃ পূর্ণঃ তং চকাব হবিঃ স্বয়ম্ ৩

মহাভাবতের নানাস্থানে সোমের সাতাশ পত্নীব উল্লেখ আছে।<sup>১</sup> পুরাণ কথিত উক্ত কাহিনীটি মহাভাবতে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। স্মৃতবাং কাহিনীটির প্রাচীনত্ব অবিসংবাদিত। মহাভাবতে আছে :

দক্ষস্ত তনয়া যাস্তা প্রাদ্বাসন্ বিশাম্পতে ।  
স সপ্তবংশতিঃ কন্যা দক্ষ সোমায় বৈ দদৌ ॥  
নক্ষত্রযোগনিবতাঃ সংখ্যানার্থঞ্চ তাভবন্ ।  
পত্ন্যো বৈ তস্ত বাজ্ঞেজ্ঞ সোমস্তত্ত্বভকর্মণঃ ।  
ভাস্ত সর্বা বিশালাক্ষ্যা কপেণাপ্রতিমা ভূবি ।  
অভ্যবিচ্যত তাসান্ত বোহিণী কপসম্পদা ॥  
ততস্তস্তাঃ স ভগবান্ শ্রীতিৰুজ্জ্বে নিশাকরঃ ।  
সাস্ত্রজ্ঞতা বভূবাথ তস্মাত্তাং বভূজে সদা ॥  
পুত্রা হি সোমো বাজ্ঞেজ্ঞ বোহিণ্যামবলচ্চিরম্ ।  
ততস্তাঃ কুপিতাঃ সর্বা নক্ষত্রাখ্যা মহাশ্রুনাঃ ॥  
তা গতা পিতবঃ প্রাচ্ছঃ প্রজাপতিমতস্ত্রিতাঃ ।  
সোমো বসতি নানাস্থ যোহিণীং ভজতে সদা ॥<sup>২</sup>

—হে বাজন! দক্ষের যে সকল কন্যা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাতাশটি কন্যা দক্ষ সোমকে প্রদান কবেছিলেন। নক্ষত্রনামযুক্তা নক্ষত্রসংখ্যক তাঁরা শুভকারী সোমের পত্নী ছিলেন। তাঁরা সকলেই আয়তলোচনা—কপে অতুলনায়ী। কপবতী বোহিণী তাঁদের সকলকেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ভগবান চন্দ্র তাঁর প্রতি অধিক শ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন চন্দ্রের জন্মস্থান, চন্দ্রও তাঁকেই উপভোগ কবতেন। হে রাজেন্দ্র! পুরাকালে সোম দীর্ঘকাল যোহিণীতে বসবাস কবেছিলেন। স্মৃতবাং নক্ষত্রনায়ী পত্নীগণ মহাত্মা চন্দ্রের প্রতি কুপিতা হলেন। তাঁরা নিজা ত্যাগ করে পিতার কাছে গিয়ে বললেন সোম আমাদের মধ্যে বাস কবেন না, দীর্ঘকাল যোহিণীতেই বসবাস কবেন।

দক্ষ প্রজাপতি কন্যাদেব বচন শুনে সোমকে শাসন কবলেন, আদেশ করলেন : সকল ভাৰ্গবদেব প্রতি সমান আচরণ কব, মহৎ অধর্ম যেন তোমাকে অধিকার না কবে—সমং বর্তন্ত ভাৰ্গবাস্থ মা স্বাহধর্মো মহান্ স্মৃশ্যেৎ ।<sup>৩</sup>

দক্ষ কন্যাদেব স্বামীব কাছে পাঠালেন। কিন্তু সোম যোহিণীকে ত্যাগ



করলেন না। কন্যারা পুনরায় পিতার কাছে নালিশ জানালো। দক্ষ জামাতাকে অভিশাপের ভয় দেখানো। সম্বন্ধে সোম স্বর্গের বাক্য অগ্রাহ্য কবলেন।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং দক্ষস্ত ভগবাহুশী।

বোহিগ্যা সাধর্মবসন্ততন্তাঃ কুপিতাঃ পুনঃ ॥৬

চন্দ্রপত্নীগণ ঋষ্টা হয়ে পিতার কাছে পুনরায় নালিশ কবায় দক্ষ জামাতাকে শাস্তি দেবার জন্য যক্ষ্মা সৃষ্টি কবলেন। যক্ষ্মা তারকাপতি সোমকে অধিকার কবলো।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ ক্রুদ্ধো যক্ষ্মাং পৃথিবীপতে

সসর্জ বোবাং সোমাং স চোদুপতিমাবিশং ॥৭

যক্ষাক্রান্ত হবে সোম দিন দিন ক্ষীণ হতে থাকেন, বোগমুক্তির জন্য নানাবিধ প্রয়াসও করতে থাকেন।

স যক্ষ্মণাভিভূতান্মা ক্ষীণতাহবহঃ শশী।

যত্নকাপ্যকবোদ্রাজন্ মোক্ষার্থং তস্ত যক্ষ্মণঃ ॥৮

সোম যজ্ঞাহুষ্ঠান করলেন, কোন বল হোল না। ওষধিপতি ক্ষয়রোগাক্রান্ত হওয়ায় পৃথিবীতে ওষধিসমূহ ক্ষয় পেতে থাকে। দেবগণ দক্ষকে শাপ কিরিয়ে নিতে অসুযোগ করলেন। দক্ষ বললেন, আমার বাক্যেব অন্যথা হবে না, তবে সোম সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করুক, সরস্বতীর বয়ে অভিপাণ ক্ষয়িত হবে, অর্ধমাসে ক্ষয় হবে ও অর্ধমাসে বৃষিপ্রাপ্ত হবে।

সমং বর্ততু সর্বান্ শশী ভার্গান্ নিত্যশঃ।

সবত্বত্যা ববে তীর্থ উয়জ্জনক্শলক্ষণঃ ॥

পুনর্বধিষ্ঠতে দেবান্তর্ধে সত্যং বচো মম।

মানার্থক্ ক্ষয়ং সোমো নিত্যমেব গমিষ্ঠতি ॥

মানার্থক্ সদা বৃষ্টিং সত্যমেতবচো মম ॥৯

দক্ষ আয়ত্ত বললেন, পশ্চিম সমুদ্রে গমন করে সবস্বতী ও সমুদ্রসঙ্গমে চন্দ্র মহাদেবকে আবাধনা করুক, তাহলে সোম তাঁর পূর্বরূপ গিয়ে পাবেন।

সমুদ্রং পশ্চিমং গত্বা সবস্বতাক্সিসঙ্গমম্।

আরাধ্যতু দেবেশং তন্তঃ কান্তিমবাপ্ততি ॥১০

প্রভালে তপস্তা কবে দক্ষেব কৃপায় সোম রোগ মুক্ত হলেন।

মহাভারতের আব একস্থানে সোমের প্রতি অভিষাপবৃত্তান্ত গল্প ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। “দক্ষশ্চ যা বৈ হৃহিতরঃ বষ্টিদাসস্তাত্যঃ কশ্চপায জয়োদশ প্রাদাদশ ধর্মায় দশ মনবে সপ্তবিশতিমিন্দবে তাস্থ তুল্যাস্থ নক্ষত্রাখ্যাং গতাস্থ সোমো বোহিণ্যামভ্যধিকং প্রীতিমানভূততস্তাঃ শিষ্টাঃ পত্ন্যাঃ ঈর্ষাবত্যাঃ পিতৃঃ সমীপং গবেষমর্থং শশংস্তুর্ভগবন্নস্থাস্থ তুল্যপ্রভাস্থ সোমো বোহিণীং প্রত্যধিক ভজতীতি সোহব্রবীদ্ যস্মৈনম্যাবিশ্রেতেতি দক্ষশাপাং সোমঃ রাজানং যন্তা বিবেশ সা যন্তপাবিষ্টো দক্ষমগাদক্ষশ্চৈচনমব্রবীন্ন সমং বর্তমসীতি তদ্ব্যবঃ সোমমব্রবন্ ক্ষীয়সে যন্তনা পশ্চিমাধাং দিশি সমুদ্রে হিবণ্যসবস্তীর্থং তত্র গতা চান্ননঃ সেচনমকরোৎ স্নাত্বা চান্নানং পাণনো মোক্ষমামাস তত্র চাবভাসিতস্তীর্থেষু যদা সোম স্তদা প্রভৃতি চ তীর্থং তৎ প্রভাসমিতি নাম্না খ্যাতং বভূব। তচ্ছাপাদত্মাপি ক্ষীযতে সোমোহম্যবাস্তান্তবহুঃ পৌর্ণমাসীমাজ্জেহষিষ্ঠিতো মেঘলেখাপ্রতিচ্ছন্নং বহুদর্শযতি মেঘলদৃশং বর্ণমগমত্তদস্ত শশলক্ষ্য বিলম্বভবৎ।”<sup>১</sup>—(অন্তর্গত) দক্ষের যে বষ্টিসংখ্যক হৃহিতা ছিলেন তন্মধ্যে তিনি কশ্চপকে জয়োদশ, ধর্মকে দশ, মনুকে দশ এবং চন্দ্রকে সপ্তবিশতি কল্পা প্রদান করেন। চন্দ্রকে যে সপ্তবিশতি হৃহিতা দান করেন, তাঁহারা সকলেই সমান হইলেও চন্দ্রমা বোহিণীর প্রতি অভিষষ প্রীতিমান ছিলেন, তন্নিমিত্ত অবশিষ্ট পত্নীবা ঈর্ষাবতী হইয়া পিতার নিকটে গমন পূর্বক এই বিষয় নিবেদন করিলেন যে,—ভগবন। আমরা সকলেই তুল্যপ্রভা হইলেও রজনীনীধি বোহিণীর প্রতি সমধিক প্রীতি করেন। দক্ষ কহিলেন “যন্তা চন্দ্রেব শবীবে প্রবেশ কবিবে”—দক্ষের এই শাপ বশত যন্তা বিজবাজ সোমের শবীবে প্রবেশ কবিল, চন্দ্রমা যন্তাবিষ্ট হইয়া দক্ষের নিকট গমন কবিলেন। দক্ষ তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি সকল পত্নীবা প্রতি সমান ব্যবহাব কর না,” তৎকালে ঋষিগণ চন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি যন্তা দ্বারা ক্ষীণ হইতেছ, অতএব পশ্চিম দিকে সমুদ্র সন্নিধানে হিবণ্য সবোবব নামক তীর্থ আছে। তথায় গমন করিয়া আত্মাকে অভিষিক্ত কর।

অনন্তর স্তম্বাকর সেই হিবণ্য সবোববের তীর্থে আগমন করিলেন, আগমন কবিয়া তথায় আত্মসেচন অর্থাৎ স্নান কবিয়া আপনাকে পাণ হইতে মুক্ত কবিলেন, সোম সেই তীর্থে অবস্তানিত হইয়াছিলেন বলিয়া তদবধি তাহা প্রভাস

নামে বিখ্যাত হইয়াছে। দক্ষশাপ নিমিত্ত অজ্ঞাপি চন্দ্রমা অমাবস্তার মধ্যে অপ্রকাশিত থাকিয়া পৌর্ণমাসী মাঝে অধিষ্ঠিত হইবেন। মেঘলেখা প্রতিচ্ছন্ন শরীর যাহা প্রদর্শন কবেন, তাহা মেঘ সদৃশ বর্ণ হইয়াছে, তাহার নির্মল অংশ শশকলংকরণে প্রকাশিত আছে।’

শিবপূবাণে ও (জ্ঞান সংহিতা) এই কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে :

সর্বাত্ম চ পত্নীষু এক প্রিয়তমা যথা ॥

রোহিণী নাম যা প্রোক্তা তথাস্তা ন কদাচন ।

অজ্ঞাশ্চ দুঃখমাপরা পিতবঃ শরণং যযুঃ ॥

তদা তস্মৈ যদুঃখং তাভিনিবেদিতং তথা ।

দক্ষোহপি চ তদা শ্রব্যা দুঃখঞ্চ প্রাপ্তবাস্তদা ॥

সমাগত্য তদা দক্ষশ্চন্দ্রে বিজ্ঞাপয়ং তদা ।

বিমলে চ কূলে ত্বঞ্চ সমুৎপন্নঃ কলানিধিঃ ॥

আশ্রিতেষু চ সর্বেষু ন্যূনাধিক্যং কথং ভব ।

ন কর্তব্যং ত্বা তাত্ত্ব ন্যূনাধিক্যং তথা পুনঃ ।

জগাম মন্দিবং স্বীয়ং নিশ্চয়ং পবনম্ গতঃ ॥

চন্দ্রোহপি বচনং তন্ত ন চকাব বিমোহিতঃ ॥২

—চন্দ্রেব সকল পত্নীদের মধ্যে রোহিণী যেমন প্রিয়তমা ছিলেন, আর কেউ তেমন ছিলেন না। অন্ত পত্নীরা দুঃখিত হইবে পিতার নিকট গমন করলেন এবং তাঁদের দুঃখ নিবেদন কবলেন। দক্ষও তাঁদের দুঃখ কাহিনী শুনে দুঃখিত হলেন, তিনি চন্দ্রেব নিকট আগমন কবে বললেন, তুমি কলানিধি, নির্মল কূলে জন্মগ্রহণ কবেছ, সকল আশ্রিতেব প্রীতি তোমার আচরণ কম বেশী কেন? ব্যবহারেব একরূপ ন্যূনতা বা আধিক্য কবা উচিত নয়। দক্ষ নিশ্চিন্ত হইয়া নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। চন্দ্রও মোহমুগ্ধ হইয়া তাঁর কথা মনে চললেন না।

বোহিণ্যাঞ্চ সমানস্তো নাস্তাং মেনে কদাচন ।

দক্ষোহপি পুংসাগত্য স্বয়ং দুঃখং সমমিতঃ ॥

শ্রয়তাস্ত সবা পূর্বং প্রাপ্যতঃ বহুধা তথা ।

ন মানিতং ত্বা যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বঞ্চ স্ববী ভব ॥

ইত্যাক্তে চৈব চন্দ্রোহপি জয়ী স্নাতঃ স্পাদিহ ॥৩

—যোহিণীতে আসিরা হয়ে চন্দ্র অস্ত্র কাউকে স্বীকার করলেন না। দক্ষও পুনরাধ আগমন কবে দুঃখিতভাবে বললেন—শোন, আমাব পূর্বপ্রার্থনা তুমি মান্ত কর নি। অতএব তুমি ক্ষম বোগাক্রান্ত হও।

ব্রহ্মাব নির্দেশে দেব ও ঋষিগণ চন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে শিবের আবাধনা কবলেন। শিব চন্দ্রকে বব দিলেন :

পক্ষে চ ক্ষীয়তে চন্দ্র কলা তে চ দিনে, দিনে।

পুনশ্চ বর্বতাং পক্ষে তাঃ কলাশ্চ নিয়ন্তবম্ ॥৬৬

—এক পক্ষে তোমাব কলা দিনে দিনে ক্ষম প্রাপ্ত হবে, পক্ষান্তবে সেই কলাসমূহ নিরন্তব বর্ধিত হতে থাকবে।

হৃন্দপুবাণে ও (প্রভাসখণ্ড) একই বৃত্তান্ত আছে। শিব বলছেন পার্বতীকে :

অথ যাঃ কন্যাকা দত্তাঃ সপ্তবিশতিবিন্দবে।

তাসাং মধ্যে মহাদেবি ত্রিষা তন্ত চ বোহিণী ॥

অথ নক্ষত্রনাথস্য তাসাং মধ্যেহতিবল্লভা।

বভূব বোহিণী দেবি প্রাণেন্ত্যোহপি গরীয়সী ॥

সর্বান্তাঃ সম্পবিত্যজ্য বোহিণ্যা সহিতো বহঃ।

য়েমে কামপবীতাস্মা বনেষু পবনেষু চ ॥৭

চন্দ্রের অন্যান্য পত্নীদেব অভিযোগ শুনে চন্দ্রকে দক্ষ সকল পত্নীর প্রতি সমান ব্যবহার কবতে অহুবোধ কবলেন। কিন্তু চন্দ্র স্বীকৃত হয়েও পূর্ববৎ আচরণ কবতে থাকায় দক্ষ অভিশাপ দিলেন :

অনাদৃত্য হি মে বাক্যং যস্মাঙ্কং বোহিণীবতঃ।

সন্তজ্য পুত্রীশ্চান্মাবং শেবা দোষণে বর্জিতাঃ ॥

তস্মাদ্ যস্মা শবীরং তে প্রসিদ্ধতি ন সংশয়ঃ।

এতন্নিম্নেব কালে তু যস্মা পর্বতপুত্রিকে।

দক্ষেণ তু সমাদিষ্টস্তস্য কাষং সমাবিশং ॥

এবং সোমস্ত দক্ষেণ কৃতশাপো মহাপ্রভঃ।

পপাত বহুধাং দেবি নিশ্চেট্টো বোহিণীহৃতঃ ॥৮

চন্দ্র ক্ষয় যোগাজ্ঞাস্ত হয়ে রোহিণীর সঙ্গে নিশ্চল হবে ভূমিতে পতিত হলেন । তখন চন্দ্রের দ্বারা প্রসাধিত হয়ে দক্ষ চন্দ্রকে পরামর্শ দিলেন শিবের আরাধনা কবন্তে । শিব ভূষ্ট হবে বর দিলেন, সকল পরীকে সমভাবে দেখ—একপক্ষে ভোমার ক্ষয় হবে, অপর পক্ষে বৃদ্ধি হবে ; পূর্বের রূপ কিরে পাবে, দক্ষ প্রদত্ত অভিধাপ বিনষ্ট হবে ।

অধুনা তো সমংপশু সর্বান্তা দক্ষকন্যাকাঃ ।

ক্ষয়ন্তে ভবিতা পক্ষং পক্ষং বৃদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥

পূর্বোচিতাং প্রভাং সোম প্রাপ্ত্বমে সংপ্রদাতঃ ।

প্রোচেতসন্ত দক্ষস্ত তপসা হতপাপ্মনঃ ॥<sup>১</sup>

সোম সম্পর্কে আর একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী পুরাণাদিতে পাওয়া যায় । এই কাহিনীটি সোম কর্তৃক গুরু বৃহস্পতির পরী তারাহরণ সম্পর্কিত । দেবগুরু বৃহস্পতি পত্নী ভাবা । একদা সোম সহসা তারাকে অপহরণ করলেন । দেবগণ এবং দেববর্গণ তারাকে প্রার্থনা কবলেন, কিন্তু সোম তাঁদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য কবলেন । তারাকে কেন্দ্র করে দেবদানবের প্রচণ্ড সংগ্রাম উপস্থিত হোল ।

তত্র তদ্বৃন্দমভবৎ প্রত্যক্ষস্তারকামবৎ

দেবানাং দানবানাঞ্চ লোকক্ষয়করং মহৎ ॥<sup>২</sup>

দেবতাদের অহুদোষে ব্রহ্মা তারাকে গ্রহণ করে বৃহস্পতিকে প্রদান করলেন । ভাবা তখন অন্তর্বহী, তিনি প্রজলিত হতাশনের মত একটি পুত্র প্রসব করলেন । এই পুত্রের পিতৃহ নিরে নংশয় উপহিত হলে ব্রহ্মা তারাকে প্রদত্ত কদ্রায় তারা জানালেন যে পুত্রটি সোমের ।

সো প্রাণসিদ্ধবাচেদং ব্রহ্মাণং বরদং প্রভুং ।

সোমস্তেতি মতায়ানং কুনার দন্ত্যহস্তমবু ॥<sup>৩</sup>

—তারা হাত জোড় করে বরদ প্রভু ব্রহ্মাকে বললেন, এই দন্ত্যহস্তা মহাত্মা কুনার সোমেরই ।

সোম বৃদ্ধকে পুত্ররূপে লাভ করলেন, কিন্তু তারাহরণের পাশে যক্ষ্মারোগাজ্ঞাস্ত হয়ে পড়লেন । তাঁর কলেবর ক্ষীণ হতে থাকলো । সোম পিতা অগ্নির গরল গ্রহণ করলেন । অগ্নি সোমের পাপ প্রশমিত করলেন । রাজবন্দানুত হয়ে সোম উজ্জল হয়ে উঠলেন ।

প্রসঙ্গ যর্ষিতস্তত্র বিবশো রাজযক্ষণা ॥  
 ততো যক্ষাভিতুতস্ত সোমঃ প্রক্ষীণমণ্ডলঃ ।  
 জগাম শবণাযাথ পিতরং সোহজ্রিমেষ চ ॥  
 তস্ত তৎ পাংশমনং চকাবজ্রির্মহাযশাঃ ।  
 ন রাজযক্ষণা মূক্তঃ শ্রিয়া জজাল সর্বশঃ ॥<sup>১</sup>

শিবপুরাণেও (জ্ঞান সংহিতা) এই গল্প আছে। চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হওয়ার  
 পর দেবগণের নিকট ব্রহ্মা বলেছিলেন এই গল্পটি :

বৃহস্পতের্গৃহে গতা তাবা দুষ্টেন বৈ হতা ।  
 হতা তায়ং পুনশ্চৈব যুদ্ধাৎ সমুপস্থিতঃ ।  
 সমাজিত্য তদা দৈত্যান্ স্পর্ধাং দেবৈশ্চকার হ ॥  
 ময়া চৈবাজিণা চৈব নিবিদ্ধস্তাবকাং দদৌ ।  
 তাক্ষ গর্ভবতীং সোহপি ন গৃহ্নানীতি তদ্যচঃ ॥  
 অস্মাভির্বাবিতঃ সোহপি জগ্রাহ তাবকাং তদা ।  
 যদি গর্ভং জহাতীহ তদেনাঞ্চাগ্রহীৎ পুনঃ ॥  
 গর্তে ময়া পুনস্তত্র ত্যজিতে ঋষিসন্তমাঃ ।  
 সস্ত্রাযঞ্চ পুনর্গর্তঃ সোমস্ত্রোতি বচঃ পুনঃ ॥<sup>২</sup>

—দুষ্ট (সোম) বৃহস্পতিব গৃহে গিবে তাবাকে অপহরণ করেছিলেন। তারাকে  
 হরণ কবে পুনরায় যুদ্ধেব জন্ত উপস্থিত হলেন। তখন তিনি দৈত্যগণকে আশ্রয়  
 করে দেবতাদের সঙ্গে স্পর্ধা প্রকাশ কবতে লাগলেন। আমি এবং অজি নিষেধ  
 করায় সোম তারাকে প্রত্যর্পণ কবলেন। তাঁকে (তাবাকে) গর্ভবতী জেনে  
 বৃহস্পতি বললেন, আমি গ্রহণ করবো না। আমরা বারণ করলে তিনি পুনরায়  
 তারাকে গ্রহণ করেছিলেন, সেখানে গর্ভ পরিত্যাগ করায় তাঁকে (তারাকে) পুনরায়  
 গ্রহণ করেছিলেন। গর্ভ পবিত্যক্ত হলে প্রায় করেছিলাম, হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ।  
 এই গর্ভ কার ? উত্তর হয়েছিল, সোমের।

বিষ্ণুপুরাণেও ঘটনাটি উল্লেখ আছে :

“মদাবলেপাচ্চারৌ সকলদেবগুরোবৃহস্পতেস্তারায় নাম পত্নীং জহাব।”<sup>৩</sup> —  
 অহংকাবাচ্ছন্ন হয়ে (সোম) সকল দেবাতাব গুরু বৃহস্পতিব তারা নানী পত্নীকে  
 হরণ করেছিলেন।

এই বিষয়টিকে লক্ষ্য করেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর বীরঙ্গনা কাব্যে ‘সোমেশ প্রতি ভাবা’ নামে পত্রকাব্যখানি রচনা করেছিলেন। এই কবিতাটির ভূমিকা কবি লিখেছেন, “স্বকালে সোমদেব অর্থাৎ চন্দ্র বিজ্ঞাধ্যয়ন কারণ-ভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রয়ে বাস করেন, গুরুপত্নী তাবা দেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেমাঙ্গনা হন। সোমদেব পাঠ সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে তাবদেবী আপন মনের ভাব আব প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিলেন না, ও সত্যস্বর্গে জলাঞ্জলী দিয়া সোমদেবকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন।”

কবি মধুসূদন মূল কাহিনীকে পাশ কাটিয়ে তাবাকে সোমেশ প্রেমাভিলাষিণী একান্ত অল্পবয়সীকূপে চিত্রিত করেছেন। চন্দ্রকে প্রথম দর্শনের পথ থেকে তাঁরা চন্দ্রের অল্পবয়সী। তাই তিনি স্বতঃপ্রসূত হয়েই পক্ষে স্বীয় ননোগত অভিলାষ ব্যক্ত করেছেন,—

কলংকী শশংক তোমা বলে সর্বজনে ।

কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তাবারে,

ভাবানাদ্য! নাহি কাজ বুঝা কুলমানে ।

এস হে তাবাব বাহা । ১

সোম সম্পর্কিত কাহিনী ছুটি মূল পোষেছি কৃষ্ণজুর্বেদে । কৃষ্ণজুর্বেদ বলেছেন,— “প্রজাপতেজস্বজিহ্বাশুভিতব আসক্তাঃ সোমায় রাজ্জৈহ্বদাতাসাং বোহিগীমুপৈত্তা দৈর্ঘ্যস্তীঃ পুনবাগচ্ছতা অর্ধৈস্তাঃ পুনবযাচত তা অর্শৈ ন পুনবদদাৎ সোহিব্রবী- দৃতমসীষ যথা সমাবচ্ছ উপৈত্তামাথ তে পুনর্দাতামীতি স ঋতমাসীত্তা অর্শৈ পুনবদদাতাসাং বোহিগীমেবাণ ঐত্তং যশ্ম আর্জ্জব্রাহ্মাণং যশ্ম আবদিত্তি তজ্জাজ যশ্মস্য জয় ।” —(অসার্থ) প্রজাপতির ডেজিগিট কত্তা ছিল, তাঁদের তিনি সোমরাজকে দান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সোম বোহিগীতে উপগত হয়েছিলেন। দৈর্ঘ্যপরাগণা অপরাপর কন্যাগণ পুনরায় প্রজাপতির নিকট গমন করলেন। সোম তাঁদের অহমরণ করে প্রজাপতির নিকট গিয়ে পত্নীদের প্রার্থনা করলেন। প্রজাপতি সোমের নিকট কন্যাদের দিলেন না। প্রজাপতি তাঁকে বললেন, যদি শপথ করো যে সকলের নিকট সমভাবে অবস্থান করবে, তবে তাঁদের আবার কিবিয়ে দেব শপথ করলেন, প্রজাপতি তাঁদের আবার কিবিয়ে

দিলেন। সোম পুনর্বার বোহিনীকেই প্রাপ্ত হলেন। তখন বাজা সোম যম্মাক্রান্ত হলেন। এইভাবে বাজযম্মার সৃষ্টি হোল।

অতঃপব সোম সকল পত্নীদের সন্তোষ বিধান কবার তাঁবা সোমের নিকট সমব্যবহাৰ বৰ নিষে চক্ৰ বন্ধন কবে ভোজন কৰিষেছিলেন। সোম পাপমুক্ত হয়ে যোগমুক্ত হয়েছিলেন।

সোমের যম্মা বোগাক্রান্ত হওয়ার কাহিনী বহু প্রাচীন সন্দেহ নেই। সোমের যম্মাবোগগ্রস্ত হওয়াৰ ব্যাপাবে ‘সোম ও হোহিনী’ এবং ‘সোম ও তাবা’—এই যে দুইটি উপখ্যানেৰ সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে তন্মধ্যে কোন কাহিনীটি প্রাচীনতর বলা সম্ভব নহ। এই দুই কাহিনীৰ নাযক সোম চন্দ্র ভিন্ন আর কেউ নন। শাপমুক্ত চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি যে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে চন্দ্রকলাৰ হ্রাসবৃদ্ধিনিৰ্ত্ত প্রাকৃতিক ব্যাপাব, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঋগ্বেদে চন্দ্রকলাৰ হ্রাসবৃদ্ধি দেবগণ কর্তৃক সোমপান কপে বর্ণিত হয়েছে।

যম্মা দেব প্রাপিবন্তি তত ঞাপ্যাসে পুনঃ।

বায়ুঃ সোমস্ত বন্ধিতা সমানাং মাস আকৃতিঃ।<sup>১</sup>

—হে দেব সোম, তোমাকে যে পান কবা হয়, তাহাতে তোমার ক্ষয় না হইবা বৃদ্ধিই হইবা থাকে। বায়ু সোমকে বন্ধ কবেন, যেকপ সংবৎসরগুলিকে মাস বন্ধ করে, উভয়ের আকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ এক।<sup>২</sup>

নিকরুকাব এই স্বাকৃতিৰ অর্থ সোমশতা এবং চন্দ্র উভয় পক্ষেই কবেছেন।<sup>৩</sup> সোমশতাৰ বল পান কবার পব চমস বা পানপাত্র পুনর্বার সোমবলে পূর্ণ কবতে হয়। আবার, “চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে দেবগণ অর্থাৎ স্বর্ধবান্ধিসমূহ কর্তৃক পীত হয়, শুক্ল পক্ষে আবার বর্ধিত হয়—ইহা লক্ষ্য কৰিষাই বলা হইয়াছে, ‘হে সোম তোমাকে পান কৰিলে তুমি আবার আপ্যায়িত বা বৰ্ধিত হও।’ এই ব্যাখ্যা সোম চন্দ্রমা—এতৎ পক্ষে।”<sup>৪</sup>

সংবৎসরের ও মাসের সম্যক্ কর্তা ও ওষধিকপী বা চন্দ্রমাকপী সোম। মাস ও বৎসরের সৃষ্টিকর্তা যে সোম, সেই সোম ওষধি হওয়া সম্ভব নহ। মাস ও বৎসরের সৃষ্টিকর্তা স্বর্ধ বা স্বর্ধবান্ধি। স্বর্ধবান্ধি চন্দ্রকলাৰ হ্রাসবৃদ্ধিৰ হেতু। চন্দ্র-

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৫

২ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

৩ নিকরু—১১।৫

৪ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিকরু (ক. বি)—১০।৫।৫



কলার হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে চান্দ্রমাস ও বৎসব গণনা হয়। এই হিসাবে সোম মাস ও বৎসবেষ কৰ্তা।

পূর্বোক্ত ঋকে বলা হয়েছে যে বায়ু সোমেব বক্ষিতা বা বক্ষাকৰ্তা। বায়ু সোমেব বক্ষাকৰ্তা হয় কিভাবে? যাক বলেছেন,—“সাহচৰ্য্যাসহরণায়া।”<sup>১</sup> — সাহচৰ্য্যহেতু অথবা বসহরণেব নিমিত্ত।

নিরুক্ত অনুসারে বায়ু ও সোম মধ্যস্থান দেবতা। বায়ু সোমের সহচরী। বায়ু বসহরণ কবে সোমেব পুষ্টি ঘটাব। বসহরণ শক্তি বায়ুব নেই, আছে সূর্য-বশ্মির। বায়ু সূর্যবশ্মি বা তাপেব সহায়তাৰ পৃথিবীর বস হরণ কবেন। স্ততঃ প্রকারান্তবে সূর্যবশ্মিকেই সোম বা চন্দ্রেব বক্ষাকৰ্তা বলা হয়েছে।

সোম কর্তৃক বৃহস্পতিয় পত্নী হবণ কাহিনীর মূল ঋগ্বেদেই নিহিত আছে। ঋগ্বেদেব একটি স্তোত্রে সোম কর্তৃক বৃহস্পতিব পত্নী প্রত্যর্পণের কথা বলা হয়েছে।

সোমো রাজা প্রথমো ব্রহ্মজায়াং পুনঃ প্রায়চ্ছদজ্ঞানীৰমানঃ।

অর্থতিতা বরণো মিত্র আসীৎ ...।<sup>২</sup>

—সোমরাজা কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া পবিত্রচৰিত্রশালিনী ভার্য্যাকে সর্বপ্রথম সমর্পণ কবিতাছিলেন। মিত্র ও বরণ সেই বিষয়েব অনুমোদন কবিলেন।<sup>৩</sup>

ব্রহ্মচারী চৰিত্তি বেবিবৰ্জিতঃ স দেবানাং ভবত্যেকমঙ্গলং।

ভেন জায়াব্রহ্মবিংদম্বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বন দেবাঃ ॥

পুনর্দেবো অদহ পুনর্মহত্যা উত।

বাজানঃ সত্যং বৃথানা ব্রহ্মজায়াং পুনর্দত্তঃ ॥

পুনর্দায ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিৰিষৎ।

উজ্জ্ব পৃথিব্যা ভক্তা বোদ্ধগাময়ুপাসতে ॥<sup>৪</sup>

—বৃহস্পতি পত্নী অভাবে এক্ষণে ব্রহ্মচর্য নিষয় পালন কবিতেন, তিনি সবল দেবতাব সঙ্গে একাত্মা হইয়া তাঁহাদিগেব অবশ্য বিশেষ হইয়াছেন। তাহাতে পূর্বে যেমন সোমেব হস্তে পত্নী পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ এক্ষণেও পুনর্বার সেই জুহ নামক পত্নীকে প্রাপ্ত হইলেন।

দেবতা বা আবার তাঁহাকে পত্নী আনিয়া দিলেন, মন্ত্রস্তোত্রাও আনিয়া দিলেন। বাজা বা শপথ পূর্বক (অর্থাৎ চৰিত্র নষ্ট হয় নাই, এই শপথ কবিতা) শুদ্ধচৰিত্রা পত্নী তাঁহাকে পুনর্বার সমর্পণ কবিলেন।

শুক্ৰচৰিত্ৰা পত্নীকে পুনৰ্বাৰ আনিবা দিবা দেবতাবা বৃহস্পতিকে অপাণ কবিলেন। পবে পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অন্নসমস্ত ভাগ কৰিবা সৰ্বস্থে অবস্থিতি কৰিতেছেন।<sup>১</sup>

সোমেৰ তাবাহবণ ও তাবা প্ৰত্যাৰ্পণ এই শ্লোকেৰ বিষয়বস্তু। বমেশচন্দ্ৰ দত্ত এই শ্লোকটি সম্পৰ্কে লিখেছেন, “এ শ্লোকেৰ মৰ্ম গ্ৰহণ কৰিতে পাবিলাম না।” তবে শ্লোকেৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে বলেছেন, “বৃহস্পতিৰ স্ত্ৰীৰ সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহভঞ্জনই এই শ্লোকেৰ বিষয়।”<sup>২</sup>

বৃহস্পতিৰ পত্নী তাবাকে সোম হবণ কৰেছিলেন, এ কাহিনীৰ তাৎপৰ্য মোটেই দুৰ্বোধ্য নহ। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি নামক দেবতা শূৰ্যেৰেই প্ৰকাৰ ভেদ। তাৰা অৰ্থাৎ নক্ষত্ৰগুণ্ড বৃহস্পতি বা শূৰ্যেৰ পত্নী। কাৰণ শূৰ্য সকল গ্ৰহনক্ষত্ৰাদি বৃহৎ বস্তুৰ পতি,—তাবাপতি। শূৰ্যোদয়ে তাবকাগুণ্ড অন্তৰ্হিত হয়। অথচ বায়ে চন্দ্ৰেৰ সন্ধে তাবকাদেৰ দেখা যায়। সূতবাং সোম বা চন্দ্ৰ তাৰাকে হবণ কৰে থাকেন। বাজ্জিৰ অবসানে, সোমেৰ অন্তৰ্ধানে তাৰকাৰও অন্তৰ্ধান হৰে থাকে। বৃহস্পতি বা শূৰ্যকে তাবা প্ৰত্যাৰ্পণ কৰা হয়। এইকণ কল্পনা বৈদিক কবিগণেৰ পক্ষে স্বাভাৱিক বোধ হয়

ঋগ্বেদে একস্থানে আছে : হৱিঃ পৰ্যদ্রবজ্জায়ঃ শূৰ্যন্ত।<sup>৩</sup>

—হবিৰ্ধা ধাবপূৰ্ণক সোম শূৰ্যেৰ পত্নীৰ দিকে ধাবমান হইতেছেন।<sup>৪</sup>

১০।৮।১৯ ঋকে বলা হযেছে যে শূৰ্যকল্পা শূৰ্যৰ পাণিপ্ৰাৰ্থী ছিলেন সোম। কিন্তু শূৰ্যকে লাভ কৰেছিলেন অশ্বিনয়। আৰ একটি ঋকে আছে, শূৰ্যেৰ কল্পা শূৰ্য সোমেৰ শৰ শুনে আত্মলাদিত হছেন।<sup>৫</sup> আৰ একস্থানে শূৰ্যকল্পা সোম-বসকে পবিত্ৰ কৰছেন।<sup>৬</sup> গায়নাচাৰ্ঘ ১।১১৬।১৭ ঋকেৰ ভায়ে লিখেছেন, সবিতা নিজেৰ কল্পা শূৰ্যকে সোমবাস্তাকে প্ৰদান কৰতে ইচ্ছা কৰেছিলেন; শেষপৰ্যন্ত অশ্বিনয় জয় কৰেছিলেন। বমেশচন্দ্ৰ দত্ত মনে কৰেন যে শূৰ্যকিবাণে সোমবল মাদকতা (fermentation) প্ৰাপ্ত হয়। শূৰ্য ও সোমেৰ বিবাহেৰ এই তাৎপৰ্য।<sup>৭</sup>

ঐতবেয ব্ৰাহ্মণে প্ৰজাপতি শূৰ্যানায়ী দুহিতাকে সোমকে প্ৰদানে উগ্ৰত হৰেছিলেন।<sup>৮</sup> যাক একটি ব্ৰাহ্মণবাক্য উদ্ধাৰ কৰেছেন, এই বাক্যে সবিতা

১ অনুবাদ—বমেশচন্দ্ৰ দত্ত

২ ঋগ্বেদেৰ বঙ্গানুবাদ, ২য়, টীকা, পৃ: ১৬১২

৩ ঋগ্বেদ—১।১০।১১

৪ অনুবাদ—বমেশচন্দ্ৰ দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১।১২।১৩

৬ ঋগ্বেদ—১।১১।৬

৭ ঋগ্বেদেৰ বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃ: ২৬৮, ১।১১৬।১৭ ঋকেৰ টীকা

৮ ঐতবেয ব্ৰা:—৪।১১।১১

সূর্য্যাকে সোম অথবা প্রজাপতিকে সম্ভ্রদান করেছিলেন,—“সর্ব্বভা সূর্য্যং প্রাযচ্ছৎ সোমায় বাজ্রে প্রজাপত্যে বা।”<sup>১</sup>

কাবো মতে সূর্য্য সূর্য্যবশ্মি, কেউ বলেন, সূর্য্য উষা। বৈদিক গ্রন্থাদিতে সূর্য্য কখনও সূর্য্যেব পত্নী কখনও বস্ত্রা সোম বা প্রজাপতিব পত্নী। যাক্ত বশ্লেছেন, সূর্য্য সূর্য্যেব পত্নী—“সূর্য্য সূর্য্যস্ত পত্নী”।<sup>২</sup>

সূর্য ও বৃহস্পতি অভিন্ন। হুতরাং সূর্য-পত্নী সূর্য্য ও বৃহস্পতি-পত্নী তাবা অভিন্ন হওয়াই সম্ভব। যদি সূর্য্য ও তাবাকে অভিন্নরূপে গ্রহণ করা যায় তবে সোমকর্তৃক বৃহস্পতিব পত্নী হবণের ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। রাত্তিকালে চন্দ্র সূর্য্যকিবর্ণরূপা সূর্য্যকে বা তাবাকে হবণ কবে থাকেন, দিবাভাগে সূর্য্যকিবর্ণ প্রত্যর্পণ করেন।

অপর উপাখ্যানে অশ্বিনী, ভরগী, কৃত্তিকা, বোধিণী প্রভৃতি সাতাশ নক্ষত্র চন্দ্রেব পত্নী কারণ চন্দ্রেব পবিক্রমণপথে এদের অবস্থান। দক্ষ বা সূর্য এই নক্ষত্রকূলেব পিতা। এই সপ্তবিশতি পত্নীব মধ্যে বোধিণী সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও চন্দ্রেব সঙ্গে বোধিণীব মিলন একাধিকবার হবে থাকে। আচার্য যোগেশচন্দ্র দেখিয়েছেন যে ববিপথ ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দুব নিকটবর্তী স্থানে বোধিণী নক্ষত্র শকটাকারে বর্তমান থাকে। চন্দ্রপথের চলমানতা হেতু ববিপথ ও চন্দ্রপথের ছেদবিন্দুয (বাহ ও কেতু) অধিব হওয়াব চন্দ্র পর পর কবেকবার বোধিণী শকট ভেদ করে থাকে। “সত্য সত্যই চন্দ্রকে বোধিণীতে পুনঃ পুনঃ উপগত হইতে দেখা যায়। --চন্দ্র বোধিণী-শকট একবার ভেদ করিলে দুই তিন মাস করেন। এই কারণেই সহজে বোধিণী চন্দ্রসমাগম দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। চন্দ্রপথের নিকটবর্তী অস্ত্র নক্ষত্র সাড়ে আঠারো বৎসরে মাত্র একবার আচ্ছাদিত হয়। বোধিণী উজ্জ্বল তাবা, চন্দ্র সন্নিধানে অদৃশ্য হয় না। মবা ব্যতীত অপর নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। এই হেতু বোধিণী-চন্দ্র-সমাগম আরও সহজে প্রত্যক্ষ হয়।”<sup>৩</sup>

হুতবাং বোধিণী চন্দ্রেব প্রিযতমা। দক্ষরূপী সূর্যের অভিধাপে সূর্য্যকিবর্ণ সম্পাতেব প্রকাবভেদ অল্পসারে চন্দ্রেব ক্ষবরোগগ্রস্ততা ও ক্ষবরোগমুক্তি। এইভাবে তাবা ও বোধিণীকে নিয়ে উপস্তাস গড়েছেন পুরাণকারেরা।

সূর্য্যবশ্মি যে চন্দ্রমণ্ডলকে আলোকিত কবে এ সত্য ঋষেদের যুগেও আর্ঘছাভিত্তক কাছে অজ্ঞাত ছিল না। ঋষেদে একস্থানে এ বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ আছে :

অজ্রাহ গোবমধত নাম স্তূৰ্মশীচাং

ইথা চন্দ্রমাসো গৃহে ॥<sup>১</sup>

আদিভাবশ্চি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত স্বর্ষতেজ এইরূপে পাইযাছিল ।<sup>২</sup>  
 হুতা স্বর্ষেরই রূপভেদ । সূতবাং স্বর্ষতেজ চন্দ্রে প্রবিষ্ট হয়ে চন্দ্রকে আলোকিত  
 কবে উক্ত ঋকে তাই বলা হয়েছে । যাকও বলেছেন, তদেভেন উপেক্ষিতব্যং  
 আদিভাতঃ অস্ত দীপ্তির্ভবতি ।<sup>৩</sup> —এব দ্বারা জানা যায় যে আদিত্য থেকে চন্দ্রের  
 দীপ্তি হয় ।

তাবাহবণেব জন্ত সোম কলংকী—কলংকচিহ্ন তাঁর দেহে । কিন্তু গুরুমজুর্বেদে  
 (১২৮) সোমের কলংকচিহ্ন সম্পর্কে একটি আখ্যায়িকা আছে । কোন সময়ে  
 দেবাসুর যুদ্ধে দেবগণ ভূমিৰ সাবভাগ দেবযজনস্থল চন্দ্রে স্থাপন করে যজ্ঞ  
 কবেছিলেন দানবদেব পবাজিত কবাব উদ্দেশ্যে । সেইজন্ত চন্দ্রের স্থান বিশেষ  
 এখনও ক্লম্ববর্ণ দেখায ।

পুবাণে চন্দ্র নামক উপগ্রহটিই সোম নামে প্রসিদ্ধ । এই উপগ্রহটিকে কেন্দ্র  
 কবে নানাবিধ কাহিনী কিম্বদন্তী দানা বেঁধে উঠেছে যুগ যুগ ধবে । কিন্তু বেদে  
 সোমের দ্বিবিধরূপেব পবিচয় স্পষ্ট । বৈদিক সোম কখনও কখনও চন্দ্রের  
 প্রতিকূপ বলে প্রতীয়মান হলেও বৈদিক সোম মূলতঃ চন্দ্র নামক উপগ্রহ নয় ।  
 ঋগ্বেদে সোম দুইটি । একটি ছ্যালোকে থাকেন, অপবটি একটি ওষধি, ভুলোকে  
 থাকে । ঋগ্বেদে এই দুই সোমের বর্ণনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে ।<sup>৪</sup>

ঋগ্বেদে সোমের বিচিত্র গুণকর্মের বিবরণ আছে । সমগ্র নবম মণ্ডলটিই  
 সোমের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত । চন্দ্র অথবা সোমলতা বা সোমরসই ঋগ্বেদে  
 অধিকতর স্থানে স্তুত হয়েছে । সোম নামক লতাৰ পত্রগুচ্ছ প্রস্তুতবে নিষ্পেষিত  
 হয়ে দশ অঙ্গুলিৰ সাহায্যে নির্ধাস বাব কবে মেঘলোমের ছাঁকনিৰ সাহায্যে কলশে  
 ছেঁকে নিবে স্বর্ষকিবণে পাক কবে দুধ, দধি ও মধুৰ সঞ্চে মিশ্রিত করে যজ্ঞায়িতে  
 অর্পণ করা হোত,—পান কবাও হোত । এই বস দেবতাদের অত্যন্ত প্রিয়,  
 ইন্দ্রেবও প্রিয় । এই বস মাদকদ্রব্য—মত্তস্থানীয় ।

অধ ধাবধা সধবা পূচানস্তিবো বোম

পবতে অজ্রিহুঃ ।<sup>৫</sup>

১ ঋগ্বেদ—১৮৪।১৫

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ নিবন্ধ—২।৬

৪ বেদেব দেবতা ও কৃষ্টকাল—পৃঃ ১২৫

৫ ঋগ্বেদ—১।২৭।১১



ভুচিং তে বৰ্ণমণি গৌৰু দীধৰং— তোমাৰ শুভ্রবৰ্ণ বস আমি চক্ৰে সহিত  
মিশ্ৰিত কৰিতেছি ।<sup>১</sup>

ভুজং পবনং—শুভ্রবৰ্ণ হইবা; ক্ষবিত হও ।<sup>২</sup>

সোমলতা জন্মাব পাৰ্বত্যপ্ৰদেশে । সোম “গিৰিষ্ঠা” ।<sup>৩</sup>

ক্ষবন্ত পৰ্বতাবুধঃ ।<sup>৪</sup>—পাৰ্বত্যপ্ৰদেশে বৰ্ষিত সোম ক্ষবিত হুছে ।

সোমলতা জন্মাব মুজুবান্ পৰ্বতে—সোমশ্বেদমৌজবতন্ত্ৰ ।<sup>৫</sup>

সোমলতা জন্মাত শৰ্ণণাবৎ নামক সৰোবৰেৰ অথবা শৰ্ণণাবতী নদীৰ নিকটে,  
আজীৰদেশে (আজীৰিকা নদীৰ তীৰে, কুন্তদেশে, সবম্বতী নদীৰ তীৰে এবং  
পঞ্চজনে (পঞ্চনদীৰ তীৰে অথবা পাঁচটি জাতিৰ অধ্যুষিত অঞ্চলে) ।

যে বাদঃ শৰ্ণণাবাত ।<sup>৬</sup>

--যাহাৰা শৰ্ণণাবতেৰ তীৰে প্ৰস্তুত ।

য আজীৰ্কেষু কুন্তু য়ে মধ্যে পন্ত্যানাং ।

যে বা জনেযু পঞ্চন্ত্ৰ ॥<sup>৭</sup>

—যে সকল সোম আজীৰদেশে কিম্বা কুন্তদেশে কিম্বা সবম্বতী প্ৰভৃতি নদীৰ  
মধ্যে কিম্বা পঞ্চজনের মধ্যে প্ৰস্তুত হইবাছে ।<sup>৮</sup>

এ ত গেল সোমলতা নিকাসত সোমবসেব কথা । কিন্তু সোম যে চক্ৰও ।  
সোমকে ইন্দু বলেও উল্লেখ কৰা হইছে নানা স্থানে ।

পুনান ইন্দু বা ভব সোম দ্বির্ভসং বরিং ॥<sup>৯</sup>

—হে বৰ্ষক ইন্দু, আমাদিগকে শুভিযোগ্য ধন প্ৰদান কৰ ।

“ইন্দুং মিত্ৰায় পীতাব”<sup>১০</sup> —ইন্দুৰ পানেৰ নিমিত্ত ইন্দু (সোম) ।

স্বৰ্ধকপী ইন্দু শুধু সোমেৰ মাদকবস পান কবেন না, ইন্দু বা চক্ৰ বা চক্ৰকলাও  
পান কবেন ।

কিন্তু সোমেৰ পৰিচয় শুধু সোমলতাৰ আৰ আকাশেৰ চক্ৰে নহ । সোমেৰ  
যে গুণকৰ্মেৰ পৰিচয় স্বৰ্গেদে পাই, তাতে সোমকে স্বৰ্ধ, অগ্নি, ইন্দু প্ৰভৃতি দেবতাৰ  
সঙ্গে অভিন্ন বোধ হয় ।

সোম ইন্দ্ৰাণিৰ মত গৃহ, অন্ন, পশু প্ৰভৃতি মঙ্গলদাতা । স্বৰিৰ প্ৰাৰ্থনা :

১ স্বৰ্গেব—১।১০৫৪

২ অনুবাদ—জদেব

৩ স্বৰ্গেব—১।১০২৫

৪ অনুবাদ—জদেব

৫ ই —১।১৮৮

৬ স্বৰ্গেব—১।৪৩।১

৭ ই —১।১০৫।১

৮ স্বৰ্গেব—১।৩৫।২২

৯ ই —১।৩৫।২৩

১০ অনুবাদ—জদেব

১১ ই —১।৪০।৬

১২ জদেব—১।৪৫।২

অভ্যর্থ স্বাযুধ সোম দ্বিবর্ষং ববিং

অথা নো বস্তসঙ্কবি ॥<sup>১</sup>

— শোভাস্ত্রবিশিষ্ট সোম ! তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত ধন দান কর,  
অনন্তর আমাদের মঙ্গল বিধান কর ।<sup>২</sup>

প্রণ ইংদো মহে তন উমিং ন বিব্রদ্বর্ষসি ।<sup>৩</sup>

— হে সোমরস ( ইন্দু ) ! আমরাদিগের প্রচুর ধনের জন্ত তুমি আসিতেছ ।<sup>৪</sup>

স নঃ পুনান আ ভব বসিং বীববতীমিবং ।

ঈশানঃ সোম বিবতঃ ॥<sup>৫</sup>

— হে সোম ! তুমি সমস্ত জগতের প্রভু । তুমি নিষ্পীড়িত হইয়া ধন, জন,  
অন্ন আশাদিগকে প্রচুররূপে বিতরণ কর ।<sup>৬</sup>

এনা বিব্রত্বর্ষ আ ছ্যামানি সাত্তমানাং ॥<sup>৭</sup>

— এই সোমের সাহায্যে আমরা মৃত্যুদিগের সকল খাণ্ডন্য উপার্জন করি ।<sup>৮</sup>

আ পবষ সহস্রিং ববিং গোমন্তমগ্নিনং ।

পুষ্কস্ত্রং পুষ্কস্পৃহম্ ॥<sup>৯</sup>

— হে সোম ! তুমি অতি প্রচুর গন লবণ করিয়া দাও, গো অথ সকলি দাও,  
এমন ধন দাও যাহাতে সকলের উন্নাস হয়, যাহা সকলেই পাইতে বাঞ্ছা করে ।<sup>১০</sup>

আ পবমান ধাবষ ববিং সহস্রবর্চসং ।

অশ্বে ইংদো স্বাহুবম্ ॥<sup>১১</sup>

— হে পবমান সোম ! তুমি আমরাদিগকে বহু দীপ্তিবিশিষ্ট স্তম্ভব গৃহবিশিষ্ট  
ধন দান কর ।<sup>১২</sup>

সোম অশ্বেষ পতি - ভবা বাজানাং পতিঃ ।<sup>১৩</sup>

অভিছ্যন্নং বৃহজ্জশ ইবস্পতে দিদৌহি দেব দে য়্ ॥<sup>১৪</sup>

— হে অশ্বেষ অধিপতি দেব ! দেবতাদিগের নিকট গমন পূর্বক তুমি উজ্জল  
ও প্রভূত অন্নবাশি আহবণ করিয়া দাও ।<sup>১৫</sup>

১ সযেদ—২১৪।৭

২ অমুবাদ—সমেশচন্দ্র দত্ত

৩ সযেদ—২১৪।১

৪ অমুবাদ—তদেব

৫ সযেদ—২১৫।১৫

৬ অমুবাদ—তদেব

৭ সযেদ—২১৬।১১

৮ অমুবাদ—তদেব

৯ সযেদ—২১৬।১৩

১০ অমুবাদ—তদেব

১১ সযেদ—২১৬।১৩

১২ অমুবাদ—সমেশচন্দ্র দত্ত

১৩ সযেদ—২১৭।১২

১৪ ঐ —২১৭।৮৯

১৫ অমুবাদ—সমেশচন্দ্র দত্ত

বেদে অগ্নিকে অগ্নেব অধিপতিক্ৰেপে বন্দনা কৰা হৈছে। সোম স্বৰ্গ ও মৰ্ত্য  
ধায়ণ কৰেন, নিৰ্গাণও কৰেন।

“বিষ্টং ভো ধকণো দিবঃ।”<sup>১</sup> — তিনি স্বৰ্গ ধায়ণ কৰেন, জগৎ স্তম্ভিত  
কৰেন।

ধিয়ো মমে যম্যা সংযতী যদঃ সাকং বৃধা

পযসা পিষদঙ্গিতো।

মহা অপাৰে বজসী বিবেদিদৰ্শিত্ত ব্রজঙ্গিতং

পাজ্জ আ দদে ॥<sup>২</sup>

—মন্ত্ৰতা উৎপাদক যে সোম পবম্পব সংলগ্ন ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এই দুই  
স্থগল ভূবন নিৰ্মাণ কৰিলেন, যিনি অক্ষয় চক্ৰ দ্বাৰা বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইলেন, যে চক্ৰ  
ঊহাব মদে বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছিল, যিনি প্ৰকাণ্ড অসীম দুই ভূবন পৃথক  
কৰিয়াছেন, যিনি অগ্ৰসব হইতে হইতে অক্ষয় বল ধায়ণ কৰিলেন।<sup>৩</sup>

দিবো যঃ স্বং ভো ধকণং আপূৰ্ণো অংগুঃ পৰেতি বিশ্বতঃ।

সে মে মহী বোদসী যক্ষদাবৃত্তা সমীচীনে দাধাব সমিধঃ কবিঃ ॥<sup>৪</sup>

—স্বস্তেব চায যিনি আকাশকে ধায়ণ কৰিয়া আছেন, যিনি সুবিস্তৃত ও  
পৰিপূৰ্ণভাবে সবৰ্জ গমন কৰেন, তিনি এই ছালোক ও ভুলোককে নিজ ক্ষমতাব  
দ্বাৰা যোজন কৰিয়া দিন। তিনি পবম্পব মিলিত এই দুই ভূবনকে ধায়ণ  
কৰিয়াছিলেন, তিনি কবি এবং অম্লদাতা।<sup>৫</sup>

অসম্ভি স্বংভো দিব উত্তত।<sup>৬</sup>— সোম ছালোকের ধায়ণকৰ্তা, স্তম্ভকৰণ।<sup>৭</sup>

ও হিহানো জনিতা বোদন্তোঃ।<sup>৮</sup>—তিনি ছালোক ও ভুলোকের সৃষ্টিকৰ্তা।<sup>৯</sup>

সোম স্বৰ্গাধিপতি - বিশ্বভূবনেরও অধিপতি :

স্বং বিশ্বস্ত ভূবনস্ত বাজাসি।<sup>১০</sup>—তুমি বিশ্বভূবনের বাজা।

ভূবনস্ত পতে।<sup>১১</sup>—ভূবনের অধিপতি।

পতির্দিবঃ।<sup>১২</sup>—স্বৰ্গের অধিপতি।

সোম সকল জীবের সৃষ্টিকৰ্তা - প্ৰজাপতি।

১ ঋগ্বেদ—২।২।৫

৪ ঐ —২।৭।২

৭ অনুবাদ—তদেব

১০ ঋগ্বেদ—২।৩৬।২৮

২ ঋগ্বেদ—২।৬৮।৩

৫ অনুবাদ—বশেষচক্ৰ দত্ত

৮ ঋগ্বেদ—২।২০।১

১১ ঐ —২।৩১।৬

৩ অনুবাদ—বশেষচক্ৰ দত্ত

৬ ঋগ্বেদ—২।৮৬।৬

৯ অনুবাদ—তদেব

১২ ঋগ্বেদ—২।৮৬।৩৩



তবেমাঃ প্রজ্ঞা দিব্যস্ত যেতসঃ ।<sup>১</sup>—এই তাবৎ প্রাণী তোমার যেতঃ হইতে উৎপন্ন ।<sup>২</sup>

সোম নিজে পণ্ডিত ; যজমানকে প্রজ্ঞাও দান করেন । সোম উজ্জল—  
সূর্যেব মতই দীপ্তিমান । “সোমো দেবো ন সূর্যঃ”<sup>৩</sup> —সোম সূর্যের তায় উজ্জল ;  
“দ্যুতানো”<sup>৪</sup> —দীপ্তিমান । “ভানুনা দ্যামংজ বা হবামহে ।”<sup>৫</sup> —সূর্যেব সঙ্গে  
উজ্জলবর্ণ তোমাকে আহ্বান করি ।

পবমানস্ত শুশ্বিনঃ চক্ৰন্তি বিদ্যুতো দিবি ।<sup>৬</sup>

—অভিব্যব কালে বলবান সোমেব দীপ্তিসকল অন্তরীক্ষে বিচরণ করে ।<sup>৭</sup>

সোম কেবল সূর্যেব সমকক্ষ নয়,—পরমেশ্বররূপে সূর্যেবও দ্রষ্টা :

জনয়ত্রোচনা দিব জনয়মপ্ সূর্যঃ .. ।<sup>৮</sup>

—(সোম) দ্যুলোক সম্বন্ধীয জ্যোতি এবং অন্তরীক্ষে সূর্যকে উৎপন্ন কবতে  
কবতে গমন করেন ।

পবমানো বসীজনদ্বিবশিষ্টে ন তন্তুতু

জ্যোতির্বৈখানয় বৃহৎ ।<sup>৯</sup>

—সোম দ্বিত্ব হইতে হইতে এক বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড জ্যোতিঃপুঞ্জ আবির্ভূত  
করিলেন, উহা আশ্চর্যরূপে আকাশময় বিস্তারিত হইল ।<sup>১০</sup>

সোম ইন্দ্রের বৃদ্ধবধে সহায়ক :

স পবস্ব য আবিধেদ্রং বৃদ্ধাং হস্তবে ।

বত্রিবাংসং মহীরপ ।<sup>১১</sup>

—হে সোম যখন বৃদ্ধ তাবৎ জলভাণ্ডার যোধ কথিয়া বাখিয়াছিল, সেই সময়ে  
ইন্দ্রের বৃদ্ধসংহাব স্বরূপ ব্যাপ্যবের সমস্ত তুমি ইন্দ্রকে বক্ষা করিয়াছিলে । সেই  
তুমি এক্ষণে দ্বিত্ব হও ।<sup>১২</sup>

কিন্তু ঋগ্বেদের বহুস্থলে সোম স্বয়ং বৃদ্ধহস্ত । ইন্দ্রের সমতুল্য তাঁর কর্ত্তি-  
কলাপ ।

“জগ্নিবৃদ্ধমিত্রিয়ং ।”<sup>১৩</sup> — তুমি গুরু বৃদ্ধকে বধ কবেছ ।

১ গবেদ—১৭২১৬ ২ অশ্ববান—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ গবেদ—১৭৬৩১০ ৪ ভদেব—১৭৬৪১৫

৫ ভদেব—১৭৫৪৪

৬ ভদেব—১৭৪১১০

৭ অশ্ববান—রমেশচন্দ্র দত্ত

৮ ঐ —১৭৪২১১

৯ গবেদ—১৭৬১১৬

১০ ঐ

১১ গবেদ—১৭৬১২২

১২ অশ্ববান—ভদেব

১৩ গবেদ—১৭৬১২০

“সোম বৃহহা পবন্থ ।”<sup>১</sup> —বৃহহতা সোম, তুমি ক্ষরিত হও ।

ইন্দ্রো ন যো মহা কর্মাণি চক্রির্হতা বৃদ্ধাণামসি সোম পূর্তিঃ ।

পৈন্দ্রো ন হি স্বমহিনান্নাং হতা বিশ্বস্তানি সোম দন্তোঃ ।<sup>২</sup>

—যে তুমি ইন্দ্রেব ত্রাণ অনেক গুরুতব কার্য সম্পন্ন কবিযাছ, সেই তুমি বৃদ্ধদিগকে বধ কবিযাছ, শত্রুর পুরী ধ্বংস কবিযাছ । ঘোটকেব ত্রাণ অহিদিগকে নিধন কবিযাছ । তুমি তাবৎ দ্রব্যব নিধনকর্তা ।<sup>৩</sup>

স্বং সোমাসি সৎপতিস্ব বাজ্জেতি বৃহহা ।<sup>৪</sup>

—হে সোম, তুমি সৎসত্ত্ব (সৎ ব্যক্তিব) অধিপতি, তুমি বাজা এবং বৃহহতা ।

এব দেবঃ স্তভাষতেহসি যোনাবমর্তাঃ ।

বৃহহা দেববীতমঃ ।<sup>৫</sup>

—এই মবণরহিত, বৃহহা, দেবাভিলাষী সোম আপনাব স্থানে পাইতেছেন ।<sup>৬</sup>

সোম “বৃহহস্তমঃ”<sup>৭</sup>—শ্রেষ্ঠ বৃহহতা ।

সোম “অশস্তিহা”<sup>৮</sup> অর্থাৎ বাক্সহতা । বাক্সদেব স্তুত বাসস্থান তিনি ধ্বংস করেন—“কজা দৃড্‌হা চিত্রক্ষসঃ সন্ধানি ।”<sup>৯</sup>

ইন্দ্র, অগ্নি ও সূর্যেব মত সোম বৃষ্টিও প্রদান করেন । সোম বুধণ্, অর্থাৎ বর্ষণকারী ।<sup>১০</sup> তিনিই আকাশে মেঘ সঞ্চাব করেন এবং পৃথিবীতে জল বর্ষণ করেন ।

পবন্থ বৃষ্টিমা হু নোহপামূর্মিঃ দিবস্পবি ।<sup>১১</sup>

—হে সোম চতুর্দিকে বৃষ্টিবাবি বর্ষণ কব । নভোমণ্ডলেব সর্বত্র জলেব তবঙ্গ আনয়ন কব ।

দুহান উধর্দিব্যং মধু প্রিষং প্রত্নঃ

সধস্থমাসদং ।<sup>১২</sup>

—আকাশস্বরূপ গাভীর উষঃ হইতে অতি মধুব বৃষ্টিবাবি দোহন কবিতে কবিতে সোম তাহাব চিত্রপবিচিত্র দম্ভস্থানে যাইবা উপবেশন কবিতেছেন ।<sup>১৩</sup>

ঈশে যে বৃষ্টেন্নিত উল্লিষো বুবাণাং নেতা ।<sup>১৪</sup>

১ ঋগ্বেদ—১৮২।৭	২ ঋগ্বেদ—১৮৮।৪	৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৪ ঐ —১৯১।৫	৫ ঐ —১২৮।৩	৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত
৭ ঐ —১২৪।৯	৮ ঐ —১৯২।১১	৭ ঋগ্বেদ—১৯১।৪
১০ ঐ —১৯৫।৯	১১ ঐ —১৯২।১	১২ ঐ —১১৩।৫
	১৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত	১৪ ঐ —১৭৪।৩

—যিনি বৃষ্টির অধিপতি, যিনি বর্ষণকারী এক কৃষক ত্রায় জল আনয়নের  
কর্তা (তিনি সোম)।

অম্বভ্যমিহবিংক্রম্যধ্বর্কঃ পবন ধাবযা

পর্জন্তো বৃষ্টি ম'। ইব ॥<sup>১</sup>

হে ইন্দু ! তুমি ইন্দ্রাভিলাষী হইবা বর্ষণশীল মেঘের ত্রায় সধু ধাবাতে  
আমাদের অভিমুখে কবিত হও ।<sup>২</sup>

বৃষ্টিং দিবঃ পবিস্রবঃ দ্যাক পৃথিবা অধি ।<sup>৩</sup>

—হে সোম । তুমি দ্যলোক হইতে পৃথিবীর উপরে বৃষ্টিবর্ষণ, (ধন) উৎপাদন  
কব ।<sup>৪</sup>

তব শুক্রাসো অর্চযো দিবস্পৃষ্ঠে বি ভবন্তে ।

পবিক্রং সোম ধামতি : ॥<sup>৫</sup>

—হে সোম তোমাব যে শুভ্রবর্ণ কিবণসমূহ, তাহাব আপন ভেজঃ বিস্তার  
কবিতে কবিতে পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ কবিবা থাকে ।<sup>৬</sup>

অগ্নি-ইন্দ্র-স্বর্ষেব ত্রায় সোমও সহস্রাক্ষ ।

প্র গাযজ্ঞেণ গাবত পবমানং বিচর্ষণিৎ

ইন্দু সহস্রচক্ষুষ ॥<sup>৭</sup>

তোমবা সকলে গাযত্রী ছন্দে সোমের গুণগান কব । তিনি সকল দিক  
দেখেন । তাঁহাব সহস্র চক্ষু ।<sup>৮</sup>

তং স্বা সহস্রচক্ষসমথো সহস্রভর্গস ॥<sup>৯</sup>

—তুমি সহস্র চক্ষু ! তুমি অনেক পায়ে পূর্ণ হইবাছ ।<sup>১০</sup>

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বক্রণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি অনেকেই বাজা বা সত্রাট  
নামে অভিহিত হন । সোমও বাজা আখ্যা লাভ কবেছেন ।

সংবাজ্ঞনোবধীভ্যাঃ ।<sup>১১</sup> —হে রাজন, গুণগণের কল্যাণবিধান কব ।

ভয়ং সমুদ্রং পবমান উর্মিণা বাজা দেব স্বতং বৃহৎ ।<sup>১২</sup>

—দেব (ঈজ্ঞা) এক সত্যকপীবাজা সোম পবমান উর্মিধাবা সমুদ্র উত্তীর্ণ হন ।

১ ক'ধন—২২৭৯

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ক'ধন—২৭৮৮

৪ অনুবাদ—ভদ্র

৫ ক'ধন—২৭৮৮

৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৭ ক'ধন—২১০১১

৮ অনুবাদ—ভদ্র

৯ ক'ধন—২১০১২

১০ অনুবাদ—ভদ্র

১১ ক'ধন—২১১১০

১২ ঐ —২১১০৭১৫

যন্তে বাজ্রহন্তং হবিস্তেন সোম্যান্তিঃ বক্ষ নঃ ।<sup>১</sup>

— হে বাজ্রন, তোমার জন্য যে শত হবি প্রস্তুত করা হয়েছে, তদ্বারা আমাদের বক্ষা কব ।

বাজ্রা সনুস্রং নগোবি ।<sup>২</sup>

— তিনি রাজা, নদী হইতে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন ।<sup>৩</sup>

সোমোহিস্রাকং ব্রাহ্মণানাং বাজ্রা । — সোম আমাদের মত ব্রাহ্মণদেব বাজ্রা ।

বৃহস্পতি প্রায়চ্ছদ্ বাস এতৎ সোম্যং বাজ্রে পবিধাতবা উ ।<sup>৪</sup>

ইন্দ্রো মকতঃ সমজিনং সোম্যং বাজ্রে প্রোচ্য ।<sup>৫</sup>

— বৃহস্পতি এই বজ্র সোমবাজ্রকে পরিধানের জন্য দান কবেছিলেন ।

ইন্দ্র মকদগণেশ নিকট থেকে সোমবাজ্রা নিমিত্ত এই বলে সহস্র গাভী জ্ঞপ্ত কবেছিলেন ।

সোম জলের পুত্র বা পৌত্র । “শিশুর্গহীনাঃ”<sup>৬</sup>—জলের পুত্র ।

তনুপাং পবমানঃ শৃঙ্গে শিশানো অর্থতি ।

অন্তবিক্ষেপে স্বাবক্ষং ॥<sup>৭</sup>

—জলের পৌত্র সোম, উন্নত প্রদেশে তীক্ষ্ণ হইয়াও অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া গমন করেন ।<sup>৮</sup>

লক্ষণীয় এই যে তনুপাং শব্দে অগ্নিকে বোঝায় । অগ্নিকে বায়বাব জলের পুত্র বা পৌত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে । সোমকে তনুপাং বলায় সূর্যকপী অগ্নিব. কথাই আভাবিত হচ্ছে । অগ্নিই জলের গর্ভরূপে কথিত । সোম দেবতাদেব কাছ থেকে জলের গর্ত প্রাণী কবে নিষেহিতেন - “স্রপাং যদগর্তোহবুতীত দেবান্ ।”

সোম ইন্দ্রের জ্ঞাব কৃতহস্তা—হস্তাবুত্রাণামসি (ধক্—২১৮০১৪) স্বং বাজ্রোত ব্রত্বহা (ধক্—১১৩১১৫) ।

অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি বলের পুত্র । সোম বলের নেতা—“অনপ্তম্”<sup>৯</sup> বা বলের অধিপতি—“শবস্পতে ।”<sup>১০</sup>

সোমের পিতার নাম পর্জন্ত :<sup>১১</sup> পর্জন্তঃ পিতা মহিবস্যা ।<sup>১২</sup>—বলবান সোমের পিতা পর্জন্ত ।

১ ঋগ্বেদ—২১১১৪৪

২ অথর্ববেদ—১২৩২৪৪

৩ ঋগ্বেদ—২১৫২

৪ ঐ —২১১৩২

৫ ঋগ্বেদ—২১৮০১৪

৬ তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—২১১১২

৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৮ ঋগ্বেদ—২১৩১৫

৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

১০ ঋগ্বেদ—২১০২১২

১১ ঐ —২১২১৪১

১২ ঐ —২১২১৩

পৰ্জন্ত বৃদ্ধ মহিমা . ১' —বলশালী সোম পৰ্জন্তের দ্বারা বর্ধিত ।

মহাভারতে সোম প্রজাপতি, —কুরুবংশেব আদি পুরুষ—সোমঃ প্রজাপতিঃ  
পূৰ্ণ কুকৰ্ণঃ কংশবৰ্ণনঃ ।<sup>১</sup>

সোম নামক যে দেবতা বাজা, বৃষ্টিদাতা, ধনদাতা, সহস্রলোচন, বৃহহস্তা, জ্বাৰা পৃথিবীৰ সৃষ্টিকৰ্তা এবং ধাৰণকৰ্তা, দীপ্তিমান,—সহস্রধাৰাৰ যিনি ক্ষবিত হন, তিনি যে একটি মাদক ওষধি লতা কিম্বা আকাশে শোভমান চন্দ্র নামক একটি বড় উপগ্রহ, এমন কথা মেনে নেওয়া সম্ভব নহে । সোমের গুণকৰ্মেব অভূত মিল অন্ত দেবতাদেব সঙ্গে । সৰ্বাপেক্ষা সাদৃশ্য সূৰ্যেব সঙ্গে । সোমের সঙ্গে সূৰ্যের সম্পৰ্কটি কয়েকটি স্বকের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে । সোম সূৰ্যেব বথে অশ্ব যোজন করে থাকেন ।

উত ত্যা হবিতো দশ সূৰ্যো অশ্বজ্ঞ যাতবে ।

ইন্দুয়িজ ইতি ক্রবন্ ॥<sup>২</sup>

—অপি চ । সোম ইন্দ্রেয় নাম উচ্চাবণপূৰ্বক দশদিকে গতিবিধির জন্ত সূৰ্যের অশ্ব যোজনা করিলেন ।<sup>৩</sup>

সূৰ্যেব অশ্বেব নাম অকব অৰ্ণাং লোহিতবৰ্ণ সোমও অকব—“সংযিগ্নো অকবো ভব ।”<sup>৪</sup>

অয়ং বিশ্বানি তিষ্ঠতি পুনানো ভুবনোপরি ।

সোমো দেবো ন সূৰ্যঃ ॥<sup>৫</sup>

—সোমদেব সূৰ্যের মত পবিত্র হযে বিশ্বভুবনেব উপরে বিবাজ করছেন ।

অয়ং সূৰ্য ইবোপদৃগং সরাংসি ধাবতি ।

সপ্ত প্রবত আ দিবন্ ॥<sup>৬</sup>

এই সোম সূৰ্যেব জ্ঞাৰ সৰ্বসংসাৰ নিবীক্ষণ কবেন, ইনি সবোববের দিকে ধাবিত হন ।

এতে বাতা ইবোরবঃ পৰ্জন্তস্যেব বৃষ্টঃ ।

অয়েবিব স্রমা বৃথা ॥<sup>৭</sup>

—এই সোম সকল মহাবায়ু জ্ঞাৰ, মেঘেব বৃষ্টিব জ্ঞাৰ, অগ্নিব শিখাব জ্ঞাৰ সমস্ত ব্যাপ্ত কবেন ।<sup>৮</sup>

১ স্বৰ্ণেদ—১১১৩১৩

২ উচ্চাবণপূৰ্ব—১৪২১০

৩ স্বৰ্ণেদ—১১৩৩১৩

৪ অনুবাদ—বংশচন্দ্র দত্ত

৫ স্বৰ্ণেদ—১১১১২১

৬ ঐ —১১৪১৩

৭ স্বৰ্ণেদ—১১৪১২

৮ ঐ —১২২২২

৮ অনুবাদ—ভদ্রস

সোম কোন বিশেষ স্থানে আবদ্ধ নন,—ইনি সকল স্থান থেকেই ক্ষবিত বা প্রকাশিত হন।

পবন্বাভ্যো অদাভ্যঃ পবন্বোষধীভ্যঃ।

পবন্ব ষিষণীভ্যঃ ১

—হে সোম। তুমি জল হইতে ক্ষবিত হও, কিবণ হইতে ক্ষবিত হও, ওষধি হইতে ক্ষবিত হও, প্রস্তব হইতে ক্ষবিত হও। ২

সোম আকাশ থেকেও ক্ষবিত হচ্ছেন—“অমংদিব ইযতি।” ৩ সোম ক্ষবিত হন শতধারাব্য—সহস্র ধাব্যঃ :

সহস্রনীথঃ শতধাবো অভূত ইম্মাণেং দুঃ পাত্তে কামাং মধু। ৪

—এই আশ্রব সোমবস সহস্রধাব্য শতধাব্য ইম্মেব জন্ত অতি চমৎকার মধু ক্ষবিত কবিত্তেছেন। ৫

কিবণময় সোম বিশ্বজগতের অধিপতিকূপে সর্বব্যাপী :

বিশ্বা ধামানি বিশ্বচক্ষ ঋভুসঃ প্রভোন্তে সতঃ পবি যন্তি কেতবঃ।

ব্যানশিঃ পবসে সোম ধর্মভিঃ পতিবিশ্বস্য ভুবনশ্চ বাজসি ॥ ৬

—হে সোম। তুমি সর্বদ্রষ্টা। তুমি প্রভু। তোমার চমৎকার কিবণপুঞ্জ সর্বস্থানে গতিবিধি কবে। তুমি বিশ্বজগতের পতি, সর্বস্থানব্যাপী, সর্ববস্তুর অবলম্বন। এইরূপে তুমি ক্ষবিত হও। ৭

সোম নদীদেব বাজা, স্বর্গেবও অধীশ্বর—বাজা সিদ্ধুনাং পবতে পতির্দিবঃ ... ৮

তাঁর পবিচ্ছদ সূর্যকিবণময়, —স সূর্য্য বশিভিঃ পবিব্যত ... ৯

সোম দিনেব নিগ্ধাপকর্তা—উজ্জল রথাবোহী—“বিমানো অহাং ... জ্যোতীবথঃ। ১০

তিনি ছালোকের স্তম্ভস্বরূপ,—“ঋভো দিবঃ।” ১১

ইনি তাবা পৃথিবীও শ্রষ্টা—“জনিতা বোদস্যো।” ১২

তাবা পৃথিবীর ধাবণকর্তাও তিনি—“অং জাং চ মহীব্রত পৃথিবীং চান্তি-জজ্রিবে।” ১৩ —হে মহাব্রতধারী, তুমি আকাশ ও পৃথিবীকে ধাবণ কবে আছ।

১ ঋগ্বেদ—২।৫২।২

৪ ঐ —২।৮৫।৪

৭ তদেব

১০ ঋগ্বেদ—২।৮৩।৪৫

২ অমুবান—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ তদেব

৮ ঋগ্বেদ—২।৮৬।৩০

১১ ঐ —২।৮৩।৪৬

১৩ ঐ —২।১০০।১২

৩ ঋগ্বেদ—২।৬৮।২

৬ ঐ —২।৮১।৫

৯ ঐ —২।৮৬।৩২

১২ ঐ —২।২০।১

সোম সূর্যের নিকটবর্তী হইলে দ্যুলোক ও ভুলোককে জ্যোতিতে পূর্ণ করেন ।

স পুনান উপ সূরে ন ধাতোভে অথ্রা

বোদসী বি ষ আবঃ ॥<sup>১</sup>

—তিনি শোধন (পবিত্র) হইয়া যেন সূর্যের নিকটবর্তী হইলেন, তিনি দ্যুলোক ও ভুলোককে আপন জ্যোতিতে পবিত্র করিলেন ।<sup>২</sup>

তিনি সূর্যরূপে আকাশের অন্ধকার দূর কবে থাকেন ।

ক্রুয়া শুক্রেভিষকভিষাণোবপ ব্রহ্মং দিবঃ ॥<sup>৩</sup>

—হে সোম । তোমার নিজ বর্ষাবা তুমি তোমার নির্গল কিরণ সহকারে, আকাশের অন্ধকার বিনষ্ট করিলে ।<sup>৪</sup>

ঋষি প্রার্থনা কবেছেন,—

স পবষ বিচৰ্গণ আ মহী যোদসী পৃ।

উবাঃ সূর্যো ন বশ্মতিঃ ॥<sup>৫</sup>

—হে সর্গদর্শী সোম । তুমি ক্ষণে হও, আপন বসেব দ্বারা । সূর্য যেমন বশ্মি দ্বারা, দিনসকলকে পূর্ণ করেন, সেইরূপ ত্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ কর ।<sup>৬</sup>

সোমের সঙ্গে গন্ধর্বের নিবিড় সম্পর্ক ঋগ্বেদে বর্ণিত হইয়াছে । গন্ধর্ব সোমের স্থান বক্ষা করেন, —গন্ধর্ব ইথা পদমস্য বক্ষতি ।<sup>৭</sup> কখনও তিনিই দিব্য অর্থাৎ আকাশে জাত গন্ধাঃ “দিব্যং গন্ধর্বং ।”<sup>৮</sup> কখনও তিনি গন্ধর্বরূপে আকাশের উপবিভাগে থেকে বিবর্ণসম্পাতে সর্বজগৎ আলোকিত করেন :

উর্ধ্বো গন্ধর্বো অধি নাকে অস্বাদ্

বিখাকপা প্রতিচক্ষাণো অস্য ।

ভান্নঃ শুক্রেণ শোচিষা ব্যাভোৎ প্রাক্

বচোদ্রোদসী মাতবা শুচিঃ ॥<sup>৯</sup>

—ইনি গন্ধর্ব, আকাশের উর্ধ্বভাগে ছিলেন । ইনি সেই স্থান হইতে তাবৎ বস্ত্র নিবীক্ষা করিতেছিলেন, ইহাও তেজ শুভ্রবর্ণ কিরণ বিস্তারপূর্বক দীপ্তি পাইতেছিল, সেই শুভ্র আলোক জনক-জননীতুল্য দ্যুলোক ভুলোককে জ্যোতির্বিষ্য করিল ।<sup>১০</sup>

১ ঋগ্বেদ—২।২৭।৩৮

২ অনুবাদ—বহেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—২।১০২।৮

৪ অনুবাদ—তদেব

৫ ঋগ্বেদ—২।৪১।৫

৬ তদেব ৭ ঐ —২।৮৩।৫

৮ ঋগ্বেদ—২।৮৩।৩৬

৯ ঋগ্বেদ—২।৮৫।১২

১০ অনুবাদ—তদেব

এখানে সোম স্পষ্টতঃই সূর্যরূপী। সাধনার্জও এখানে গন্ধর্ব শব্দের অর্থ করেছেন সূর্য।

গন্ধর্বের নিবাসস্থান ত্র্যলোক ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্তর্বীক্ষ প্রদেশ—“গন্ধর্ব্যা ভবে পদে।”<sup>১</sup> বরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “এই সকল ও অন্যান্য ব্যাখ্যা ঋক্ হইতে অনুমান হয় যে সাধনের ব্যাখ্যা প্রকৃত, গন্ধর্বের আদি অর্থ সূর্য বা সূর্যবান্ধি। কিন্তু ঋগ্বেদের বচনায় সমগ্রই গন্ধর্বগণ একরূপ বার্লনিক জীব হইয়া দাঁড়াইলেন।”<sup>২</sup>

ঋগ্বেদে আর একস্থানে বলা হইবেছে, কয়েকজন অপ্সবা এসে সোম প্রস্তুত কবেছিলেন।

সমুদ্রিয়া অপ্সবসো মনীষিমাশীনা

তাং তবতি সোমমগ্গবন্ ॥<sup>৩</sup>

—আকাশ বিহাবিনী কয়েকজন অপ্সবা আসিয়া মধ্যে উপবেশন পূর্বক স্থপতিত সোমবসকে প্রস্তুত করিল।<sup>৪</sup> ‘সমুদ্রিয়া’, শব্দের অর্থ অনুবাদক করেছেন, ‘আকাশ বিহাবিনী’। আকাশ অর্থে সমুদ্রশব্দের প্রয়োগ বেদে হামেশাই পাওয়া যায়। আকাশে বিহাবকারী সূর্যকিরণ অপ্সবা,—ঈবা অপ্ অর্থাৎ জলানুসৃত করেন। ‘সমুদ্রিয়া’ শব্দের অর্থ ‘সমুদ্রে উদ্ভূত’-ও হতে পারে। Goldstucker মনে কবেছেন যে সূর্যকিরণে আকৃষ্ট জলীয় বাষ্পই অপ্সবা—“Personifications of the vapours which are attracted by the sun and form into mist or clouds.”<sup>৫</sup>

আকাশবিহাবী সূর্যবান্ধি অথবা সমুদ্রজাত জলীয় বাষ্প সূর্যরূপী সোমকে প্রস্তুত কবে থাকে অর্থাৎ সোম বা সূর্যের স্বরূপ প্রকাশিত কবে।

অপ্সবাগণ গন্ধর্বের পত্নী,—একপ কাহিনী প্রচলিত। বরেন্দ্রচন্দ্র এ সম্পর্কে লিখেছেন, “যখন লোকে গন্ধর্ব ও অপ্সবা শব্দদ্বয়ের আদি অর্থ ভুলিয়া গেল, তখন অপ্সবাগণ গন্ধর্বগণের স্ত্রী এইরূপ উপাখ্যান সৃষ্ট হয়। সূর্যবান্ধিরা বা জলীয় বাষ্প আকৃষ্ট হয়, এই কি এই উপাখ্যানের আদি কাণ্ড?”<sup>৬</sup> আমবা মনে কবি সূর্য ও সূর্যবান্ধি মিলন অথবা সূর্যবান্ধি ও জলীয়বাষ্পের মিলন গন্ধর্ব-অপ্সবা সম্পর্কিত কাহিনীর উৎস।

১ ঋগ্বেদ—১৮২১/৪

২ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ২য়, পৃঃ ১৩০৪, ১৮৩৪ ঋক্বেদ টীকা

৩ ঐ —১৭৮৩

৪ অনুবাদ—বরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

৫ Muir's O. S. T., vol V (1184), page 345 -

৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়, ১৮৩১ টীকা



নোম সম্পর্কে যে বিবরণ উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে নোমকে কেবলমাত্র লতাশিখর বা চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে বোঝান না। পশ্চিম্য ভাবে বোঝা যায়, নোম প্রথমতঃ সূর্য বা সূর্যায়িকপী তৈজস শক্তিকেই বোঝায়। পরে নোম, চন্দ্র এবং নোমগতাব পরিণত হইয়াছেন। যে নোম সূর্য্যাপী সূর্য্যস্তা—বিষ্ণুভূবনেব সৃষ্টিকর্তা—জীবশ্রষ্টা—জীবাপ্যজিবীষ ধারক—বৃষ্টদাতা—বৃহহস্তা—সর্বজগতের অধীশ্বর—জ্যোতির্ধর—আলোকের অধিপতি, তিনি কখনই কোন মাদক ওষধি বা কোন জড় উপগ্রহ হতে পারেন না। তিনি অবশ্যই সর্বদেবনয় সূর্য্যায়ী। কালক্রমে সোমের স্বরূপ আচ্ছাদিত হওয়ায় তিনি চন্দ্র এবং মাদক ওষধি বা ওষধির বসে পরিণত হলেন এবং সূর্য, চন্দ্র এবং ওষধিগতা সংশ্লিষ্ট হইয়া এমনই এক বহুস্তর বস্তুতে পরিণত হলেন যে প্রকৃত নোমতত্ত্ব নিরূপণ দুর্লভ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বেদে বারংবার নোমকে স্বর্ণ বলা হইবে ; কখনও বলা হইবে নোমকে আহরণ করেছেন স্বর্ণ :

অতস্তা বসিরতি রাজানং স্বকৃতো দিবঃ

স্বর্ণর্ণো অব্যথির্ভরং ॥

বিশ্বশ্রা ইং স্বর্গশে সাধারণং ব্রহ্মস্বরং

গোপামৃতস্ত বিভরং ১\*

—হে চন্দ্রকার কার্ণিকবী নোম। এই নিমিত্ত স্তেনপক্ষী অবলীলাক্রমে তোমাকে স্বর্গলোক হইতে আহরণ করিয়াছিল, কেননা, তুমি ধন বিতরণ করিবার রাজা।

এই নোম জগ (বৃষ্টি) বিতরণ করেন, ইনি স্বর্গবারী ভাব্য দেবতার পক্ষে সমান, ইনি পুণ্যকর্মের বিয় নিবারণ কর্তা, ইহা জানিয়া স্বর্ণর্ণ নোম আহরণ করেন।<sup>২</sup>

স্বর্ণর্ণই স্তেনপক্ষী। স্তেন ছালোক থেকে ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত নোম এনেছিল।

স স্বামদবুবা মদঃ সোমঃ স্তেনাভূতঃ বৃত্তঃ ৩\*

—হে ইন্দ্র! সেবনযুক্ত হর্বকর এবং স্তেনপক্ষীর আনীত অভিনূত নোমরস তোমানে হর্বযুক্ত করিয়াছে।<sup>৪</sup>

ইন্দ্র পিব বৃষধৃত্ত বৃষ আ ফ তে শ্বেন উশতে জভাব ।<sup>১</sup>

—হে ইন্দ্র । তুমি সোমাভিলাষী, তুমি প্রস্তব দ্বাবা অভিষূত অভিমত  
কল সেচক সোমবস পান কব । শ্বেনপক্ষী তোমাব জন্ত উহা আনয়ন কবিষাছে ।<sup>২</sup>

ঋগ্বেদেই কিন্তু সোম কখনও স্তূপর্ণেব সঙ্গে উপমিত হষেছেন, কখনও সোম  
স্বয়ং স্তূপর্ণ ।

শ্বেনো ন যোনিং সদনং ধিষা কৃতং  
হিবণ্যমাসদং দেব এবতি ॥<sup>৩</sup>

—যেমন শ্বেনপক্ষী আপন কুলাবে প্রবেশ কবে, তদ্রূপ দীপ্তিশালী সোমরস  
সুগঠিত স্তূপর্ণময় আধাবে প্রবেশ কবেন ।<sup>৪</sup>

শ্বেনো ন যোনিমাসদং ।<sup>৫</sup>

—সোম শ্বেনেব মত স্বস্থান প্রাপ্ত হযেছিলেন ।

কোন কোন স্থলে সোমকেই স্তূপর্ণ বলা হযেছে :

দিব্যঃ স্তূপর্ণোহব চক্ষি ।<sup>৬</sup>

—হে সোম, তুমি আকাশবিহাবী স্তূপর্ণ, নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত কব ।<sup>৭</sup>

স্তূপর্ণ বা শ্বেন পক্ষী বলতে বৈদিক ঋষি কি বুঝেছেন ? স্তূপর্ণ সূর্য ভিন্ন আর  
কিছু নয় । ঋগ্বেদে নানা স্থানে স্তূপর্ণ শব্দটি পাই । দেবতাদেব একই প্রতিপাদক  
সুপ্রসিদ্ধ ঋগ্বেদে স্তূপর্ণ একজন পৃথক দেবতা । ইনি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি,  
স্বম, মাতৃবিশ্বা প্রভৃতি সকল দেবতাব সঙ্গে অভিন্ন ।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স স্তূপর্ণঃ গরুত্মান্ ।

একং সন্ধিপ্ৰা বহুধা বদন্ত্যগ্নিঃ যমং মাতৃবিশ্বানমাহঃ ॥<sup>৮</sup>

এই স্তূপর্ণ কেমন ? তিনি দিব্য । যাক বলেছেন, “দিব্যো দ্বিবিজঃ”—  
দিব্য শব্দের অর্থ ছালোকে অর্থাৎ আকাশে উদ্ভূত ।

আব কেমন ? তিনি গরুত্মান্ । গরুত্মান্ শব্দের অর্থ সাধনাচার্যেব মতে  
“গবণবান্ পক্ষবান্ বা ।” গরুণ শব্দের অর্থ স্তুতি । স্তুতরায় গরুত্মান্ শব্দের অর্থ  
স্তুতিবান্ বা পক্ষবান্ ।

আচার্য যাক লিখেছেন, “গরুত্মান্ গবণবান্ গুর্বাআ মহাশ্রোতি বা ।”—<sup>৯</sup>

গরুত্মান্ অর্থে গরুণবান বা স্তুতিমান অথবা মহাত্মা ।

১ ঋগ্বেদ—৩৪৩।৭

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—২।৭।১৬

৪ অনুবাদ—অদেব

৫ ঋগ্বেদ—২।৬২।৭

৬ ই—২।৭।৩৩

৭ ভদেব

৮ ঋগ্বেদ—২।১৬৪।৪৬

৯ নিকন্ত—৭।১৮।৩

১০ নিকন্ত—৭।১৮।৪

পণ্ডিত অমবেশ্বর ঠাকুর যাক্বে উক্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, “আদিত্যের উদ্দেশ্যে যে সকল স্তুতি কবা হয়, তাহা দ্বাবাই আদিত্য স্তুতিমান।”<sup>১</sup>

বমেশচন্দ্র দত্ত ঋক্টিব অনুবাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “(এই আদিত্যকে) মেধাবীগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও স্তন্যদয় গমনশীল। ইনি এক হইলেও ইহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা কবে। ইহাকে অগ্নি যম ও মাতবিশা বলে।”

এই স্তোত্রেই পুনর্বার সূর্যকে সূর্য্য বলা হইয়াছে :

দিব্যং সূর্য্যং বয়স্যং বৃহত্তমপাং গর্তং দর্শতামোবধীনাম্।<sup>২</sup>

—(সূর্যদেব) স্বর্গীয়, স্তন্যদয় গতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গর্ত সমুৎপাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক।<sup>৩</sup>

সূর্য যেমন সূর্য্য, সোমও তেমনি সূর্য্য। সোমের মত সূর্যও ওষধির বুদ্ধিকর্তা।

সূর্য্যগ্নিকপী সূর্য্য এক এবং অধিত্য—সমগ্র বিশ্বভুবনে বিবাজমান।

একঃ সূর্য্যঃ সমুদ্রমাবিবেশ

স ইদং বিশ্বং ভুবনংবিচটে ॥<sup>৪</sup>

—এক অধিত্য সূর্য্য সমুদ্রে (আকাশে) প্রবেশ করেছিলেন, তিনি এই সমগ্র বিশ্বভুবন পবিত্র করেন।

সূর্য্য বিপ্রাঃ কবযো বচোভিবেকং সন্তং বহুধা কল্পযন্তি।<sup>৫</sup>

—এক সমস্ত সূর্য্যকেই কবিগণ বাক্যের দ্বারা বহুধা বর্ণনা করেন।

সূর্য্য যে সূর্য্যগ্নির ভেদোপকী চিৎশক্তি এই ঋক্গুলিতে তা স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে। সূর্য্য কর্তৃক অমৃত হরণের তাৎপর্য ঋগ্বেদেই কথিত হইয়াছে।

যত্রা সূর্য্যা অমৃতস্ত তাগমনিমেবং বিদখাভিধ্বয়তি।

ইনো বিশ্বস্ত ভুবনস্ত গোপাঃ স মা ধীমঃ পাকসত্রাবিবেশ ॥<sup>৬</sup>

—যে আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত স্তন্যদয়গতি রশ্মিগণ কর্তব্যবোধে অনিমেবভাবে উদকের ভাগ শোষণ কবে, সেই আদিত্যমণ্ডল দ্বারা সমস্ত ভুবনের প্রভু রক্ষক যীমান আদিত্য অপকুবুদ্ভি আমাকে এই স্থানে (আদিত্যমণ্ডলে) প্রবেশ দান করুন।<sup>৭</sup>

১ নিকন্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৮৯৯

২ ঋগ্বেদ—১১৬৪/৫২

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদ—১০/১১৪/৪

৫ ঐ —১০/১১৪/৫

৬ ঋগ্বেদ—১১৬৪/২১

৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অহুবাদক বমেশচন্দ্রের মতে স্থপর্ণ আদিত্যমণ্ডলস্থিত সূর্যরশ্মি, অমৃত উদক বা জল, স্থপর্ণকৃত অমৃতহরণ সূর্যবশ্মি কর্তৃক জন শোষণ ।

যাঁহ বলেছেন, স্থপর্ণ শব্দের অর্থ প্রসঙ্গঃ,—“যজ্ঞ স্থপর্ণাঃ স্থপতনা আদিত্যরথায়ঃ ।”<sup>১</sup> —অর্থাৎ সূর্যের গতি আদিত্যরথিই স্থপর্ণ ।

উক্ত ঋক্ সম্পর্কে যাঁহ আরও বলেছেন, “ঈশ্বরঃ সর্বেষাং ভূতানাং গোপয়িতা-  
দিত্যঃ ।”<sup>২</sup> —সকল জীবের ঈশ্বর ব্রহ্মব আদিত্যই স্থপর্ণ ।

অথর্ববেদও সূর্যকেই স্থপর্ণ বলে অভিহিত কবেছেন ।<sup>৩</sup> নিষটুতে ( ১।৫ )  
স্থপর্ণ সূর্যবশ্মি ।

অমৃত বলতে যাঁহ কি বুঝেছেন ? যাঁহ বলেছেন, “অমৃতস্ত ভাগমুদকস্ত”<sup>৪</sup> —  
অমৃতের ভাগ অর্থাৎ জলের ভাগ বা জলীয় অংশ ।

জীবের জীবন জগাই অমৃত । “উদক প্রাণিগণের জীবনহেতু বলিয়া অথবা  
অমবণধর্যা ( বিনাশ বহিত ) বলিয়া অমৃত ।”<sup>৫</sup>

অতএব স্থপর্ণ কর্তৃক অমৃত হরণ বা আহরণের তাৎপর্ষ্য স্পষ্ট । মহাভাবতে  
পুর্বাণে সূর্যকপী বিষ্ময় বাহন গরুড় বা স্থপর্ণ । স্বর্গ থেকে গরুড় কর্তৃক অমৃত আহ-  
রণের যে কাহিনী মহাভাবতে-পুর্বাণে বিবৃত হইয়াছে তাব মূল স্থপর্ণ কর্তৃক সোম  
আহরণের কাহিনীর মধ্যে নিহিত । স্থপর্ণ, গরুড় ও সূর্যসাবশি অকণ একই বস্তু ।  
গরুড়ানু স্থপর্ণই পুর্বাণের পক্ষবান্ গরুড় । স্থপর্ণ কর্তৃক সোম আহরণের আব একটি  
তাৎপর্ষ্য লক্ষিত হয় । সোমও মূলতঃ সূর্যরশ্মি বা সূর্যের তেজ । স্বর্ষেদে  
বহুস্থানে বলা হইয়াছে যে সোম কলশে প্রবেশ কবেন । সাধাবণতঃ এই ব্যাপারের  
তাৎপর্ষ্য প্রসঙ্গে বলা হয় যে, সোমবস কলশে স্থাপন করা হয় । একটি ঋকে বলা  
হইয়াছে :

দিবঃ স্থপর্ণা বচক্ষি সোমঃ পিষ ধাবা কর্মণা দেববীর্তো ।

ক্রন্দো বিশঃ কলশঃ সোমধানঃ ক্রন্দন্নহি সূর্যস্ত্রোপবশ্মিঃ ॥<sup>৬</sup>

অধিষ্টিতাবধিত সূর্যস্ত্র দিব্যঃ স্থপর্ণ অবচক্ষধ ।

ক্ষাং সোম পরিক্রতুনা পশ্ত্রভেজো ॥<sup>৭</sup>

—স্থপর্ণ সোম সূর্যের কিরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং তথা হইতে পুনর্বার  
জাত হইয়া পৃথিবীকে দেখেন ।<sup>৮</sup>

১ নিকন্ত—৩।১১।৬

৪ ঐ —৩।১২।৩

৫ ঋগ্বেদ—৮।১৭।২

২ নিকন্ত—৩।১২।৭

৩ অথর্ব—১৩।২।২৮, ১২।৭।৬৬।১

৪ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিকন্ত—পৃঃ ৩২৬

৫ ঋগ্বেদ—২।১২।৩৩

৬ অহুবাদ—চণ্ডীদাস লাহিড়ী

ঋজুগামী শ্রেনো দদমানো অংক্তং পবাবতঃ

শকুনো মদ্রং মদ্রং ॥<sup>১</sup>

—(অশ্বিধ্ব) যেকণ ইন্দ্রবান্ দেশে ভুজ্যাকে (বহন কবিবাছিল), সেইকণ ঋজুগামী শ্রেন বুহং ছ্যালোকের উপবিভাগ হইতে সোম হরণ কবিবাছিল।<sup>২</sup>

সুপর্ণ সোম বা সূর্যবশ্মি বাজিতে চন্দ্রে প্রবেশ কবে ও দিবাভাগে পুনরায় সূর্যে আগমন করে। সোম আহরণেব এইটিই প্রকৃত তাৎপৰ্য। এইজন্তই সূর্যও সুপর্ণ, সোমও সুপর্ণ। চন্দ্রমণ্ডলে সূর্য কর্তৃক বশ্মি প্রেৰণ ও চন্দ্রমণ্ডল থেকে বশ্মি আহরণের ব্যাপাবই কপকাবৃত হযেছে। সোম নক্ষত্রদেব নিকটে স্থাপিত হন—“অথ নক্ষত্রাণামেবামুপস্থে সোম আহিতঃ।” —এই নক্ষত্রগণের নিকটে সোমকে স্থাপিত কবা হযেছে।

নক্ষত্রদেব নিকটস্থ সোম অবশ্রুই চন্দ্র। সোমেব নক্ষত্রপত্নীলাভেব ইঙ্গিত এখানে পাচ্ছি।

প্রাথমিক অবস্থায় সোম ছিলেন সূর্য বা সূর্যগ্নি। সোমেব অগ্নিকপতা বেদের নানা স্থানে পবিত্রুট হযে ওঠে। অগ্নিব মত সোম যজ্ঞেব ধারণকর্তা।

ক্রতু নঃ সোম জীবসে।<sup>৩</sup>

—সোম, তুমি আমাদের যজ্ঞ ধারণ কর।

ইন্দু বা সোম যজ্ঞেব চিবন্তন আত্মা :

আত্মা যজ্ঞস্ত পূর্বঃ।<sup>৪</sup>

সোম যজ্ঞেব জিহ্বা —ঋতস্ত জিহ্বা। যজ্ঞেব জিহ্বা অগ্নি। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা। ইন্দ্রও দীর্ঘ জিহ্বা বাবা সোম পান কবেন।<sup>৫</sup>

তাণ্ড্যমহাত্মক্লেণে যজ্ঞ সুপর্ণকপ ধারণ কবেছিলেন।

যজ্ঞো বৈ দেবেভ্যোহপাক্রামং স সুপর্ণকপং কৃত্বা অচরৎ ॥<sup>৬</sup>

—যজ্ঞ দেবতাদের নিকট থেকে পলায়ন করেছিলেন। তিনি সুপর্ণকপ ধারণ কবে ভ্রমণ কবছিলেন।

এখানে যজ্ঞ অর্থে যজ্ঞগ্নি। যজ্ঞগ্নি সুপর্ণ সূর্য বা সুপর্ণ চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় সুপর্ণকপে পবিত্রমণ স্তম্ভভূত। সোমই শোভনীয় যজ্ঞ—“স্বং ভদ্রো অসি ক্রতুঃ।”<sup>৭</sup>

১ ঋগ্বেদ—৪।২৬।৬

৪ ঐ —৯।১১।

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—৬।৪১।২

৭ ঋগ্বেদ—১।১১।৫

৩ ঋগ্বেদ—১।২৫।৪

৬ তাণ্ড্য মহাত্মাঃ—১।৪।১১-

তুৰীয়া বা হৃৎকৰ্মী সোম সৰ্বদেবময়—সৰ্বদেবাত্মক ।

অমং পুষা বহ্নিৰ্ভগঃ সোমঃ পুনানো অৰ্ঘতি ।

পতিৰ্বিহস্য ভূমনো ব্যাখ্যোদসী উভে ।<sup>১</sup>

—ইনিই পুষা, ইনিই ধন, ইনিই ভগ্ন নামক দেবতা, ইনিই শোধিত হইবা  
হাইতেছেন, ইনি সমস্ত বিশ্বভুবনের অধিপতি, ইনি পৃথিবী ও আকাশকে পৰস্পৰ  
গৃথক করিরাছেন ।<sup>২</sup>

চন্দ্রমণ্ডল থেকে সূর্য্যের বহ্নি সংহবনের বৃহত্তম বয়েদেই আছে :

অজাহ গোবমহত নাম তুৰ্ব্বকপীচ্য ।

ইমা চন্দ্রমসো গৃহে ।<sup>৩</sup>

—আদিভ্যঃ ইহ গমননৈল চন্দ্রমণ্ডলে অস্থিত তুৰ্ব্বতেজ এইকণ  
পাইরাছিল ।<sup>৪</sup>

এখানে তুৰ্ব্বতেজ সূৰ্য্যতেজকেই বোঝাচ্ছে ।

সোম কলশে প্রবেশ করেন, এই তথ্য স্বহৃদে বাবংবাব প্রদান কবেছেন ।  
কলশ কি মৃৎপাত্র বা ধাতুপাত্রেব ষট বিশেষ ? যাক বসেছেন, “কলশঃ কন্ধ্যাং  
কলা অগ্নিন্ শৈরতে মাত্ৰাঃ ।<sup>৫</sup>

—(অশ্রুত) কলসেব তাত্পৰ্য্য কি ? কলা যাতে বর্তমান থাকে,—অৰ্থাৎ মাত্ৰা ।

কলা বা মাত্ৰা বর্তমান থাকে চন্দ্রে । সূতবাং কলশ বলতে প্রাথমিক পৰ্ব্বাসে  
চন্দ্রমণ্ডল ব্যবহৃত হবোছে । কলশ সোম অৰ্থাৎ কলাবান্ চন্দ্রমণ্ডল পবে মৃৎ বা  
ধাতুপাত্র ষটে বসিত সোমলভাব বলে পবিগত হবোছে । ষট কি সোমবসেব মাত্ৰা  
বা পরিমাণজ্ঞাপক ছিল ? সেইজন্তেই কি ষটের নাম কলশ ? এখনও খেনো  
মদ (মস্তা ভাত পচানো মদ) হাড়ি মাপে বিক্রয় হয় । সেইজন্ত কোন কোন  
লক্ষ্যদাৰ এই মদকে ‘হাড়িমা’ বলে ।

স্বপৰ্ণ যে চন্দ্রমা, এ তথ্যও স্বহৃদে নানা স্থানে পাই—চন্দ্রমা অপ্ৰস্তুতবা  
স্বপৰ্ণো ধাবতে দিবি ।<sup>৬</sup>

—স্বপৰ্ণ চন্দ্র আকাশে জলেব মধ্যে ধাবিত হন ।

সামান্যচাৰ্য্য অগ্নি বা জলেব অৰ্থ কবেছেন অন্তৰীক্ষ আব স্বপৰ্ণ তাঁব মতে  
বহ্নি । স্বপৰ্ণ ইতি বহ্নি নাম । স্বহৃদাখ্যেন সূৰ্য্যমিনা মুক্তচন্দ্রমা দিবি ছ্যালোকে

১ স্বহৃদে—১১০৩১০

২ অশ্রুত—বঙ্গপচন্দ্র ৮৮

৩ স্বহৃদে—১৮৪১১০

৪ অশ্রুত—বঙ্গপচন্দ্র ৮৮

= নিরুক্ত—১১১২১১৩

৬ ই —১১২০২

আ ধাবতে ।” —সুপর্ণ রশ্মিৰ নাম । সুষুয়া নামক সূৰ্যবংশীয় সন্ধে যুক্ত চন্দ্রমা  
আকাশে ধাবিত হন ।

চন্দ্র সুপর্ণ আখ্যা লাভ কৰায় হেতু এখানে স্পষ্ট ।

সোম সূৰ্য্যায়িকপী, অতএব সৰ্বদেবমৰ্য ।

ত্ৰিভিষ্টং দেব সবিতৰ্বৰ্ষিষ্ঠে সোম ধামতিঃ ।

অগ্নে দৰ্ষকৈঃ পুনীহি নঃ ॥<sup>১</sup>

—হে সোম । তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি । তোমাব এই বিপুল কাৰ্যক্ষম  
মূৰ্তি, এই তিন মূৰ্তি দ্বাৰা আমাদিগকে পবিত্ৰ কৰ । ১

ব্রাহ্মো হু তে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদগভীৰু ভব সোম ধাম ।

শুচিষ্টু মসি প্ৰিযো ন মিত্ৰো দক্ষাখ্যো অৰ্ঘমেবাসি সোম ॥

যা তে ধামানি দিবি যা পৃথিৱ্যাং যা পৰ্বতেষোবধিষপুঃ ।

তেতি নো বিঠৈঃ স্ননাম আহলনাজনং সোম প্ৰতি হব্যা গৃভাং ॥<sup>২</sup>

—হে সোম । বাক্সা বৰুণেৰ কাৰ্যসমূহৰ তোমাবই, তোমাব তেজ বিস্তীৰ্ণ  
ও গভীৰ, প্ৰিয় মিত্ৰেৰ ন্যায় তুমি সকলোৰ সংশোধক, অৰ্ঘ্যমাব ন্যায় তুমি সকলোৰ  
বৰ্ধক ।

হে সোম । তোমাব যে তেজ দ্ব্যলোকে পৃথিৱীতে পৰ্বতে ওৰধিতে এবং জলে  
আছে, সেই তেজযুক্ত হইবা, হে স্নমনা এবং ক্ৰোধহীন বাক্স, আমাদেব হবা  
গ্ৰহণ কৰ ।<sup>৩</sup>

স্মিমা ওষধীঃ সোম বিশ্বাস্তমপো অজনম স্ত গাঃ ।

স্বমাততংখোৰ্ণতবিক্সং স্ত জ্যোতিবা বি ভমো ববৰ্থ ॥<sup>৪</sup>

—হে সোম । তুমি এই সমস্ত ওষধি উৎপাদিত কৰিবাছ, এবং বিশ্ব ও জন  
সৃষ্টি কৰিবাছ, তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি কৰিবাছ । তুমি এই অন্তৰীক্ষকে বিস্তীৰ্ণ  
কৰিবাছ ও তাহাব অন্ধকাৰ জ্যোতি দ্বাৰা দূৰ কৰিবাছ ।<sup>৫</sup>

সোমেৰ যে ৰূপ এই ঋক্‌জলিতে পৰিস্ফুট তাতে তিনি সূৰ্য্যায়িকপী পৰমাত্মাৰূপে  
প্ৰতিভাত । এই জগত্ৰই পণ্ডিত জুৰ্গাদাস লাহিড়ী সোম শব্দেৰ অৰ্থ কৰেছেন  
গুৰুত্বত্ৰ ব্ৰহ্ম । যে সোম সৰ্বব্যাপী, বিশ্বভুবনেৰ স্ৰষ্টা, ভয়োনাকী, জ্যোতিঃস্বৰূপ,  
ওষধিসমূহৰ উৎপাদক ও বুদ্ধিকৰ্তা তিনি সূৰ্য্যায়ি ভিন্ন আৰ কে হতে পাবেন ?  
কৃষ্ণযজুৰ্বেদে সোম ওষধিসমূহেৰ অধিপতি—“সোম ওষধীনাং ১”।

শ্রীঅবিন্দ সোমকেও রূপক হিসাবে গ্রহণ কবেছেন। তাঁর মতে সোম  
“আনন্দময় ব্রহ্মরূপ।

“The wine of Soma represents the intoxication of Ananda the divine delight of being, inflowing upon the mind from the supramental consciousness through the Rtam or Truth.”<sup>১</sup>

“The Soma wine symbolises the replacing of our ordinary sense enjoyment by divine Ānanda”<sup>২</sup>

“The Soma is the immortal delight of the existence secret in the waters and the plants and pressed out for drinking by gods and men”<sup>৩</sup>

সোম যেমন সর্বাধিপতি, সর্বময়, শুক্লযজুর্বেদে অগ্নি তেমন সবল জড়-জীবের  
গর্ভ বা অন্তরস্থিত আত্মা :

গর্ভো অশ্রোবধীনাং গর্ভো বনস্পতীনাং ।

গর্ভো বিশ্বস্ত ভূতস্তায়ৈ গর্ভো অপামনি ॥<sup>৪</sup>

সূর্য্যায়িকপী যে তেজ বা কিরণ চন্দ্র নামক উপগ্রহটিকে আলোকিত করে তাই  
সোম নামে বেদে প্রসিদ্ধ। অতএব চন্দ্রও সোম নামে পরিচিত হলেন। সূর্য  
ছিলেন তাবকার অধিপতি বৃহস্পতি। পরে বৃহস্পতি গ্রহের নাম হিসাবে চিহ্নিত  
হওয়ায় বাত্রিকালের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে তিনিই হলেন তাবাপতি।  
বোহিগী উপাখ্যানের একটি তাৎপৰ্য অর্থর্ববেদ থেকে উপলব্ধি করি। অর্থর্ববেদে  
বোহিগী সূর্যের প্রতি অমুবাচনা। “অর্থর্ববেদে (১৩।১) উক্তান্ ভান্নব নাম বোহিত।  
ইনিও ‘সহস্রশৃঙ্গ বৃষত’, সুবা কবি ও ‘সুবীষঃ’। সুবর্ণা বোহিগী ইহাব অমুবতা।”<sup>৫</sup>

অতএব সোম ও বোহিগী উপাখ্যানের মূল এখানে বর্তমান। সূর্যকপী সোমের  
প্রতি বোহিগী অমুবাগিনী ছিলেন। সোম যখন চন্দ্রে পরিণত হলেন তখন  
স্বাভাবিকভাবেই চন্দ্রপথে অবস্থিত উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বোহিগী চন্দ্রকপী সোমের  
প্রিয়তমা হয়ে উঠলেন।

মহাভাবতে<sup>৬</sup> চন্দ্র বা সোম সমুদ্র মন্থনকালে জনযিতল থেকে আবির্ভূত

১ On the Veda—page 85

২ On the Veda—page 91

৩ On the Veda—page 279

৪ শুক্ল যজুঃ—১২।৩৮

৫ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার—অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার

চক্রবর্তী, ১ম—পৃঃ ৬০

৬ আদিপর্ব—১৮।১৪



হবেছিলেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি ঋক্মন্ড্রে (১।১০৫) চন্দ্র জলমধ্যে ধাবিত হচ্ছেন। এই জল অবশ্যই অস্তবীজ বা আকাশ। আকাশই সমুদ্র। আকাশ সমুদ্রে থেকেও চন্দ্র সর্বজন দৃশ্য। চন্দ্রেব সমুদ্রজাত হওয়ার তাৎপর্য এই।

কদ্র বা শিব চন্দ্রশেখর বা সোমনাথ। শিব চন্দ্রকলা মন্তকে ধারণ করেন। এই বিষয়ে ঋক্‌পুৰাণে একটি গল্প আছে : মগ্‌দগম্বনকালে চন্দ্র সমুদ্র থেকে উদ্ধৃত হবেই কালভৈবব নামক শিবলিঙ্গের আশাধনা করতে সক্ষম হবেছিলেন। সোমের অত্যন্ত তপস্শ্রাব প্রীত হবে শিব ববদানে উত্তত হলে সোম বললেন, তুমি সোমনাথ হও। শিব সোমকে মন্তকে ধারণ করলেন (৪৩-৫১)। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুৰাণানুসারে দলকোপে ক্ষমবোগগ্রস্ত শববাগত চন্দ্রকে শিব স্বীয় ললাটে আশ্রয় প্রদান হবেছিলেন। সূর্যকপী রুদ্রেব মন্তকে চন্দ্রকলাব অবস্থান সহজবোধ্য ব্যাপার।

সোমতত্ত্ব নিয়ে দেশী-বিদেশী অনেক পণ্ডিত আলোচনা হবেছেন। অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, “বেদে সোমতত্ত্ব একটি বহুস্তম্ব তত্ত্ব। এক সোম মাল্লব পান কবে, আর এক সোম ছালোকে অবস্থান করেন। সূর্যাস্ত্তে বলা হইযাছে, ‘সোমঃ যং ব্রাহ্মণো বিহ্ন তস্তান্নাতি পার্থিবঃ’—যে সোমকে ব্রাহ্মণগণ জানেন না, মাল্লব তাহাকে পান করে না। ছালোকের এই সোম সোমচন্দ্র। রূপে ও গুণে সোমলতা ও চন্দ্র অভিন্ন।”

কিন্তু পূর্বব আলোচনাব দেখ। গেছে যে সোমতত্ত্ব চন্দ্র বা উদ্ভিদ বিশেষেব তত্ত্ব নব। সোমতত্ত্ব প্রকৃতই বহুস্তম্ব। এই বহুস্ত উদ্ঘাটনে কত পণ্ডিত মনীষীই না প্রবাস হবেছেন। Sir Charles Biot-এর মতে সোম অমৃতত্ব বা অমরত্বের অধীশ্বর, উক্তকে তিনি অনন্ত জীবন ও অনন্ত আলোব বাজ্যে স্থাপন বলেন। সোম এখানে ঈশ্বরেবই প্রতিভূ।

“Soma is not a Sacred tree inhabited by some spirit of woods, but the lord of immortality, who can place his worshippers in the land of eternal life and light. Some of the finest and most spiritual of the Vedic hymns are addressed to him and yet it is hard to say whether they are addressed to a person or a beverage.. Later Soma, was identified with the moon, perhaps because the juice was bright and Shining.”<sup>১</sup>

১ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার, ১৮—পৃঃ ৬২

২ Hinduism & Buddhism—page 51

Maxmuller-এর মতে বেদেব সোম বা আবেস্তাব হোম জীবের প্রাণ বা প্রাণবৃক্ষ : "Hoama tree might remind us of the tree of life, considering that Hoama as well as the Indian Soma, was supposed to those who drank its juice"<sup>১</sup>

অপর একজন পণ্ডিত সোমকে জ্ঞানবৃক্ষ বলে উল্লেখ কবেছেন, "Plainly speaking Soma is the fruit of the Tree of knowledge, forbidden by the Jealous Elophin to Adam and Eve of Yahir, lest man should become as one of us."<sup>২</sup>

আব এক পণ্ডিত সোমের সঙ্গে যজ্ঞাহুষ্ঠানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত কবেছেন। এব মতে যজ্ঞে উৎসর্গিত সকল প্রকার দ্রব্য যা সাধারণতঃ হবিঃ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়, তাই সোম নামে পবিচিত।

"The food of ritual fire is Soma, the ritual offering. Every Substance, thrown in the Sacramental fire is a form of Soma, but the name is more particularly that of the sacrificial liquor through which the flames can be kindled. This is the elixir of life."<sup>৩</sup>

পূর্বেই আমবা দেখেছি যে যজ্ঞ বা যজ্ঞাধিষ্ঠিত পুরুষ সোম নামে অভিহিত হয়েছেন। পববর্তীকালে হযত যজ্ঞাহুষ্ঠানে একান্ত অপবিহার্য এবং মাতৃষের পক্ষেও প্রয়োজনীয় একপ্রকার উদ্ভিদেব নির্ধারিত সোম নামে খ্যাত হযেছে। কিন্তু যে আয়েষ তেজ স্বরূপে প্রতিভাত যিনি স্বয়ং যজ্ঞ এবং যজ্ঞীয় হবিঃ, তিনিই সোম নামে পবিচিত ছিলেন। সোমবসেব হ্লাদকজ আকাশেব চন্দ্রেব সঙ্গে সাদৃশ্যজনক হওয়াব চন্দ্রও সোম নাম লাভ কবেছেন।

"In the later hymns of the Rgveda as well as in the Atharvaveda and in the Brahmanas the offering (Soma) is identified with the moon and with the god of the moon."<sup>৪</sup>

পণ্ডিত হুর্গাদাস লাহিড়ী মনে কবেন যে অগ্নিমুখে দেবতাব নিকটে উপস্থিত হবিঃই সোমরূপে কথিত হযেছে অথবা 'বিস্তৃত জ্ঞান' সোমরূপে বর্ণিত হযেছে। "সোম পরিদৃশ্যমান সামগ্রী নহে। 'সোম' বলিতে বিস্তৃত গুণসম্বল অংশ। অগ্নি-

<sup>১</sup> Chips from German workshop, vol I

<sup>২</sup> Secret Doctrine by M Blavatsky, vol II—page 65

<sup>৩</sup> Hindu polytheism

<sup>৪</sup> Hindu polytheism—page 58

মুখে স্তম্ভিত অভিবৃত্ত হইরা যজ্ঞহবির যে শুক্লসত্ত্ব অংশ দেবসমীপে গমন করিয়া থাকে, তাহাই সোম । অস্ত্রনিহিত যে বিস্তৃত ভক্তি, তাহাই সোম । ক্লেদপরিমুক্ত আবিলায়হিত যে জ্ঞান তাহাই সোম । সোমকে আশ্রয় কবির তাগবৎ সমীপে উপনীত হইতে হয় । সেইজন্তই কোথাও হবত উপমায সোমলভ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।”<sup>১</sup>

দুর্গাদাস আর একস্থানে লিখেছেন, “...শুধু তাই নয়, সোম সর্বত্র, বিধেব উপাদক । তাই আমরা যতই আলোচনা করিতেছি, ততই দেখিতেছি যে ‘সোম’ বলিতে ‘সোমরস’ নামক মাদক দ্রব্য তো বুঝায়ই না, অধিকন্তু উহা জ্বা স্বর্গীয় অদীম শক্তিসম্পন্ন কোন বস্তুকে লক্ষ্য নবে । ...সুতরাং সোম বলিতে ভগবৎশক্তি শুক্লসত্ত্বকেই যে লক্ষ্য কবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।”<sup>২</sup>

সোমতত্ত্ব যে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন সবই গিবে পৌছাচ্ছে তেজা-অক প্রাণতত্ত্বে অথবা সেই তত্ত্বকে জানা যাব যে জ্ঞানেব জ্ঞা সেই জ্ঞানে । কিন্তু বেদে চন্দ্র সোম, লতা সোম বা সোমলতার বস এবং পৃথিবীকণী প্রকৃত সোমেব তর একপভাবে মিশ্রিত হসে গেছে যে একটা থেকে আর একটাকে পৃথক্ কবা প্রায় অসম্ভব বোধ হব । তথাপি অবধানতা সহকায়ে অবধান কবলে সোমের মথার্থ স্বরূপ অম্পষ্ট থাকে না ।

বিক্রমে ক্রমে মাহুৎ বিশ্বত হসেছে সোমের প্রকৃত তত্ত্ব, কেবল মনে বেখেছে চন্দ্র সোমকে আর লতা সোমকে । সোমলতা কি জাতীয় উদ্ভিদ তাও মাহুৎ ভুলে গেছে, সোমলতা এটি কিয়দদীতে পবিণত হসেছে । সোমলতাব পনেবোটি পাতা থাকে, শুক্লপক্ষে একটি একটি পাতা গজিবে উঠে পনেরটি পাতা হব । আবাব কৃষ্ণপক্ষে একটি একটি পাতা ঝবে যায় ।

“সোমো নার্সোবধিবাজঃ পঞ্চদশপত্রঃ স সোম ইব হীমতে বর্ধতে চ ।”<sup>৩</sup>

—সোমলতা নামক ওষধিবাজ আছে, ইহার পঞ্চদশ পত্র, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চন্দ্রের এক কলা যেমন বৃদ্ধি হব, সেইরূপ উহাবও এক এক পত্র উৎপন্ন হইতে থাকে । আর কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রকলাব ন্যায় প্রত্যহ এক একটি করিয়া ক্ষয় পাইতে থাকে ।<sup>৪</sup>

সোমলতা ও সোমচন্দ্রের নাম সাদৃশ্যহেতু একরূপ ক্ষয়বৃদ্ধির কাহিনী গড়ে

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০

২ সামবেদ সংহিতা—দুর্গাদাস সম্পাদিত—পৃঃ ৩

৩ চরক সংহিতা, চিকিৎসাসিহানব—১৮৭৭

৪ অনুবাস—কণোদানন্দন সরকার

উঠেছে। ইবাণ অঞ্চলেও সোমলতা কিম্বদন্তীৰূপে উপস্থিত হয়েছিল 'আবেস্তাব' যুগে (খৃঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ ?)। হুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, "জৈন আবেস্তাব" উহা (সোম) সর্ববোগনাশক বলিয়া অভিহিত। উক্ত গ্রন্থের মতে সোমলতা অমবত্ব বিধায়ক। মৃতদেহে জীবন সঞ্চাবে সোমলতাব (হোমেব) অত্যাশ্চর্য কার্যকাৰিতা উপলব্ধি কবিশাই জোয় ও যাদুবিদ্যানগণ পুনর্জন্মে আত্মাবান হইয়াছেন।"<sup>১</sup>

সোমলতাকে মাহুষ বিশ্বত হওযাব কলে সোমেব পবিবৰ্তে পুই শাকেব বস। দিয়ে যজ্ঞ কবায় বাঁতি বহু প্রাচীন কালেই প্রবর্তিত হয়েছিল। "Owing to the difficulty of obtaining the real plant from a great distance, several substitutes were allowed in the Brahmana Period."<sup>২</sup>

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।১২।১২), পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৮।৪।১; ৯।৪।৩) এবং কাঠক সংহিতায় (৩৪।৩) পুতিকা বা পুইশাক সোমলতাব পবিবর্ত হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

"Putika is the name of plant often mentioned as a substitute for the Soma plant."<sup>৩</sup>

"ষড়বিংশ ব্রাহ্মণে এবং মীমাংসা শাস্ত্রে সোমলতাব অভাবে পুতিকা (পুইশাক)-বিহিত আছে, যথা—"সোমাতাবে পুতিকামভিযুনাৎ।"<sup>৪</sup>

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভাষায় সোমলতা 'এসিডো এস্লেপিয়াস' (Acedo-Asclepias) নামে অভিহিত। উহা একপ্রকার ভেষজ বৃক্ষবিশেষ। ঔষধরূপেই কেবলমাত্র উহাব প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কেহ কেহ আবার উহাকে 'সেমিটিয়া' (Semetia Genia) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।"<sup>৫</sup>

আচার্য যোগেশচন্দ্র বাঘেব মতে সোম ওষধি ভঙ্গ। (ভাং) বা সিদ্ধি।"

যাগযজ্ঞের প্রচলন বা প্রভাব হ্রাস পাওযাব ওষধি সোম বিশ্বতিব অঙ্গকাৰে তিবোহিত হওযাব চন্দ্রই একমাত্র সোমরূপে কিম্বদন্তীৰূপে নাযক হয়ে সৰ্বজনৈব প্রিয় হয়ে বইলেন।

সোম বা চন্দ্রব মূর্তি গড়ে পূজাব বাঁতি প্রচলিত হয়েছিল কিনা জানিনা, তবে নবগ্রহেব অত্যন্তমরূপে তিনি আজও পূজা লাভ করে থাকেন। পূবাংগাদিতে সোমেব মূর্তিব বিবরণ থেকে মনে হয়, কোন সময়ে সোমেবও মূর্তিপূজাব ব্যবস্থা ছিল।

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০

২ Vedic Index—Macdonell & Keith, vol. II, page 476

৩ Vedic Index—page II ৪ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৪০

৫ বেদেব স্বেভা ও কৃষ্ণিকাল—পৃঃ ১২৮-১২৯

৬ ভূদেব

"The moon-god is white, clad in white, with golden ornaments. He sits in a chariot drawn by the horses. He has two hands, one holds a mace, the other shows the gesture of removing fear"<sup>১</sup>

কালিকাপুরাণে চন্দ্রের বর্ণনা প্রাচ্য একইরূপ :

যেতঃ শ্বেতাশ্ববধরো দশাশ্বো হেমভূষিতঃ ।

গদাপাণির্জিবাঙ্ঘ্র চ কর্তব্যোববদঃ শশী ॥<sup>২</sup>

—শ্বেতবর্ণ, শ্বেতবস্ত্রধারী, দশ অশ্ববাহিত, স্বর্ণাভরণভূষিত, গদাহস্ত, দ্বিহস্ত  
ও ববদমুদ্রাবিশিষ্ট চন্দ্রমূর্তি নির্মাণ কববে ।

শাবদা তিলকে চন্দ্রের ধ্যানমন্ত্র :

কপূর্বক্ষটিকাবদ্যাতমনিশং পূর্ণেন্দুবিদ্যাননং

মুক্তাদামবিভূষিতেন বপুষা নিমূল্যন্তঃ তমঃ ।

হস্তাভ্যাং কুমুদং বরং চ দধন্ত নীলা লোকোদ্ধাসিতম্ ।

ব্রহ্মাঙ্কহৃদ্যগাদিতাশ্রবণং সোমং হৃদ্যাক্ষিঃ ভজে ॥<sup>৩</sup>

—কপূর্ব ও ক্ষটিকেশ জায শুভ্র পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ, মুক্তাহার বিভূষিত দেহ,  
অঙ্গবাব বিভাডনকারী, দুই হাতে কুমুদ ও বব ধারণকারী, নীল আলোকে  
উজ্জ্বল, নিজ ক্রোড়ে উদিতচন্দ্র শোভিত হৃদ্যাসমুদ্র সমন্বিত সোমকে ভজনা কবি ।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে চন্দ্রের বর্ণনা :

বিসমকমল, সংস্থঃ হৃদ্যপ্রসন্নানেন দুর্ববদ কুমুদহস্ত চাক্রহাবাদিভূষঃ ক্ষটিক-  
মুদ্রতবর্ণ ।<sup>৪</sup>

—শ্বেতপদ্মে উপবিষ্ট, প্রসন্নমুখ, দুই হাতে ববদমুদ্রা ও কুমুদকুল, হৃদ্য হার  
প্রভৃতি অঙ্গকাব্যমণ্ডিত, ক্ষটিক ও রৌপ্যের মত শুভ্রবর্ণ... ।

শুক্লনীতিগায়ে সোম চতুর্ভূজ—যুগ, বাজ, অভয় ও বরদহস্ত—“যুগবাত্তাভয়-  
ববহস্তা সোমস্ত সাদিকী ।”<sup>৫</sup>

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে সোমের নয়টি শক্তি । এই নয়টি শক্তির নাম :

রাকা কুমুদভী নন্দা হৃদা সজীবনী ক্ষমা ।

আপ্যাবনী, চন্দ্রিকা, হলাদিনী নব শক্তবঃ ॥

বলাবাহন্য চন্দ্রের দ্বিধ ক্রিয়ণই নবশক্তি কল্পনাব উৎস ।

১ Hindu polytheism—page 93-100

২ কাঃ পৃঃ—১১৪৭

৩ শাঃ তিঃ—১৪৪

৪ প্রঃ ভঃ—১৩৪৪

৫ হৃঃ লীঃ—৪৮১১৪৭

## বরুণ

বরুণ জলাধিপতি । বৃষ্টির অধিপতি ইন্দ্র বা পর্জন্ত, আব মর্ত্যের জলেব অধিপতি বরুণ, অর্থাৎ বরুণ সাগরেব অধীশ্বৰ । বামাধাণে সমুদ্র বরুণের বাসস্থান । সমুদ্রতীবে উপস্থিত হষে বামচন্দ্র স্ত্রীককে বলেছিলেন, আমবা বরুণালয়ে এসে পৌঁছেছি,—এতে বযমহুপ্রাপ্তাঃ স্ত্রীীব বরুণালযম্ ।<sup>১</sup> মহাকবি আব একবার সমুদ্রকে বরুণাবাস বলে উল্লেখ কবেছেন,—“পশ্চতো বরুণাবাসঃ নিষেদ্বর্হবি-  
স্বধৃপাঃ ।”<sup>২</sup> —দলপতি বানবগণ বরুণাবাস দেখে উপবেশন কবলেন ।

মহাভাবতে একস্থানে সমুদ্রকেই বরুণ বলা হযেছে :

বাকুণানি চ ভূতানি বিবিধানি মহীধরঃ ।<sup>৩</sup>

বরুণহ বা বরুণজাতি বিবিধপ্রাণী বললে অবশ্যই সমুদ্রজপ্রাণীকে বোঝায় । অতএব বরুণ যে সমুদ্রের অধিদেবতা—এ কথা স্পষ্ট । সমুদ্রই বরুণের আবাস, সমুদ্রই বরুণের গৃহ । মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে বরুণকে সাগরেব সন্ধে অভিন্ন কবেছেন এবং সাগরতলে বরুণের বাসগৃহেব বর্ণনা দিযেছেন । বাবণেব স্কুঙ্গসজ্জাব প্রতিক্রিয়াব সমুদ্রে যে আলোডন হযেছিল তাব বর্ণনা দিতে গিযে -বরুণপত্নী বাকণী বলেছেন—

কি কাবণে, কহ, লো স্বজনি,  
সহসা জলেশ পাণী অস্থির হইলা ?  
দেখ, থব থব কবি কাঁপে মুক্তাময়ী  
গৃহচূড়া ।<sup>৪</sup>

ঋগ্বেদে বরুণ একজন প্রধান দেবতা । ঋগ্বেদেব বরুণ অন্তবীক্ষ ও সমুদ্রের পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ।

বেদা নো বীনাং পদযন্তবিক্ষেপ পতভাং

বেদ নাবঃ সমুদ্রিযঃ ॥<sup>৫</sup>

— যিনি অন্তবীক্ষগামী, পক্ষীদিগেব পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন ।<sup>৬</sup>

১ লংকাকাণ্ড—৪৮

২ লংকাকাণ্ড—৪১০০

৩ আদিপর্ব—১৭২১

৪ মেঘনাদ বধ—১২ সর্গ

৫ বেদে—১২৫৭

৬ অমুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বরণ বাজা, তিনি সূর্যের পবিত্রমণ্ডলের পথও নির্মাণ কবে থাকেন।

উকং হি বাজা বরণশ্চবাব সূর্য্যায় পদ্মামঘেতবা উ।

অপদে পাদা প্রাঃ তথাভবেহককতাপবত্তা হৃদযাবিধশ্চিৎ ॥<sup>১</sup>

—বাজা বরণ সূর্যের ক্রমাগ্রে গমনার্থ পথ বিস্তীর্ণ কবিয়াছেন, পদবহিত্ত (অন্তবীক্ষে সূর্যের পদবিক্ষেপেব জন্ত পথ কবিয়াছেন, তিনি আমার হৃদযবিধকাবী শত্রুকে তিবদ্ধাব বন্দন।<sup>২</sup>

তিনি অন্তরীক্ষকে বিস্তৃত কবেছেন, জলে অগ্নি, অন্তবীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সৌম্যলতাকে স্থাপন কবেছেন :

বনেষু ব্যস্তবিক্ষং ততান রাজমর্ঘং পথ উ গ্রিযাস্ম।

হংসু ক্রতু বরণো অপঃ স্মৃৎ দিবি সূর্য্যবান্ সৌম্যমজ্রো ॥<sup>৩</sup>

—তিনি বৃক্ষসকলের উপশ্লিভাগে অন্তবীক্ষ বিস্তারিত কবিয়াছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদযে সংকল্প প্রদান কবিয়াছেন। তিনি জলে অগ্নি, অন্তবীক্ষে সূর্য ও পর্বতে সৌম্যলতা স্থাপন কবিয়াছেন।<sup>৪</sup>

বরণ বাজা বা সম্রাটরূপে বহুস্থানে স্তূত হয়েছেন।

প্র সম্রাজে বৃহদর্চা ..।<sup>৫</sup> —সম্রাট বরণকে বহুতব স্তূতি কব।

বাজা বাষ্ট্রাণাং ..।<sup>৬</sup> —বাষ্ট্র সমূহেব বাজা বরণ।

অং বিশ্বেষাং বরণাসি বাজা যে চ দেবা

অহর যে চ মর্তাঃ ॥<sup>৭</sup>

—হে অহর (মহাবল) বরণ, তুমি যে সকল দেবতা আছেন বা গাছ আছেন তাদের সকলেব বাজা।

বরণ ‘স্ববাজঃ’<sup>৮</sup> অর্থাৎ স্ববাট—স্বাধীন বাজা।

তিনিই সম্রাট—‘সাম্রাজ্যায় স্বক্রতুঃ’<sup>৯</sup> —সাম্রাজ্যসিদ্ধিব জন্ত শোভনকর্ম্ম। বরণ।

সমস্ত বিশ্বভুবনেবই তিনি বাজা—‘বিশ্বস্ত ভুবনস্ত বাজা।’<sup>১০</sup>

উকং হি রাজা বরণশ্চবাব সূর্য্যায় পদ্মামঘেতবা উ।<sup>১১</sup>

—বরণ বাজা সূর্যের গমনের নিমিত্ত বিস্তীর্ণ পদ্মা নির্মাণ কবেছেন।

১ পৃথ্বী—১২৪৮

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ কথেন—৮৮৫২

৪ অনুবাদ—ভদ্রক

৫ প্র—১৮৫১

৬ কথেন—১৩৪১১

৭ প্র—২২১১০

৮ কথেন—২২৮১

৯ প্র—১২৫১০

১০ প্র—৫৮১১৩

১১ শুক্ল বজ্র—৮২৩

বকণায় দেবতা বাজ্যায় নাতিষ্ঠন্ত স এতদেব স্থানমপশ্চত্তো বৈ তান্তস্মৈ  
বাজ্যায় তিষ্ঠন্ত ১; —(পূয়াকালে) বকণের বাজ্যেষেব জন্ত দেবগণ বাজ্য  
গ্রহণ করেন নি। বকণ দেবস্থান নামে এই সাময়িক দর্শন করায় দেবগণ বকণেব  
রাজ্য স্বীকার করলেন।

বকণো হৈনব্রাহ্ম্য কাম আদধে। স বাজ্যমগচ্ছত্শ্রাম্যন্ত বেদ যচ্চ ন  
বকণো বাজ্যেত্যেবাহঃ ২

—বকণ বাজ্য কামনা কবেছিলেন। তিনি রাজ্যে গমন কবেছিলেন, স্মৃতবাং  
যে জানে, এবং যে জানে না, সকলেই বকণকে বাজ্য বলে থাকে।

ঋগেদেব বহুস্থলে মিত্র ও বকণ একত্রে স্তুত হয়েছেন। কখনও মিত্র, বকণ  
ও অৰ্যমা একত্রে স্তুত বা আহুত হয়েছেন। কখনও আবাব ইন্দ্র ও বকণ একত্রে  
আহুত হয়েছেন। সুর্যোদয়েব পবে মিত্র-বকণও স্তুত হন।

প্রতি বাং স্বব উদ্বিতে মিত্রে গৃণীবে বকণং।

অৰ্যমনং বিশাদশম্ ৩

—সূর্য উদিত হইলে মিত্র, বকণ ও শক্রভক্ষক অৰ্যমাকে স্তব করিব। ৩

প্রতি বাং স্বব উদ্বিতে সুর্যৈর্মিত্রে হবে বকণং পুতদক্ষম্ ৪

—সূর্য উঠলে তোমাদেব দুজনকে—মিত্র ও বকণকে সূক্ত (ঋকমন্ত্র) দ্বারা  
আস্থান করবো।

মিত্র ও বক। উভয়েবই অস্ত্র পাশ—“ভূবিপার্শো” ৫ পাশী বকণ উপাসকেব  
সকলপ্রকার পাশ (বন্ধন) ছেদন করেন—

উদুত্তমং বকণ পাশমস্মদবাসমং বি মধ্যমং শ্রথায়।

তথা বয়মাদিত্য ব্রতে ভবানাগসো অদিত্যে স্যাম ৬

—হে বকণ! আমাব উপবেব পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যব পাশ  
শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে হে অদিত্যগুহ। আমবা তোমাব ব্রত না করিয়া  
পাপবহিত হইয়া থাকিব। ৫

উদুত্তমং সৃষ্টি নো বি পাশং মধ্যমচ্চ ৭

—আমাদিগেব উপবেব পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যব পাশ খুলিয়া  
দাও, যেন আমবা জীবিত থাকি। ৬

১ হাত্যমহাভাষ্য—১৫৭০

২ পুতগণ ভাঃ—২২২১

৩ বৃহেদ—৭৮১৭

৪ অম্ববাদ—ব্রহ্মসংহত দ্রষ্ট

৫ বৃহেদ—৭১৫১

৬ ঐ —৭১৫১

৭ ১ম দ—১২৫১৫

৮ অম্ববাদ—ব্রহ্মসংহত দ্রষ্ট

৯ বৃহেদ—১২৫১৫

১০ অম্ববাদ—ব্রহ্মসংহত



মিত্র, বকণ এবং অৰ্ঘমা—তিনজনেই অদিতিব পুত্র ।

ইমে চেতারো অনুতস্য ভূবোর্মিত্রো অৰ্ঘমা বকণো হি সন্তি ।

ইম ঋতস্য বাবুধুর্ভবোণে শম্মাসঃ পুত্রা অদিতেবদক্কা ॥<sup>১</sup>

—মিত্র, অৰ্ঘমা ও বকণ প্রভূত পাপেব হস্তা, ইহাবা স্বথকব ও হিংসা বহিত এবং অদিতিব পুত্র, ইহাবা যজ্ঞেব গৃহে বর্ষিত হন ।<sup>২</sup>

স নো বিশ্বাহা ঋক্ৰতুবাচিত্যঃ স্থপথা কবৎ ॥<sup>৩</sup>

—সেই শোভনকর্মা অদিতিপুত্র (বকণ) আমাদিগকে সকল দিনই স্থপথগামী ককন ।<sup>৪</sup>

মিত্র, বকণ ও অৰ্ঘমা জলেব নেতা :

বকণোর্মিত্রো অৰ্ঘমা বুধমুতস্য বখ্যাঃ ।<sup>৫</sup> —হে মিত্র, বকণ ও অৰ্ঘমা, তোমরা জলেব নেতা ।

মিত্র ও বকণ বৃষ্টি প্রাদাতা :

ঋতস্য গোপাবসি তিষ্ঠতো বখং সত্যধর্মাণা পবমে ব্যোমনি ।

যমত্র মিত্রাবকণা বখো যুবং তর্শে বৃষ্টির্মধুমং পিষতে দিবঃ ॥<sup>৬</sup>

—হে বাসিবক্ষক সত্যধর্মী মিত্র ও বকণ । তোমরা স্বর্গেব অত্যাশ্রিত প্রদেশে অধোপবি আরোহণ কব । এই যজ্ঞে তোমরা যে যজমানকে বক্ষা করিতেছ, বৃষ্টি স্বর্গ হইতে, তাঁহাব উদ্দেশ্যে হুমধুম বাসিবর্ষণ কবে ।<sup>৭</sup>

বাচঃ স্থমিত্রা বকণাবিবাবতীং পর্জন্যশ্চিদ্ভাং বদতি দ্বিবীমতীং ।

অত্রা বলত মকতঃ স্থমায়যা দ্যাং বর্ষতমকণামবেপসম্ ॥<sup>৮</sup>

—হে মিত্র ও বকণ । (তোমাদিগেবই অল্পগ্রহে) মেঘ অল্পসাধক, প্রভাব্যজ্ঞক, বিচিত্র গর্জনধ্বনি করিতে থাকে, মকংগণ নিজ প্রজাবলে মেঘসকলকে স্যাকৃকপে বক্ষা করেন এবং (তাঁহাদিগের সহিত) তোমরা উভয়ে অকণবর্ণ ও নিম্পাপ আকাশ হইতে বৃষ্টি পাতিত কব ।<sup>৯</sup>

বৃষ্টিং স্থপ্রতঃ জীবদান্ ।<sup>১০</sup> —হে দ্বিপ্রদানকাবিদ্বষ, তোমরা বৃষ্টি স্থজন কর ।

নীচীনবাসঃ বকণঃ কবন্ধঃ প্রসসর্জ বোদসী অন্তবিক্ষম্ ।

ভেন বিশ্বস্ত ভুবনস্ত বাজা যবং ন বৃষ্টির্হ্যানান্তভূম ॥<sup>১১</sup>

১ কথেন—৭৬০।৫

২ অনুবাদ—ভদ্রব

৩ ঋগ্বেদ—১।২৫।১২

৪ অনুবাদ—ভদ্রব

৫ ত্রি —৭।১৩০।১২

৬ ভদ্রব—৫।৬৩।১

৭ অনুবাদ—ভদ্রব

৮ ঋগ্বেদ—৫।৬৩।১৩

৯ অনুবাদ—কদম্বচন্দ্র দত্ত

১০ ঋগ্বেদ—৫।৬২।১০

১১ ঋগ্বেদ—৫।৬৫।১৩

—বৰুণদেব। মেঘকে অশোদেশে সচ্ছিন্ন কৰিবা জ্বাপুৰ্ণিবা এবং অন্ত-  
বীক্ষেব দিকে প্ৰেৰণ কৰেন। অৰ্থাৎ মেঘনিঃসৃত জলে সৰ্বলোক পৰিপূৰিত  
কৰেন, বৃষ্টি য়েবপ যবাদি শস্ত সিক্ত কৰে, সমগ্ৰ ভুবনেব বাজা বৰুণ সেইকণ  
ভূমিকে সৰ্বতোভাবে সিক্ত কৰেন।<sup>১</sup>

প্ৰসীমাদিত্যো অশ্বজ্বিধৰ্তা স্বতঃ সিদ্ধবো বৰুণস্ত যন্তি।

ন শ্ৰাম্যন্তি ন বি মুচ্যন্তোতে ববো ন পশ্চুব্ধযা পবিজ্জন্মন্।<sup>২</sup>

—জগতেব ধাবক অধিতিব পুত্ৰ (বৰুণ) প্ৰকৃষ্টৰূপে জল সৃষ্টি কৰিযাছেন।  
বৰুণেব মহিমায নদীসকল প্ৰবাহিত হয়, উহাবা বিশ্ৰাম কৰে না, নিবৃত্ত হয় না।  
ইহাবা পক্ষাদিগেব জায় বেগে ভূমিতে গমন কৰে।<sup>৩</sup>

বদংপথো বৰুণঃ সূৰ্য্যাব প্ৰাৰ্ণাংসি সমুদ্ৰিষা নদীনাম্।<sup>৪</sup>

—এই বৰুণদেব সূৰ্য্যেৰ জন্ত পথ প্ৰদান কৰিযাছেন, নদীসকলকে অন্তবীক্ষভব  
জল প্ৰদান কৰিযাছেন।<sup>৫</sup>

মিত্ৰে ও বৰুণ নদী বা সমুদ্ৰেব অধিপতি—“সিদ্ধুপতি।”<sup>৬</sup> বৰুণ স্বদেব  
অৰ্থাৎ কন্যাগকাবী দেবতা, কাবণ তিনি সপ্ত সিদ্ধুব অধিপতি—“স্বদেবো অসি  
বৰুণ যন্ত তে সপ্তসিদ্ধবঃ।”<sup>৭</sup>

ভূমি, দ্যলোক এবং দুই সমুদ্ৰ (আকাশ ও সাগৰ) বৰুণেব অধিকাৰে :

উতেষং ভূমিবৰুণস্ত রাজ্যঃ উতাসৌ জ্যোৰ্বৃহতী দুবে অন্তা।

উতো সমুদ্ৰৌ বৰুণস্ত কৃষ্ণী উতান্নিন্নল উদকে নিলীনঃ।<sup>৮</sup>

—এই ভূমি রাজ্য বৰুণেব, নিকবৰ্তী এবং দূৰস্থ বিশাল দ্যলোক তাঁবই এবং  
দুই সমুদ্ৰ তাঁৰ দুই কৃষ্ণী (উদবেব দুইপাশ) আবার অন্ন জনেও তিনি আছেন।

বৰুণেব সহস্ৰচক্ষু—“বৰুণ উগ্ৰঃ সহস্ৰচক্ষাঃ।”<sup>৯</sup>

ঐতৰেষ ব্ৰাহ্মণে (৭।২) হবিশ্চন্দ্ৰ বাজ্যাব উপাখ্যান বিবৃত হয়ছে। এই  
কাহিনী অল্পসারে রাজ্য হবিশ্চন্দ্ৰে বাজ্য বৰুণেব কাছে পুত্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে পুত্ৰ লাভ  
কৰেছিলেন। পুত্ৰেৰ নাম হয়েছিল বোহিত। বোহিত বড় হলে বৰুণ হবিশ্চন্দ্ৰকে  
বললেন, পুত্ৰ বলি দিযে তাঁৰ উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন কৰতে। বোহিত অৱণ্যে  
পলাষন কৰলে হবিশ্চন্দ্ৰ বৰুণেৰ কোপে উদগ্নি বোগে আক্ৰান্ত হলেন—তাঁব উদব

১ অনুবাদ—অমবেবৰ ঠাকুৰ

২ ধৰ্ষেদ—২।২৮।৪

৩ অনুবাদ—ব্রমেশচন্দ্ৰ দত্ত

৪ ধৰ্ষেদ—৭।৮।১১

৫ অনুবাদ—ব্রমেশচন্দ্ৰ দত্ত

৬ ধৰ্ষেদ—৭।১৪।২

৭ ঐ —৮।১৩।১২

৮ অথৰ্ব—৪।৪।১৬।৩

৯ ঐ —৭।৩৪।১০

জলে স্নাত হয়ে উঠলো। ইন্দ্রের নির্দেশে রোহিত ছয় বৎসর গ্রামে অবশ্যে প্রান্তরে পবিত্রকরণ করে অজীর্গত মুনিব পুত্র সুনঃশেক্কে সহস্র মূদ্রায় কিনে নিয়ে পিতাব কাছে এলেন। সুনঃশেক্ বরুণের কৃপায় বক্ষা পেলেও যজ্ঞ সম্পাদন কবে হবিশ্চন্দ্র বোগমুক্ত হযেছিলেন।

এই কাহিনীতে দেখা যায়, বরুণের কোণে উদবি বোগ হয় ও তুষ্টিতে উদবি বোগ নিবাস্য হয়। স্ততরাং বৈদিক বরুণ সর্বপ্রকাব জলের কর্তা ও অধীশ্বর, পূবাণে-কাব্যেও বরুণ জলাম্বিপতি পাশী। পর্ববৈদিক যুগে বরুণের প্রাধান্য হ্রাস পেয়েছে। অনাবৃষ্টির দুঃখ দ্ব কবাব জন্যই কখনও কখনও বরুণপূজাব অন্তর্ধান আজও হিন্দু সমাজে প্রচলিত। কিন্তু দুর্গা কালী বিষ্ণু শিব ইত্যাদিৰ মত বরুণ-পূজা একালে প্রায় বিলুপ্ত।

বরুণের স্বরূপ আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই মনে হয় যে ইন্দ্র অগ্নি ও সূর্যের সঙ্গে বরুণের গুণকর্মের সাধর্ম্য এতই প্রকট যে বরুণকে উক্ত দেবতাজন্ম থেকে পৃথক্ কল্পনা অতুচিত। বরুণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্র ও অর্ঘ্যাত সূর্যই অথবা সূর্যের অংশ। ইন্দ্রের সূর্যকপতা পূর্বেই আলোচিত হযেছে। গভীর বিচাব বিশ্লেষণে বরুণকেও সূর্যায়ি ভিন্ন অত্র কোন রূপে গ্রহণ কবা সম্ভব নয। বিভিন্ন পণ্ডিত বরুণকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা কবেছেন। Maodonelli-এব মতে বরুণ আকাশ। তাঁৰ অভিমত : "This according to the generally received opinion, is the encompassing sky...conception of the Sun as eye of heaven is sufficiently obvious. on the other hand the palace of the Varuna in the highest heavens and his connection with rain are particularly appropriate to a diety originally representing the vault of heaven Finally, no natural phenomenon would be so likely to develop into a Sovereign ruler as the sky...This development has indeed actually taken place in the case of Zeus (=Dyaus) of Hellenic Mythology"<sup>১</sup>

অপব একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বরুণের সঙ্গে গ্রীক্ দেবতা উবনন্-এব (Ouranos) সঙ্গে তুলনা কবে বরুণকে সর্বব্যাপী আকাশ বলে গ্রহণ কবেছেন।

"Similar to Ouranos (G. K.) 'the universal encompasser, the all embracer,' one of the oldest of the Vedic deities, a

personification of all-investing sky, the maker of the universe, king of gods and men, possessor of illimitable knowledge..."

আব একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহুদীদেব জেহোবায় সঙ্গে বরুণের তুলনা করেছেন। এঁর মতে বরুণ চন্দ্র অথবা চন্দ্রসম্পর্কিত দেবতা, কাবশ মিত্র (সূর্য) ও বরুণ একত্রে স্থত হয়েছেন। "It has been suggested that he was originally a lunar deity, which explains his association with Mitra, who was a Sun god."

"Hence Semetic god was often thought of as king who might be surrounded by a court and then became the head of a pantheon of inferior deities, but also might be thought of as tolerating no rivals. This latter conception when combined moral earnestness gives us Jehovah, who resembles Varuna except that Varuna is neither jealous nor national."<sup>১</sup>

ম্যাকডোনেস বরুণ ও আবিস্তাব অহুব সম্ভ্রূকে একই দেবতা বলে গণ্য কবেছেন : "It has already been mentioned that Varuna goes back to the Indo-Iranian period, for Ahura Mazda of the Avesta agrees with him in character."<sup>২</sup>

অধ্যাপক Maxmuller বরুণের সঙ্গে গ্রীক দেবতা Uranos-এর তুলনা করে বরুণকে নৈশ আকাশ বলে সিদ্ধান্ত কবেছেন : "Uranos in the language of Hesiod, is used as a name for the sky....It is said twice that Uranos covers everything and that when he brings everything and that when he brings the night, he is stretched out everywhere embracing the earth....Uranos is in the Sanskrit Varuna, and is derived from a root Var, to cover, Varuna being in the Veda also a name of the firmament, but especially connected with the night and opposed to Mitra, the day."<sup>৩</sup>

অধ্যাপক Oidenberg-এর মতে মিত্র দিবাভাগের অধিপতি সূর্য ও বরুণ রাত্রির অধীশ্বর চন্দ্র।

এই সব বিভিন্ন মতবাদেব মধ্য থেকে বরুণদেবের স্বরূপ নির্ণয় কবতে হলে

১ Classical Dictionary of Hindu mythology, Dowson—page 336

২ Sir Charles Eliot—Hinduism & Buddhism, vol. I, page—60-61

৩ Vedic Mythology—page 28

৪ Chips from a German workshop, vol. II, page 68

বকণ শব্দের অর্থ জানা প্রায়োজন। বকণ শব্দের অর্থ কি? যাস্ক বলেছেন, “বকণো বৃণোতীতি সতঃ।”<sup>১</sup> —আচ্ছাদনার্থক বৃ ধাতু থেকে বকণ শব্দ নিস্পন্ন। হৃতবাং বকণ শব্দের অর্থ যিনি আবৃত বা আচ্ছাদিত করেন। মেঘদ্বাৰা আকাশ আবৃত করেন বলেই এই দেবতাব নাম বকণ।

সাঘনাচার্য বকণকে বাজ্রিৰ অধিষ্ঠাতা দেবরূপে ব্যাখ্যা করেছেন, কাবণ অন্ধকাব কপ জাল বকণ পবিব্যাপ্ত করেন : “বকণঃ বৃণোতীতি সৰ্বং জগৎ নিগ্রহীতুং পাশজালেন ব্যাপ্তোতীতি বকণো বাজ্র্যভিমানী দেবঃ। তথা চ ঋষতে—‘যে চ তে গত্য বকণ সহস্রং যজিষাঃ পাশা বিততাঃ পুন্ড্রা ( আপঃ শ্রোতঃ ৩।১।৩।১ ), উদুন্তমং বকণ পাশমস্মাদ বাধসং বি মধ্যম জ্ঞায (ঋক্ সং ১।২৪।১৫) ইতি চ।”<sup>২</sup>

(অস্যার্থঃ) বকণ বৃ ধাতু নিস্পন্ন, সকল জগৎকে নিগৃহীত করার জন্য পাশ-জালের দ্বাৰা ব্যাপ্ত করেন, সেইজন্য বকণ বাজ্রিৰ দেবতা। আপত্তি স্বরূপে শ্রোত হুত্রে বলা হয়েছে,— “হে বকণ, তোমাব যে শতসহস্র যজ্ঞসম্বন্ধী পাশ আছে সেগুলি বহুভাবে বিস্তৃত আছে।’ ঋগ্বেদেও বলা হয়েছে, ‘হে বকণ, তোমাব উর্ধ্ব’, অর্থে ও মধ্যস্থানে বিস্তৃত পাশ থেকে মুক্ত কর’।”

কুঙ্কযজুর্বেদে দিবা মিত্রেব সঙ্গে সম্পর্কান্বিত আব বাজ্রি বকণেব সংগে সংযুক্ত —“বৃষ্টিকামে। মৈত্রং বা অহর্বকশী বাজ্রিবহোরাত্রাত্যাং খলু নৈ পর্জন্যো বর্ষতি।”<sup>৩</sup> বৃষ্টিকামনায মৈত্র দিনে, বকণ বাজ্রে ও পর্জন্য দিনে-বাজ্রে বর্ষণ করেন। সাঘনাচার্য অথর্ববেদের ২।৪।২৮।২ মন্ত্রেব ভাষ্যে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ থেকে একটি উদ্ধৃতিদিয়ে বলেছেন, “মিত্রঃ অহবভিমানী দেবতা বকণঃ বাজ্র্যভিমানী। মৈত্রং বা অহঃ বাবগী বাজ্রিঃ।”<sup>৪</sup> —মিত্র দিনেব অধিষ্ঠিত দেবতা ও বকণ বাজ্রিৰ দেবতা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে, দিন মিত্রসম্পর্কিত এবং বকণ বাজ্রি সম্পর্কিত।

আচার্য যোগেশচন্দ্র বায় বলেন, “বৃ ধাতু আবরণ হইতে বকণ শব্দ নিস্পন্ন। তিনি অন্তবীক্ষকে মেঘ দ্বাৰা আবৃত করেন।”<sup>৫</sup>

মিত্র দিনের দেবতা ও বকণ বাজ্রিৰ দেবতা হলে উভবেই সূর্যরূপে গ্রহণ করতে হয়। দিন ও বাজ্রিৰ কৰ্তা সূর্যই। আকাশকে মেঘাবৃত করেন সূর্যই। সূর্যবান্ধি মেঘের সৃষ্টিকৰ্তা। অন্ধকাব অথবা মেঘই বকণেব পাশ জাল।

১ নিবৃত্ত—১।১।৩।৮

২ অথর্ববেদের ১।৩।১ মন্ত্রের ভাষ্য

৩ কুঙ্ক যজুঃ—২।১।১।৮

৪ ভৈঃ ব্রাঃ—১।৭।১।১

৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্ণিকাল

বকণ যে সূর্য অথবা সূর্য্যগ্নি তা স্বয়ংদেব বহুস্থানেই স্পষ্টভাবে কথিত হইছে ।  
মিত্র ও বকণ সূর্যমণ্ডলেই বসবাস করেন ।

ঋতেন ঋতমপিহিতং ধ্রুবং বাৎ  
সূর্যস্য যত্র বিমুচন্ত্যস্থান্ ॥<sup>১</sup>

—সূর্যের সত্যধরুণমণ্ডল জল (অথবা মত) দ্বারা যথার্থই আবৃত,—যে সূর্য  
মণ্ডলে তোমাদেব (মিত্র ও বকণের) অবস্থিতি । যেখান থেকে ঋত্বিক্গণ অধরুণকে  
(সূর্যরশ্মি) বিমুক্ত করেন ।

সূর্য মিত্র ও বকণের চক্ষু—“চক্ষুর্মিত্রস্য বকণস্যাগ্নেঃ ॥”<sup>২</sup>

উদ্বাৎ চক্ষুর্বকণ স্ত্রুগ্নতীকং দেবয়োবেতি সূর্যস্ততস্থান্ ॥<sup>৩</sup>

—(হে মিত্র!) হে বকণ । তেমবা দেবতা, তোমাদেব চক্ষুর্বকণ শোভন রূপ  
বিশিষ্ট সূর্য (তেজ) বিস্তার করতঃ উদ্ভিত হইতেছেন ।<sup>৪</sup>

উদ্বতি স্ত্রুগ্নো বিশ্বচক্ষাঃ সাধাবণঃ সূর্যো মাহুবানান্  
চক্ষুর্মিত্রস্ত বকণস্ত দেবশ্চর্যেব যঃ সমবিব্যক্তমানসি ॥<sup>৫</sup>

—স্ত্রুগ্ন সর্বদর্শী মহুস্ত্রুগণের সাধাবণ মিত্র ও বকণের চক্ষুর্বকণ দ্ব্যতিমান  
সূর্য উদ্ভিত হইতেছেন । ইনি চর্যেব ন্যায় তমোরাশি সংবেষ্টিত করেন ॥<sup>৬</sup>

কখনও পাবক ( অগ্নি অথবা সূর্য ) বকণের চক্ষুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন ।

যেনো পাবক চক্ষুস্ত ভুব্যস্তং জনা অহু ।

ঋৎ বকণ পশ্যসি ॥<sup>৭</sup>

—হে পাবক, যে চক্ষু দ্বারা তুমি জনগণের অধ্যস্থিত যজমানকে দর্শন কবে  
থাক, হে বকণ, সেই দৃষ্টিতে (আমাদেব) দর্শন কবে ।

বকণ সূর্যের পথকর্তা ।<sup>৮</sup> তিনি হিবগ্নব দোলাব মত সূর্যকে আকাশে স্থাপন  
করেছেন :

গৃৎসো বাজা বকণশ্চক্র এভং দ্বিবি প্রোৎখং হিবগ্নয়ং গুভে কন্ ॥<sup>৯</sup>

—স্ততিযোগ্য বাজা বকণ অন্তবীক্ষে হিবগ্নব দোলাব ন্যায় সূর্যকে দীপ্তিব জন্য  
সৃষ্টি কবিয়াছেন ।<sup>১০</sup>

বকণ সমুদ্রেরও সৃষ্টিকর্তা :

অব সিদ্ধুঃ বকণো দৌবিব স্থাৎ ॥<sup>১১</sup>

১ ঋগ্বেদ—১।৩।৬২

২ ঋগ্বেদ—১।১১।১১

৩ ঋগ্বেদ—৭।৬।১১

৪ অনুবাদ—অমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঐ —৭।৬।৩১

৬ অনুবাদ—অমেশচন্দ্র দত্ত

৭ ঋগ্বেদ—১।৫।১৬

৮ ঐ —৭।৮।৭।১

৯ ঋগ্বেদ—৭।৮।৭।৫

১০ অনুবাদ—তদেব

১১ ঋগ্বেদ—৭।৮।৭।৬

—বরুণ আকাশের ন্যায় সমুদ্রকেও স্থাপিত করেছেন।

বতকগুলি ঋকৃ থেকে বরুণকে স্বর্ষবর্ণে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এরাই ঋকৃ বলা হয়েছে যে বরুণ সোনার পোবাক পরিহিত, তাঁর দেহ থেকে রশ্মি বিনির্গত হয়।

বিভ্রদ্ভাপিং হিবণ্যং বরুণো বস্ত নির্নিজ্রং

পবিস্পশো নি বেদিয়ে ১১

বরুণ স্বর্ষবর্ণে পবিস্পর্শ ধারণ করিয়া আপন পুষ্টি শরীর আচ্ছাদন করেন, হিবণ্য-স্পর্শা রশ্মি চাবিদিকে বিস্তৃত হয়। ১১

স্বর্ষব মত মিত্র ও বরুণ স্বর্ষবর্ণের রূপে আবোহণ করে অস্ত্রবীক্ষণকে বিচরণ করেন :

হিবণ্যকপমুবলো ব্যুষ্টাবয়ঃ স্তৃণমুদিতা স্বর্ষস্ত।

আবোহণো বরুণ মিত্রগর্ভঃ তচ্চন্দ্রাথে আদিতিং দিতিং চ ১২

—হে মিত্র ও বরুণ। তোমরা প্রত্যয়ে স্বর্ষবর্ণে হইলে গৌহবীলক সমন্বিত স্বর্ষবর্ণটিত রূপে আবোহণ কর এবং তথা হইতে অদিতি ও দিতিকে অবলোকন কর। ১২

ঋতস্ত গোপাদশি তিষ্ঠথে। বরুণ সত্যধর্মাণা পবয়ে ন্যোমনি। ১৩

—হে বাবিরক্ষক, সত্যধর্মী মিত্র ও বরুণ। তোমরা স্বর্গের অত্যন্ত প্রদেশে বসোপরি আবোহণ কর। ১৩

স্বর্ষের সাবধি যেনন অক্ষর বা অক্ষর, ইন্দ্রেব সাবধি মাতলি, বিস্ময় বাচন গনড, বরুণেরও তেমনি স্বর্ষপক্ষ দূত আছে—হিবণ্যপক্ষ বরুণস্ত দূতম্ ১৪

বরুণ স্বর্ষরূপে নাসাদিকাল বিভাগ নিরূপণ করেন।

বেদ নাসো গুত্বততো কদ্রণ প্রজান্তঃ।

বেদা য উপজ্জাবতে ১৫

—যিনি গুত্বত হইয়া স্ব স্ব বলোৎপাদী দ্বাদশ নাস জানেন এবং (অপর ত্রয়োদশ নাস) [মলনাস] উপন্ন হন, তাহাও জানেন। ১৫

গুপ্ত নাস বিভাগ নয়—কত বিভাগেরও কর্তা বরুণ :

১ ৮৫৫—১০৫১৫

২ অস্ত্রবাদ—ব্রহ্মচর্য পুস্ত

৩ ৮৫৫—৫,১৩ ৮

৪ অস্ত্রবাদ—ব্রহ্মচর্য পুস্ত

৫ ৮৫৫—৫,১৩ ৮

৬ অস্ত্র

৭ ৮৫৫—১০,১২ ৩,৫

৮ ৮ —১০,৫,৭

৯ ৮

বি যে দধুঃ শরৎ মাসমাদহর্বক্ষমজুং চাদৃচ ।

অনাপাং বরণো মিত্রো অর্ঘমা ক্ষত্র্য বাজান আশত ॥<sup>১</sup>

—ঐহারা শরৎ মাস, দিন, যজ্ঞ, বাত্রি ও ঋকৃ সৃষ্টি কবিষাছেন, সেই বরণ, মিত্র ও অর্ঘমা শোভমান হইয়া অপ্রাপ্ত বল লাভ কবিষাছেন ।<sup>২</sup>

বরণ ও তাঁব সহযোগী দেবত্ব কখনও কখনও যজ্ঞায়িকপেও প্রতিভাত । তাঁবা একই সঙ্গে সূর্য, বিদ্যা ও অগ্নিকপে ত্রিঙ্গগতে প্রকাশিত হন ।

বহবঃ সূর্যচক্ষসোহগ্নিজিহবা স্বতাবুধঃ ।

ত্রীণি যে য়েবর্বিদথানি ধীতিভির্বিধানি পবিভূতিভিঃ ॥<sup>৩</sup>

—মহান্ সূর্যেব জ্ঞান দীপ্ত, অগ্নিজিহ্বা, যজ্ঞবর্বক যে (মিত্রাদি) তিন ব্যাপ্ত স্থান পবিভব কবিষা বর্গদ্বাবা প্রদান কবেন ।<sup>৪</sup>

স্বং বিগন্ত মেধির দিবশ্চ গাশ্চ বাজসি ।

স যামনি প্রতি শ্রুধি ॥<sup>৫</sup>

—হে মেধাবী বরণ ! তুমি ছ্যালোকে, ভুলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান বহিষাছ, আমাদিগেব ক্ষেমপ্রাপ্তিব জন্ত প্রার্থনা শ্রবণান্তব তুমি উত্তর দান কব ।<sup>৬</sup>

বরণের আদেশেই চন্দ্র প্রদীপ্ত হন ।<sup>৭</sup> অতএব বরণ ত্রিলোকস্থিত ত্রিগুণাত্মক সূর্য-বিদ্যা-অগ্নিকপী মহান্ দেবতা ইজাদি বৈদিক দেবগণের সঙ্গে অভিন্ন । নিকন্তেব টাঁকাব (.২।২।) অমবেব ঠাকুর লিখেছেন, “এখানে বরণ ছাছান—বশ্মিজ্ঞান সমাবৃত আদিত্য ।”<sup>৮</sup> আচার্য যোগেশচন্দ্র বাবেব মতে বরণ বর্ষাঋতুর আদিত্য ।<sup>৯</sup>

পূর্বেই দেখেছি, বরণ সমুদ্রের দেবতা । সূর্যায়িকপী অগ্নি সমুদ্রের আধিপত্য পান কিভাবে ? এ বিষয়ে Maedonell-এব বক্তব্যটি প্রশ্নধানযোগ্য । তিনি বলেছেন, “It is rather aerial waters that he is ordinarily connected with Varuna, ascends to heaven as a hidden ocean.”<sup>১০</sup>

বরণ বা সূর্য, যিনি আকাশকে আবৃত করেন, প্রথমে ছিলেন আকাশ-সমুদ্রের অধিপতি । বৈদিক ঋষিকবি আকাশকেও নীলসাগরের সাদৃশ্বে সমুদ্ররূপে বর্ণনা কবেছেন । আকাশ-সমুদ্রের বাজা পবে হলেন মর্ত্যলোকেব সমুদ্রের অধীশ্বর ।

১ ঋগ্বেদ—৭।৬।১১

২ অনুবাদ—ব্রহ্মচন্দ্র দত্ত — ৩ ঋগ্বেদ—৭।৬।১০

৪ অনুবাদ—ব্রহ্মচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১।২৫।২০

৬ অনুবাদ—ব্রহ্মচন্দ্র

৭ ঋগ্বেদ—১।২৪।১০

৮ নিকন্ত—(ক বি)—পৃঃ ১৩০৬

৯ বেদেব দেবতা ও কৃষ্টিকাশ—পৃঃ ২৩

১০ Vedic Index, page 27



অধ্যাপক Westergaard লিখেছেন, “In the Zend word Varena Corresponds also etymologically, on the hand, to the Greek Ouranos and on the other, to the Indian Varuna, a name which in the Vedas is assigned to the god who reigns in the farther regions of the heaven, where air and sea are, as it were blended ; on which account he has, in the later Indian Mythology, become god of the sea, whilst in the Vedas he appears first as the mystic lord of the evening and night.”<sup>১</sup>

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসেব অভিমতেও বরুণ প্রথমে ছিলেন আকাশ-সমুদ্রের অধিপতি, পরবর্তীকালে তিনি হয়েছিলেন জলধিব অধীশ্বর ।

“Varuna became exclusively the Lord of the Ocean in a much later age after civilisation had far advanced and conditions of Aryan life also had considerably changed. His seat was probably transferred from the sky and the aerial ocean below at the time when Indra first appeared on the scene and usurped a great many of Varuna's functions”<sup>২</sup>

ডঃ দাস স্পষ্টভাবে না বললেও, আকাশেব অধীশ্বর বরুণ যে সূর্যই তা বুঝতে অস্বীকার হয় না । ডঃ দাসেব মতে ইন্দ্র ও বরুণ একই দেবতা—বরুণ প্রাচীনতর । পরে ইন্দ্র বরুণেব স্থলাভিষিক্ত হতে থাকেন—প্রথমে বরুণ ও ইন্দ্র একত্রে স্তবত হয়েছেন, পরে দুইজনে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে গেছেন এবং বরুণেব প্রাধান্ত ইন্দ্র গ্রহণ করেছেন ।<sup>৩</sup>

বংশচন্দ্র দত্তও অল্পকণ অভিমত প্রকাশ করেছেন : “বরুণ যে ইন্দ্র অপেক্ষা পুরাতন দেব তাহাতে সন্দেহ নাই, কেননা বরুণের নাম হিন্দুদিগেব বেদে, ইবাণীষ-দিগেব ‘আবেস্তায়’ এবং গ্রীকদিগেব ধর্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, ইন্দ্র কেবল হিন্দুদেব পূজ্য । এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বরুণ দ্বাৰা জ্ঞাত প্রাচীন আৰ্যদিগেব পদম উপাশ্র দেব ছিলেন, পরে ইন্দ্রেব দ্বারা পদচ্যুত হইলেন ।”<sup>৪</sup>

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস বরুণেব ক্রমবিবর্তনেব একটি চিত্র তুলে ধরেছেন । “The god Varuna was, therefore, (1) darkness, which covers the earth at night, (2) clouds or waters of the aerial ocean

১ Quoted in Muir's O S T , vol V—page 75, translated by spiegel.

২ Rgvedic culture, page 84

৩ Rgvedic culture, page 84-86

৪ সূর্যদেব বঙ্গানুবাদ, ১ম পৃঃ ৫৫, ১২৫১৩ ককোর ঢাকা

which cover the sky, (3) the sky with millions of glittering stars, which cover the earth at night and (4) waters which covers the sky.”<sup>১</sup>

অধ্যাপক Bloomfield-এর মতে বরুণ আকাশ দেবতা—প্রাগ্‌বৈদিক যুগে ইন্দো-ইউরোপীয়দেব উপাস্ত দেবতা। “Sanskrit Varuna is Indo-European. Uro-nos...It shows that Varuna belongs not only to the Indo-Iranian (Aryan) time but reaches back to the Indo-European time, and that he represents on the impeccable testimony of Ouranos, some aspect of the heavens, probably the encompassing sky, in accordance with the stem Uoru, which is its essential element.”<sup>২</sup>

কিন্তু ডঃ দাস যথার্থই বলেছেন যে বরুণ নামটি আর্যভূমি সপ্তসিদ্ধ থেকেই নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।<sup>৩</sup>

বরুণ ইন্দ্র অপেক্ষা প্রাচীনতর কিনা নিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। কিন্তু বরুণ ও ইন্দ্র যে একই দেবতা অথবা একই দেবতার দুই পৃথক্ সংজ্ঞা এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বরুণ বাজ্রিও নন, চন্দ্রও নন। সূর্যের যে শক্তি আকাশকে আবৃত করে অন্ধকার অথবা মেঘের জালের দ্বারা, সেই শক্তিই বরুণ নামে অভিহিত। আর সেই মেঘ বা অন্ধকারকে ভেদ করার যে শক্তি সেই শক্তিই ইন্দ্র। সেইজন্যই ইন্দ্র পূর্বদিকেব অধিপতি ও বরুণ পশ্চিমের অধিপতিকপে পূর্বাধিপতিতে প্রসিদ্ধ। পূর্বাধিপতি ইন্দ্র ও বরুণ পৃথক্ সত্তা লাভ করেছেন—ইন্দ্র হয়েছেন দেবতাদের রাজা আর বরুণ হয়েছেন জলাধিপতি। প্রথমে তিনি ছিলেন আকাশ সমুদ্রের রাজা বা অধিপতি পরে হলেন পার্থিব সমুদ্র বা জলের অধিপতি।

বরুণের পূজা বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও কোন সময়ে বরুণের মূর্তিপূজার প্রচলন অবশ্যই ছিল। কাবণ পুর্বাধিপতি প্রতীমালক্ষণ বর্ণনার বরুণেরও প্রতীমা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিভুজং হংসপৃষ্ঠস্থং দক্ষিণেনাভয়প্রদং ।

বামেন নাগপাশং ভং নদীনাগাদিনং যুতম্ ॥<sup>৪</sup>

১ Rgvedic culture—page 16

২ The religion of the Vedas (1908), page 136-37

৩ Rgvedic culture, page—90-91

৪ অগ্নিসংহিতা—৩৯০

—দ্বিত্ব হংসারোহী, দক্ষিণহস্তে অভয়মূদ্রা, বামে নাগপাশ নদী ও নাগ-  
সংযুক্ত ।

বরুণঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পাশহস্তং মহাবলম্ ।

শঙ্খফটিকবর্ণাভং সিতহারাদ্বারাবৃতম্ ॥

বাবাসনগতং শাস্তং কিবীটান্ধদধারিণম্ ।<sup>১</sup>

—বরুণের আকার বলছি, তিনি পাশহস্ত, মহাবলশালী, শঙ্খ ও ফটিকেব  
মত শুভ্রবর্ণ, শুভ্রহাব ও বস্ত্র পরিহিত, মৎস্ত আসনে উপবিষ্ট, শাস্ত এবং ক্রীড়া  
ও অন্ধদধারী ।

বরুণো ধবলো জিহ্বাঃ পুংস্বো নিয়গাধিপঃ ।

পাশহস্তো মহাবাহুস্তনৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥<sup>২</sup>

বরুণেব বাহন শিশুমার :

কত্বকর্ণমলোদ্ভুতং গ্রামং জগধিসংজ্ঞকম্ ।

শিশুমাংস দিব্যাগতিং বাহনং বরুণস্ত চ ॥<sup>৩</sup>

—বরুণের কর্ণমাল থেকে জাত গ্রামবর্ণ জগধিনামে দিব্যাগতি শিশুমাংস বরুণেব  
বাহন ।

গ্রামবর্ণ দিব্যাগতি শিশুমার কি আকাশেব মেঘ ? জলের অধিপতি হওয়ার  
জ্যাই ঠাঁস, মৎস্ত বা মকর, শিশুমাংস প্রভৃতি বরুণেব বাহন । কিন্তু পক্ষগীষ এই  
যে আকাশ-সাগবেব অধীশ্বর সূর্যকেই হংস, মৎস্ত বা মকর শিশুমাংস প্রভৃতি বিভিন্ন  
সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ।

## অশ্বিনীকুমারদয়

অশ্বিনীকুমার জন্ম—অদিত্যের গর্ভে কশ্যপেব ঔরসে বিবস্বান নামে এক পুত্রেব জন্ম হয়। বিবস্বানেব তিন পত্নী—সংজ্ঞা, ব্রাজ্ঞী ও প্রভা। বৈবস্বতেন কন্যা বাজ্ঞীব পুত্র য়েবত, প্রভাৰ পুত্র প্রভাত এবং স্বষ্টী-নন্দিনী সংজ্ঞাৰ পুত্র মনু। সংজ্ঞাব অপব দুই যমজ পুত্রকণ্ঠা যম ও যমুনা। বিবস্বানেব তেজোময় রূপ অসহ্য হযে ঔঠায় সংজ্ঞা নিজ শবীর খেকে ছায়া নামী স্তন্যদ্বী বমণী সৃষ্টি কৰে ছাযাকে পতি-পুত্রেৰ পরিচৰ্চাব ভাব দিযে চলে গেলেন। ছাযাব গর্ভে সাবর্ণি, মনু, শনি এবং তপতীকে সূৰ্যদেব উৎপন্ন কবলেন। নিজ পুত্রকন্যাগণেব প্রীতি অত্যধিক স্নেহ-পাববশ্য প্রদর্শন কবতে ঋকায় যম ছাযাব প্রীতি দক্ষিণপদ উত্তোলন কবে তর্জন কবেছিলেন। ছাযাৰ অভিশাপে যমেব দক্ষিণপদ পৃথগোণিতময ক্রমিকীট অধুষিত কতে পরিণত হয়। যম পিতাব নিকট ছাযাব অভিশাপ বর্ণনা কবে তিনি যে স্নেহময়ী গর্ভধারিণী হতে পাবেন না—এসংশষ প্রকাশ কবলেন। পিতাব ববে আবোগ্যলাভ কবে যম বঠোব তপস্শাষ মহাদেবেব নিকট খেকে লোকপালস্ব, পিতৃগণেৰ আ ধপত্য এবং ধর্মার্থেৰ বিচারকস্ব অর্জন কবলেন। এদিকে বিবস্বান সংজ্ঞাৰ আচরণ অবগত হযে স্বষ্টাৰ নিকটে হাজিৰ হলেন। দেবশিল্পী স্বষ্টা জামাতাব অল্পমতি নিযে ভ্রমি যন্ত্রে বিবস্বানেব দুর্ধ্ব তেজের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন কবলেন। সংজ্ঞা তখন মকপ্রদেশে বডবাকপে বিচরণ কবছিলেন। সূৰ্যদেব ভুলোকে উপনীত হযে সংজ্ঞাব নিকটে অশ্বকপ ধাবণ কবলেন। তিনি কামার্ত হযে অশ্বীৰূপণী সংজ্ঞাব মুখে মুখ স্থাপন কবলেন। সূৰ্যেব নাসাপুট দিযে বেতঃ নির্গত হওয়াব অশ্বনীকুমাবদ্বযেব জন্ম হয়। নাসাগ্রকৃত বেতঃ খেকে জন্ম হযেছিল বলেই অশ্বনীকুমাবদ্বয নাসত্য ও দশ্ব নামে প্রসিদ্ধ হযেছিলেন।'

ততঃ স ভগবান্ গতা ভুলোকমমবাধিপঃ ।

কামযামাস কামার্তো মুখং এব দিবাববঃ ॥

অশ্বকপেণ মহতা তেজসা চ সমাবৃতঃ ।

সংজ্ঞা চ মনসা স্ফোভগমযস্তবাববস্থা ॥

নাসাপুটান্ভ্যামুৎসৃষ্টং পবোহযমিতিশংকযা ।

তদ্রেতস্ততো জাতাবশ্বিনাবিতি নিশ্চিতম্ ॥

দশৌ স্তভবান্ সংজ্ঞার্তো নাসত্যো নাসিকাগ্রতঃ । ২

— অনন্তর দেবাধিপতি ভগবান্ দিবাকর নর্তনালয়ে গমন করে কানার্ত হয়ে বিপুল তেজসমানরূপে অশ্রুপূর্ণ বারণ করে মুখ ছাঁয়াই মিলন কামনা করলেন । পর-পুরুষ আশংকাব সংজ্ঞা মনে মনে ক্ষুব্ধ এবং ভয়নিব্বল হয়ে নানারক্মনিঃসৃত রেতঃ গ্রহণ করলেন । সেই রেতঃ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন অদ্বিত্য । নানাত্রাব থেকে জন্মগ্রহণ করায় জন্ম তাঁদের নাম হোল দ্বন্দ্ব এবং নানিকাগ্রভাগ থেকে জন্মগ্রহণ করায় জন্ম তাঁরা নামভ্য নামে পবিচিত হলেন ।

দার্বাণ্ডবপূর্ণাণ্ডে (১০৬-১০৮ অঃ) অশ্রুপূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে । এখানে 'বেবল যুগা' নামের পরিবর্তে সংজ্ঞার জনকের নাম প্রজাপতি-বিষ্ণুর্দা । বিষ্ণুর্দার তনয়া সংজ্ঞা বৈবস্বত যজ্ঞ, যম ও যমী বা যমুনীর জন্মের পরে সূর্যের তেজ মচনে 'অদ্বা' হয়ে উত্তরকুরুতে বড়বারূপে কঠোর তপস্যার নিমগ্ন হয়েছিলেন ।

অগচ্ছত্বদা ভূত্বা কুরুন্ বিপ্রোত্তরাংশুভঃ ।

তত্র তেপে তপঃ সাক্ষী নিরাহাবা মহামুনে ॥

এদিকে যমের সাক্ষ্যের পরে উপোবেলে দিবাকর সংজ্ঞার তব অবগত হয়ে 'অশ্রুপূর্ণ' সংজ্ঞাব সঙ্গে মিলিত হলেন । সংজ্ঞা সূর্যকে পরপুরুষ ভ্রম করে সমুদ্র-ভাগে 'অগ্রাসব' হলে পরম্পরের নানিকা সংযোগে সূর্যের তেজ বড়বারূপে প্রবেশ করার অধিনীকুমারজন্মের জন্ম হয় ।

ততশ্চ নানিকাবোণং ত্বোত্তর্য সমেতনোঃ ।

বড়বারাধ তন্ত্বেজো নানিকাত্যং সিবস্বতঃ ।

দেবৌ তত্র সমুপস্রাবাধিনৌ ভিবজ্ঞাং বরৌ ।

নাসত্য স্রোতী তনয়াবস্বতজ্জাতিনির্গতো ।

নার্ত্তশ্চ ত্ততালোভাশ্রুপূর্ণত্বা হি ।

শিশু হৃদিবংশে প্রাপ এবই বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে :

বড়বা কপূবা সাক্ষংচবস্বতীমকুতোভয়ান্ ।

নোহিহকপেন ভগবাং স্তাং নুখে সমভাবনং ।

মৈথুনায় বিচেষ্টন্তৌ পরপুনোপশংকমা ।

সা তস্মিববস্কুলজং নানিকায়্যং দিবস্বতঃ ॥

দেবৌ তস্তামজারেতামধিনৌ ভিবজ্ঞাং বরৌ ।

নাসত্যশ্চৈব চক্ষশ্চ স্ত্রোতী তাবধিনাদিতি ॥<sup>১</sup>

— হে বাহন, অখীকপে নির্ভবে বিচরণকালে সেই ভগবান্ অখকপে তাঁর মুখে মিলিত হলেন। পরপুঙ্খশংকাষ মৈথুন নিবারণ কবতে যখন তিনি চেষ্টিত হলেন তখন সূর্যেব গুরু তাঁর নাসিকাষ নির্গলিত হোল। সেই দেবীতে বৈদ্যাশ্রেষ্ঠ অশ্বিহ্ব জন্মালেন। অশ্বিহ্ব নাসত্য এবং দশ নামে পবিচিত হলেন।

এই উপাখ্যানগুলির কোনটিতে অশ্বিহ্ব উভবেই নাসত্য এবং দশ নামে পরিচিত, কোনটিতে একজনের নাম নাসত্য এবং অপবজনের নাম দশ। কিন্তু স্বন্দপুর্বাণেব আবন্ত্যখণ্ড (৫৬ অ:) নাসত্য ও দশ ছাড়াও সংজ্ঞাব তৃতীয় পুত্র এববন্ত। এখানে অখিনীকুমারদ্বয়ের মুখ ও অশ্ব সঙ্গ।

ভতোহভুমাসিকা যোগন্তযোন্তজ সমেভবোঃ ।

নাসত্যদশৌ তনয়াববন্তৌ বিনির্গতৌ ।

দেতলোহন্তে রেবন্তঃ খঙ্গী চর্মী তমুদ্রধ্বক্ ।

অখারুচঃ সমুদ্রতন্ততো বাণধর্ম্মরঃ ॥<sup>১</sup>

— তাঁদের নাসিকাসংযোগে মিলনের ফলে নাসত্য ও দশ নামে অশ্বমুখবিশিষ্ট দুই পুত্র জন্মালেন। বীর্যেব শেষ অংশে খঙ্গচর্ম্মধারী বর্ণাবৃত অখাকট ধর্ম্মবর্ণহস্ত এববন্ত জন্মালেন।

বিষ্ণুপুর্বাণে (৩য় অংশ, ২য় অধ্যায়) এই কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। এই কাহিনীতে সংজ্ঞা বিশ্বকর্মা কন্যা। এখানে অখিনীকুমারদ্বয়ের জন্মেব পব বিশ্বকর্মা সূর্যেব তেজ শতন করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন—

সূর্যস্ত পত্নী সংজ্ঞাভূৎ তনবা বিশ্বকর্ম্মণঃ ।

মূর্ধ্বমৌ ঘর্ম্মী চৈব তদপত্যানি বৈ যুনে ॥

অসহন্তী তু সা ভতুঁস্তেজস্শাখাং যুবোজ্জ বৈ ।

ভতুঁঃ স্তম্ভষণেহরণ্যং স্ববক্ তপসে যমৌ ॥

সংজ্ঞেবমিত্যথার্ব্বক ছায়াযামান্নজজ্রযম্ ।

শর্টনশ্চবৎ মল্লঙ্কান্তং তপতীং চাপ্যজীজনৎ ॥

ছায়াসংজ্ঞা দদৌ শাপং যমায কুপিতা যদা ।

তদাস্তেযমিতে বুদ্ধিরিত্যাসীদ্ ধর্ম্মসূর্য্যবোঃ ॥

ভতো বিবর্নানাখ্যাতে তর্ষেবারণ্যসং স্থিতাম্ ।

সমাধিদৃষ্ট্য দদৃশে তামবাং তপসি স্থিতাম্ ॥

বাজীকপধৰং সোহপি তস্তাং দেবাবথানিনো ।  
 জনযামাস বেবন্তং বেতসোহন্তে চ ভাস্কবঃ ॥  
 আনিন্যে চ পুনঃ সংজ্ঞাং স্বস্থানং ভগবান্ ববিঃ ।  
 তেজসঃ শমনঞ্চাস্ত বিশ্ববৰ্মা চকাব হ ॥\*

বিশ্ববৰ্মাব কন্তা সংজ্ঞা সূৰ্যেব পত্নী । মনু, যম ও যমী তাঁদের সন্তান । স্বামীব তেজ সন্ত কবতে না পেবে সংজ্ঞা ছাষাকে স্বামীব সেবাব নিযুক্ত কবে তপস্তাব নিমিত্ত অবণ্যে গমন কবলেন । ছাষাকে সংজ্ঞা মনে কবে বিবস্থান ছাষাব গৰ্ভে শনৈশ্চব, মনু এবং তপতীব জন্মদান কবেন । ছাষা সংজ্ঞা কুপিতা হবে যখন যমকে অভির্শাপ দিলেন তখন যম ও সূৰ্য উভয়েই বুঝলেন যে ইনি সংজ্ঞা নন । তখন ছাষা প্রকৃত ব্যাপাব প্রকাশ কবলে সূৰ্য ধ্যানদৃষ্টিতে জানতে পাবলেন যে সংজ্ঞা অশ্বীকূপে তপস্তাব নিবত আছেন । তিনিও বাজীকপ ধাবণ কবে সংজ্ঞাব গৰ্ভে অশ্বিনীকুমাৰদ্বয়কে এবং বেতঃসেকেব শেষ অংশে জাত বেবন্ত নামক পুত্র উৎপন্ন কবেছিলেন । ভগবান সূৰ্য সংজ্ঞাকে স্বস্থানে আনবন কবলেন, বিশ্ববৰ্মা তাঁব তেজ ছিন্ন কবলেন ।

কন্দপুবাণেব প্রভাসখণ্ডেও (প্রভাসক্ষেত্রমাহাত্ম্য, ১১৭ অঃ) এই কাহিনী আছে । সংজ্ঞা যম-যমীব জন্মেব পর সূৰ্যেব তেজ সহনে অসমর্থ হবে ছাষাকে স্বামীব কাছে বেখে পিতা বিশ্ববৰ্মাব গৃহে সহস্র বৎসব বাস কবেছিলেন । পরে বিশ্ববৰ্মা যখন সংজ্ঞাকে পতিগৃহে গমনেব উপদেশ দিলেন, তখন সংজ্ঞা উদ্ভবকূলে গিবে অশ্বিনীকূপে তপস্তাব নিম্ন হলেন । পবে ছাষাব নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে সূৰ্য বিশ্ববৰ্মাব গৃহে উপনীত হলেন । বিশ্ববৰ্মা সূৰ্যেব তেজ শাতন কবায় পর সূৰ্যদেব অশ্বকূপে অশ্বিনী সংজ্ঞাব নিকট উপস্থিত হলেন । পরপূৰ্ব্ব ভবে অশ্বিনী মুখ ফেবালে অধেব নাসিকাকবিত বীৰ্য অশ্বিনীব নাসাপথে প্রবেশ কবায় নাসাত্যা, দক্ষ ও বেবন্ত নামে তিন পুত্রেব জন্ম হব ।

ততশ্চ নাসিকাযোগে তযোন্তজ্জ সমেভযোঃ ।  
 নাসত্যদ্রক্ষৌ তনযাবস্ববক্তে বিনির্গতো ॥\*

কন্দপুবাণে বেবাবখণ্ডে (৫৬ অঃ) স্তম্ভাব কন্তাব নাম সাবিত্রী । স্তম্ভা সাবিত্রীকে প্রদান কবেছিলেন সূৰ্যেব হাতে ।

পুবাশ্চসূৰ্য্যঃ সাবিত্রীং স্তম্ভা তনযাং দদৌ ৷\*

সাবিত্রী বড়বারূপে বিচরণকালে অশ্বরূপধারী সূর্যের স্রাণ গ্রহণ করে গর্ভবতী হওয়ায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয় ।

ভজাগত্য ত্রিবাং ভাৰ্গং বাড্ভারূপধারিণীম্ ।

দদর্শ তাং পুনঃ শ্রামাং হবিরূপধরো হরিঃ ॥

নাসিকাস্রাণ সাত্রেণ তত্র জাতৌ সূতাবুভৌ ।

দর্শনীযৌ স্নুশ্নাকৌ ভিষজৌ তৌ দিবৌকসাম্ ॥<sup>১</sup>

অশ্বিন্যের জন্মেব এই বিচিত্র কাহিনী'র উৎস ঋগ্বেদেও বর্তমান :

ঋতৌ হুহিজে বহতুঃ কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি ।

যমস্ত মাতা পরুহমানা মহো জাযা বিবস্বতো ননাশ ॥

অপাঙ্গুহমমৃতং মর্তেভ্যঃ কুব্ধী সৰ্বণামদহুর্বিবস্বতে ।

উতাস্বিনাবম্ভবদ্যন্তদাসীদজহাতু ঙা মিথুনা শবণ্যঃ ॥<sup>২</sup>

—ঋতৌ নামক দেব আপন কস্তায় (সবণ্য) বিবাহ দিতেছেন । এই উপলক্ষে বিশ্বসংসার আলিয়া উপস্থিত হইল । যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন তখন মহান বিবস্বানের জাযা অদর্শন হইলেন ।

সেই মৃত্যুরহিত (সবণ্যকে) মনুষ্যদিগেব নিকট গোপন করা হইল, তাহার তুল্যাকৃতি এক স্ত্রী নির্মাণ করিয়া বিবস্বানকে দেওয়া হইল । তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন এবং সবণ্য যমজ দুইটি সন্তানকে ভাগ্য কবিলেন ।<sup>৩</sup>

এই বিবরণে জানা যায় যে ঋতৌ ঋষি দুহিতা সবণ্য'র বিবাহ দিবেছিলেন বিবস্বান বা সূর্যের সঙ্গে । যমের জন্ম হওয়ার পবে সবণ্য অদৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁ'র সদৃশ অপর এক স্ত্রী বিবস্বানকে দেওয়া হইয়াছিল । সবণ্য অশ্বিনদ্বকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন । এই কাহিনী পুর্বাণে পল্লবিত হয়েছে ।

ঋতুতনয়া সবণ্য পুরাণে হইছেন সজ্জা বা সাবিত্রী ।

যাক উক্ত ঋকৃদ্রুটি সম্পর্কে লিখেছেন, তত্রৈতিহাসমাত্মকভে—ঋতৌ সবণ্য'র বিবস্বত আদিত্যাদ্ যমৌ মিথুনৌ জনয়ঙ্ককাব, সা সৰ্বণ্যমন্যাং প্রতিনিধাযাং রূপং কৃষা প্রহুদ্রাব, স বিবস্বান্ আদিত্য অথমেবরূপং কৃষা তামনুসৃত্য সম্ভূব, ততোহশ্বিনৌ স্বজ্ঞাতে, সৰ্বণ্যাং মনুঃ ।<sup>৪</sup>

—(অন্তার্থঃ) এখানে ইতিহাস বলা হচ্ছে—ঋতৌর নন্দিনী সবণ্য আদিত্য

১ বেবাক্ষণ—৫৬।৪৮-৪৯

২ ঋগ্বেদ—১০।১৭।১-২

৩ অশ্ববাহ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ দিল্লী—১২।১০।৪



থেকে যমজ মিথুন অর্থাৎ পুত্র ও কন্যা — যম ও যমী প্রসব করেছিলেন, তিনি নিজের মত অশ্ব একজনকে প্রতিনিধি করে অশ্বকপ ধারণ করে পলায়ন করলেন। সেই বিবস্থানু আদিত্য অশ্বকপ ধারণ করে তাঁকে অন্নসম্বরণ করে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর সরণ্যু পক্ষে অশ্বিদ্ধন জগ্নগ্রহণ করলেন, তৎসদৃশা নারীতে মল্ল জগ্নগ্রহণ করলেন।

বৃহদেবতাতেও এই কাহিনী বর্তমান :

শব্দা ভরুঃ পরোক্ষস্ত সৰণ্যু সদৃশীং জিহ্বাং ।

নিম্বিপ্য মিথুনং তস্তামগ্না ভূতাপচক্রমে ॥

অবিজ্ঞানাদিবস্থাস্ত তস্তামজ্ঞানসমগ্রম্ ।

বাজসিরভবং সোহপি বিবস্থানিব তেজসা ॥

স বিজ্ঞান অপক্রান্তাং সরণ্যামশ্বরূপিণীম্ ।

আদিত্য প্রতি জগামান্ত বাজীভূতাপচক্রমঃ ॥

সরণ্যুশ্চ বিবস্থন্তং বিদিত্বা হন্যপিণম্ ।

সৈথুনামোপচক্রাম তাম্ তজ্রাক্সসোহ সঃ ॥

ততস্তস্মৈস্ত বেগেন শুক্রং তদপতন্তুবি ।

উপাঙ্গিভ্রষ্ট সা অশ্বা তচ্ছক্রং গর্তকাম্যসা ॥

আজ্ঞাতমাজ্ঞাক্ষক্রাতু কুমারো সংবভূবভুঃ ॥

নামভার্গবে দক্ষশ্চ যৌ খ্যাতাবস্থিনাবিতি ॥১

—ভর্তার অগোচরে নিজের অশ্বরূপ স্ত্রী সৃষ্টি করে তাঁর উপরে মিথুন-এব (পুত্র-কন্যা-যম-যমী) তার দিবে অশ্ব হয়ে সরণ্যু বিচরণ করতে লাগলেন। বিবস্থানু অজ্ঞতাবশতঃ সেই যমগীতে মল্লর জগ্ন দিলেন, তিনিও হলেন সূর্যের মত তেজস্বী বাজসি। তিনি (সূর্য) পলায়মান অশ্বরূপিণী স্বষ্টীন্দ্রিনী সরণ্যুকে চিনতে পেলে অশ্বাকৃতি ধারণ করে শীঘ্রই তাঁর পশ্চাৎ গমন করলেন। সরণ্যু বাজিকপধারী বিবস্থানকে চিনতে পেলে সৈথুনে প্রবৃত্ত হলেন, সূর্যও তাঁতে আরোহণ করলেন। বেগবশতঃ শুক্র ভূমিতে পতিত হোল। অশ্বা গর্তকাম্যনাথ সেট শুক্র আজ্ঞাণ কবলেন। আজ্ঞাণমাজ্ঞেই শুক্র থেকে অশ্বিনু নামে খ্যাত নাসত্য এবং দক্ষ—কুমারদ্বয় জগ্নগ্রহণ কবলেন।

অশ্বিদ্ধয়ের অশ্বরূপ —ঋগ্বেদের পূর্বোক্ত সয় দুটির (১০।১৭।১-২) ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আচার্য যোগেশচন্দ্র বায় লিখেছেন, “এক দক্ষিণায়ন দিনের ঘটনা অবলম্বন

কবিয়া এই উপাখ্যান বচিত হইয়াছিল। সেদিন সূর্যোদয় ষ্টোষ, সূর্যাস্ত ৭টায়, স্ফটী চিত্রা নক্ষত্র। বিবদান দক্ষিণায়ন দিনের প্রত্যক্ষ সূর্য। সবণ্য চবণ্যর তুল্য এক অঙ্গরা, এত স্কন্দরী যে তাহাব বিবাহকালে বিব্রত্বন দেখিতে আসিয়াছিল। সবণ্য ‘আপ্যা যোষা’। ভোব ৪টাব সময়ে চিত্রাব উদয় হইয়াছিল। সে সময়ে যম ও যমী নামক দুই নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। চিত্রাব উদয়েব পরেই সবণ্য প্রকাশ হইয়াছিল। এই কাবণে সবণ্য স্ফটাব কণ্ডা। ক্ষণমাত্র থাকিয়াই অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয় হইল। সেদিন সূর্যাস্তের পবে পশ্চিম আকাশে আর এক অঙ্গরা দেখা গিয়াছিল। সেটি সবণ্য তুল্যবর্ণ। এই হেতু নাম সর্বা। সূর্যাস্তের এক বর্গ। পরে পূর্বাংশে অগ্নিদ্বয়ের উদয় হইল। অতএব দেখা যাইতেছে যে সেদিন ভোব বেলায় চিত্রাব উদয় এবং সন্ধ্যাবেলায় অগ্নিদ্বয়ের উদয় হইয়াছিল।”

আচার্য বাবেব মতে অগ্নিদ্বয় নক্ষত্রবিশেষ। গ্রহ বা নক্ষত্রকণী অগ্নিদ্বয়ের সঙ্গে দেববৈষ্ণব অগ্নিনীকুমারদ্বয় অভিন্নতা প্রাপ্ত হইবে। অগ্নিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে অগ্নিন শব্দ বা যজ্ঞ অলুপ্ত হইবে।

“অগ্নিনানগ্রান্ গৃহীতাহুজ্জাববোহগ্নিনো বৈ দেবানামহুজ্জাববো পট্টচবাংগ পর্ধ্যাতায়শি নাবেতন্ত দেবতা য আহুজ্জাববন্তাবেবৈনমগ্রং পবিণবত...।”

—অগ্নে অগ্নিন শব্দ (অগ্নিদ্বয়ের জন্ম যজ্ঞাহুজ্জাব) গ্রহণ করবে। অগ্নিদ্বয় দেবগণের অহুজ এবং অবব (হীন, অন্ত্যজ)। এরা দেবগণের পশ্চাত্ত্বর্তী হওয়া সত্ত্বেও অগ্নে অর্চনা কর, অগ্নিদ্বয় এই যজ্ঞের দেবতা। ঈবা অহুজ এবং অবব তাঁদেরই অগ্নে গ্রহণ করবে।

এই মতে অবব অগ্নিদ্বয়ের স্বরূপ বোঝা যায় না। দেব সমাজে এই দুই দেবতার স্থানটাই মাত্র বোঝা যায়।

কিন্তু বৈদিক মতে বর্ণিত অগ্নিদ্বয় নক্ষত্র নন। তাঁদের অস্ত্র বিশেষ পরিচয় আছে। অগ্নি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে স্বাক্ষর বলেছেন, “অগ্নিনো যদ্যন্নুবাতে সর্বং বসেনাত্তো জ্যোতিষান্তঃ। অষ্টৈবগ্নিনাবিতোর্গর্গবাতঃ।” —বিশেষভাবে সর্ব-জগৎ ব্যাপ্ত করেন বলেই ‘অগ্নি’ নাম —একজন পবিবাপ্ত করেন রসের ছাড়া, অগ্নজন পবিবাপ্ত করেন জ্যোতিষ ছাড়া। আচার্য ঔর্গবাত মনে করেন অগ্নের নিমিত্তই অগ্নি নাম।

অশ্বিনবের স্বরূপ আলোচনা করিলে বলছেন, “তৎ কাবাসিনো জাবা-পৃথিবীত্যেকো, অহোরাত্রাবিত্যেকো, সূর্য্যচন্দ্রমাবিত্যেকো, রাজানো গুণ্যকৃতাবিত্যেকো তৈতিহাসিকাঃ।”<sup>১</sup>—তাহলে অশ্বিন কে? কেউ কেউ বলেন জাবাপৃথিবী (আকাশ ও পৃথিবী), কেউ বলেন দিন ও রাত্রি, কেউ বলেন চন্দ্র ও সূর্য, ঐতিহাসিকরা বলেন গুণ্যকর্মী দুইজন বাজা।

নিরুক্তকালের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “ব্যাপ্যার্থক অশ্ব, ধাতু হইতে অশ্বিন শব্দের নিস্পত্তি—(১) দ্ব্যলোক জ্যোতির দ্বারা এবং অস্তরিকলোক অন্তরূপ রসের দ্বারা পৃথিবীলোককে পরিব্যাপ্ত করে, (২) দিবস জ্যোতিব দ্বারা এবং রাত্রি অবস্রায় রস অর্থাৎ শিশির বা হিমব জাবা পরিব্যাপ্ত করে, (৩) সূর্য জ্যোতির দ্বারা এবং চন্দ্র আলোদাখ্য রসেব দ্বারা পরিব্যাপ্ত করে...।”<sup>২</sup>

যাক্কেব মতে সম্ভবতঃ অশ্বিন দিন ও রাত্রিকেই বোঝায়। যাক্কেব অশ্বিনবের কাল সম্পর্কে লিখেছেন, “তথোঃ কাল উধ্বর্ধ্বরাত্রাৎ প্রকাশীভবাত্মাহুবিষ্টমহু ভমোভাগো হি মধ্যমঃ জ্যোতির্ভাগ আদিত্যঃ।”<sup>৩</sup>

—অশ্বিনযেব কাল অর্ধরাত্রির পব প্রকাশীভাবেব অর্থাৎ জ্যোতির অন্ধকারে অল্পপ্রবেশের পব, ভমোভাগেই মধ্যম জ্যোতির্ভাগ আদিত্য।

অমরেশ্বর ঠাকুর যাক্কেব ব্যক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে লিখেছেন, “অশ্বিনব অহোবাত্র—এই পক্ষই আচার্য যাক্কেব অভিমত বলিবা মনে হয়। অহোবাত্র বলিতে এখানে সাবাসিন এবং সারাবাত্রি নহে—কিন্তু অর্ধবাত্রের পবে সূর্যোদয়েঃ পূর্ব পর্বত যে কাল তাহা। ইহা অন্ধকার এবং আলোকের সংমিশ্রণ,—অন্ধকার অল্পপ্রবিষ্ট হয় জ্যোতিতে। জ্যোতি অভিভূত হয়, জ্যোতিবই প্রাধান্য ঘটে। প্রাধানীভূত অন্ধকার ভাগই মধ্যম অর্থাৎ মধ্যমের রূপ এবং প্রাধানীভূত জ্যোতির্ভাগই উত্তম বা আদিত্য অর্থাৎ ইহাই আদিত্যের রূপ। মধ্যমের রূপ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং উত্তমের রূপ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে—অবশেষে দিব্যরাত্রির সন্ধিকালে (অতি প্রত্যুষে) মধ্যমের মধ্যমস্থ বিলীন হইয়া যায়, আদিত্যের রূপে তাহাব পবিপত্তি ঘটে। মধ্যম এবং উত্তম (অন্ধকারভাগ এবং জ্যোতির্ভাগ)—ইহারাই অর্থাৎ ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিনকবাচ্য।”<sup>৪</sup>

১ নিরুক্ত—১২।১।৪

২ নিরুক্ত (ক বি)—পৃঃ ১২৬২

৩ নিরুক্ত—১২।১।৫

৪ নিরুক্ত (ক বি)—পৃঃ ১২৬২

বৃহদেবতাব মতে অশ্বিনয় সূর্যকে আশ্রয় কবে বিরাজ করেন,— তাঁরা সূর্যের গণদেবতাব মধ্যে মুখ্য।

যঃ পবন্ত গণঃ সৌর্যো হুহানন্তঃ নিবোধত।

তস্ত মুখ্যতবো দেবাবশিনো সূর্যমশ্রিতাঃ ॥১১

যাক্ষব মতানুসারে অশ্বিনয় সূর্যেবই প্রকারভেদ অথবা অবস্থাবিশেষ। বৃহদেবতায় মতও প্রায় অল্পকপ। বৃহদেবতা দুই অশ্বিনীকুমারের পৃথক পৃথক নামোল্লেখ কবেছেন, একজনের নাম দম্র আব একজনের নাম নাসত্য।

নাসত্যশ্চৈব দম্রশ্চ যৌ হুতাবশিনাবিতি ১২

মহাত্ম্যবতেও তাই—

নাসত্যশ্চাপি দম্রশ্চ স্মৃতৌ দাবশিনাবপি।

মার্ত্তণ্ডশ্চান্নজ্ঞাবেতৌ সংজ্ঞানানাবিনির্গতো ১৩

—নাসত্যও দম্র নামে দুই অশ্বিদেবতা সংজ্ঞাব নাসিকা থেকে জাত মার্ত্তণ্ডের পুত্র।

অশ্বিনদের স্বরূপ সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বহু পণ্ডিতই আলোচনা কবেছেন। Maxmuller-এর মতে অশ্বিনয় প্রাতঃসন্ধ্যা ও সাংঘ সন্ধ্যা।<sup>১</sup> Goldstucker মনে করেন যে, অশ্বিনয় ঋতুগণের মত খ্যাতিনামা মানব সন্তান ছিলেন। পরে তাঁরা দেবতারূপে অর্চিত হন এবং অর্ধবাহুব পবেব মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার রূপে তাঁরা পুঞ্জিত হযেছেন। "The transition from darkness to light, when the intermingling of both produces that inseparable duality, expressed by twin nature of these deities."<sup>২</sup>

যাক্ষও ঐতিহাসিকদের মত উল্লেখ কবে বলেছেন যে আদিতে অশ্বিনয় দুই পুত্রকর্তা রাজা ছিলেন। কিন্তু এ মতের সমর্থনযোগ্য কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক পণ্ডিতই অশ্বিনয়কে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও সাংঘ সন্ধ্যা অথবা সন্ধ্যাকালের আলো ও অন্ধকাররূপে ব্যাখ্যা কবেছেন। কাবো মতে এঁরা প্রভাত ও সন্ধ্যাকালের উজ্জ্বল তাবকা। গ্রীক যুগদেবতা Dioskouri —গ্রীক Oastor এবং Pollux নামে খ্যাত, তাঁদের সঙ্গে অশ্বিনদের সাদৃশ্য অল্পতব কবেছেন কেউ কেউ।

১ বৃহদেবতা—২৭৮

২ বৃহদেবতা—১৬

৩ মহাত্ম্যবত, অনুশাসনপর্ব—১৫০।১৭

৪ Origin and Growth of Religion (1882)—page 219

৫ Dr. Goldstucker's Note on Muir's Sanskrit texts, vol V, (1884)

"Modern scholars have variously explained them as the morning and evening twilight, the Sun and the moon, the morning and evening stars, the two stars, the two stars of Gemini. They correspond to the Greek Dioskouri, Castor and Pollux, the sons of heaven or Zeus, brothers of Helena (হেলেন), and to 'the sons of God' in Lettie mythology, who come riding on their steeds to woo the daughter of the Sun."

"This is also the opinion of Myriantens as well as of Hopkins, who considers probably that the inseparable twins represent the twin-lights or twilight before dawn, half-dark half light, so that one of them could be spoken of alone as the son of Dyaus, the bright sky."

"Oldenberg, following Mannhandt and Bollensen, believes that the natural bases of Asvins, must be the morning star, that being the only morning light beside fire, dawn and sun"

"Weber is also of opinion that Asvins represent two stars, the twin constellation of the Gemini."

Prof. Macdonell-ও মনে করেন যে অশ্বিনয় সন্ধ্যা ও প্রভাত ভাবকা—

"The twilight and morning star theory seem most probable."

বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত থেকে মোটামুটি ধারণা হয় যে অনেকেই অশ্বিনয়কে সূর্যকিরণ বা সূর্যের দুইটি বিশেষরূপ বলে গ্রহণ করেছেন, যদিও স্পষ্টভাবে তাঁরা একথা বলেন নি। অশ্বিনয় বাজিশেষের অন্ধকার ও আলোকের মিশ্রিতরূপ হলেও সূর্য বা সূর্যালোকের একটি (অথবা দুটি) বিশেষ অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নন। উদ্ভব সন্ধ্যাকেই যদি অশ্বিনয়কেই মূল ভিত্তিতে গ্রহণ কবি তাহলেও এ একই কথা। মহাপ্রাক্ত বংশোদ্ভূত দত্ত অশ্বিনয় সম্পর্কে লিখেছেন, উদ্যোগ পূর্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজ দেব বলিয়া উপাসিত হইলেন, তবে তাঁহাদিগকে অশ্বী নাম দেওয়া হইল কেন? এটি একটি বৈদিক উপমাগান। সূর্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেইজন্য সেই আলোক বা বস্তুসমূহকে ঋগ্বেদে সর্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সূর্য ও উদ্যাকে অশ্বযুক্ত

১ Dr. S. K. Chatterjee—Vedic Selections (C U) vol II, page 493

২ Vedic Mythology—Macdonell—page 53

৩ তদেব ৪ তদেব

৫ তদেব—পৃঃ ১১

বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমা ও অর্থ ভুলিয়া গেল এবং একটি উপাখ্যান সৃষ্ট হইল যে সূর্য উবা এবং অশ্ব অশ্বিনীকপ ধারণ কবিয়াছিলেন এবং অশ্বদ্বয় তাঁহাদিগেরই পুত্র। এইরূপে বেদেব অশ্বদ্বয় (আলোক ও ছায়াযুক্ত উবাব পূর্বসময়) পুত্রাণেব অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইয়া গেলেন।”<sup>১</sup>

মনীষী বমেশচন্দ্র অশ্বিতত্ত্ব উদ্ঘাটনে সম্পূর্ণতঃ না হলেও অনেকাংশে সফল হইয়াছেন।

অশ্বিদ্বয়েব জননী সৰণ্য। সৰণ্য শব্দের অর্থ যিনি গমন করেন অর্থাৎ গতিশীলা—‘সৰণ্যঃ সৰণাৎ’।<sup>২</sup> যাক্কে বক্তব্য বিশদ করে অমবেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “উৎপ্রভা যখন সূর্যের প্রতি নিজেই পৰিচালিত কবিয়া সূর্যের সহিত অবিভক্ত ভাবে প্রতীত হয়, তখনই তাহার নাম সৰণ্য। সৰণ্য সূর্যসহচারিণী উৎপ্রভা; বুধাকপায়ীৰ পববর্তিনী, অকণোদযোন্তবকালীন উবাই সৰণ্য।”<sup>৩</sup> বমেশচন্দ্র লিখেছেন, “বিবস্বান্ অর্থ সূর্য এবং সৰণ্য উবা।”<sup>৪</sup> অশ্বিদ্বয়েব নামকরণ সম্পর্কে Maxmuller-ও পূর্বকপ মন্তব্য কবেছেন, “The legend of Saranyu and Vivasvat assuming the form of horses may be meant simply as an explanation of the name of their children, the Aswins”<sup>৫</sup>

বেদে অশ্বিদ্বয়েব কপ ও গুণেব যে বিবরণ নানা স্থানে প্রদত্ত হইবে, সেগুলি পর্যালোচনা কবলে এই দেবভ্রাতৃদ্বয়ের স্বকপ প্রতিভাত হইবে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁদের কপগুণেব বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত কবিছি। অশ্বিদেবতাদের গাজবর্ণ স্ত্র বা উজ্জল—

আ শুভ্রা যাতমস্বিনা ।<sup>৬</sup>

তাঁরা তেজোময়, স্বকীয় তেজের দ্বারা মিত্র ও বক্রণেব সঙ্গে যজমানকে রক্ষা করেন—

উত নো দেবাবস্বিনা শুভস্পতী ধামভিমিত্রাদবকণা উক্শ্যতাম্ ।<sup>৭</sup>

—কল্যাণেব অধিপতি অস্বি নামক সেই দুই দেব এবং মিত্র ও বক্রণ নিজ তেজের দ্বারা আমাদেরগকে রক্ষা করেন ॥<sup>৮</sup>

১ স্বর্ষদেব বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃ: ৭      ২ নিকন্ত—১২৩৭      ৩ নিকন্ত (ক বি.)—পৃ: ১২৮

৪ স্বর্ষদেব বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃ: ৮

৫ Science and language (1882), vol II, page 533      ৬ স্বর্ষদ—৭১১৮

৭ স্বর্ষদ—১০২৩৪

৮ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

অশ্বিনের শরীর হিরণ্ময়, তাঁদের বধ সূর্যের মত উজ্জ্বল :

আনুন্ যাতমস্মিনা বধেন সূর্যস্বচা ।

ভূমী হিরণ্যপেশসা কবী গন্তীবচেতসা ॥<sup>১</sup>

—হে অশ্বিন ! তোমরা তোহ্লা, হিবগ্নয় শরীর বিশিষ্ট, কবি ও গন্তীর চিন্তা, তোমরা সূর্যের স্রাব উজ্জ্বল বধে অবশ্য আমাদের নিকট আগমন কর ।<sup>২</sup>

অশ্বিনের বধ সূর্যবর্ণনঃ দশা হিবণ্যবর্তনী ৩

হিরণ্যয়েন পুরুভু রথেনেমং যজ্ঞ নাসত্যোপযাত্য ৪

—হে নাসত্যদেব ! তোমরা অনেক হইবা থাক, তোমরা হিবগ্নয় রথে করিয়া এই যজ্ঞে আগমন কর ।<sup>৫</sup>

হিবণ্যয়েন বধেন স্রবংপানিভিবধৈঃ ধীজবনা নাসত্যা ৬

—হে মনোব স্রাব বেগবিশিষ্ট নাসত্যদেব ! স্রিপ্রপদযুক্ত অশ্ববিশিষ্ট হিরণ্ময় বধে আরোহণ কবতঃ অগমন কর ।<sup>৭</sup>

আ নো যাত্য দিবো অচ্ছা পৃথিব্যা হিবণ্যয়েন স্রবতা রথেন ৮

—তোমরা দ্যুলোক হইতে অথবা পৃথিবী হইতে হিবগ্নয় বধে আমাদের অভিমুখে আগমন কর ।<sup>৯</sup>

এই দেবদ্বয়ের বধেব নেমিও হিবগ্নয়—

হিরণ্যয়া বাং পবয়ঃ ১০ ১

তুধু কি পবি বা নেমি ? বধচক্র ও চক্রের প্রতিটি অংশই হিবগ্নয়—

হিবণ্যয়া বাং বভিবিবা অক্সো হিবণ্যয়ঃ ।

উভা চক্রা হিরণ্যয়া ১১

—হে অশ্বিন ! তোমাদের আলম্বনীয় রথের ইবা হিবগ্নয়, অক্স হিবগ্নয়, উভয় চক্রই হিবগ্নয় ।<sup>১২</sup>

এঁদের বধেব বরাও হিবগ্নয়—হিরণ্যাতীতঃ ১৩ অশ্বিনের বধে যে অশ্ব সংযোজিত হয় তাদের পক্ষ হিরণ্যবর্ণ :

হংসাসো যে বাং মধুমন্তো অশ্বিনো হিরণ্যপর্ণা উহব উববুধঃ ১৪

১ ঋগ্বেদ—৮।৮।২

২ অনুবাদ—ভদ্র

৩ ঋগ্বেদ—৮।৮।১

৪ ঋগ্বেদ—৮।৮।৪

৫ অনুবাদ—ভদ্র

৬ ঋগ্বেদ—৮।৯।৩৫

৭ অনুবাদ—ভদ্র

৮ ঐ —৮।৮।৫

৯ ঐ

১০ ঐ —১।১৮।১১

১১ ঋগ্বেদ—৮।২২।৫

১২ অনুবাদ—অশ্বপচক্র দত্ত

১৩ ঋগ্বেদ—৮।২০।৫

১৪ ভদ্র—৮।৮।৪

—তোমাদের নীলগামী মাধুৰ্য্যুক্ত জোহরহিত হিরণ্যপক্ষ বিশিষ্ট বহনশীল  
ঐকাকালে জাগরণকারী যে অশ্ব আছে... ।<sup>১</sup>

লক্ষণীয় এই যে অশ্বদ্বয়ের অশ্বকে হংস বলা হয়েছে । হংস শব্দের অর্থ সূর্য ।  
এই অশ্ব উষাকালে জাগরিত হয় ।

অশ্বদ্বয়ের রথ উদীয়মান সূর্য্যেব সঙ্গে মিলিত হয়—

তং বাৎ বথং বথমস্তা হবেম পৃথুজ্বমগ্নিনা সংগতিং গোঃ ।

যঃ সূর্য্যং বহতি... ॥<sup>২</sup>

—হে অশ্বদ্বয়, তোমাদের হবি প্রদান করি । তোমাদের বথ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত  
কবে সূর্য্যের সঙ্গে মিলিত হয়, যে বথ সূর্য্যকে বহন করে... ।

এই বথে চড়েই অশ্বদ্বয় স্বর্ণকালের মধ্যে জিলোক পবিত্রমণ-কবে ।

প্রবাস বোচমগ্নিনা বিষং বা বথঃ স্বপো অজরো যে অস্তি ।

যেন সত্ত্বঃ পরিবজাসি বাথো হবিষ্যন্তং তবণিঃ ভোজয়চ্ছ ॥<sup>৩</sup>

—হে অশ্বদ্বয় ! আমবা যজ্ঞ কবিষা তোমাদের স্তুতি কবি । তোমাদিগেব  
স্বন্দর অশ্বযুক্ত নিত্যভরণ যে বথ আছে এবং যে বথ দ্বারা তোমরা স্বর্ণমাজে  
লোকজয় পবিত্রমণ কব, তোমরা সেই রথে করিষা হব্যযুক্ত নীল অতিবাহী এবং  
ভোগপ্রদ (এই যজ্ঞে) আগমন কর ।<sup>৪</sup>

সূর্য্যের জ্ঞাষ অশ্বদ্বয়ের অশ্বগণও অরুণ বা দীপ্তিশালী । দীপ্তি প্রকাশ করতে  
কবতেই তাবা পক্ষীয় মত অন্তরীক্ষ ভ্রমণ করে :

বয়ো অরুণাসঃ পবিগ্ধন ।<sup>৫</sup>

সূর্য্য বা ইন্দ্রের মত অশ্বদ্বয়ের অশ্ব (রশ্মি) সপ্তসংখ্যক :

অর্বাঞ্চা বাৎ সপ্তমোহধবশ্রিয়ো বহন্ত সবনে চুপ ।<sup>৬</sup>

—হে অশ্বদ্বয়, যজ্ঞ সেবিত তোমাব সপ্ত অশ্ব ত্রিসবনাত্মক যজ্ঞে তোমাদের  
বহন করুক ।

অশ্বদ্বয়েব রথ একদিনে জ্বাপৃথিবী পবিত্রমণ কবে :

বথো হ বায়ুভজা অগ্নিজুতঃ পবি জ্বাপৃথিবী যাতি সত্ত্বঃ ।<sup>৭</sup>

—তোমাদের সত্য (যজ্ঞ) থেকে জাত জননিষিক্ত (মেঘশৃঙ্গনকারী) বথ  
একদিনে জ্বাপৃথিবী পবিত্রমণ করে ।

১ অনুবাদ—ভদ্রব ২ স্বর্ষেদ—৪।৪৪।১ ৩ স্বর্ষেদ—৪।৪৫।৭ ৪ অনুবাদ—ভদ্রব

৫ স্বর্ষেদ—৪।৪৩।৬ ৬ স্বর্ষেদ—১।৪৭।৮ ৭ স্বর্ষেদ—৩।৫৮।৮



এঁদের বথ আকাশ পবিত্রমা করে :

অগ্নিষ্টেনেমিং পবিত্রামিযান ।<sup>১</sup>

সেই বথে আছে সহস্র কেতু বা সহস্র কিরণ ।<sup>২</sup> এই বথ সহস্র প্রকাব কপমম :

অতঃ সহস্র নির্গিজা বথেন যাতমশ্বিনা ।<sup>৩</sup>

—সেইস্থান থেকে সহস্রকপবিশিষ্ট বথে তোমরা আগমন কর ।

অশ্বিদেব এই অত্যার্চ্য বথের তিনটি চক্র :

দ্রব্যঃ পবষো মধুবাহনে বথে .. ।<sup>৪</sup>

ত্রিষ্টং বথং... ।<sup>৫</sup>

ত্রিবধুবেণ ত্রিবৃত্তা বথেন ত্রিচক্রেণ ত্রিবৃত্তা যাতমর্বাঙ্ক ।<sup>৬</sup>

—তোমাদের ত্রিবধুব, ত্রিবৃত্ত, ত্রিচক্র ও শোভনগতিসম্পন্ন বথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর ।

অশ্বিদেবদ্বয়ের তিনটি বথচক্রেব মধ্যে একটি চক্র অত্যন্ত গোপনীয়,—যেমন হর্ষেব তিনপাদেব মধ্যে একটি পদ শুশ্রুত—সর্বজনের জ্ঞানের অতীত ।

সাধনাচার্যেব মতে এই স্বকে ‘ত্রিবৃত্ত’ শব্দের অর্থ ত্রিলোকে বর্তমান ।

অশ্বিদেবের বথচক্রেব মধ্যে একটি চক্র হর্ষকে প্রদীপ্ত কবে, অপর একটি চক্র কালনিকপণ কবে ভুবন পবিত্রণ কবে—

ইমাত্তদগুবে বপুশ্চক্রে বথশ্চ যেমথুঃ ।

পর্বজ্ঞা নাহুবা যুগা মহা বজ্রাসি দীযথঃ ।<sup>৭</sup>

—হে অশ্বিদেব ! তোমরা হর্ষেব মূর্তি প্রদীপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগের বথের একখানি দীপ্তিমান চক্র নিয়মিত কবিবাছ, অন্য চক্র দ্বাৰা নিজ ভেদঃ প্রভাবে মনুষ্যগণের কাল (নিকপিত কবিবার নিমিত্ত) ভুবনসকল পবিত্রমণ কব ।<sup>৮</sup>

অশ্বিদেবের এই যে বথ, তা হর্ষ বা ইন্দ্রেব বথের থেকে ভিন্ন নহে । তাঁদের বথের বৈশিষ্ট্যগুলি হর্ষ বা ইন্দ্রেব বথের সমতুল্য । ত্রিহানে (দুই দিগন্তে ও মধ্যাকাশে) হর্ষেব অবস্থান হেতুই অশ্বিদেবের বথ ত্রিবৃত্ত বা ত্রিচক্র । অথবা কাল-নিকপণকারী বথচক্র ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে নিহিত ।

একটি স্বকে অশ্বিদেবের বথ হর্ষদ্রব্য নির্মিত :

ভেন নাসত্য। গতং বথেন হর্ষদ্রব্য ।<sup>৯</sup>

১ স্বযেদ—১।১৮।১০

২ স্বযেদ—১।১২।১১

৩ স্বযেদ—৮।৮।১১, ১৪

৪ ঐ —১।৩৪।২

৫ ঐ —১।৩৪।৫

৬ ঐ —১।১১।৮২

৭ ঐ —৫।৭।৩

৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্রদত্ত ৯ ঐ —১।১৪।১৩

ঋকৃষ্ণি ব্যাখ্যায় সাগ্নন বলেছেন, “স্বর্ষস্বচা স্বর্ষসংবৃত্তেন স্বর্ষবশ্বিসদৃশেন বা-  
তেন প্রসিদ্ধেন বথেন আগতম্ আগচ্ছতম্ ।”

স্বর্ষ (মণ্ডলের) দ্বাৰা আবৃত অথবা স্বর্ষবশ্বিসদৃশ প্রসিদ্ধ বথে নাসত্যদ্বয় এখানে এস ।

অশ্বিনয় যে উদয়কালেব পূর্ববর্তী অবস্থাব স্বর্ষ তা প্রতিভাত হয় ঋগ্বেদেব মন্ত্র-  
থেকেই ।

যুবোক্ষা অমুশ্রিয়ং পবিজ্জমনোক্ষপাচবৎ ।<sup>১</sup>

—হে অশ্বিনয় ! তোমরা চতুর্দিকবিচারী, তোমাদিগেব শোভা অমুসরণ  
করিবা উবা আগমন বকন ।<sup>২</sup>

একটি ঋকে অশ্বিনয় বথাবোহণে স্বর্ষকিবণেব সঙ্গে আগমন করেন ।

অতো বথেন হুবৃত্তেন আ গতং সাকং স্বর্ষস্ত বশ্বিভিঃ ।<sup>৩</sup>

—স্বর্ষোদয়কালে স্বর্ষবশ্বির সহিত নিজ পুনির্নিত বথে আমাদিগেব নিকট  
আইস ।<sup>৪</sup>

অশ্বিনয়েব আবর্তিবকাল প্রত্যাব,—যখন অন্ধকার বিলুপ্ত হয়ে আলোকেব  
প্রকাশ ঘটছে । ঋষি বলেছেন,—

কৃষা যদ্ গোষকৃণীষু সীদক্ষিবো নপাতাশ্বিনা হবে বাৎ ।<sup>৫</sup>

—যখন কৃষবর্ষ গাভী লোহিতবর্ষ গাভীদিগেব মধ্যে মিশিয়া গেল (অর্থাৎ-  
যখন রাত্রির অন্ধকার নষ্ট হইয়া প্রাতঃকালের রক্তিমভা দৃষ্ট হইল) তখন হে  
দ্ব্যলোকেব পৌত্র অশ্বিনয় । তোমাদিগকে আমি আহ্বান কবি ।<sup>৬</sup>

উবালগ্নে অশ্বিনয়েব আবর্তিব কাল । উবা অশ্বিনয়কে জাগ্রত কবে, উব  
যখন দীপ্তি পেতে থাকে তখন অশ্বিনয় যজ্ঞে আগমন করেন । ঋষি উবাকে অমু-  
বোধ করছেন,—হে উবা, তুমি অশ্বিনয়কে জাগ্রত কব—প্রবোধবোবা অশ্বিনা ।<sup>৭</sup>

নুবক্ষস্রা মনোবুজা বথেন পৃথুপাজসা

সচেথে অশ্বিনোবসৎ ॥<sup>৮</sup>

—হে নরতুল্য দম্বদ্বয় (অশ্বিনয়), মনোবৎগতি বহু অমসম্পন্ন বথে তোমরা  
উবার সঙ্গে মিলিত হও ।

১ ঋগ্বেদ—১।৪৬।১৪

২ অমুবাদ—ভদেব

৩ ঋগ্বেদ—১।৪৭।৭

৪ অমুবাদ—ভদেব

৫ ঋগ্বেদ—১।১০১।৪

৬ অমুবাদ—রমণচন্দ্র দত্ত-

৭ ঋগ্বেদ—৮।১২।৭

৮ ঐ —৮।৫।২

আ বাৎ যথমবসন্তাং ব্যাঠৌ জ্ঞান্যাবো বৃষণো বর্জষন্ত ।

অম গভস্তি যুতযুগ্ভিবধৈরশ্বিনা বহুমজ্ঞং বহেখাম্ ॥<sup>১</sup>

—এই আলম প্রাভঃকালে তোমাদের যথেষ্ট অশ্বযোজিত অশীষ্টবর্ষী অশ্বগণ তোমাদিগকে আনয়ন করুক । হে অশ্বিষ্য ! অশ্বকব বশ্মি বিশিষ্ট ধনযুক্ত যথাকে তোমরা উদকপ্রদ অশ্বদ্বারা বাহিত কব ।<sup>২</sup>

অশ্বিষ্যেব যথ যখন আকাশে আবির্ভূত হয়, তখনই উষার আবির্ভাব ঘটে ।

আ তেন যতোঃ মনসো জবীয়সা যথং যং বায়ুভবচ্চকুবশ্বিনা ।

যন্ত যোগে হুহিতা জাযতে দিব উভে অহনী জুদিনে বিবসন্তঃ ॥<sup>৩</sup>

—হে অশ্বিষ্য । ঋতু নামক দেবতাবা তোমাদের যে যথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে যথেষ্ট উদয় হইলে আকাশেব বন্তা উষা আবির্ভূত হবেন, সূর্য হইতে অতি সূক্ষ্ম দিন ও বাজি জগগ্রহণ কবে, মন অপেক্ষাও সমধিক বেগশালী সেই যথ আযোহণপূর্বক তোমরা আগমন কর ।<sup>৪</sup>

দিবসেব প্রারম্ভেই অশ্বিষ্য জগগ্রহণ কবেন :

বপুংসি জাতা মিথুনা সচেতে ভমোহনা তপুযো বহু এতা ।<sup>৫</sup>

—অন্ধকাবনাশক দিবসেব আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র জোড়ে মিলিত হইতেছে ।<sup>৬</sup>

সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তীকালই উষাকাল—যে সময়ে আলো-আঁধারের লীলা প্রত্যক্ষীভূত । সেই সময়েই অশ্বিষ্যেব আবির্ভাব । অশ্বিষ্য দেবতাদের ভিষ্ক, তাঁরা দেবতাব জন্ত ঔষধ নিৰ্মাণ কবেন ।

সূর্য ও অগ্নির অভিন্নতাহেতু মৰ্জলোকেব অগ্নি ও ছ্যালোকেব সূর্য দুই ভ্রাতারূপে উপস্থাপিত হযেছেন । অশ্বিষ্যেব অগ্নিস্বরূপত্বও ঋষেদে অস্পষ্ট নয় । তাঁদের যথ উষাব আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরূপে যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করে ।

যজুযো যাসি ভান্ননা সঃ সূৰ্যেণ যোচসে ।

আ হাযমশ্বিনো যথো বর্জিষ্ঠতি নৃশাযাম্ ॥<sup>৭</sup>

—হে উষা ! যখন তুমি দীপ্তিব সহিত গমন কব, তখন সূর্যের সহিত সমান শোভা পাও । সেই সময় অশ্বিষ্যেব এই যথ যজ্ঞগৃহের পালনীয় যজ্ঞগৃহে আগমন করে ।<sup>৮</sup>

১ ঋগ্বেদ—৭।৭১।৩

৪ অনুবাদ—ভদ্রব

৭ ঋগ্বেদ—৮।১১।৮

২ অনুবাদ—ভদ্রব

৫ ঋগ্বেদ—৩।৩১।৩

৮ অনুবাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—১০।৩১।১২

৬ অনুবাদ—ভদ্রব

অশ্বিদ্বয় অগ্নিরূপে যজ্ঞগৃহে অবস্থিতি কবেন, দ্রালোকে সূর্যরূপে অন্তরীক্ষলোকে-  
বিদ্যুৎরূপে বিরাজ করে থাকেন ।

যৎ স্রো দীর্ঘপ্রসঙ্গনি মনাদো বোচনে দিবঃ ।

যদা নমুদ্রে অধ্যাক্ততে গৃহেহত আ বাতমশ্বিনা ॥<sup>১</sup>

হে অশ্বিদ্বয় ! যে লোকে প্রশস্ত যজ্ঞগৃহ আছে, যদি সেইলোকে থাক, যদি-  
ঐ দ্রালোকের দীপ্তিমান প্রদেশে থাক, অন্তরীক্ষে নির্মিত গৃহে বাস কব, ঐ সকল-  
স্থান হইতে আগমন কব ।<sup>২</sup>

প্রাতর্থাবানা প্রথম যজ্ঞকব পূবা গৃধ্রাদকবঃ পিবাভঃ ।

প্রাতর্হি যজ্ঞমশ্বিনা দধাতে প্রশংসন্তি কবয়ঃ পূর্বভাজঃ ॥

প্রাতর্যজ্ঞমশ্বিনা হিনোত ন সাধমন্তি দেববা অজুষ্টে ।<sup>৩</sup>

হে ঋত্বিকগণ, প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয়ের যাগ কর, হবি এবং স্তুতি প্রেবণ কব :-  
সায়ংকালে যজ্ঞের প্রতি অশ্বিদ্বয়ের গতি হব না, অথবা সায়ংকালে অশ্বিদ্বয়ের-  
যজ্ঞ নাই । যদিও বা সায়ংকালে অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ কবা হব, তাহা অশ্বিদ্বয়-  
কর্তৃক সেবিত হয় না—তাহা অশ্বিদ্বয়ের অপ্রিয় ।<sup>৪</sup>

একস্থানে অশ্বিদ্বয়কে সূর্যকিরণের সঙ্গে আগমন করতে আহ্বান করা হয়েছে :-

অতো রথেন স্রুতাতা ন আগত্য সাকং সূর্যস্ত রশ্মিভিঃ ।<sup>৫</sup>

—সেই স্থান থেকে সূর্যের রশ্মি ব সঙ্গে (অর্থাৎ সূর্যোদয় কালে) স্রুত (সুরক্ষিত) .  
রথে আমাদের কাছে এস ।

প্রভাতে জাগবিত হব অশ্বগণ অশ্বিদ্বয়কে সোমপানের নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে বহন  
করে আনে,—

উষবুধো বহন্ত সোমগীতষে ॥<sup>৬</sup>

অতঃপব অশ্বিদ্বয় আকাশে জ্যোতি বিকশিত কবে থাকেন :

দিবো জ্যোতির্জনাষ চক্রযুঃ ।<sup>৭</sup>

অশ্বদ্বয় যে সূর্য বা সূর্যের মূর্তি বিশেষ পূর্বোক্ত ঋকগুলি তাই প্রমাণ কবে ।-  
অশ্বিন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যাহার অশ্ব আছে—অশ্ব+ইন । অশ্ব শব্দের  
অর্থ সর্বব্যাপক সূর্যকিরণ । স্রুতবাং প্রভাতকালের সূর্য বা উদয়কালের পূর্ববর্তী .

১ ঋষেদ—১১১-১১

২ অনুবাদ—ভদেব

৩ ঋষেদ—১১৭৭১-২

৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৫ ঋষেদ—১১৭৭৭

৬ ঋষেদ—১১২২১৮

৭ ঋষেদ—১১২২১৭

অবস্থায় সূর্যের আলোক—অন্ধকারময় কিম্বা দুই অশ্বিদেবতা নামে প্রসিদ্ধ, একপ অল্পমান অসম্পূর্ণ বোধ হয়না। অবশ্য প্রাতঃ ও সাংঘ সন্ধ্যা ও অশ্বিদেবের স্বরূপ একপ ধারণাও প্রচলিত। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ বোধ হয়। উদ্যালয়েব উদয়পূর্বকালীন সূর্য ও তৎকালে অবগিমহনজাত যজ্ঞাগ্নি অশ্বিদেব নামে বখিত হযেছেন। প্রোজ্জল দিবালোকে ধক্বিত্রী উদ্ভাসিত হবাব পূর্বেই অম্পষ্ট রূপে উদগত সূর্য বা সূর্যালোক এক সমকালেই প্রাতঃসবনে প্রোজ্জলিত অগ্নি যমজ ভ্রাতৃরূপে বর্ণিত হযেছেন, একপ সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। একটি ঋকে ‘ অশ্বিদেবকে সবাংসবি দ্বিৰচনাআক ‘বহু’ বা অগ্নিদেব বলে সম্বোধন কবা হযেছে। কুব্জজুর্বেদ স্পষ্টভাবে অগ্নিকেই অশ্বিদেব বলে বোষণা কয়েছেন : “উৎসন্নযজ্ঞো বা এস যদগ্নিঃ কিং বাহুহৈতস্ত ক্রিযতে কিং বা ন যদৈ যজ্ঞস্ত ক্রিযমাণস্তান্তর্ধত্তি পৃথতি বা অস্ত তদাশ্বিনীকপ দধাতাশ্বিনৌ বৈ দেবানাম ভিষজৌ তাত্যামেবাস্মৈ ভেবজং কবোতি।” (অস্তার্থঃ) এই অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদক তাঁর দ্বাবা কি করা হয, আব কি কবা হয না ? য়েহেতু সম্পন্নমান যজ্ঞেব অন্তরে প্রবেশ কবেন অথবা পবিজ্ঞ কবেন, সেইহেতু অশ্বিনীকপ ধারণ কবেন।

প্রাতঃকালীন যজ্ঞই য়ে অশ্বিদেব এই মন্ত্রটি থেকে তা প্রতিপাদিত হয়। অপব একটি ঋকে স্পষ্টভাবে অবগিমহনের দ্বাবা জাগরিত যজ্ঞাগ্নিকে অশ্বিদেবরূপে অভিহিত কবা হযেছে। প্রাতঃকালে (উদ্যালয়ে) অবগিমহনের দ্বাবা জাগরিত অগ্নিতে য়ে যজ্ঞ সেই যজ্ঞই অশ্বিদেবের যাগ। প্রাতঃসবনান্তর্গত সেই যাগকে বলে আশ্বিন শব্দ।

প্রাতঃযজ্ঞা বিবোধবাশ্বিনাবেহ গচ্ছতাম্।

অস্ত সোমস্ত গীতয়ে।<sup>১০</sup>

—হে অধ্বযু (অধ্বযু নামক পুর্বোহিত), প্রাতঃকালের সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ ঐহাদেব হবি এবং স্তুতি প্রাতঃকালেই নিম্পন্ন হইবা থাকে ঐদৃশ অশ্বিদেবকে যজ্ঞমানের যজ্ঞে গমনার্থ বিম্পষ্ট স্তুতিব দ্বারা জাগরিত কব, তাঁহারা এই সোম পান কবিবার নিমিত্ত যজ্ঞগৃহে আগমন ককন।<sup>১১</sup>

যজ্ঞেব অগ্রভাগে আশ্বিন শব্দ প্রবেগের নির্দেশ কুব্জজুর্বেদেও (৭।২।৭) পাওন্না যাব।

১ অধ্বযু—৭।৭।৪

২ কঃ যজ্ঞঃ—৫।৫।৩১

৩ অধ্বযু—১।২২।১১

৪ অনুবাদ—অমবেষব তাঁরূব

অশ্বিনীকুমার বাসস্থান যজ্ঞেব বেদি :

ইদং হি বাৎ প্রদ্বিবি স্থানমোক ইমে গৃহা অশ্বিনেদং দুবোণং ।<sup>১</sup>

— হে অশ্বিনয় । (এই উক্তব বেদী) তোমাদিগেব প্রাচীন বাসস্থান, তোমাদিগের এই সমস্ত গৃহ এবং এই তোমাদিগেব আনয় ।<sup>২</sup>

শুক্রযজুর্বেদেব একটি মন্ত্বে<sup>৩</sup> ভাস্কর্য্যকাম মহীধব বলেছেন,—

“অশ্বিনৌ হি দেবানামধবু ।” ঋগ্বেদের প্রথম ঋকে অগ্নিকে দেবতাদেব পুরোহিত, হোতা এবং ঋত্বিক সংজ্ঞায় আখ্যাত করা হয়েছে ।

সূর্য্যগ্নিকপী এই অশ্বি দেবদ্বয় উবাচ কিবণসমূহের অহুগমন কবে উদিত সূর্য্যেব পথ প্রদর্শন করে থাকেন ।

আকে নি পাসো অহতির্দ্বিবিধতঃ অর্ণ শুক্রং তদ্বত আবজঃ ।

স্ববশ্চিদখান্ন বৃজ্যান দৈবতে বিশ্ব<sup>৪</sup> অহ্ন স্বধবা চেতথম্পথঃ ।<sup>৫</sup>

—অস্তিকে অগ্রসর (বশ্বিসমূহ) দিবস ছাড়া অন্ধকার ধ্বংস কবতঃ সূর্য্যেব জ্ঞায় দীপ্তি বিস্তার কবিতেছেন । সূর্য্য অথ যোজনা কবতঃ উদিত হইতেছেন । হে অশ্বিনয় ! তোমরা সোমবলেব সহিত তাঁহাকে অহুগমন কবিয়া সমস্ত পথ প্রজ্ঞাপিত কর ।<sup>৬</sup>

নিরুক্তকাম (১।১১।১৬) ঋকেব ভাস্ক্রে বলেছেন যে আদিত্য কর্তৃক অভিগ্রস্ত উবাকে অশ্বিনয় মুক্ত করেছিলেন,—“আহস্যহুবা অশ্বিনাবাদিত্যোনাভিগ্রস্তা তামশ্বিনৌ প্রমুচুতুবিত্যাখ্যানম্ ।” (অশ্বার্থঃ) আদিত্যকর্তৃক অভিগ্রস্তা উবা অশ্বিনয়কে আহ্বান কবেছিলেন, অশ্বিনয় তাঁকে মুক্ত কবেছিলেন,—এইকণ আখ্যান প্রচলিত আছে ।

একটি নির্দিষ্টকালের সূর্য ও অগ্নি অশ্বিনয় নামে অভিহিত । সেই নির্দিষ্ট কালটি উবাকাল,—সূর্য্যোদয়েব পূর্বপর্বন্ত যে সময় সেই সময়েই দুই যমজভ্রাতাব অধিকাবকাল । এ বিষয়ে যাস্কব মন্তব্য : “ভষোঃ কালঃ সূর্য্যোদয়পর্বন্তস্বশ্বিন্যা দেবতা ওপ্যাস্তে ।”<sup>৭</sup> —অশ্বিনয়ের কাল সূর্য্যোদয় পর্বন্ত,—এই সময়ে আবও কয়েকটি দেবতাব স্তুতি করা হয় ।

নিরুক্তকামেব বক্তব্য ব্যাখ্যা কবে অমবেশ্বব ঠাকুর লিখেছেন, “সূর্য্যোদয় পর্বন্ত অশ্বিনয়েব স্তুতিকাল, সূর্য্যোদয়ের পব যাগকাল । অশ্বিনয়ের স্তুতিকালে আশ্বিন

১ ঋগ্বেদ—৫।৭৬।৪

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ৮: যজুঃ—১।১।১০

৪ ঐ —৪।৪৫।৪

৫

ঐ

৬ নিরুক্ত—৫।২।১৭

৭ নিরুক্ত—১২।৪।৪

শস্ত্রে স্তুত অন্ত কয়েকটি দেবতাব আবাণ হয। এই দেবতাদেব নাম উবা, স্বৰ্ঘা সন্ন্যাসী, সবিভা এবং ভগ।<sup>১</sup>

উপযুক্ত পৰ্যালোচনা দৃষ্টে মনে হয, সাধং সন্ধ্যা বা সাধংকালীন স্বৰ্ঘকে অগ্নি দেবদেবের অন্ততম বলা কোন প্রকারেই সমীচীন নয়। নিক্কলকার এ বিষয়ে স্পষ্ট অভিমত দিবেছেন যে অগ্নিদেবের একই কাল, একই কর্ম, এক সঙ্গেই স্তুত হন, এঁদের পৃথক স্তুতি ব্যতিচাব মাত্র।

“তযোঃ সমানকালযোঃ সমানকর্মণোঃসংস্তুতপ্রাধিযোঃ অসংস্তুবেনৈবোহর্দ্ধার্জে ভবতি।”<sup>২</sup>

পূর্বোক্ত ঋক্মন্ত্রেও (৫।৭৭।২) স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে সাধংকালীন যজ্ঞ অগ্নিদেবের অভিপ্রেত নয়। স্তুতবাং প্রভাততাবকা এবং সন্ধ্যাতাবকা অথবা সপ্তবিংশতি নক্ষত্রমণ্ডলীর প্রথম নক্ষত্র অগ্নি দেবতাকপে গৃহীত হতে পারে না। নিক্কলকার অগ্নিদেব সম্পর্কে আবণ্ড বলেছেন যে একজন বাসান্তি অর্থাৎ বাজির পুত্র, আবণ্ড অগ্নিদেবের উবাণ্ড পুত্র : “বাসান্ত্যোহন্ত উচ্যত উবঃ পুত্রস্তবান্ত ইতি।”<sup>৩</sup>

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে বৈদিক ঋষিরা স্বৰ্ঘকে বাজির পুত্র এবং অগ্নিকে দিবার পুত্ররূপে কল্পনা করেছেন। স্তুতবাং উবাকালেব উদয়পূর্ব স্বৰ্ঘ ও তৎকালে অগ্নিমিষ্মন জাত যজ্ঞাগ্নি দুই অগ্নিদেব স্বৰ্ঘ ও উবাণ্ড পুত্র এইরূপ কবিকল্পনার তাৎপৰ্য স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। অগ্নিদেবকে ঋগ্বেদে ‘ঋতাবুধ’ বা যজ্ঞের বর্ধবিভা বলা হয়েছে।<sup>৪</sup> তাঁরা তিনস্থানে কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞস্থলে উপবেশন করেন। এই যুগ্ম দেবতাকে উবা ও স্বৰ্ঘেব সঙ্গে একত্রে প্রাতঃকালীন যজ্ঞে সোমপানেব নিমিত্ত আহ্বান করা হয়েছে।

স জোবসা উবসা স্বৰ্ঘেণ চান্বিনা তিরো অহুং।<sup>৫</sup>

—হে অগ্নিদেব। উবা এক স্বৰ্ঘেব সহিত মিলিত হইয়া প্রাতঃকালীন যজ্ঞে সোমপান কব।<sup>৬</sup>

অগ্নিদেবের রূপ ও গুণেব যে বিবরণ বেদে পাওয়া যায়, তাতে তাঁদের আকার-প্রকার অনেকাংশে ইন্দ্র, অগ্নি ও স্বৰ্ঘের অনুরূপ বলে মনে হয। পূর্বের অগ্নি ও স্বৰ্ঘেব সঙ্গে এই দেবদেবের সাদৃশ্য এবং অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। অগ্নিদেবের অন্তান্ত গুণগুলি ও ইন্দ্র বা স্বৰ্ঘাগ্নিৰ সঙ্গে অভিন্নতা স্প্রতিষ্ঠিত কবে। অগ্নিদেবের

১ নিক্কল—১২২।৩

২ ঋগ্বেদ—১।৫৭।৪

৩ নিক্কল—১২।২।৪

৪ ঋগ্বেদ—৮।৩৫।২

৫ ঋগ্বেদ—১।৩৭।১, ৩

৬ অনুবাদ—সমেশচন্দ্র দত্ত

অন্ততম প্রধান গুণ এই যে তাঁবা ইন্দ্র এক নৃর্বেষ মত বৃষ্টি দান কবে নদীসমূহও  
ওষধিকে গুট্ট করে থাকেন। তাঁবা নদী সকলের বেগপ্রবর্তনকারী—  
‘সিন্ধুবাহন্য’।<sup>১</sup> জলের অধিপতি—‘অদাত্য’<sup>২</sup> বর্ষণশীল—‘বর্ষণ’।<sup>৩</sup> তাঁদের  
রথও বাবিবর্ষক—‘বলিন’<sup>৪</sup>, ‘হুতন্নু’<sup>৫</sup>।

অশ্বিনয় স্বর্গ থেকে জল বর্ষণ করেন, কৃষিকর্মও শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

দশমুখতা মনবে পূর্ব্যং দিবি যবং ব্রুকেণ কর্ষথঃ।

তা বায়ন্তু স্তমতিভিঃ স্তমস্পতী অশ্বিনা প্র স্তবীমহি ॥<sup>৬</sup>

—হে অশ্বিনয়! পুবাভন ছ্যালোকস্থিত জল ময়ূকে প্রদান কবতঃ তোমরা  
লাঙ্গলদ্বারা যব কর্ষণ করিয়াছ। হে জলপতি অশ্বিনয়। তোমাদিগকে অন্ত  
স্তুমস স্ততিদ্বাৰা স্তব করিতেছি।<sup>৭</sup>

যাতিঃ স্তদান্ গুণিভ্যাম বণিজৈর্দীর্ঘজীবনে

মধু কোশো অক্ষয়ঃ ॥<sup>৮</sup>

—হে শোভনদানশীল অশ্বিনয়। তোমরা উশিকপুঞ্জ বণিক দীর্ঘজীবন নিমিত্ত  
মেঘ থেকে জল সিঞ্জন করেছিলে।

সায়নাচার্য লিখেছেন যে দীর্ঘজীবন অশ্বি প্রবল অনায়ুষ্টি হেতু বাণিজ্যকে  
জীবিকারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বৃষ্টির নিমিত্ত অশ্বিনয়কে ভূট্ট কবায়  
অশ্বিনয় তাঁব জন্ত মেঘ প্রেরণ করেছিলেন।

অশ্বিনয় যজ্ঞকর্তাদের জন্ত মেঘ বিদীর্ণ করেন, কলে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয় :

যুবং সনিভ্যঃ স্তনয়ন্তমশ্বিনাপত্রজমূর্খঃ সপ্তাত্তং ॥<sup>৯</sup>

—তোমরাই যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া দাও, তখন  
সেই মেঘ শব্দ করিতে করিতে সাতমুখ উদ্ঘাটনপূর্বক বৃষ্টি করে।<sup>১০</sup>

ইন্দের একটি সাধাবণ বিশেষণ শচীপতি। অশ্বিনয়কেও শচীপতি আখ্যা  
দেওয়া হয়েছে :

বিশ্বা অবিষ্টং বাজ আ পুয়ংবীস্তা নঃ শস্তং শচীপতী শচীভিঃ ॥<sup>১১</sup>

: —হে শচীপতিশ্ব, আমাদের স্তোত্রোপযুক্ত তোমরা স্বীয় কর্মপ্রভাবে আমাদের  
ধন দান কব।

১ ঋগ্বেদ—৫।৭৫২

২ ঋগ্বেদ—৫।৭৫৮

৩ ঋগ্বেদ—৮।২১১২, ৮।৫২৭

৪ ঐ —১।১১০১

৫ ঐ —৫।৭৭০

৬ ঐ —৮।২২৮

৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৮ ঐ —১।১১২-১১

৯ ঐ —১০।৪০৮

১০ অনুবাদ—ভদ্র

১১ ঋগ্বেদ—৭।৬৭৫



অশ্বিনয় ও শতক্রতু সংজ্ঞালাভ করেছেন :

যাতিঃ কুংসমাজুর্নৈনং শতক্রতু প্রভুব্যতিঃ ।<sup>১</sup>

—হে শতক্রতুধর, তোমরা ইন্দ্রপুত্র কুংসকে রক্ষা করেছিলে ।

এখানে শতক্রতু শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে নায়ন লিখেছেন; “বহুবিধকর্মণাবশিনো” —  
বহুবিধকর্মকারী অশ্বিনয় ।

অশ্বিনয় শুধু যে ইন্দ্রের গুণাবলীর অবিকারী তা নয়, তাঁরা ইন্দ্রের ছান  
নোমপাবী, নমুটির সঙ্গে বুকে ইন্দ্রের সহায়ক — ইন্দ্রের রক্ষাকর্তা ।

যুং সুর্যামশ্বিনা নমুচাবাম্ময়ে নচা ।

বিপিনানা স্তম্পতী ইন্দ্র কর্মদ্যবতম্ ॥

পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেষ্ট্রাবধুঃ কাশ্যৈর্গংসনাভিঃ ।

যং সুর্যাম ব্যপিবঃ শচীভিঃ সরস্বতী হা মঘবন্নভিকঙ্ক ॥<sup>২</sup>

—হে কল্যাণমূর্তি অশ্বিনয় ! যখন নমুটির সহিত বৃক উপস্থিত হয়, তখন  
তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া চমৎকার নোমপান করিতে করিতে ইন্দ্রের কর্মে  
তঁাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে ।

—হে অশ্বিনয় ! পিতা-মাতা বেঙ্গপ পুত্রকে রক্ষা করে তজ্জপ ভোগবা  
চমৎকান নোমপান করতঃ নিজ শক্তি ও অদ্বুত কার্যসমূহ রাগা ইন্দ্রকে রক্ষা  
করিয়াছিলে । হে ইন্দ্র ! সরস্বতী দেবী তোমার নিকটে ছিলেন ।<sup>৩</sup>

ইন্দ্র, বকশ, সোম, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ রাজা নামে আখ্যাত হইয়াছেন বৈদিক  
সাহিত্যের । অশ্বিনয়ও এই সংজ্ঞা লাভে বঞ্চিত হন নি ।

যো বাং রপো নৃপতী অস্তি ...।<sup>৪</sup>

—হে নৃপতিধ্বজ ! তোমাদের যে রথ আছে ।

ন তং গাঙ্গানাবদ্বিতে কুতশ্চন...।<sup>৫</sup>

—হে ক্ষরহিত রাজধ্বজ ! তোমাদের দুর্জনের নাম কীর্তনেও আনন্দ হয় ।<sup>৬</sup>

ঋগ্বেদে আদিভ্যগণও রাজা — “যুং রাজানঃ ।”<sup>৭</sup>

ইন্দ্রের এক নাম ধনঞ্জয় ; অগ্নিও ধনঞ্জয় ।<sup>৮</sup> অশ্বিনয়কেও “জ্যেষ্ঠাবত” অর্থাৎ  
ধনঞ্জয় বলা হইছে ।<sup>৯</sup>

১ ঋগ্বেদ—১১।১২২৩

২ ঋগ্বেদ—১০।১৩১।৪-৫

৩ অমুবাং—রবেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঐ —১।১১।৪

৫ ঐ —১০।৩০।১১

৬ অমুবাং—অমর

৭ ঐ —১।৩০।৩৫

৮ ঐ —১।১৪।১০

৯ ঋগ্বেদ—১।১৪।১০

ইন্দ্রের মতই অশ্বিনয় অত্যধিক সোমপ্রিয়—“মধুপাতমা নরা”<sup>১</sup> অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সোমপায়ী মানব (মানবতুল্য সোমপ্রিয়)। তাঁরা উষা, সূর্য ও অন্তান্ত দেবতাদের সঙ্গে সোমপান করেন। ঋষি বাক্যবায় এঁদের আহ্বান কবে বলেছেন—

“সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং পিবতমশ্বিনা।”<sup>২</sup>

—হে অশ্বিনয়! তোমরা সূর্য ও উষাৰ সঙ্গে একত্রে সোমপান কর।

সজোষসা উষসা সূর্যেণ চ সোমং স্নহতো অশ্বিনা<sup>৩</sup>—

—হে অশ্বিনয়! উষা ও সূর্যের সঙ্গে তোমরা অভিব্যবকাবীৰ সোমপান কর।

স্তুধু কি তাই? অশ্বিনয় ইন্দ্রের মত বৃত্তাস্ত্রবেব বধকর্তা—এঁরা “বৃত্তহন্তমা”<sup>৪</sup>

—শ্রেষ্ঠ বৃত্তহন্তা। অশ্বিনয় শত্রুনাশ কবেন, পণিদের হিংসা করেন,<sup>৫</sup> তাঁরা

‘রক্ষহণা’ অর্থাৎ বান্দসদের বধ কবেন।<sup>৬</sup> তাঁরাও বজ্রধাৰা শত্রুদলন করেন।<sup>৭</sup>

অশ্বিনয় সমুদ্রের বা সম্ভবীক্ষের পুত্র। তাঁরা দ্ব্যলোকের নপ্তা (পৌত্র)—  
দিবো নপাতা।<sup>৮</sup> সমুদ্র তাঁদের মাতা—সিন্ধুমাতরা।<sup>৯</sup>

দ্ব্যলোকে জন্ম সূর্যের। সূর্যের পুত্র বা অংশবিশেষ বলেই অশ্বিনয় দ্ব্যলোকের পৌত্র। আবার বডবানলকণে সমুদ্রে অগ্নির জন্ম, তাই অশ্বিনেবের জননী সিন্ধু।

কখনও বা অশ্বিনয় কল্পের পুত্র বা কল্পপথাস্থাবী—‘কল্পবর্তনী’।<sup>১০</sup>

উত ত্যা মে বোজ্রাবর্চিসম্ভা নাসত্যা...।<sup>১১</sup>

—হে ইন্দ্র সেই দুই উজ্জলমূর্তি কল্পপুত্র নাসত্য আমাব স্তব ও যজ্ঞ গ্রহণ করুন।

এঁরা আবার নিম্নেবাই কল্প নামে খ্যাত—‘কজ্রাবতি খ্যাত’।<sup>১২</sup>

দেববৈবজ্ঞ—অশ্বিনয় দেবতাদের চিকিৎসককণে বেদে-পুৰাণে-কাব্যে প্রসিদ্ধ। বিশ্বয়েব বিবৰ এই যে অশ্বিনয় যেমন দেবতাদের বৈজ্ঞ বা ভিষক্, কল্পও তেমনি দেবতাদের বৈজ্ঞ বা ভিষক্কণে ঋষিদের বহুস্থানে বন্দিত হয়েছেন। ঋষি কল্পের কাছে প্রার্থনা কবেছেন :

উন্নো বাব। অর্পব ভেবজ্জৈতিভিষক্ভমং ত্বা ভিষজ্ঞাং শৃণোমি।<sup>১৩</sup>

১ ঋষি—৮২২।১৭

২ ঋষি—৮।৩৫।১-৩

৩ ঋষি—৮।৩৫।১৭-১৮

৪ ঐ —৮।৮।৯

৫ ঐ —৮।২৬।১০

৬ ঐ —৭।৮৪।৪

৭ ঐ —১।১১।৭২১

৮ ঐ —৪।৪৪।২

৯ ঐ —১।৪৬।২

১০ ঐ —৮।২২।৪

১১ ঐ —১০।৮১।১৫

১২ ঐ

১৩ ঋষি—২।৩৩।৪

—হে কল্প, আমি শুনেছি, তুমি বৈষ্ণবদেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব, তুমি আমাকে বীর-পুত্রসম্বন্ধিত উপযুক্ত ঔষধেব সঙ্গে সংযুক্ত কব। ভিবক্শ্রেষ্ঠ কল্পেব হাতে ঔষধ বা ভেবজ থাকে। তাই ঋষিব জিজ্ঞাসা কল্পেব কাছে :

কল্প তে কল্প মৃডয়াকুর্হন্তো যোহস্তি ভেবজো জলাবঃ ।<sup>১</sup>

হে কল্প, তোমাব সেই স্তম্ভদায়ক হস্ত কোথায়, যে হস্তে ভেবজ থাকে ?

ঋগ্বেদে কিন্তু বরুণ ও ভিবক্ বা চিকিৎসক ।<sup>২</sup>

সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, কল্প, বরুণ প্রভৃতি একই দেবতাব ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কোন কোন ঋকে ইন্দ্র ও অশ্বিনকে একত্র আহ্বান কবা হইবে।<sup>৩</sup> অশ্বিনও যে সেই এক দেবতা বা ঈশবেব মূর্তি বিশেষ তা এঁদেব গুণাবলীৰ পর্যালোচনাতেই উপলব্ধি হয়। এক ঈশবেব পৃথক্ পৃথক্ মূর্তি ত গুণকর্মেব বৈশিষ্ট্যেব উপবে নির্ভর কয়েই পাবিকল্পিত হইবে। অশ্বিনবেবও একটি বিশেষ গুণেব জন্মই পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা। এই গুণটি এঁদেব বোগ নিরাময় শক্তি। সেই জন্মই এঁবা প্রসিদ্ধ দেবচিকিৎসক।<sup>৪</sup> এই দেবত্ব ভেবজভাবে চিকিৎসা কবতেন।<sup>৫</sup> এঁবা তিন প্রকাৰ পার্থিব ভেবজ, তিন প্রকার জলজ (অস্তবীক্ষজাত) ভেবজ এবং তিন প্রকাৰ পার্থিব ভেবজের অধিকারী ছিলেন।

জির্ণো অশ্বিনা দিব্যানি ভেবজা জির্ণার্থিবানি জিহদন্তমন্ত্যঃ ।

ওমানং ঋ ঋগ্মমকাষ শুনবে জিহাতু শর্ম বহত্তং শুভশতী ॥<sup>৬</sup>

—হে অশ্বিন। আমাদেরকে দিব্যালোকের ঔষধি তিনবার প্রদান কব ; পার্থিব ঔষধি তিনবার প্রদান কব, অস্তবীক্ষ হইতে ঔষধি তিনবার প্রদান কব। শংকর দ্বার আমাব সন্তানকে স্তম্ভ দান কব। হে শোভনীয় ঔষধি পালক, তোমবা তিনটি ধাতু-বিষয়ক স্তম্ভ প্রদান কব।<sup>৭</sup>

এই ঋকেব আব একটি অম্ববাদ :

হে অশ্বিদেবত্ব ! আপনারা আমাদেরকে ছ্যালোকের ভেবজ সদাকাল প্রদান কবন ; পৃথ্বীলোকের ভেবজ সদাকাল প্রদান কবন, আব অস্তবীক্ষসকাশে উৎপন্ন ভেবজ সদাকাল প্রদান করুন। কল্যাণমুক্ত আনন্দ আমাব কর্মরূপ পুত্রের জন্ম দান কবন। হে সকল বিধায়ক দেবত্ব ! আপনারা আমাদের জিগ্মশু-সাম্যঙ্গণ

১ ঋগ্বেদ—২।৩৩।৭

২ ঋগ্বেদ—১।২৪।৩

৩ ঋগ্বেদ—১।২৬।৭

৪ ঋগ্বেদ—১।১২৬।১৬

৫—ঐ —১।১১।৪

৬ ঐ —১।৩৪।৬

৭ অম্ববাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

এবং ত্রিধাতুসাম্যকপ স্বথ (মানসিক ও দৈহিক সমতা সাধক স্বথ) প্রদান করুন ।<sup>১</sup>

“ত্রিধাতু বিষয়ক স্বথ”—এর সাম্যনাচার্যকৃত অর্থ—“বাতপিত্তশ্লেষ্মধাতুত্রয়শমন-বিষয় স্বথঃ”—বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা নামক তিন ধাতুব বিনাশকপ স্বথ ।

উত ত্যা দৈব্যা ভিষজা শং নঃ কথতো অশ্বিনা ।<sup>২</sup>

—দেববৈজ্ঞ অশ্বিদ্বয় আমাদের স্বথ বিধান করুন ।

ভিষজা মমোভূবা<sup>৩</sup> —স্বথকর ভিষকদ্বয় ।

অন্ধস্ত চিন্নাসত্য্য কুশস্ত চিদ্ভবামিদাহর্ভিষজাকৃতস্ত চিৎ ।<sup>৪</sup>

—তোমাদিগকেই অন্ধের দুর্বলতাব বোগেব জ্বালায় রোক্তমান ব্যক্তির চিকিৎসক বলিয়া লোকে উল্লেখ কবে ।<sup>৫</sup>

ব্রাহ্মাণ্ডলিতেও অশ্বিদ্বয় দেববৈজ্ঞকপে উল্লিখিত ।

“অশ্বিনৌ বৈ দেবানাম ভিষজৌ ।”<sup>৬</sup>

অশ্বিনৌ বৈ দেবানাম ভিষজৌ ভৈষজ্যমেব তৎ কুরুতে ।<sup>৭</sup>

—অশ্বিদ্বয় দেবতাদের চিকিৎসক, —তঁাবা চিকিৎসাকর্ম করে থাকেন ।

অশ্বিদ্বয় দেববৈজ্ঞ হিসাবে যে সকল অত্যাশ্চর্য কর্ম সম্পাদন কবেছেন তাব কিছু বিবরণ উদ্ধৃত কবছি ।

তঁাবা বধ্যা গাভীকে দুগ্ধবতী করেছিলেন ।

ধেহুমম্বং পিষথো নরা ।<sup>৮</sup>

—তোমরা এসবরহিত গাভীকে দুগ্ধবতী কবিবাহিলে ।<sup>৯</sup>

অধেহুং দম্রা স্তব্ধং বিবস্ত্রামপিষতঃ শমবে অশ্বিনা গাং ।<sup>১০</sup>

—হে দম্রঘর ! তোমবা কুশ, এসবশূত্র, দুগ্ধশূত্র, গাভীকে শয় অবিদ্র জন্ত দুগ্ধপূর্ণ করিয়াছিলে ।<sup>১১</sup>

অপিষতঃ শমবে ধেহুমশ্বিনা ।<sup>১২</sup>

—শয়ব ধেহুকে দুগ্ধবতী করেছে ।

যুবং ধেহুং শমবে নাশিতার্য শিষ্যতমশ্বিনা পূর্য্যার ।<sup>১৩</sup>

১ অম্ববাদ—হর্গামাস লাহিড়ী

২ স্বথেন—১১২৮

৩ স্বথেন—১০১৩৯৬

৪ স্বথেন—১০২৯৩

৫ অম্ববাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৬ ঐতরেয় ব্রাহ্ম—১১৮

৭ সাংখ্যাবন ব্রাহ্ম—১৮ অঃ

৮ স্বথেন—১১১২৩

৯ অম্ববাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

১০ স্বথেন—১১১১৭২

১১ অম্ববাদ—ভবেন

১২ স্বথেন—১০১৩৯১৩

১৩ স্বথেন—১১১১৭৭

—পুত্রাতন শব্দ ঋষি যাজ্ঞা কবিলে তাহাব গাভী (দুগ্ধশূভ্র) দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলে ।<sup>১</sup>

অশ্বিষ্য কূপে নিক্ষিপ্ত পাশবদ্ধ বেত ও বন্দনকে জল থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কূপে নিক্ষিপ্ত কথকেও উদ্ধার করেছিলেন । অহুরগণ অন্তর্যক্কে কূপে নিক্ষেপ কবলে তাঁবা তাকেও উদ্ধার করেছিলেন । তুহু, কর্কসু ও বয্যাকে তাঁবা বন্ধা করেছেন ।<sup>২</sup> তাঁবা পুশ্বি ও পুককুৎসকে<sup>৩</sup> এবং কুৎস, প্রতর্ঘ ও নর্যকে<sup>৪</sup> বন্ধা করেছেন । তাঁবা পঙ্গু পবাবুজ এবং শ্রোণকে গমনে সমর্থ কবেছিলেন, অন্ধ ঋজ্ঞাধকে দৃষ্টিদান কবেছেন ।

যাতিঃ শচীভিবৃৎপা পবাবুজং প্রাংধং শ্রোণং চক্ষুস এতবে কৃথঃ ।

যাতির্বর্ভিকং ঐসিতামমুংচত অতিক্রু উতিভিরশ্বিনাগতম্ ॥<sup>৫</sup>

—হে অভীষ্টবর্ষিষ্য । যে সকল কর্মদ্বারা পবাবুজকে (পঙ্গু) গমন সমর্থ করিয়াছিলে, অন্ধকে (ঋজ্ঞাধ) দৃষ্টিসমর্থ করিয়াছিলে এবং শ্রোণকে (দুর্বলজাঙ্ঘ) গমন সমর্থ করিয়াছিলে, যে সকল কর্মদ্বারা গৃহীত বর্তিকা পক্ষীকে মুক্তি দিয়াছিলে, হে অশ্বিষ্য । সেই সকল উপায়েব সহিত আইস ।<sup>৬</sup>

অশ্বিদেবদ্বয় ঋবেয় কুষ্ঠরোগমুক্ত করে তাঁকে হৃদযী পত্নী দান কবেছিলেন, চক্ষুহীন কথকে চক্ষু দিয়াছিলেন এবং বধিব নৃষদগুত্রকে প্রবণশক্তি প্রদান করেছিলেন ।<sup>৭</sup> ঋজ্ঞাধেব পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অন্ধ কবে দিলে ঋজ্ঞাধেয় স্তবে তুষ্ট অশ্বিষ্য তাঁব দৃষ্টিশক্তি কিরিয়ে দিবেছিলেন ।<sup>৮</sup> নষ্টচক্ষু কণ ঋষিকে তাঁবা চক্ষু দিয়েছিলেন ।<sup>৯</sup>

ঋষিথেলেব পত্নী বিশ্ণুলাব যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পা ছিন্ন হয়েছিল, অশ্বিষ্য তাঁর দেহে একটি লৌহময় পদ সংযুক্ত করেছিলেন ।

চবিজ্জং হি বেবিবাচ্ছেদি পর্বমাজা খেলস্ত পবিতক্স্যামাং ।

সন্তো জংঘামাঘসীং বিশ্ণুপলায়ে খনে হিতে সর্ভবে প্রত্যভক্ষম্ ॥<sup>১০</sup>

—খেলের স্ত্রী (বিশ্ণুপলাব) একটি-পা, একটি পাখার স্ত্রাব যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল, হে অশ্বিষ্য । তোমরা বাজিযোগে সম্ভই বিশ্ণুপলাকে গমনের জন্ত এবং (শত্রু) স্তম্ভ ধনলাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে ।<sup>১১</sup>

১ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

২ ঋগ্বেদ—১১১২।৫-৬

৩ ঋগ্বেদ—১১১২।৭

৪ ঋগ্বেদ—১১১২।৯

৫ ঐ —১১১২।৮

৬ অনুবাদ—ভদেব

৭ ঐ —১১১৭।১০

৮ ঐ —১১১৭।৭, ১১১৬।১৬

৯ ঐ —১১১৮।৭

১০ ঐ —১১১৬।১৫

১১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

বিশ্ণুপলামেতবে ক্লথঃ<sup>১</sup> — ছিন্নপদা বিশ্ণুপলাকে চলচ্ছক্তিযুক্তা কবেছিলে ।

যান্তির্বিশ্ণুপলাং ধনসামর্থ্যং সহস্রমীড্‌হ আজাবজিহ্বতং ।<sup>২</sup>

—যে সকল উপাধ দ্বাৰা ধনবতী এবং গমনে অসমর্থী বিশ্ণুপলাকে বহুধনযুক্ত সংগ্রামে যাইতে সমর্থ কবিয়াছিলে সেই সকল উপাধেব সহিত আইস ।<sup>৩</sup>

জংঘাং বিশ্ণুপলায় অধস্তং ।<sup>৪</sup> —তোমরা বিশ্ণুপলাকে একটি জংঘা নির্মাণ করে দিয়াছিলে ।

অশ্বিনয় অগ্নিকুণ্ডে নিক্শিপ্ত অজ্রিৰ গাভ্রদাহকারী উতাপকেও স্তম্ভকর করে তুলেছিলেন,<sup>৫</sup> কক্ষীবানকে বুদ্ধি প্রদান করেছিলেন,<sup>৬</sup> দধীচি মুনব দেহে অশ্বমস্তক সংযুক্ত কবেছিলেন ।<sup>৭</sup>

কৃষ্ণপুত্র বিশ্বকাস ঋষিৰ বিষ্ণুপু নামক মৃতপুত্রকে পুনর্জীবিত কবেছিলেন দেববৈষ্ণবদ্বয় ।<sup>৮</sup> জলে নিমজ্জিত বিনষ্ট-অবশব রেত ঋষিৰ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেষজের দ্বারা তাঁরা সুগঠিত করেছিলেন ।<sup>৯</sup> বন্দন ঋষি এঁদের কুপাৰ দীর্ঘায়ুলাভ করে-ছিলেন ।<sup>১০</sup> অশ্বিনয় বিবাণ্ড অহুরেব পুত্রকে বিব দিবে (বিবাস্ত তীর দিবে) হত্যা করেছিলেন ।<sup>১১</sup> বজ্রিমতী নারী নাবীৰ প্রসব বেদনা দূব কবে স্বখে প্রসব করিয়েছিলেন দেবচিকিৎসকদ্বয় ।<sup>১২</sup> বজ্রীমতীর স্বামী নপুংসক হওয়া সত্ত্বেও অশ্বিদেবদ্বয় তাঁকে হিবণ্যহস্ত নামে পুত্র দিবেছিলেন ।<sup>১৩</sup> অজ্রিৰ জন্তু তাঁরা গৃহনির্মাণও করেছিলেন ।<sup>১৪</sup>

কক্ষীবানেব কস্তা ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা কুষ্ঠবোগাক্রান্তা হওযায় অবিবাহিতা অবস্থাতেই জবাগ্রস্তা হয়েছিলেন । অশ্বিনয় তাঁর কুষ্ঠরোগ আবেগ্য করে তাঁকে জরায়ুক্ত করে মনোমত পতি প্রদান কবেছিলেন ।

ঘোষারৈ চিৎ পিতৃবদে দুরোণে পতিং

জরংত্যা অশ্বিনাবদস্তং ।<sup>১৫</sup>

—হে অশ্বিনয় ! গৃহে পিতৃসমীপে নিযত্না জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা পতি প্রদান করিয়াছিলে ।<sup>১৬</sup>

১ ঋষেদ—১০১৩৮

২ ঋষেদ—১১১২১০

৩ অশ্ববাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঐ —১১১৮৮

৫ ঋষেদ—১১১৬৮

৬ ঐ —১১১৩৮৭, ১১১৭৯

৭ ঐ —১১১৭২২, ১১১৩১২

৮ ঐ —১১১৩৮৩, ১১১৭৭

৯ ঋষেদ—১১১৭৮

১০ ঐ —১১১২৯

১১ ঐ ১১১৭১৬

১২ ঐ —১০১৩৮৭

১৩ ঐ —১১১৩১৩

১৪ ঐ —৮৭৮৭

১৫ ঐ —১১১৭৭

১৬ অশ্ববাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

অমাজ্জুশ্চিদ ভবথো যুবং ভাগোহনাশো চিদবিভারা .. ১<sup>১</sup>

—শিঙভবনে একটি জীলোক বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল তোমরা তাহাব  
লোভাগ্যস্বরূপ তাহার বর আনিয়া দিলে ।<sup>১২</sup>

বৃদ্ধ বন্দন ঋষিকে তাঁরা যুবক করেছিলেন ।

যুবং বন্দনং নিষ্ঠুভং জরণ্যয়া বখং ন দশা করণা সমিষথঃ ।<sup>১৩</sup>

—জীর্ণ রথকে (শিল্পী) যেরূপ (নৃতন) করে, হে নিপুণ দম্ভব, তোমরা  
সেইরূপ বার্ষক্যপীড়িত বন্দনকে পুনরায় যুবা কবিয়াছিলে ।<sup>১৪</sup>

কলি নামক ঋষিবৎ জরা মোচন কবেছিলেন অশ্বিষ :

যুযং বিপ্রস্ত জরণামুপেযুযঃ পুনঃ কলেরকুহুতং যুবধ্বয়ঃ ॥<sup>১৫</sup>

—কলি নামক যে ভোতা জরাজীর্ণ হইয়াছিল, তোমরা তাহাকে পুনরায়  
যৌবন সম্পন্ন কবিয়াছিলে ।<sup>১৬</sup>

চ্যবন ঋষিকেও তাঁরা যুবক করেছিলেন : চ্যবানং চক্রযুযুবানম্ ॥<sup>১৭</sup>

যুবং চ্যবানমশ্বিনা জবস্তং পুনযুবানং চক্রযুঃ শচীভিঃ ॥<sup>১৮</sup>

—হে অশ্বিষ ! তোমরা (ভৈষজ্যরূপ) কর্মরায় বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুবা  
করিয়াছিলে ।<sup>১৯</sup>

যুবং চ্যবানং সনযঃ<sup>২০</sup>—তোমরা জরাগ্রস্ত চ্যবনকে যুবা করেছ ।

জুজুহুযো নাসত্যোভ বত্রি প্রামুচ্যন্ত জপিমিব চ্যবানাং ।

প্রোতিয়ন্ত জহিতস্তার্দ্রাদিৎ পতিমক্লুতং কণীনাম্ ॥<sup>২১</sup>

—হে নাসত্যদ্বয় ! শরীরের আবরণ যেরূপ খুগিয়া কেলে, তোমরা জীর্ণ  
চ্যবন (ঋষিব) শরীরব্যাপ্ত (জরা) সেইরূপ খুগিয়া কেলিয়াছিলে । হে দম্ভব !  
তোমরা সেই পুত্রাদিত্যক্ত ঋষির জীবন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে এবং তৎপরে  
তাহাকে কন্ডাসমূহের পতি করিয়া দিয়াছিলে ।<sup>২২</sup>

প্রচ্যবানাজুজুহুযো বত্রিমৎকং ন মুক্ণঃ ।

যুবা যদী কৃথঃ পুনর্য কামযুযে বধঃ ॥<sup>২৩</sup>

১ বৃহৎ—১০।৩২।৩

৪ অনুবাদ—ভদেব

৭ বৃহৎ—১।১১৮।৬

১০ —১০।৩২।৪

২ অনুবাদ—ভদেব

৫ বৃহৎ—১০।৩২।৮

৮ ঐ —১।১১৭।১০

১১ ঐ —১।১১৩।১০

১৩ ঐ বৃহৎ—১।৭৪।৫

৩ বৃহৎ—১।১১২।৭

৬ অনুবাদ—ভদেব

৯ ঐ

১২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

—তোমরা জ্বাজীর্ণ চ্যবনেব জঘন্ত (পুৰাতন রূপ) কবচেব গ্ৰাণ মৌচন কবিয়াছিলে। যখন তোমরা তাঁহাকে পুনৰ্বাৰ ঘূৰা করিলে তখন তিনি স্বকপা কামিনীর বাহিত মূৰ্তি লাভ কবিলেন।<sup>১</sup>

এই কাহিনীটিই মহাভাবতে (১২২-১২৩অঃ) সুপ্রসিদ্ধ চ্যবন ও স্বকন্তাব উপাখ্যানের মূল। মহাভাবতে চ্যবনেব উপাখ্যান পল্লবিত হয়েছে। তপোনিমগ্ন চ্যবন মুনিব দেহ বন্ধীকাবৃত হয়েছিল। প্রমোদবিহারে আগত শর্ষাতি বাজার কন্তা স্বকন্তা বন্ধীকৃতপমধ্যে চ্যবনেব উজ্জ্বল দুই চক্ষু কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করেছিলেন। আহত চ্যবনের ভগঃপ্রভাবে বাজার সৈন্তদলেব মলমূত্র নিকৃষ্ট হয়। পবে চ্যবন স্ববি বাজার অন্নয়ে সন্তুষ্ট হয়ে স্বকন্তাকে বিবাহ করাব প্রস্তাব করলেন। রাজা ও সৈন্তদলের জীবন বক্ষার বিনিময়ে স্বকন্তাকে অবিহন্তে প্রদান কবলেন। কোন এক সময়ে দেববৈশ্ব অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বকন্তাব অলোকসামান্ত রূপে মুগ্ধ হয়ে জরাগ্রস্ত চ্যবনকে রূপযৌবনসম্পন্ন কবাব বিনিময়ে আত্মদেয়ের বে কোন একজনকে বরণ কবার অল্পয়োধ জানালেন স্বকন্তাব কাছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও চ্যবন একত্রে জলে অবগাহন স্নান করে রূপযৌবনসম্পন্ন সমরূপ তিনটি পুরুষ হয়ে উদ্ভিত হলেন। স্বকন্তা তিনজনের মধ্যে স্মীম পতিকেই বরণ করে নিলেন। পরিবর্তে মহাবি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়গলকে যজ্ঞভাগ প্রদান কবলেন।

ঋগ্‌পুরাণেও (আবন্ত্যখণ্ড, ৩০ অঃ) এই উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। মহাভারতকার বলেছেন যে অশ্বিনীদেব নাম করলে রোগ হয় না—অশ্বিনী পরিকীর্তনতো ন রোগঃ।<sup>২</sup>

আশ্বিনমাসে ব্রাহ্মণদের দ্বত দান করলে অশ্বিনদ্বয় শ্রীত হয়ে তাকে রূপ প্রদান কবেন—

দ্বতং মাসে আশ্বযুজি বিপ্রোভ্যো যঃ প্রযচ্ছতি।

তস্মৈ প্রযচ্ছতো রূপং শ্রীতো দেবাবিহাষিনো।<sup>৩</sup>

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত চ্যবনের জরামৌচন ও যৌবনলাভের কাহিনীর মধ্যে সাংগতালে সূর্যের বার্ষিক্যেরও পবে প্রাতঃকালে পুনরায় নবযৌবন লাভের রূপক বর্তমান বলে অহমান করেছেন। “Kuhn, Maxmuller, Benfey বলেন যে বার্ষিক্যের পর পুনরায় যৌবনপ্রাপ্তি কেবল সূর্যের অস্তের পরে পুনরুদয় সম্বন্ধে একটি উপসামান্য এবং বেড, বন্দন, পরাবুজ, ভুস্টা প্রভৃতিতে অশ্বিনদ্বয়



উদ্ধাব কবিষাছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে কেবল এইরূপ প্রাকৃতিক দৃষ্ট সম্বন্ধে উপমা মাত্র। Muir এ মত সমর্থন করেন না।”

অত্রিকে অগ্নিদাহ থেকে রক্ষা করার কাহিনীটিও সূর্যের রূপক বলে মনে করেছেন অধ্যাপক ম্যাকডোনেল,—“At the same time the legend of Atri may be reminiscence of a myth explaining restoration of the vanished sun.”

অশ্বিনের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত উপাখ্যানগুলি রূপক হোক বা না হোক—এ কথা সত্য যে, বৈদিক আর্চগণ চিৎসারিষ্ঠায় যে অত্যাশ্চর্য শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন, তা দেবচিকিৎসক অশ্বিন্যে আবোপিত হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য অশ্বিন্যকে খ্যাতিনামা মহত্ব বলেও গণ্য করেছেন। একপ অভিমতের কথা যাক্‌ব নিকল থেকেও জানা যায়। অশ্বিন্যের স্বরূপ আলোচনা যাত্রা দেখেছি যে তাঁরা উবাভাগেব অনুদিত সূর্য এবং তৎকালে প্রজলিত যজ্ঞায়ি। সূর্যায়িব বোগবীজাপু নাপেব যে শক্তি আছে, সেই শক্তিকেই অশ্বি বা অশ্বিনীকুমার নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্য এবং অগ্নির বোগ প্রতিবেদ করার শক্তিকে কে অস্বীকার করবে? বেদে-পুৰাণে, এমন কি বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যেও সূর্য সূর্যবোগ আরোগ্যকারী বলে প্রসিদ্ধ। অশ্বিন্য সম্পর্কে অধ্যাপক Gold Stoker-এর অভিমত প্রাণিধানযোগ্য: “The myth of the Aswins is one of that class of myths in which two distinct elements, the cosmical and the human or historical, have gradually blended into one. The historical or human element in it, I believe, is represented by those legends which refer to the wonderful cures effected by the Aswins, and to their performances of a kindred sort; the cosmical element is that relating to their luminous nature. The link which connects both seems to be a mysteriousness of the nature and effects of light of the healing art at a remote antiquity. It would appear that these Aswins like Ribhus were originally mortals, who in course of time were translated into the companionship of the gods.”

অশ্বিন্য মূলত: ছিলেন মহত্ববিশেষ, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। ‘অশ্ব বা

১ রমেশচন্দ্র দত্ত—অশ্বিন্যের বঙ্গানুবাদ ১ম, পৃ: ২৩৫, ১১১৩১০ স্বকীর টিকা

২ Vedic Mythology—page 53— ৩ Chambers's Encyclopedia,

কিরণসমমিত সূর্য ও অগ্নিব প্রভাতকালীন আবির্ভাব ‘অশ্বিন্’ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল এবং সূর্য্যায় বোগনাশকতা অশ্বিন্‌র আয়োজিত হওয়ায় অশ্বিন্‌র দেববৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ হন। পবে বৈদিক ঋষিদের উদ্ভাবিত চিকিৎসাবিজ্ঞান পাণ্ডগম্যতা দেববৈষ্ণব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের চবিত্ত্রে সংযোজিত হয়েছে।

অনেক পাশ্চাত্যপণ্ডিতেব মতে চ্যবনের জন্মযুক্তিব মত অশ্বিগুণের সকল কর্মই সূর্যের গুণাবলীব মানবিক প্রকাশ। “The opinion of Bergaigne and others that the various miracles attributed to the Asvins are anthropomorphised forms of solar phenomena (the healing of the blind man thus meaning the release of the sun from darkness) ..”

বেদে অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেমন দেববৈষ্ণব, তেমনি সূর্য, অগ্নি এবং কজ্ঞও বোগ ও বিবনাশক।

সূর্য সম্পর্কে ঋষেদ বলেছেন—

উদগাদযমাদিত্যো বিধেন সহসা সহ।

দ্বিবন্তং মজ্ঞং বজ্রযমো অহং দ্বিষতে বধম্ ॥\*

—বিশ্বেব শক্তি নিয়ে এই সূর্য উদ্ভিত হচ্ছেন। তিনি আমাদের হিংসকগণকে হিংসা করেন। তিনি আমাদের অনিষ্টকারী বোগ বিনাশ করেন।

কজ্ঞযজুর্বেদে অগ্নি বিব নাশ করেন। ঋষি প্রার্থনা করেছেন অগ্নিব কাছে—  
“অবিবং মঃ পিতুং কুশু।”

—হে অগ্নি তুমি আমাদের পানীয় বিষশূন্য কর।

কজ্ঞ ত ঐবধেয় কর্তা, তাঁব হাতেই ঐবধ থাকে—তিনিই বোগ আয়োগ্য করেন। কজ্ঞেব বোগাবোগ্যকাবিতা সম্পূর্ণই দেববৈষ্ণব অশ্বিন্‌র উপরে আবোপিত হয়েছে। সূর্যের কুষ্ঠরোগযুক্তিব শক্তি পরবর্তীযুগে প্রচলিত থাকলেও বাল্যাদেশে ধর্মরাজের চবিত্ত্রে সংক্রমিত হয়েছে।

অশ্বিন্‌র এক নাম নাসত্য। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন যে নাসত্য শব্দটি এসেছে গতার্থক ‘নম্’ ধাতু থেকে। তাঁর মতে গতিশীলতাব প্রতীক বা গতিশক্তিই নাসত্য। “I take it from nas to move We must remember that the Asvins are riders on the horse, that they are described often by epithets of motion, ‘Swift-footed’ ‘fierce-moving in

their paths' that Castor and Pollux in Gæco-Latin Mythology protect sailors in their Voyages and save them in storm and ship-wreck and that in the R̥gveda also they are represented as powers that carry over the R̥ishis as in a ship or save them from drowning in the Ocean. Nāsatya may therefore very well mean lords of voyage, journey or powers of movement”<sup>১</sup>

ঔষধবিন্দেব মতে অশ্বিনয় গতিশক্তি এবং আলোকশক্তিও। হুতবাহু পবোক্ষভাবে অশ্বিনয়কে সূর্য্যাক্ষরী বলে গণ্য করা যায়। তিনি লিখেছেন, “Aswins are both ‘hiranyavartini’ and ‘rudravartani’, because they are both powers of Light and nervous force; in the former aspect they have a bright gold ornament, in the latter they are violent in their movement.”<sup>২</sup>

পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী অশ্বিনয়কে ভগবানের বিভূতি বলে গ্রহণ করেছেন;—এই দুটি বিভূতি আধি অর্থাৎ মানসিক রোগ এবং ব্যাধি অর্থাৎ দৈহিক রোগ নিবারণী শক্তি।

“দুই দিক দুইতে দুইভাবে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ পাইয়া মানুষকে রক্ষা করিতেছে, সেই বিভূতিকেই অশ্বিনয় নামে অভিহিত করা যায়।”<sup>৩</sup>

দুর্গাদাস আবও পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, “বৈষ্ণব বলিলে দুইটি ভাব মনে আসে, যিনি দেহের চিকিৎসা করেন, যিনি মনের চিকিৎসা করেন...অশ্বিনয় নামে সেই দুই ভাবের, সেই দ্বিবিধ ব্যাধির শান্তিকারক অর্থ প্রকাশ পাইতেছে...।

যমজ সন্তানের সার্থকতাও দুইভাবে দুই ব্যাধির সম্বন্ধহুত্তে উপলব্ধ হয়। কাবণ দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক ব্যাধি—দুই-এর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।”<sup>৪</sup>

অশ্বিনয়কে ঈশ্বরের শক্তি বললেও আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে বিরোধ হয় না। কাবণ, পূর্বেই দেখেছি যে সূর্য্যাক্ষরী তেজোবাহী সর্বব্যাপী অনন্ত চিৎশক্তি আত্মা বা প্রাণরূপে বিভাসিত। আব সেই চৈতন্যরূপী প্রাণশক্তিই ত রূপ রূপে প্রকাশিত।

সন্ন্যাস—অশ্বিনয় বিবস্থান বা স্থর্বব পুত্র। কিন্তু তাঁদের মাতা সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী সম্পর্কেও পণ্ডিতবাহু বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের অভিমত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে উবাহী সন্ন্যাসী।

১ On the veda, page 93      ২ On the veda, page 94

৩ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঔষধ, ১ম খণ্ড, ১৭০-১৭১ ক্রমিক ভাগ, পৃ: ১৪১

৪ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃ: ১০

“আলোক বা অশ্বিনমুহুর্তে ঋষেদে সর্বদাই অশ্ব বলিষা বর্ণনা করা হইয়াছে এবং সূর্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত বলিষা সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত অর্থাৎ আলোকযুক্ত। পরবর্তী উপাখ্যান : সূর্য ও উষা অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ কবিয়াছিলেন, এবং অশ্বিনীদ্বয় তাঁহাদেরই পুত্র।

..ঋষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবাহানেব বিবাহ হয় এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

“বিবাহান অর্থ সূর্য এবং সরণ্যু উষা”<sup>১</sup>

বমেশচন্দ্র আচার্য যাক্সের মত অনুসরণ করেছেন। যাক্স লিখেছেন, “রাজিরাদিত্যাদিত্যোদয়ে অন্তর্ধীয়তে।”<sup>২</sup>

—রাজি অর্থাৎ রাজিৰ অংশবিশেষ উষা আদিত্যের পত্নী, আদিত্যের উদয়ে উষা অন্তর্হিত হয়।

যাক্সের এই ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলেই মনে করি। একই সূর্য যেমন অবস্থা-বিশেষে কখনও ঋষ্টা, কখনও ঋষ্টাব পুত্র সূর্য, আবার কখনও সূর্যপুত্র অশ্বিন, তেমনি একই উষা কখনও সূর্যের মাতা, কখনও পত্নী, আবার কখনও ভগিনী। সূর্যের আবির্ভাবের পরই সরণ্যুকপিলী উষা অন্তর্হিত হন, তখন অশ্বকপী সূর্যকিরণের সঙ্গে মিলনে উষাব গর্ভে আদিত্য ও যজ্ঞাগ্নিব জন্ম হয়। এই সত্য ঋষেদেও বর্ণিত হয়েছে। ঋষেদ বলেছেন যে উষা, সূর্য, অগ্নি ও যজ্ঞকে জন্ম দিয়েছেন—  
অজীজনন্ত সূর্যং যজ্ঞমগ্নিৎ...।<sup>৩</sup>

অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “রাজির অঙ্কুর বিদূরিত হইবার পূর্বে উষাব উদয় হয় এবং উষা ক্রমে আদিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। প্রত্যন্ত সময় সম্পূর্ণত দেখিয়া সর্বপ্রাণী স্ব স্ব কর্তব্যে অবহিত হয়। উষা আদিত্যের মাতৃভূতা—সহস্রানতা নিবন্ধন উষা আদিত্যের সহচাৰিনী এবং উষার বলহরণ কবেন আদিত্য। সন্তান যেমন মাতাব স্তন্য হরণ করে, উষা আবার আদিত্যের জাৰা—জায়াতে যেকপ পতি অভিগত হয়, উষাতেও আদিত্য সেইরূপ অভিগত হইয়া থাকেন। আদিত্যের প্রকাশে উষা প্রোৎসাবিত হয় এবং অন্তর্ধান ঘটে।”<sup>৪</sup>

সরণ্যু শব্দের অর্থ কি? যাক্স বলেন, “সরণ্যু সরণাৎ।” —গত্যর্থক স্র ধাতু থেকে সরণ্যু শব্দ নিদ্গম। যে সরণ করে বা গমন করে সেই সরণ্যু। “উষঃপ্রতা”

<sup>১</sup> ঋষেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৭, ১৮১১ ককের টীকা <sup>২</sup> নিকন্ত—১২১১১৭

<sup>৩</sup> ঋষেদ—১১৭৮১০

<sup>৪</sup> নিকন্ত—(ক বি)—পৃঃ ১২৮২

যখন সূর্যেব প্রতি নিজেকে পবিচালিত করিয়া সূর্যেব সহিত অবিভক্তভাবে প্রতীত হয়, তখনই তাহার নাম হয় সবণ্য। সবণ্য সূর্যসহচাৰিণী উষঃপ্রভা, স্বাকৃপাবীব পববার্তিনী, অরুণোদবোস্তরকালীন উবাই সবণ্য।”<sup>১</sup>

সবণ্য উষা বা সাত্তি অবসানকালীন সূর্যালোক। তিনিই অশ্বকণী সূর্যকিরণের সংস্পর্শে উদয়পূর্বকালীন অর্থাৎ জীবচক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার পূর্বাবস্থায় সূর্য এবং তৎকালে প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিকে প্রসব কবেছিলেন। সবণ্য ও সবমা একই বস্তুব নামাস্তর।

অশ্বিষ্যেব একজনের নাম নাসত্য ও আর একজনের নাম দস্য। কখনও কখনও দুটি শব্দকেই দ্বিবচনে ব্যবহার করা হয়েছে—“দস্যো, ‘নাসত্যো’ রূপে। এ ক্ষেত্রে দ্বিবচনাস্তক প্রয়োগে দুই যুগ্ম দেবকে একসঙ্গে বোঝানো হয়েছে। অমরেশ্বর ঠাকুর দস্য শব্দের অর্থ করেছেন, দর্শনীষ।”<sup>২</sup>

সামনাচার্য বলেছেন, দস্য শব্দের অর্থ শত্রুৎসাহকারী। “শত্রুগামুপক্ষিতারো যদা দেববৈভত্বেন বোগানামুপক্ষিতারো, অশ্বিনৌ বৈ দেবানাম ভিবর্জো ইতি শ্রুতেঃ।”<sup>৩</sup>

নাসত্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যাক্স লিখেছেন, “সত্যাবেব নাসত্যাভিত্যোৰ্ণবাতঃ। সত্যস্ত প্রণেতাব্যবিত্যাগ্রাষণঃ, নাসিকাপ্রভবো বভূবভূতি।”<sup>৪</sup> —ঔর্ণবাত আচার্যের মতে এঁরা সত্য অর্থাৎ অসত্য নন, এইজন্যই নাসত্য। নিরুক্তকার আগ্রাষণ মনে কবেন যে এঁরা সত্যের (জল বা যজ্ঞের) স্রষ্টা, ঐতিহাসিকগণের মতে নাসিকাজাত বলেই এঁরা নাসত্য।

বেদে অগ্নি ও সূর্যকে ঋত বা সত্য বলা হয়েছে। ঋত বা সত্যশব্দ উপাত্তনয় উদয়পূর্বকালের সূর্য্যগ্নি যথার্থই অন্ধকাবকপ শত্রু বা রোগনাশক দস্য এবং নাসত্য নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য।

সবণ্য এবং অশ্বিষ্যেব মধ্যে অনেক পণ্ডিত গ্রীক দেবদেবীর প্রতিকল্পতা লক্ষ্য করেছেন। বমেশচন্দ্র লিখেছেন, “গ্রীক দেবী *Drynys* সবণ্যর রূপান্তর মাত্র, এবং সবণ্য যেকপ অশ্বীকপ ধারণ করিয়া অশ্বিষ্যকে জন্ম দিয়াছিলেন, গ্রীক *Drynys Demeter*-ও সেইরূপ অশ্বীকপ ধারণ করিয়া *Areion* ও *Despoina* নামক দুই সন্তানকে প্রসব করিয়াছিলেন।”<sup>৫</sup>

১ নিরুক্ত—পৃঃ ১২৮০

২ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ৭৮৭

৩ ঐবেদ—১।১১৭৯১ ঋকের ভাষ্য

৪ নিরুক্ত—৩।১৩৭৩

৫ ঋগ্বেদের বঙ্গামুবাদ—১ম, পৃঃ ৪০, ১১২-১৪ ককের টীকা

দুর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, “গ্রীসদেশের পৌরাণিক কাহিনীতে ‘ক্যাটব’ ও ‘পোলক্স’ নামক দুই দেবতাবিষয় বিবৃত আছে। অশ্বিনদেব সাদৃশ্য তাঁহাদেব মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন ক্যাটব ও পোলক্স অশ্বিনদেবের অন্তরূপি মাত্র।”<sup>১</sup>

অশ্বিনদেবের অলঙ্কার Apollo নামে এক গ্রীক দেবতা দেববৈষ্ণবরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এপোলোর একটি যমজ ভগ্নী ছিল Artemis নামে। “The Hellenes therefore worshipped Apollo as a god of medicine and prophecy. ...They called him a twin brother of Artemis, Goddess of childbirth.”<sup>২</sup>

দেববৈষ্ণব এপোলো ও অশ্বিনদেব মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

অশ্বিনদেবের বাহন—অশ্ব অশ্বিনদেবের বাহন। কিন্তু অশ্বিনদেবের বাহনরূপে গর্ধভেবও উল্লেখ রয়েছে।

কদা যো গো বাজিনো বাসন্ত্য যেন

যজ্ঞ নাসত্যোপযাথঃ।<sup>৩</sup>

—বলবান গর্দভ কখন তোমাদের রথে যুক্ত হয়? যদ্বা বা আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।<sup>৪</sup>

তদ্রাসতো নাসত্য। সহস্রমাজা যমস্ত প্রধান জিগাম্।<sup>৫</sup>

—তোমাদের প্রিয় গর্দভ যমের প্রিয় সহস্র যুদ্ধে জয় কবিতাছিল।<sup>৬</sup> নিষকটুতেও গর্দভ অশ্বিনদেবের বথের বাহক।<sup>৭</sup>

সূর্য্যার বিবাহ—অশ্বিনদেব সম্পর্কে একটি প্রচলিত উপাখ্যান এই যে তাঁরা একত্রে সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলান্তর্গত পঞ্চাশীতি স্তোত্রে সূর্য্য ও অশ্বিনদেবের বিবাহের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সূর্য্যো অশ্বিনা বয়ান্নিবাসীং পুৰোগবঃ।<sup>৮</sup>

—অশ্বিনদেব সূর্য্যের বয় হইলেন, অগ্নি অগ্রগামী দূতবরূপ হইলেন।<sup>৯</sup>

সোমো বধুয়ুভবদশ্বিনা স্তামুভা ববা।

১ বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—পৃঃ ৮৩

২ Greek Myths, vol I (Penguin)—Robert Graves, page 57

৩ ঋগ্বেদ—১।৩৪।৯

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১।১১৬।২

৬ অনুবাদ—ভদ্র

৭ নিষকটু—১।১৪

৮ ঋগ্বেদ—১০।৮৫।৮

৯ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

যাক বলেছেন, ‘সূৰ্য্য’ সূৰ্য্যেব পত্নী—‘সূৰ্য্যা’ সূৰ্য্যাস্ত পত্নী। এইবাবাতিশৃষ্টকাল-তমা।”<sup>১</sup> —সূৰ্য্যা সূৰ্য্যেব পত্নী। এই উবাহি কাল গত হলে সূৰ্য্যোদয়কালের নিকটবর্তিনী হয়ে সূৰ্য্যা হয়ে থাকেন।

যাস্কেব বক্তব্য বিশ্লেষণ করেছেন অমবেশ্বব ঠাকুর : “উদয়-প্রাকৃক্ষণবর্তী আদিত্যেব নাম সূৰ্য্য—তৎ সহচাবিণী উবাঃপ্রভা সূৰ্য্যা। কাদ্ধেই আচাৰ্য বলি-তেছেন—উবাহি কালান্তিক্রমে সূৰ্য্যোদয়েব প্রাতি নিকটবর্তিনী হইয়া সূৰ্য্যা নামে অভিহিতা হন। মোটেব উপব অরুণোদয় পূৰ্ববর্তিনী অধিকতব প্রকাশসম্পন্ন উবাহি সূৰ্য্য।”<sup>২</sup>

কৃষ্ণসূৰ্য্যদেব ভাস্ত্রে মহীধবঃ সূৰ্য্যা অৰ্থে সূৰ্য্যপত্নীকে গ্রহণ কবেছেন। কৃষ্ণসূৰ্য্যদে আছে : সূৰ্য্যাবা উবোহদিভ্যা উপস্থে।

—সূৰ্য্যাব স্তন বেরীকৃপা পৃথিবীতে বর্তমান। এখানে মহীধব লিখেছেন, “সূৰ্য্যাস্কেনোবা আদিত্যপত্নী বিবক্ষ্যতে।”

সূৰ্য্যাব যথাবোহণ যে সূৰ্য্যকিবণেব সূৰ্য্যমণ্ডলে প্রবেশ এ সত্য স্বধেদেব একটি সন্ন থেকেও অস্বীকৃত হয়।

অকিংকৰং শাল্ললিং বিশ্বকপং হিবণ্যবৰ্ণং সূর্য্যজং সূচক্রম্।

আরোহ সূৰ্য্যে অমৃতস্ত লোকং স্তোনং পত্যো বহতুঃ কৃণুধ ॥<sup>৩</sup>

—হে সূৰ্য্যে, ত্রিলোক বিভাসক নির্মল সর্বরূপসম্পন্ন হিবণ্যোপমবর্ণ অথবা হিবণ্যবং বরণীয় শোভনগতি অথবা শোভনবস্ত্রি পরিবৃত স্ত্রীপুং আদিত্যমণ্ডলে আরোহণ কর। পতিভূত আদিত্যের নিমিত্ত স্ত্রকে বহতু বা মাল্লিক দ্রব্য কর; অথবা স্ত্রথে সর্বপালক আদিত্যে অন্নপ্রবেশ কর।<sup>৪</sup>

মহাবাদক এফেজে মন্তব্য কবেছেন, “সূৰ্য্যপ্রভাকে সূৰ্য্যমণ্ডল হইতে বিচ্ছিন্ন কবিসা ঋষি বলিতেছেন, বাস্তবিকপক্ষে সূৰ্য্যপ্রভাও সূৰ্য্যমণ্ডলেব অবিচ্ছিন্ন সযন্ধ—সূৰ্য্যমণ্ডলে সূৰ্য্যপ্রভার অন্নপ্রবেশ কল্পনা মাত্র।”<sup>৫</sup>

অশ্বিষ্য কর্তৃক সূৰ্য্যবিবাহের সঙ্গে গ্রীক পুবাণের উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। ম্যাক্তোনেল লিখেছেন, “The Asvins, sons of Dyauz, who drive across the sky with their steeds and possess a sister, have a parallel in the two famous horsemen of Greek Mythology, sons

১ নিরুক্ত—১২৭৭৮

২ নিরুক্ত—(ক.বি)—পৃঃ ১২৭৪

৩ স্বধেদেব—১০৮৫২০

৪ মহাবাদ—অমবেশ্বব ঠাকুর

৫ নিরুক্ত (ক.বি)—পৃঃ ১২৭৫

of Zeus, brothers of Aeneas, and the two Lettic Gods's sons who riding on their steeds to woo the daughter of the Sun, either for themselves or the moon. In the Lettic myth the morning star is said to have come to look at the daughter of the Sun As the two Asvins wed the one Surjā, so the two Lettic god-sons wed the one daughter of Sun, they two are reseners from the ocean, delivering the daughter of the Sun or the Sun himself ”

অশ্বিনীদ্বয়ের যজ্ঞভাগ—দেববৈষ্ণবরূপে আহুত এবং স্তুত হলেও একসময়ে অশ্বিনদ্বয় যজ্ঞভাগ ছিল না। স্বক্ সংহিতায় এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও কৃষ্ণযজুর্বেদে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদ বলছেন, “অশ্বিনানগ্রান্ গুলীতাহুজ্জাববোহবিনো বৈ দেবানামহুজ্জাবরো পশ্চেবাগ্রং পর্ষেতামশ্বিনাবেতন্ত দেবতা য আহুজ্জাববন্তাবেবৈনমগ্রং পবিণবত ..।”

—অশ্বিন শব্দসমূহ (অশ্বিনদ্বয় সম্পর্কিত যাগকর্ম) অগ্রে গ্রহণ করবে। অশ্বিনদ্বয় অহুজ্জ এবং অবব। তাঁরা দেবতাদেব অহুজ্জাবব, পশ্চাদবর্তী হলেও অগ্রে তাঁদেব গ্রহণ করবে, অশ্বিনদ্বয় এই যজ্ঞেব দেবতা, বাবা অহুজ্জাবব তাঁদেবই অগ্রে গ্রহণ করতে হবে।

ভাত্যকার মহাদেব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন : “স্বয়ং সর্ববামগ্রজছেন পূজ্যাঃ সন্নপ্যহুজ্জবদববে। ভূত্বা যঃ সর্বেত্তিবজ্জিমতে সোহিবমহুজ্জাববঃ। স চাশ্বিনং গ্রহং প্রথমং প্রযুজ্যা পশ্চাদৈন্দ্রবায়বাদীন প্রযুজ্জীত। দেবানাম্ মধ্যোহশ্বিনাবাহুজ্জাবরো স্বয়ং দেবত্বেন পূজ্যো সজ্জাবপি তিবজ্জেনাববত্বমাপনো...তথাবিধাবশ্বিনো পশ্চাৎ কালান্তরহগ্রমিব পর্ষেতাং শ্রেষ্ঠতাসেব প্রাপ্তবন্তো। এবং সতি য অহুজ্জাবরো-হন্ত্যেতন্ত সমানবভাবত্বাদশ্বিনো দেবতা। তদীয গ্রহস্তাগ্রবে সত্যশ্বিনাবেবৈনং যজমানং শ্রেষ্ঠাং প্রাপবতঃ।”

—(অন্তর্ভাঃ) স্বয়ং সকলেব পূজ্যা হওয়া সত্ত্বেও যিনি অহুজ্জতুল্য পশ্চাদবর্তী হয়ে সকলের দ্বারা তিবজ্জত হন, তিনি অহুজ্জাবব। সেই অশ্বিন যজ্ঞ প্রথমে প্রয়োগ করে পবে ইজ্র বায়ু প্রভৃতি দেবতাদেব সম্পর্কে যাগ করবে। দেবতাদেব মধ্যে অশ্বিনদ্বয় অহুজ্জাবব ; দেবরূপে পূজ্যা হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণবরূপে অপকর্ষতাপ্রাপ্ত। ...এইরূপে অশ্বিনদ্বয় কালান্তরে প্রধানরূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছিলেন। এইরূপে



দ্বাৰা অল্পজ্ঞাবয়, দেবতাদেব সমান স্বভাবপ্রাপ্ত হওযাৰ অশ্বিন্দেব দেবতা। তাঁদেব যাগকৰ্মে প্ৰথমত্বহেতু অশ্বিন্দেব যজ্ঞমানকে শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰদান কৰে থাকেন।

মহাভাবতে এক পুৰাণে এ বিষয়েৰ উপাখ্যানাদি বৰ্তমান। অশ্বিন্দেব চ্যবন ঋষিকে জবামুক্ত কৰে নবযৌবন প্ৰদান কৰাৰ চ্যবন অশ্বিন্দেবকে যজ্ঞভাগ প্ৰদানে কৃতসংকল্প হলেন। শৰ্মাতি বাক্যাব যজ্ঞে মহৰ্ষি চ্যবন অশ্বিন্দেবকে সোমের ভাগ দিতে উত্তত হলে ইন্দ্র বাধা প্ৰদান কৰলেন। ইন্দ্র বললেন,

উভাবেৰ্তো ন সোমার্হো নাসত্যাবিতি মে মতিঃ ।

‘ভিষজো দিবি দেবানাং কৰ্মণা তেন নার্তঃ ॥’

—নাসত্যাব দেবতাদেব ভিষক, সেই কৰ্মেব নিমিত্তই তাঁদেব সোমভাগ দেওবা উচিত নয়। স্বভবাং দেবত্ব যজ্ঞে সোমের ভাগী নয়,—এই আমাৰ অভিমত।

ইন্দ্র অশ্বিন্দেবকে যজ্ঞভাগ প্ৰদানোত্তত চ্যবনকে বজ্ৰপ্ৰহাৰে উত্তত হলে চ্যবন যজ্ঞাগ্নি থেকে মদাস্থকে উৎপন্ন কৰলেন। মদাস্থব ইন্দ্রকে গ্ৰাস কৰতে উত্তত হোল। তখন ইন্দ্র অশ্বিন্দেব যজ্ঞভাগ স্বীকাৰ কৰলেন।

সোমার্হাবসিনাবেভাবন্ত প্ৰভৃতি ভাগব।

ভবিষ্যতি সত্যমেভবচো বিপ্র প্রসীদ মে ॥\*

ঋতুপুৰাণে (আবন্ত্যখণ্ড) চ্যবন অশ্বিন্দেবকে সোমভাগ দিতে প্ৰস্তুত হওযাৰ ইন্দ্র বলেছিলেন :

ভিষজো দেবতানাং হি কৰ্মণা তেন গৰ্হিতো

আভ্যামৰ্থাষ সোমঃ জ্ব প্ৰদান্তসি যদি স্বম্ ।

বজ্ৰং তে প্ৰহবিষ্টামি যোবকপং স্বদাক্ষম্ ॥\*

দেবতাদেব বৈজ্ঞ, স্বভবাং কৰ্মেব দ্বাৰা নিন্দনীষ। তুমি যদি এঁদেব সোম প্ৰদান কৰ, তবে আমি তোমাকে ভয়ংকৰ বজ্ৰ দ্বাৰা প্ৰহাৰ কৰবো।

চ্যবন শিবেৰ আৰাধনা কৰলেন। ইন্দ্র চ্যবনকে বজ্ৰ প্ৰহাৰে উত্তত হলে চ্যবনেব আৰাধিত শিবলিঙ্গ থেকে জ্বালা নিৰ্গত হবে দেবগণকে দক্ষ কৰভে থাকে। সেই অগ্নিৰ ধূমে অন্ধপ্ৰাণ দেবগণ অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানী কৰলেন।

এতশ্লিষ্টববে জালা নিঃসৃত লিঙ্গমধ্যাতঃ ।

তথা দেবগণা সৰ্বে দহমানা বিচেতসঃ ।

প্রোচুর্গদগদয়া বাচা ধূমেনাকীকৃতেশ্বপাঃ ।

ক্ৰিষেতাং সোমপাবেতাবসিনো বলহৃদনঃ ॥<sup>১</sup>

তখন ইন্দ্র চাবনকে বললেন,

সোমপাবসিনাবেতাবল্ল প্রভৃতি ভার্গব ।

ভবিষ্যতঃ স্তূতো সর্বমেতৎ সত্যং ব্রবীমি তে ॥

—হে ভার্গব, আজ থেকে অশ্বিনয় স্তুত হবেন এবং সোমভাগী হবেন, এই সত্য আমি বলছি ।

অশ্বিনয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের বিবোধের কাণ্ড কি ? কাণ্ড চিকিৎসাবৃত্তি । ঋগ্বেদে অশ্বিনয়ের সঙ্গে ইন্দ্রের কোন বিবোধ নেই । বৎ অশ্বিনয় ইন্দ্রের সহায়ক ও স্বাক্ষরকর্তা ; এমন কি ইন্দ্রের গুণসম্পন্ন । মনে হয়, পৰ্যবৈদিক যুগে চিকিৎসাবৃত্তিকে হীনবৃত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে । ঋগ্বেদজুর্বৈদেব সময়েই এই মনোভাব প্রকট হয়েছে । মহাভাবতে অশ্বিনয়কে শূদ্র বলা হয়েছে :

অসিনো তু স্তূতো শূদ্রো তপস্যাগ্নে সমাস্থিতো ।<sup>২</sup>

হীনবৃত্তিগ্রহণকাৰী যে বৈজ্ঞান্যমাজ—ঐদেব যিনি দেবতা, তিনি ইন্দ্রের সমকক্ষ হতে পাবেন না, তাই এই বিবোধ ।

## মরুদগুণ

মরুদগুণের জন্ম—বিষ্ণু দিতিব পুত্র হিবথ্যকশিপু ও হিবথ্যাককে বধ কবেছিলেন। দিতি ভাবলেন, বিষ্ণুব সহায়তায ইন্দ্র উক্ত দানবদ্বয়কে বধ কবেছেন। এইজন্যই তিনি ইন্দ্রবাতী পুত্র কামনা কবলেন।

হতপুত্রা দিতিঃ শক্রপার্ব্বিগ্রাহেণ বিযুনা ।

মহ্যনা শোকদীপ্তেন জনন্তী পৰ্ব চতুৰ্থং ॥

কদা হু ভাতৃহন্ত্যাবমিচ্ছিবাণামুগম্ ।

অগ্নিহুত্বং পাপং ঘাতয়িত্বা শবে স্মৃথম্ ॥<sup>১</sup>

—বিষ্ণুকে সহায় কবে ইন্দ্র দিতির পুত্রকে বধ করার দিতি শোকে উদ্দীপ্ত এবং ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে চিন্তা করলেন, ইন্দ্রিয়স্থানসক্ত, ক্রুর, কঠিনহৃদয়, ভাতৃহন্তা পাণ্ডী ইন্দ্রকে বধ কবে কবে আমি স্মৃথে শয়ন করবো !

ইন্দ্রহন্তা পুত্রকামনার দিতি স্বামী কষ্টপের সেবা করলেন ঐকান্তিক নির্ভা সহকারে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কষ্টপ পত্নীসেবায় প্রীত হলে একান্ত উদ্বিগ্ন মনে বর দিলেন, ‘তুমি অভিমত পুত্রলাভ করবে, যদি এইকণ নির্ভা সহকারে এক বৎসর ব্রতচরণ কবতে পারো, ব্রতচরণে কোন প্রকার ক্রটি হলে ঐ পুত্র ইন্দ্রহন্তা না হয়ে দেবগণের অন্নগত হবে।

পুত্রস্তে ভবিতা ভদ্রে ইন্দ্রহা দেববান্ধবঃ ।

সবৎসরং ব্রতমিহং যন্তজ্ঞো ধারয়িস্বসি ॥<sup>২</sup>

ইন্দ্র দিতির অভিশ্রম জানতে পেয়ে ব্রতচাৰিণী দিতির সেবা করতে লাগলেন অতদ্রুতভাবে। অবশেষে একসময় দিতির ব্রতচারণাব ক্রটি লক্ষিত হোল। একদিন সন্ধ্যায় দিতি উচ্ছিষ্ট অবস্থায় আচমন ও পাদপ্রক্ষালন না করেই নিজাভিভূত হয়ে পড়লেন।

একদা তু সন্ধ্যায়ামুচ্ছিষ্টা ব্রতকশিতা ।

অম্পৃষ্টবার্ধ্যমোতাঙ্গিঃ স্বস্থাপ বিস্মিন্নোহিতা ॥<sup>৩</sup>

এই স্থযোগে ইন্দ্র নিম্নিতা দিতিব গর্ভে যোগসঙ্গার সহায়তায প্রবেশ করে গর্ভস্থ স্ববর্ণবর্ণ সন্তানকে সাতখণ্ড করলেন। গর্ভস্থ শিশুবা বোদন কবতে থাকায় ইন্দ্র তাদের প্রবোধ দিতে দিতে প্রতিটি খণ্ডকে আবার সাতখণ্ডে বিভক্ত করলেন।

দিত্তে প্রবিষ্ট উদরং যোগেশো যোগমাষয়া ॥

চৰ্কত সপ্তধা গৰ্ভং বজ্ৰেণ কনকপ্রভম্ ।

রুদন্তং সপ্তদৈকৈকং মারোদিব্রিতি তান্ পুনঃ ॥

এইভাবে দিতির সন্তানগণ উনপঞ্চাশভাগে বিভক্ত হলেন। কিন্তু বিশ্বব  
কুপায় এঁরা জীবিত বইলেন। ইন্দ্র এদেব স্বীয় পার্শ্বদ করে নেওঘাব প্রতিশ্রুতি  
দিলেন। এক বৎসর পরে অগ্নিসদৃশ উনপঞ্চাশ দিতিপুত্র ভূমিষ্ঠ হলেন। এরা  
উনপঞ্চাশ মরুৎ। দিতির জিজ্ঞাসার উত্তরে ইন্দ্র অকপটে সত্য বলায় দিতি  
সন্তুষ্ট হয়ে ইন্দ্রকে অহমতি দিলেন পুত্রদেব সঙ্গে নিবে যেতে। ইন্দ্র ক্রটমনে  
মকদ্দগণকে সঙ্গে নিবে স্বর্গে প্রস্থান কবলেন।

পদ্মপুবাণ (সৃষ্টিখণ্ড) অম্বসারে কশ্যপপত্নী কুরুপা দিতি এক মহৎ ব্রতাহুষ্ঠানেব  
মহিমায় কশ্যপের ববে রূপলাবণ্যময়ী হয়ে উঠলেন। এর পরে দিতি ইন্দ্রবধের  
নিমিত্ত মহাশক্তিশালী পুত্রবধ প্রার্থনা করলেন। কশ্যপ আপত্ত্ব কথিত পুত্রোষ্ট্র  
যজ্ঞ সম্পাদন করলেন; 'ইন্দ্রশত্রু জয়গ্রহণ কর' বলে তিনি অগ্নিতে আহুতি  
প্রদান করলেন।

আপত্ত্বীয়ং ততশ্চক্রে পুত্রোষ্ট্রং ত্রিণাথিকাম্ ।

ইন্দ্রশত্রো ভবশ্চেতি জুহাব চ হৃদিশ্ববন্ ॥

দিতির গর্ভাধান হোল কশ্যপ পত্নীকে শতবৎসর যাবৎ শুদ্ধাচারে থাকাব  
নির্দেশ দিলেন। শতবর্ষ পূর্ণ হতে যখন মাত্র তিন দিন বাকী সেই সময়ে ছিদ্রাঘেবী  
ইন্দ্র দিতির সামান্য অসাবধানতায় সুযোগে দিতির গর্ভে প্রবেশ করলেন এবং  
গর্ভস্থ সন্তানকে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত করলেন।

ভতো শতবর্ষান্তে সা ন্যানে তু । দবসৈস্বিভিঃ ॥

মেনে কৃতার্থমান্থানং প্রীত্যা বিস্মিতমানসা ।

অকুৰা পাদয়ো শৌচং শয়ানা ভুক্তমুৰ্দ্ধজা ॥

নিদ্রাভর-সমাজাস্তা দিবাপরাংশরাঃ কচিং ।

ততস্তদন্তরং লব্ধা প্রবিশাহুঃ শচাপতিঃ ॥

বজ্ৰেণ সপ্তধা চক্রে তং গৰ্ভং ত্রৈদশাধিপঃ ।

ততঃ সপ্ত তে জাতাঃ কুমার্যঃ অৰ্ধবর্চসঃ ॥

রুদ্রস্তঃ সপ্ত তে বালা নিষিদ্ধা দানবারিণী ।  
 ভূয়োহপি কদম্বানাং স্তানেকৈকান্ সপ্তধা হরিঃ ॥  
 চিচ্ছেদ বজ্রহস্তো বৈ পুনঃসুদয় সংহিতান্ ।  
 এবমেকোনপঞ্চাশদ্ধ্বা তে ককতুর্ভূষ্ম ॥  
 ইন্দ্রো নিবাবধামাস মা রুদ্রকঃ পুনঃ পুনঃ ।\*

—ভারপয় শতবর্ষের শেষে তিনদিন মাত্র অবশিষ্ট থাকাকালীন দ্বিতি  
 জ্ঞানকে বিব্রিত মনে নিজেই কৃতার্থ মনে করলেন । তিনি কেশ মুক্ত করে পা  
 না ধুয়েই শয়ন করে দিবাভাগেই বিপরীত দিকে যুক্ত কবে কোন সময়ে নিদ্রিত  
 হয়ে পড়লেন । তদনন্তর ইন্দ্র স্ত্রীযোগ পেয়ে তাঁর দেহমধ্যে প্রবেশ করে তাঁর  
 গর্ভ সাত ভাগে বিভক্ত কবলেন । কলে অর্ধকিবণ সদৃশ কুমাবগণ সাত অংশে  
 বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন ।\* ক্রন্দনবত সেই বালকদের দানবারি 'ইন্দ্র নিষেধ কথা  
 সবেও তাঁরা আঁখও বেঁচি বোদন কবতে থাকায় ইন্দ্র বজ্রহস্তে এক একটিকে  
 পুনবার সাত ভাগে বিচ্ছিন্ন কবলেন । গর্ভস্থিত শিশুরা উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত  
 হয়ে আরও প্রবল ভাবে কাঁদতে লাগলেন, ইন্দ্রও 'রোদন কোরো না, রোদন  
 কোরো না' বলে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করলেন ।

যেহেতু ইন্দ্র এই গর্ভস্থ শিশুদের 'রোদন কোরো না, রোদন কোরো না'  
 বলেছিলেন, সেইজন্য এঁদের নাম হোস মরুৎ ।

যদ্যায় রুদ্র ইত্যুক্তা কদন্তো গর্ভনন্তবাঃ ।

মরুতো নাম তে নান্না ভবন্ত স্ত্রুভাগিনঃ ।\*

পদ্মপুরাণের অপর অংশে (ভূমিখণ্ড) এই একই উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবে  
 পরিবেশিত হয়েছে । বলাস্বয় ও বৃজাস্বয় নিহত হলে বিলাপস্বতা দ্বিতিকে  
 কশ্যপ ইন্দ্রহস্তা অপর একটি পুত্র প্রদানে সম্মত হলেন । তিনি বললেন, দ্বিতিকে  
 স্ত্রী হয়ে শতবৎসর তপস্বী করতে হবে । কশ্যপ ও দ্বিতি তপস্বীর নিমিত্ত মেরু  
 প্রদেশে গমন করলেন । ইন্দ্র পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় ব্রাহ্মণ যুবকের বেশে দ্বিতি  
 সেবা করতে লাগলেন এবং নিয়ানবহিতম বৎসবে দ্বিতির আচরণে ছিদ্র পেয়ে  
 দ্বিতির শরীবে প্রবেশ করলেন ।

উনে বর্ষশতে তত্র দদর্শীন্তরমচ্যুতঃ ॥

অকৃত্বা পাদবোঃ শোচ্য দ্বিতিঃ শযনমাবিশৎ ।

শয্যাস্তে না শিরঃ কৃত্বা মুক্তকেশাতিবিহ্বলা ॥  
 নিদ্রামাহাবধামাস তস্তাঃ কুক্ষিঃ প্রবিশ্ব সঃ ।  
 বজ্রপাণিস্ততোগর্ভং সপ্তধা বিচকর্ত হ ॥  
 বজ্রেন তীক্ষ্ণ ধাবেন রুবোদ উদরে স্থিতঃ ।  
 স গর্ভস্তত্র বিপ্রেক্ষা ইন্দ্রহস্তগতেন বৈ ॥  
 কদমানং মহাগর্ভং তম্বাচ পুনঃ পুনঃ ।  
 শতক্রতূর্মহাতেজা মা বোদীসিত্যভাবত ॥  
 সপ্তধা কৃতবান্ শক্রস্তং গর্ভং দিতিজং পুনঃ ।  
 একৈকং সপ্তধা ছিষ্টা কদমানং স দেবরাট্ ॥  
 ততো বৈ জাতাস্ত মকতো দেবা সর্বে মর্হোজসঃ ।  
 যথা ইন্দ্রেণ বৈ প্রোক্তা বভূবুর্মরুতস্তথা ॥ ১

—উনশতবারে ইন্দ্র তাঁর ছিন্ন দেখতে পেলেন। পাদ প্রক্ষালন না কবে শয্যার প্রান্তে আলুনাযিত কুন্তল মস্তক বেখে দিতি নিদ্রায় অভিভূত হইবেছিলেন। বজ্রহস্ত ইন্দ্র সেই স্বযোগে তাঁর উদরে প্রবেশ কবে গর্ভকে সাত ভাগে ছিন্ন করলেন। তীক্ষ্ণধাব বজ্রের আঘাতে ছিন্ন উদবস্থিত গর্ভ রোদন করতে আরম্ভ করলেন। ইন্দ্রহস্তগত বোক্তমান গর্ভকে মহাতেজা ইন্দ্র ‘কৈদো না’ বলেছিলেন। দেববাজ দিতির গর্ভে এক এক ভাগকে পুনর্বার সাতভাগে বিচ্ছিন্ন করলেন।

এইভাবে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত দিতির গর্ভ ‘মা রুদ’ ইন্দ্রের এই বাক্য অনুসারে মরুৎ নাম প্রাপ্ত হয়ে ইন্দ্রকেই আশ্রয় কবেছিলেন।

অতিবীৰ্যমহাকায়ান্তীত্রতেজঃপরাক্রমাঃ ।

একোনান্শ বভুবুস্তে পঞ্চাশয়রুত স্ততঃ ॥

মকতো নাম তে খ্যাতা ইন্দ্রমেব সমাশ্রিতাঃ ।

ভূতানামেব সর্বেবাং রোচয়ন্তঃ গণং মহৎ ॥ ২

—অতি শক্তিশালী বিবাটাকৃতি তীব্রতেজ ও পরাক্রমশালী একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ জন্মেছিলেন, তাঁরা মরুৎ নামে খ্যাত হবে ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছিলেন। এই মহান্ গণদেবতা সকল প্রাণীর আনন্দদায়ক হয়েছিলেন।

ইন্দ্র ও মরুৎ — ঋগ্বেদে মরুৎসম্বন্ধীয় ৪০টি সূক্ত আছে। তন্মধ্যে ৩৩টি সূক্ত কেবলমাত্র মরুৎগণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত, বাকী সাতটি সূক্তে মরুৎগণ স্তত

হয়েছেন ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণের সঙ্গে । ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদগণের ঘনিষ্ঠতা ঋগ্বেদেব নানাস্থানেই লক্ষিত হয় । কোন কোন সূক্তে<sup>১</sup> ইন্দ্র ও মরুৎ একত্র স্তত হয়েছেন । মরুদগণ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকেন । তাঁরা ইন্দ্রের মতই দীপ্তিমান, গুহায় লুকাবিত গাভী উদ্ধারে ইন্দ্রের সহায়ক ।

ইন্দ্রের সংহি দক্ষসে সংজ্ঞানো অবিত্রায়া ।

সংদুসমানবর্চনা ॥<sup>২</sup>

—হে মরুৎগণ ! যেন তোমাদিগকে ভীতিরহিত ইন্দ্রের সহিত মিলিত দেখা যায়, তোমরা নিত্যপ্রসুদিত ও তুণ্যদীপ্তি বিশিষ্ট ।<sup>৩</sup>

তং ব ইন্দ্রং ন হুক্রতুং .. ।<sup>৪</sup>

—হে মরুৎগণ, তোমরা ইন্দ্রের মহৎ কর্মের অনুষ্ঠানকারী ।<sup>৫</sup>

বীণু চিদারুদ্রত্বুতিগুহা চিদান্ন বহ্নিভিঃ ।

আকিদ উষ্মিমা অহ্ন ॥<sup>৬</sup>

—হে ইন্দ্র ! দৃঢ়স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুকায়িত গাভী সমূহ অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে ।<sup>৭</sup>

বৃত্রবধ বিবধেও মরুৎগণ ইন্দ্রের সখা —

বাব্রুধানো মরুৎসখেস্ত্রো বি বৃত্রমৈবয়ং ।<sup>৮</sup>

—মরুৎগণ সহায়ে বর্ধিত ইন্দ্র বৃত্রে বধ করেছিলেন ।

মরুৎগণ বৃষ্টিদান বিবধেও ইন্দ্রের সখা, ইন্দ্র মরুৎগণের সঙ্গেই সোমপান করেছিলেন ।

অগ্নুর্বে মকত আপরিরেবোহমং দঃস্বঃসমু দাতিবাবাঃ ।

তেভিঃ সাকং পিবতু বৃত্রখাদঃ সূতং সোমং দান্তবঃ শ্বে সদশ্বে ॥<sup>৯</sup>

—হে মরুৎগণ ! ইনি (ইন্দ্র) জলপ্লেবণ বিষয়ে তোমাদের সখা । বলদাতা (মরুৎগণ) ইন্দ্রকে স্ট্র করিয়াছিলেন । বৃত্রহন্তা তাঁহাদিগের সহিত যজ্ঞমানের গৃহে অভিযুক্ত সোম পান করুন ।<sup>১০</sup>

১ স্বযেদ—১১০, ১১৬৭, ৮২৬, ৮৭৬

২ স্বযেদ—১১৬৭

৩ অনুবাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

৪ স্বযেদ—৬১৪৮৪

৫ অনুবাদ—তদেব

৬ স্বযেদ—১১৬১৫

৭ অনুবাদ—তদেব

৮ স্বযেদ—৮৭৭০১০

৯ স্বযেদ—৩৫১১৩

১০ অনুবাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

ইহ পাহি সোম মরুস্তিবিদ্র ।<sup>১</sup>—হে ইন্দ্র, মরুদগণের সঙ্গে এখানে সোমপান কর ।

মরুস্তিবিদ্র সখ্যং তে অস্ত ।<sup>২</sup>—হে ইন্দ্র, মরুদগণের সঙ্গে তোমাব সখ্যতা বর্তমান থাকুক ।

ইন্দ্রেব সঙ্গে মরুদগণেব একাত্মতা প্রতিপাদিত হয় ইন্দ্রের মরুদ্বান্ বিশেষণে ।<sup>৩</sup> মরুদগণ বৃষ্টিদাতা, বজ্রহস্ত<sup>৪</sup> এবং বুদ্ধহস্তা,—“বজ্রহস্তৈঃ মরুস্তিঃ ।”<sup>৫</sup> বিশ্বকর্মায মত তাঁদেব হাতে ছুতাবের বাঁহশ বা বাশি—

“স্তবে হিবণ্যবানীতিঃ ।”<sup>৬</sup>

মরুদগণ “বুদ্ধহস্তমাঃ”<sup>৭</sup>—শ্রেষ্ঠবুদ্ধহস্তা ।

বি বুদ্ধঃ পর্বশো যুযুধি<sup>৮</sup>—তাঁরা পর্বে পর্বে বিভক্ত করে বুদ্ধকে বধ করেছিলেন ।

মরুদগণের গুণকর্ম—মরুদগণ নানাবিধগুণসম্পন্ন । তাঁদের অত্যন্ত বলবীর্ষের কথা এবং অভ্যার্চ্য গুণের কথা ঋষিগণ বারংবার উল্লেখ করেছেন । মরুদগণ স্ততিকাবীকে ছন্দবতী গাভী ও প্রভুত অন্ন দান করেন ।

ভরদ্বাজায়ব ধুকতদ্বিতা ।

ধেহুং চ বিশ্বদোহসমিৎ চ বিশ্বভোজসম্ ॥<sup>৯</sup>

—হে মরুদগণ । তোমরা ভরদ্বাজেব নিমিত্ত বিশ্বের ছন্দদাজী ধেহু ও সকল ব্যক্তির ভোগপরিপূত অন্ন, এই দুইটি স্তুত্ব দোহন কর ।<sup>১০</sup>

মরুদগণ বিক্রমশালী যোদ্ধা । সংগ্রামে তাঁরা অজেব, তাঁরা শত্রুহস্তা ।

স্বা ইবেদ্ব্যমুখয়ো ন জগবঃ শবন্ত বো ন গৃতনাস্থ যোতিরে ।

ভয়ং তে বিখা ভুবনা মরুস্ত্যো রাজান ইব স্বেষসংদুশোনবঃ ॥<sup>১১</sup>

শুবদিগের স্তায়, বুদ্ধাখিদিগেব স্তায়, যশঃপ্রিয় পুরুষদিগের স্তায় শীত্ৰগামী মরুদগণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন, বিশ্বভুবন সেই মরুদগণকে ভয় করে তাঁহারা নেতা ও বাজাব স্তায় উগ্ররূপ ।<sup>১২</sup>

আবও আশ্চর্যজনক কার্য মরুদগণ করে থাকেন । তাঁরা রূপ উর্ধ্বে উত্তোলন করেন, পর্বত বিদীর্ণ করেন, বীণা বাদন করেন, সোমপানে স্ক্রষ্ট হন ।

১ ঋগ্বেদ—৩।৫১।৮

২ ঋগ্বেদ—৮।৩৬।৭

৩ ঋগ্বেদ—৩।৫১।৭, ১।১০।১৮

৪ ঐ —৫।৫৪।৩, ৮।৮৩

৫ ঐ —৮।৮৩২

৬ ঐ —৮।৭৩২

৭ ঐ —৮।৮৩

৮ ঐ —৮।৮৩৩

৯ ঐ —৩।৪৮।১৩

১০ অনুবাদ—রঘোচন্দ্র দত্ত ১১ ঐ —১।৮৫।৮

১২ অনুবাদ—ভদ্রক



ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବଃ ନୁ ନୁଜେତ୍ସବତଃ ତ ଶୁଦ୍ଧସା ନାଦହାମଃ ଚିଦ୍ଧିଭିର୍ଦ୍ଧୁର୍ବି ପର୍ବତଃ ।

ধমংতো বাণং মকতঃ স্তদানবো মদে সোমস্ত বণ্যানি চক্রিবে ।’

১ — মকংগণ স্বীয় বলদ্বারা কুপ উপরে উঠাইয়া পথ নিবোধক পর্বতকে বিভেদ  
কবিষাছিলেন। গোভনদানশীল মকংগণ বীণা বাজাইয়া সোমপানে স্ট্র হইয়া  
কুমণীয় ধন দান কবিষাছিলেন।\*

মকদগণের বৃহত্তম এবং মহত্তম কার্য বৃষ্টিপ্রদান। মকদগণ ইন্দ্রের মতই মেঘ থেকে বৃষ্টি আনিয়ন করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে মকদগণের এই বড় সাদৃশ্য।

প্ৰিয়ামজ্জেষু বিধুবোব বেজতে ভূমিৰ্ধামেষু বদ্ধ বৃংজতে শুভে ।

তে ক্রীলযো ধুনযো ভ্রাজ্জদৃষ্টে: মহিষ্ণ পনষংত ধৃতয: ॥<sup>৩</sup>

—যখন মকংগণ শুভপ্রাদ বৃষ্টির জন্য (যেব সকলকে) সজ্জীভূত করেন, তখন মকংগণ যেষসকলকে উৎকৃষ্ট কবিবা নিযমিত কবিতেছে দেখিয়া পৃথিবী বিবহিতা স্ত্রীষ স্ত্রীষ কল্পিত হয়েন, তাদৃশ বিবাহশীল, গমনশীল ও দীপ্তায়ুধ মকংগণ (পর্বতাদি) কল্পিত কবিবা স্বকীয় মহিমা প্রকটিত করেন ।\*

‘‘ଆ ବିଦ୍ୟାମୁକ୍ତିର୍ମକତଃ ସ୍ବର୍ଗେ ବ୍ୟଥୋନ୍ନିଷାତ ଶାଠିୟାଦ୍ଭିବନ୍ଧପର୍ତ୍ତେ ।

आ वर्षिष्ठया न ईषा वयो न पशुता क्षमायाः ।९

—হে মকংগণ। তোমরা বিদ্যুৎযুক্ত শোভন গমন বিশিষ্ট, আয়ুধসম্পন্ন ও  
অশ্বসংযুক্ত মেবে (আবোহণ করিয়া) আগমন কর। হে শোভনকর্ণা মকংগণ!  
প্রভুত অশ্বের সহিত পক্ষীর দ্যাব আত্মাদের নিকট আগমন কর।\*

দিবা চিন্তয়ঃ কুৰ্বন্তি পর্যন্তেনোদবাহেন ।

ବଂ ପୃଥିବୀଂ ବ୍ୟାଂହନ୍ତି ।'

—(মকংগণ) উদকধারী মেঘের দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জননিত্ত করিতেছেন।”

বাত্ৰেব বিদ্যুন্নিমাত্তি বৎসং ন মাতা সিবন্তি ।

বদেবাং বৃষ্টিবনর্জি ।"

—প্রশস্ত স্তনবতী ধেমুৰ স্তাৰ বিদ্যাং গৰ্জন কৰিতেছে, গাভী যেকপ বৎসেৰ

୨ ବର୍ଷେ—୧୮୭୫।

## २ प्रस्तावना — उद्देश

୩ ଶୁଦ୍ଧେନ୍ଦ୍ର—୧୮୭୭/୭୮

৪ অনুবাদ—ভদ্রেশ.

୧ ବସନ୍ତ-୧୫/୦୪/୧୯

৬ অনুবাদ—অন্যেচল্য দত্ত

୨ ସ୍ୱତ୍ୱେନ—୨୧୯୪

୪ ଜନ୍ମବାଦ-ଭ୍ରମ

৯ স্বদেশ—১।৩৮।৮

সেবা কবে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মকদ্দগণেব সেবা কবিতোছে, হুতবাং মকদ্দগণ বৃষ্টিদান কৰিলেন ।<sup>১</sup>

যুয়াকং শ্মা বখা। অহু মুদে দধে মকতো জীবদানবঃ ।

বৃষ্টি ছাবো যভীরিব ॥<sup>২</sup>

—হে দানশীল মকদ্দগণ ! বৃষ্টিকালে সৰ্বত্র সঞ্চাৰিণী দীপ্তিব ত্ৰায় তোমাদেব ব্রথ ( দৰ্শন কৰিবা ) আমি আনন্দ অহুভব কবি ।<sup>৩</sup>

অভ্রাজি শৰ্খো মকতো যদৰ্শসং মোষথা বৃক্ষং কপনেব বেধসঃ ।<sup>৪</sup>

—হে বৃষ্টিদানকাবী মকদ্দগণ । যৎকালে জলপূৰ্ণ মেঘকে বিক্ষিপ্ত কৰিবা বৃষ্টিপাত কব, তৎকালে তোমাদিগেব বল প্রকাশিত হব ।<sup>৫</sup>

যে উগ্রা অৰ্কমানুচুঃ ... ।<sup>৬</sup> —যে মকদ্দগণ বৃষ্টিদান কবেছিলেন... ।

বিদ্যন্নহসো নবো অস্মদিক্তবো বাতাস্বিবো মকতঃ পৰ্বতচ্যুতঃ ।

অদ্যথা চিন্মুহবা হ্রাদ্বনীবৃত্তঃ স্তনবদমা বভসা উদোজসঃ ॥<sup>৭</sup>

—প্রথব দীপ্তিশালী, বাবিবৰ্বক, অস্ত্রব্যাপ্ত, দীপ্তিমান, পৰ্বতভেদী, নিরস্ত্র বৃষ্টিদাতা, বজ্রধাবী সমবেত গৰ্জনকাবী উদ্যোগশালী ও সমধিক বলসম্পন্ন মকদ্দগণ বৃষ্টিব জন্ম আবিভূত হইতেছেন ।<sup>৮</sup>

এই ঋকৃষ্টিতে ইন্দ্র একং মকং একাস্ম হবো গেছেন । ইন্দ্রেব জ্যাব মকদ্দগণ পৰ্বতভেদ কবেন ।

য ঙ্গেথযন্তি পৰ্বতান্ তিযঃ সমুদ্রমৰ্ণবম্ ।

মকন্তিবন্ন আগহি ॥<sup>৯</sup>

—যে মকদ্দগণ পৰ্বতকে বিচলিত কবেন, সমুদ্র ও অৰ্ণবকে পবান্নত কবেন, হে অগ্নি সেই মকদ্দগণকে এই স্থানে ( যজ্ঞে ) নিষে এস ।

পৰ্বতশব্দে পৰ্বে বিভক্ত মেঘকে বোঝায় । হুতবাং পৰ্বত অৰ্থাৎ মেঘ ভেদ কবে মকদ্দগণ বৃষ্টি আনয়ন কবেন । মকদ্দগণ যে কুপ উন্নয়ন কবেছিলেন (১৮৫।১০) Maxmuller সেইক্ষেত্রে অবতঃ বা কুপ অৰ্থে ‘মেঘ’ গ্রহণ কবেছেন ।<sup>১০</sup>

ইন্দ্রেব সহকাবী গণদেবতাব উল্লেখ পাই অখৰ্ববেদে :

১ অনুবাদ—বসেশচন্দ্র দত্ত

২ ঋগ্বেদ—৫।৫৩।৫

৩ অনুবাদ—ভদ্রক

৪ ঋগ্বেদ—৫।৫৪।৩

৫ অনুবাদ—ভদ্রক

৬ ঋগ্বেদ—১।১২।৪

৭ ঐ —৫।৫৪।৩

৮ ঐ

৯ ঐ —১।১২।৭

১০ ঋগ্বেদেব বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১৯১, ১৮৫।১০ ঋক্বেদ টীকা

সহস্রদর্শিত গণৈবিন্দ্রস্ত কাটমঃ ।<sup>১</sup> —ইন্দ্রের অভিলিখিত গণের সঙ্গে ইন্দ্রকে অর্চনা করা হয় ।

ইন্দ্রের অভিলিখিতগণ অবশ্যই মরুদগণ । মরুদগণকে ইন্দ্রের ভ্রাতাও বলা হইছে : ভ্রাতবো মরুতন্তব ।<sup>২</sup> —হে ইন্দ্র, মরুদগণ তোমার ভ্রাতা ।

মরুদগণের স্বরূপ—মরু নামক গণদেবতাব স্বরূপ আলোচনায দেশীয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ মরুদগণকে ঝড় বা ঝড়ের দেবতাক্রমে গ্রহণ করেছেন । Macdonel লিখেছেন, "Being indentified with the phenomena of the thunder storm, the Maruts are naturally intimate associate of Indra, appearing as his friends and allies in innumerable passages.

From the constant association of the Maruts with lightning, thunder, wind and rain .. it seems clear that they are storm gods in the R. V."<sup>৩</sup>

"মরু শব্দ মৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন, সে ধাতুর অর্থ আঘাত করা বা হনন করা ; অতএব মরু অর্থ আঘাতকাৰী বা ধ্বংসকারী ঝড় । ঐ ধাতু হইতে লাটিনদিগের যুদ্ধদেব Mars উৎপন্ন হইয়াছে এবং Max nuller বিবেচনা করেন ঐ ধাতু হইতে মকার লোপ হইয়া গ্রীকদিগের Ares উৎপন্ন হইয়াছে ।"<sup>৪</sup>

মরুদগণকে ঝড় বা ঝড়ের দেবতাক্রমে গণ্য করার কারণ ঋষেদেই কোন কোন স্থানে তাঁদের শক্তিমত্তাব বিবরণ যেভাবে প্রদত্ত হইয়াছে তাব মধ্যেই নিহিত আছে । একটি ঋকে বলা হইয়াছে :

প্রবেপযন্তি পর্বতানু বিবিকন্তি বনস্পতীন ।

প্রো আরত মরুতো দুর্মদা ইব দেবাসঃ সর্ববাবিশা ।<sup>৫</sup>

—মরুদগণ পর্বতসমূহকে প্রবেশভাবে কস্পিত করেন, বনস্পতিগণকে বিচ্ছিন্ন করেন । হে মরুদগণ, দুর্মদেব মত সর্বপ্রকার প্রজাগণের সঙ্গে সর্বত্র গমন কর ।

য ঙ্গংযন্তি পর্বতানু ভিন্নঃ সমুদ্রমর্ঘবম্ ।<sup>৬</sup>

—যাঁরা পর্বতকে বিচলিত করেন, সমুদ্র (আকাশ) ও অর্ণবকে নিম্ন বলে তিবদ্ধত করেন ।

১ অথর্ব—২.৩৮.১০ ২ ঋগ্বেদ—১.১১.১২ ৩ Vedic Mythology—page 80-81

৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১.৩৮.১০কের টীকা ৫ ঋগ্বেদ—১.১১.১২ ৬ ঋগ্বেদ—১.১১.১৭

দোদৃহাণঃ চিহ্নিভিয়ুবি পর্বতম্ ।<sup>১</sup>

—দৃঢ় পর্বতকে ধীরা বিভন্ন করেন ।

প্রবেশবন্তী পর্বতান্ ।<sup>২</sup> —পর্বত সমূহকে কর্শ্পিত করেন ।

এইরূপ বিবরণ ঝড়ের আভাস আনয়ন কবে সত্য, ঝড় মকদ্দগণেব সত্যস্বরূপ নয় । মকদ্দগণ প্রকৃতপক্ষে সূর্যকিরণ । অবশ্ত সূর্যকিরণ ঝড়ের দৃষ্ট । এই হিসাবে প্রবল বাত্যা সৃষ্টিকারী সূর্যবশ্মি সমূহ মকদ্দগণ নামে অভিহিত হওয়াব যোগ্য ।

যাক্বেব মতে মকদ্দগণ “মধ্যস্থানা দেবতাঃ ।”<sup>৩</sup> মধ্যস্থানেব দেবতাদেব মধ্যে মকদ্দগণই প্রথম —“তেবাং মকতঃ প্রথমাগামিনো ভবন্তি ।”<sup>৪</sup> মকৎ শব্দের অর্থ প্রসংগে যাক্ লিখেছেন, “মকতো মিতবাবিণো বা মিতরোচিনো বা মহদ্-ব্রবন্তীতি বা ।”<sup>৫</sup>

যাক্বেব মতে মকৎ শব্দের অর্থ মিতরাবী অর্থাৎ পবিত্রিত শব্দকারী অথবা মিতরোচী অর্থাৎ পবিত্রিত দীপ্তিশালী অথবা ধীরা অতিক্রান্ত ধাবিত হন । এই তিনটি অর্থই সূর্যবশ্মি সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে । ঝড়কে দ্রুত ধাবনকারী বলা গেলেও দীপ্তিমান বলা চলে না, আবার মিতরাবী বা পবিত্রিত শব্দকারীও বলা চলে না । সায়নাচার্য যাক্বেব বক্তব্য ব্যাখ্যা কবে সায়নাচার্য লিখেছেন, “মিতং নির্মিতমন্তরীক্ষং প্রাপ্য কবন্তি শব্দং কুবন্তীতি মকতঃ । যদা অমিতং তুশং শব্দ কাণিঃ । অথবা মিতং বৈনির্মিতং মেঘং প্রাপ্য বিদ্যুতাত্মনা রোচমানাঃ । অথবা মহত্যন্তবিক্ষে ব্রবন্তীতি মকতঃ ।”<sup>৬</sup> —মিতশব্দে অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষকে প্রাপ্ত হয়ে শব্দ কবেন বলে মকৎ । অথবা অমিত বা প্রচণ্ড শব্দকারী অথবা বৈনির্মিত মেঘ প্রাপ্ত হয়ে বিদ্যুৎরূপে শোভিত অথবা বিশাল অন্তরীক্ষে গমন কবেন বলেই মকৎ ।

এই ব্যাখ্যায সায়নাচার্য মকৎ অর্থে ঝড় এবং সূর্যবশ্মি এই দুই অর্থই গ্রহণ কবেছেন বলে বোধ হয় । মিত শব্দে অমিত অর্থ তিনি কি করে গ্রহণ করলেন জানি না । তবে অন্তরীক্ষে শব্দকারী বা দ্রুতবেগে সঞ্চরণকারী ঝড় পাতন, কিন্তু মেঘ সৃষ্টি কবে সেই মেঘে বিদ্যুৎরূপে শোভা পাওয়া ঝড়ের পক্ষে সম্ভব নয় । সূর্যবশ্মি ও বিদ্যুৎ একাত্ম হওয়ার কলে সূর্যবশ্মি ও মেঘাত্মসত্ত্বস্থ বিদ্যুতেব অভিন্নতা কল্পনা স্বসঙ্গত । পর্বে পর্বে সজ্জিত মেঘকে (পর্বতকে) ভেদ করা এবং

১ স্বযেদ—১৩৪৭

২ স্বযেদ—৮৭৪

৩ নিকত—১১১৩১

৪ নিকত—১১১৩২

৫ নিকত—১১১৩৩

৬ স্বযেদ—১৩৮১১ স্বকেন ভাস্ত

বনস্পতিকে ছিন্ন ভিন্ন করা স্বর্ঘবশ্মি বা বিদ্যুতায়িত্র পক্ষেই সম্ভব। ইন্দ্রও পর্বত-ভেদ করার জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

পরন্তু বৈদিক বর্ণনায মরুদগণকে স্বর্ঘ বা স্বর্ঘায়িত্ররূপে সহজেই চিনতে পাওয়া যায়। অগ্নির সঙ্গে এবং স্বর্ঘকণী ইন্দ্রের সঙ্গে মরুদগণের ঘনিষ্ঠতাও তাৎপর্যও তখনই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যখন স্বর্ঘ, অগ্নি ও মরুদগণকে এক দেবতার রূপান্তর বলে গ্রহণ করি।

মরুদগণের সংখ্যা কখনও সাত, কখনও সাতের তিনগুণ, কখনও সাতের সাতগুণ, কখনও সাতের নয় গুণ।

প্র য়ে স্তম্ভন্তে জনয়ো ন সপ্তয়ো

যামনু রুদ্রস্ত স্তনবঃ...বুধে মদন্তি।<sup>১</sup>

—যে মরুদগণ রুদ্রের সপ্ত সংখ্যক (অথবা সপ্তগণী) গগনে শোভা পেয়ে থাকেন।

বোধসী আবদতা গণজিঘঃ।<sup>২</sup>

—গণশোভিত মরুদগণ ভাবাগৃথিবী পূর্ণ করেন।

সাধনাচার্ঘ্য ‘গণজিঘঃ’ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “হে গণগণঃ প্রিয়মানাঃ সপ্তগণ-রূপেণাবস্থিতাঃ।” —অর্থাৎ মরুদগণ সপ্তগণরূপে অবস্থিত।

সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একমেকা শতা দহুঃ।<sup>৩</sup>

—শক্তিমান সপ্ত সপ্ত (চোদ্দ অথবা উনপঞ্চাশ) মরুদগণ আমাদের একশত উপহাস দিয়েছেন।

জিবষ্টিস্তা মরুতো বাধুধানাঃ।<sup>৪</sup>

—হে ইন্দ্র জিবষ্টিসংখ্যক মরুদগণ তোমায় বধিত কবেছেন।

জিসপ্তৈ শুব সন্ততিঃ।<sup>৫</sup> —তিন সপ্ত (একুশ) বাঁবেব সন্তা বাবা।

গতপণ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে যে মরুতের গণ সপ্ত সপ্ত (উনপঞ্চাশ) সংখ্যক “সপ্ত সপ্ত হি মারুতো গণঃ।”<sup>৬</sup>

উল্লেখযোগ্য যে স্বর্ঘের সপ্তরশ্মি বা সপ্ত অশ্ব, ঈন্দ্রেরও সপ্ত অশ্ব। সপ্ত স্বর্ঘরশ্মি আরও বহু সংখ্যায় বিভক্ত হয়ে ২১, ৬৩, ১৪ বা ৪২ সংখ্যক মরুতে পবিণত হইবে।

১ বৃহৎ—১।৮৫।১

২ রুদ্র—১।৬৪।২

৩ বৃহৎ—৫।৫২।১৭

৪ ঐ —৮।২৬।৮

৫ ঐ —৮।২৬।৮

৬ শতপথ ব্রাঃ—২।৫।১।১৩

মকদ্দগণ স্ববর্ণবর্ণ, স্ববর্ণবর্ণারোহী, অগ্নিবর্ণ, স্ববর্ণত্বা দীপ্তিমান, অগ্নিজিহ্বা, তাদেব অথ স্ববর্ণবর্ণ, হিবর্ণাষ কিবীচ ।

যে অগ্নযো ন শোভচন্নিধানী দ্বিৰ্ভিত্তি, যকতো বাবুধন্ত ।

অগ্নেণবো হিবর্ণাষাস এযাং সাকং নুম্নৈঃ পোংস্তেভিচ্চ ভুবন্ ॥<sup>১</sup>

—বাহাবা সমুদ্বিশালী অগ্নিঃ স্তায় দীপ্তি পান, বাহাবা দ্বিগুণ এবং ত্রিগুণ বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হন, সেই মকদ্দগণেব বথ মূলিবহিত এবং স্ববর্ণালংকাব বিশিষ্ট (স্ববর্ণময়) । তাহাবা ধন এবং বলের সহিত প্রাহুক্ত হন ।<sup>২</sup>

দ্বিবীমজ্জো অধবস্তেব দিহ্যাতৃষ্যচ্যবসো জুহোমানাগ্নেঃ ।

অর্চত্রবো ধুববো ন বীবা ভ্রাজ্জগ্নানো মরতো অযুষ্ঠাঃ ।<sup>৩</sup>

—মকদ্দগণ যজ্ঞেব স্তায় স্তোতমান, শীত্ৰগামী অগ্নিবগ্নিঃ, স্তায় দীপ্তিমান এবং অর্চনীয়, তাহারা (যজ্ঞগণেব) প্রকম্পক ব্যক্তিগণের স্তায় বীর, দীপ্ত শবীরবিশিষ্ট এবং অনভিহৃত ।<sup>৪</sup>

আ নো মথস্ত দাবনেহথৈহিবর্ণ্যপাণিভিঃ ।

দেবাস উপগংতন ॥<sup>৫</sup>

—দেবগণ আমাদিগেব যজ্ঞদানার্থে স্বর্ণময় পাদবিশিষ্ট অগ্নে আবোধন করতঃ আগমন করক ।<sup>৬</sup>

মকদ্দগণের অথ হিবর্ণ্যপাণিবিশিষ্ট ; তাদেব গাভর্গ বা বর্ষ স্বর্ষেব মত — “স্বর্ষহুচঃ” ।<sup>৭</sup> তাদেব বক্ষঃ স্ববর্ণময় — “বক্ষবক্ষসঃ” ।<sup>৮</sup> — “বক্ষঃ হুরুদ্বা” ।<sup>৯</sup> তাদেব বথ হিবর্ণাষ — “হিবর্ণ্যবথাঃ” ।<sup>১০</sup> বথেব চক্রঃ সোনাব — “হিবর্ণ্য-চক্রান্” ।<sup>১১</sup> তাদেব বথ বিদ্বাতেব মত প্রদীপ্ত এক কিয়গম্ব :  
আ বিদ্বাত্তির্মকতঃ স্বর্কে বথেভির্ধাত ৷<sup>১২</sup>

—হে মকদ্দগণ । বিদ্বাং সমন্বিত (অথবা বিদ্বাত্ত্বা দীপ্তিসমন্বিত) শোভন কিবণ যুক্ত (শোভন গতিবিশিষ্ট) বথে আগমন কব ।

মকদ্দগণ অগ্নিব মত শোভা বা দীপ্তিসম্পন্ন — “অগ্নিভ্রিয়ো মকতঃ” ।<sup>১৩</sup> “অগ্নিবর্ণ যে ভ্রাজশা” ।<sup>১৪</sup> — অগ্নিব মত বাদেব দীপ্তি । “অগ্নযো ন শুভচান্” ।<sup>১৫</sup>

১ কুশেদ—৬১৬১২

২ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

৩ কুশেদ—৬১৬১০

৪ অনুবাদ—ভদ্রেব

৫ কুশেদ—৮৭১২

৬ অনুবাদ—ভদ্রেব

৭ কুশেদ—৮৭২১১

৮ ঐ —২১০৪২, ১০৭৮২

৯ কুশেদ—১১৬৪৪

১০ ঐ —৫১৭১১

১১ ঐ —১১৮৮১৫

১২ ঐ —১১৮৮১১

১৩ ঐ —৩১২৬১৫

১৪ ঐ —১০৭৮২

১৫ ঐ —২১০৪১১

—অগ্নিব মত তাঁরা শোভমান । “যে অগ্নয়ো ন শোভন্তন্ ।”<sup>১</sup> —অগ্নিব মত তাঁরা দীপ্তি পাচ্ছেন ।

অগ্নি মরুদগণের জিহ্বা, সূর্য তাঁদের চক্ষু :

অগ্নিজিহ্বা মনবঃ সূৰ্যচক্ষুসঃ ।<sup>২</sup> —মরুদগণ অগ্নিজিহ্বা, বুদ্ধিমান ও সূর্যচক্ষু ।

অগ্নিজিহ্বা ঋতাবুধঃ ।<sup>৩</sup> —অগ্নিজিহ্বাও যজ্ঞবৰ্ধক, প্রভাত কিবণের মত তাঁরা যজ্ঞ আশ্রয় করেন— উষস্যাং ন কেতবোহধ্ববশ্রিষঃ ।<sup>৪</sup>

তাঁরা পর্বতেব উপবে (অগ্নিরূপে) অথবা মেঘেব উপবে বিদ্যুৎ রূপে শোভিত হন— “বি পর্বতেষু বাজথ ।”<sup>৫</sup> তাঁরা সব সময়েই দীপ্তিশালী— “রোচমানা ।”<sup>৬</sup>

বিদ্যুতেব সজেও মরুদগণেব সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ—

অংসেযু ব ঋষ্টবঃ পংসু খাদবো বক্ষঃসু কল্পা

মকতো বথে ভুতঃ ।

অগ্নিজাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃ

ঈর্ষসু বিততা হিরণ্যঘীঃ ।<sup>৭</sup>

—হে মরুদগণ । তোমাদিগের স্বরূপে অঙ্গসকল, পাদদেশে কটক, বক্ষঃস্থলে স্তূৰ্ণময় আভরণ এবং বথোপবি শোভমান দীপ্তি বহিষাছে । তোমাদিগের হস্তদ্বয়ে অগ্নিধারা প্রদীপ্ত বিদ্যুৎসকল শোভা পায় এবং মস্তকোপরি কনকময় উকীশসকল বিস্তৃত থাকে ।<sup>৮</sup>

তাঁরা বিদ্যুৎ ধারণ করেন— “সংবিদ্যুতা দধতি ।”<sup>৯</sup>

বিদ্যুতের দ্বারা তাঁদের মহত্ব প্রকটিত— “বিদ্যুন্নহসঃ” ।<sup>১০</sup> বিদ্যুতেব সংযোগ এমনই ঘনিষ্ঠ যে সনে হয় বিদ্যুৎ বুঝি মরুদগণেবই অংশবিশেষ ।

অব স্মৰ্যত বিদ্যুত পৃথিব্যাং যদী স্মৃতং

মকতঃ প্রযুবন্তি ॥<sup>১১</sup>

—যখন মরুদগণ পৃথিবীতে জলসেচন করেন, তখন বিদ্যুৎগণ নিম্নমুখে পৃথিবীতে প্রকাশ হয় ।<sup>১২</sup>

অথেনা অহ বিদ্যুতো মকতো জচ্ছতীবিব

তাহবর্ত অনা দিবঃ ॥<sup>১৩</sup>

১ ঋগ্বেদ—১।৬৬।২

৪ ঐ —১।৭৮।৭

৭ ঐ —৫।৫৪।১১

১০ ঐ —১।১৬৮।৮

২ ঋগ্বেদ—১।৮২।৭

৫ ঐ —৮।৭।১

৮ অনুবাদ—বংশচক্র দত্ত

১১ ঋগ্বেদ—১।১৬৮।২

১৩ ঐ —৫।৫২।৬

৬ ঋগ্বেদ—১।৪৪।১৪

৬ ঐ —১।১৬৫।১২

৯ ঐ —৫।৫৪।২

১২ অনুবাদ—তর্কেশ্বর

—তড়িৎগণও গৰ্জনকাৰী বাৱিৰাশিৰ জ্বাৰ প্ৰত্যহ তাঁহাদিগেৰ অহুসরণ কৰে। দীপ্তিমান মৰুদগণেৰ প্ৰভা স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়াই বেগে নিঃসৃত হয়।<sup>১</sup>

এই ঋকে মৰুদগণেৰ প্ৰভাই বিদ্যুৎৰূপে প্ৰকাশিত, একগ ইন্দ্ৰিত স্পষ্ট। একটি ঋকে মৰুদগণকে পাবক বা অগ্নিকপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে :

স্বহু পাবকং বনিনং বিচৰ্ঘণিৎ ক্ৰদ্ভ্যন্ত স্নহুং হবসা গৃণীমসি।<sup>২</sup>

—শত্ৰুদেব ধ্বংসকাৰী পাবক (পবিত্ৰকাৰী, অগ্নি) বৃষ্টিদাতা ক্ৰোধেৰ পুঞ্জ মৰুদগণকে জোত্ৰেব দাবা স্তুতি কৰি।

স্বৰ্হ, অগ্নি ও বিদ্যুতেৰ সজে মৰুদগণেৰ এই বনিষ্ঠ সংযোগ এবং একাত্মতা মৰুদগণেৰ স্বৰ্হাৱিকপতাই পবিস্কৃষ্ট কৰে। মৰুদগণ যেমন শব্দ কৰে আগমন কৰেন, অগ্নিও ভঙ্গপ শব্দ কৰতে কবতে আগমন কৰেন।<sup>৩</sup> কোন কোন ঋকে স্পষ্ট ভাবেই মৰুদগণকে স্বৰ্হকপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে।

অতঃ পবিজ্জ্বালা গহি দিবো বা বোচনাৱধি।<sup>৪</sup>

—হে চতুৰ্দিকব্যাপী মৰুদগণ। এই (অন্তৰীক্ষ) হইতে অথবা আকাশ হইতে অথবা দীপ্যমান (আদিত্যমণ্ডল) হইতে আইল।<sup>৫</sup>

অন্তৰীক্ষ থেকে, আকাশ থেকে, আদিত্যমণ্ডল থেকে আগত মৰুদগণ আয়েষ তেজ ভিন্ন অস্ত্ৰ কিছুই হতে পায়েন না।

যে নাকশাধিবোচনে দিবি দেবাস আসতে।<sup>৬</sup>

—যে দীপ্তিশীল (মৰুদগণ) উজ্জ্বল আকাশে অবস্থান কৰেন।

সাধন এই ঋকটিৰ ভাব্যে লিখেছেন, “যে মৰুতো নাকন্ত অধি দুঃখবহিতস্ত স্বৰ্হস্যোপবি দিবি দ্যালোকে বোচনে দীপ্যমানে যে দেবাসঃ স্বযমপি দীপ্যমানা আসতে ...।”

অৰ্থাৎ মৰুদগণ দুঃখবহিত স্বৰ্হেৰ উপৰে দীপ্যমান দ্যালোকে বিবাজ কৰেন, তাঁৰা নিজেবাই প্ৰদীপ্ত। সাধনেৰ মতে নাক শব্দেৰ অৰ্থ স্বৰ্হ। কিন্তু নাক শব্দেৰ অৰ্থ আকাশ বা স্বৰ্গও হতে পাৰে। মোটেৰ উপৰ প্ৰদীপ্ত স্বৰ্হাৱিব তেজ বা স্বৰ্হকিৰণ দ্যালোক ও অন্তৰীক্ষলোক পবিব্যাপ্ত—এই সত্যই এই ঋকেব বক্তব্য। Maxmuller ‘নাক’ শব্দেৰ অৰ্থ কৰেছেন, ‘firmament’। এই ঋকটিৰ অনুবাদে তিনি লিখেছেন, “who sit as gods in heaven in the

১ অনুবাদ—ভদেব

২ স্বৰ্হেদ—১৩৪১২

৩ স্বৰ্হেদ—১১২৮৩

৪ স্বৰ্হেদ—১৩১০

৫ অনুবাদ—ভদেব

৬ এই —১১২১৬



light above the firmament.” Maxmuller-এর অনুবাদে আমাদের বক্তব্য সমর্থিত হয়েছে। মরুদগণের স্বর্গীয়কপতা প্রতিপন্ন হয় নিম্নের কয়েকটি শ্লোকে :

‘আ যে তবস্তি বস্মিভিস্তিব সমুদ্র মোক্ষসা ।’

—বাঁহারা স্বর্গকিবণেব সহিত (সমগ্র আকাশে) ব্যাপ্ত হইবেন, বাঁহারা বল ছায়া সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত কবেন ।<sup>১</sup>

গৃহতাং গুহ্যং তমো বি যতে বিশ্বমজ্জিগং ।

জ্যোতিষ্কর্তা যত্নশসি ॥<sup>২</sup>

—সর্বব্যাপী অন্ধকারকে নিবারণ কব, (স্বাক্ষমাঙ্গি) সকল ভক্ষককে বিদূষিত কব, অস্তিত্ববিত যে জ্যোতি আমবা কামনা কবি, তাহা প্রকাশিত কব ।<sup>৩</sup>

বক্তৃনুজ্ঞা বাহানি শিকসো ব্যন্তবিক্সং বি বজ্জাংসি ধৃতযঃ ॥<sup>৪</sup>

—হে রুদ্রপুত্রগণ ! তোমবা দিবা ও রাত্রি প্রবর্তিত কর, তোমবা অন্তরীক্ষ ও জগৎসমুদয় বিক্ষিপ্ত কব ।<sup>৫</sup>

স্বর্ষেব অশ্বেষ মত মরুদগণের অশ্বও অকষ বা পাটলবর্ণ — উতাক্ষরুজ বিব্যাংতি ।<sup>৬</sup>

মরুদগণের সঙ্গে ইন্দ্রের সম্পর্ক যেমন তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কন্দ্রের সঙ্গেও । তাঁঁবা কন্দ্রের পুত্র । সূতবাং রুদ্রাঃ, রুদ্রাসঃ, রুদ্রিধাসঃ, রুদ্রশুনবঃ প্রভৃতি বিশেষণ রুদ্রগণের সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়েছে ।

সুহৃতির্নি কন্দ্রেভিঃ ।<sup>৭</sup> —কন্দ্রের পুত্রোপমদেব ছাড়া । “কন্দ্রা ঋতস্ত সদনেষু বাবুধুঃ” ।<sup>৮</sup> —কন্দ্রগণ যজ্ঞগৃহে বসিত হন । “সুস্বাক্ষমস্ত তবিবী তনায়ুজা কন্দ্রাসো নু চিদাধুয়ে” ।<sup>৯</sup> —হে রুদ্রপুত্র মরুদগণ ! তোমবা একত্রিত হও, (শত্রুদিগের) ধ্বংসার্থ তোমাদিগের বল শীঘ্র বিস্তৃত হউক ।<sup>১০</sup> “সুবানো রুদ্রা অজবা” ।<sup>১১</sup> —সুবক রুদ্রপুত্রগণ জবাবহিত । রুদ্র ও মরুদগণের পিতাকপে সম্বোধিত হয়েছেন : “পিতরুতম” ।<sup>১২</sup> —হে মরুদগণের পিতা রুদ্র ।

মরুদগণের মাতা গুরি সেইজন্ত তাঁঁদের নাম ‘গুরিমাতবঃ’ ।<sup>১৩</sup> আবার একটি

১ ঋগ্বেদ—১।১২।৮

২ অনুবাদ—বদেগচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—১।৩১।১০

৪ অনুবাদ—ভদ্রব

৫ ঋগ্বেদ—৫।৫৪।৪

৬ অনুবাদ—ভদ্রব

৭ ঋগ্বেদ—১।৮৫।৫

৮ ঐ —১।১০০।৫

৯ ঋগ্বেদ—২।৩৪।১৩

১০ ঐ —১।৩৫।৪

১১ অনুবাদ—বদেগচন্দ্র দত্ত

১২ ঐ —১।৬৪।৩

১৩ ঋগ্বেদ—২।৩৩।১

১৪ ঋগ্বেদ—১।৭।৩, ১।৩৮।৪, ১।৮৫।২

শব্দকে মরুদগণ গাভীর পুত্র—‘গোমাতরঃ।’<sup>১</sup> সায়নাচার্য পুন্নি ও গো শব্দকে সয়ার্থক বলে গ্রহণ করেছেন এক ছুটি শব্দেই পৃথিবীকে বোঝান হয়েছে বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে পুন্নিমাতবঃ শব্দের অর্থ : ‘পুন্নে নানারূপাযাঃ ভূমে পুত্রা মকতঃ।’<sup>২</sup> কিন্তু গো শব্দের আব এক অর্থ সূর্যবান্ধি। আর পুন্নি শব্দের অর্থ যাক্বেব মতে—‘পুন্নিবাদিত্যো ভবতি প্রস্তুত এনং বর্ষ ইতি নৈকক্কাঃ সংশ্রুষ্টা বসান্ সংশ্রুষ্টা ভাসং জ্যোতিবাং সংস্পৃষ্টো ভাসেতিবা।’<sup>৩</sup> —পুন্নি শব্দ আদিত্যবোধক, সুর্যবর্ণ আদিত্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, ইহা নিরুক্তকাবগণ বলেন, আদিত্য বসন্তমুহ সম্যক্ৰূপে স্পর্শ করেন, আদিত্য জ্যোতিমান্ পদার্থসমূহের জ্যোতি স্পর্শ করেন, অথবা আদিত্য জ্যোতিব দ্বারা সংস্পৃষ্ট (সম্যক যুক্ত), এই সমস্ত পুন্নি শব্দের ব্যুৎপত্তি।<sup>৪</sup>

যাক্বেব মতে পুন্নি শব্দের অপর অর্থ তৌ বা দ্যলোক—‘অথ তৌঃ সংস্পৃষ্টা জ্যোতির্ভিঃ পুণ্যকৃষ্টিচ।’<sup>৫</sup>

—আর পুন্নিশব্দ দ্যলোক বোধক, দ্যলোক চন্দ্র নক্ষত্রাদি জ্যোতিমান্ পদার্থ সমূহেব দ্বারা এবং পুণ্যকারক লোকসমূহের দ্বারা সংস্পৃষ্ট অর্থায় পরিব্যাপ্ত।<sup>৬</sup>

যাক্বেব মতে গো শব্দও আদিত্য বোঝার : ‘গৌবাদিত্যো ভবতি গমযতি বসান্ গচ্ছত্যন্তরিক্ষে।’<sup>৭</sup> গো শব্দ আদিত্যবোধক ; আদিত্য বসন্তমুহ সঞ্চালিত করেন, আদিত্য অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করেন।<sup>৮</sup>

‘অথ জ্যোতিঃ পৃথিব্যা অধি দৃব্যং গতভবতি। যচ্চাত্মাং জ্যোতীংবি গচ্ছন্তি।’<sup>৯</sup>

—আর গো শব্দ দ্যলোক, দ্যলোক পৃথিবীর উপরে বহুদূরে গিয়াছে, দ্যলোকে সমস্ত জ্যোতিষ্ক সঞ্চরণ করে।<sup>১০</sup>

সুতবাং যাক্বেব মতে পুন্নি এবং গো উভয় শব্দেই সূর্য অথবা দ্যলোক বা আকাশ বোঝায়। সূর্য থেকেই জাত অথবা আকাশে প্রসরণশীল বলে সূর্য-কিরণরূপী মরুদগণ গোমাতরঃ বা পুন্নিমাতবঃ নামে অভিহিত। পুন্নি বা গো যদি পৃথিবীকেই বোঝায় তাহলেও অগ্নির তেজোরূপী মরুদগণ ‘গোমাতরঃ’ বা পুন্নিমাতরঃ হতে পায়েন। মরুদগণ দিবস পুত্র বা আকাশের পুত্র<sup>১১</sup> কখনও বা

১ স্বযেদ—১৮৫১০

২ নিরুক্ত—২১৪১০

৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৪ নিরুক্ত—২১৪১৪

৫ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৬ নিরুক্ত—২১৪১৭

৭ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৮ নিরুক্ত—২১৪১৮

৯ অনুবাদ—ভদেব

১০ স্বযেদ—১০৭৭২

সিদ্ধমাতরঃ বা সমুদ্রেব পুত্র নামেও অভিহিত হয়েছেন। বাড়বাগ্নি রূপে তাঁরা সমুদ্রেবও পুত্র।

সূর্য্যগ্নিব তেজোবাশি বা কিরণসমূহ যখন প্রকৃতির বৃকে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ-বজ্রপাতের সূচনা করে, সঙ্গে আনে বৃষ্টি, তখন ঐ কিরণসমূহ মরুদগণ নামে অভিহিত এবং পূজিত হন। সেই জন্তই এরা সূর্য্যরূপী ইন্দ্র এবং রুদ্রেব সংগে সংশ্লিষ্ট অথবা একাত্ম। সূর্য্যেব সপ্তবর্ণেব কিরণ সপ্তবান্ধি বা সপ্তাধ নামে পরিচিত। সূর্য্যকিরণেব অজস্রতাব জন্তই সপ্তসংখ্যক বান্ধি সাতের গুণীতক একুশ, তেবষ্টি অথবা উনপঞ্চাশ সংখ্যাব পরিচিত হতে থাকেন। এরাই ইন্দ্রেব গণ বা রুদ্রেব গণরূপে পুর্বাণাদিতে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন এবং রুদ্রগণরূপে শৈবধর্মে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। তেজোকপা যে অনন্ত শক্তি অদ্বিতি, তিনিই সাত্ত্বরূপে দ্বিতি। অদ্বিতির গর্ভে জন্মালেন যে আদিত্য তিনিই প্রাত্যক্ষগম্যরূপে দ্বিতীয় গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে সূর্য্যরূপী ইন্দ্রেব দ্বারা উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত হলেন। পববর্তীকালে মরুদগণেব স্বরূপ আবৃত হওয়াব তাঁরা কেবলমাত্র ঝড় বা ঝড়েব দেবতারূপেই পরিচিত হইয়াছেন। তবে হিন্দুয নিত্যনৈমিত্তিক কার্যে এঁদের স্থান সন্মুচিত ও বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাঁদের অধিপতি হিসাবে রুদ্র বা শিব অথবা গণেশ পূজা পেতে লাগলেন।

## বায়ু

মরুদগণ যে মূলতঃ বায়ু নন, তা'ব অন্ততম প্রধান প্রমাণ বায়ু নামে পৃথক্ দেবতা স্বয়ং কল্পিত হইয়াছেন। স্বয়ংদেব প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় স্তরে বায়ু-দেবতা স্তূত হইয়াছেন। বায়ুকে ঋষি সোমরস পান্যেব জন্ত আহ্বান করেছেন। এই স্তূতেই ইন্দ্র ও বায়ু একত্রে স্তূত হইয়াছেন এবং অন্নদানেব জন্ত অন্নরন্ধ হইয়াছেন। অন্তান্ত স্থলেও<sup>১</sup> বায়ু ইন্দ্রের সঙ্গে স্তূত হইয়াছেন। ইন্দ্র ও বায়ু হিরণ্য বন্ধুবন্ধু (নেমি) ত্র্যলোকস্পর্শী বথে আবোহণ করেন।

বথং হিরণ্যবন্ধুবমিন্দ্রবায়ু স্বধবয়ং আ হি স্বাধো দিবিস্পৃশম্।<sup>২</sup>

—হে ইন্দ্রবায়ু। তোমরা হিরণ্য বন্ধুবন্ধু ত্র্যলোকস্পর্শী শোভন যজ্ঞশালী বথে আবোহন কর।<sup>৩</sup>

বায়ুব নিয়ানববই অশ্ব মনোগতিসম্পন্ন—

বহতু স্বা মনোযুজা যুক্তাসো নবতির্বব।<sup>৪</sup>

যাক বলছেন, বায়ুব অশ্ব নিযুত— নিযুতান্ নিযুতোহস্তাশ্বাঃ।<sup>৫</sup>

জাবাপৃথিবী বায়ুর অঙ্গগমন কবে—

অহুর্কৃষে বহুধিতী যেমাতে বিশ্বপেশসা।<sup>৬</sup>

—হে বায়ু। কৃষবর্ণা বহুসমূহেব ধাত্রী বিশ্বকপা জাবা পৃথিবী তোমা'ব অঙ্গগমন কবে।<sup>৭</sup>

নিরুক্তকাবাব মতে বায়ু বা ইন্দ্র অন্তবীক্ষের দেবতা—বায়ুর্বেন্দ্র বাস্তবিক্-স্থানঃ।<sup>৮</sup> নিরুক্তকার আযও বলেছেন যে পর্জন্ত বায়ুর সঙ্গে স্তূত হন—“বাতেন চ পর্জন্তঃ।”<sup>৯</sup> এখানে পর্জন্ত ইন্দ্রেব স্থলাভিষিক্ত। যাকের মতে মাতবিশ্বাও বায়ু—মাতবিশ্বা বায়ুর্মাতর্যাস্তবিক্ষে শ্চসিতি মাতব্যাশ্বানিতি বা।<sup>১০</sup>

—মাতবিশ্বা অর্থে বায়ু—মাতরি অর্থাৎ অন্তবীক্ষে শ্বাসকার্য করে অথবা অন্তরীক্ষে গতিশীল বলে বায়ুকে মাতবিশ্বা বলে।

১ স্বয়ংদ—৪।৪৬, ৪।৪৭, ৪।৩৮, ৭।৩১, ৭।৩২

২ স্বয়ংদ—৪।৪৬।৪

৩ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

৪ স্বয়ংদ—৪।৪৮।৪

৫ নিরুক্ত—৫।২৮।৬

৬ স্বয়ংদ—৪।৪৮।৩

৭ অনুবাদ—ভদ্রাব

৮ ঐ —৭।৫২

৯ নিরুক্ত—৭।১০।৪

১০ নিরুক্ত—৭।২৬।৮

স্বার্থে নানা স্থানে ইন্দ্রের বিশেষণ রূপে ‘ওনাসীর’ শব্দটি প্রযুক্ত হইবে ছে। যাক্ষের মতে ওনাসীর শব্দের অর্থ বায়ু ও সূর্য—“ওনো বায়ুঃ ও এতাস্মরিক্ষে, সীর আদিত্যঃ সরণাৎ।”<sup>১</sup> —ওন শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে গমনকারী বায়ু, আর সীর শব্দের অর্থ আদিত্য।

সুতরাং যাক্ষের মতানুসারে বায়ু, ইন্দ্র ও সূর্য অভিন্ন বিবেচিত হয়। যাদু ‘পবিত্র’ শব্দে বুঝাছেন—মজ্জ, রশ্মি, জল, অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য এবং ইন্দ্র।

“অগ্নিঃ পবিত্রমুচ্যতে, বায়ুঃ পবিত্রমুচ্যতে, সোমঃ পবিত্রমুচ্যতে, সূর্যঃ পবিত্রমুচ্যতে, ইন্দ্রঃ পবিত্রমুচ্যতে।”<sup>২</sup>

সুতরাং যাক্ষের মতে অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য ও ইন্দ্র একই দেবতা। এই জড়ই নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বায়ুদেবতা প্রাকৃতিক বায়ু নয়। সূর্য্যগ্নিব যে শক্তি বায়ুপ্রবাহ নিয়মিত করে, সেই শক্তিই বায়ু। এই বায়ু অন্তরীক্ষকারী ইন্দ্রের সঙ্গী বা ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্ম এবং সূর্য্যকিরণরূপী অশ্ববাহিত সূর্যবর্ণরথবাহী। নিছক প্রাকৃতিক জড়বায়ুকে ঋষিগণ ভাবাপৃথিবীর অল্পগমনের কেন্দ্ররূপে বর্ণনা কবতেন না। সূর্য্যকিরণী মহাতেজস্কর শক্তি বা শক্তি প্রকাশক কিরণমালা প্রবল স্বাক্ষার স্রষ্টা হিসাবে মরুৎ এবং স্বাভাবিক স্থিৎ অথবা ধীর গতি বায়ুর নিয়ন্তা হিসাবে বায়ুরূপে পৃথক্ অস্তিত্বে স্বীকৃতি লাভ কবেছেন। বেদে মরুৎ বায়ু অপেক্ষা বহুত্বগুণে প্রাধান্য পাওয়ায় বায়ু অগ্রধান দেবতায় পবিত্র হইয়াছেন। কিন্তু গতিব মুহূর্ত্ত বা তীব্রতা হিসাবে পৃথক্ সত্তা কল্পিত হলেও বায়ু ও মরুৎ একই দেবতা—একই শক্তি। সুতরাং পরবর্ত্তাকালে পূর্বাধারিত এই দুই দেবতা পৃথক্ অস্তিত্ব হাবিবে একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পবন নামে রূপবিচিত্র হইয়াছেন। কিন্তু পৌরাণিক যুগেও পবন দেবতার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ এবং মহিমাও প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এমন কি গণেশ, কার্তিকেশ্ব, লক্ষ্মী, সম্বতী প্রভৃতির মত পবন উপাসিত দেবত্যাগোষ্ঠীর সন্মুখভাগে আসন দখল করতে পাবেন নি। মরুৎগণ কল্পগণরূপে কপালবিত হওয়ায় স্থির বা অস্থির বায়ু সব সময়েই পবন দেবতা বা বায়ুদেবতা রূপে কথিত হইয়াছেন। রামায়ণের হনুমান এবং মহাভারতের ভীমসেন বায়ু বা পবনের পুত্র।

বৈদিক এবং পর্ববৈদিক যুগে অগ্রধান দেবতা হিসাবে বায়ু বা পবন যদিও জীবিত, কিন্তু তাঁর কোন ব্যাপক পূজা প্রচলন অথবা মূর্ত্তি গড়ে পূজার রীতি

প্রচলিত হইবেছিল বলে মনে হয় না। তবে কোন কোন পুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বায়ুপ্রতিমারও বিবরণ আছে।

বায়ুরূপং প্রবক্ষ্যামি বৃহত্ত্ব যুগবাহনম্।

চিত্রাঙ্ঘরধবং শান্তং যুবানং কুক্ষিতক্রবম্।

যুগাধিকচত্ব বরদং পতাকাধরজ সংযুতম্ ॥<sup>১</sup>

—বায়ুরূপ বর্ণনা করছি, ইনি ধোঁয়ার মত যুগের যুগবাহন, কুক্ষিতক্র, শান্ত, যুবা, যুগাযোহী, বরদমুদ্রা সমন্বিত, বিচিত্র বর্ণের বসন পবিহিত, পতাকা এবং অরজ সংযুক্ত।

পবন বায়ুকোণ বা উত্তর-পশ্চিম কোণেব অধিপতি হিসাবে দশদিক্‌পালের অগ্রতম। স্বরূপে না হলেও বেনামীতে তিনি আজও পূজিত হইছেন। পবনপুত্র হুহুমান আসলে পবনেরই রূপান্তর। কোন দেবতাব অংশবিশেষ অথবা রূপান্তর লৌকিকবীতি অনুসারে সেই দেবতার পুত্র-কন্যা রূপে বেদে এবং পরবৈদিক শাস্ত্রে স্বীকৃত এবং পূজিত হয়েছেন। পবনপুত্র মহাবীর হুহুমান পবনেরই প্রতিকূপ হিসাবে এখনও পূজা গ্রহণ করছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে গ্রীকদের Pan এবং ল্যাটিনভাষার Pavonious সংস্কৃত পবন শব্দের প্রতিকূপ।<sup>২</sup>

<sup>১</sup> মৎস্যপুরাণ—২৬১/১৮-২০

<sup>২</sup> ঋগ্বেদের বদান্ধবাদ—কম্পোক্ত দত্ত, ১ম, পৃঃ ৩, ১২১১ মন্তব্যের চীক।

## মাতরিশ্বা

ঋগ্বেদে ১।১৬৪।৪৬ ঋকে ইন্দ্র, মিত্র, যম, অগ্নি, মাতরিশ্বা প্রভৃতি দেবতাদেরঃ একই দেবতাব ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শ্রুতগুলি থেকে- মাতরিশ্বাকে সূর্য্যায় বলেই সিদ্ধান্ত হয়। একটি ঋকে :মাতরিশ্বা ও অগ্নির, অভিন্নতা প্রতিপাদিতা হয়েছে।

উদ্ধৃতঃ সন্নিধা যহো৷ অর্জোঋগ্গান্দিবো অধি নাতা পৃথিব্যাঃ ।

মিত্রো অগ্নিবীভো৷ মাতরিশ্বা দূতো বক্ষন্তজ্জথাব দেবান্ ॥<sup>১</sup>

—(আমাদের কর্তৃক) স্তব ও দীপ্তি দ্বাৰা মহান্ অগ্নি পৃথিবীর নাতিতে (উত্তর বেদিতে) অবস্থান কবিয়া অন্তরীক্ষ বিস্তোভিত কবিষাছেন। (সকলের) মিত্র-স্তুতি যোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হইয়া যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করেন।<sup>২</sup>

স্পষ্টতঃই এই ঋকে মাতরিশ্বা অগ্নির এক নাম রূপে উল্লিখিত হয়েছে। মাতরিশ্বাকে মিত্রও বলা হয়েছে। মিত্র সূর্যের এক নাম।

আর একটি ঋকে আছে :

তং জজমগ্নিমবলো হবামহে বৈশ্বানবং মাতরিশ্বানমুখ্যং ।

বৃহস্পতিং মহবো দেবতাতয়ে বিপ্রং শ্রোতাবমতিথিং রঘুবাদং ॥<sup>৩</sup>

—আমরা আশ্রয়প্রাপ্তিব জন্ত এবং বজ্রমানব যজ্ঞের জন্ত সেই শুভ্র, বৈশ্বানব, মাতরিশ্বা, উক্খযোগ্য, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি ও ক্ষিপ্তগামী অগ্নিকে আহ্বান কবি ।<sup>৪</sup>

এখানেও মাতরিশ্বা অগ্নির একটি বিশেষণ। এই ঋকের চীকাব রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে গমনাগমন কবেন বলিষা অগ্নিব আৰা একটি নাম মাতরিশ্বা।”

অপর একটি ঋকেও মাতরিশ্বার অগ্নিস্বরূপত্ব স্পষ্ট :

স মাতরিশ্বা পুরুবাব পুষ্টিবিদদগাতুং তনয়ায় স্ববিৎ ।

বিশাং গোপা জনিতা বোদন্তোর্দেবা অগ্নিং ধারযজ্ঞবিণোদাম্ ॥<sup>৫</sup>

—সেই অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি অনেক ববণীষ পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের বক্ষক এবং ভাবা পৃথিবীর উৎপাদক, অগ্নি আমাব তনয়কে গমনেব

পথ দেখাইয়া দিল। দেবগণই সেই ধনদাতা (অগ্নিকে) (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।<sup>১</sup>

অমুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত এই ঋকে মাতরিখা। অর্থে অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি বলেছেন। সায়নাচার্য ভাষ্যে বলেছেন, “মাতরি সর্বস্ত জগতো নির্মাতর্য্যন্তরীক্ষে”—অর্থাৎ সায়নেব মতে অন্তরীক্ষে সকল জগতের নির্মাতা অন্তরীক্ষস্থ বায়ু। কিন্তু অন্তরীক্ষস্থ জগন্নির্মাতা বা অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি সূর্য হওয়াই সম্ভব। কোন কোন ঋকে মাতরিখাকে অগ্নি থেকে ভিন্ন বোধ হয়। একটি ঋকে ঋষি বলেছেন,

বিজ্ঞানং রবিমিব প্রশস্তং বাতিং

ভবন্তু গবে মাতরিখা।<sup>২</sup>

—মাতরিখা এই অগ্নিকে মিত্রেব স্তাব তৃণবংশীষদের নিকট আনিলেন।<sup>৩</sup>

অপর একটি ঋকে বলা হয়েছে যে মাতরিখা দূব থেকে মল্লব জন্তু অগ্নিকে এনে প্রদীপ্ত করেছিলেন—যং মাতরিখা মনবে পবাবতো দেবং ভাঃ পরাবত।<sup>৪</sup> জন্তু একটি ঋকে মাতরিখা তৃণদেব জন্তু গৃহাঙ্কিত হব্যবাহ অগ্নিকে প্রজ্জলিত করেছিলেন—

যদী তৃণভ্যাঃ পবি মাতরিখা গৃহা সত্যং হব্যবাহং সমীধে।<sup>৫</sup>

যাক মাতরিখা অর্থে বায়ুকে গ্রহণ করেছেন।<sup>৬</sup>

সায়ন কখন যাককে অমুসবণ কবে মাতরিখা বলতে বায়ুকে বুঝিয়েছেন, আবার কখনও সূর্য বা অগ্নিকেও গ্রহণ করেছেন। ১।৬০।১ ঋকের ভাষ্যে সায়ন লিখেছেন, “মাতরি অন্তরীক্ষে স্থিতি প্রাপ্তি বর্ততে ইতি যাবৎ মাতরিখা বায়ু।”

—মাতরি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষে যা নিঃশ্বাস নেব অর্থাৎ প্রাণবন্ত হয়, তাই মাতরিখা অর্থাৎ বায়ু। আবার ৩।৫।২ ঋকের ভাষ্যে মাতরিখা সূর্যরূপ বা অবনি প্রদীপ্ত অগ্নি। কিন্তু পবের ঋকেই (৩।৪।১০) তিনি মাতরিখা অর্থে বায়ুকেই গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্র দত্তেব মতে এই ঋকেও মাতরিখা অগ্নিকেই বিজ্ঞাপিত করছে। “দশ ঋকেও মাতরিখা অর্থে অগ্নি, তাহাব সন্দেহ নাই।”<sup>৭</sup>

মাতরিখা অন্তরীক্ষস্থিত সূর্য বা অগ্নিব নাম রূপই বেদে ব্যবহৃত হয়েছে। সূর্য থেকেই অগ্নির সৃষ্টি, এইরূপ বিবরণও দ্রুত নয়। সূর্য ও অগ্নি যে একই

১ অমুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ ঋকে—১।৬০।১

৩ অমুবাদ—তদেব

৪ তদেব—১।১২।৮

৫ তদেব—৩।৫।১০

৬ নিরুক্ত—৭।২৬

৭ ঋকেদের বঙ্গামুবাদ—১ম, পৃঃ ৫০০, ৩।৪।১০ ঋকের টীকা।



ভেজাত্মক শক্তির প্রকাবভেদ—এ তত্ত্ব বেদে-পূর্বাণে সর্বত্র। অথর্ব বেদে (১০।৮। ১২।৪০) মাতবিশ্বা অগ্নিব নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। অধ্যাপক ম্যাক্-ডোনেল লিখেছেন, “Matarisvan would thus appear to be a personification of a celestial form of Agni, who at the same time is thought of as having like Prometheus brought down the hidden fire from heaven to earth just as Agni himself is a messenger of Vivasvat between the two worlds.”<sup>১</sup>

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে মাতবিশ্বাকে দূত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে—যিনি অগ্নিকে স্বর্ষ থেকে পৃথিবীতে আনয়ন কবেছিলেন।

আ দূতো অগ্নিমভরদ্বিবব্রতো বৈশ্বানরং মাতবিশ্বা পরাবতঃ ॥<sup>২</sup>

দেবগণের দূত স্বরূপ মাতবিশ্বা দূতদেবত্ব স্বর্ষ মণ্ডল হইতে এই বৈশ্বানর অগ্নিকে (ইছলোকে) আনয়ন করিয়াছেন।<sup>৩</sup>

“Bohlingk ও Roth তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতবিশ্বাব দুইটি অর্থ বেদে পাওয়া যায়। প্রথম মাতবিশ্বা একজন দেব, যিনি বিবস্বানের দূত রূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবাংশীদিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতবিশ্বা অগ্নিবই একটি গুপ্ত নাম। তাঁহারা আরও বলেন যে মাতবিশ্বা বায়ু অর্থে বেদে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।”<sup>৪</sup>

বমেশচন্দ্র দত্ত অসম্মান করেন যে গ্রীকদের Prometheus দেবের গল্প মাতবিশ্বাব অগ্নি আনয়নের গল্প থেকেই উদ্ভূত হইবে। গ্রীক Prometheus নামটিও বৈদিক অগ্নিব প্রমত্ব নাম থেকে এসেছে বলে কোন কোন পণ্ডিত অসম্মান করেন। Prof. Muir-এর মতে ভৃগু, মত্ব, অজিয়া প্রভৃতি কয়েকটি ঋষিবংশ ভারতবর্ষে অগ্নিপূজা প্রচাৰ কবেছিলেন। মাতবিশ্বাব অগ্নি আনয়নের তাৎপর্য এই।

## দধিক্রা

দধিক্রা স্বর্ষেদেব অস্ত্রতম গোপ দেবতা। স্বর্ষেদেব চতুর্থ মণ্ডলে ৮৮।৩২।৪০-  
সূক্তে এবং সপ্তম মণ্ডলে ৪৪ সূক্তে দধিক্রা দেবতার স্তুতি আছে। দধিক্রা দেবেব  
যে বিবরণ কোন কোন ঋকে প্রদত্ত হয়েছে, তাতে তাঁকে অশ্ব বলে মনে হয়।

দধিক্রামু সূদনং মর্ত্যাব মর্ত্যায় দদথুমিত্রাবরণা নো অশ্বম্ ॥<sup>১</sup>

—হে মিত্রাবরণ। তোমরা মর্ত্যেব প্রেবক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্ত-  
ধাবণ কব।<sup>২</sup>

দধিক্রাব্ণো অকাবিসং জিফোরশ্বস্ত বাজিনঃ।

স্ববভিনো মুখা কবৎ প্রাণ আবুসি তাবিসৎ ॥<sup>৩</sup>

—আমি জয়শীল ও বেগবান অশ্ব দধিক্রাব স্তুতি করিয়াছি। তিনি আমাদের-  
সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আবু বর্ধিত করুন।<sup>৪</sup>

উত স্ত বাজী কিপণি তুবণ্যতি গ্রীবাযাং বহো অপিকক্ষ আসনি।

জতুং দধিক্রা অহু সংতবীজং পথামং কাংস্ত্রাপনীকণং ॥<sup>৫</sup>

—আব সেই চলনপটু অশ্ব গ্রীবায, কক্ষে এবং মুখে বহু হইয়াও কণাঘাতের  
পবেই অব্যাহিত হয়, স্বীয় চসনকর্ম (অথবা চালকেব বুদ্ধি) বর্ধিত কবে, পথের-  
কুটিল প্রদেশ সমূহে অনাবালে সর্বদা যাতায়াত কবে।<sup>৬</sup>

উত শ্বাস্থ প্রথমঃ সরিষ্ঠাগ্নিবেবেতি শ্রেণিতী বথানাং।

প্রজ্ঞং কুথানো জন্তো ন শুস্তা বেণু রেবিহং কিরণং দদখান ॥

উতস্ত বাজী সছরিষ্ঠতাং গুপ্রায়মানস্তথা সমর্থে।

তুবং যতীযু তুরয়মুজিপোথযি প্রবোঃ কিবতে বেণু যুংজ্ঞ ॥<sup>৭</sup>

—তিনি যুদ্ধ গমনে অভিলাষ কবিয়া যথশ্রেণীতে যুদ্ধ হইয়া গমন করেন।  
তিনি অলংকৃত এবং লোকেয় হিতকব (অশ্বের) গ্ৰাঘ শোভমান, তিনি মুখস্থিত  
লৌহখণ্ড দংশন করেন এবং ধূলি লেহন করেন।

সেই অশ্ব সহনশীল এবং অন্নবান এবং সমবে বশবীর স্বাভা কার্য সাধন করেন।  
তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী। (শঙ্কমধ্যে) বেগে গমন করেন। তিনি ধূলি  
উখিত করতঃ প্রোদেশেব উপরে বিক্ষেপ করেন।<sup>৮</sup>

১ স্বর্ষেদ—৪৮।৩২।৪

২ অনুবাদ—বশেষচন্দ্র দত্ত

৩ স্বর্ষেদ—৪৮।৩২।৪

৪ অনুবাদ—তদেব

৫ স্বর্ষেদ—৪৮।৩২।৪

৬ অনুবাদ—অমবেগর ঠাকুর

৭ স্বর্ষেদ—৪৮।৩২।৪

৮ অনুবাদ—বশেষচন্দ্র দত্ত

দধিকার বর্ণনা তাঁকে অশ্বরূপই প্রতীভািত করে। কিন্তু বৈদিক ঋষিগণ অশ্ব নামক ভারবাহী নিত্যপ্রয়োজনীয় পশুটিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা কবতেন— এমন ধারণা সমীচীন বোধ হয় না। অশ্ব এ স্থলে উপমা হিসাবে অথবা রূপক হিসাবে প্রযুক্ত হইবে।

দধিক্রা শব্দের অর্থ কি ? যাক্স বলেছেন, “তত্র দধিক্রা ইত্যেতদ্বৎ ক্রামতীতি বা দধৎ ক্রন্দতীতি বা দধদাকারী ভবতীতি বা ।”<sup>১</sup>

নিকলব্যাক্যাতা দুর্গাচার্য বলেছেন, “দধিক্রা ইত্যেতৎ পদং সন্দ্বিষ্টম্।” —দধিক্রা পদটি সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর নিকলকাবের বক্তব্য পবিস্কৃষ্ট কবতে গিবে বলেছেন, “অশ্বনাম সমূহেব মধ্যে ‘দধিক্রা’ এই নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। (১) দধৎ শব্দ পূর্বক ‘ক্রম’ ধাতুব উদ্ভব ‘বিত্’ প্রত্যয়ে ‘দধিক্রা’ শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পাবে—অর্থ হইবে আরোহীকে ধাবণ কবিয়া হুখে ক্রমণ (গমন) করে, (২) ‘দধৎ’ শব্দ পূর্বক ‘ক্রন্দ’ ধাতুব উদ্ভব ‘বিত্’ প্রত্যয়ে ‘দধিক্রা’ শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পাবে। অর্থ হইবে আরোহীকে ধাবণ করিয়া ক্রন্দন (শব্দ অর্থাৎ হ্রোদ্য বব) করে। (৩) দধৎ শব্দের সহিত ‘অকাবিন্’, শব্দের যোগে দধিক্রা শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পাবে—অর্থ হইবে আরোহীকে ধাবণ কবিয়া আকাববান্ হয় অর্থাৎ কুক্ষিতগ্রীব স্তিমিত চক্ষু প্লবিত গাত্র হইয়া হুল্লব আকৃতি ধাবণ করে।”<sup>২</sup>

যাক্সরূত এই ব্যাখ্যা যদিও অশ্বপক্ষে তথাপি যাক্স আরও বলেছেন, “তত্রাশ্বব-দেবতা বচনিগমা ভবন্তি।”<sup>৩</sup> অর্থাৎ দধিক্রা শব্দের অশ্ব অর্থযুক্ত এবং দেবতা অর্থযুক্ত প্রযোগ বেদে আছে। যাক্সের মতে পুর্বোল্লিখিত (১৮০৮) শ্লোকটি অশ্ব অর্থে প্রযুক্ত। কিন্তু অপর একটি শ্লোক (৪৩৮।১০) দেবতা অর্থে প্রযুক্ত হইবে। শ্লোকটি এই :

অা দধিক্রা শবসা পঞ্চকুষ্টিঃ হৃষ ইব দ্রোণতিষাপস্ততান ।

সহস্রণাঃ শতমা বাজ্যাবী পৃণভূমরা সমিমা বচাং সি ॥<sup>৪</sup>

—হৃষ যেরূপ তেজঃ দ্বাবা জলদান কবেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বন দ্বাবা পঞ্চকুষ্টিকে (নিবাদ পঞ্চম পঞ্চ মল্লম্ভাজিতি) বিস্তৃত কবিয়াছেন। শত সহস্রদাতা বেগবান্ অশ্ব আমাদিগকে স্তুতিবাক্য মধুর (বলেব) দ্বারা সম্বোধিত করেন ।<sup>৫</sup>

১ নিকল—২১৭।১০

২ নিকল(ক.বি.)—পৃঃ ৩২৪-২৫

৩ নিকল—২১৭।১১

৪ ঋগ্বেদ—৪।৩৮।১০

৫ অনুবাদ—রসেশচন্দ্র দত্ত

দখিক্কা কেবল সূর্যের মত তেজঃসম্পন্ন নন, তিনি অগ্নির মতই দীপ্তিশালী—  
কাম্যকলদাতা ।

মহাশরীরবৃত্তঃ ক্রতুপ্রা দখিক্কাবৃণঃ পুরুবাস্ত্র বৃক্ষঃ ।

যং পুরুভ্যো দীদ্বিবাংসং নাগ্নিং দদম্ মিত্রাবরুণা ততুবিঃ ১১

—আমি যজ্ঞেব সম্পাদক । হে মিত্রাবরুণ ! দীপ্তিমান্ অগ্নির দ্বায় স্থিত  
এবং জ্ঞানকর্তা যে দখিক্কাকে তোমরা মনুজগণের উপকারেব জন্য ধারণ কর, আমি  
সেই মহান্ অনেকেব সম্মানযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী দখিক্কা অশ্বকে স্তুতি করিব ।<sup>১</sup>

প্রাতঃকালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত হওয়াব পরই অশ্বকপী দখিক্কার স্তুতি করা হয় ।

যো অশ্বশ্ব দখিক্কাবৃণো অকারীং সমিদ্ধে অগ্না উববো ব্যূঠো ।

অনাগসং তমদ্বিভিঃ কৃণোতু স মিত্রেণ বরুণেনা সজোবাঃ ১২

—যিনি উবা প্রকাশেব পর অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অশ্ব দখিক্কার স্তুতি কবেন,  
অদ্বিভি, মিত্র ও বরুণেব সহিত তাঁহাকে নিশাপ ককন ।<sup>২</sup>

যুগ্মার্থী জযাভিলাবী এবং যজ্ঞানুষ্ঠাতা উভয়েই দখিক্কাকে অভীষ্ট সিদ্ধিব জন্য  
ইন্দ্রেব মত আহ্বান কবে থাকেন :

ইন্দ্রমিবেহুভয়ে বি হ্রবংত উদীবাণা যজ্ঞমুপপ্রত্যযন্তঃ ১৩

—বাহাবা যুদ্ধেব উদ্যোগ করেন এবং বাহাবা যজ্ঞ আযজ্ঞ করেন, তাঁহারা  
উভয়েই ইন্দ্রেব দ্বায় দখিক্কাকে আহ্বান কবেন ।<sup>৩</sup>

দখিক্কা অন্ন, বল ও কল্যাণদাতা,<sup>৪</sup>—তিনি অন্ন, বল ও স্বর্গ প্রদান কবেন ।<sup>৫</sup>  
দখিক্কা শত্রুহন্তা ।<sup>৬</sup> শক্রগণ তাঁকে দর্শন মাত্র ভীত হবে পড়ে ।<sup>৭</sup>

অশ্ব নামক চতুষ্পদ জন্তুটিকে যে ঋষি স্তব কবেন নি, তা দখিক্কাব এই  
বিবরণ থেকেই বোঝা যায় । দখিক্কা অশ্ব নব—প্রকৃতপক্ষে দখিক্কা সূর্য্যগ্নিব  
রূপভেদ মাত্র । সূর্যেব মত তেজস্বী—অগ্নিব মতই দীপ্তিমান্ অভীষ্টবর্ষী, প্রাতঃ-  
কালে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত হওয়ার পরই অভিস্তত দখিক্কা ত অগ্নিই । সায়নচাৰ্যও  
অশ্বকপী দখিক্কাকে অগ্নির নাম রূপে গ্রহণ কবেছেন । ঐতবেষ ব্রাহ্মণে (৩।১৫।৫)  
অগ্নি অশ্বের রূপ ধরে অশ্বর বধ কবেছিলেন ।

১ স্বায়েদ—৪।৩৯।২

২ অনুবাদ—জদেব

৩ স্বায়েদ—৪।১৯।৩

৪ অনুবাদ—জদেব

৫ স্বায়েদ—৪।৩৯।৫

৬ অনুবাদ—জদেব

৭ স্বায়েদ—৪।৩৯।৪

৮ ঐ —৪।৪০।২

৯ স্বায়েদ—৪।৩৯।২

১০ ঐ —৪।৩৯।৫

আগে দধিক্রাকে জাগ্রত কবে তবে যজ্ঞাহুষ্ঠান শুরু হয়। অগ্নির জাগরণের নামই অগ্নি প্রজালন, মেকালে অরশিমহনে (কাষ্ঠ-বর্ষণ) অগ্নি প্রজলিত কবা হোত।

দধিক্রায় নমসা বোধযংত উদীরাণা যজ্ঞমুপপ্রযতঃ।

ইলাং দেবীং বর্হিষি সাদযংতোহসিনা বিপ্রা হুহবা হুবেম ॥

—স্তোত্র দ্বারা দধিক্রা দেবতাকে প্রবোধিত ও প্রবর্তিত করতঃ আমরা যজ্ঞের উপক্রমে কুশোপবি ইলাদেবীকে স্থাপন করতঃ শোভন আহ্বানযুক্ত মেধাবী অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান কবি।<sup>১</sup>

দধিক্রাবাণং বুরুধানো অগ্নিমুপ ক্রব উবসং সূর্যং গাং।<sup>২</sup>

—আগ্নি দধিক্রাকে প্রবোধিত কবতঃ অগ্নি, উবা, সূর্য ও ভূমির স্তব করি।<sup>৩</sup>

যজ্ঞাহুষ্ঠানের প্রাক্কালে উদ্বোধিত দধিক্রা অবশ্যই যজ্ঞাগ্নি। আমরা জানি, সূর্যরশ্মি সূর্যের অশ্রুপে বেদের সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। সূর্যের সপ্তরশ্মি সূর্যের সপ্ত অশ্ব। সূর্য নিজেও অশ্বরূপ ধারণ কবে অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের জয়দান করেছিলেন। বিষ্ণু ও হৃদগ্রীব অর্থাৎ অশ্বশীর্ষ হয়েছিলেন। সূর্য অথবা সূর্যবশ্মিরূপী দধিক্রা দেবকে আহ্বান কবা ও স্তুতি করার তাৎপর্য উপলব্ধ হয়। পণ্ডিত Wilson-এর মতেও দধিক্রা সূর্যরূপী অশ্ব—“The Sun under the type of a horse.”<sup>৪</sup>

এখন অশ্ব শব্দের অর্থ কি চতুর্পদ প্রাণীবিশেষ? যাক বলেছেন, “অশ্বঃ কশ্মাদশ্বতেহক্ষানং মহাশনো ভবতীতি বা।”<sup>৫</sup> —“ব্যাখ্যার্ক অশ্ব ধাতুর উত্তর কন্ প্রত্যয়ে” অশ্ব শব্দের নিষ্পত্তি, অশ্ব পথ ব্যাপ্ত কবে অর্থাৎ পথে বেগবান থাকমান হয়। ভোজনার্থক অশ্ব ধাতুব উত্তর কন্ প্রত্যয়েও অশ্ব শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, অশ্ব মহাভোজী হয়, অর্থাৎ অধিক পরিমাণে খায়।<sup>৬</sup> তাহলে অশ্ব শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল। সূর্যবশ্মির মত সর্বব্যাপক আব কোন বস্তু? অশ্ব শব্দের অর্থাস্তব বহুভোজী। সর্বভুক অগ্নির মত মহাভোজী আব কে আছে? অভএব সর্বব্যাপী বা সর্বভুক সূর্য এবং অগ্নিই অশ্ব বা দধিক্রা। সূর্য ও অগ্নি অভিন্ন হওয়াব দধিক্রা সূর্যবশ্মি আগ্নেয় তেজঃ সম্ভবতঃ উদয়কালীন সূর্য ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নিব সর্বব্যাপী তেজঃ।

১ সূর্যেদ—৭৪৪২

২ অহুবাৎ—বনগচ্ছ দত্ত

৩ সূর্যেদ—৭১৪১৩

৪ অন্তবাদ—সূর্যেদ

৫ Introduction to the Trans of R̥gveda, vol III.

৬ নিকন্ত—২১২৭১

৭ অশ্বাবব ঠাবুর—নিকন্ত (ক বি), পৃ: ৩২৪

## অহিবুধ্য

ঋগ্বেদে অহিবুধ্য দেবতার উল্লেখ আছে,—“শং নোহহিবুধ্যাঃ ।”<sup>১</sup>—অহিবুধ্য দেবতা আমাদের শান্তিপ্রদ হউন ।

“মা নো অহিবুধ্যোন্নিবেধ্যাৎ”<sup>২</sup>—অহিবুধ্য যেন আমাদের হিংসক হস্তে সমর্পণ না করেন ।

যাক্বেয় মতে বুধ্য শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষ—“বুধ্যমন্তবিক্ষ্ম ।”<sup>৩</sup> অহি শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে গমনশীল—“অহিরযনাদেত্যন্তরিক্ষে”<sup>৪</sup> ।<sup>৫</sup> অহিবুধ্য শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে যাক্ লিখেছেন, “বোহহিঃ স বুধ্যাঃ বুধ্যমন্তরিক্ষং তন্নিবাসাৎ”<sup>৬</sup>—যে অহি সে-ই বুধ্যা, বুধ্য অন্তরীক্ষ,—অন্তরীক্ষে বাস হেতু অহিবুধ্য ।

ঋগ্বেদে নানাস্থানে অহি শব্দে বৃদ্ধকে বোঝানো হয়েছে এবং জলরোধকারী যে মেঘ আকাশ বোধ কবে থাকে, অহি সেই মেঘ ভিন্ন কিছুই নয় । স্ততবাং যিনি অহিকে বধ করেন বা আঘাত করেন তিনিই অহিবুধ্য । স্ততবাং অহিবুধ্য ইন্দ্র ।

ঋগ্বেদেব উল্লেখ থেকে মনে হয় অহিবুধ্য অগ্নি ।

অজ্জামুক্ঠৈরহিং গৃণীষে বুধ্যো নদীনাং

বজঃ স্ত বীদন্ ॥<sup>৭</sup>

মেঘেব আহস্তা নদীৰ স্থানে উপবিষ্ট জলজাত অগ্নিকে স্তোত্রধাবা স্তুতি কর ।<sup>৮</sup>

রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদে অহি অর্থে মেঘ গ্রহণ কবেছেন । তাঁহাব মতে অহিবুধ্য অর্থে মেঘেব আহস্তা । বেদে বৃত্র, অহি বা মেঘেব আহস্তা ইন্দ্র । ‘বজঃ স্ত বীদন্’-এর অর্থ রমেশচন্দ্রেব মতে জলে উপবিষ্ট । ঋগ্বেদে বহুস্থলে বজঃ শব্দ অন্তরীক্ষ অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে । ‘বজসী’ শব্দও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় । বজস্ শব্দের বিবচনাত্মক প্রয়োগ বজসী, দ্যুলোক ও পৃথিবীকে লক্ষ্য করে প্রযুক্ত হয়েছে । স্ততবাং জলে অর্থাৎ মেঘে জাত বজঃ অর্থাৎ অন্তরীক্ষে উপবিষ্ট অগ্নি বিদ্যুতায়ি ভিন্ন আর কিছুই নয় ।

বৃহদ্দেবতায এই বক্তব্যেব সমর্থন পাওয়া যায় ।

১ ঋগ্বেদ—৭।৩৫।১৩

২ ঋগ্বেদ—৭।৩৪।১৭

৩ নিক্কন্ত—১০।৪৪।১৫

৪ নিক্কন্ত—১০।১১।৪

৫ নিক্কন্ত—১০।৪৪।৫

৬ ঋগ্বেদ—৭।৩৪।১৬

৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

স্তোভ্যগজামহিং তত্র সানোহিবুর্য়্য এব চ ।

অহিরাহস্তি মেঘান্ স এতি বা তেহু মধ্যমঃ ॥

যোহহিঃ স বুয়ো বুয়েতি সোহস্তরিক্ষেহভিজায়তে ।<sup>১</sup>

—ঋগ্বেদ জলজাত অহির স্ততি করছেন, সেখানে অহিবুর্য়্যও অবস্থান করেন । অহি মেঘকে আঘাত করেন, অথবা তিনি মধ্যম (অগ্নি) রূপে তাদের মধ্যে আগমন করেন । যিনি অহি তিনিই বুয়্য, তিনি অস্তবীক্ষে জন্মগ্রহণ করেন ।

অধ্যাপক Maedonell অহিবুর্য়্য বলতে অগ্নিকেই বুঝিয়েছেন, যদিও তাঁর মতে অহিবুর্য়্য মূলতঃ অহি-বুত্র । “Agni in space of air is called a raging ahi (Rg 1.79.1) and is also said to have been produced in the depth (buddhne) of the great space (4.11.1). Thus it may be surmised that Ahi buddhna was originally not different from Ahi-Vṛtra....

In later Vedic texts Ahi buddhna is alligorieally connected with Agni Gārhapatya” (V.S. 5.33, A.B. 3.36, T.B. I.I. 10.3).<sup>২</sup>

শুক্ল যজুর্বেদের “অহিবসি বুয়্যঃ”ঃ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা আচার্য মহীধর লিখেছেন, “ন হীষতী ইত্যহি শালাদারীষে নূতনে গার্হপত্যে উৎপন্নোহপি অযমগ্নিঃ স্বরূপেণ ন হীষতে । বুয়্যো মূলং তত্র ভব বুয়্যঃ আধানকালে প্রথমমাহিতহ্মানুলভাবিশ্বম্ স হি প্রথমং মধ্যতে ।”—ক্ষয় হয় না এইজন্যই অগ্নির নাম অহি । যজ্ঞশালায় দ্বারে গার্হপত্য অগ্নি নূতন অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হলেও এই অগ্নি স্বরূপে কখনও ক্ষীণ হন না । বুয়্য শব্দের অর্থ মূল । মূলে উৎপন্ন এই অর্থে বুয়্য । অগ্ন্যাধান কালে প্রথম প্রজ্জলিত হন বলেই অগ্নিকে মূল বলা হয়েছে । মন্বনৈব দ্বারা তিনিই প্রথম জাত হন ।

মহীধরেষ্ট মতে ক্ষয় বহিত চিবন্তন মূল অগ্নি বা আগ্নেয় তেজই অহিবুর্য়্য । ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনায় জানা যায় যে ইন্দ্র সূর্য্যগ্নিব একটি রূপ । অহিবুর্য়্য অগ্নি হলেও ইন্দ্রের সঙ্গে একাত্মতায় কোন বিবোধ হয় না । পুবাণে ও সাহিত্যে অহিবুর্য়্য কন্দ্রের নাম এবং শিবের বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়েছে । কন্দ্রের স্বরূপ আলোচনা করলেও দেখা যাবে যে কন্দ্রও সূর্য্যগ্নিব একটি রূপ মাত্র । কন্দ্রপুত্রাণে অহিবুর্য়্য একাদশ কন্দ্রের অগ্রতম ।<sup>৩</sup> মহাভাবতেও অন্ধৈকপাদ এবং অহিবুর্য়্য একাদশ কন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত দুই কন্দ্র ।<sup>৪</sup>

১ বুহদেবতা—৪।১৪৮-১৪৯

২ Vedic Mythology

৩ শুক্ল যজুঃ—৫।৩৩

৪ প্রভাসখণ্ড—৮।৭৬

৫ আদিপর্দ—৬৩।৩

## ঋতুগণ

ঋষেদে ঋতু নামে এক শ্রেণীর দেবতাব স্তুতি আছে। ঋতু কোন একজন দেবতা নন। এঁরা সংখ্যায় বহু। এঁরা ঋতুগণ নামে সম্বোধিত হয়েছেন। মরুদগণের মত ঋতুগণও গণদেবতা। ঋতুগণ দ্বষ্টাব মত শিল্পী। তাঁরা অশ্বি-দ্বযেব দ্বন্দ্ব অত্যুজ্জ্বল দ্রুতগামী বথ প্রস্তুত কবেছিলেন।

আ তেন যাভং মনসো জবীষসা বথং যং বায়ুভবশ্চত্বরশ্বিনা।

যন্ত যোগে হুহিতা জাযতে দিব উভে অহনী অমিনে বিবস্বতঃ ॥<sup>১</sup>

—হে অশ্বিদ্বয়, ঋতু নামক দেবতারা যে বথ প্রস্তুত কবিয়া দিয়াছেন, যে বথেব উদয় হইলে আকাশেব বস্ত্রা উবা আবিভূত হইবেন এবং সূর্য হইতে অতি অল্পদিন ও ব্যক্তি জন্মগ্রহণ কবে, মন অপেক্ষাও সমধিক সেই বথে আরোহণ পূর্বক তোমরা আগমন কব।<sup>২</sup>

বথং যে চক্রঃ স্তব্রতঃ নবেষ্ঠাং যে ধেমুঃ বিশ্বজুং বিশ্বকপাং।

ত আ তক্ষৎস্বভবো রশিং নঃ অবসঃ অপসঃ স্তহস্তাঃ ॥<sup>৩</sup>

—হাঁহারা স্তব্র ও চক্রবিশিষ্ট বথ নির্মাণ করিয়াছিলেন, হাঁহারা বিশ্বব প্রেবযিক্তী বিশ্বকপা ধেমু উৎপাদন কবিয়াছিলেন, সেই স্তব্রা স্তব্র অম্লযুক্ত ঋতুগণ আমাদিগেব ধন নিষ্পাদন ককন।<sup>৪</sup>

যে অশ্বিনা যে পিতবা যে উতী ধেমু

ততস্তু স্বভবো যে অশ্বা ॥<sup>৫</sup>

—যে ঋতুগণ অশ্বিনীকুমারদেব (বথ নির্মাণের দ্বারা) প্রীত কবেছিলেন, পিতামাতাকে প্রীত কবেছিলেন, ধেমু ও অশ্ব নির্মাণ কবেছিলেন।

তক্ষসাত্যাত্যাং পরিজ্ঞানং স্ত্বং বথং।

তক্ষস্তুং সর্বদ্ব্যাম্ ॥<sup>৬</sup>

—তাঁহারা নাসত্যদ্বযেব দ্বন্দ্ব সর্বভোগামী ও স্তব্রকব একখানি বথ নির্মাণ কবিয়াছিলেন এবং একটি ক্ষীরদোষী গাভী উৎপন্ন কবিয়াছিলেন।<sup>৭</sup>

১ ঋগ্বেদ—১০।৩৯।১২

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৮

৪ অনুবাদ—ভদেব

৫ ঋগ্বেদ—৪।৩৪।৯

৬ ঐ—১২০।১৩

৭ অনুবাদ—ভদেব



ঐষ্টা দেবগণের সোম পানের নিমিত্ত যে চমস নির্মাণ করেছিলেন, ঋতুগণ সেই চমসকে চারটি ভাগে বিভক্ত কবে চাষটি পাঞ্জে গম্মিগত করেছিলেন।

জ্যোষ্ঠ আহ চমসা স্বা কবেতি কনীয়ানুদ্রীন কৃণবাসেত্যাহ।

কনিষ্ঠ আহ চতুৰ্ভব বেতি ঐষ্টা স্বাভবস্তংপনয়দ্বচো বঃ ॥

—জ্যোষ্ঠ (ঋতু) বলিলেন, (এক) চমস দুই কবিব। তাঁব অবরজ (বিভু) বলিলেন, তিন কবিব। কনিষ্ঠ (বাজ) বলিলেন চতুর্থা কবিব। হে ঋতুগণ, ঐষ্টা এই (চতুৰ্ভবগণের) গুণংসা কবিয়াছিলেন।<sup>১</sup>

উক্ত ত্যং চমসং নবং ঐষ্টর্দেবস্ত নিষ্কৃতং।

অবর্ত চতুরঃ পুনঃ ॥<sup>২</sup>

—ঐষ্টা দেবেব সেই চমস নিঃশেষিতরূপে নির্গিত হইয়াছিল, ঋতুগণ, সেই চমস পুনরাব চাষখানি কবিয়াছিলেন।<sup>৩</sup>

এবং বি চক্র চমসং চতুর্ভবং - ১<sup>৪</sup>

—হে ঋতুগণ! তোমরা এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছ।<sup>৫</sup>

ত্যাং চিচমসমস্বরগ্ন ভঙ্গমেকং সন্তমকুত্বতা চতুর্ভবম্ ॥<sup>৬</sup>

—সেই ঐষ্টা নির্গিত একখানি সোমপাত্রকে চাষখানি কবিয়াছিলে।<sup>৭</sup>

ঋতুগণের আব একটি কাজ পিতামাতাকে যুবা কবা :

যদাবমক্রম্ভবঃ পিতৃত্যাং পরিবিষ্টী ॥<sup>৮</sup>

—যখন ঋতুগণ পিতামাতাকে পরিচর্যা ও যুবা করিয়া (ছিলেন) .. ১<sup>৯</sup>

পুনর্গে চক্রঃ পিতরা যুবানা সনা যুপেব জবণা শবানা ॥<sup>১০</sup>

—ঋতুগণ যুপকাষ্ঠেব গ্রায জীর্ণ ও শবান মাতাপিতাকে নিত্যত্যাগ করিয়া-  
ছিলেন ১<sup>১২</sup>

শচ্যাকর্ত পিতবা যুবান শচ্যাকর্ত চমসং দেবপানং ॥<sup>১৩</sup>

—তোমরা স্বীয় দক্ষতান পিতামাতাকে যুবা করেছিলে, দক্ষতান চমস নির্মাণ করেছিলেন।

যুবানা পিতরা কৃণোতন ॥<sup>১৪</sup>

১ ঋগ্বেদ—৪।৩৩৫

২ অথবাদ—ববেশচত্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—১।২০।৬

৪ অথবাদ—ভদ্রেন

৫ ঋগ্বেদ—৪।৩৬।৪

৬ অনুবাদ—ভদ্রেন

৭ ঋগ্বেদ—১।১১০।৩

৮ অনুবাদ—ভদ্রেন

৯ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।২

১০ অনুবাদ—ভদ্রেন

১১ ঋগ্বেদ—৪।৩৩।৩

১২ অনুবাদ—ভদ্রেন

১৩ ঋগ্বেদ—৪।৩৫।৫

১৪ ঋগ্বেদ—১।১১০।৮

ঋতুগণ সম্বৎসব গাভী বন্ধা কবেছিলেন :

যৎ সংবৎসরমুভবো গামবক্ষ্যাম্যং .. ।<sup>১</sup>

ঋতুগণ সোম পান করেন ।<sup>২</sup> তাঁবা অন্ন ও ধন দান কবেন ।<sup>৩</sup> তাঁবা ইন্দ্রের সখা । সোমপানেও তাঁবা ইন্দ্রের সঙ্গী ।

সমুত্থিভিঃ পিবস্ব সখৰ্বা ইন্দ্র চক্ৰবে অকৃত্যতা ।<sup>৪</sup>

—হে ইন্দ্র তুমি স্বকর্ষ দ্বাৰা ষাঁহাদিগকে সখা কবিবাছ, সেই বহুদাতা ঋতুগণের সহিত তৃতীষ সবনে পান কর ।<sup>৫</sup>

ইন্দ্র শক্রনাশেও ঋতুগণের সহায়তা লাভ কবেন ।<sup>৬</sup>

ঋতুগণ বলের পৌত্র (বা পুত্র)—নপাতঃ শবসো ;<sup>৭</sup> শবসো নপাতঃ ।<sup>৮</sup>

ঋতুগণের যে বর্ণনা ঋষেদে দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁদের অর্ঘ্যায়িক ক্রমে ছাড়া অন্য কিছু মনে হব না । কোন কোন ঋকে তাঁদের স্পষ্টতঃই অর্ঘ্যায়িকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ।

দ্বাদশ দ্যুতদগোহস্তাতিথ্যে বণরুভবঃ সংসৃতঃ

অশ্বেন্দ্রাক্ষরম্বৎ সিন্ধুদ্ব্যতিষ্ঠম্নোবধীর্নিয়মাপঃ ॥<sup>৯</sup>

—যখন ঋতুগণ অগোপনীয় (অর্ঘ্যের) আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস অথথ অবস্থান করতঃ বিহাব করেন, তখন তাঁহারা ক্ষেত্র সকল শস্তসম্পন্ন করেন নদীসকল প্রেরণ করেন । জলবিহীন স্থানে ওষধিসকল জন্মে এবং নিম্নস্থান জলব্যাপ্ত হয় ।<sup>১০</sup>

এই ঋকের ভাষ্যে সাধন বলেছেন যে ঋতুগণকে অর্ঘ্যায়িকরূপে স্তব করা হয়েছে । দ্বাদশ দিবস দ্বাদশ মাস রূপেও ব্যাখ্যাতব্য । সাধনের মতে দ্বাদশ দিবস আত্মা আদি দ্বাদশ ব্রহ্ম নক্ষত্র ।

সজোবস আদিত্যৈর্গামিষম্বৎ সজোবস ঋভবঃ পর্বতেতিভিঃ ।

সজোবসো দৈব্যোনা সবিত্রা সজোবসঃ সিন্ধুভী রত্নধেতিভিঃ ॥<sup>১১</sup>

—হে ঋতুগণ । তোমরা আদিত্যের সহিত সঙ্গত হইয়া কষ্ট হও, পর্বতগণের সহিত সঙ্গত হইয়া কষ্ট হও, দেবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া কষ্ট হও, বহুদাতা নদী দেবগণের সহিত সঙ্গত হইয়া কষ্ট হও ।<sup>১২</sup>

১ ঋষেদ—৪।৩০।৪

২ ঋষেদ—৪।৩৫।১, ৪।৩৭।৩, ৪।৩৬।২, ৪।৩৫।৪

৩ ঐ —৭।৪৮।৪, ৪।৩৪।১০, ৪।৩৫।১০, ৪।৩৭।২ ৪ ঋষেদ—৪।৩৫।৭

৫ অনুবাদ—বসন্তচন্দ্র দন্ত ৬ ঋষেদ—৭।৪৮।৩ ৭ ঐ —৪।৩৪।৬

৮ ঋষেদ—৪।৩৫।১ ৯ ঐ —৪।৩৩।৭ ১০ অনুবাদ—বসন্তচন্দ্র দন্ত

১১ ঋষেদ—৪।৩৪।৮

১২ অনুবাদ—জদেব



এই ঋকটির দ্বিতীয় চরণ সম্পর্কে ডঃ অন্নব্রহ্ম ঠাকুর লিখেছেন, “ঋষি বলিতেছেন,—হে আদিত্য যক্ষিসমূহ, রাত্রিতে যতক্ষণ পর্বন্ত তোমরা আদিত্য-মণ্ডলে নিহিত বা লীন হইয়া যাও, ততক্ষণ পর্বন্ত ইহলোক ও নিরালোক অন্ধ-কারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তোমরাই জগৎকে আলোকিত কর, ইহাই তোমাদের মহাভাগ্য বা সাহায্য।”<sup>১</sup>

যাঁক এই অংশটি ব্যাখ্যা কবতে গিবে লিখেছেন, “অগোহ আদিত্যোহ-গৃহনীযন্তস্ত যদ্বপথ গৃহে যাবন্তস্ত ভবথ ন তাবদিহ ভবথতি।”<sup>২</sup> —অগোহ শব্দে আদিত্য বোঝায়; অগৃহনীয অর্থাৎ গোপন করার অযোগ্য আদিত্য। তাঁর গৃহে অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলে যে পর্বন্ত অবস্থান কব, সে পর্বন্ত অর্থাৎ রাত্রি পর্বন্ত এই জগতে আগমন কব না।

স্বপ্নাংল ঋতবস্তদগৃহ্ণত্যাগোহ ক ইদংনো অবদুখং।

শানং বস্তোবোধযিত্যরমব্রবীৎ সংবৎসব ইদমভ্যাব্যখ্যাত।<sup>৩</sup>

—হে ঋতুগণ। তোমরা আদিত্যমণ্ডলে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, যে আদিত্য, কে আমাদিগকে কর্মে জাগরিত করেন। সম্বৎসর (অতিবাহিত হইয়াছে), এক্ষণে আবাব তোমরা জগৎ প্রকাশ কর।<sup>৪</sup>

ঋগ্বেদে ঋতুগণ বাবংবাব স্বধ্বাতনয় নামে অভিহিত হয়েছেন। ঋতুগণ, বাজগণ ও বিভ্রা। এই তিনটি নামও পাওয়া যায় ঋক সূক্তে। যাঁক লিখেছেন, “ঋতুবিভ্রা বাজ ইতি স্বধ্বন আঙ্গিরসস্ত ত্রয়ঃ গুত্রোঃ বভূবুস্তেবাং প্রথমোক্তমাভ্যাং বহুব্রিগমা ভবন্তি ন মধ্যমেন।”<sup>৫</sup> —আঙ্গিরসপুত্র স্বধ্বার তিন গুত্র ছিলেন—ঋতু, বিভ্রা এবং বাজ। প্রথম এবং মধ্যমোক্ত অর্থাৎ ঋতু ও বাজ বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হয়েছে, মধ্যমোক্ত অর্থাৎ বিভ্রা একবচনে প্রযুক্ত।

রমেশচন্দ্র দত্তও এই উপখ্যানটি ঈষৎ ভিন্নরূপে বিবৃত করেছেন : “অঙ্গিরাস পুত্র স্বধ্বা, তাঁহার ঋতু, বিভ্রা ও বাজ নামে তিন গুত্র ছিল। তাঁহারা নিজ কর্ম-দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন এবং সূর্যলোকে বাস করেন, এইরূপ আখ্যান।”<sup>৬</sup>

ঋতুগণ শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যাঁক লিখেছেন, “ঋতব উক্ত ভাস্তীতি বা, ঋতেন ভাস্তীতি বা, ঋতেন ভবন্তীতি বা।”<sup>৭</sup>

১ নিরুক্ত (ক বি) —পৃঃ ১১২৮

২ নিরুক্ত—১১১৩৬৩

৩ ঋগ্বেদ—১১১৩১১৩

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঐ —১১১৩৬৩

৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৩৯, ১১২-১১৩ ঋকের টীকা

৭ নিরুক্ত—১১১২৫৩

উরু বা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, ঋত অর্থাৎ সত্য (অথবা জল বা যজ্ঞ) দ্বারা প্রকাশিত হন, অথবা সত্য (যজ্ঞ, জল) দ্বারা আবিস্কৃত হয়,—এই অর্থে ঋতু।

ঋগ্বেদীয় নিক্কলব্যাক্য্যাব লিখেছেন, “ঋতবো বৈদ্র্যতা জ্যোতির্বিশেষাঃ।” —ঋতুগণ বৈদ্র্যতিক অর্থাৎ বিদ্র্য সম্পর্কিত জ্যোতির্বিশেষ।

“নৈকরুত পক্ষে ইহার অর্থ বৈদ্র্যতিক জ্যোতির্বিশেষসমূহ। ঐতিহাসিক পক্ষে ইহার অর্থ অগ্নিবার তনয় ঋগ্বেদ্যব পুত্র ঋতু বিভূ। এবং বাজ।”<sup>১</sup>

যাক পবিত্রতারভাবেই বলেছেন, “আদিত্যবশ্বোহপ্যভব উচ্যন্তে।”<sup>২</sup> —আদিত্য বশ্বসমূহকেই ঋতুগণ বলা হবে থাকে।

সূর্য, বিদ্র্যৎ ও যজ্ঞ বা যজ্ঞায়ি একান্ত হওয়ায় সূর্যজ্যোতি, বিদ্র্যভের জ্যোতি বা অগ্নিজ্যোতি ঋতুগণ নামক দেবতাদেব নামে স্তূত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অগ্নির নাম অগ্নিবস। অগ্নি বা সূর্যকপী অগ্নিবার পুত্র শোভনধনবান সূর্য্য। সূর্য্যবার পুত্র ঋতু, বিভূ এবং বাজ একই বস্তুই বিভিন্ন নাম। বাজ শব্দের অর্থ অন্ন,—অন্ন-দাতা ঋতুও তাই অন্নদকপ বাজ, বিভূ, প্রভূ বা ঈশ্বর। সূর্য্যায়ির জ্যোতির সর্ব্বেশ্বরত্ব অসংশয়িত। বিষ্ণুপুরাণে ঋতু পবনেষ্টী ব্রহ্মাব পুত্র।<sup>৩</sup> পুরাণে অগ্নিই ব্রহ্মা।

বমেশচন্দ্র লিখেছেন, “প্রকৃত ঋতুগণ কে? প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে প্রাচীন হিন্দুগণ ঋতু বলিয়া উপাসনা করিতেন? শাবন ১১০ স্তোত্রে ৬ ঋকের ব্যাক্য্যাব একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—‘আদিত্যবশ্বোহপি ঋতব উচ্যন্তে।’ —অর্থাৎ ঋতুগণ সূর্যবশ্ব। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরও এই মত। Wilson বলেন, ঋতুগণ সূর্যবশ্ব, Maxmuller বলেন, ঋতু শব্দ অনেক স্থলে সূর্য বা ইন্দ্রের নাম।”<sup>৪</sup>

ঋতুব বথ, অজ্ঞ, চমস বা পানপাত্র নির্মাণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বমেশচন্দ্র Maxmuller-এর অভিমত উদ্ধৃত করে লিখেছেন, “যদি ঋতুর আদি অর্থ সূর্য বা সূর্যকিষণ হয় তবে ঋতুগণ অজ্ঞাদি বা পাত্রাদি নির্মাণে নিপুণ, এ আখ্যান উঠিল কিরূপে? Maxmuller বলেন, বুবু নামক এক সূর্য্যধর বংশকার্য বা ধর্মপুণে ঋত্বিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ পাইয়া ঋত্বিক হইয়াছিল। তাহার ভরবাজ ঋত্বির অনেক সহায়তাও করিয়াছিল। তাহাদিগের বিশেষ কোন উপাস্ত দেব .

১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিরুক্ত—পৃঃ ১১৬৫    ২ নিরুক্ত—১১১৬৬

৩ বিষ্ণুপুঃ-২৮ অংশ, ১৫ অঃ।    ৪ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম, পৃঃ ৩৯, ১২-১১ ঋকের টকা

ছিল না, অতএব তাহারা ঋতুগণের উপাসনাপ্রবণ হইল, এবং কালক্রমে সেই ব্রহ্মবংশীয়দের পাত্রাদি নির্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব ঋতুগণ সেইকণ নপুণ্যেই খ্যাতিলাভ কবলেন।” — (Chips from a German workshop, vol. II 1867, page 128)।<sup>১</sup>

একপ ব্যাখ্যা নিতান্তই মনগড়া কাল্পনিক। আমবা পূর্বেই দেখেছি, দেবশিল্পী ঘৃষ্টা বা বিশ্বকর্মা সূর্য ভিন্ন অপব কেউ নন। দেবশিল্পী ঘৃষ্টা বা ঘৃষ্টার শক্তি-বিশেষই ঋতুগণ। এইজন্য ঋতুগণও শিল্পী। ঋতুগণ অশ্বিনেব জন্ত বধ নির্মাণ করেছিলেন। এই বধ ত্রিচক্রবিশিষ্ট—অশ্বহীন হইবে ও অন্তবীক্ষে পবিত্রমণ কবে।

অন্যো জাত অনভীষ্টকৃৎন্য ঋতুগণকঃ পবি বর্ততে বজঃ।<sup>২</sup>

—(হে ঋতুগণ) তোমাদের কৃত স্ততিযোগ্য ত্রিচক্রবধ অশ্ব ব্যতিরেকেও প্রগ্রহ ব্যতিবেক অন্তবীক্ষে পবিত্রমণ কবিতোছে।

অশ্বিন প্রাতঃকালীন ও সাংকালীন সূর্য। সূর্যে পূর্বাংশে মধ্যগগনে ও পশ্চিম দিগন্তে সূর্যের অবস্থান তিনটি চক্ররূপে কল্পিত হইবে। সূর্যকবোজ্জল দিব্যভাগই তিনচক্রমস্বিত বধ। সূর্যকিবণকপী ঋতুগণ দিব্যভাগেব নির্মাতা। সেই বধে প্রাতঃ ও সাংকালীন সূর্য আরোহণ কবেন। ঋতুদেব বধ দীপ্তিশালী—“শুচব্রহ্ম”।<sup>৩</sup> ঋতুদেব অশ্ব পীবব।<sup>৪</sup> ইন্দ্রেব জন্ত অশ্বধব তাঁবাই সৃষ্টি করে-ছিলেন।<sup>৫</sup> ইন্দ্র সূর্য। তাঁব অশ্ব সূর্যেব বশি।

ঋতুগণ জীর্ণ পিতামাতাকে যৌবন দান কবেছিলেন। জ্ঞাবা পৃথিবী পিতা ও মাতা। সূর্যবশি আকাশকে উজ্জ্বল আলোকে অভিষিক্ত কবে পৃথিবীতে বৃষ্টি-দ্রাবা ও উদ্ভাপ দ্বারা উদ্ভিদ ও প্রাণীক পুষ্টিসাধন কবে তারুণ্য এনে দিলে থাকে। ঘৃষ্টানির্মিত চমস বা সোমসপানেব পাত্র আকাশ। চন্দ্রমণ্ডল থেকে সূর্যবশি আহরণ সোমপান। এই সোমপানের আধাব আকাশ। ঋতুগণ এই আকাশকে চাবটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। চাবটি ভাগ চাবটি দিক।

ঋতুগণের আব একটি স্মরণীয় কাজ—গাভীক চর্মহীন দেহে চর্মসংযোজন।

নিশ্চর্যণ ঋতবো গামপিংশত সংবৎসেনা স্মজতা মাতবৎ পুনঃ।<sup>৬</sup>

—হে ঋতুগণ! তুমি গাভীকে চর্মদ্বারা আচ্ছাদন কবিয়াছিলে এবং সেই গাভীকে পুনরায় বৎসের সহিত যোগ করিয়াছিলে।<sup>৭</sup>

১ ঋতুদেব বনানুবাদ ১৯—পৃঃ ৩৩, ১১২-১১৩ ঋকের টকা।

২ ঋতুদেব—৪১৩৩১৩

৩ ঋতুদেব—৪১৩৭১৪

৪ তদেব

৫ তদেব—৪১৩৩১৩

৬ তদেব—১১১১-১১৬

৭ অনুবাদ—রবিশচন্দ্র দত্ত

পৃথিবীর জন্ম বা জীবনসৃষ্টি সূর্যবান্ধবই অবদান। গো শব্দে পৃথিবীকেও বোঝায়। পৃথিবীকে চর্মাচ্ছাদিত কবাব ক্ষেত্রে সূর্যবান্ধব কর্তৃক অনস্বীকার্য। চূণ, উদ্ভিদ ও তরলতাৰ পৃথিবীর আচ্ছাদন গাভীর কংকালে চর্মসংযোজন। পৃথিবীতে অন্ধকাৰেব আবরণও ত সূর্যকিবণেই সৃষ্টি।

Maxmuller-এব মতে গ্রীক দেবতা Orpheus ঋতুব কপাটব। Orpheus যুত্ৰাদেবতাৰ কাছ থেকে মৃত্যু পত্নীকে কিবিয়ে আনাৰ পব তাঁবই ঔৎসুক্যময় দৃষ্টি-পাতে পত্নী অদৃশ্য হযেছিলেন। Maxmuller-এব মতে সূর্যেব দৃষ্টিতে উষার তিবোভাবেব তত্বই এই গল্পেব তাৎপৰ্য। স্তবরাং মোক্ষমূলয়েব মতাহুসারে Orpheus বা ঋতু সূর্য।

সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ অভিন্ন হওযাৰ ঋতুগণ অগ্নিৰ তেজকপে গৃহীত হতে পাৰে। ঋষেদে সম্পষ্টকপে অগ্নিকে ঋতু বলে উল্লেখ কবা হযেছে।

স্বয়ং ঋতুবাকে নমস্ত স্তব বাজস্ত ক্ষমতো বায দৈশিবে।

ঋ বি ভাস্তহু দক্ষি দাবনে ঋ বিশিক্ষলি যজ্ঞমাতনিঃ ॥<sup>১</sup>

—হে অগ্নি। তুমি ঋতু, তুমি প্রত্যক্ষ স্ততিযোগ্য, তুমি সৰ্বত্র বিস্তৃত ধন ও অগ্নেৰ স্বামী। তুমি অতি উজ্জল, (অন্ধকাৰ) ছেদনেৰ জন্তু ক্রমে তুমি (কাষ্ঠাদি) দাহ কব। তুমি বিশেষকপে যজ্ঞ নিৰ্বাহ কব এবং তাহাব কল বিস্তার কৰ।<sup>২</sup>

অতএব অগ্নিৰ জ্যোতিও ঋতু। এককথাৰ বলা বায আয়েয জ্যোতিপুঞ্জই ঋতুগণ নামে স্তব। ঋতুগণ বলেৰ পুত্র। ভঃ অবিনাশচক্স দাসেব মতে বল এবং ঋতুগণ পণি (কিনিলীষ) নামক বণিক আৰ্হদ্রাতিৰ ছাবা পূজিত হতেন।

"Rbhus, whom Sayana has indentified with solar rays, were sons of Vala. Fire was also called a son of Vala. The Rbhus were worshippers of Vala and the Rbhus"<sup>৩</sup>

## বহুগণ

ববীজনাথ মালিনী নাটকে মালিনীব নির্বাসন কালে রাজমহিবীর মুখে  
বলেছেন—

বহুগণ, কজগণ

বিশ্বদেবগণ, সবে করহ রক্ষণ

কহ্যারে আমার ।<sup>১</sup>

বহু বা অষ্টবহু নামে কোন দেবসমষ্টিবপূজার্কন। এ যুগে প্রচলিত নেই। কাব্যো-  
পুরাণে অষ্টবহুর উল্লেখ এমন কি নাম উল্লেখ থাকলেও এই দেবগোষ্ঠী কোনদিনই  
প্রাধান্য পান নি। ঋগ্বেদে ত এঁরা একেবারেই অপ্রধান দেবতা। শতকিবা-  
বুখস্থ করায় সময়েই শিশু শেখে ‘আটে অষ্টবহু’। বহু নামক দেবতার সংখ্যা আট।  
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১।১০), শতপথ ব্রাহ্মণ (৪।৫।৭।২), বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতিতে  
অষ্টবহুর উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যকের মতে আটজন বহুব নাম : অগ্নি, পৃথিবী,  
বায়ু, অন্তরীক, আদিত্য, দ্যৌঃ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্রসমূহ—“অগ্নিঃ পৃথিবী চ  
বায়ুঃ অন্তরীক আদিত্য দ্যৌঃ চন্দ্রমাঃ নক্ষত্রানি চৈতে বসবঃ।”<sup>২</sup>

মন্তপুর্বাণ অহুসারে অষ্টবহুর নাম :

আপো ঋবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনলঃ ।

প্রত্ন্যবশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥<sup>৩</sup>

—আপ অর্থাৎ জল, ঋব, সোম, ধর, অনিল, অগ্নি, প্রত্ন্যব ও প্রভাস—  
এই আটজন বহু।

মহাভারতে (শান্তিপর্ব—২০৮।২০) অষ্টৈকগাদ এবং অহিবুর্য্য অষ্টবহুর দুই  
বহু। মহাভারতেব আদিপর্বে পৃথু, ছ্য, এবং ধর এই তিন বহুর নাম পাই  
(২২অঃ)।

বহুদের সম্পর্কে পণ্ডিত দুর্গাদাস নাহিড়ী লিখেছেন, “গন্ধা হইতে উৎপন্ন গণ-  
দেবতা বিশেষ। তাঁহাদের সংখ্যা আট—ভব, ঋব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল,  
প্রত্ন্যব এবং প্রভব। বহু শব্দে যথাক্রমে কুবের, হর্ষ, অগ্নি প্রভৃতিকেও  
বুঝাইয়া থাকে।”<sup>৪</sup>

১ ভূতীর দৃষ্ট

২ বৃহদারণ্যক—৩।২।৩

৩ মন্তপুঃ—৫।২১

৪ দুর্গাদাস সম্পাদিত বৃহৎসজুর্বেদ, ১ম খণ্ড—পৃঃ ৬৬২, পাদটীকা।



মহাভাবতকার মহর্ষি বশিষ্ঠেব অভিশাপে বহুগণের মর্তে মহুগুপ্তে জন্মগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা কবেছেন। সত্বীক বহুগণ মর্তে বশিষ্ঠমুনিব আশ্রমে বিচরণ করেছিলেন। বশিষ্ঠেব কামধেনু নন্দিনীকে দেখে ছ্যাবহুগু গৃহিণী স্বামীর নিকট ঐ গাভীটাকে তাঁর সখী দ্বিতবতীব জন্ত নিয়ে যেতে অনুরোধ কবায় ছ্যাবহু পৃথু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণেব সহায়তায় সবৎসা কামধেনু অপহরণ কবলেন।

এতচ্ছ্য বচস্তস্তা দেব্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষবা ।

পৃথুদৈর্জ্যভিঃ সার্বং দৌস্তদা তাং জহার গাম্ ॥<sup>১</sup>

ঋষি বহুগণেব এই অপকর্মের জন্ত অভিশাপ দিলেন যে তাঁদেব মহুগুপ্ত জন্ম গ্রহণ করতে হবে। অভিশাপেব বিষয় অবগত হয়ে বহুগণ ঋষির সন্তোষ বিধানে যত্ববান হলেন। বশিষ্ঠ সন্তুষ্ট হবে অভিশাপ লাঘব করার উদ্দেশ্যে বললেন যে বহুগণ এক বৎসবেব মধ্যে শাপমুক্ত হবেন। কেবলমাত্র সকল অপকর্মের মূল ছ্যাবহু মহুগুপ্তে পৃথিবীতে দীর্ঘকাল অবস্থান করবেন।

উবাচ স ধর্মাঙ্গা শপ্তা যুয়ং ধবাদযঃ ।

অহুসাবৎসাং সর্বে শাপমোক্ষমবাপ্ সখঃ ॥

অয়ন্ত যৎকৃতে যুয়ং যযা শপ্তাঃ স বৎসন্তি ।

দৌস্তদা মাহুবে লোকে দীর্ঘকালং স্বকর্মণঃ ॥<sup>২</sup>

অতঃপর বহুগণেব অনুরোধে গঙ্গা মহুগুপ্তে পৃথিবীতে মহাবাজ শাস্ত্রচুব পত্নীস্ব স্বীকার করলেন এবং আটজন বহুকে পব পব গর্তে ধাবণ করলেন। গঙ্গাদেবী প্রথম সাতজন বহুকে জন্মের পবই জলে নিক্ষেপ করেছিলেন। কেবল-মাত্র অষ্টমবহু—ছ্যাবহুকে তিনি জীবিত রাখলেন। এই ছ্যাবহুই ভাবতযুদ্ধেব মহাঙ্গা গাঙ্গেয দেবব্রত ভীষ্ম।

মহাভাবতে ভীষ্মজন্মের প্রসংগে বহুগণের মহুগুপ্তের আর একটি উপাখ্যান আছে। সরিষাবা গঙ্গা ব্রহ্মার নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন কালে ঋষি-শাপে মূর্ছিত ও বিকলেন্দ্রিয় বহুগণকে দেখে তাঁদেব হর্দশাব কাবণ দ্বিজ্ঞাসা কবায় বহুগণ বললেন—

তামুচূর্বসবো দেবাঃ শপ্তাঃ স্মো বৈ মহানদি ॥

অল্লেকপবাধে সংরস্তাদ্ বশিষ্ঠেন মহাঙ্গনা ।

বিমুঢ়া হি ববং সর্বে প্রচ্ছন্ন ঋষিসন্তয়ম্ ।

সন্ধ্যা বশিষ্ঠমাসীনং তমত্যাভিস্থতা পুরা ।

তেন কোপাদ্ বধং শস্তা যোনৌ সম্ভবতেতি হ ।

ন তচ্ছক্যং নিবর্তয়িতুং যদুহুং ব্রহ্মবাদিনা ।

তস্মান্ মাহুঘী ভূত্বা শঙ্ক পুত্রান্ বহ্ননুভূবি ।<sup>১</sup>

—বহুগণ তাঁকে (গন্ধাকে) বললেন, হে মহানদি, সাগাচ্চ অপবাধেই জুঁক মহাত্মা বশিষ্ঠের বাবা আমরা অভিপ্ৰস্ত হইছি। পূর্বে কোন সময়ে সন্ধ্যাকালে প্রচ্ছন্ন-রূপে সমাসীন ঋষিগণের বশিষ্ঠকে অজ্ঞতাবশতঃ সম্মানাদি প্রদর্শন না করে অগ্রসব হইছিলাম। সেইজন্য তিনি কোপিত হয়ে অভিশাপ দিলেন, ‘মহুগযোনি প্রাপ্ত হও’। সেই ব্রহ্মবাদী ঋষি বাক্য নিবর্তিত করার সাধ্য যেহেতু নেই, সেইহেতু তুমি মর্ত্যলোকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে বহুগণকে পুত্ররূপে জন্মদান কর।

গন্ধা বহুগণের অহুরোধ রক্ষায় বাক্সি হলে, বহুগণ বললেন তাঁদের বেন দীর্ঘকাল সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, জন্মের পরেই যেন গন্ধাদেবী তাঁদের জলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু মর্ত্যলোকে অভিপ্ৰস্ত মহাভিষেক পুত্র শাক্তরূপে গন্ধা যে পতিছে বরণ করবেন, তাঁর জন্য ব্রহ্মা পুত্র তিনি উপহাস দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন বহুগণ স্ব স্ব বীর্ষের অষ্টমাংশের দ্বারা একটি পুত্র সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতিদেব হলেন। এই অষ্টবহু প্রত্যেকের বীর্ষের অষ্টমাংশের দ্বারা নির্মিত পুত্রই হলেন দেবব্রত ভীষ্ম।<sup>২</sup>

মহাভারতে উপবিচর বহু নামে আর এক বহু উপাখ্যান আছে। ইনি তপঃপ্রভাবে ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেন এবং ইন্দ্রকর্তৃক প্রদত্ত ইন্দ্রবজ্র পুত্রের প্রবর্তন করেন। উপবিচর বহু ইন্দ্রের ‘নির্দেশে চেদিবাজ্যের অধীশ্বর হন এবং চেদিরাজ নামে খ্যাত হন। এঁরই জ্বলিত বীর্ষে ব্যাসজ্ঞানী মনুজগদ্ধা সত্যবতী জন্ম হয়।<sup>৩</sup> শাপগ্রস্ত চেদিবাজ্যের তৃপ্তি ব্রহ্ম নান্দিমুখ জ্বলে বনের দেওঘালে স্থত প্রদান করার রীতি আছে। এই স্থতধারা বহুধারা নামে প্রসিদ্ধ। “অস্তরীক্ষচারী রাজা উপবিচর দেব-ব্রাহ্মণ বিবাদের দেবপক্ষ গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণশাপে আকাশে গতিহীন ও ভূবিবরণ হলে দেবতার তাঁর ক্ষুণ্ণিপাসা নিবারণ করার জন্য যজ্ঞ বিপ্রপ্রদত্ত (স্থতধারা) পান বিধান করেন, সেইজন্য বহু স্থতধারা বহুধারা নামে প্রসিদ্ধ। প্রীতিকামনায় চেদিবাজ্যবহু উপদেশে

এই যুতধারা দেওয়ার হয় বলে এন নাম বহুধারা । নান্দীমুখ ভ্রাঙ্কে বহুধারা দিচ্ছে হয় ।<sup>১</sup>

চেদিবাজ বহুর উদ্দেশে বহুধারা দানের মন্ত্র :

চেদিবাজ নমস্তুভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে ।

ক্ষুংপিনাহুদেদান্তে চেদিবাজ নমোহিস্ততে ॥

ত্রক্ষর্বৈবর্ত পুবাণাহুসানে শ্রোণবহু ও তাঁর পত্নী ধবা ভগবান বিষ্ণুকে পুত্ররূপে কামনা করে জন্মান্তবে নন্দগোপ ও যশোদারূপে মর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।

বহুনাং প্রবরো নন্দো নামা শ্রোণন্তপোধনঃ ।

তস্ত পত্নী ধবা মাত্বী যশোদা সা তপস্বিনী ।

\* \* \*

একদা চ ধরাত্রোণৌ পর্বতে গন্ধমাদনে ।

পুণ্যদে ভাবতবর্ষে গোঁতমশ্রমসম্মিষৌ ॥

তপশ্চকাব তজ্জৈব বর্ষাণামবৃত্তং মূনে ।

কৃষ্ণস্ত দর্শনার্থঞ্চ নির্জনে স্প্রভাতটে ॥

ন দদর্শ হবিং শ্রোণো ধবা চৈব তপস্বিনী ।

কৃষ্ণায়িকুণ্ডং বৈবাগ্যাং প্রবেষ্টে লগ্নপস্বিতৌ ॥

তো মতুঁকামৌ দৃষ্টৌ চ বামভূবাশরীষিণী ।

ত্রক্ষ্যথ শ্রীহরিং পৃথ্ব্যাং গোকুলে পুত্রকপিণম্ ॥<sup>২</sup>

—বহুশ্রেষ্ঠ তপোধন শ্রোণ নন্দ নামে (প্রসিদ্ধ হলেন) তাঁর পত্নী মাত্বী তপস্বিনী ধবা হলেন যশোদা... । একসময়ে ধবা ও শ্রোণ পুণ্য ভাবতবর্ষে গোঁতমের আশ্রমের নিকটে কৃষ্ণের দর্শনলাভের দ্বারা জনহীন স্প্রভাত নদীর তটে গন্ধমাদন পর্বতে অবৃত্ত বৎসর তপস্শ্রা কবেছিলেন, কিন্তু ধবা ও শ্রোণ কৃষ্ণের দর্শন পেলেন না । তাঁরা বৈবাগ্য হেতু অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করতে উদ্ভত হলেন । তাঁদের মবণে উদ্ভত দেখে অশরীষী বাণী প্রকাশিত হোল : পৃথিবীতে গোকুলে পুত্ররূপী শ্রীহরির দর্শনলাভ করবে ।

বামরণে অষ্টম বহুর নাম সাবিজ । রাবণ দর্গ আক্রমণ করলে অষ্টম বহু সাবিজ দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষে রাবণের সেনাপতি জ্বালীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন ।

বহুনাংষ্টমঃ ক্রুদ্ধঃ সাবিত্রো বৈ ব্যবস্থিতঃ ।

সংবৃতঃ শৈশ্বথানীকৈঃ প্রবহন্তঃ নিশাচবন্ ॥<sup>১</sup>

পূবাণাদিতে বহুগণ একশ্রেণীর অপ্রধান দেবতায় পরিণত হয়েছেন। গন্ধর্বদের মতই এরা দেবকল্প (Semi-divine) প্রাণীবিশেষ। স্বয়ংদেও অপবাপর দেবতাদেব সঙ্গে বহুগণের স্ততি আছে। এখানেও তাঁরা অপ্রধান দেবতা কিন্তু দেবকল্প মনুষ্য নন। ঋষি বহুগণকে অন্তরীক্ষ থেকে আহ্বান করেছেন :

জুবা অত্র বসবো ঋত দেবা উবাকন্তবিক্ষে মর্জয়ন্ত শুভ্রাঃ ।

অরীক পথ উক্চয়ঃ কুণ্ডধরং শ্রোতা দূতন্ত জগ্মুযো নো অস্ত ॥<sup>২</sup>

—বহু নামক দেবগণ এই যজ্ঞে পৃথিবীতে সকলকে আনন্দিত করুন। বিত্তীর্ণ অন্তরীক্ষস্থিত দীপ্যমান মনুষ্যগণেব সেবা কবেন। হে প্রভুতগামী বহু ও মনুষ্যগণ! তোমার পথ আমাদের অভিযুখী কর। আমাদের দূত তোমাদের নিকট গমন করিয়াছে। তোমরা উহা আহ্বান শ্রবণ কর।<sup>৩</sup>

এই ঋকের আর একটি অনুবাদ : পৃথিবীতর বহুদেবগণ এই পৃথিবীতে বসণ করিয়াছেন। বিত্তীর্ণ অন্তরীক্ষে অবস্থিত শোভমান বহুগণ বৃষ্টি প্রেরণ করিতেছেন। হে প্রভুত বেগসম্পন্ন জিহ্বানস্থিত বহুগণ, তোমাদের আগমন-সমূহ আমাদের অভিযুখ কর ; তোমাদের অভিযুখে প্রস্থিত আমাদের এই দূতের অর্থাৎ অগ্নির বাক্য শ্রবণ কর।<sup>৪</sup>

এই ঋকটিতে বহুগণের গুণকর্ম শ্রুতশ্রুতির কথাই স্মরণ করাব।

John Dowson-এর মতে বহুগণ কতকগুলি প্রাকৃতিক অবস্থাবিশেষ মাত্র।  
“The Vasus are a class of deities, eight in number, chiefly known as attendants upon Indra. They seem to have been in vedic times personifications of natural phenomena.”<sup>৫</sup>

বহু শব্দের অর্থ ধন। বহুগণ ধন দান কবেন, তাই তাঁরা বহু নামে খ্যাত।  
—“অশ্বৈ ধন্ত বসবো বহুনি।” —বহুগণ আমাদের জন্য ধন বক্ষা করেন।

বহুগণ শ্রবণে নিকট থেকে অথ আহরণ কবেছিলেন—“শ্রবীদধ্বং বসবো নিরতষ্ট।”<sup>৬</sup> ইন্দ্র বহুদের সঙ্গে স্বকার্য সাধন কবেন—“ইন্দ্র ঘোষন্তা বহুভিঃ পুবন্তাং

১ বামাষণ, উত্তরকাণ্ড—২৭।৪৪

২ ঋগ্বেদ—৭।৩৭।৩

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ অনুবাদ—অমরেন্দ্র ঠাকুর

৫ Class. Dic of Hindu Mythology

৬ শুক্ল বজ্র—৮।১৮, তৈত্তিঃ সং—১।৪।৪৪

৭ ঋক্—১।১৬৩২

পাত্ত।<sup>১</sup>—ইন্দ্র শব্দে নির্দিষ্ট দেবতা বহুগণেব সঙ্গে আমাদের সম্মুখভাগে রক্ষা করান।

আচার্য ষাঙ্ক বহুদের সম্পর্কে বলেছেন,—“বসবো যদ্বিবসতে সর্বমগ্নির্ব  
তুর্ভিবাসব ইতি সমাখ্যা তস্মাৎ পৃথিবীস্থানাঃ। ইন্দ্রো বহুভিবাসব ইতি সমাখ্যা,  
তস্মান্নধ্যস্থানাঃ। বসবো আদিত্যবশ্বশো বিবাসনান্তস্মান্দ্যুস্থানাঃ।”<sup>২</sup>

—যা সকল বস্তু আচ্ছাদিত কবে তাই বহু, অগ্নি বহুগণেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে অগ্নি বাসব, স্তুতরাং বহুগণ পৃথিবীস্থিত দেবতা। ইন্দ্র বহুগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেইজন্য ইন্দ্র বাসব আখ্যা লাভ করেছেন, সেইজন্য বহুগণ মধ্যস্থ অর্থাৎ অন্তবীকৃষিত দেবতা। বহুগণ আদিত্যবশ্বি অন্ধকার দূব করেন বলে, দ্যুলোকের দেবতা।

“আচ্ছাদনার্থক ‘বসু’ ধাতু হইতে বহু শব্দেব নিম্পত্তি,—বহু সর্বাচ্ছাদক। অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়েই বাসব বলিয়া অভিহিত হন বহুগণের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন। ...অন্ধকারেব বিবাসন বা তিবোভাব ঘটাব বলিয়া সূর্যবশ্বিসমূহও বহু নামে অভিহিত হয়, কাজেই বহুগণ দ্যুস্থান দেবতা বলিয়াও পরিগণিত।”<sup>৩</sup>

- যাক্বেব ব্যাখ্যা অল্পসাবে বহু সূর্য-অগ্নি-বিদ্যায়রূপে দ্যুলোক, অন্তবীক্লোক ও ভুলোকের দেবতা। অতএব বহুগণ, ঋতুগণ ও মরুদগণেব মতই সূর্য্যগ্নির তেজ বা কিবলসমূহ।

বহুগণ ধন বা কাম্যকল-প্রদাতা; অগ্নিও শ্রেষ্ঠ ধনদাতা—বহুধাতম।<sup>৪</sup> স্তুতবাং কৃষ্ণয়জুর্বেদে অগ্নিকেই বহুপতি বলা হয়েছে :

বহু বহুপতির্হিকমশ্রয়ে বিভাবহুঃ শ্রামতে স্তমতাবপি।

শ্রাময়ে বহুপতিঃ বহুনাশতি প্রমদে অধবেষু বাজন্ ॥<sup>৫</sup>

—হে অগ্নি, যেহেতু তুমি বহু, বহুপতি (ধনেব অধিপতি), সেইজন্য আমরা তোমার স্তুতিতে বর্তমান আছি। হে বাজন্, যজ্ঞে দীপ্তিমান তুমি বহুপতি, বহুগণেব শ্রেষ্ঠ, তোমাকে যজ্ঞে পবিত্রুষ্ঠ কবি।

বহু যে সূর্য্যগ্নিব তেজ একথা একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার কবেছেন। তাঁর মতে অষ্টবহু ব্রহ্মাণ্ডেব আয়েব তেজ সমন্বিত আটটি স্থান বা অবস্থা। “The

১ কৃ: যজুঃ—১২।১২।৬

২ নিক্ক—১২।৪।১৫

৩ অমবেতর ঠাকুর, নিক্ক (ক বি.)—পৃ: ১৩৪৫

৪ ঋবেদ—১।১।১

৫ কৃ: যজুঃ—১।১।৪।৪৬

word *Vasu* can be derived from the root 'Vas' 'to shine'. The word then refers to the splendor of Agni and of the spheres over which he rules.

Thus the *Vasus* are the three forms of fire—Fire, Wind and the Sun—and the worlds in which they are found—earth, space and sky—to which are added the Moon or offering (*Soma*) and its dwelling place.”<sup>১</sup>

এই মতানুসারে অগ্নি তিনটি আকার—অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য, এই তিন দেবতার তিনটি বাসস্থান—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক (আকাশ) ; সোম (চন্দ্র অথবা অগ্নিতে হবি) এবং নক্ষত্র—এই আট বহু। এই সবগুলিই সূর্য্যগ্নির সঙ্গে সম্পর্কিত। উনাদিসূত্র (১।১১) মতে যা চতুর্দিক আবৃত বা আচ্ছাদিত করে তাই বহু। সূর্য্যগ্নির (সূর্য্যকিরণের অথবা আগ্নেয় তেজের) সর্বব্যাপকতা এবং সবকিছুকে আবৃতকবাব ক্ষমতা সুবিদিত। বাস করা অর্থে ‘বস্’ ধাতু থেকে যদি বহু শব্দের উৎপত্তি হয়, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তেজরূপে, তাপরূপে, প্রাণরূপে সর্বত্র বসবাসকারী সূর্য্যগ্নির তেজই বহু। E W Hopkins বলেছেন, “The definition of *Vasu* in S. B 11.6.8.6 as eight gods causing the world to abide (*Vas*), however foolish the etymology is retained, at least in part, for the Vedic eight are Fire, Earth, Wind, Day or Water or Savitra, Dawn light, Glory (brightness), Moon and Pole star, a list which shows that in a vague way *Vasus* were thought of as the bright gods, even across the *Aditya* list”<sup>২</sup>

এই বিবরণে ঐশ্বর্য্যবাহক বহুগণের অন্ততমরূপে গণ্য করা হয়েছে। দিবা, জল (অপ্) অথবা সাবিত্রীও একজন বহু। আর এক ইউরোপীয় পণ্ডিত বহুগণকে ব্রহ্মের (ব্রহ্মার) বিকাশরূপে গ্রহণ করেছেন। ইনি বহুগণকে ব্রহ্ম (সূর্য্যকিরণ)-এর সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করেছেন।

“There can be no substance, no form, no being without a place, a dwelling, in which it can exist and expand. The *Vasus* are thus the forms of *Brahma*, the Immense Being, the lord of extension, the manifestation of the revolving tendency,

<sup>১</sup> Hindu polytheism—page 85-85      <sup>২</sup> Epic Mythology—page 172

rajas, origin of space Like rajas 'the Vastus' are said to be red in colour "১

বহুগণের স্বরূপ সম্পর্কিত এই দুটি ব্যাখ্যাতেও] সূর্য্যগ্নিব কিরণকেই পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে। মহাশূন্য ব্যাপ্ত কবে ঝাঁরা বিরাজ করেন, তাঁরা সূর্য্য-রশ্মিরই নামান্তর বা আববক ভেজ ছাড়া আর কি হতে পারে? লোহিত বর্ণ সূর্য্য করেবই একটি বিশেষ অবস্থার পরিচয়। ব্রহ্মাও সূর্য্যগ্নি থেকে ভিন্ন নন। স্থাবর জঙ্গমাঙ্গক বিশ্বের প্রাণকণী ব্রহ্মাও ত সূর্য্যগ্নিব তেজোকণী শক্তি। মৎস্ত-পুরাণেও স্ততে জ্যোতিমান বস্তুই বহু :

জ্যোতিমন্তঃ যো দেবা ব্যাপকাঃ সর্বতো দিশম্

বসবন্তে সমাখ্যাতাঃ ১২

-- জ্যোতিমান্ যে সকল দেবতা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তাঁরাই বহু নামে খ্যাত।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রাণকেই বহু বলেছেন : "স ক্রমাৎ প্রাণা বসব ইদং মে প্রাতঃসবনং মাধ্যদিনং সवनমহুসন্তহুতেতি। মাহং প্রাণানাং বহুনাং মধ্যে বজ্রো বিলোপী সীয়েতি।"১৩

—সেই পুরুষ এই মন্ত্র জপ করিবে—'হে প্রাণরূপী বহুগণ, আমার এই প্রাতঃসবনকে মাধ্যদিন সবনের সহিত সম্মিলিত করিরা দাঁও, যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাতঃ-সবনাধিপতি প্রাণরূপ বহুগণের মধ্যেই বিলুপ্ত না হই।'১৪

## সাধ্য দেবগণ

সাধ্যদেবগণও বহুগণের মত নিতান্তই অপ্রধান দেবতা। স্বর্ষদে সাধ্য-দেবগণের উল্লেখ আছে :

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজ্ঞস্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমাত্মান্ ।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচস্ত যজ পূর্বে সাধ্যাঃ সস্তি দেবাঃ ॥<sup>১</sup>

—দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা (অগ্নির দ্বারা) যজ্ঞ কবেছিলেন ; এই যজ্ঞকর্ম ছিল প্রথম বা মূখ্যকর্ম। মহিমাময় তাঁরা ছ্যলোক বা আকাশ আশ্রয় কবেছিলেন, যেখানে পূর্বে সাধ্যদেবগণ ছিলেন।

আকাশ আশ্রিত সাধ্যদেবগণ অবশ্যই বহুগণের মত সূর্যবান্দি।

“এঁরা সৃষ্টিসাধনযোগ্য প্রজাপতি প্রভৃতি। শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লেখ মতে এঁদের বাসস্থান দেবলোকের উপবিভাগ। মহুসংহিতাব বর্ণনায় এঁরা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সৃষ্ট সাধ্য নামক সূর্য দেবগণ, এঁরা সংখ্যার দ্বাদশ। এঁদের নাম মনঃ মস্তা, প্রাণ, নর, অপান, বীর্ধবান, বিনির্ভব, নব, দংস নাবাষণ, বুধ ও প্রমুখ। অন্তমতে এঁরা ১৩ জন। পুৰাণ মতে এঁরা ধর্ম ও দক্ষের কন্যা সাধ্যাব পুত্র।”<sup>২</sup>

প্রজাপতি সূর্য। দ্বাদশ সাধ্যদেব দ্বাদশ আদিত্যের কথা স্বরণে আনে। অধিমান (মলমান) হিসাবে জ্যোদশ সাধ্যদেব জ্যোদশ মাসের সূর্য। নিকটকাল বলেছেন, “সাধ্য দেবা সাধনাৎ।”<sup>৩</sup> —(অর্থাৎ) সাধু ধাতু থেকে জাত সাধনহেতু এঁরা সাধ্য নামে অভিহিত। এঁরা অস্ত্রের অসাধ্য কর্ম সাধন কবেন।

ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের মতে সাধ্যদেব বয়সমূহ ; ঐতিহাসিক পক্ষে এঁরা ঋষি বিশ্বশ্রষ্টা।<sup>৪</sup>

অস্ত্রের অসাধ্য সাধন দক্ষতা সূর্যকিবর্ণেরই আছে। দ্বাদশ (অথবা জ্যোদশ) মাসের দ্বাদশ আদিত্যের সূর্য কিবর্ণমালাই দ্বাদশ (অথবা জ্যোদশ) সাধ্যদেব।

১ স্বর্ষদে—১১৩৪১০, স্তম্ভ বহুঃ—১৩ ২ শৌর্যগিক অভিধান ৩ নিকট—১২৪০।৩

৪ নিকট—(ক বি )—পৃঃ ১৩৪৩



## অত্রি

ঋষেদে অত্রি একজন প্রখ্যাত ঋষি, বহু শ্রুতের তিনি দ্রষ্টা। পুরাণেও অত্রি সুপ্রসিদ্ধ ঋষি। তিনি ব্রহ্মাব মানসপুত্র ও সপ্তর্ষিদেব অন্ততম। কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা অননুবা এর পত্নী। কিন্তু ঋষেদে কোন কোন স্থলে অত্রিকে দেবতাকপে প্রতীয়মান হব। ঋষেদেব পঞ্চম মণ্ডলের ৪০ শ্রুত্রেব দ্রষ্টা অত্রি ঋষি; কিন্তু ঐ শ্রুত্রেব শেষ চাবিটি ঋকেব দেবতা অত্রি। এই অত্রি দেবতা স্বর্ভাভুব (পুরাণেব বাছ) গ্রাস থেকে স্বর্ধকে বক্ষা কবেছিলেন।

স্বর্ভানোবথ যদিহ মায়া অবো দিবো বর্তমানা অবাহন।

গুডুহং শ্রুং তমসাপব্রতেন ভুবীষেণ ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥

মা মামিযং তব সংতমজ ইরস্তা দ্রুহো ভিষসা নি গাবীং ।

অং মিত্রো অসি সত্যাবাধান্তো মেহাবতং বকণশ্চ বাজা ॥

গ্রাব্ণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ সপর্শন্ কীবীণা দেবান্নমসোপশিঙ্গন্ ॥

অত্রিঃ শ্রুশ্র দিবি চক্ৰবাধাং স্বর্ভানোরপমাযা অঘৃক্শং ॥

যং বৈ শ্রুং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাস্বঃ ।

অত্রেষস্তমসাবিন্দমহস্তে অশরুব্ ॥<sup>১</sup>

। —হে ইন্দ্র। যখন তুমি শ্রুর্ষের অধঃস্থিত স্বর্ভাভুব সেই সকল মায়া (অন্ধকার) দূরে অপসারিত কবিয়াছিলে তখন অত্রি চাবিটি ঋকেব দ্বারা কার্য্যবিঘাতক, অন্ধকার দ্বাৰা সমাচ্ছন্ন শ্রুর্ধকে প্রকাশিত কবিলেন।

। (শ্রুর্ধ বলিতেছেন) হে অত্রি। আমি ভোমাব আত্মীয়, দ্রোহকারী যেন ক্ষুধাবশতঃ ভীষণ অন্ধকার দ্বাৰা আমাকে গ্রাস না কবে, তুমি মিত্র ও সত্যপন্থায়ণ ভূমি ও বাজা বকণ উভয়ে আমাদিগকে বক্ষা কব।

তখন সেই ঋষিক্ (অত্রি) শ্রুর্ধকে উপদেশ দিয়া প্রান্তবখণ্ডেব ঘর্ষণ কবিয়া এবং স্তোত্রদ্বাৰা দেবগণকে পূজা কবিয়া সজ্জপ্রভাবে অন্তরীক্ষে শ্রুর্ধেব চক্ৰ সংস্থাপিত কবিলেন, তিনি স্বর্ভাভুব সমস্ত মায়া দূরে অপসারিত কবিলেন।

আত্মপ স্বর্ভাভু অন্ধকার দ্বাৰা শ্রুর্ধকে আবৃত কবিলে অত্রিপুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত কবিয়াছিলেন। অন্ত কেহ সমর্থ হয় নাই।<sup>২</sup>

অত্রি সম্পর্কে ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস লিখেছেন, “Atri is a solar deity in the R̥gveda, being a friend of the Sun, whom he released from the clutches of Sarbhanu or eclipse. There is also a myth connected with Atri in the R̥gveda which goes to show that he was the Summer sun whom the Asuras tortured by confining him in a torture house and whom the Asvins subsequently released by causing rains to fall, which extinguished the fire that tortured him.”<sup>১</sup>

একটি ঋকে অত্রি অগ্নির নাম :

হিমেনাশ্বিৎ জংসমবাবধেখাৎ পিতৃমতীমূর্জমশ্বা অধত্তম্ ।<sup>২</sup>

—হে অশ্বিৎস, জলেব ছাড়া অর্থাৎ জল বর্ষণ করিয়া অগ্নিতুল্য দিবসকে শীতল করিয়া থাক, অগ্নিকে অন্নসংযুক্ত আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া থাক, পৃথিবীতে অল্পপ্রবিষ্ট সকল নামেই অভিহিত অগ্নিকে (অত্রিকে) জগতেব মঙ্গলেব জল জন্মে উদ্ভিত করিয়া থাক ।<sup>৩</sup>

যাঁহু এই ঋকে অত্রি শব্দের অর্থ কবেছেন অগ্নি—“যোহশ্বমুবীসে পৃথিব্যা-  
মগ্নিঃ ।”<sup>৪</sup>—ঋগ্বিদে অর্থাৎ পৃথিবীতলে যে অগ্নি বিবাজমান তিনিই অত্রি ।

অবশ্য সাযনাচার্য এই ঋকে অশ্বিৎস কর্তৃক অগ্নি থেকে ঋষি অত্রিকে উদ্ধারের কাহিনী আছে বলে মনে কবেছেন । অন্তান্ত অনেক পণ্ডিতই সাযনের মত অনুসরণ কবেছেন । কিন্তু হৃদস্বামী নিকল্লব্যার্থায় অত্রি শব্দে অগ্নিই বুঝেছেন । তাঁর মতে অত্রি শব্দের অর্থ স্মৃতভোজনকাবী—“অত্রিমন্তারং হবিষাম্ ।”

যাঁহু এবং হৃদস্বামীও মতে অত্রি অগ্নি । অন্তর্দিকে অত্রি সূর্য, সম্ভবত গ্রীষ্ম-কালীন সূর্য । যে অত্রি স্বর্ভানুব গ্রাস থেকে সূর্যকে মুক্ত বা বক্ষা করেন, তিনি অবশ্যই মেঘমুক্ত অথবা ছায়ামুক্ত সূর্য । আব যিনি প্রস্তব ঘর্ষণের ছাড়া সূর্যের চক্ষু স্থাপন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অগ্নি । অগ্নিরূপী অত্রি সূর্যের মিত্র । সূর্য ও শু মিত্র । তিনিই বরুণ । অত্রি তাই সূর্য্যগ্নিরূপী ।

১ R̥gvedic Culture—page 95

২ ঋগ্বেদ—১১.১৩।৮

৩ অনুবাদ—অমরেন্দ্র ঠাকুর

৪ নিকল্ল—৩৬৬।৪

## বেন

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১২০ শ্লোকে বেন নামক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। এই বেন দেবতা সূর্য্যদেবী। ইনি অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন এবং বৃষ্টিদান করেন। বৃষ্টিপ্রদানই বেনের একমাত্র কর্ম।

অয়ং বেনশোদযৎ পৃন্নিগর্তা জ্যোতির্জ্বাষু রজসোবিমানে।

ইমমপাং সংগমে সূর্য্যন্ত শিশুং ন বিপ্রা মতিভী রিহন্তি ॥<sup>১</sup>

—জ্যোতির্বেষ্টিত এই বেন দেবতা উদকের উৎপত্তিস্থান অন্তরীক্ষে অবস্থিত থাকিয়া আদিভাগবর্ত্তিত উদকবাশি প্রেরণ করেন। বৃষ্টিরূপ জলরাশি এবং সূর্যের সঙ্গমস্থান অন্তরীক্ষে অবস্থিত শিশুর জায এই বেন দেবতাকে মেধাবী স্তোত্রগণ নানাবিধ স্তুতিব দ্বাৰা অর্চিত করেন।<sup>২</sup>

মন্ত্রগণ ‘পৃন্নিমাতবঃ’—পৃন্নিব পুত্র, আব বেন পৃন্নিগর্তা—পৃন্নি বেনের গর্ত। পৃন্নিগর্ত শব্দের অর্থ যাক লিখেছেন, “পৃন্নিগর্তাঃ প্রাষ্টন বর্ণগর্তা আপ ইতি বা।”<sup>৩</sup> নিরুক্ত ব্যাখ্যায় অমবেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “পৃন্নি শব্দের অর্থ আদিভাগ, কারণ প্রাষ্টবর্ণ অর্থাৎ প্রাপ্তবর্ণ - প্রোক্তবর্ণ তাঁহাকে পবিত্রাণ্ড করিয়া আছে, আত্মাস ধর্ম্মিগ্ন সম্ভূত সূর্য্যবশিষ অন্তর্গত পবিত্র (বান্ধাকাব) জল আদিভাগের গর্তভূত।”<sup>৪</sup>

জ্যোতির্জ্বাষু শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে নিরুক্তকাব বলেছেন, “জ্যোতির্জ্বাষু জ্বাষু স্থানীয় ভবতি।”<sup>৫</sup>—জ্যোতি তাঁর জ্বাষুস্থানীয়। জ্বাষুর দ্বারা যেকোন গর্ত পরিবেষ্টিত থাকে, বেন দেবতাও সেইরূপ জ্যোতিষ দ্বাৰা পরিবেষ্টিত আছেন।<sup>৬</sup>

বেন শব্দের অর্থ কি? নিরুক্তকারের মতে—“বেনো বেনতে: কাস্তিকর্মণঃ।”<sup>৭</sup>—কাস্তি অর্থে বেন্‌ ধাতু থেকে বেন শব্দ উৎপন্ন। সূতবাং কাস্তিসম্পন্ন বা দীপ্তি-সম্পন্ন বেন শব্দের অর্থ।

রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “বৃষ্টিদাতা, আলোকময় কোনও দেবকে বেন নামে এই শ্লোকে উপাসনা করা হইতেছে।”

১ ঋগ্বেদ—১০।১২০।

২ অনুবাদ—অমবেশ্বর ঠাকুর

৩ নিরুক্ত—১০।৩০।৩

৪ নিরুক্ত—(ক বি)—পৃঃ ১১৫২

৫ নিরুক্ত—১০।৩০।৩

৬ ঐ —পৃঃ ১১৫২

৭ ঐ —১০।১৮।১

৮ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৬০১, ১৮৫।১০, ককের টীকা

এই আলোকময় ঝুটিদাতা দেবতা সূর্য ভিন্ন আর কে ? ইনিই ঝুটিদাতা ইন্দ্র, পূৰ্ণত, বরুণ প্রভৃতি ।

সমুদ্রাদ্রিমুদ্রাতি বেনো নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্ষতস্ত দশি ।

ঋতস্ত সানাবধি বিষ্টপি ভ্রাট্ সমানং যোনিমভ্যানুষত ব্রাঃ ॥<sup>১</sup>

—বেনদেব আকাশস্বরূপ সমুদ্র হইতে জলেব তরঙ্গ প্রেবণ কবিতেছেন । এই কারণে আকাশে সেই উজ্জলমূর্তি বেনদেবের পৃষ্ঠদেশে দৃষ্ট হইল, তথায় তিনি দীপ্তি পান । তাঁহার পারিষদেবা সর্বসাধারণ উৎপত্তিস্থান আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিল ।<sup>২</sup>

সূর্যই গন্ধর্ব, বেন ও গন্ধর্ব—

উষের্ণ গন্ধর্বো অধি নাকে অস্মাৎ ॥<sup>৩</sup>

—সেই গন্ধর্বরূপী বেন স্বর্গের উন্নত প্রদেশে উন্নতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন ।<sup>৪</sup>

এই বেন দেবই ভানু বা সূর্য, তিনি আকাশের উপরিভাগে প্রকাশিত হয়ে জল বর্ষণ করেন :

ভানুঃ শুক্রেণ শোচিবা চকানন্তীবে চক্রে বজসি প্রিষাণি ॥<sup>৫</sup>

—তিনি শুক্রবর্ণ আলোকের দ্বারা দীপ্যমান হবেন । দীপ্যমান হইয়া তিনি তৃতীয় লোকে অর্থাৎ আকাশের উপরিভাগ হইতে সর্বলোক-বাস্তিত জলের স্রষ্টি করেন ।<sup>৬</sup>

এই ঋকে বেন দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে কোন অস্পষ্টতা নেই । পুরাণে বেন একজন রাজা । অত্যাচারী বেন ঋষিশাপে নিহত হন । বেনের দেহ মন্ধান করে পৃথুর জন্ম হয় । পৃথু থেকেই নাম হয় পৃথিবীর ।

১ ঋগ্বেদ—১০।১২৩২

৪ অনুবাদ—ভদ্র

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১০।১২৩৮

৩ ঋগ্বেদ—১০।১২৩৭

৬ অনুবাদ—ভদ্র

## ত্রিত

ত্রিত নামে এক দেবতা ইন্দের সখা বা সহকারীরূপে ঋগ্বেদে উল্লিখিত হইতেছেন। ইন্দ্র ত্রিতের বন্ধুত্বের জন্য ঋষ্টাব পুত্র বিশ্বকপকে বধ করেছিলেন।<sup>১</sup> এই ত্রিত আশ্তব পুত্র।<sup>২</sup> ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে দেখা যায় যে ত্রিত অহি বা বৃদ্ধের সঙ্গে যুদ্ধ কবেছিলেন এবং ত্রিশিবাকেও নিহত করেছিলেন। সাযনাচার্য তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে ত্রিত সম্পর্কে লিখেছেন যে হব্যের চিহ্ন মোচনের নিমিত্ত অগ্নি জন থেকে একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন। ত্রিত জল পান করতে গিয়ে কূপে পতিত হলে অহুরেবা কূপের পবিত্রি বা আবরণ সৃষ্টি করেছিল। ত্রিত সেই আবরণ ভেদ কবে উঠে এসেছিলেন।

বমেশচন্দ্র দত্ত ত্রিত সম্পর্কে লিখেছেন, “ত্রিত বা ত্রৈতন যে আর্ষদিগের অতি পুরাতন দেব তাহা ইরানীর আবেস্তায় দেখা যায়।”

ঋগ্বেদের ত্রিত আশ্বেবংশীয় আবেস্তায় খেতনও আশ্বেবংশীয়।

পারস্‌দিগের প্রধান কবি কেন্দুর্সী নিজ শাহনামা নামক কাব্যে লিখিয়াছেন যে জোহক নামে পাণ্ড্র দেশের ত্রিমন্তক সম্পন্ন রাজা ছিলেন, এবং কেন্দুর্সী তাঁহাকে বিজয় করেন। এই জোহক জেন্দু আবেস্তায় এবং বেদের ত্রিমন্তক ‘অহি’ এবং এই কেন্দুর্সী বেদে অবস্থায় খেতন এবং বেদের ত্রৈতন।

গ্রীকদিগের Zeus-এর কন্যা Athena (সং অহনা। কখনও কখনও ত্রিতকন্যা (Tritogeneia) নামে বর্ণিত হইতেন। আবার Triton নামে গ্রীকদিগের একজন সমুদ্র বা জলদেব ছিলেন, তিনি কি আশ্বেত্রিতের প্রতিকৃতি? সাযন বলেন, জল বা অগ্নি হইতে জন্ম, এইজন্যই ত্রিত আশ্বে।”<sup>৩</sup>

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ত্রিতকে মেষ বলে স্থির করেছেন, “Ekata, Dvita and Trita were the three gods probably connected with the three months of rain, the last month having been assigned to Aptya or Traitana, who poured down copious rain during that month.”<sup>৪</sup>

১ ঋগ্বেদ—২।১১।১০

২ ঋগ্বেদ—১।১০।১০

৩ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃ: ১২৬-১২৭

৪ Rgvedic Culture—page 53

জিত বা আশু যে ইন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন তা স্পষ্ট বোঝা যায় ঋগ্বেদেব দুটি ঋক্ থেকে । একটি ঋকে বলা হয়েছে জিতই জিশিরা হস্তা :

স পিত্র্যাণ্যামুধানি বিধানিস্থেবিত আশ্যো অভ্যমুধ্যৎ ।

জিশীর্ধাণং সপ্তবশ্মিৎ জঘন্যাত্ত্বিত্ত চিহ্নিঃ সমুজ্জে জিতো গাঃ ৷<sup>১</sup>

— আশ্যোব পুত্র সেই জিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রেবিত হইয়া নিজ পিতাব যুদ্ধাস্ত্রসকল গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ কবিলেন, সপ্তবশ্মি জিশিরাকে বধ কবিলেন, ত্ত্বিটাব পুত্রের গাভী-সমস্ত অপহরণ করিলেন ।<sup>২</sup>

পবেব ঋকেই ত্ত্বিটাব পুত্র জিশিরার হস্তাক্রমে ইন্দ্র উল্লিখিত হয়েছেন । ইন্দ্র জিশিবাবধ করে গাভীদেব আহ্বান করেছিলেন ।

ভুবীদিম্ উদিনক্ষং তমোজোহবাভিনং সপতির্মমুমানং

ত্বিত্ত চিহ্নিৎকপত্ত গোনামাচক্রাশ্রীবি শীর্ধা পরা বর্ক্ ৷<sup>৩</sup>

শিষ্ট পালনকর্তা ইন্দ্র, অভিমানী ও সর্বব্যাপী তেজোবিশিষ্ট ত্ত্বিটাব পুত্রকে বিদীর্ণ করিলেন । তিনি গাভীদিগকে আহ্বান কবিত্তে কবিত্তে ত্ত্বিটাব পুত্র বিশ্ব-রূপেব মস্তক ছেদন করিলেন ।<sup>৪</sup>

ইন্দ্র ও জিত একই ব্যক্তি না হলে একই স্তোত্রে পবম্পব দুটি ঋকে ইন্দ্রকে একবার ও জিতকে একবার জিশিরাহস্তা বলা সম্ভব নয় । ইন্দ্রের স্বরূপ আলোচনা য দেখা যায় যে ইন্দ্র সূর্য্যায়িরই রূপান্তর বা নামান্তর । সূর্য্য কর্তৃক জিশিবা বা জিশিখা বিশিষ্ট অথবা ত্রিরূপ (আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণায়ি অথবা প্রাতঃসবন মাধ্যম্নিনসবন এবং সাংসবন রূপ) বিশিষ্ট অগ্নি ব্রহ্মাভাগে তেজোহরণ বৃত্তান্তই জিশিবাবধ উপাখ্যানের মূল । গাভী শব্দে বশ্মি, কিবণ বা তেজ বোঝায় । জিত বা ইন্দ্র জিশিবা অগ্নির কাছ থেকে গাভী বা তেজ হরণ কবেছিলেন । স্ততরাং জিতও সূর্য্য অথবা সূর্য্যকিরণ । একটি মন্ত্রে দেখা যায় যে জিশিবাবধেব পরে জিশিবাব তেজে জিত তেজস্থান্ হয়েছেন ।<sup>৫</sup>

ঋগ্বেদেব অপৰ একটি ঋকে ইন্দ্রের সঙ্গে আশ্রয়গণের স্তুতি কবা হয়েছে ।<sup>৬</sup> অগ্নি তিন স্থানে বা তিন অবস্থায় বর্তমান । স্ততবাং জিত, সূর্য্যও তিন স্থানে বা তিন অবস্থায় স্থিত, স্ততবাং জিত । স্ততপথ ব্রাহ্মণে জিতগণ ইন্দ্রের সহচর—<sup>৭</sup>তে

১ ঋগ্বেদ—১০।৮৮

২ অমুবাব—বমণচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—১০।৮৯

৪ অমুবাব—বমণচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—১০।৯১০

৬ ঐ —১০।১২০।১৩

ইন্দ্রের সহ চক্ৰঃ।”<sup>১</sup> অবস্থান্তরে স্বর্গও অগ্নি বহুত্ব, সেইজন্যই জিত কখনও একবচন, কখনও বহুবচন।

যাক্ষ আশ্রয় শব্দের অর্থ করেছেন, “আশ্রয় আপ্রোতেঃ”—অর্থাৎ আশ্রয় শব্দ ব্যাপ্তার্থক বা প্রাপ্তার্থক আপ্-ধাতু থেকে নিম্পন্ন।

“আশ্রয়গণ সর্বব্যাপী, অথবা তাঁহারা স্ততির দ্বারা স্তত্যকে প্রাপ্ত হন,—ইহাই আশ্রয়শব্দের ব্যুৎপত্তি। আশ্রয়গণ ঋষি, ইহাদেব নাম একত, দ্বিত এবং ত্রিত। ইহারা ইন্দ্রের সহচরী—কাজেই মধ্যস্থান দেবতা।”<sup>২</sup>

আশ্রয়গণ স্বর্গকপী ইন্দ্রের সহচরী হওয়ায় স্বর্গেব কিরণ বা তেজ হওয়াই সম্ভব। সেইজন্যই মধ্যমস্থান দেবতা। অভ্যব আশ্রয় বা ত্রিত মনুষ্য হতে পাবেন না। ঋদ্ধশারী যাক্ষের সূত্রভাষ্যে লিখেছেন, “সর্বব্যাপিষাদাপ্রোতেঃ।”—অর্থাৎ আপ্-ধাতু নিম্পন্ন আশ্রয় শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী। স্বর্গাগ্নি সর্বব্যাপিষ সম্পর্কে আলোচনা নিম্নবোজন। স্বর্গাগ্নি কখনও এক, কখনও দুই, কখনও তিন।

সামনাচার্যের মতে অপ্ বা জল থেকে জিতের জন্ম। বেদে অগ্নি পুনঃ পুনঃ জলের পুত্র বা পৌত্র, কখনও জলের গর্ভকপে বর্ণিত হয়েছে। “অপাং নপাং”—জলের নপ্তা (পৌত্র) অগ্নি এক নাম। অন্তরীক্ষ বা আকাশ সমুদ্র বা জলকপে ব্যাখ্যাত হয়। স্তব্ধাং অপ্-পুত্র অগ্নি বা স্বর্গই বৃহহস্তা বা ত্রিশিরা-হস্তা, এতে বিবোধ কিছুই নেই।

রমেশচন্দ্র দত্তের বক্তব্য থেকেও জিতকে ইন্দ্র বা স্বর্গীয়কপে গ্রহণ করা চলে। মনে হয়, তিনি ইন্দ্র ও জিতকে অভিন্নকপেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, “আশ্রয়বংশীয় অহিহস্তা জিত বা ত্রৈভগ্ন আর্ষদিগের অতি প্রাচীন উপাশ্রয় ছিলেন, পবে হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকেই অহিহস্তা বলিয়া অধিক উপাসনা করিতে লাগিলেন তখন জিত অগ্নিদ্বারা সৃষ্ট একটি মনুষ্যমাত্র হইয়া গেলেন।”

যাক্ষের মতে জিত শব্দের অর্থ জিহ্বানস্থিত (ক্ষিতি, জল ও অন্তরীক্ষ) ইন্দ্র—“জিতঃ জিহ্বান ইন্দ্রঃ।”<sup>৩</sup> দশম মণ্ডলের কয়েকটি অগ্নিসূক্তের ঋষি জিত।<sup>৪</sup> এই সূক্তগুলির দেবতা অগ্নি, ত্রিষ্টা জিত ঋষি। এখানে প্রকৃত পক্ষে ত্রিত বা অগ্নিই ঋষি। এতে কোন বিয়োধ হয় না। কার্য ১০।১৪ঃ সূক্তের ঋষি অগ্নি, দেবতাও

১ শতপথ ব্রাহ্ম—১২।৩২

২ অমরবাক্যর ঠাকুর, নিকট (ক বি)—পৃঃ ১২০৬

৩ যজুর্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম—পৃঃ ১২৭, ১৪২।৪ ঋকের টীকা

৪ নিকট—১২।৩০

৫ যজুর্বেদ—১০।১৭

অগ্নি। দশম মণ্ডলের কয়েকটি হুক্তে (১০।৪৭-৫০) ইন্দ্র দেবতা, ইন্দ্রই ঋষি। উক্ত মণ্ডলেই অষ্টম হুক্তে ত্রিশিবা বধেব কাহিনী বর্ণনার ঋষি ত্রিশিবা ছাষ্ট্র। এই হুক্তগুলিতে দেবতাকেই ঋষিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। দেবতাব নামে ঋষি থাকারও অসম্ভব নয়।

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ত্রিত সম্পর্কে যে মন্তব্য কবেছেন তা আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন কবেছে। ডঃ দাস লিখেছেন, “...it may be stated that Trita or Aptya Trita was an early god of rain—the god who poured down copious rain in the ‘third’ (G.K. trito) month of the rainy season. Trita is called Traitana, but the latter name occurs only once in the R̥gveda (1.58.5) The equivalent of Vedic Traitana is Thraetaona in the Zend-avesta, where he is described as Ajihanta, like Indra, who is called Ahihanta (the killer of Ahi or the Serpent Vṛtra) in the R̥gveda. We can also trace his shadow in the Greek and Roman Triton who was a sea-deity, so powerful as to be able to calm the ocean and abate storms at pleasure”



## অপ্

অপ্ শব্দের অর্থ জল । স্বযেদে অপ্ একজন দেবতা । অপ্ প্রথম সারির দেবতা না হলেও একেবারে অগ্রধান দেবতাও নয় । স্বযেদে অপ্ দেবতাব যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তাতে তিনি শুদ্ধকারী, পাপমোচনকারী এবং যোগ নিবাহক ।

আপো হিষ্ঠা মবোভুবন্তা ন উর্জে দধাতন ।

মহে বণায চক্ষসে ॥

যো বঃ শিবভমো বসন্তস্ত ভাজয়তেহ নঃ ।

উশতীবিব মাতবঃ ॥

তন্মা অবংগমাম্ভুবো যন্ত ক্ষয়াব জিহ্বথ ।

আপো জনযথা চ নঃ ॥

শং নো দেবীবভিষ্টযে আপো ভবন্ত পীভবে ।

শং যোরভিস্রবন্ত নঃ ॥

অপ্ জ্ঞ মেদোমে অত্রবীদংতর্বিখানি ভেবজা ।

অগ্নিঃ চ বিশ্বসাংভুবম্ ॥

আপঃ পুনীত ভেবজং বকথং তযে মম ।

জ্যোক্ত চ সূর্যং দৃশে ॥<sup>১</sup>

— হে জল । তুমি স্বথের আধাব স্বরূপ । তুমি অন্ন সঞ্জন কবিয়া দাও ।  
তুমি অতি চমৎকাব বৃষ্টি দান কব ।

হে জলগণ । তোমরা স্নেহময়ী জননীয স্রাব, তোমাদিগেব যে বস তাহা  
অতি সুখকব, আমাদিগকে তাহায় ভাগী কব ।

হে জলগণ । যে পাপেব ক্ষয়েব নিমিত্ত তোমরা প্রস্তুত আছ, সেই পাপকব  
কামনায আমরা তোমাদিগকে মন্তকে নিক্ষেপ কবি । তোমরা আমাদিগের  
বংশ বৃদ্ধি কব ।

জলস্বরূপ দেবতাগণ আমাদিগের যজ্ঞেব জন্ত সুখ বিধান করুন, আমাদিগেব  
মন্তকে ক্ষয়িত হউন ।

সোম আমাকে বলিয়াছেন যে, জলের মধ্যে তাবৎ ঔষধ আছে এবং জগতের স্ব্থকব অগ্নিও আছেন। হে জলগণ। আমাব দেহরক্ষাকাবী ঔষধ পরিপুষ্টকর, যেন আমাবা বহুকাল স্ব্থকে দেখিতে পাই।<sup>১</sup>

জলই ত অমৃত। তাই জল অমৃত আহবণ করে—

আপো বেবতীঃ ক্ষমখা হি বস্বঃ ক্রতুং চ।

ভজং বিভৃতামৃতং চ।<sup>২</sup>

—হে জলগণ। তোমরা ধনেব প্রভুস্বরূপ এই কল্যাণময় যজ্ঞ সম্পন্ন কর এবং অমৃত আহবণ কর।<sup>৩</sup>

কিন্তু অপ্ দেবতা যে প্রাকৃতিক জলমাত্র নয়, তা বোঝা যায় যখন জলকে যজ্ঞ সম্পাদনেব জন্ত আহ্বান করা হয়, যজ্ঞস্থলে আদৃত কুশেব উপব জলকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। জলেবও যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাবশ্চ তিনিই যজ্ঞস্থলে আহৃত হযেছেন।

এমা অগ্নবেবতীর্জীবধন্তা অধর্ববঃ সাদবতা সখাঃ।

নিবহিষি ধন্তন সোম্যাসোহপাং নপ্তা। সংবিদানাস এনাঃ।

আগ্নান্নাপ উশতীর্বিহিবেদঃ শ্রমবে অসদন্দেববন্তীঃ।

অধর্ববঃ স্তুতেন্দ্রাব সোমমভূতু বঃ স্তশকা দেবযজ্ঞা।<sup>৪</sup>

—এই জলসকল আসিতেছে, ইহাবা ধনেব আধাব, জীববেব হিতকর। হে পুৰোহিত বন্ধুগণ। ইহাদিগেব স্থাপনা কর। ইহাবা বৃষ্টিব অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পরিচিত, ইহাবা সোমবসের অস্থূল। ইহাদিগকে কুশের উপব স্থাপন কর।

জলগণ আগ্রহেব সহিত কুশেব দিকে আসিতেছে। এই দেখ, ইহারা দেবতাদিগেব নিকট যাইবাব জন্ত যজ্ঞস্থানে উপবেশন কবিতেছে, হে পুৰোহিতগণ! ইন্দ্রেব নিমিত্ত সোম প্রস্তুত কব। এক্ষণে জল আসাতে তোমাদিগেব দেবপূজা স্নান্য হইযাছে।<sup>৫</sup>

জলেব অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি। অগ্নি জলের গর্ত—অগ্নি জলেব পুত্র বা পৌত্র —ইনিই অপাং নপাং অধর্ববোহপ ইতা সমুজ্রমপাং নপাতঃ হবিষা যজধ্বম্।<sup>৬</sup>

—হে পুৰোহিতগণ। জলেব সমুজ্রে গমন কব, অপাং নপাং নামক দেবতাকে হোমেব দ্রব্য দ্বাবা পূজা কবি।<sup>৭</sup>

১ অনুবাদ—বমশচন্দ্র

২ ঋগ্বেদ—১০।৩০।১১

৩ অনুবাদ—ভদ্র

৪ ঋগ্বেদ—১০।১৩৪-১৫

৫ অনুবাদ—ভদ্র

৬ ঋগ্বেদ—১০।৩০।১৩

৭ অনুবাদ—বমশচন্দ্র

যো অনিষ্টো দীদ্যদগৃহং তর্কং বিপ্রাং ঈলতে অধ্বয়েম্ ।

১. অপাং নপাংধুমতীরপো দা যান্তিবিষ্টো বাকুধে বীর্ধাষ ॥<sup>১</sup>

— যিনি বিনা কাণ্টে জলেব মধ্যে জলিতে থাকেন, ষাঁহাকে যজ্ঞকালে বিপ্রগণ  
স্তব কবেন, সেই অপাংনপাং নামক দেবতা এতাদৃশ সবস জল দান করেন, যাহা  
পান কবিয়া ইন্দ্র বলশালী হইয়া বীরত্ব প্রকাশ কবিলেন ।<sup>২</sup>

তমূর্মিমাণো মধুমত্তমং বোহপাং নপাদবদ্বাঙহেমা ॥<sup>৩</sup>

—হে অণু দেবতা ! শীঘ্রগতি অপাং নপাং দেবতা তোমাদের সেই প্রসিদ্ধ  
উর্মি পালন করুন ।<sup>৪</sup>

অগ্নি, বরুণ, সোম প্রভৃতি দেবগণ অণু বা জলের মধ্যে বাস কবেন ।

যাহু রাজা বরুণো যাহু সোমো বিধে দেবো যামূর্জং মদন্তি ।

বৈশ্ব'নরো যাম্বয়িঃ প্রবিষ্টস্তা আপো দেবীবিহু মাসবন্তু ॥<sup>৫</sup>

—যাহাতে রাজা বরুণ বাস কবেন, যাহাতে সোম বাস করেন, যাহাতে  
বিশ্বদেবগণ অন্ন পাইরা প্রমত্ত হন, বৈশ্বানর অগ্নি যাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই  
দ্যুতিমান অণুসমূহ আমায় বক্ষা করুন ।<sup>৬</sup>

যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানুভে অবাপন্তুজনানাম্ ॥<sup>৭</sup>

—যে জলসমূহে বরুণ জনগণেব সত্যামিত্যা (পাপপুণ্য) দর্শন করতে কবতে  
গমন কবেন ।

সূর্য বগ্নিহারা জলসমূহকে বিস্তৃত করেছেন—

যাঃ সূর্যো বগ্নিভিরাততান ॥<sup>৮</sup>

মাতৃরূপা জল যজ্ঞপথে গমন কবেন—

অম্বযো যন্ত্যধ্বতিঃ ॥<sup>৯</sup>

এই জলেই আছে অমৃত—আছে ওষধি :

অপ'স্বস্তরময়তমপ'স্ব ভেবজমপামৃত প্রশস্তবে

দেবো ভবত বাজিনঃ ॥<sup>১০</sup>

—জলের মধ্যে আছে অমৃত, জলের মধ্যেই ভেবজ (ঔষধ) বর্তমান, অভাব  
হে দেবগণ (ঋত্বিগ'গণ) জলের তুষ্টির দ্রুত স্তুতি কব ।

১ ঋগ্বেদ—১০।৩০।৪

২ অনুবাদ—ভদ্রব

৩ ঋগ্বেদ—৭।৪৭।২

৪ অনুবাদ—ভদ্রব

৫ ঋগ্বেদ—৭।৪৭।৪

৬ অনুবাদ—ভদ্রব

৭ ঋগ্বেদ—৭।৪৭।৩

৮ ঐ —৭।৪৭।৪

৯ ঋগ্বেদ—১।২৩।১৬

১০ ঋগ্বেদ—১।২৩।১৯

জলের গর্ভরূপে অগ্নি বিরাজমান :

অপাং গর্ভো দর্শন্যমোষধীনাং ॥<sup>১</sup>—দর্শনীয় ওষধি এবং জলের গর্ভ অগ্নি ।

জল ঔষধরূপে সকল রোগের প্রতিষেধক :

আপ ইধা উ ভেষজীরাপো অসীবচাতনীঃ ।

আপঃ সর্বস্ত ভেষজীস্তান্তে কৃৎস্তু ভেষজম্ ॥<sup>২</sup>

—জলই ঔষধরূপ; জলই যোগশাস্তিৰ কাবণ, জল সকল রোগেবই ঔষধ । সেই জল যেন তোমার ঔষধ বিধান কবিত্তা দেব ।<sup>৩</sup>

অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদেব বাসস্থান যে অপ্ বা জল সেই জল যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বাসায়নিক মিশ্রণে উৎপন্ন যৌগিক তরল পদার্থ নয়, তা অপ্ দেবতার বর্ণনা থেকেই প্রতীতমান হয় । অথর্ববেদে অপ্ পাবকরূপিণী :

শিবেন আ চক্ষুসা পশ্চতাপঃ ।

শিবয়া তমোপস্পৃশত স্বচ মে ।

স্বতচ্চ তঃ শুচযো যাঃ পাবকা ।

স্তান আপঃ শঃ শ্রোনা ভবন্ত ॥<sup>৪</sup>

—হে আপ্ দেবতা, শিবময় চোখে আমাকে দর্শন কর, ক্যালাণকর স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ ও স্বক, শুচি পাবকরূপিণী যে জল, তাহা আমাদের পক্ষে শাস্তিকরী ও শুভকরী হোক ।<sup>৫</sup>

অগ্নিও পাবক, জলও পাবক । ঋগ্বেদের একস্থানে জল অগ্নির মাতা—  
“আপো অগ্নিঃ জনবন্ত মাতবঃ ॥”<sup>৬</sup>—জলমাতৃগণ অগ্নিকে জন্মদান করেছিলেন ।

যাক্ অপ্ শব্দের অর্থ কবতে গিয়ে বলেছেন—“আপ আপ্নোতে ॥”<sup>৭</sup>  
—ব্যাখ্যার্থক আপ্ ধাতু থেকে অপ্ শব্দ নিষ্পন্ন । যা সর্বত্র ব্যাপ্ত কবে তাই অপ্ বা জল ।

জল সর্বব্যাপী নয়,—সর্বব্যাপী আকাশ । আকাশ বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক সমুদ্রসংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়েছে । যাক্দের মতে সমুদ্র শব্দের অর্থ আদিত্য—“সমুদ্রবন্তি অস্মাদ্ সন্ধ্যাঃ ॥”<sup>৮</sup> এখান থেকে বস্তু বিচ্ছুবিত হয়, এই হিসাবে সমুদ্র সূর্য । বৈদিক গ্রন্থাবগৌতে আকাশ সমুদ্র এবং পৃথিবীর জলখণ্ড সমুদ্র নামে উল্লিখিত ।

১ ঋগ্বেদ—৩।১।১৩

২ ঋগ্বেদ—১০।১৩৭।৩

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ অথর্ব—১।৩৩।৪

৫ অনুবাদ—জাহ্নবী চক্রবর্তী

৬ ঋগ্বেদ—১০।৯১।৩

৭ নিরুক্ত—২।২৩।১২

৮ নিরুক্ত—২।১০

অস্মাৎ সমুদ্রাদৃ হতো দিবো নোহিণাং ভূমানমুণ নঃ সৃজেহ ।<sup>১</sup>

—(হে অগ্নি ! ) প্রকাণ্ড আকাশে যে এই সমুদ্র বিস্তারিত আছে, তাহা হইতে অপবিসীম জল এইস্থানে আনিয়া দাও ।<sup>২</sup>

স্বতরাং সূর্য্যগ্নিব তেজ সমন্বিত মহাকাশ সমুদ্র বা অপ্ নামে গৃহীত হইবেছিল বৈদিক ঋষিদের কাছে । মেঘকপী জলের আধার ও আকাশই, আব আকাশের অধিপতি সূর্য সেই জলের কর্তা । মহাভাবতে-পুবাণে সমুদ্রগম্বনকালে চন্দ্র, ইন্দ্রবাহন মেঘকপী ঐরাবত হস্তী, গর্জনকাবী বিদ্রাৎকপী উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, সূর্য্যকপী বিষ্ণু শক্তি ত্রী বা লক্ষ্মী সমুদ্র থেকে উদ্ধৃত হইবেছিলেন । এই সমুদ্র যে আকাশ-সমুদ্র তা ব্যাখ্যাব অপেক্ষা বাধে না । এই আকাশ-সমুদ্রেবই তলদেশে কুর্মকপী (কুর্মাভূতি) বিষ্ণু বা সূর্য মন্বনদণ্ডেব নিয়ে অবস্থান কবেছিলেন । পুবাণাদিতে জলের এক নাম নাব, সেই নাব বা জলে যিনি অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, তিনিই নাবাযণ ।

আপো নাবা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নবশুনবঃ ।

তা যদন্তায়নং পূর্ব তেন নারায়ণঃ স্তবঃ ।<sup>৩</sup>

নারায়ণই বিষ্ণু, বেদে বিষ্ণুই সূর্য । যে জলে বিষ্ণুকপী সূর্য অনন্তশয্যায় শয়ন করেন, সেই জল নিশ্চয়ই পৃথিবীর স্থলভাগ বেটনকাবী জলবাশি নয় । এই জল অবশ্যই আকাশ-সলিল । অর্থর্ববেদে হংস বা সূর্যের আকাশ-সলিলে ভাসমান থাকাব কথা বলা হইছে ।<sup>৪</sup> স্বতরাং ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতার বাসস্থান—অগ্নিব জননী অগ্নিগর্ভ অপ্ দেবতা সূর্য্যগ্নিসমন্বিত সূর্য্যকবোজ্জল আকাশ—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ।

আকাশ-সলিল আব পার্থিব-সলিল একান্তরূপে অভিন্নতা প্রাপ্ত হওয়ার পববর্তীকালে পৃথিবীর জলই অপ্ নামে প্রসিদ্ধ হইছে ।

আকাশ সলিল পার্থিব সলিলেব সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হওয়ার উভয়বিধ সলিলই সকল বিশ্বভুবনেনব—সকল জীব জড়সৃষ্টিব মূলীভূত কাবণরূপে স্বীকৃত হইছে । আবাব পার্থিব জলও জীব ও উদ্ভিদেব জীবন সৃষ্টিব অগ্রতম কারণ । জল থেকেই পৃথিবীর জন্ম । এইজন্য জলকে কাবণ সলিল বা সৃষ্টিব হেতুরূপে বর্ণনা কবা হইছে । ঋগ্বেদেব সৃষ্টিতত্ত্বেও জলকে সৃষ্টিব মূলীভূত কাবণ, রূপেই নির্দিষ্ট কবা হইছে ।

ঋতং চ সত্যঋতীদ্ধান্তপসোহধ্যজ্ঞাযত ।

ততো বাজ্রাধ্যাযত ততঃ সমুদ্রো অৰ্ণবঃ ॥

সমুদ্রাদৰ্শবাদধি সংবৎসবো অজ্ঞাযত ।

অহোবাজ্ঞাণি বিদধদ্বিস্ত্রা মিষতো বশী ॥

সূৰ্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূৰ্বমকল্পত ॥

দিবং চ পৃথিবীং চান্ডরিক্সমথো ঋঃ ॥<sup>১</sup>

প্রজ্জলিত তপস্তা হইতে ঋত অর্থাৎ যজ্ঞ এবং সত্য জন্ম গ্রহণ করিল।  
পবে রাজি জন্মিল, পবে জলপূর্ণ সমুদ্র। জলপূর্ণ সমুদ্র হইতে সংবৎসব জন্মিলেন।  
তিনি দিনবাজি সৃষ্টি করিতেছেন, তাবৎ লোক দেখিতেছে। সৃষ্টিকর্তা যথাসময়ে  
সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বর্গ ও পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করিলেন।<sup>২</sup>

তম আসীক্তমসা গৃড্‌হমগ্রেহগ্রকোতং সলিলং সর্বমা ইদং ।

তুচ্ছ্যনাত্মপিহিতং যদাসীক্তপসন্তন্নহিনাদ্রাঘতৈকম্ ॥<sup>৩</sup>

—সর্বপ্রথমে অন্ধকাবৈব দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিরবর্জিত ও  
চতুর্দিকে জলময় ছিল। অবিভক্তমান বস্তু দ্বাবা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন।  
তপস্তাব প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।<sup>৪</sup>

আপো হ যন্তৃহতীর্বিশ্রমাযন্‌ গৰ্ভং দধানা জনয়ন্তীরয়িৎ ।

ততো দেবানাং সমবর্ততান্নবেকঃ কশ্মৈ দেবাষ হবিষা বিধেম ॥<sup>৫</sup>

—ভূমি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহাবা গর্ভ  
ধারণপূর্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তাহা হইতে দেবতাদিগেব একমাত্র প্রাণ-  
স্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। কোন্‌ দেবকে হবিষাবা পূজা করিব ?<sup>৬</sup>

নিকল্লকাব যাস্ত্ব অপ্‌ শব্দেব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, “আপ আপ্নোতেঃ ॥”<sup>৭</sup>

—ব্যাখ্যার্থক ‘আপ্‌’ ধাতু থেকে অপ্‌ শব্দ নিষ্পন্ন হইবে, অর্থাৎ যা বহু ব্যাপক  
তাই অপ্‌ বা জল। অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য, ইন্দ্র প্রভৃতির মত জলও পবিত্র  
—“আপঃ পবিত্রমুচ্যন্তে ॥”<sup>৮</sup>

সর্বব্যাপক অপ্‌ বা জল সকল দেবতাব নিবাসস্থল বা উৎসরূপে  
পবিত্রতাব প্রতীক। স্মৃতবাং হিন্দুবা যে কোন ধর্ম্মাষ অহুষ্ঠানে জল অপবিহার্য।

১ ঋগ্বেদ—১০।১২০।১৩

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—১০।১২০।১৩

৪ অনুবাদ—ভদ্রদেব

৫ ঋগ্বেদ—১০।১২১।৭

৬ অনুবাদ—ভদ্রদেব

৭ নিরুক্ত—২২৩।১৮

৮ নিরুক্ত—৫।৩।৩

ধর্মীয় অহুষ্ঠানের সূচনায় বিষ্ণুস্মরণপূর্বক তিনবিন্দু জলপানের দ্বারা দেহ পবিত্র করার বিধি আছে। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহিক অহুষ্ঠানে জলের ছিটে মাথায দিবে মার্জন করা হয়। জল দিবেই দেবতা ও পিতৃপুরুষের ভর্ষণ করা বিধি। জলপূর্ণঘট মঙ্গলঘটরূপে উৎসবগৃহেব দ্বাবে স্থান পায়। জলপূর্ণঘট যেকোন দেবতাব প্রতীকরূপেও পূজিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণের আহাবের পূর্বে ও শেষে জলগণ্ডুষপানের ব্যবস্থা। সকল আধিব্যাধিশান্তির জন্ত মন্ত্রপূত জলাভিবেক বিহিত। সকল দেবতাব নিবাসস্থল সকল দেবতাব উৎপত্তির মূলীভূত কারণ সূর্যবস্মি-প্রভাসিত মহাকাশরূপ জল ঘটে স্থাপিত হয়ে মহাকাশসম্বন্ধিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীকরূপে সকল দেবতাব প্রতীক হয়ে উপাসিত হন। অপ্ দেবতার মূর্তি গড়ে পূজাব কোন বাঁতি দেখা যায় নি বটে, কিন্তু সর্বদেবময় বাবি স্তম্ভদ শাস্তিদ প্রাণদরূপে সকল দেবতাব প্রতিনিধি হয়ে হিন্দু নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে পূজা পাচ্ছেন।

## অপাং নপাং

অপাং নপাং নামে একটি দেবতার সাক্ষাৎ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। পববর্তী সাহিত্যে-পুরাণে এই দেবতার কোন অস্তিত্ব নেই। নপাং বা নপ্তা শব্দের অর্থ পৌত্র। স্ততরাং অপাং নপাং শব্দের অর্থ জন্মেব পৌত্র। কেউ কেউ মনে কবেন, নপ্তা পুত্র অর্থে প্রযুক্ত অর্থাৎ অপাং নপাং জন্মেব পুত্র। ঋগ্বেদে একটি গোটা সূক্তে (২।৩৫) ১৫টি ঋকে অপাং নপাং দেবতার স্তুতি আছে। অপাং নপাং ইন্দ্রন বহিত, স্বতপূত, জলমধ্যে প্রদীপ্ত।

স স্তুত্রেভিঃ শিক্তী রেবদশ্চে দীদ্যাবানিযো স্বতনির্গগপ্হঃ।\*

—ইন্দ্রন বহিত, স্বতপূত অপাং নপাং আমাদের ধনযুক্ত অম্লের উৎপত্তিব জন্ত জলমধ্যে নির্মল তেজোবলে দীপ্ত আছেন।\*

তং নো দাত মরুতো বাজিনং বধ

অপানং ব্রহ্ম চিত্তযদ্বিবে দিবে।

ইবং স্তোতৃত্যো বৃজনেযু কাববে।

সনিং মেধামবিশ্টিং দুষ্টবংসহঃ।\*

—যিনি স্বকীয় গৃহে আছেন এবং তাঁহার ধেনু স্তখে দোহন করা যায়, সেই অপাং নপাং নামক দেবতা বৃষ্টিব জল বর্ধিত কবেন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। তিনি জলমধ্যে প্রবল হইয়া যজমানকে ধনদানার্থ বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত করেন।\*

অপাং নপাদা হুহাঃপহং জিহ্বাণামুর্ধো বিদ্যুজং বসানঃ।\*

—অপাং নপাং কুটিলগতি জলের (মেঘেব) মধ্যে স্বয়ং উদ্বর্তাবে অবস্থিত হইয়াও বিদ্যুত পবিধান কবিয়া অন্তবীকে আবোহণ কবিয়াছেন।\*

অপাং নপাং স্তবর্ণাকৃতি দেবতা—

হিবণ্যকপঃ স হিবণ্যসদৃগপাং নপাং সেহু হিবণ্যবর্ণঃ।\*

—সেই অপাং নপাং হিবণ্যরূপ, হিবণ্যাকৃতি ও হিবণ্যবর্ণ।

উক্ত সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকে জন্মেব গর্তসঞ্চাবকারী এবং জন্মেব পুত্ররূপে অপাং নপাং স্তুত হয়েছেন।

১ ঋগ্বেদ—২।৩৫।৪

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—২।৩৫।৭

৪ অনুবাদ—ভদ্র

৫ ঋগ্বেদ—২।৩৫।৯

৬ অনুবাদ—ভদ্র

৭ ঐ —২।৩৫।১০



স ঈং বুঝাঙ্গনমত্তাঙ্গ গর্তঃ স ঈং শিখরীধরতি তং বিহংতি ।

সো অপাং নপাদনভিন্নাতবর্ণোহন্তশ্চেবেহ তন্না বিবেব ॥<sup>১</sup>

—সেই সেচনসমর্থ অপাং নপাং ঐ সমস্ত (জলমধ্যে) গর্ত উৎপন্ন কবিষাছেন । তিনিই আবার পুত্রস্বরূপ হইয়া জলপান কবেন, জলসমূহ তাঁহাকেই লেহন কবে । দীপ্তিযুক্ত সেই অপাং নপাং এই পৃথিবীতে অল্প শব্দে ব্যাপ্ত হইয়াছেন ।<sup>২</sup>

অপাং নপাতের এই বিবরণ থেকে যে দেবতার কথা সর্বাগ্রে মনে হয়, তিনি অগ্নি । জলমধ্যে যে অগ্নি বিদ্যুৎরূপে বা বাডবানলরূপে বিবাজ কবেন, সেই অগ্নিই জলের পুত্র বা পৌত্র । তিনিই সূর্যরূপে বা তাপরূপে জল শোষণ কবেন, জলমধ্যস্থ বিদ্যুৎরূপে বা সাগরের উপবিভাগে বাডবানলরূপে ইন্ধন ছাড়াই প্রদীপ্ত হন । ইনিই জলের গর্তস্বরূপ বিদ্যুৎ ।

উদ্ধৃত ২।৩৫।১৩ ঋকের টীকায বমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “স্বর্গীয় অগ্নি পার্থিব অগ্নিরূপে রন্ধন যজ্ঞাদি নির্বাহার্থ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন ।”

বমেশচন্দ্র উক্ত সূক্তের প্রথম ঋকের টীকায লিখেছেন, “জলের পৌত্র অগ্নি । জল হইতে শস্ত্রস্বকাদি জন্মাব এবং তাহা হইতে অগ্নি জন্মাব, এইজন্য অগ্নি জলের পৌত্র । ১।২২।৬ ঋকে সাবন এই শব্দের অন্তরূপ ব্যাখ্যা কবিষাছেন, তদনুসারে আমি সেই স্থানে অপাং নপাং অর্থে ‘জলশোষক সবিতা’ এইরূপ অনুবাদ কবিষাছি ।”

অপাং নপাং যদি সবিতাই হন, তাহলেও বিবোধের কিছু নেই । কাবণ সূর্য ও অগ্নি একই দেবতার ভিন্ন প্রকাশ । উল্লিখিত সূক্তটাব শেষ ঋকে অপাং নপাংকে অগ্নিরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে :

অযাং সমগে স্কন্ধিঃ জনাযাযাংসমুদ্বুক্তিঃ ।

বিশং তদুদ্রং যদবংতি দেবাহ বৃহদেম বিদথে স্তবীবাঃ ॥<sup>৩</sup>

—হে অগ্নি । তুমি শোভনীয় নিবাস । আমি পুত্রলাভের জন্য তোমার নিকট (আসিষাছি) । যজ্ঞমানের হিতার্থে স্তবস্কিত স্তুতি লইয়া আসিষাছি । সমুদ্র দেবগণ যে সমস্ত কল্যাণ সাধন কবেন, সে সমুদ্র আমাদের ইউক । আমরা যেন পুত্র-পৌত্র বিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি কবিতে পারি ।<sup>৪</sup>

১ স্বর্ণেন্দ—২।৩৫।১৩

২ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

৩ স্বর্ণেন্দ—২।৩৫।১৫

এই ঋক্‌টীতে অপাং নপাংকে অগ্নিরূপে সন্ধান করায় অপাং নপাং-এর স্বরূপ সম্পর্কে সকল সন্দেহেব নিবসন হয়। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে মেঘেব গর্তস্থিত বিদ্যুৎরূপী অগ্নিই অপাং নপাং।

"Apam Napat, who is golden is clothed in lightning, dwells in the highest place, grows in concealment, shines forth, is the off-spring of the waters, comes down to earth, and is identified with Agni appears to represent the lightening form of Agni, which is concealed in cloud."

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অপাং নপাং চন্দ্র, কিন্তু মোক্ষমূলব হর্ষ বা বিদ্যুৎ-রূপেই গ্রহণ কবেছেন।

"In the Avesta Apam Napat is a spirit of the waters... Hillebrandt... followed by Hardy thinks that Apam Napat is the moon and Maxmuller that he is the Sun or lightning."

হর্ষ, বিদ্যুৎ বা অগ্নি যা-ই বলি না কেন, সবই ত একই তেজাত্মক শক্তির প্রকাশ। আর চন্দ্র বা সোম? তাও হর্ষের তেজে উদ্ভাসিত। অপাং নপাং যে অগ্নিই তাব আব প্রমাণ বেদেব নানাস্থানে অগ্নিকে জলের গর্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

"অপাং গর্তঃ প্রস্থ আ বিবেশ।" — অগ্নি জলের গর্তরূপে জন্মগ্রহণ কবে ওষধিতে প্রবেশ কবেন।

"গর্তো যো অপাং গর্তো বনানং গর্তশ্চ স্থাতাং গর্তশ্চবাং।" — যে অগ্নি জলের গর্ত, বনের গর্ত, স্থাবরেব গর্ত—জঙ্গমের গর্ত।

সকলশেবই গর্ত বা অন্তবস্থ তেজ বা প্রাণশক্তিরূপে যে অগ্নি স্থাবর জঙ্গমাঙ্ক সকল বস্তুতে বিবাজমান সেই অগ্নিই অপাং নপাং বা জলের পুত্র (পৌত্র) অর্থাৎ জলমধ্যস্থ (অথবা মেঘস্থিত) তেজঃ শক্তিরূপে বেদে স্তুত হযেছেন। জল বাষ্পীভূত হযে মেঘেব সৃষ্টি হয়—মেঘ থেকে আকাশে বিদ্যুতের প্রকাশ, এই হিসাবে বিদ্যুৎরূপী অগ্নি জলের পৌত্র।

অপাং নপাং কখনও অজ একপাদ, কখনও অহিবুর্য়, কখনও সবিতার সঙ্গে একত্র স্তুত হযেছেন। হুম্ম আলোচনায দেখা যাবে যে অজ একপাদ, অহিবুর্য় এবং সবিতা একই দেবতা—সুধাম্নিব নামান্তর বা রূপান্তর।

## বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি

"In the R̥gveda the names Brhaspati and Brahmanaspati are alternate and equivalent to each other. They are names of a deity in whom the action of the worshipper upon the gods is personified. He is the Suppliant, sacrificer, the priest who intercedes with gods on behalf of men and protects mankind against the wicked. Hence he appears as the prototype of the priests and priestly order, and is also designated as the Purohita of the divine community. He is called in one place 'the father of the gods'... he is also designated as 'the shining' and the 'gold coloured' and as having thunder for his voice."

এই বিবরণে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির রূপ-গুণ বর্ণনা উদ্ঘাটিত হলেও স্বরূপ প্রকাশিত হয় নি। মহাভাবতে-পূর্বাণে, কাব্যে বৃহস্পতি দেবগণের গুরু, আব অশ্বমেধের গুরু ও ব্রহ্মসার্ব। বৃহস্পতির পত্নী তাবা; তাবাকে চন্দ্র হরণ কবেছিলেন। দেবতাদের গুরু কি বৃহস্পতি নামক গ্রহ, না অন্য কিছু? বেদবর্ণিত বৃহস্পতি একটি গ্রহ মাত্র নন, এ'ব গুণকর্ম আলোচনা কবলেই স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠবে। স্বর্গে বৃহস্পতি সম্পর্কে বলেছেন :

আ বেধসং নীলপৃষ্ঠং বৃহন্তং বৃহস্পতিং সদনে সাধযধম্।

সাদজ্ঞোনিং দম আ দীদিবাসং হিষণ্যবর্ণমকমং সপেম ॥\*

—বলবান্, সৃষ্টিকাবক, স্নিগ্ধাদ বৃহস্পতিকে যজ্ঞগৃহে স্থাপন কব। তিনি গৃহের মধ্যে অবস্থিত হইয়া সর্বত্র প্রভাব বিস্তৃত কবিতেন, তিনি হিষণ্যবর্ণ ও দীপ্তিমান্। আমবা তাহাকে পূজা কবি।\*

স আ নো যোনিং সদভু প্রেষ্ঠো বৃহস্পতির্বিধবাবো যো অস্তি।

কামো বাষ: সূবীর্ষন্ত তং দাৎপর্ষন্নো অতি সন্ভতো অবিষ্টান্ ॥

তমা নো অর্কমমৃতাস জুষ্টমিমে বাস্বস্বমৃতাস: পূবদ্রা:।

উচিক্রন্দং যজ্ঞতং পন্ত্যানাং বৃহস্পতিমনর্বাণং হবেম ॥

\* Classical Dictionary of Hindu Mythology, religion, Geography, History & Literature—John Dowson, page 63

তং শম্বাসো অকবাসো অশ্বা বৃহস্পতিঃ সহবাহো বহন্তি ।

সহশ্চিহ্নস্ত নীলবৎ সধস্থং নভো ন কপমকবৎ বসানাঃ ॥

স হি শুচিঃ শতপত্রঃ স স্বদ্যুর্হিবণ্যবাসীবিবিবঃ স্বর্গাঃ ।

বৃহস্পতিঃ স্বাবেশ ঞ্জয়ঃ পুরু সখিভ্য আহুতিং কবিষ্ঠঃ ॥

দেবী দেবস্ত বোদনৌ জনিত্রী বৃহস্পতিং বাবুধতুর্মহিষা ।

দক্ষাখ্যায় দক্ষতা সখায়ঃ করদ্ ব্রহ্মণে স্তবতা স্বগাথা ॥<sup>১</sup>

—সেই প্রিয়তম ব্রহ্মণস্পতি (বৃহস্পতি) আমাদের উপবেশন করুন ; তিনি সকলের বরণীয় হইয়াছেন । ধন এবং স্ববীর্ষে যে অভিলাষ তাহা তিনি আমাদের প্রদান করুন, আমরা উপব্রবযুক্ত, তিনি আমাদের অহিংসিত কবিয়া পাব করুন ।

এই পুরাজাত অমবগণ আমাদের সেই অমর, পর্দাপ্ত ও অর্চনসাধন অন্ন দান করুন । আমরা শুদ্ধ স্তোত্রবিশিষ্ট ও গৃহিগণেব যাগযোগ্য ও অপ্রতিহত বৃহস্পতিকে আহ্বান কবিব ।

অথকব উজ্জল বহনশীল এবং আদিত্যেব ত্রাষ জ্যোতিঃপূর্ণ অশ্বগণ সেই বৃহস্পতিকে বহন করুক , তাঁহাব বল ও নিবাসযুক্ত গৃহ আছে ।

বৃহস্পতি শুচি, তাঁহাব বাহন অনেক, তিনি সকলের শৌৰষিতা, হিত ও বরণীয় বাক্যযুক্ত , গমনশীল, স্বর্গভোগকব ও দর্শনীয় উত্তম নিবাসযুক্ত । তিনি স্তোতাগণকে সর্বাপেক্ষা অধিক অন্ন দান কবেন ।

বৃহস্পতিদেবেব জননী ভাবাপৃথিবী দেবীঋষ মহিমা বলে বৃহস্পতিকে বধিত করুন । হে সখাগণ ! বধনীয় বৃহস্পতিকে বধিত কর তিনি প্রভূত অম্নের জন্ত ছল সকলকে তবল ও অবগাহনযোগ্য কবেন ।<sup>২</sup>

এই ঋক্‌গুলিতে বৃহস্পতিয় যে বর্ণনা পাই তাতে দেখি, বৃহস্পতি আমাদের আবাসে (যজ্ঞস্থলে) উপবেশন কবেন, তিনি ধন ও বীৰ্যদাতা, উজ্জল, আদিত্যেব মত জ্যোতির্ময় তাঁব অশ্ব (কিবণ), তিনি নীল আকাশে অবস্থিত (নীলবৎসধস্থ), তাঁর অশ্বেব নাম অরুণ ( তাম্রবর্ণ ), তিনি শতপত্র বা শত বাহন বিশিষ্ট (শতপত্র), তিনি হিবণ্যবর্ণ, ভাবাপৃথিবী তাঁব জনক-জননী, তিনি অন্নদাতা, তিনি বৃহৎ, নীলপৃষ্ঠ, হিবণ্যবর্ণ গুহ্যস্থিত (যজ্ঞশালায় বর্তমান), যজ্ঞমানের হবিদ্বাবা বধিত ও জলদাতা ।

বৃহস্পতি বে বৃহাঙ্গি এই বর্ণনার তা স্মৃষ্টি। বৃহস্পতি নম্পর্কে অতঃ পরা  
হবেছে :

বৃহস্পতে জুব্ব নো হ্যন্যনি বিহুদেব্য

রাধ রহানি দাস্তবে ।

শুচিনকর্কে বৃহস্পতিমপরেবু ননস্তত ।

অন্যোজ্ঞা অ চতে ।

ব্রহ্ম চর্বাণানাং স্মিতপদাভ্যং

বৃহস্পতিং বরণ্যন্ ।\*

—হে নরল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি! আমরাগিরে হস্য গ্রহণ কর ।  
তদাপ্রসন্নীকে উত্তম বন প্রদান কর ।

তে শক্তিগণ! তোমরা যজ্ঞনুষ্ঠে স্তোত্রগত। স্তব্ধ বৃহস্পতির পুষ্টিচর্চা কর ।  
আদি তাঁহার মনভিত্তিনীয় বল প্রার্থনা করি ।

বৃহস্পতীর অতঃপরে, স্মিতপদ, নরগত বৃহস্পতির নিকট (অভিনত কল  
কলা করি)°

অগ্নি বৃহস্পতিকাঠী, বৃহস্পতি ও বৃহস্পতিকাঠী । অগ্নি নতই বৃহস্পতি!  
সম্প্রদায়ান বর্ণিত হন । অর্ধ ও অগ্নির মতই তিনি স্মিতপদ (ব্রহ্মপদ) ধারণ করে  
ধাকেন । অগ্নি ও ইন্দ্রের মতই তিনি ব্রহ্ম—আমন্ত্রণবর্ণী ৭ বৃষ্টীনাথ ।

ইন্দ্রের মত বৃহস্পতি আবাগুষ্ঠিত ব্রহ্মকাঠী—অগ্নির মতই তাঁর জিহ্বা (শিখা),  
—সর্বাগ্নির মতই তিনি তিন স্থানে বর্তমান থাকেন ।

ব স্তব্ধভো লহন্য বিজ্ঞে; অতঃপদ বৃহস্পতিহিন্দুদেব্য বরণ ।

তাং প্রহাস স্বদয়ে দীপ্যমান পুরো সিধা লসিতো নস্তজিহ্বন্ ।\*

—তিনি বলপূর্বক পৃথিবীর স্তব্ধনুষ্ঠ স্তব্ধত করিতাহিলেন এল তিনি ব্রহ্মকাঠী  
স্তব্ধনুষ্ঠ বর্তমান অছেন, নেট অজ্ঞানক জিহ্বাশিখিত বৃহস্পতিহিন্দুদেব্য পুরাতন  
জাতিগণ মেধাসীগণ সমুদ্রে স্থাপন করিতাহিলেন ।\*

বৃহস্পতি বৃহাঙ্গির মত প্রধান জাত, তিনি আদিভ্যের স্থানে আকাশে সিদ্ধ-  
মান । অগ্নির ন্যূ জিহ্বার জাত, অর্ধ ও ইন্দ্রের ন্যূ অগ্নের জাত তাঁর মাতৃ  
নু, তিনি অজ্ঞানক নাশ করেন ।

বৃহস্পতিঃ প্রথমং জ্ঞায়মানো মহো জ্যোতিষঃ পবনো ব্যোমন ।

সপ্তাশ্চবিজাতো যবেণ বি সপ্তবস্মিবধমন্তমানসি ১

—বৃহস্পতি যখন মহান আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্ত মুখবিশিষ্ট, বহুপ্রকারে সজ্জত, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্ধকাব নাশ কবিয়াছিলেন ।<sup>২</sup>

একটি ঋকে অগ্নি মিত্র (সুধ) ও ব্রহ্মস্পতিকে (বৃহস্পতি) অভিন্ন বোধ হয় ।

অচ্ছা বদা তনা গিবা জরায়ৈ ব্রহ্মস্পতিং

অগ্নিঃ মিত্রং ন দর্শতম্ ৥<sup>৩</sup>

—ব্রহ্মস্পতি ও অগ্নিও দর্শনীয় মিত্রের স্ততিব জন্ত দেবতাস্বরূপ প্রকাশকাবী বাক্য দ্বারা আমাদেরগেব সম্মুখে তাঁহাব বর্ণনা কব ।<sup>৪</sup>

Macdonell-এব মতে এই ঋকে অগ্নিকেই ব্রহ্মস্পতি বা lord of prayer বিশেষণে বিশেষিত কবা হযেছে ।<sup>৫</sup>

একস্থানে ব্রহ্মস্পতি অগ্নি ও ইন্দ্রের মতই বলেব পূত্ররূপে সম্বোধিত হযেছেন, —“দামিদ্ধি সহস্রপুত্র”<sup>৬</sup> —হে বলেব পুত্র ব্রহ্মস্পতি, তোমাকে স্তব কবি ।

অপব একটি ঋকে (১।১৮।২) ব্রহ্মস্পতি ও একটি ঋকে বৃহস্পতি (১০।১৮২।২) নবংশস নামে অভিহিত হযেছেন । নবংশস অগ্নিব একটি নাম ।

অগ্নিব মত ব্রহ্মস্পতি পুৰোহিত, তিনিই সূৰ্যরূপে প্রকাশিত ।

স সনবঃ স বিনবঃ পুৰোহিতঃ স সূর্যতঃ স যুধি ব্রহ্মস্পতিঃ ।

চান্দ্রো যবাজং ভরতে মতী ধনাদিং সূর্যস্তপতি তপ্যতুৰ্ব্বা ৥<sup>৭</sup>

—ব্রহ্মস্পতি পুৰোহিত, তিনি (পদার্থ সকল) একত্রিত ও পৃথক্কৃত কবেন, তাঁহাকে সকলে স্তব কবে, তিনি যুদ্ধে আবিস্কৃত হযেন । সৰ্বদর্শী ব্রহ্মস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন, তখনই সূর্য অনাবাসে দীপ্ত হযেন ।<sup>৮</sup>

ব্রহ্মস্পতি জগতের নিয়ন্তা ।<sup>৯</sup> তিনি গো অর্থাৎ বশ্বিনসমূহকে পরিচালিত কবেন ।<sup>১০</sup>

ব্রহ্মস্পতি বা বৃহস্পতি ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অৰ্যমা প্রভৃতি সকল দেবতার সঙ্গে অভিন্ন । সেই জন্তই ব্রহ্মস্পতি-প্রকাশিত মন্ত্রে সকল দেবতাব অধিষ্ঠান ।

১ ঋগ্বেদ—৪।৫০।৪, অথর্ব - ২০।৭।৮৮।৪

৪ অনুবাদ—ভদেব

৬ ঋগ্বেদ—১।৪০।২

২ ঐ —১।১৪।৬

২ অনুবাদ—ভদেব ৩ ঋগ্বেদ—১।৩৭।১৩

৫ Vedic Mythology—page 102

৭ ঋগ্বেদ—২।২৪।৬

৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

১০ ঐতিহ্যের ভাঃ—৮।৩

প্র নৃনাং ব্রহ্মণস্পতির্মহ্নঃ বদত্বাখ্যায় ।

যশ্মিন্মিত্রো বরুণো মিত্রো অৰ্ঘমা দেবা ওবাংসি চক্রিবে ॥<sup>১</sup>

—ব্রহ্মণস্পতি দেবতা নিশ্চই প্রকৃষ্টরূপে (বেদমন্ত্র) প্রকাশ কবেন, সেই মন্ত্রে : ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও অৰ্ঘমা বাস কবেন ।

বেদে বহু স্থানেই ইন্দ্রের সঙ্গে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতির অভিন্নতা প্রকাশিত হয়েছে । ইন্দ্রের গুণকর্ম ব্রহ্মণস্পতিতে আবোপিত হয়েছে । বৃহস্পতি ও ইন্দ্র একই দেবতা । বহুস্থলে ও ঋকে (১০।৪২, ১০।৪০।১০-১১, ১০।৩৮।৭) বৃহস্পতি ও ইন্দ্র একত্র স্তব হযেছেন, কোথাও ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি একত্র স্তব হযেছেন (২।২৪।১২) । অথর্ববেদে ইন্দ্রকেই বৃহস্পতি, বখনও ইন্দ্রকে ব্রহ্মণস্পতি বলা হয়েছে ।

বৃহস্পতে পবিদীযা যথেন যজোহামির্জা অপধাবমানঃ ।

প্রভঙ্গচ্ছক্নু প্রমুগ্নমিজানস্মাবসেধ্যাবিতা ভুন্যাম ॥<sup>২</sup>

—হে বৃহস্পতি (ইন্দ্র) তুমি যথ বুদ্ধভূমিতে আগমন কব । বাগ্নসগণের হত্যাকারী, ঋকগণের প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংসকারী তুমি অগ্নিগণের হিংসা করে আমাদেব শাবীবের বণাকারী হও ।

এই মন্ত্রেও ভাস্ক্রে বৃহস্পতি শব্দের ব্যাখ্যান আচার্য মহীধর বলেছেন, “বৃহত্যাং দেবানাম পতে পালক”—বৃহৎ অর্থাৎ দেবগণের পতি অর্থাৎ পালক । দেবগণের পালক ইন্দ্র । শুক্লযজুর্বেদে (১৭।৩৬) ভাস্ক্রে মহীধর স্পষ্ট কবেই বলেছেন, “বৃহস্পতিবিদ্রঃ” । অথর্ববেদেই ইন্দ্র ব্রহ্মণস্পতি ও :

ইমা যা ব্রহ্মণস্পতে বিবৃঢ়ীর্ষাত ঐবতে ।

সদ্রীচীবিদ্র তাঃ কৃদ্ধা মহ্যঃ শিবতমাস্তুধি ॥<sup>৩</sup>

—হে ব্রহ্মণস্পতি, যে দিক্‌সমূহ বায়ু প্রবাহিত করায়, হে ইন্দ্র, সেই দিক্‌সমূহকে যথাস্থানে স্থাপিত করে আমাদেব প্রতি স্নাতক্য কর ।

ভাস্কর্য মহীধরের মতে মন্ত্রের শেষভাগে ইন্দ্রের কথা বলায় প্রথমার্শে ব্রহ্মণস্পতি ইন্দ্রের বিশেষণ । ব্রহ্মণ শব্দের অর্থ মন্ত্র, ব্রহ্মণস্পতি শব্দের অর্থ লবল মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদ্য ইন্দ্র । “উক্তবার্ধে ইন্দ্রেতি নির্দেশাৎ তস্ত বিশেষণ মেতৎ । ব্রহ্মণঃ মন্ত্রসম্বন্ধ পতে স্বামিন্ সর্বমন্ত্রপ্রতিপাদ্য ইন্দ্রঃ ।”

ইন্দ্র বল নামক অস্ত্রকে হত্যা কবে বলের দ্বারা গুহাষ অবকল্প গো গণকে

(যশি সমূহকে) উদ্ধার কবেছিলেন। বলাহর বধ ও গাভী (যশি) উদ্ধার-  
বৃহস্পতিরও কার্য।

স স্তুভা স ঋকতা গণেন বলং কবোজ কলিগং যবেণ।

বৃহস্পতিক্রিষা হব্যসুদঃ কনিজদদাবশতী রুদাজং ॥<sup>১</sup>

—বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দ্বীপ্তিশালী (অজিবা) গণের সহিত শব্দ দ্বাৰা বলকে-  
নাশ কবিয়াছিলেন। তিনি শব্দ কবিয়া ভোগ্যপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভী-  
গণকে বাহিব কবিয়াছিলেন।<sup>২</sup>

ব্রহ্মস্পতিভবভবচ্ছায়া বশং মতো মন্যামহি কৰ্মা কবিয়ুতঃ।

যো গা উদাজং স দিবে বি চান্ডজগ্নাহী বীতিঃ শবসাসবং পৃথক্ ॥<sup>৩</sup>

ব্রহ্মস্পতি যখন কোন মহৎকৰ্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মন্ত্র তাঁহার  
অভিলাষ অনুসারে সকল হয়। যিনি গোসমূহকে বাহিব কবিয়া দিবাছিলেন,  
তিনি দ্যালোকেব জন্ত উহাদিগকে ভাগ কবিয়া দিবাছিলেন, গোসমূহ মহা-  
শ্রোতের দ্বাৰা নিজবলে পৃথক্ পৃথক্ গমন কবিয়াছিল।<sup>৪</sup>

এখানে গো অর্থে সূর্যবশিষ প্রকাশ খুবই স্পষ্ট। অন্ধকার নাশ কবে বৃহস্পতি  
সূর্যরশ্মিকে বিভক্ত করে স্ব স্ব স্থানে প্রকাশের উপযোগী কবেছিলেন।

গো উদ্ধাব ছাড়াও ইন্দ্রের সহায়তায় জলবাশিব অববোধমোচনও বৃহস্পতির-  
অন্ততম কীর্তি।

তব শ্রিয়ে ব্যজিহীত পর্বতো গবাং গোজ্জমুদস্বজো যদংগিরঃ।

ইন্দ্রেন যুজা তমসা পরীকৃত্য বৃহস্পতে নিবপার্মোজো অৰ্ণবম্ ॥<sup>৫</sup>

—হে অজিবাংশীষ বৃহস্পতি। পর্বত গোসমূহের আবরণ কবিয়াছিল,  
তোমার সম্পদের জন্ত যখন তাহা উদ্ঘাটিত হইল, এবং তুমি গোসমূহকে বাহির  
কবিয়া দিলে, তখন ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া তুমি কুজ কর্তৃক আক্রান্ত জলেব  
আধাবভূত জলরাশিকে অধোমুখ কবিয়াছিলে।<sup>৬</sup>

লক্ষণীয় এই যে বৃহস্পতি যেমন অজিব বা অজিবা বংশীয় তেমনি ঋষেদের প্রথম  
শ্রুত্বেই অগ্নি অজিব বা অজিবা বংশীয় নামে কথিত হইছেন।

অথর্ববেদে ও বৃহস্পতি কর্তৃক বলেব অববোধ থেকে গো উদ্ধাব কাহিনী বর্ণিত  
হইছে। বৃহস্পতি সূর্যকণে অন্তবীক্ষ থেকে আলোকও বিকীর্ণ কবেছেন।

১ ঋগ্বেদ—৪।৫০।৫

২ অনুবাদ—বশেচক্র দত্ত

৩ ঋগ্বেদ—২।৪১।৪

৪ অনুবাদ—বশেচক্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—২।২৩।১৮

৬ অনুবাদ—ভদ্রব



অপ জ্যোতিষা তমো অন্তরীক্ষাচ্ছদঃ শীপালমিব গত আক্ষয় ।

বৃহস্পতিঃপুণ্ড্রা বলস্তালমিব বাত আ চক্র আ গাঃ ।<sup>১</sup>

—বৃহস্পতি অন্তরীক্ষা থেকে জ্যোতিষ ছাড়া অন্তরীক্ষা দূর কবেন, বায়ু যেমন জল থেকে শৈবাল দূরীভূত কবেন । বায়ু যেমন আকাশে মেঘ ব্যাপ্ত কবেন, বৃহস্পতি সেইরূপ বলের অবস্থান থেকে গোসমূহ (বিশ্বগোসমূহ) স্বপ্নহরণ করে সর্বত্র ব্যাপ্ত কবেছিলেন ।

বৃহস্পতিঃ পর্বতেভ্যো বিভূৰ্য্যা নির্গা উপে যবমিব শ্বিবেভ্যঃ ।<sup>২</sup>

—বৃহস্পতি বলকর্তৃক গুপ্ত পর্বত থেকে গোগণকে উদ্ধার কবে ব্যাপ্ত করেন, যেমন লোকে যবেব নীৰ থেকে যব উদ্ধার কবে বপন কবে থাকে ।

বৃহস্পতি বৃষ্টিদাতা রূপেও জ্ঞাত হইছেন :

আগ্রহায়ণ্ মধুন্ ঋতন্ত যোনি মবক্ষিপন্নর্ক উক্সমিবন্তোঃ ।

বৃহস্পতি কঙ্করশ্মনো গা ভূম্যা উদ্রেব বিশ্বচাং বিভেদ ॥<sup>৩</sup>

—সূর্য যেমন আকাশ থেকে উক্সা বর্ষণ কবেন, বৃহস্পতিও তেমনি জলের কাণ্ডভূত মেঘ থেকে ভূমিতে জল বর্ষণ কবেন । বৃহস্পতি মেঘ (পর্বত) থেকে গো সমূহ (বশি বা জল) উদ্ধার কবে ভূমির স্বর্ক ভিন্ন কবেন ।

ব্রহ্মস্পতিও বর্ষণরূপ ব্যাপারের কৰ্তা :

অশ্মান্তমবতং ব্রহ্মস্পতিঃপৃথিবীমভি যমোজসাতৃণং

তমেব বিধে পপিবে স্বদ্যুশো বহু সাকং সিসিচুকৎসমুজ্জিগ্ম ॥<sup>৪</sup>

—যে প্রস্তরবৎ দৃঢ়মুখবিশিষ্ট, মধুব জলপূর্ণ, নিম্নবিলম্বিত মেঘকে ব্রহ্মস্পতি বল প্রয়োগ ছাড়া বধ কবিষাছিলেন, আদিত্য রশ্মিসকল তাহা পান কবিষাছে এবং তাহাবাই আবাব জননাবাসয় বৃষ্টি সেক কবিষাছেন ।<sup>৫</sup>

এই সমস্তে তাৎপর্য সম্পর্কে পণ্ডিত অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন, “মেঘ ব্যাপনশীল—আকাশ ব্যাপিবা থাকে এক ক্ষরণস্বভাব ব্রহ্মস্পতি দেবতা মেঘ হনন কবেন—মেঘ হইতে বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে পতিত হয়, সূর্যবশ্মিসমূহ এই অভিবৃষ্ট জলই গ্রীষ্মকালে গ্রহণ কবে এবং ইহাকে স্নেহরূপে পবিষত করে । বর্ষাকালে এই মেঘই আবায় বৃষ্টিরূপে পতিত হইবা পৃথিবীকে অভিষিক্ত করে । মেঘ হইতে জল, জল হইতে মেঘ—এই প্রাকৃতিক নিয়মেব নিয়ন্তা ব্রহ্মস্পতি ।<sup>৬</sup>

১ অথর্ব—২০।২।১৩।৫

২ অথর্ব—২০।২।১৩।৩

৩ অথর্ব—২০।২।১৩।৪

৪ ঋগ্বেদ—২।২।৪।৪

৫ অনুবাদ—ববেশচক্র দন্ত

৬ নিকন্ত (ক বি)—পৃঃ ১১০১

ব্রহ্মস্পতি দেবগণের পিতা।<sup>১</sup> ইন্দ্রের মত তিনিও বজ্রী বা বজ্রধারী।<sup>২</sup> গোত্রভিঃ ইন্দ্রের মত তিনি অগ্নি ভেদ করেছেন,<sup>৩</sup> বৃজবধও কবে থাকেন।<sup>৪</sup>

বৃহস্পতি ও ব্রহ্মস্পতি একই দেবতা। একই সূক্তে একই ঋকে একই দেবতা একবার বৃহস্পতি আর একবার ব্রহ্মস্পতি নামে অভিহিত হয়েছেন।

ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ প্রার্থনা বা মন্ত্র। ব্রহ্মণ্ শব্দ মন্ত্রাত্মক বেদ বা যজ্ঞরূপেও গৃহীত হয়। সূতরাং মন্ত্র বা যজ্ঞের যিনি অধিপতি তিনিই ব্রহ্মস্পতি। যাক্ষ ব্রহ্মস্পতির অর্থ কবতে গিয়ে লিখেছেন—“ব্রহ্মস্পতি ব্রহ্মণঃ পাতা পালয়িতা বা।”<sup>৫</sup>—ব্রহ্মণঃ বক্ষাকর্তা বা পালনকর্তা ব্রহ্মস্পতি।

মন্ত্র বা যজ্ঞ ছাড়াও যাক্ষ ব্রহ্মস্পতিশব্দের আর একটি অর্থ বলেছেন অগ্নি। ব্রহ্মস্পতি ব্রহ্ম বা যজ্ঞ পালন করেন, ব্রহ্ম বা অগ্নিও বক্ষা করেন বাবিবর্ষণের দ্বারা। অতএব ঋগ্বেদে ব্রহ্মস্পতি শব্দ বা ইন্দ্রই যে ব্রহ্মস্পতি বা বৃহস্পতি,—এ ব্যাপ্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যাক্ষ বলেছেন বৃহস্পতিই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা—“বৃহস্পতিব্রহ্মাসীৎ।”<sup>৬</sup> বৃহৎ শব্দের অর্থ নিকটবাসের মতে মহৎ বা বিরাট—“বৃহদ্বিতি মহতো নাম-ধেয়ম্।”<sup>৭</sup> “বৃহৎ”-এর অপব অর্থ পবিত্র অর্থাৎ বুদ্ধিমান—“পরিবৃত্ত ভবতি।”<sup>৮</sup> মহৎ পবিত্রীকৃত যজ্ঞের বা সৃষ্টিকর্মের নামক সূর্য্যায়িকপী আদিত্য বা ইন্দ্রই বৃহস্পতি বা ব্রহ্মস্পতি। কবেকজন পান্ধাত্যপণ্ডিত বৃহস্পতিকে অগ্নিরূপেই গ্রহণ করেছেন :

The evidence adduced above seems to favour the view that Br̥haspati was originally an aspect of Agni as a divine priest presiding over devotion, an aspect which had attained an independent character by the beginning of the R̥gvedic period, the connection with Agni was not entirely severed.

Langlois, H. H. Wilson, Maxmuller agree in regarding Br̥haspati as a variety of Agni. Weber considers Br̥haspati to be a priestly abstraction of India as is followed in this by Hopkin.<sup>৯</sup>

আরও একজন পান্ধাত্য ভারতভবিদ্বৎ একই ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, “Br̥haspati and Brahmanaspati are generally identical with Agni. Nearly the same epithets are applied to

১ ৭.৫৮—২১২১৫

২ ৭.৫৮—১১৫০৮

৩ ৭.৫৮—৫১৫১১

৪ ৫ —৩১৫১০

৫ নিমন্ত—১০১১২৫

৬ নিঃস্র—১১১১১

৭ নিমন্ত—১০১১২

৮ নিমন্ত—১০১১১

Vedic Mythology—Page 103-104

them with this additional one—of presiding over prayer.”<sup>১</sup>  
 আব একজনের মন্তব্য : “It is this omnipresent power of prayer, which Brahmanaspati personifies and it is not without reason that he is sometimes confounded with Agni and especially with Indra.”<sup>২</sup>

বমেশচন্দ্র দত্তও অল্পকণ মন্তব্য করেছেন : “ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি বায়াদেব বা জ্বতিদেব বা প্রার্থনাব দেবতা। বেদেব অনেক স্থলে তাঁহা বা অগ্নিদেবের কপাস্তব মাত্র।”<sup>৩</sup>

মন্ত্রের অধীশ্বর হিসাবেই বৃহস্পতি পববর্তীকালে দেবতাদেব গুরু, মহাপণ্ডিত ও জ্ঞানের অধীশ্বর রূপে পরিগণিত হইবে। গ্রহগণের অধীশ্বর হওয়া এবং মহাপণ্ডিত অবস্থিত জ্যোতিষমণ্ডলীর মধ্যে উজ্জলতম হওয়া বৃহস্পতি প্রকৃতই বৃহৎ বস্তু অধিপতি—সূর্য্যগ্নির অংশ সত্ত্ব দেবতাদের মধ্যে তিনি প্রকৃত গুরু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিতবা মনে কবেন যে বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি থেকেই পববর্তীকালে মহাভাবতে ও পুৰাণে ব্রহ্মার এক উপনিবদেব ব্রহ্মেব উৎপত্তি হইবে।

“ঋগ্বেদ বচনাব সময়ে হিন্দুগণ এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন না, প্রকৃতির মধ্যে বৃন্দব ও গৌরবাবিত বস্তু সমূহকে উপাসনা কবিতেন। কিন্তু যখন হিন্দুদিগেব মধ্যে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন হইল, তাঁহা বা আলোচনা কবিবা দেখিলেন প্রকৃতিব সমস্ত বস্তু ও সমস্ত কার্য একই নিয়ন্ত্রণে দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত, তখন তাহাদিগেব হৃদয়ে উদয় হইল যে—সূর্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি ভিন্ন ভিন্ন দেব নহেন,—ইহাদিগেব নিষত্তা, ইহাদিগেব পরিচালক, ইহাদিগেব সৃষ্টিকর্তা একজন মাত্র দেব আছেন। সে দেবকে কি নাম দিবেন? ‘আরাধ্য’ দেবের নাম নাই, অথবা নাম ‘আরাধ্য’। আরাধনা বা প্রার্থনা মূলক যে শব্দটি পাইলেন সেই ‘ব্রহ্ম’ শব্দ দ্বা বা জগতের সৃষ্টিকর্তাকে ‘ব্রহ্মা’ নামে উপাসনা কবিতে লাগিলেন।

এইরূপে বৈদিক ‘ব্রহ্ম’ প্রার্থনা শব্দ হইতে পুরাণেব সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাব উৎপত্তি হইল। ঋগ্বেদেব স্থানে স্থানে একজন সৃষ্টিকর্তাব কতক কতক অনুভব আছে ... কিন্তু তাঁহাকে ব্রহ্মা নাম দেওয়া হয় নাই? ঋগ্বেদেব ব্রহ্মা একজন পুৰোহিত মাত্র।”

১ Hindu Mythology—W G. Wilkins, page 28

২ The Religions of India—M. Barth

৩ ঋগ্বেদের বদানুবাদ—১ম, পৃ: ৩৫, ১১৮১ ধকের টিকা।

ব্রহ্মেশচন্দ্রেব এই মন্তব্য অনেকটা কাল্পনিক। ঋগ্বেদেব ধর্মচর্চায় বহুদেবতাব উপাসনাব মধ্যেও যে একেশ্বরব্ধেব অল্পভব সর্বত্রই বিদ্যমান তা পূর্বেই আলোচিত হইছে। আব ঋগ্বেদেব দেব উপাসনা যে জড় প্রকৃতিব উপাসনা নয়—স্বর্গীয়িকপী চিংশক্তিব উপাসনা, তাও প্রতিপাদিত হইছে। তবে ব্রহ্মণ বা ব্রহ্মস্পতিব ব্রহ্মতে রূপান্তর অসঙ্গত হয় না। Macdonell লিখেছেন, “As the divine Brāhman priest Br̥haspati seems to have been the prototype of Brahṁā, the chief of Hindu triad, while the neuter form of the word ‘brahma’ developed into absolute of the vedānta philosophy.”<sup>১</sup>

বৃহস্পতি ছিলেন দেবতাদেব পুরোহিত, পবে তিনি হলেন দেবতাদেব গুরু। কালিকাপুর্বাণে বৃহস্পতিব ধ্যানমূর্তি বর্ণনা কবা হইছে। এই মূর্তি প্রায় পৌর্বাদিক ব্রহ্মার সমতুল্য।

স্বর্গগোব গীতবাসা স্বর্গপর্ষকসংস্থিতঃ ॥

মালাং কমণ্ডলুং দণ্ডং বামেন বরদায়কম্।

চতুর্ভূজং সর্বজং চিন্তয়েদেবং তীর্থকম্ ॥<sup>২</sup>

—সোনাব মত গোববর্ণ, গীতবসনধারী, স্বর্গসিংহাসনে উপবিষ্ট, মালা, কমণ্ডলু, দণ্ড এবং বরদহস্ত চতুর্ভূজ সর্বজং তীর্থকব দেবকে চিন্তা কব।

বৃহস্পতিব স্বর্গবর্ণ ও স্বর্গসিংহাসন সূর্য্যারিব স্তোভক। পূর্বাণে ব্রহ্মস্পতি ব্রহ্মার মধ্যে লীন হইবে পৃথক্ সত্তা হারিষেছেন। কিন্তু দেবগুরুরূপে বৃহস্পতি স্বীয় আসন রেখেছেন। অবশ্য তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃতিতে লীন হইছে, তাঁব আসন পরিবর্তিত হইছে বৃহত্তর গ্রহে, গ্রহ হিসাবেই তিনি আজও পুঞ্জিত।

প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ বেদে বৃহস্পতি বৃহত্তর পতি—গ্রহ তাবকাদিগ অধিপতি সূর্য। বৃহদেবতাতেও এই অভিমতের সমর্থন পাই।

বৃহজ্ঞো পাতি যজ্ঞোকাবেষ দ্বৌ মধ্যমোস্তমৌ।

বৃহতা কর্মণা তেন বৃহস্পতিরিতিভিত্তিঃ ॥<sup>৩</sup>

—যেহেতু তিনি উত্তম ও মধ্যম দুই বৃহৎ জগৎ (দ্রালোক ও পৃথিবী) পালন করেন, অভএব বৃহৎ কর্মের জন্য তাঁকে বৃহস্পতি বলা হয়।

পূর্বাণে বৃহস্পতিব পত্নী তাবা। বৃহস্পতি সূর্য বৃহৎ তাবকাদিগও অধিপতি।

অতএব তিনি তাবাপতি । কিন্তু পুৰাণকাববা বলেছেন যে চন্দ্র বৃহস্পতিৰ পত্নী তাবাকে হবণ কৰেছিলেন । মহান্ অৰ্ঘ, যিনি দ্যলোক ও মৰ্তলোক পালন কৰেন তাপশক্তি বিকীৰ্ণ কৰে তিনিই বৃহত্তম এবং উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসাবে ছিলেন তাবকাৰ অধিপতি । কিন্তু দ্বিৰাতাগে অৰ্ঘ দৃশ্য হলে তাবকাকুল অদৃশ্য হয় । কিন্তু বাত্ৰে চন্দ্র আকাশে থাকলেও তাবকাদেব দেখা যায় । অতএব চন্দ্র হলেন তাবাপতি—তাবাব অপহৰ্তা । বৃহস্পতিৰ প্ৰকৃত অৰ্ঘ বিশ্বত হওয়াতেই পৰবৰ্তী-কালে সৌৰমণ্ডলেৰ বৃহত্তম গ্ৰহ হিসাবে তিনি পৰিচিত হইষেছেন ।

## ব্রহ্মার্প

ব্রহ্মার্পিও স্বয়ং নিভাঙ্কই অপ্রধান দেবতা। দশম মণ্ডলে মাত্র একটি শ্লোকেই (১০।৮৬) ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীৰ সঙ্গে ব্রহ্মার্পি স্তব আছে। ব্রহ্মার্পি ইন্দ্রের বহুস্থানীয়। কিন্তু ইন্দ্রাণী ব্রহ্মার্পিকে পছন্দ করেন না, ব্রহ্মার্পিৰ প্রতি তিনি বিদ্বিষ্ট মনোভাবসম্পন্ন। সেইজন্য কখনও ইন্দ্র ইন্দ্রাণীকে আশ্বাস দিবেছেন, কখনও ব্রহ্মার্পি ইন্দ্রাণীৰ শুভকামনা করেছেন। ব্রহ্মার্পিৰ প্রতি বিদ্বৎপরায়ণা ইন্দ্রাণীকে ইন্দ্র আশ্বাস দিবে বলেছেন :

বিন্ং স্তবাহো স্বংগুয়ে পৃথুজ্ঞাঘনে ।

বিন্ং শূরপাণ্ডি নম্ভমভ্যামীবি ব্রহ্মার্পিঃ বিশ্বস্বাদিহ উত্তবঃ ॥<sup>১</sup>

(ইন্দ্র কহিতেছেন) হে ইন্দ্রাণী ! তোমার বাহু, জঘন, কেশ, কপাল ও অঙ্গুলিগুলি অতি স্তম্ভব। তুমি বীরের পত্নী হইবা ব্রহ্মার্পিকে কেন ছেদ কবিতোছ। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।<sup>২</sup>

ইন্দ্রাণী উত্তরে বললেন :

অবীবামিৰ মামখং সবারুভিমম্ভতে ।

উতাহমস্মি বীবিণীজপত্নী মকংসখা বিশ্বস্বাদিহ উত্তবঃ ॥<sup>৩</sup>

—এই হিংস্রক ব্রহ্মার্পি আমাকে যেন পতিপুত্রবতী হইবার চেষ্টা জ্ঞান করিতেছে। কিন্তু আমি পতিপুত্রবতী ইন্দ্রের পত্নী; মকংগণ আমার সহায়। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।<sup>৪</sup>

ইন্দ্র ইন্দ্রাণীৰ নিকট ব্রহ্মার্পিৰ গুণকীর্তন কবছেন—

নাহমিহ্মাণি রাবণ সখ্যুব্রহ্মার্পেৰ্বতে ।

যন্তেদমপ্যং হবিঃ প্রিযং দেবেবু গচ্ছতি বিশ্বস্বাদিহ উত্তবঃ ॥<sup>৫</sup>

—হে ইন্দ্রাণী ! আমার বহু ব্রহ্মার্পি ব্যতিরেকে প্রীতিলাভ করি না। সেই ব্রহ্মার্পিই সরস হোমদ্রব্য দেবতাদের নিকটে যাইতেছে। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।

ব্রহ্মার্পি ইন্দ্রাণীকে আশ্বাস দিবে বলেছেন :

উবে অথ স্ত্রীভিকে যথোবাংগ ভবিষ্যতি ।

ভসয়ে অথ সন্ধি মে শিরো মে বীৰ স্ত্রীভি বিশ্বস্বাদিহ উত্তবঃ ॥<sup>৬</sup>

১ স্বয়ং—১০।৮৬।৮

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৩ স্বয়ং—১০।৮৬।৯

৪ অনুবাদ—ভদ্রব

৫ স্বয়ং—১০।৮৬।১২

৬ স্বয়ং—১০।৮৬।১৩

—হে মাতা! তুমি উত্তম পতি পাইয়াছ। তোমার অঙ্গ, উরু ও মস্তক যেমন আবশ্যক তেমনি হইবেক। পতিসংসর্গে আনন্দলাভ করিয়া থাক। ইন্দ্র সকলেব শ্রেষ্ঠ।<sup>১</sup>

ব্রূষাকপির গুণাবলির যে বিবরণ ব্রূষাকপি শ্রুত্রে আছে তাতে দেখা যায় যে তিনি ইন্দ্রের সঙ্গে সোমপানে মত্ত হইছিলেন (১০।৮৬।১), ব্রূষাকপি ইন্দ্রের প্রীতির পাত্র, ইন্দ্র তাঁকে বক্ষা করেন (১০।৮৬।৪), ব্রূষাকপির জন্ত হৃত অ্রব্যাদি দেবতার্য্য গ্রহণ করেন, ব্রূষাকপি পবন্যপহারিকে বধ করেন (১০।৮৬।১৮)।

ব্রূষাকপি পত্নী ব্রূষাকপায়ী। ব্রূষাকপি এবং ইন্দ্র কর্তৃক প্রবোধিত হইবেই সম্ভবতঃ ইন্দ্রাণী ব্রূষাকপায়ীকে বলেছেন—

ব্রূষাকপাষি দেবতি স্পৃহু আত্মবুভুবে।

যযন্ত ইন্দ্র উক্ষণঃ প্রিয়ং কাচিংকবং হবির্বিগ্নশ্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥২

—হে ব্রূষাকপিবধিতে। তুমি ধনশালিনী ও উৎকৃষ্ট পুত্রবৃদ্ধা এবং আমার স্তন্যদ্বী পুত্রবধূ। তোমার ব্রূষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন, তোমার অতি চমৎকার, অতি সুখকর হোমদ্রব্য তিনি ভক্ষণ করুন। ইন্দ্র সকলেব শ্রেষ্ঠ।<sup>৩</sup>

ব্রূষাকপি সম্পর্কে উল্লিখিত গুণাবলী থেকে ব্রূষাকপির স্বরূপ নির্ণয় সহজসাধ্য বোধ হয় না। যমেশচন্দ্র দত্ত ব্রূষাকপিকে এক জাতীয় বানর মনে করে লিখেছেন, “ব্রূষাকপির প্রকরণ একটি ছকহ অংশ। যদি একরূপ জ্ঞান করা যায় যে, ব্রূষাকপি একজাতীয় বানব, একদা ঐ বানর কোন যজ্ঞমানের যজ্ঞসামগ্রী উচ্ছিষ্ট কবিয়া নষ্ট কবিয়াছিল। যজ্ঞমান এইরূপ করননা কবিল যে ঐ বানব ইন্দ্রের পুত্র, সেই নিমিত্ত ইন্দ্র উহাব ঘৃষ্টতা নিবারণ করিলেন না। কবি সেই করননার উপর ইন্দ্রের উক্তি ও ইন্দ্রাণীর কথা ইত্যাদি রচনা কবিলেন। এই প্রকার জ্ঞান করিলে ব্রূষাকপি শ্রুত্রেয় প্রায় সর্বাংশে ব্যাখ্যাত হয়। এই শ্রুতিটি বোধ হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক।”<sup>৪</sup>

কপি শব্দে সাধারণতঃ বানবকেই বোঝায়। ব্রূষ ও কপি শব্দ দুটি একত্রিত হয়ে ব্রূষাকপি শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায় ব্রূষাকপি এক শ্রেণীর বানররূপে ব্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু কোন বানবকে ইন্দ্রের প্রিয় এবং সোমপায়ীরূপে এবং ব্রূষাকপি পত্নীকে ইন্দ্রের পুত্রবধুরূপে বর্ণনা করা ঐক্যবিশিষ্ট পক্ষে সম্ভব

১ অনুবাদ—যমেশচন্দ্র দত্ত

২ অর্থ—১০।৮৬।১৩

৩ অনুবাদ—তদেব

৪ অর্থদেব বঙ্গানুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৫৩২, ১৫৩২, ১০।৮৬।২৩ ঋকের টীকা।

বিবেচিত হতে পারে না। অনেক পণ্ডিত বৃষাকপি স্মৃতিটিকে বহু প্রাচীনকালের রচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। বীবেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ বৃষাকপিকে নক্ষত্ররূপে গণ্য করেছেন। বীবেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে বৃষাকপির উদ্দেশ্যে যজ্ঞাহুষ্ঠান হোত হ্রদুব অতীতে অন্ততঃ ৩০,০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এই সময়ে বৃষাকপি যুগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জের (orion) মধ্য দিয়ে গমন করেছিল। পরে বৃষাকপিকে বিষুবরেখার উপরে দেখা গিয়েছিল ঋঃ পূঃ ২৩,০০০ অব্দে। আবার ঋঃ পূঃ ১০,০০০ অব্দে বৃষাকপিকে দক্ষিণে দেখা গিয়েছিল।<sup>১</sup> তিলকের মতে বৃষাকপি স্মৃতি ১৬,০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দেও আগেকার। “These scholars hold that the hymn narrated a legend current in old times. In other words, they take it and I think rightly to be a historic hymn. pischel and Gledner understand the hymn to mean that Vṛṣākapi went down to the south and again returned to the house of Indra.”<sup>২</sup>

একটি ঋকে বৃষাকপিকে পুনরায় আগমনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে :

পুনবেহি বৃষাকপে হুবিতা কল্পাবহৈঃ ।

য এষ স্বপ্ননশনোহস্তমেবি পথা পুনর্বিব্রশাদিম্র উত্তবঃ ॥<sup>৩</sup>

—হে বৃষাকপি। পুনরায় এস। তোমার নিমিত্ত উত্তম উত্তম যজ্ঞভাগ প্রস্তুত করিতেছি। এই যে নিদ্রাবিলাসী সূর্যদেব, ইনি যেমন অন্তহীন গমন করেন, তুমিও তেমনি গৃহমধ্যে আগমন কর। ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ।<sup>৪</sup>

বৃষাকপির স্বরূপ অল্পধাবনে যাক্ষেব পদাঙ্ক অল্পসংখ্যক বাই যুক্তিযুক্ত। যাক্ষ বৃষাকপি শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “অথ যজ্ঞশ্রিত্তিভিঃ প্রাকম্পবন্নৈতি তদ্ বৃষাকপির্ভবতি বুধা কল্পনঃ।”<sup>৫</sup>—অনন্তর যখন যজ্ঞাধাবা কল্পিত করেন, তখন তিনি হন বৃষাকপি। বুধা শব্দের অর্থ বশ্বিসমন্বিত অথবা বর্ষণকারী; কপি শব্দের অর্থ কল্পনকাব্যী। কিংবা অথবা বৃষ্টি বর্ষণ করেন কে? না, সূর্য। বশ্বী সমন্বিত অর্থ গ্রহণ করলে অবশ্যই সূর্য হবেন। প্রাণিবর্গের কল্পনাসৃষ্টিকারীও সূর্য। অন্তএব যাক্ষেব মতে বৃষাকপি সূর্যই। বৃষাকপি সম্পর্কিত নিকট বাক্যটি

<sup>১</sup> Rgvedic Culture—Dr. A C Das, page 57

<sup>২</sup> The Hindu Naksatras—Journal of the Dept. of Science (C. U.) vol. VI, page 22

<sup>৩</sup> ঋগ্বেদ—১০।৮৩।২১

<sup>৪</sup> অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

<sup>৫</sup> লিঙ্গ—১২।২৭।৬



সম্পর্কে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুরের বিশ্লেষণ : “অন্ত গমনোন্মুখ সূর্যই বুধাকপি,—  
বুধভিঃ বশ্মিভিঃ (উপলক্ষিত) অভ্যপ্রকম্পয়ন্ এতি অন্তাচনং গচ্ছতি—(উপসংজ্ঞত  
প্রায় দশমিসমূহ সমন্বিত হইয়া প্রাণিবর্গের কম্প উৎপাদনপূর্বক সূর্য অন্তাচলে গমন  
কবেন)—সূর্যাস্ত হইতেছে দেখিয়া দ্বিবাচাবী প্রাণিসমূহ ভবে প্রকম্পিত হয়।  
অথবা বুধা শব্দের অর্থ বর্ষণকাবী এবং কপি শব্দের অর্থ কম্পনকাবক—অন্তাচন-  
গামী সূর্য অবস্থায় (ওন্ বা হিমকণা) বর্ষণ কবেন এবং বাজ্রিভীত প্রাণিবর্গকে  
বিকম্পিত কবেন।”

শ্বেবোক্ত ঋকৃটিব (১০।৮৩।২১) ব্যাখ্যায় নিরুক্তকায় লিখেছেন,—

“পুনবেহি বুধাকপে স্প্রশ্ততানি বঃ কর্মণি কল্পাবাবৈহে।”<sup>১</sup>

—হে বুধাকপে, তুমি পুনর্বার আগমন কব অর্থাৎ উদ্ভিত হও। স্প্রবিহিত  
অথবা সদ্ভুদেয় প্রণোদিত অথবা যথাবিধি যাগকর্ম আয়বা হুংজনে (তুমি ও আমি)  
সম্পন্ন কবি। (তুমি কবির উদযেব দ্বাৰা, আমি কবির অহুষ্ঠানেব দ্বাৰা)।”<sup>২</sup>

“য এব স্প্রশ্ননশনঃ স্প্রশ্নায়ত্যাধিত্য উদযেন সোহস্তমেবি পথা পুনঃ।”<sup>৩</sup>—যে-  
তুমি স্প্রশ্ন বা নিজ্রা বিনষ্ট কব উদযেব দ্বাৰা, সেই তুমি আবার অন্তগমন করছো।

সর্বস্মাচ্চ ইন্দ্র উদ্ভব স্তমোতদ ক্রম আদিত্যম্।”<sup>৪</sup>

—যে ইন্দ্র সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই আদিত্য (ইন্দ্রকে) লগ্য কবেই বলছি।

অতএব যাক্ষেব মতানুসারে বুধাকপি অন্তগামী সূর্য। বুধাকপির বিবরণ  
যাক্ষেব অভিযতকেই সমর্থন কবে। ইন্দ্রও সূর্যস্বকপতা হেতু বুধাকপিব প্রিয়।  
ইন্দ্রাণী অবশ্যই ইন্দ্রের শক্তি অর্থাৎ সূর্যের তাপশক্তি। সূর্যেব অন্তগমনে সূর্যশক্তির  
অপ্রকটতা হেতু ইন্দ্রাণীব সঙ্গে বুধাকপিব বিদ্বিষ্ট সম্পর্কে। এইজন্যই  
ইন্দ্রাণীব গোষ্ঠ—বুধাকপি তাঁকে অবীবা অর্থাৎ পতিপুত্রহীনা নারীব মত জ্ঞান  
কবেছেন। কিন্তু উদ্ভিত সূর্য বা ইন্দ্রেব নিকট সূর্যশক্তি ইন্দ্রাণী সনাথা এবং  
শোভনাবগবা। এইজন্যই ঋষি বুধাকপিব পুনরাবির্ভাব প্রার্থনা কবেছেন।  
এইজন্যই ইন্দ্রেব সঙ্গে বুধাকপিব বনিষ্ঠতা। সাধকালে সূর্যেব অন্তগমনে বিশ্বভুবন  
অন্ধকাবে সমাচ্ছন্ন হয়ে কম্পিত হয়। বুধ শব্দের অর্থ বর্ষণকাবী। ঋগ্বেদে সূর্যকে  
বহুবাব বুধ বা বুধত নামে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্য্যগ্নিব একত্বহেতু বুধাকপি  
দেবতাদের হবির্ভোজনবে মাধ্যম। বামনপুরাণে বুধা কপি শিবের এক নাম।<sup>৫</sup>

১ নিরুক্ত (ক বি.)—পৃঃ ১৩৩৬

২ নিরুক্ত—১২২৮।২

৩ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৪ নিরুক্ত—১২২৮।৩

৫ ই —১২৩৮।৪

৬ বাঃ পৃঃ—১৭২

বুহদেবতাতে বুধাকপিকে স্পষ্টভাবে সূর্যকপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

বুধাকপিয়সো তেন বিশ্বমাদিত্তে উত্তবঃ ।

রশ্মিভিঃ কম্পন্নম্নেতি বুধা বর্ষিষ্ঠ এব সঃ ॥

সাযাহুকালে ভূতানি স্বাপন্নস্তমেতি যৎ ।

বুধাকপিবিতো বা স্তাদিতি মন্ত্রেষু দৃশ্যতে ॥<sup>১</sup>

—তিনি বুধাকপি সেইজন্য ইন্দ্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ । বশ্মিসমূহের দ্বারা কম্পিত  
কবে বর্ষণের দ্বারা তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ষণকারী হন । সন্ধ্যাকালে জীবগণকে নিদ্রিত  
কবে অন্তর্গমন করেন, সেইজন্য মন্ত্রে তাঁকে বুধাকপি বলা হয় ।

## কণ্ঠপ

ব্রহ্মাব মানসপুত্র মরীচি । তপঃপবায়ণ মরীচির মানসপুত্র কণ্ঠপ । বহুগুণ  
সম্পন্ন কণ্ঠপকে প্রজ্ঞাপতি দক্ষ তেরোটি কন্যা দান করেছিলেন ।

পুরা কৃতযুগে বাজন্ মানসো ব্রহ্মণঃ সূতঃ ।

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো মরীচিনাম নামতঃ ॥

তস্ত্রাপি তপসো রাশেঃ কালেন মহতানঘ ।

পুত্রোহিথ মানসো জাতঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মেব চাপরঃ ॥

কমা দমো দয়া দানং সত্যং শৌচমথার্জবম্ ।

মারীচৈশ্চ গুণাহোতে সন্তি তস্ত চ ভাবত ॥

এবং গুণগণাকীর্ণং কণ্ঠপং বিজসন্তমম্ ।

জ্ঞানো প্রজ্ঞাপতির্দক্ষো ভার্য্যার্থে বহুতাপং দদৌ ॥

অদিতির্দিতির্দহুশ্চৈব তথাপ্যেব দশাপরাঃ ।

যাসাং পুত্রাশ্চ সজ্জাতাঃ পৌত্রাশ্চ ভয়তৰ্ভবত ॥

অদিতির্জনয়ামাস পুত্রানিহ পুরোগমান্

জাতান্তস্ত মহাবাহো কণ্ঠপস্ত প্রজ্ঞাপতে ॥<sup>১</sup>

—হে রাজন্ পুরাকালে সত্যযুগে বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞ মরীচি নামে ব্রহ্মাব পুত্র  
ছিলেন । তপোরাশি সেই মরীচিব সাক্ষাৎ ব্রহ্মেব মত মানসপুত্র জন্মেছিলেন ।  
হে ভাবত, মরীচিনন্দন—কমা, সংযম, দয়া, দান, সত্য, পবিত্রতা, ঋতুতা প্রভৃতি  
মহৎ গুণে ভূষিত ছিলেন । কণ্ঠপকে এইরূপ গুণাধিত দেখে প্রজ্ঞাপতি দক্ষ  
ভার্য্যরূপে তাঁর কন্যা দান করেছিলেন । অদিতি, দহু, দিতি ও আরও দশজন  
দক্ষকন্যা তাঁর পত্নী ছিলেন । তাঁদের পুত্র ও পৌত্রগণ জন্মেছিলেন । প্রজ্ঞাপতি  
কণ্ঠপের ঔরসে ইহ প্রভৃতি দেবগণকে অদিতি জন্মদান করেছিলেন ।

কণ্ঠপপত্নী দিতির পুত্র দৈত্য, দহুব সন্তান দানব এবং অদিতির সন্তান  
আদিত্য বা দেব নামে প্রসিদ্ধ । দ্বাদশ আদিত্যের জনক হিসাবে কণ্ঠপ প্রসিদ্ধ ।

তস্ত পুত্রো বহুবুর্হি আদিত্য। দ্বাদশ প্রভো ।<sup>২</sup>

বিভিন্ন পুবাণে বর্ণিত হয়েছে যে কণ্ঠপ অথবা কণ্ঠপপত্নী অদিতিব প্রার্থনায় বিষ্ণু

তাদের গুত্ররূপে জয়গ্রহণ করেছিলেন। বামণপুরাণে কল্পপ বিষ্ণুব কাছে প্রার্থনা কবেছিলেনঃ

বাসবস্ত্রাহুজো ভ্রাতা জ্ঞাতীনাং নন্দিবর্ধনঃ।

আদিত্যা অপি চ স্ত্রীমান্ ভগবানন্ত মে হৃতঃ ॥<sup>১</sup>

—ইন্দের অহুজ ভ্রাতারূপে জ্ঞাতীদের আনন্দবর্ধনকাবী আদিত্যগণ এবং স্ত্রীমান্ ভগবান্ আমাব পুত্র হোন।

দেবদানব ও অশ্বাশ্ব প্রাণিবর্গের জনক কল্পপের স্বরূপ কি? ঋগ্বেদে ১০।১০৬ সূক্তের ঊষ্টা কাশ্যপ ভূত্যাং ঋষি। কল্পপকে কখনও কখনও ঋষিরূপে দেখা যায় বটে, কিন্তু এতে কল্পপের স্বরূপ ব্যাখ্যা হয় না। কল্পপ প্রজাপতি ব্রহ্মাব পুত্র হলেও প্রজাপতি নামে খ্যাত। ইন্দুকল্পাগণকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রজা সৃষ্টি কবেছিলেন। এই জীবস্রষ্টা কল্পপ অবশ্যই কূর্ম। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টিমানসে কচ্ছপাকার গ্রহণ করেছিলেন। “স যৎ কূর্মো নাম। এতর্থে রূপং ধৃষ্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অববোক্তং। যদববোক্তম্ কূর্মঃ। কল্পপো বৈ কূর্মঃ। তস্মাদাহঃ সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপাঃ ইতি ॥”<sup>২</sup> —কূর্ম নামের কথা বলা যাইতেছে। প্রজাপতি এই রূপ ধারণ কবিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। বাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি কবিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম। কল্পপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) কূর্ম। এইজন্ত লোকে বলে সকল জীব কল্পপের বংশ।<sup>৩</sup>

কল্পপ ও কচ্ছপ একই শব্দ। কচ্ছপ শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে নিরুক্তকাব বলেছেন, “কচ্ছপোহপ্যকুপার উচ্যতে ॥”<sup>৪</sup> —কচ্ছপকেও অকুপার বলা হয়।

অকুপার শব্দের অর্থ কি? নিরুক্তকার বলেছেন, “আদিত্যোহপ্যকুপার উচ্যতে ॥”<sup>৫</sup> —আদিত্যকেও অকুপার বলা হয়। অকুপার অর্থে দীর্ঘপথ অতি ক্রমকারী। অকুপার বা কচ্ছপ অর্থে নিরুক্তকারের মতে আদিত্য। কচ্ছপ ও কল্পপ একই শব্দ হওয়ায় কল্পপ অর্থেও আদিত্য বোঝায়। নিরুক্তকাব বলেন যে, কচ্ছ শব্দ খচ্ছ শব্দ থেকেও আসতে পারে। খচ্ছ শব্দ বলতে বোঝায়—যার শব্দ আকাশকে আবৃত কবে। সূর্যের কিরণ আকাশকে আবৃত কবে, এই হিসাবে সূর্য হচ্ছে খচ্ছ বা কচ্ছ বা কচ্ছপ কিংবা কল্পপ।

১ বামণপুঃ—২৭।৪

২ শতপথ ব্রাঃ—৭।৪।১।১৫

৩ অনুবাদ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রচার ১২৩১, পৃঃ ১৪২

৪ নিরুক্ত—৪।১৮।৬

৫ নিরুক্ত—৪।১৮।২

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে কশ্যপ সূর্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, “প্রজাপতিভেয়াবৃত্তো ব্রহ্মণো বর্মণাহং কশ্যপস্ত্র জ্যোতিষা বর্চনা চ।” —প্রজাপতিব ব্রহ্মরূপী বর্মেরদ্বারা এবং কশ্যপেব জ্যোতি ও কিরণের দ্বারা আমি যেন আবৃত হই।

তৈত্তিরীয় আবণ্যকেও কশ্যপ সূর্যরূপে বর্ণিত :

“কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি, যং সর্বং পরিপশ্যতি।”<sup>১</sup>

—কশ্যপ পশ্যক হন,—তিনি সব কিছু দেখে থাকেন। সমস্ত জগতের চক্ষু-রূপ সকল কিছুর দ্রষ্টা সূর্য ছাড়া আর কে ?

“তে সর্বে কশ্যপাজ্যোতির্ভক্তে।”<sup>২</sup> —ভারা সকলেই কশ্যপের কাছ থেকে জ্যোতি বা তেজ লাভ করে থাকে।

এখানে কশ্যপ সূর্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আচার্য মহীধর উপনি-উদ্ধৃত অথর্ববেদীয় মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় ঐভয়ের আরণ্যকের মন্ত্রটি উদ্ধার করে প্রজাপতি এক কশ্যপ যে সূর্য সেই তথ্যই প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর মতে “প্রকাশ বৃষ্ট্যাদিনা প্রজানাং পালনাং প্রজাপতিঃ আদিত্যঃ। অথবা সৎসরকালনির্বাহকত্বাং তস্ত্র চ প্রজাপতিরূপত্বাং সূর্য প্রজাপতিঃ।” —(অতীর্থ) প্রকাশ বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা প্রজা পালনের জন্যই প্রজাপতি আদিত্য। অথবা সংবৎসরকাল পরিচালনার দ্বারা প্রজাপতিরূপ গ্রহণ করায় সূর্য প্রজাপতি।

প্রজাপতি বর্ম কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় মহীধর বলেন, “বর্ম তল্লজং তজ্জপেণ সূর্যস্ত্র তেজোময়েন স্বরূপেণ আবৃত্তঃ বেষ্টিতঃ।” —দেহরক্ষাকারীরূপে সূর্যের তেজোময় আকৃতির দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত।

সুতরাং মহীধরের মতে সূর্যের তেজোময় আবরণই সূর্যেব বর্ম। কশ্যপ সম্বন্ধে মহীধর লিখেছেন, “কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি যং সর্বং পরিপশ্যতি ইতি শ্রুতঃ কশ্যপঃ সূর্যস্ত্র মৃত্যন্তরভূতঃ।” —কশ্যপ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনুসারে কশ্যপ সূর্যের অন্তর্মুখি।

কশ্যপ সম্পর্কে John Dowson লিখেছেন,—“Having assumed the form of tortoise, Prajāpati created off-spring. That which he created he made; hence the word Kurma (S.B). Kasyapa means

'tortoise, hence men say, 'All creatures are descendant of Kasyapa,' This tortoise is the same as Āditya.'”

বহ্নিমচন্দ্র কশ্যপকে প্রজাপতি বিশ্বশ্রুতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন : “অতএব প্রজাপতি বা শ্রুতাই কশ্যপ। গোড়াষ তাই। তাহার উপর উপভাসকারেরা উপভাস বাড়াইয়াছে।”<sup>১</sup>

বহ্নিমচন্দ্রের এই বক্তব্য প্রশিধানযোগ্য। তবে বিশ্বশ্রুতি আর কশ্যপ বা কূর্ম স্বর্ষাগ্নি ছাড়া আর কেউ নন। সূতবান্ দক্ষপত্নী অদিতির পিতা কশ্যপ আর দক্ষ একই। এক স্বর্ষ বা স্বর্ষাগ্নিই কখনও কশ্যপ, কখনও দক্ষ। সূতবান্ দক্ষ থেকে অদিতির জন্ম আব অদিতি থেকে দক্ষের জন্ম, ঋগ্বেদে এই বক্তব্য ভ্রান্তি-মূলক বলা চলে না। যজুর্বেদে (তৈঃ সঃ ৭।৫।১৩।৪, বা সঃ সঃ ২।৩।৬০) অদিতি বিষ্ণুর পত্নী। বিষ্ণুও মূলতঃ স্বর্ষ হওয়ায় অদিতিকে একই সঙ্গে দক্ষপত্নী এবং বিষ্ণুপত্নী বলায় বিরোধ হয় না। শ্রবণ বাখা দয়কার যে বিষ্ণুর এক মূর্তি বা অবতাব কূর্ম। কূর্ম-কশ্যপ ও কূর্ম-বিষ্ণু একই দেবসত্তা ভিন্নরূপে প্রকাশিত।

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology.

২ প্রচার, ১২২১—পৃঃ ১৪২

## ঠোস্ ও পৃথিবী

ঠাৎধেদেব প্রাধান দেবতাঁদেব অস্ততম না হলেও ঠোস্ একজন উল্লেখযোগ্য দেবতা । ঠোস্ কখনও একাকী, কখনও বা পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে স্তুত হযেছেন । ঠোস্ ও পৃথিবী একত্রে জ্বাপৃথিবী নামে অভিপূজিত হযেছেন । জ্বাপৃথিবী জগৎ ধাবণ করেন, চক্রবৎ পরিবর্তিত হন । তাঁদেব স্বরূপ দুস্তেৰ্ঘ ।

কতরা পূর্বা কতবাপবাবোঃ কথা জাতে কবযঃ কো বিবেদ ।

বিখং অন্য বিভূতো যন্ধ নাম বিবর্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥১

—জ্য ও পৃথিবী ইহাদিগেব মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইযাছেন, কে পরে উৎপন্ন হইযাছেন, কি নিমিত্ত উৎপন্ন হইযাছেন, হে কবিগণ । একথা কে জানে । উহাবা অস্তেব উপব নির্ভর না করিযা সমস্ত জগৎ ধারণ কবেন এবং দিবা ঙ্গে-রাত্রিয জ্বায চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছেন । ২

জ্বাপৃথিবী সমানগুণসম্পন্ন ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট :

সংগচ্ছমানে যুবতী সমংতে স্বসারাজ্যমী পিজোরূপস্বে

অভিজিৎস্বতী ভুবনস্ত নাভিঃ জ্বাপা যন্ধতং পৃথিবী নো অভ্যুৎ ॥৩

—পরস্পর সংসক্ত মদা তরুণ সমান সীমা বিশিষ্ট, ভগিনীভূত বন্ধুসদৃশ জ্বাপা-পৃথিবী পিতা-মাতার ক্রোডস্থিত এবং ভূতনয়ূহেব নাভিস্বরূপ (জল), জ্বাণ করতঃ আমাদিগকে মহাপাণ হইতে বন্ধা করন । ৪

জ্বাপৃথিবীই মনুস্তেব পিতামাতা,—এমন কি তাঁরা যন্ধস্থলে বৃষ্টিও প্রদান করেন ।

মহী ঠোস্ পৃথিবী চ ন ইমং যন্ধঃ মিশ্রিতাং

পিপৃতাং নো ভরীমভিঃ ॥৫

—অশেষ প্রভাব বিশিষ্টা জ্বালোকদেবতা এবং ভূমিদেবতা আমাদিগেব এই অম্লষ্টিত যন্ধকে রেহবলে আর্জ করন এবং পোষণ প্রভাবে আমাদেব অভীষ্ট পরিপূর্ণ করন । ৬

ঠোস্ পিতা জনিতা নাভিরজ বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহীম ।

উতানযোশ্চযোধোনিরন্তজা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥৭

১ স্বযেদ—১।১৮৫।১

৪ অনুবাদ—ভদেব

২ অনুবাদ—রবেশচন্দ্র-দত্ত

৫ স্বযেদ—১।২২।৪০

৭ স্বযেদ—১।১৬৪।৩০

৩ স্বযেদ—১।১৮৫।৫

৬ অনুবাদ—হুর্গাদান লাহিড়ী

—দ্যলোক আমার পালক এবং উৎপাদক ; এই দ্যলোকে নাভিভূত ভৌতরস আছে , এই মহতী পৃথিবী আমার বন্ধু অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্টা এবং মাতা উত্তান বা উৎপাদিত অর্থাৎ চিংড়াবে অবস্থিত চম্বর অর্থাৎ জ্বাপৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ নামক স্থান আছে , অত্রস্থিত দ্যলোক বা পালক পৰ্জন্ত দুহিতভূত পৃথিবীর উপরে সৰ্বভূতের উৎপত্তিকারক উদক বর্ষণ করেন ।<sup>১</sup>

‘পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ’,—পিতা দুহিতাব গর্ভ উৎপাদন করেন,—এ কথাব তাৎপৰ্য কি ? বমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষ আছে, তথাপি পিতা অর্থাৎ দ্য বা ইন্দ্র দুহিতা অর্থাৎ বৃষ্টিজন প্রদান করেন ।<sup>২</sup>

যাক লিখেছেন, তত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভং দধাতি, পৰ্জন্তঃ পৃথিব্যাঃ ।” —পৰ্জন্ত (দ্যলোক) পৃথিবীর উপর গর্ভ অর্থাৎ সৰ্বভূতের উৎপত্তিহেতু উদক বর্ষণ করেন ।<sup>৩</sup>

ইদং জ্বাপৃথিবী সত্যমঙ্ঘপিতৃমাতৃর্ধিহোপব্রবোবাম্ ।<sup>৪</sup>

—হে পিতা : হে মাতা : এই যজ্ঞে তোমাদিগের উদ্দেশ্যে যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি, হে জ্বাপৃথিবী । তাহা সার্থক হউক ।<sup>৫</sup>

উপহৃত পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা স্বমতাম্ ।<sup>৬</sup>

—উপহৃত পৃথিবী মাতৃকপা, আমাকে অনুজ্ঞা করুন ।

জ্যোতঃ পিতা পিত্র্যচ্ছ ভবতি ।<sup>৭</sup>

—দ্যো আমাদেব পিতা, পিতা দ্বারা জ্বথলাভ হয় ।

দেখা যাচ্ছে, পিতৃস্বরূপ দ্য ইন্দ্ররূপে বৃষ্টি প্রদান করেন । স্বতরাং তিনি পৰ্জন্তদেবী ।

অক্রন্দদগ্নিঃ স্তনয়ন্নিব দ্যোঃ ।<sup>৮</sup>

—অগ্নি দ্য’র গর্জনের মত ক্রন্দন কবেছিলেন । মহীধর এখানে দ্যঃ—এর অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “দ্যোশব্দেনোত্র পৰ্জন্ত উক্তঃ । দ্যোর্মেষ ইব স্তনয়ন...”<sup>৯</sup>

জ্বাপৃথিবী ভেদজ বা ঔষধ প্রদান করেন ।

তন্নো বাতো মবোভূ বাতু ভেবজং তন্নাতা ।

পৃথিবী তৎ পিতা জ্যোঃ ॥<sup>১০</sup>

১ অনুবাদ—অমরের ঠাকুর

৩ নিরুক্ত—৪।২।১৬

৬ অনুবাদ—বমেশচন্দ্র দত্ত

৭ স্তম্ব বজ্জু—১২।৬

২ স্বর্গদেব বহানুবাদ, ১ম—পৃঃ ৩৩

৪ অনুবাদ—অমরের ঠাকুর

৭ স্তম্ব বজ্জু—২।১০

১০ স্বর্গদেব—১।৮২।৪

৫ স্বর্গদেব—১।১৮৫।১১

৮ অথর্ব—৩।১২।১২।২



১ — বায়ু আমাদেরিগকে আকাজক্ষণীয় স্থখসাধক সেই ভেবজকে প্রাপ্ত করুন, মাতা পৃথিবী সেই ভেবজ আমাদেরিগকে প্রাপ্ত করুন। পিতা ছালোক আমাদেরিগকে সেই ভেবজ প্রাপ্ত করুন।<sup>১</sup>

ঋষেদেব একটি মন্ত্ৰে অদিতিকে জ্যোঃ বলা হযেছে। এই মন্ত্ৰেই অদিতি মাতা এবং পিতা।<sup>২</sup> আর একটি ঋকে পূষণ জ্যোঃ, পূষণ জ্যোঃ-এয মত সর্বব্যাপক। অশ্বিনয় ছাহান দেবতা,—কোন কোন নিকন্তকাবেব মতে অশ্বিনয় জাবাপৃথিবী।<sup>৩</sup> জাবা-পৃথিবীঅগ্নিব মত যজ্ঞের হবি স্বর্গে দেবতাদেব নিকট বহন কবেন।<sup>৪</sup>

জাবা নঃ পৃথিবী ইমংসিধুমন্ত দিবিস্পৃশম্।

যজ্ঞ দেবেযু যজ্ঞতাম্।<sup>৫</sup>

—জাবাপৃথিবী দেবতাদেব আজ আমাদেরি কলনিপ্পাদক স্বর্গাভিমুখে গমননীল যজ্ঞকে দেবগণেব নিকট বহন করুন।<sup>৬</sup>

এই দেবতাদেব দেবগণকে সোমপানেব জন্ত যজ্ঞস্থলে আনবন কবেন।

অা বামুপস্থমজ্ঞহা দেবাঃ সৌদন্ত যজ্ঞিযাঃ।

ইহাজ সোমপীতবে।<sup>৭</sup>

—হে শক্রতাশ্রু জাবাপৃথিবী, যজ্ঞার্থ দেবগণ সোমপানেব জন্ত অজ্ঞ তোমাদেব সন্নীপে উপবেশন করুন।<sup>৮</sup>

সাধারণতঃ সকল পণ্ডিতই জ্যোঃ শব্দেব অর্থ কবেছেন, আকাশ। কিন্তু ঋগ্বেদেব মতে জ্যোঃ শব্দেব অর্থ জ্যোতমান্ বা প্রকাশমান্। “জাবা বর্ণ চবভন্ত এব জাবো জ্যোতনাং।”<sup>৯</sup> —জ্যোতমান হইযা স্ব স্ব বর্ণ অর্থাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ঋজি এবং উষাই জ্যোতন অর্থাৎ প্রকাশক্রিয়াব সহিত সম্বন্ধ বশতঃ।<sup>১০</sup>

“ঋজি এবং উষা উভয়েই জ্যো, জ্যোতন বা প্রকাশক্রিয়াব সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন, ঋজি জ্যোতমানা (প্রকাশময়ী) হয় নক্ষত্রেব জ্যোতিতে, উষা জ্যোতমানা হয় স্বীয় জ্যোতিতে।”<sup>১১</sup>

বিপুল বিস্তারহেতু পৃথিবীব নাম—“প্রথনাং পৃথিবীত্যাঙ্কঃ।”<sup>১২</sup> যাক বলেছেন, গো শব্দে ছালোককেও বোঝাব—“অথ জ্যোর্বং পৃথিব্যা অশ্বিদুয়ং গতা ভবতি।

১ অনুবাদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী

৪ নিকন্ত—১২১৪

৭ ঋগ্বেদ—২৪১২১

১০ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

২ ঋগ্বেদ—১৮২১০

৫ ঋগ্বেদ—২৪১২০

৮ অনুবাদ—বনেশচন্দ্র দত্ত

১১ অমরেশ্বর ঠাকুর, নিবন্ধ (ক বি)—পৃঃ ২২৩

২ নিকন্ত—১৮৭৭

৩ ঋগ্বেদ—৬৮৮১

৬ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৯ নিকন্ত—২২০১২

য়চ্চাত্মজ্যোতীংষি গচ্ছন্তি ।”<sup>১</sup> —আব গো শব্দ দ্যলোকবোধক, দ্যলোক পৃথিবীর উপরে বহুদূরে গিয়াছে, দ্যলোকে জ্যোতিষ্ক সঞ্চয়ন করে ।<sup>২</sup>

অ ত্তৌঃ সংস্পৃষ্টা জ্যোতির্ভিঃ পুণ্যকুন্ডিশ্চ ।<sup>৩</sup>

—দ্যলোক জ্যোতিমান্ পদার্থসমূহের দ্বারা এবং পুণ্যকাবক লোকসমূহের দ্বারা সংস্পৃষ্ট (পরিব্যাপ্ত) ।<sup>৪</sup>

ড্যৌস্ অর্থাৎ জ্যোতমান্ স্বয়ং প্রকাশ দেব,—যিনি সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতির সমানধর্মী, সমস্ত দেবতাব জনক । এই দেবতাকে আকাশ বলে পঞ্জিতবা গ্রহণ কবেছেন ।

“By far the most frequent use of the word Dyaus is as designation of the concrete ‘sky’ in which sense it occurs at least 500 times in the R. V. It also means ‘day’ about 50 times.”

আকাশ বা দিবা ড্যৌস্ নামে অভিহিত এবং যজ্ঞে পূজিত হইয়াছে, এ অর্থ গ্রহণ করা চলে না । মহাশূন্ত বা মহাকাশে পবিব্যাপ্ত যে সূর্যকব তাই ড্যৌস্—সর্বদেবের জনক । যে ড্যৌস্ গো বা আদিত্যকপী মধ্যস্থান দেবতা, তিনি প্রকৃত-পক্ষে সূর্য্যাকপী,—সূর্য্যাকপীই সীমাহীন জ্যোতির প্রকাশ । এই হিসাবে সূর্য-কবোন্ডানিত মহাকাশও ড্যৌস্ হতে পাবে । আব পৃথিবী সর্বদেব ও প্রাণীর মাতারূপে যজ্ঞাকপে আধাবকপে সূর্যকবের বিচরণক্ষেত্রকপে পিতৃস্থানীয় ড্যৌস্-এব সঙ্গে স্তত হইয়েছেন । আকাশ উৎসাহিত অগ্নিব আধাব এবং পৃথিবী পার্থিবাকপে আধাব ।

কোন কোন পঞ্জিত মনে কবেন যে দ্যু এবং ইন্দ্র মূলতঃ একই দেবতা । তবে প্রাচীনতব কালে দ্যুব প্রাধান্ত ছিল, ক্রমে ইন্দ্র দ্যুকে হঠিয়ে দিবে তাঁব স্থান দখল করে নিলেন । “There seems to be considerable ground for the opinion that Indra gradually superseded Dyaus in the worship of the Hindus soon after their settlement in India. As the praises of the newer god were sung, the other one was forgotten and in, the present day, whilst Dyaus is almost unknown, Indra is still worshipped, though in the vedas both are called the god of heaven.”<sup>৫</sup>

১ নিকন্ত—২।১৪।৮

২ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৩ নিকন্ত—

৪ অনুবাদ—অমরেশ্বর ঠাকুর

৫ Vedic Mythology—page 21

৬ Mindu Mythology—W. J. Wilkins, page 13-14

অধ্যাপক Benfey-ও এই অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "It may be distinctly shown that Indra took the place of the god of heaven, who in the Vedas is invoked in the vocative as Dyaus pitar (Heaven-father). This is proved by the fact that this phrase is exactly reflected in the Latin Jupiter and the Greek Zeus-pateras, a religious formula, fixed like many others before separation of the languages."<sup>১</sup>

এই একান্ত কাল্পনিক অভিমত কোন প্রকারেই স্বীকার করে নেওয়া যায় না। ইন্দ্র ও দ্যৌস মূলতঃ এক, একথা সত্য। কিন্তু ল্যাটিন 'জুপিটার' এবং গ্রীক 'জুস পতেবস্' শব্দের সঙ্গে 'দ্যৌস পিতর' শব্দের সাদৃশ্য থেকেই দ্যৌসকে ইন্দ্রের পূর্ববর্তী ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কি? বহির্ভারত থেকে আর্ষদেব ভারতে আগমনের ব্যাপাৰ্টি যেমন নিছক কাল্পনিকতা, তেমনি ভারতে আগমনের পূর্বে আর্ষদেব অবস্থাও তিমিরচ্ছন্ন। বৈদিক উল্লেখ থেকে দেখতে পাই যে, ইন্দ্র ও দ্যৌস পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ত ননই, বরঞ্চ অত্যন্ত বহুদেবতার মত সহধর্মী, সহধর্মী ও সহ-অবস্থানকারী। সকল দেবতাই বেদে সমান প্রাধান্য লাভ কবতে পারেন নি, অনেকেই পরবর্তীকালে হাবিছ অর্জন করতে পারেন নি। দ্যৌসও তাঁদেবই একজন।

অধ্যাপক ম্যাকডোনেল পূর্ববর্তী মতবাদকে স্বীকার কবে নিতে পারেন নি। তিনি বলেন, "But to speak of him (Dyaus) as the supreme god of Indo-European age is misleading, because this suggests a ruler of the type of Zeus and an incipient monotheism for an extremely remote period, though neither of these conceptions had been arrived at in the earlier Rgvedic times."<sup>২</sup>

ম্যাকডোনেলের এই অভিমত আংশিক সত্য। দ্যৌস বা জিউস সর্বশক্তিমান একেশ্বরের প্রতিভূ নন। আব বৈদিক যুগে একেশ্বরের ধারণা ছিল না এও সত্য নয়। দ্যৌস প্রকৃতই মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত স্বর্ধালোক। গ্রীক দেবতা Zeus ঋষিদের দ্যৌস-এব কপান্তর হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ইন্দো-ইউরোপীয় যুগের দেবতা Zeus বা দ্যৌস পূর্ববর্তী যুগে ভারতে ইন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়া নিছক কল্পনা বিলাস। এক স্বর্ধাশক্তি বা প্রাণশক্তি থেকে ভাবতীর্থ হিন্দুদের সকল দেবতারই



## উষা

বেদে নারী দেবতার সংখ্যা পুরুষ দেবতা অপেক্ষা অনেক কম। নারী দেবতার মধ্যে উষা প্রধান দেবতা। কাব্য হিসাবে উষাস্তম্ভগুলি বসিক পাঠক-মাজ্রেবই দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। অনেক ইউবোগীষ পণ্ডিত উষা স্তম্ভগুলিকে উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতাকপে গণ্য কবে থাকেন। উষাস্তবে ঋষি বলেছেন,—

সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা হুহিতর্দিবঃ ।  
সহ দ্যমেন বৃহতা বিভাববি রাবা দেবী দাম্বতী ॥  
অখাবতী গোমতীবিধ্বস্তবিদো ভুবি চ্যবন্তবস্তবে ।  
উদীরষ প্রতি মা স্নুত্ৱা উবশ্চোদ বাধো মধোনঃ ॥  
উবাসোবা উচ্ছাচ্ছ হু দেবী জীবা বথানঃ ।  
যে অস্তা আচরণেষু দধিবে সমুদ্রে ন শ্রবস্তবঃ ॥

\* \* \*

বিধ্বস্তা নানাম চক্ষুসে জগজ্জ্যোতিষ্কণোতি স্ননবী ।  
অপ জ্বেষো মধোনী হুহিতা দিব উষা উচ্ছদপ ত্রিধঃ ॥  
উব আ ভাহি ভান্ননা চক্রেণ হুহিতর্দিবঃ ।  
আবহন্তী ভূধ্বস্ত্য সোভগং ব্যুচ্ছন্তী দিবিষ্টিবু ॥  
বিশ্বস্ত হি প্রাণনং জীবনং জ্বে বি যচ্ছলি স্ননবি ।  
সা নো বথেন বৃহতা বিভাববি ঋষি চিত্রামযে হবম্ ॥\*

—হে দেবহুহিতা উষা। আরাদিগকে ধন দান করিবা প্রভাত কব;—হে বিভাববি। প্রভূত অন্নদান করিবা প্রভাত কব, হে দেবি। দানশীল হইবা (পশুকপ) ধনদান করিবা প্রভাত কব।

(উষা) অখযুক্তা গো সম্পন্ন এবং সকল ধনপ্রদাত্রী; (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্ত তাঁহাব অনেক (সম্পত্তি) আছে, হে উষা। আমাকে স্নুত্ব বাক্য, বল এবং ধনবানদিগের ধন দাও।

উষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত কবিতেন), অস্তম্ভ প্রভাত করিতেছেন, ধনলব্ধ লোক যেকপ সমুদ্রে (নৌকা) প্রেবণ কবে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সম্বীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে প্রেবণ কবেন।

তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে ; কেননা, সেই নেত্রী জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন এবং সেই ধনবতী স্বর্গহুহিতা বিধেয়দিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন ।

হে স্বর্গহুহিতে ! আত্মাদকব জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও এবং অন্ধকার দূর কর ।

হে নেত্রী উবা ! সমস্ত প্রাণীই চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেননা তুমি অন্ধকার দূর কর । হে বিভাবি ! তুমি বৃহৎ রথে আইস ; হে বিচিহ্ন ধনযুক্তে ! আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর ।<sup>১</sup>

উবা . ভদ্রেভিবাগহি দিবশ্চিপ্রোচনাদধি ।

বহংস্বকণ্ঠসব উপ স্বা সোমিনো গৃহং ।

সুপেশলং স্তুতং স্তুতং সমধ্যস্থা উবস্বং ।

তেনা স্তুতবলং জনং প্রাবান্ত হুহিতর্দিবঃ ॥<sup>২</sup>

—হে উবা ! দীপ্যমান আকাশের উপর হইতে শোভনীয় (যাগ) দ্বারা আগমন কর, অকণবর্ষ গাভীসমূহ তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া আসুক ।

হে উবা ! তুমি স্তুতপ স্তুতকব রথে অধিষ্ঠান কর, হে স্বর্গহুহিতে ! তদ্বারা হব্যদাতা যজমানের নিকট আইস ।<sup>৩</sup>

এতা উত্যা উবসঃ কেতুনক্রত পূর্বে অর্ধে বজ্রসো ভাহুসংজতে ।

নিষ্কথানা আশুধানীব ধৃস্বঃ প্রতি গাবোধ্রস্বীর্ধন্তি যাতবঃ ॥

অধি পেশাংসি বপতে নৃতুরিবাণোগুতে বক্ষ উশ্বেব বর্জহম্ ।

জ্যোতির্বিবশ্নৈ তুবনায় কুরতী গাবো ন ব্রজং বুবা আবর্তমঃ ॥

প্রত্যর্চা কশদস্তা অদর্শি বি তিষ্ঠতে বাধতে কৃষ্মতং ।

স্বরং ন পেশো বিদথেষজজিহ্বৈ দিবো হুহিতা ভাহুসংজতে ॥

বৃহতী দিবো অংতা অবোদ্যাপ স্বাবং সনৃত্যুযোতি ।

প্রমিনতী মনুত্যা যুগানি যোষা জাবস্ত চক্ষসা বিভাতি ॥<sup>৪</sup>

—উবা দেবতাগণ আলোক প্রকাশ করিষাছেন, এবং অন্তবীক্ষের পূর্বদিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন, যোদ্ধাগণ যেরূপ আশুধ সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ

১ অমুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ কয়েদ—১৮৯১ ২

৩ অমুবাদ—ভদ্র

৪ কয়েদ—১৮৯১, ৪, ৫, ১১

(স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার কবিষা গমনশীল, দীপ্তিমান এবং মাতৃগণ প্রতিদিবস গমন কবেন।

উষা নর্তকীর ছায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেকূপ (দোহনকালে) স্বীয় উদ্বঃ প্রকাশিত কবে, সেইরূপ উষাও বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেকূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ উষাও পূর্বদিকে গমন কবিষা বিশ্বভুবন প্রকাশ কবতঃ অন্ধকার বিল্লিষ্ট করিতেছেন।

উষাব উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্বদিকে দৃষ্ট হয়, পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত কবে। (পুৰ্বোহিত) যেকূপ যজ্ঞে আজ্যদ্বারা যুপকাঠ অঞ্জিত কবে, সেইরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন, স্বর্গহ্রিতা উষা দীপ্তিমান সূর্যের সেবা করিতেছেন।

উষা আকাশ প্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিমুক্ত করিষা সকলের নিকট বিদিত হবেন এবং ভগিনী নিশাকে অন্তর্হিত কবেন। প্রণবী (সূর্যের) স্ত্রী উষা মনুজগণের আশু (দিনে দিনে) হাস করিষা বিশেষরূপে প্রকাশিত হবেন।<sup>১</sup>

এইরূপ স্তম্ভর স্তম্ভব বর্ণনার উষাস্তম্ভগুলি পরিপূর্ণ। এই বিবরণে উষা সূর্যের পত্নী বা প্রণবীগীরূপে প্রকাশিত—“সূর্যস্ত যোষা”।<sup>২</sup> সূর্যের সঙ্গে উষার প্রণব-সম্পর্কে ঋগ্বেদে অন্ত্যত্রও পাওয়া যায়।

সূর্যো দেবীমুযসং যোচমানাং মর্ষো ন  
যোষামভ্যোতি পশ্চাৎ ॥<sup>৩</sup>

—কোন যুবা পুরুষ স্তম্ভরী বমণীকে যেভাবে অহুসবণ কবে, সূর্য সেইভাবে দীপ্তিমতী উষাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবেন।

উপো কল্পচে যুবতির্ন যোষা বিশ্বং জীব প্রসুবন্তী চবাবৈ।<sup>৪</sup>

—যুবতী যোষাব ছায় উষা সমস্ত জীবগণকে সম্ভাবার্থ প্রেবণ কবতঃ সূর্যের সমীপেই দীপ্তি পাইতেছেন।<sup>৫</sup>

স্বসদৃগ্ ভিরুক্ষভির্ভাহুশেৎ ॥ —(উষা) উত্তম তেজোবিশিষ্ট কিবণসমূহদ্বারা সূর্যকে আশ্রয় করিতেছেন।<sup>৬</sup>

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ ঋগ্বেদ—১।১৫।৫

৩ ঋগ্বেদ—১।১১।২

৪ ঋগ্বেদ—১।১১।১

৫ অনুবাদ—ভদ্রেশ

৬ ঋগ্বেদ—১।১০।১

এথা স্ত্রী নবমায়ূর্দ্ধানান গৃঢ়ী তমো জ্যোতিষোবা অবোধি ।

অগ্র এতি যুবতিহ্মরাণা প্রাচিকিভং সূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্ ॥<sup>১</sup>

—এই সেই উষা, যিনি নবযৌবন ধারণ করিয়া এবং জ্যোতিঃ ছায়া গৃঢ় তমঃ (বিনাশ কবিয়া) জাগ্রতিত হন । লজ্জাহীন যুবতীর স্ত্রী ইনি সূর্যের সম্মুখে আগমন করেন এবং সূর্য, যজ্ঞ ও অগ্নিকে জ্ঞাপিত করেন ।<sup>২</sup>

তানীদহানি বহ্লাভাসস্তা প্রাচীনমুদিতা সূর্যস্ত ।

যতঃ পরিজার ইবাচরস্তুযো দদৃক্ষে ন পুনর্বতীব ॥<sup>৩</sup>

—হে উষা! যে সকল তেজঃ সূর্যের উদয়ে তাহাব পূর্বে উদয় হয়, যাহাদিগেব গুণে তুমি কুলটাব স্ত্রী না হইবা পতিসমীপগামিনী বয়সীর স্ত্রী পবিত্র হও, তোমার সেই সকল তেজ প্রভূত ।<sup>৪</sup>

কন্তেব তম্বা শাশদান<sup>৫</sup> এষি দেবি দেবমিয়ক্ষমাণং ।

সংস্রম্যমানা যুবতিঃ পুবস্তাদাবির্বক্ষাসি কৃশুবে বিভাতি ॥<sup>৬</sup>

—দেবি । কন্তাব স্ত্রী শবীবাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল দীপ্তিমান (সূর্যেব) নিকট গমন কব । (পবে) যুবতীর স্ত্রী অত্যন্ত দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া জীবৎ হস্ত কবতঃ তাহাব সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কব ।<sup>৭</sup>

‘যোবা জাবস্ত চক্ষসা বিভাতি ।’<sup>৮</sup> —জার সূর্যের যোবা (প্রাণবিণী) প্রকাশিত হইছেন ।

কিন্তু উষা ও সূর্যের পূর্বোক্তরূপ সম্পর্কের বিরুদ্ধ সম্পর্কও ঋগ্বেদে বর্ণিত হইছে । এক্ষেত্রে উষা সূর্যেব প্রাণবিণী নন,—সূর্যেব মাতাও ।

ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিবাগাক্রিঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভা ।

যথা প্রসূতা সবিতুঃ সবায়<sup>৯</sup> এবা বাক্র্যবসে যোনিমাতৈবক্ ॥

কশবৎসা কশতী খেভ্যাগাদাতৈব কৃষ্ণা সদনান্তস্তাঃ ।

সমানবংধু অমৃতো অনুচী ছাবা বর্ষচবত আমিনানে ॥<sup>১০</sup>

—জ্যোতিসমূহেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতি (উষা) আদিষাছেন ; তাহাব বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশকও (বসি) ব্যাপ্ত হইবা প্রকাশ হইষাছে । যেরূপ বাজি সবিতার প্রসূত, সেইরূপ বাজিও উষাব উৎপত্তির জন্ত জন্মস্থান কল্পনা করিষাছেন ।

১ ঋগ্বেদ—৭।৮।২

২ অনুবাদ—ভদেব

৩ ঋগ্বেদ—৭।৭৬।৩

৪ অনুবাদ—সমশচক্ষ দন্ত

৫ ঋগ্বেদ—১।১২৩।১০

৬ অনুবাদ—ভদেব

৭ ঋগ্বেদ—১।৯২।১১

৮ ঋগ্বেদ—১।১১৩।১-২



দীপ্তিমতী গুহাবর্ণা সূর্যের মাতা উষা আসিয়াছেন, কৃষ্ণবর্ণা (রাত্রি) স্বীয় স্থানে গিয়াছেন, বাত্রি ও উষা উভয়েই (সূর্যের) বন্ধু এবং উভয়েই অমর। একে অস্ত্রের পব আগমন করেন এবং একে অস্ত্রের বর্ষ বিনাশ করেন। এইরূপে তাঁহারা দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করেন।<sup>১</sup>

উষা শুধু সূর্যের মাতা নন, তিনি বাত্রির মত সূর্যের বন্ধুও। বাত্রির সঙ্গে উষার সম্পর্ক প্রতিস্পর্ধিতও। উদ্ধৃত ঋক্‌যুগলেনবও প্রথমটি (১।১১০।১) সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “সূর্যের অন্তঃগমনের পব বাত্রি আইসে, এই এক বাত্রি সূর্যের সন্তান, বাত্রির পর উষা আইসে, এইজন্য উষা বাত্রির সন্তান।”<sup>২</sup>

রাত্রি ও উষাকে দুই বোনরূপেও বর্ণনা করা হইবেছে :

সমানো অধ্বা স্বস্ত্রায়নং তন্তুমত্ৰাত্তা চরতো দেবশিষ্টে ।<sup>৩</sup>

—এই ভগ্নীদ্বয়েব (বাত্রি এবং উষা) একই অনন্ত সঞ্চরণমার্গ দীপ্তিমান (সূর্য কর্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা একের পর অস্ত্রে সেই পথে বিচরণ করেন।<sup>৪</sup>

স্বসা স্বস্ত্রে জ্যায়তৈস্ত যোনিমারৈক্ ।<sup>৫</sup> —স্বসা (বাত্রি) জ্যোষ্ঠ স্বসাকে (উষাকে) উৎপত্তিহীন (অপব রাত্রিরূপ) প্রদান করিয়াছেন।<sup>৬</sup>

উষা সূর্য অগ্নি ও যজ্ঞের জন্মদাত্রী :

অঙ্গীজনন্ত্ সূর্যং যজ্ঞমগ্নিম্ ।<sup>৭</sup>

উষা কেবল সূর্য ও অগ্নির মাতা নন,—তিনি দেবগণেরও জননী, সেইহেতু তিনি অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী,—অদিতিবই অস্ত্র মূর্তি।

মাতা দেবানামদিতেবনীকং যজ্ঞস্ত কেতুর্বৃহতী বিতাহি ।<sup>৮</sup>

—হে উষা! তুমি দেবগণের মাতা, অদিতির প্রতিস্পর্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কব, বিতীর্ণ হইয়া দান কব।<sup>৯</sup>

উষা আবার অগ্নির (সুতবাং সূর্যের) কন্যা, অগ্নি বা সূর্যকন্যা উষায় নিজ দীপ্তি প্রদান করে থাকেন—

দেবো হুহিতরি দ্বিধিং ধাৎ ।<sup>১০</sup>

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত    ২ ঋষিদের বঙ্গানুবাদ—১ম, পৃঃ ২৫৫    ৩ ঋষি—১।১১০।৩

৪ অনুবাদ—ভদেব

৫ ঋষি—১।১২৪।৮

৬ অনুবাদ—ভদেব

৭ ঋষি—৭।৭৮।৩

৮ ঋষি—১।১১৩।১০

৯ অনুবাদ—ভদেব

সমেশচন্দ্র লিখেছেন, “বাক্সি অগ্নিব পত্নী, উবা বাক্সিব পব উৎপন্ন, এইজন্ত উবাকে অগ্নিব দুহিতা বলা হইয়াছে।”<sup>১</sup> প্রকৃতপক্ষে উবা সূর্যরূপী অগ্নিব তেজে উৎপন্ন বলেই অগ্নিব কন্যা। উবা অগ্নিব প্রণয়ীও। অগ্নি উবার পশ্চাতে গমন কবেন—

স্বসাবং জারো অভ্যোতি পশ্চাৎ ।<sup>২</sup> —অগ্নি উপপত্তিব ন্যায উবাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছেন।

শুধু তাই নয়, উবা ভগেব ও বকণেব ভগিনী :

ভগন্ত স্বনা বরুণন্ত জামিকবঃ স্নুতে প্রথমা জরব ॥<sup>৩</sup>

—হে স্নুতা উবা ! তুমি ভগেব ভগিনী এবং বকণেব জামি, তুমি প্রথমা, তোমাকে সকলে স্তব ককক ।<sup>৪</sup>

জামি শব্দের অর্থ সমেশ দত্তের মতে ভগিনী। এই ঋকে উবাকে বলা হয়েছে প্রথমা অর্থাৎ প্রথমজাতা,—স্বতরাং আত্মাশক্তি—“Primordial force that produced everything”<sup>৫</sup> এই হিসাবে উবা ও অদ্বিতি একই শক্তি—একই দেবতা।

একই উবা ও সূর্যের সম্পর্ক ঋষি কবিব কল্পনায় কখনও পিতা ও কন্যা, কখনও মাতা ও পুত্র, কখনও প্রণয়ী ও প্রণয়িণী, কখনও ভ্রাতা ও ভগিনী। এই-রূপ বিকল্প সম্পর্ক কল্পনা বৈদিক কবিদের পক্ষে একেবারেই নূতন নয়। অদ্বিতি থেকে দক্ষের জন্ম এবং দক্ষ থেকে অদ্বিতির জন্ম—এইরূপ বিপরীত সম্পর্ক কল্পনা বেদে স্পষ্টচূষ। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস এইরূপ অদ্ভুত কল্পনা সম্পর্কে লিখেছেন, “... ..this refers to the odd and fanciful way in which the Vedic bards loved to indulge in revolting descriptions of the relations between a God and a goddess who could not be explained, like the Sun and the dawn, as performing the parts of both husband and wife, father and daughter, and son and mother”<sup>৬</sup>

একটি ঋকে উবাকে বলা হয়েছে ‘অহনা’—গৃহং গৃহমহনা যাত্যচ্ছা দিবে দিবে।<sup>৭</sup> —অহনা নম্রভাবে প্রত্যাহ প্রতিগৃহ অভিমুখে গমন কবেন।<sup>৮</sup>

১ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম-পৃঃ ১৩৩

২ ঋগ্বেদ—১।১৩৩

৩ ঋগ্বেদ—১।১২৩৫

৪ অনুবাদ—সমেশচন্দ্র দত্ত & Rgvedic culture—page 101

৫ Rgvedic culture—page 100-101

৬ ঋগ্বেদ—১।১২৩৪

৮ অনুবাদ—সমেশচন্দ্র দত্ত

যাক্বেব মতে অহনা উষাৰ নাম। রমেশচন্দ্রের মতে অহনা গ্রীকদেবী Athena-র (Minerva) প্রতিকৃপ। “ঋগ্বেদে উষাকে একস্থানে ‘অহনা’ নাম দেওয়া হইয়াছে; গ্রীকদিগের স্তুতির দেবী Athena (ঋগ্বেদে লাটিনেরা মিনার্তা কহে) এই অহনার কপাস্তব মাত্র।”<sup>১</sup>

গ্রীক ও রোমেও উষা বিভিন্ন নামে উপাসিত হতেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন, “উষা আৰ্যদিগের এক অতি প্রাচীন উপাস্ত দেব ছিলেন, স্তুতবাং আৰ্যজাতির ভিন্ন শাখায় মধ্যে তাঁহার নাম ও উপাসনা দেখা যায়। গ্রীকদিগের *Προ* এবং লাটিনদিগের *Aurora* উষা নামের কপাস্তব মাত্র। কিন্তু কেবল যে উষা নামের প্রতিকৃপ গ্রীকদিগের মধ্যে পাওয়া যায় এমন নহে, উষার অনেকগুলি নামই গ্রীক ধর্মে পাওয়া যায়।”<sup>২</sup>

রমেশচন্দ্র বাজেন্সলাল মিত্রের একটি অভিমত উদ্ধৃত কবেছেন। বাজেন্সলাল লিখেছেন, “The heroine of the stories must be the dawn aptly represented as a charming maiden and her names in the Rigveda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Saramā and Saranyu and all these names re-appear among the Greeks as Argynoris, Briseis, Daphne, Eos, Helen and Brinyas.”<sup>৩</sup>

বেদের সবু্য ও সবমা যে উষাই সে বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হইছে।

উষার কপ-গুণ ও কর্ম আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে উষা সূর্যেরই উদয়-পূর্বকালীন জ্যোতি, স্তুতবাং সূর্যের এককপ। ঋগ্বেদও বলছেন, “ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিবাং জ্যোতিবাগাং ..।” —জ্যোতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি এই উষা আগমন করছে।

উষা নামের ব্যাখ্যা যাক্ লিখেছেন, “উষা বটে: কান্তিকর্মণ: উচ্ছতেবিতবা মাধ্যমিকা।”<sup>৪</sup>

নিরুক্তকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা কবে অমরেশ্বর ঠাকুর বলেছেন, “দ্ব্যস্থানা উষা কান্ত্যর্থক ‘বশু’ ধাতু হইতে নিস্পন্ন—উষা কান্তা অর্থাৎ কমনীয়া বা অভীষিতা; মধ্যমস্থানা উষা = বিদ্বাং—বিবাসনার্থক উচ্ছ ধাতু হইতে নিস্পন্ন, বিদ্বাং মেঘ

<sup>১</sup> ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, ১ম-পৃ: ৬৭, ১১০০২২ শ্লোকের টীকা

<sup>৩</sup> Primitive Aryans—Indo-Aryans, vol II.

<sup>৪</sup> নিকন্ত—১১১৫৫

<sup>২</sup> ভদেব

<sup>৪</sup> ঋগ্বেদ—১১১৩১১

হইতে জল বিবাসিত (নিষ্কাশিত) করে অথবা মেঘ হইতে ইন্দ্র কর্তৃক বিবাসিত বা নিষ্কাশিত হয়।”<sup>১</sup>

অগ্নি যাস্ক লিখেছেন :

‘উষোনামাহুত্ববাণি ষোড়শ, উষাঃ কস্মাদুচ্ছতীতি সত্য্য্য রাত্রেরপরঃ কালঃ।’<sup>২</sup>

তাৎপর্য :

“রাত্রি নামের পরেই বিতাবনী, সুনরী প্রভৃতি উষার ষোড়শ নাম অভিহিত হইয়াছে। উষস্ এই নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন কবিতেছেন। বিবাসনার্থক ‘উচ্ছ’ ধাতুৰ উত্তর অসি প্রত্যয়ে উষঃ শব্দের নিম্পত্তি। উষা অন্ধকাবকে বিবাসিত (দুবীভূত) কবে। উষা বলিতে বুঝায় রাত্রি অপব কালকে অর্থাৎ রাত্রির অব্যবহিত পববর্তী যে সময় তাহাকে; ইহার পরে রাত্র্যাংশ আর অবশিষ্ট থাকে না।”<sup>৩</sup>

প্রাতঃসন্ধ্যা বা উষাকাল সম্পর্কে বরাহমিহির লিখেছেন, “তেজঃ পবিহানি-মুখাং তানোবধাদিযং যাবৎ।”<sup>৪</sup> —(অর্থাৎ) নক্ষত্রাদি তেজ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে সূর্যের অর্ধোদয়কাল পর্যন্ত উষা।

অতএব সূর্যোদয় পূর্বকালে প্রকাশিত সূর্যকিবর্ণই উষা নামে স্বীকৃত এবং স্তুত। আব সেইজন্যই মাধ্যমিক দেবতা বা অন্তরীক্ষ দেবতার (বিদ্যায়) সন্দেহ উষাব অভিন্নতা। সূর্যোদয়কালের পূর্ববর্তীকালটি উষা বা সবগু্য হওয়ার এই সময়কার সূর্য ও অগ্নি অশ্বিন নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য উষাকে মানবমনের উষালয় বলে গ্রহণ করেছেন—  
“The dawn is the inner dawn which brings to man all the varied fullness of his widest being, force consciousness, joy, it is radiant with its illuminations, it is accompanied by all possible powers and energies, it gives man the full force of vitality so that he can enjoy the infinite of that vaster existence.”<sup>৫</sup>

যোগীবাজ উষা দেবতার যৌগিক ব্যাখ্যা দিলেও বৈদিক বিবরণ থেকে উষাকে সূর্যেব একটি অবস্থা বা কালরূপেই গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত।

১ নিবৃত্ত (ক. বি) —পৃ: ১২১০

২ নিবৃত্ত—২১৮১০

৩ নিবৃত্ত, পৃ: ২৮৮—অমরেন্দ্র ঠাকুর

৪ বৃহৎসংহিতা—৪৭২১

৫ On the veda—page 157

## অপ্সরা, উর্বশী ও পুন্ডরিকা

ভরতমুনিব নাট্যাশাস্ত্রে ব্রহ্মা সৃষ্টি কবেছিলেন অপ্সরাদেব স্বর্গে ভরতমুনিব  
প্রয়োজনায় নাট্যাভিনয়ে স্ত্রীভূমিকা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ।

ততোহন্যজন্ মহাতেজা মনসাঃপ্‌সরসো বিভুঃ ।

নাট্যালাংকাবচতুবাঃ প্রাদান্ মহ্যং প্রবোগতঃ ॥

মঞ্জুকেশীং হুকেশীং চ মিশ্রকেশীং স্থলোচনাম্ ।

সৌদামিনীং দেবদত্তাং দেবসেনাং মনোবমাম্ ॥

হৃদতীং হৃন্দবীং চৈব বিদম্ভাং বিবিধং তথা ।

স্থমালাং সন্ততিং চৈব স্থনন্দাং স্থমুখীং তথা ॥<sup>১</sup>

অপ্সবাগণ ব্রহ্মার মন থেকে সৃষ্ট। এদের সংখ্যা কত তা কে জানে ?  
নাট্যাশাস্ত্রেব তালিকায মঞ্জুকেশী, হুকেশী, মিশ্রকেশী, স্থলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা,  
দেবসেনা, মনোবমা, হৃদতী, হৃন্দবী, বিদম্ভা, স্থমালা, সন্ততি, স্থনন্দা ও স্থমুখী  
নানী অপ্সবাদেব নাম উল্লিখিত হয়েছে ।

পুবাণে অপ্সবাগণ দেবসভায় নর্তকী—রূপোপজীবিনী—দেববাজ ইত্যেব  
অাজ্জাবর্তিনী । মেনকা, বস্তা, স্থতাচি প্রভৃতি পুবাণ-প্রসিদ্ধ অপ্সবা । উর্বশী  
অপ্সবাদেব মধ্যে প্রধানা—রূপে সর্বোত্তমা ।

কুম্ভধজুর্বেদে অগ্নিব বধে অপ্সবাগণ অবস্থান কবেন । অগ্নিব বধেব পূর্বভাগে  
পুঞ্জিকস্থলা ও কুতস্থলা, দক্ষিণে মেনকা ও সহজগ্ভা, পশ্চাতে প্রমোচস্তী, উত্তরে  
বিম্বাচী ও স্থতাচী এক উল্লেহ উর্বশী ও পূর্বচিহ্নিত ।<sup>২</sup>

ঋগ্বেদেও অপ্সবাদেব উল্লেখ আছে :

সমুজ্জিষা অপ্সরসো মনীষিণমাসীনা অন্তবন্তি সোমমবক্ষণ্ ॥<sup>৩</sup>

—আকাশ বিহারিণী কয়েকজন অপ্সবা আসিয়া মধ্যে উপবেশন পূর্বক  
স্থপাঙিত সোমবসকে প্রস্তুত কবিল ।<sup>৪</sup>

বৈদিক অপ্সরা অবশ্যই কোন শবীরা জীব নহ । জলে বায়ু সরণ বা গমন  
করেন, ক্রীড়া করেন, অথবা জগৎগ্রহণ করেন তাঁরাই অপ্সরা । যাক্‌ও বলেছেন,

“অপ্সবা অপ্সারিণী”<sup>৫</sup>—অর্থাৎ অপ্সবা অর্থ জলচাৰিণী । পণ্ডিত Gold

১ নাট্যাশাস্ত্র—১৪৭-৪২

২ কুম্ভধজু—৪৪৪৪১০

৩ ঋগ্বেদ—২১৭৮৩

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ বিকৃত—৫১১৩২

Stoker মনে কবেন যে স্বর্ষক্ৰিবেণে সৃষ্ট মেঘকণতা প্রাপ্ত জলীয় বাষ্পই অপ্সবা,  
—“Personifications of the vapours which are attracted by the  
Sun or form into mist or cloud”<sup>১</sup>

কিন্তু আমরা জানি যে ঋগ্বেদে দুই প্রকার জলের বর্ণনা আছে। মর্ত্যলোকের  
সমুদ্রের অল্পকণ মহাকাশকে ঋষিগণ সমুদ্র বলে উল্লেখ করেছেন। স্ততরাং যে  
জলে অপ্সবাবৃন্দ বিহাব কবেন বা জাত হন সেই অপ্স বা জল অবশ্যই আকাশ-  
সমুদ্রের জল। আকাশ-সমুদ্রে জয়গ্রহণ বা বিচরণ কবে স্বর্ষবান্ধি। উষাকালে  
অন্ধকাব অপসৃত হলেই ধীবে ধীয়ে স্বর্ষকবেব আকাশলাগব পাণ্ডি দেওয়ার ঘটনা  
নিত্য ঘটছে। এই সময়েই যজ্ঞার্থে সোমবস প্রস্তুত করা হব। ঋগ্বেদেব আর  
একটি ঋকে (৯।১১০।৩) বলা হয়েছে যে স্বর্ষেব দুহিতা স্বর্গ থেকে সোমকে আহবণ  
কবেছেন এবং গন্ধর্বগণ সমাদরে সোমকে গ্রহণ কবেছেন। স্বর্ষের দুহিতা উষা  
আব অপ্সবা প্রায় একই বস্তু। স্বর্ষের কন্যা (স্থানবিশেষে মাতা বা পত্নী) কখনও  
একবচনে কখনও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। উষাকালের স্বর্ষবান্ধিনিচবই  
জ্ঞানিদে অপ্সরারূপে বর্ণিত হয়েছে। ঋগ্বেদে পুরুষবা ঐল অর্থাৎ ইলাব পুত্র—  
পুবাণেও তিনি বুধ ও ইলাব পুত্র,—ইলা যজ্ঞায়ি। অগ্নির পুত্র স্বর্ষ অথবা স্বর্ষেব  
পুত্র অগ্নি এরূপ প্রয়োগ বৈদিক মন্ত্রে অনেক আছে।

গন্ধর্বদেব সঙ্গে অপ্সবাদেব সম্পর্ক ঘনিষ্ট। কোথাও কোথাও অপ্সবাগণ গন্ধর্বদেব  
পত্নী। একটা ঋকে গন্ধর্বী এবং অপ্যা যোষণা শব্দ দুটাব সাক্ষাৎ লাভ করি :

রূপদগন্ধর্বাবপ্যা চ যোষণা ১১।<sup>২</sup>—গন্ধর্বী অপ্যা যোষণা স্তব করছেন।

আচার্য বোগেশচন্দ্রেব মতে ‘অপ্যা যোষা’ শব্দে অপ্সবাকে বোঝায়।  
অপ্যা যোষিৎ শব্দেব অর্থ জলীয় বা জলবাষ্পীয় যোষিৎ। আচার্য রাযেব মতে  
সবগু ও সবর্ণী দুই অপ্সবা।<sup>৩</sup> রমেশচন্দ্রেব মতে ‘অপ্যা যোষণা’-ব অর্থ  
উষা। সবগুও উষা। সবর্ণী (পুবাণের ছাষা) উষাবই অল্পকণ—অর্থাৎ উষা-  
কালেব পববর্তী অবস্থা। গন্ধর্ব বলতে স্বর্ষকেই বোঝানো হয়েছে। রমেশচন্দ্র  
লিখেছেন, গন্ধর্ব অর্থে যদি স্বর্ষ হব তবে গন্ধর্বী অর্থেও স্বর্ষপত্নী উষা।<sup>৪</sup>

অন্য একটি ঋকে যমীর বক্তব্যের উত্তরে যম বলেছেন,—গন্ধর্ব আমাদের পিতা,  
আপ্যা যোষা আমাদের মাতা—“গন্ধর্বো অপ্সপ্যা চ যোষা।”<sup>৫</sup> সায়নার্য এখানে

১ Muir's Sanskrit, Text, vol. V (1884)—page 345

২ ঋগ্বেদ—১০।১১।২

৩ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, পৃ: ২৭-২৮

৪ ঋগ্বেদেব বঙ্গানুবাদ—২য়, পৃ: ১৪০২, ১০।১১।২ ঋকের টিকা।

৫ ঋগ্বেদ—১০।১০।৪

গন্ধর্ব অর্থে বিবস্বান বা সূর্য এক অপ্যা যোবা অর্থে সবণ্য বা সূর্যপত্নী উভাকে গ্রহণ করেছেন। Maxmuller-ও সাযনাচার্যের মতকেই স্বীকার কবে নিয়েছেন, —“In 10.10.4, I take Gandharva for Vivasvat Apya Yosha for Saranyu in accordance with Sayana....”

কৃষ্ণজুবর্দে গন্ধর্ব ও অপ্সবার স্বকপ স্পষ্টভাবেই কথিত হয়েছে—“সূর্যো গন্ধর্বস্তত্র মবীচযোহপ্সবসঃ।”

—সূর্য গন্ধর্ব, তাঁর কিরণসমূহ অপ্সবাবৃন্দ।

কেশী নামক এক দেবতা অপ্সবা-গন্ধর্বদের ও যুগগণের বিচরণস্থানে বিচরণ করেন—অপ্সবস্যাং গন্ধর্বাণাং যুগাণাং চবণে চরণ।”<sup>১</sup>

কেশী দেবতাটি কে? স্বর্ষে বলছেন,

কেশ্মিন্নি কেশী বিবং কেশী বিভর্তি বোদনী।

কেশী বিশং বদৃশে কেশীদং জ্যোতিকচ্যতে ॥<sup>২</sup>

—কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনিই ছ্যালোকে ও ছুলোকে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতিঃ, ইহাবই নাম কেশী।<sup>৩</sup>

জ্যোতিঃস্বকপ কেশী দেবতা, যিনি আলোক দ্বারা বিশ্বভুবন দর্শনযোগ্য করেন, তিনি সূর্য ছাড়া আর কে হতে পারেন? কিরণমালাই সূর্যের কেশ। অতএব তিনি কেশী।

সূর্যস্মির্হবিকেশঃ।<sup>৪</sup> —সূর্যের বশ্মিই হবিস্বর্ষ কেশ।

বাঙ্ক বলেছেন, “কেশী কেশা স্পন্দয়ন্তিস্তবান্ ভবতি, কাশনাচ্চ প্রকাশনাচ্চ।”<sup>৫</sup>  
—কেশ শব্দের অর্থ বশ্মি,—বশ্মি যাব আছে সে-ই কেশী। কাশন অর্থাৎ দীপ্তি-হেতু অথবা প্রকাশ হেতু আদিত্য কেশী। ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর বলেন, “কেশী নভোমণ্ডল প্রদীপ্ত আদিত্য। কেশ অর্থাৎ কেশহানীর বশ্মিসমূহ আছে বলিষাই আদিত্যের নাম কেশী।”<sup>৬</sup>

অগ্নি ও শোচিকেশ<sup>৭</sup> অর্থাৎ উজ্জ্বল কেশসময়িত। আদিত্যই অগ্নির ধাবক, তিনিই জলের ধাবক অর্থাৎ রসগ্রহণকাবীও বৃষ্টিদাতা। কেশী জয়—ঋতুতে

১ Science of Language (1882) vol II—page 529

২ স্বর্ষে—১০।১৩৬।৬

৩ স্বর্ষে—১০।১৩৬।১

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঐ —১০।৩৯।১

৬ দ্বিরুক্ত—১২।২৬।৩

৭ বিবৃত—(ক বি)—পৃঃ ১৩১২

৮ ঐ —১।৪৫।৬

স্বভূতে জগৎকে অল্পগ্রহ করেন—“জঘঃ কেশিনী স্বভূতা বিচক্ষতে।”<sup>১</sup> এই তিন-কেশীর তাৎপৰ্য কি ? সূৰ্যের তিনরূপ—অগ্নি, বিজ্যুৎ ও সূৰ্য অথবা প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সাংকলীন অবস্থায় সূৰ্য অথবা তিন প্রধান স্বভূতে প্রকাশিত সূৰ্য। যাক্বেয় মতে পার্থিবায়ি, আদিত্য ও বায়ু তিন কেশী।<sup>২</sup> অপ্সরা ও গন্ধর্বের সঙ্গে কেশী বা সূৰ্যের বিচরণেব তাৎপৰ্য স্পষ্ট।

যাক্বেয় অপ্সরা শব্দের অল্পপ্রকাশ ব্যুৎপত্তিও প্রদর্শন কবেছেন। তাঁর মতে “অপ্স ইতি রূপ নাম, অপ্সাতেবপ্সানীযং ভবত্যাদর্শনীযং ব্যাপনীযং বা।”<sup>৩</sup>—অপ্স শব্দরূপার্থক, রূপময়ী ভোগাতীত দর্শনযোগ্য অপ্সরা অথবা সর্বব্যাপিকা। “অপ্সো নামেতি ব্যাপিনঃ।”<sup>৪</sup>—অপ্সো অর্থে ব্যাপক। অতএব যাক্বেয় এই অর্থ অল্পসারেও ভোগাতীত কেবলমাত্র প্রেক্ষণীয়া সর্বব্যাপিনী যে উষা বা উষঃপ্রভা অপ্সরা শব্দাভিধেয়। নিষক্টুতে (১১৩) অন্তবীক্ষেণ ধোলাটি নামের অন্ততম আপঃ বা অপ্। স্তবৎ অপ্ বা অন্তবীক্ষে বিচরণকাবিনী অর্থে অপ্সরা শব্দটি স্থিতি।

উৰ্বশী অপ্সরাদেব মধ্যে প্রধান। স্বর্ষেদে পুরুষবা ও উৰ্বশী কথোপকথন বিবৃত হয়েছে।<sup>৫</sup> উৰ্বশী চাবিবৎসব পুরুষবাব সঙ্গে অবস্থান কবাব পব এবং পুরুষবাব ঔরসজাত পুত্র ভূমিষ্ঠ হওযাব পব পুরুষবাকে ত্যাগ কবে যাচ্ছেন, আব পুরুষবা আকুল আহ্বানে উৰ্বশীকে ধবে রাখতে চাইছেন। পুরুষবা বলছেন,—

হাবে জাষে মনসা তিষ্ঠ বোবে বচাংসি মিত্রা কণুবাবহৈ হু।

ন নৌ মজ্জা অহুদিতাস এতে ময়স্কবন্ পবতবে চনান্।<sup>৬</sup>

—হে পত্নি। তোমাব চিন্ত কি নিষ্ঠুর। অতি শীঘ্র চলিযা যাইও না, আমাদিগের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক হইতেছে। এক্ষণে মনেব কথা যদি উভয়ে প্রকাশ কবিযা না বলা হয়, ভবিষ্যতে স্ত্রণেব বিষয় হইবেক না।<sup>৭</sup>

পুরুষবাব আকুল আহ্বানে উৰ্বশীর মন গললো না। তিনি পুরুষবাকে সাঙ্ঘনা দিযে চলে গেলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে এই কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। এখানে অপ্সরা উৰ্বশী পুরুষবাকে কামনা কবেছিলেন। তিনি পুরুষবাকে ধবাও দিযেছিলেন; কিন্তু সৰ্ত ছিল নয় অবস্থায় বাজা তাঁকে দেখবেন না। দৈবক্রমে

১ স্বর্ষেদ—১।১৬৪।৪৪

২ নিষক্ট—১২।১১

৩ নিষক্ট—৫।১৩।৩

৪ নিষক্ট—৫।১৩।৬

৫ স্বর্ষেদ—১০।৮৫।১

৬ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত



নয় অবস্থায় উর্বশী পুরুষের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় উর্বশী রাজাকে পরিত্যাগ করে গেলেন।

উর্বশী আপ্সবাঃ পুরুষবর্মেজ চকমে তং হ বিদ্যমানোবাচ জিঃ শঃ মাহৌ বৈনসেন দণ্ডেন কৃতাদিকামাং মা নিপজ্ঞানৈ যো শ্ব স্বা নয়ং দর্শয়েব বৈন জীণামুপচার ইতি ।<sup>১</sup>

—অপ্সবা উর্বশী ইলাপুত্র পুরুষবাকে কামনা কবেছিলেন। তাঁকে প্রাপ্ত হয়ে তিনটি শর্ত করলেন, দিবাভাগে মিলন হবে না, অকামা আমাতে মিলন হবে না, তোমাকে নয় দর্শন কববো না,—এই তিনটি স্বী-উপচার পালনীয়।

পববর্তীকালে পুবাণে-কাব্যে পুরুষবা ও উর্বশীৰ কাহিনী জনপ্রিয় উপাখ্যানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বামনপুবাণে দেখি বৃষ্ ও ইলাব পুত্র পবাক্রান্ত ব্রহ্মবাদী ধর্মজ্ঞ পুরুষবাকে উর্বশী স্বেচ্ছায় বরণ কবেছিলেন।

তং ব্রহ্মবাদিনং দাস্তং ধর্মজ্ঞং সত্যবাদিনং ।

উর্বশী ববষামাস হিহা মানং যশস্বিনী ॥<sup>২</sup>

—পুরুষবা উর্বশীৰ সঙ্গে বহু বৎসর দেবাদ্ব্যবিত অবণ্য প্রদেশে ঘাপন করার সময়ে উর্বশী ব্রহ্মশাপে মানবদেহ প্রাপ্ত হলেন। ব্রহ্মশাপ মুক্তির উদ্দেশ্যে তিনি নিরম কবলেন, নয় দর্শন কববেন না, অকামা অবস্থায় মৈথুন হবে না, শযন কক্ষে দু'টি মেঘ থাকবে এবং কেবলমাত্র দ্ব্যত ভোজন কববেন।

আত্মনঃ শাপমোক্ষার্থং নিষয়ং সা চকাব তু

অনয়দর্শনৈব অকামাং সহ মৈথুনম্ ।

দ্বৌ মেঘৌ শযনাভ্যাসে স স তাবৎ ব্যবতিষ্ঠতে

দ্ব্যতমাত্রং তথাহাবঃ কালমেককন্ত পার্থিব ॥<sup>৩</sup>

এইভাবেই উর্বশী চৌষষ্ঠি বৎসর কাটালেন। মানবী উর্বশীকে স্বর্গে আনার জন্য গন্ধর্বগণ চেষ্টিত হলেন। বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব এই উদ্দেশ্যে এক রাত্রে উর্বশীর পালিত মেঘ দু'টিকে একে পর এক হরণ কবলেন। উর্বশীৰ কাতব আস্থানে বাজা মেঘ উদ্ধারে অগ্রসর হলেন নয় অবস্থাতেই। গন্ধর্বের মায়ায় রাজগৃহ আলোকিত হোল ; নয় বাজাকে দেখে শাপমুক্তা উর্বশী অদৃষ্টা হলেন।

নয়ং দৃষ্ট্বা তিবোহিভূং সা অপ্সবা কামকপিনী ।<sup>৪</sup>

বিরহী রাজা উর্বশীর অল্পসন্ধানে পৃথিবী পর্যটন করলেন। অবশেষে কুরুক্ষেত্রে প্রক্ষতীর্থে জলক্রীড়াবতী পঞ্চসখীসহ উর্বশীকে বাজা দেখতে পেলেন। রাজার প্রার্থনায় উর্বশী এক বাজি রাজার সঙ্গে বাস করলেন এবং তাঁর গর্ভস্থিত সন্তানকে-বাজাব হস্তে প্রত্যর্পণের অঙ্গীকার করলেন।

উর্বশী হ্রববীর্চেনঃ সগর্ভাহং হৃষা প্রভো।

সংবৎসবাৎ কুমারস্তে ভবিতা নৈব সংশয়ঃ।

নিশামেকান্ত বৈ রাজা অবসন্তু তবা সহ।<sup>১</sup>

এক বৎসব পরে উর্বশী রাজার কাছে আবার ফিরে এলেন এবং একবাজি-রাজার সঙ্গে বাস করলেন। বাজা উর্বশীকে স্থায়ীভাবে কামনা করলেন। উর্বশী রাজাকে পরামর্শ দিলেন গন্ধর্বদের কাছ থেকে উর্বশীকে প্রার্থনা করে নিতে। গন্ধর্বগণও রাজার প্রার্থনা পূর্ণ করলেন ‘তথাস্ত’ বলে।

ব্রূণে নিত্যং হি সা লোকাং গন্ধর্বাণাং মহাম্মনাম্।

তথোত্থ্যক্তা বৎস বত্রে গন্ধর্বাচ্চ তথাস্থিতি ॥<sup>২</sup>

মহাকবি কালিদাসের অমর নাটক বিক্রমোর্বশী এই কাহিনীরই নাট্যরূপ।<sup>৩</sup> আধুনিককালে বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথ উর্বশীকে সৌন্দর্যভবের সারভূতা অথবা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বন্দনা কবেছেন।

নহ মাতা, নহ কস্তা, নহ বধু নন্দনী রূপসী,

হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।

এই নন্দনবাসিনী উর্বশী পুরাণের উর্বশীব মত নৃত্য পটীবসী—স্বর্গবাসিনী—

স্বয়মভাতলে যবে নৃত্য কব পুলকে উল্লসি,

হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী।

কিন্তু এই উর্বশী যে ঋগ্বেদেব উষা সে ইঙ্গিতও মহাকবি দিয়েছেন।

উষাব উদযসম অনবগুপ্তিতা

ভূমি অকুপ্তিতা ॥

স্বর্গেব উদযাচলে মূর্তিমতী ভূমি হে উষসী

হে ভুবনমোহিনী উর্বশী।

রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদেব উর্বশী উপাখ্যানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

বলেছেন, “উর্বশীৰ আদি অৰ্ধ উৰা, পুৰুষবাব আদি অৰ্ধ সূৰ্য। সূৰ্য উদয় হইলে উৰা আব থাকে না।”<sup>১</sup>

যাহা বলেছেন, “উৰ্ভগ্ৰপুসরা উৰ্ভভ্যন্নুত।”<sup>২</sup>—উৰ্ভশী অপ্সরা, বিস্তাবেয় দ্বারা ব্যাপ্ত করেন।

বিস্তারের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করেন উষাকালের সূর্যালোক। এইজন্তই সর্বব্যাপী উষালোক উৰ্ভশী। উৰ্ভশী নিজেও পুরুষবাকে বলেছেন,—

পাক্রমিষমুখ্যামগ্রিষেব...।<sup>৩</sup> —আমি প্রথম উষার জ্ঞান চলিয়া আসিযাছি।<sup>৪</sup>

উৰ্ভশী বিদ্যাভের মত আকাশ থেকে পতিত হবে মাহুঘেব কাম্যধন প্রদান করে থাকেন।

বিদ্যায় বা পতন্তী দ্বিভোক্তবন্তী মে অপ্যা কাম্যানি।<sup>৫</sup>

—যে উৰ্ভশী আকাশ হইতে পতনশীল বিদ্যাভের উজ্জ্বল্য ধারণ কবিযাছিল এবং আমার সকল মনোবশ পূর্ণ কবিযাছিল।<sup>৬</sup>

এই ঋকৃটিব ব্যাখ্যায় যাহেব বক্তব্য : “বিদ্যাধিব যা পতন্তা জ্যোতত, হৃষন্তী মে অপ্যা কামাহাদকান্তান্তবিক্য লোকন্ত।”

—যা বিদ্যাভেব মত দীপ্তি প্রাপ্ত হয়, যা আমার অভিলষিত উদকবাশি আহবন করে বা প্রাপ্ত কবায়, তাই অস্তবীক্ষলোকের অধিবাসী উৰ্ভশী।

অস্তবীক্ষলোকের দৈবরী উদক আহবনকারী উৰ্ভশী অবশ্যই সূর্যবান্ধি—বিশেষভাবে উষাকালের সূর্যবান্ধি। সূতবাং উৰ্ভশী শুধু অপ্সরাকূলেব অগ্নতমা বা মধ্যতমা তাই নয়, উৰ্ভশী ও অপ্সরা অভিন্ন। উৰ্ভশী ও অগ্নাত্ত অপ্সবাদেব নৃত্যপটীয়সীকপে কল্পনা উষালোকের নিত্যচাপন্য থেকেই উদ্ভূত। ঋকৃকবির কল্পনায় উষা নৃত্যপরাযণা।

অধিপেশাংসি বপতে নৃত্তুবিবাপোর্গুতে বক্ষ উষেব বর্জহম্।<sup>৭</sup>

—উষা নর্তকীর জ্ঞান রূপ প্রকাশ কবিত্তেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) উদঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও বক্ষ প্রকাশিত কবিত্তেছেন।<sup>৮</sup>

১ ঋগ্বেদের বলাহুবাদ, ২য়—পৃঃ ১৫৮৩, ১০।৯৫ সূক্তেব চীকা

৩ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।২

৪ অনুবাদ—ভদেব

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৬ নিকন্ত—১০।৩৬।২

৭ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ নিকন্ত—৫।১৩।১

৫ ঋগ্বেদ—১০।৯৫।১০

৮ ঐ —১০।৯২।৪

বিভাববীৰ অজ্ঞানেনব সঙ্গে সঙ্গে স্বৰ্গোদয়েব পূৰ্বেই আলোকদ্ব্যতিতে বিশ্বভুবন ঝলমলিয়ে উৰাব আৰ্জিৰ ঘটে। উৰাব অপৰূপ ৰূপশোভা প্রকটিত হওবাব পৰেই আবিৰ্ভূত হন জ্বাকুহুমসংকাশ বজ্রবাগবজ্জিত তরুণ আদিত্য। স্বতরাং লাস্যময়ী স্তম্ভবী উৰা নাৰিকাকৰূপে বিচিত্র সাজে সজ্জিতা হয়ে নাৰকের নিকট গমন কৰে থাকেন, ছলনানিপুণা দেহবিলাসিনীৰ মত দৈহিক ৰূপশোভা প্রাণবীৰ নিকট উন্মোচিত কৰেন, স্বীয় বক্ষঃশোভা উদঘাটিত কৰে প্রাণবীৰে প্রলুপ্ত কৰেন,—এইৰূপ কবিকল্পনা ঋষিকবিৰ চিত্তলোক উদ্দীপ্ত কৰেছিল। তাই উৰা সম্পৰ্কে ৰূপোপজীবনীৰ অসংকোচ আচৰণ বাবংবার উল্লিখিত হয়েছে। উৰাব এই যে ক্ষণস্থায়ী লাভময় ৰূপ—নৃত্যচপলা সৈৰিণীৰ গতিভঙ্গী, তাই অপ্সবা নামে একজ্যেষ্ঠীৰ দেবতা বা দেবকল্প (Semi-divine) প্রাণীৰ কল্পনাৰ কবিকুলকে উদ্ভূত কৰেছিল। পৰবৰ্তীকালে উৰা ও অপ্সবা সমন্বিতৰূপে পুরাণেব নৃত্যপাকংগমা স্বৰ্গবাসিনী অপ্সবাব আৰ্জিৰ সত্ত্ব কৰে তুলেছে এবং মূল সত্য আবৃত হওবাব অপ্সবাদেৰ সম্পৰ্কে বহু কাব্যকাহিনী নিৰ্মিত হৰেছে। অপ্সবাকুলশ্ৰেষ্ঠা উৰ্বশী যুগে যুগে কবিকল্পনাৰ নব নবৰূপে উদ্ভাসিত হৰেছে।

আচার্য Maxmuller-ও উৰ্বশীকে উৰাব প্রতিকৰূপ হিসাবে গ্রহণ কৰে লিখেছেন, "I therefore accept the common Indian explanation by which this name is derived from uru, wide ... as to pervade and thus compare uru-asī with another frequent epithet of the dawn Uruki."<sup>১</sup>

পুরুষবা সম্পৰ্কে Maxmuller লিখেছেন, "That Pururavas is an appropriate name of a solar hero requires hardly any proof. Pururavas meant endowed with much light; for though rava is generally used of sound, yet the root ru, which means originally to cry is also applied to colour in the sense of a loud or crying colour, i.e., red (Sansk. Ravi, Sun). Besides Pururavas calls himself Vasistha which, as we know, is a name of the Sun; and if he is called Alda, the son of Idā, the same name is elsewhere (R.V. 3.29.3) given to Agni."<sup>২</sup>

<sup>১</sup> Selected Essays, vol. I (1881)—page 405

<sup>২</sup>

Do

—page 407-8

পুত্রবাব বলেছেন,—

অন্তরীক্ষ প্রাণ বজ্রমো বিমানীমুপ শিক্কাযুর্বশীঃ বশিষ্ঠঃ ।<sup>১</sup>

—আমি বশিষ্ঠ (অর্থাৎ সূর্য), অন্তরীক্ষপূর্ণকারিণী আকাশ প্রিয়া উর্বশীকে (অর্থাৎ উষাকে) আমি আলিঙ্গন কবিতোছি ।<sup>২</sup>

আচার্য যাক্স বলছেন, যে বহুপ্রকার বা বহুবাব শব্দ করে বা গর্জন করে সেই পুত্রবাব। “পুত্রবাব বহুধা বোঝাতে ।”<sup>৩</sup> ঋগ্বেদীয় এই নিরুক্ত-ব্যাখ্যা বলছেন, “যায়ুঃ প্রাণ এব পুত্রবাব”- প্রাণবায়ুই পুত্রবাব। ঙঃ অমরেশ্বর ঠাকুর ঋগ্বেদীয়ীকৃত অর্থাৎ এই গ্রহণ কবেছেন। বায়ু গর্জন কবে বা শব্দ কবে এ কথা ঠিক। কিন্তু সূর্য্যগ্নিও লেলিহান শিখাও গর্জন কবে। সূর্যের প্রথমে কিরণও এক প্রকার অল্পষ্ট শব্দ স্রজন করে। বোদন কবেন বলেই সূর্য্যগ্নি রজ্জ। মোদনের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত বলেই, সূর্য্যকিরণ মরুৎ। বিচিত্র শব্দকাব্যী সূর্য্যগ্নিও পুত্রবাব।

পুত্রবাব ইলাব পুত্র—ঐল। “ঐ দেবা ইম আর্হয়েল ।”<sup>৪</sup>—দেবগণ তোমাকে ইলাব পুত্র বলে থাকেন।

ঋগ্বেদে ইলা, ভাবতী ও সবমতী একত্রে স্তুত হইবেছেন আদ্রীশুজ্জ। এই তিনটিই যজ্ঞগ্নি। পুত্রবাব ইলাব (ইড়া) পুত্র, — বৈদিক ঋষি কল্পনায় সূর্য অগ্নির পুত্র। বিপরীত সম্পর্কও দুর্লভ নহে। অতএব সূর্য্যোদয়ে উষার অন্তর্ধান এই কাব্য-উপাখ্যানের মূল, —এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে গৃহীত হওয়ার যোগ্য।

আচার্য যোগেশচন্দ্র বলেন যে “যায়ু যজ্ঞ প্রবর্তন পুত্রবাব উর্বশী সংবাদেয় তাৎপর্য।” তিনি আব একবার বলেছেন, “পুত্রবাব নয়, ইলাব অর্থ সূর্যের প্রকাশ, সূর্য্যপ্রকাশেই উর্বশী অদৃষ্ট হয় ।”<sup>৫</sup>

ঋগ্বেদে একটি উপাখ্যান কথিত হইছে বশিষ্ঠের জন্ম প্রসঙ্গে। উর্বশীব রূপ দর্শনে মিত্রাবরুণের স্থলিত বেতঃ থেকে বশিষ্ঠের জন্ম।

উতাসি মৈত্রাবরুণে বশিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মগনসোহধিজাতঃ ।<sup>৬</sup>

—হে বশিষ্ঠ, তুমি মিত্রাবরুণের পুত্র, উর্বশীতে মিত্র ও বরুণের বেতঃ দ্বারা জাত। মিত্র ও বরুণ উভয়েই ত সূর্য বা সূর্যের অবস্থাস্থর। সায়নাচার্যের

১ ঋগ্বেদ—১০।৩৫।১৭

৪ ঐ —১০।৩৫।১৫

৬ তদ্রূপ

২ অনুবাদ—যোগেশচন্দ্র দত্ত

৫ বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল—পৃঃ ৩৩

৬ ঋগ্বেদ—৭।৩৩।১২

৩ নিরুক্ত—১০।৪৬।৩

মতে মিত্র দিবাভাগের সূর্য ও বরুণ রাজিকালের সূর্য। প্রাতঃকালীন সূর্য পুরুষ। দিবাভাগের সূর্য মিত্র ও রাজিকালের সূর্য বরুণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।

পদ্মপুরাণে উর্বশী জন্মের একটি নৃতনভর কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ : পুরাকালে বিষ্ণু গন্ধমাদন পর্বতে গভীর তপস্যায় মগ্ন হয়ে ছিলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর তপস্যায় ভীত হয়ে মধু (বসন্ত) ও মদনকে অপ্সরাদের সঙ্গে তপস্যার বিঘ্নসৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। গীতবাস্ত ও জম্ববীর্ষের হাবভাবে বিষ্ণু চিন্তামগ্ন হইয়া না হওযায় যখন সকলে বিষম, সেই সময় তাঁদের উদ্দেশ্য থেকে হরি ত্রিলোক মোহিনী নাবীসৃষ্টি করলেন।

সংক্ষোভায় ততস্তেবামুর্কদেশোন্নবাগ্রজঃ।

নারীমুৎপাদয়ামাস জৈলোক্যস্তাপি মোহিনীম্ ॥\*

হরি দেবগণকে সম্মুখে অপ্সরাদের বললেন, উর্বশী নামে এই মোহিনী প্রসিদ্ধ হবেন—“উর্বশীতি চ নাম্নেযং লোকে খ্যাতিং গমিস্বতি।”\*

পুরাণান্তরেও উক্ত থেকে উর্বশীর জন্মবৃত্তান্ত কথিত হয়েছে। কন্দপুরাণে (আবস্ত্যখণ্ড) বদরিকাশ্রমে তপস্তরত নবনায়াগের তপোবিনষ্টের উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত অপ্সরাবৃন্দ বিচিত্র লীলাভঙ্গী সহকারে নৃত্য প্রদর্শন শুরু করে। এদের আচরণে বিরক্ত হয়ে অপ্সরাদের অপেক্ষাও রূপবতী এক নারী জন্ম করলেন নব খবি স্বীয় উরুদ্বয় থেকে সহকাব মঞ্জরীর সহায়তায়।

:- এই উরুজাতা বমণী হলেন উর্বশী।

এবং স্কন্দ্য চ নরো নাবায়ণমুবাচ হ।

কবিত্রায়াহমেকাং বৈ আসান্ত কপতোহমিকাম্ ॥

মঞ্জর্যা সহকারস্ত স্ত্রীমুখ্য্যাং চকাব হ।

কপেশাপ্রতিমাং লোকে সর্বাভবণ ভূষিতাম্ ॥\*

বায়নপুরাণেও উর্বশীকে উক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন নরনারায়ণ। মহাদেব কর্তৃক মদন ভগ্নের পরে নব-নায়াগ অনঙ্গ ও মদনকে আহ্বান করলেন এবং অম্লকচিত্তে কুম্ভমঞ্জরী দিবে নিজের উরু থেকে স্ববর্ণাঙ্গী উর্বশীকে নির্মাণ করলেন।

ততো বহন্ত ভগবান্ মঞ্জবীং কুহ্মাবৃতাম্ ।

আদায় প্রাক্ স্ববর্ণাক্ষীমুবোবালাং বিনির্মমে ॥<sup>১</sup>

অতঃপব নারায়ণ বললেন :

ইযং মমোক্ষসমুত্তা কামাপ্ স্বমাধবী ।

নীয়তাং স্ববলোকায দীযতাং বাসবায় চ ॥<sup>২</sup>

—হে কাম । হে অপ্সরাগণ । হে বসন্ত । তোমরা আমার উক্ষসম্ভব এই  
বালাকে, স্ববলোকে লইয়া দেববাজেব হস্তে সম্প্রদান কর ॥<sup>৩</sup>

কালিকাপুরাণে উর্বশী দেবীকে কামাখ্যা দেবীর সহচরী হয়ে কামাখ্যা  
মহাপীঠে অমৃতপাত্র ধারণ কবে ভস্মকূটের দক্ষিণে অবস্থান করে কামাখ্যার  
যোনিমণ্ডলে অমৃতসেক কবেছেন ।

দক্ষিণে ভস্মকূটস্ত দেবী গীষ্মধাবিণী ।

উর্বশী নাম বিখ্যাতা শক্রপ্রীতিকরী সদা ॥

দেবৈবর্ষং স্থাপিতং পূর্বমমৃতং ভোজনায় বৈ ।

কামাখ্যায়া স্তদাদায় স্বয়ং তিষ্ঠতি চৌবর্শী ॥

শিলারূপো হরস্তাত্ত সমাবৃত্যেব তিষ্ঠতি ।

শা চৈবামৃতরাশিস্ত কৃষা কিঞ্চন কিঞ্চন ।

উপস্থাপয়তে নিত্যং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলে ॥<sup>৪</sup>

—ভস্মকূটের দক্ষিণে ইন্দ্রেব প্রীতিকরী উর্বশী নামে বিখ্যাতা অমৃতধারিনী  
দেবী আছেন । অমৃতভোজনের নিমিত্ত যে পাত্র পুরাকালে দেবগণ স্থাপিত  
করেছিলেন, সেই পাত্র কামাখ্যার কাছ থেকে স্বয়ং গ্রহণ করে দেবী বিরাজ  
করছেন । প্রান্তরীভূত শিব তাঁকে আবৃত্ত কবে বিবাজ করছেন । তিনি একটু  
একটু করে অমৃতরাশি নিত্য কামাখ্যার যোনিমণ্ডলে স্থাপিত করছেন ।

কালিকাপুরাণে উর্বশীদেবীর মূর্তির বিবরণ :

উর্বশী দ্বিভূজা প্রোক্তা স্বর্ণকংকণধারিণী ।

সৌবর্ণপাত্রমমৃতশ্রাবণায় বিভর্তি চ ॥

গুরুবজ্রা গৌরবর্ণা পীনোরত পরোধরা ।

সর্বাক্ষয়দেবী শুদ্ধা সর্বাত্মগভূষিতা ॥<sup>৫</sup>

—উর্বশী দ্বিত্বজা, স্বর্ণকংকণধারিণী, অমৃতকবচের নিমিত্ত স্বর্ণপাত্র ধারণ করে আছেন। তিনি শুভ্রবসনা, গৌরবর্ণা, গীন এবং উন্নত পযোধরবিশিষ্ট, সর্বাঙ্গসুন্দরী, পবিত্র সকল প্রকার অলংকারভূষিতা।

বেদে যিনি ছিলেন স্বাস্থ্য অবসানের প্রথম সূর্যকবলাতা নৃত্যময়ী সর্বব্যাপিনী আকাশবিহারিণী উষাকপিনী অগ্নিস্রা, তিনিই দেবনর্তকীশ্রেষ্ঠা স্বর্ণবাস্ত্রাঙ্গণা হয়েও দেবীৰূপে অধিষ্ঠিতা। আধুনিক কবির দৃষ্টিতে তিনিই হলেন মানবের অলভ্যা সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

---





## গ্রন্থপঞ্জী

### সংস্কৃত গ্রন্থ

- ১। ঋষেদ—রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১২৩২।
- ২। ঋষেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।
- ৩। ঋষেদ—বমানাথ লাহিড়ী সম্পাদিত।
- ৪। সুর মজুর্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।
- ৫। সুর মজুর্বেদ—জীবানন্দ বিভাসাগর সম্পাদিত, ১২০৮।
- ৬। অথর্ববেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।
- ৭। ঋক্‌যজুর্বেদ—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।
- ৮। মৈত্রায়ণী সংহিতা—যোগেন্দ্রনাথ বাগচী সম্পাদিত।
- ৯। সামবেদ সংহিতা—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত, ১৩৩৩।
- ১০। তাত্ত্ব্যমহাব্রাহ্মণ।
- ১১। কৌশিতকী ব্রাহ্মণ।
- ১২। শতপথ ব্রাহ্মণ।
- ১৩। ঐতবেষ ব্রাহ্মণ।
- ১৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ।
- ১৫। তবল্কার ব্রাহ্মণ।
- ১৬। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত,  
দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৬৫।
- ১৭। ঋক্‌কোপনিষৎ—স্বামী গভীরানন্দ সম্পাদিত।
- ১৮। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।
- ১৯। ঈশোপনিষৎ—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত,  
দেবসাহিত্য কুটীর, ১৩৫৬।
- ২০। কঠোপনিষৎ—ঐ।
- ২১। ঐতবেষ আরণ্যক।
- ২২। পারশ্বর গৃহ্যসূত্র।
- ২৩। গোষ্ঠিল গৃহ্যসূত্র—সত্যব্রত সামপ্রসাদী সম্পাদিত, ১৮৮৩।

- ২৪। গৃহ সংগ্রহ—সত্যব্রত নামপ্রসী সম্পাদিত, ১৮৯১।
- ২৫। সর্বাঙ্কুজমণি।
- ২৬। প্রমোদনিধি।
- ২৭। বৃহদ্বেদভা।
- ২৮। নিকট—যাক্ষ, অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত, (ক.বি.), ১৯৫৫,  
(১ম—৪র্থ খণ্ড)।
- ২৯। বাণ্মিকিপ্রণীতম্ রামায়ণম্—ভিলকটীকা সহ।
- ৩০। মহাভাবতম্—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮৩০ শকাব্দ।
- ৩১। মহাভাবতম্ বর্ধমান রাজবাটী সংস্করণ, ১৮০৩ শকাব্দ।
- ৩২। বিষ্ণুপুবাণ—বঙ্গবাসী সং, ১২৯৪।
- ৩৩। বিষ্ণুপুবাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩৩১।
- ৩৪। কালিকাপুবাণ।
- ৩৫। লিঙ্গপুবাণ।
- ৩৬। ববাহপুবাণ।
- ৩৭। বায়ুপুবাণ।
- ৩৮। বামনপুবাণ।
- ৩৯। পদ্মপুবাণ (দ্বিটি খণ্ড)—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
- ৪০। পদ্মপুবাণ (ভূমি খণ্ড), ঐ ১৩৩৩।
- ৪১। পদ্মপুবাণ (ক্রিয়াযোগসাধন)— ঐ।
- ৪২। কূর্মপুবাণ।
- ৪৩। মাক শৈলপুবাণ—মহেশচন্দ্র পাল প্রকাশিত, ১৮১২ শকাব্দ।
- ৪৪। মৎস্তপুবাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩১৬।
- ৪৫। ক্ষুদ্রপুবাণ (কাশী খণ্ড)— ঐ।
- ৪৬। ক্ষুদ্রপুবাণ (প্রতাস খণ্ড)— ঐ।
- ৪৭। ক্ষুদ্রপুবাণ (রেবা খণ্ড)— ঐ।
- ৪৮। ক্ষুদ্রপুবাণ (ব্রহ্ম খণ্ড)— ঐ।
- ৪৯। ক্ষুদ্রপুবাণ (আবস্তা খণ্ড)— ঐ।
- ৫০। ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ, ঐ, ১৮২৭ শকাব্দ।
- ৫১। ভবিষ্যপুবাণ।

- ৫২। সৌরপুৰাণ ।
- ৫৩। অগ্নিপুৰাণ ।
- ৫৪। বৃহদ্রমপুৰাণ—পঞ্চানন ভৰ্করত্ব সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত,  
১৩০০ সাল ।
- ৫৫। ব্রহ্মাণ্ডপুৰাণ ।
- ৫৬। শিবপুৰাণ (বাঘবীর সংহিতা) ।
- ৫৭। শিবপুৰাণ (জ্ঞান সংহিতা) ।
- ৫৮। শ্রীমদ্ভাগবতম্—পঞ্চানন ভৰ্করত্ব সম্পাদিত, বঙ্গবাসী  
প্রকাশিত, ১৩৩৪ ।
- ৫৯। হরিবংশম্— ঐ ।
- ৬০। দেবীভাগবতম্— ঐ, ১৮২৪ শকাব্দ ।
- ৬১। গীতা ।
- ৬২। গণেশ-গীতা ।
- ৬৩। কোটিলীষম্ অর্থশাস্ত্রম্—আব্. শ্রীমদ্রা শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১২৯৪ ।
- ৬৪। প্রপঞ্চসাবিত্তম্—আখ্যায় এ্যাডলন সম্পাদিত ।
- ৬৫। সাবদাতিলকতত্ত্বম্— ঐ ।
- ৬৬। মহানির্ব্বাণতত্ত্বম্— ঐ ।
- ৬৭। বহুচোপনিষৎ— ঐ ।
- ৬৮। তত্ত্বসারতত্ত্বম্— ঐ ।
- ৬৯। তত্ত্বসারঃ—পঞ্চানন ভৰ্করত্ব সম্পাদিত, বঙ্গবাসী প্রকাশিত, ১৩৩৪ ।
- ৭০। তত্ত্বতমুনি প্রণীতম্ নাট্যশাস্ত্রম্ ।
- ৭১। বৃহৎসংহিতা—ববাহমিহির, পঞ্চানন ভৰ্করত্ব সম্পাদিত,  
১৮১৪ শকাব্দ ।
- ৭২। ভাগবৎসন্দর্ভ—শ্রীজীব গোস্বামী প্রণীত ।
- ৭৩। কুমারসম্ভব কাব্যম্—মহাকবি কালিদাস বিরচিত, বরদাপ্রসাদ  
মজুমদার প্রকাশিত—১৯২৬ ।
- ৭৪। মহাসংহিতা ।
- ৭৫। চরকসংহিতা—বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩০০ সাল ।
- ৭৬। উত্তরনীতিসারঃ,
- ৭৭। শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রীমাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত ।

## বাক্সালা গ্রন্থ

- ১। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)—স্বদেশচন্দ্র দত্ত, ১২১২।
- ২। ঐ (২য় খণ্ড)—১২১৩।
- ৩। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ (১-৫)—কালীপ্রসন্ন সিংহ, বহুমতী সং।
- ৪। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ—বর্ধমান বাঙ্গালা সং—১৭২৪ শকাব্দ।
- ৫। ঘনবাহুবর্ষ ধর্মমঙ্গল—গীষ্যকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত (ক.বি.), ১৯৬২।
- ৬। রূপরায় চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত,  
বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত, ১৩৫১।
- ৭। মঙ্গলচণ্ডীর গীত—বিজয়ধ্বজ বচিঁত—স্বধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত  
(ক.বি.), ১৯৬৫।
- ৮। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দবাম চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত, ১৩৩৪।
- ৯। মনসাঘ ভাসান—ক্ষমানন্দ দেউকাহাস, বিহারীলাল সরকার  
প্রকাশিত, ১২১২ সাল।
- ১০। অভয়ামঙ্গল—আন্তর্য্যাস দাস সম্পাদিত (ক.বি.), ১২৫৭।
- ১১। শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য—যোগিলাল হানদার সম্পাদিত  
(ক.বি.), ১২৪৭।
- ১২। সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৬।
- ১৩। নৈবেদ্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বিশ্বভারতী)।
- ১৪। কথা— ঐ।
- ১৫। পূরবী— ঐ।
- ১৬। গ্রামলী— ঐ।
- ১৭। প্রান্তিক— ঐ।
- ১৮। মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
- ১৯। বীরাক্ষনা কাব্য— ঐ।
- ২০। বেদেব দেবতা ও কৃষ্ণিকাল—যোগেশচন্দ্র বাব বিজ্ঞানিধি,  
বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬১।
- ২১। কাব্য সংকলন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্. সি. সরকার, ১৯৫৩।
- ২২। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙ্গালীর উত্তরাধিকার, ১ম খণ্ড,  
জাহ্নবী চক্রবর্তী, ডি এম্ লাইব্রেরী।

- ২৩। রবীন্দ্রসঙ্গমে দীপময় ভাবত ও শ্রামদেশ—ডঃ সুনীতিকুমার  
চট্টোপাধ্যায়।
- ২৪। বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—জুর্গাদাস লাহিড়ী।
- ২৫। ভাষার ইতিবৃত্ত—ডঃ সুকুমার সেন, ইন্টার্ন পাবলিশার্স।
- ২৬। ভারত সংস্কৃতির উৎসধারা—অমল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ,  
ভারতী লাইব্রেরী, ১৩৭২।
- ২৭। বেদের পবিত্র—যোগিরাজ বসু।
- ২৮। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্র—রাধাগোবিন্দ বসাক, জেনারেল প্রিন্টার্স  
—১৯৫০।
- ২৯। পঞ্চোপাখ্যান—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্মা কেএল.  
মুখোপাধ্যায়, ১৯৬০।
- ৩০। সাধক কবি কমলাকান্ত—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভট্টাচার্য সন্স  
(প্রাঃ) লিঃ, ১৯৫৭।
- ৩১। সাধক কবি রামপ্রসাদ—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভট্টাচার্য সন্স, ১৯৫৪।
- ৩২। বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৬২।
- ৩৩। মেগাস্থিনিসের ভাবত বিবরণ—রজনীকান্ত গুহ, বিশ্ববিজ্ঞানগ্রন্থ,  
বিশ্বভারতী, ১৮৫১।
- ৩৪। বাংলাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জেনারেল প্রিন্টার্স,  
এণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৫৬।
- ৩৫। প্রাচীন বাংলা ও বাঙ্গালী—ডঃ সুকুমার সেন, বিশ্ববিজ্ঞান,  
বিশ্বভারতী, ১৩৫০।
- ৩৬। ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভাবভবের পুর্নাবৃত্ত—উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,  
১ম খণ্ড, গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩৫৭।
- ৩৭। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—৩য় খণ্ড, অশোক মিত্র সম্পাদিত  
ও ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত।
- ৩৮। প্রচার পত্রিকা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম খণ্ড ১৯২১।

## ইংরাজী গ্রন্থ

1. Hindu Polytheism—Alain Danielou,  
Routledge & Kegan Paul, London.
2. On the Veda—Sri Aravinda, Aravinda Asram,  
Pandichari.
3. Essays—Hume.
4. Ancient and Hindu Mythology—Lieutenant colonel  
Vans Kennedy.
5. Vedic Reader—A. Macdonell.
6. Cambridge History of India—Vol. I, Ed. R. J. Rapson—  
Cambridge University Press, 1922
7. Vedic Age—Bharatiya Itihasa Samiti, Allen &  
Unwin, 1952.
8. A History of Indian Literature—Vol. I, Pt. I,  
—M. Winternitz (C.U.), 1959.
9. Hinduism and Buddhism—Sir Charles Eliot,  
Vols. I & II.
10. Buddhist and Hindu Mythology—Lieut. Col  
Vans. Kennedy.
11. Chips from a German Workshop—Maxmuller,  
Vols. I, II & III (1867).
12. Indian Wisdom—Prof. Williams.
13. Rgvedic culture—Dr. A. C. Das, R. Cambay  
& Co, 1925
14. Rigvedic India—Dr. A. C. Das (C.U.), 1921.
15. Elements of Hindu Iconography—Gopinath Rao.
16. Epic Mythology—E. W. Hopkins.
17. Vedic Mythology—Macdonell.
18. Gods of India—Rev. E. Osborn Martin.
19. Ancient India—as described by Arrian and Megasthenes,  
McOrindle, Rev. Edn.—R. O. Mazumdar, 1960.
20. Chandragupta Maurya and his times—Dr. Radha  
Kumud Mukherjee, Rajkamal Publications, 1953.

21. Ancient Indian Numismatics—Surendra Kisor Chakraborti, 1931.
22. Development of Hindu Iconography—Jitendra Nath Banerjee, (C.U.), 1941.
23. History of Indian Literature—A. Weber, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1914.
24. Science and Language—Maxmuller, Vol. II (5th Edn.), 1882.
25. Introduction to Aitareya Brahmana—Vol. I (1863).
26. Buddhism and Mythology of Evil—T. O. Ling
27. Great Epics of India—R. W. Hopkins.
28. Religion and Philosophy of the Veda—Dr. A. B. Keith.
29. Indian Coins—Rapson
30. Vedic Index—Vols I & II—Macdonell & Keith (Matilal Banarasi Das, Benaras).
31. Epics Myths & Legends of India—P. Thomas, D. B. Taraporevala, Bombay.
32. Classical Dictionary of Hindu Mythology Religion, Geography History and Literature—John Dowson.
33. Rgveda (Translation)—Maxmuller, Vol. I, (1869).
34. Religion of the Veda—Bloomfield.
35. Introduction to Mythology & Folklore—Cox
36. Rgveda—Rev. Krishna Mohan Bandopadhyaya
37. Primitive Culture—J. Tylor.
38. India what can it teach us—Maxmuller (1883).
39. Mahabharata as a history and a drama Promatha Nath Mullick—Thacker Spink & Co. (1933).
40. Saddhava Kalyāna Sakti Anka—Woodroff, 1938
41. Gods of Northern Buddhism—Alice Getty, Oxford Clarendon Press, 1914.
42. Secret Doctrine—M. Blavatsky—Vol. II.
43. Religion of the Vedas—Bloomfield (1908)
44. Origin and growth of Religion—Maxmuller
45. Chamber's Encyclopedia.
46. Greek Myths—Vol. I & II, Robert Graves (Penguin).



47. Translation of Rgveda—Wilson.
  48. Hindu Mythology—W. J. Wilkins.
  49. Religions of India—M. Barth.
  50. Selected Essays—Vol. I, Maxmuller (1881).
  51. Journal of the Dept. of Science—Vol. VI (C.U.).
  52. Calcutta Review—January, 1961.
  53. Journal of German Oriental Society—Vol. XXII.
  54. Muir's Oriental Sanskrit Texts—Vols. 5, 18, 49.
  55. Vedic Selections—Vols. I & II (C.U.).
  56. Bengali Selections—(C.U.).
-

## নির্দেশিকা

অ

অগ্নি—১, ৩, ৭, ৮, ১৮, ৩৩, ৩৯, ৪৭,  
৫১, ৫৮, ৭১, ৮৩, ৮৫, ৯২, ১৫৩,  
১৫৪, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৭, ২১০,  
২১১, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২৬৮, ২৭৭,  
২৯১, ২৯২, ২৯৩, ৩২০, ৩২১, ৩২৩,  
৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৪৮, ৪১১, ৪৩৩,  
৪৩৪, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৫৬, ৪৫৮,  
৪৬৫, ৪৭৩, ৪৮৪, ৪৮৮, ৪৮৯, ৫১০,  
৫১৬, ৫১৯, ৫২০, ৫২২ ।

অগ্নাষা—২১৯ ।

অজ একপাদ—৯২, ১৩৫, ১৩৬, ২৭৬,  
৪৫০, ৪৫৯ ।

অজিদহক—৩২৬ ।

অদ্বিতি—৭, ১০৫, ১৩৬-১৫৫, ১৭৮,  
২৩৭, ২৮২, ২৯৪, ৩০২, ৩০৩, ৩০৭,  
৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৪৩৮, ৫০২, ৫০৫,  
৫০৮ ।

অন্তক—৪০৫ ।

অন্নপূর্ণা—১৮ ।

অন্নসূর্য্য—২৮২ ।

অপ্—৪৭৪, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৯-৪৮২ ।

অপ্‌সবা—২৪৮, ৫২০, ৫২১-৫২৪,  
৫২৭ ।

অপাংনপাং—৪৭৪, ৪৮৩-৪৮৬ ।

অপ্যা ষোষা—৫২১-৫২৩ ।

অভষা—২৭ ।

অক্ল—১৫০, ৩০৭ ।

অৰ্ঘমা—৯৭, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৯,  
১৫৩, ৪৮৯ ।

অগ্নিষ্টনৈমি—৩০২ ।

অগ্নিদ্ব ( অগ্নিনীকুমার )—৭, ৮, ৩৫,  
৫০, ১২১, ১৬৮, ২০২, ২০৭, ২০৮,  
২১০, ২২০, ২৮৫, ৪৪৮, ৪৫১, ৪৫৭,  
৪৬৯, ৫০৮, ৫১৯ ।

অষ্টবহু—৮, ১৩৬, ৪৫৯, ৪৬১ ।

অসিক্রী—৩০১ ।

অহনা—৫১৭, ৫১৮ ।

অহিবুর্গ—১৩৬, ২৭৬, ৪৪৯-৪৫১,  
৪৫৯ ।

অহব মজ্জ—৬৭, ১৯৯ ।

আ

আকৃতি—২৯৯ ।

আজিদহক—২৩৪ ।

আদিত্য—৮, ৫০, ৯৭, ১৩৬, ১৪০,  
১৫৫, ৩১৯, ৩২২, ৪৯৩, ৫০২, ৫১০,  
৫২২ ।

আপেলো—১৯৮ ।

আর্গিস—২৩৪ ।

ই

ইতু—১২৩, ১২৪ ।  
 ইক্র—৭, ১৩, ২৪, ৩৩, ৩৫, ৫৮, ৬২,  
 ৬৪, ৯৯, ১২৭, ১৪১, ১৪৫, ১৫৬-২৫৭,  
 ২৬৯, ২৭৩, ২৭৭, ২৮০, ২৯১, ৩০০,  
 ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৭, ৩৪৮, ৪০১-৪০৪,  
 ৪২১, ৪২২, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৫৩, ৪৫৭,  
 ৪৬২, ৪৭১, ৪৭৩, ৪৮৮-৪৯০, ৪৯৩,  
 ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০০, ৫১০, ৫১১ ।  
 ইক্ষাণী—২১৯, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০০ ।  
 ইক্ষাণী—২৩১ ।  
 ইক্ষা—১৩৪৩ ।  
 ইলা—৩২৪, ৫২১, ৫২৮ ।

উ

উন্নতি—২৯৯ ।  
 উপবিচয় বহু—১৮৪, ৪৬১ ।  
 উপেক্ষ—৩০০ ।  
 উমা—৩৫, ২৯৯, ৩০৮, ৩১৪, ৩২৬ ।  
 উমাপতি—৩০৮ ।  
 উর্বশী—৫২০, ৫২৩-৫২৬, ৫২৮ ।

ঊ

ঊষা—৮, ৫৯, ১২১, ১৩১, ৩২১, ৪০৩,  
 ৪০৪, ৪১২-৪১৪, ৪১৭, ৫১২-৫১৯,  
 ৫২১, ৫২৬, ৫২৭ ।

ঋ

ঋতুগণ—৪৫১-৪৫৮ ।

ঋ

ঋকত—৪৭২ ।

ক

ক—১১, ২৭৭, ৩২০ ।  
 কঙ্ক—৩০২, ৩০৭ ।  
 কঙ্কক—৫৬, ১৪২, ১৪৫, ১৫০, ২৩৭,  
 ২৮২, ৩০২, ৩০৩, ৩০৭, ৩০৮, ৪২০,  
 ৪২২-৪২৪, ৫০২-৫০৫ ।  
 কার্তিকেশ্বর—১৮, ২৩, ৩৬, ৪৫, ৪৭ ।  
 কালা—৩০৭ ।  
 কালী—৫, ১৮, ৩১১, ৩১৫ ।  
 ক্যাস্ট্র—৪১৫ ।  
 ক্রিষা—২৯৯ ।  
 কুবের—১৮, ৩৫, ৪৫৯ ।  
 কুর্মকণী বিষ্ণু—৪৮০, ৫০৫ ।  
 কুন্তিকা—৩৪০ ।  
 কুশাধ—৩০২ ।  
 কুষা—১০, ১৯, ২২, ২৩, ২৫, ৪১, ৪৭,  
 ১৮১, ২৫৭, ৩২৮ ।  
 কেশী—৫২২, ৫২৩ ।  
 ক্রোধবর্শা—২৯৯ ।  
 কোমারী—২৪ ।

খ

খোরসেদ—২২ ।

গ

গঙ্গা—১৮, ৪৫, ৪৭, ৪৬০, ৪৬১ ।  
 গজানন—২২ ।  
 গণপতি—২৩ ।  
 গণেশ—১৮, ২৪, ৪৩৮ ।  
 গণেশ্বর—৩১৩ ।  
 গন্ধর্ব—৫২১-৫২৩, ৫২৫ ।

গন্ধবী—৫২১।

গন্ধভ—১৫০।

গাংঘাতী—১৮।

গো—১৫৫, ২০০, ২০১, ২৪২, ৪৩৭,  
৪৫৮, ৪২১, ৪২২, ৫১০।

গোত্রভিৎ—১৭৪, ২১৫, ২১৭, ৪২৩।

গৌরী—৩০২।

ঘ

ঘাতাচী—৫২০।

চ

চণ্ডী—২৪, ২৫, ২৭।

চন্দ্র—১৮, ২৬০, ৩০৩, ৩২৮, ৩৩৩,  
৩৩৫, ৩৪০, ৩৪১।

চন্দ্রপদ্মী—৩৩০।

চিহ্নপুস্ত—২২০।

ছ

ছায়া—২৮২, ২৮৩, ২৮৫।

ছিন্নমস্তা—৩১১।

জ

জগদ্ধাত্রী—১৮।

জয়ন্ত—৩৫, ২১৮, ২৪৫।

জ্ঞাতবেদা—৫০।

জিয়স—১২৮।

ড

ডায়োনিসাস—৪৩।

ত

তনুপাং—৫০, ৩৪২।

তপতী—২৮৩।

তুষ্টা—৫২, ২৭, ১৪৫, ১৬৬,

১৬২-১৭৩, ২৭৬, ২৮০, ২৮১, ৩১২,  
৩২০, ৩৪১, ৪১৩, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৭,  
৪৭২, ৪৭৩।

দ্রাবাক—৩০৬।

দ্রাবা—৩১১, ৩২৭, ৩৩৪, ৩৩৭-৩৪১,  
৪২৫, ৪২৬।

তিতীকা—২২২।

ত্রিত—১৭০, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৫।

তুর—২২২।

তুষ্টি—২২২।

তুস্ব—১২৩।

থ

থেন্তন—৪৭২।

দ

দক্ষ—১৮, ২৩, ১২৫, ১৪০, ১৫৩,  
১৫৪, ২৩৭, ২৮০, ২২৪, ২২২-৩২৬,  
৩২৮-৩৩, ৩৪০, ৫০২, ৫০৫, ৫১৭।

দক্ষকন্যা—২৩।

দক্ষিণা—৪৪৫-৪৪৮।

দক্ষ—৩০২, ৩০৭, ৫০২।

দম্বা—২২২।

দশ অবতাব—১৮।

দশ মহাবিভা—১৮, ৩১১, ৩১৫।

দিক্শাল—২২০।

দিত—৪৭২।

দিতি—২২৪, ৩০২, ৩০৭, ৪০২, ৪৩৮,  
৫০২।

দুর্গা—৫, ১৮, ২৭, ১১২, ২২২।

দ্রোণবস্ত্র—৪৬২।

জ্যোত্—(জ্য)—৭, ১৭৭, ১৭৮, ২২৭, পৃষ্টি—২২৯।

২৩৭, ৫০৫-৫১১।

জ

জর্জ—২২৫, ২২৬, ২২৯, ৩০২, ৩০৩, ৩০৮।

জর্জরাজ—২৬, ২৭, ১২৩, ২২৫।

জর—৪৬২।

জাতা—১৪১, ১৪৫, ১৫১।

ক

কবিশংস—৫০।

কলকুবের—৩৫।

কানায়ণ—৪৮০।

কানত্যা—১১১, ৪১৪।

ক

কবন—৪৪১, ৪৪২।

কর্জক—৭, ১৪৫, ২৫৮-২৬৮, ৩৪৯, ৪৩৯, ৪৭১, ৫১১।

কাজাপতি—১১, ১২, ৫৬, ৯৯, ২০৭, ২৭৬-২৮১, ২৯৯, ৩০০, ৩১৯-৩২১, ৩২৪, ৩৪০, ৩৪৩।

কাজা—২৮২।

কাজাত—২৮২।

কাজোচণ্ডী—৫২০।

কাজুতি—৩১১, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৬।

কার্ভতী—১৮, ২২৯, ৩১৩, ৩১৪।

কাসহা—২১৯।

কিছুগণ—২২৯।

কুয়ন্দর—২২৫।

কুয়রবা—৫২৩, ৫২৪, ৫২৬-৫২৮।

কুবা (কুবন্)—৭, ৫০, ১২৮-১৩৩, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯, ১৮৫, ৩০৬, ৩০৯, ৩১২।

কুর্বাচিন্তি—৫২০।

কুপিবা—৭, ১৫১, ৫০৫-৫১১।

কুধু—৪৬০।

কুন্নি—৪০৬, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৭০।

কোলকুস—৪১৫।

ক

কোবেবাস—১৯৯।

ক

করুণ—৮, ৩৩, ৫০, ৫৭, ৬৪, ৯৭, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯, ২২১, ৪০৩, ৪৭১, ৪৮৯, ৫১৭।

করণী—২১৯।

কবিষ্ঠা—৩০৭।

কব্জগণ—৪৫৯, ৪৬৫, ৪৬৭।

কব্জপুত্র—৩০২।

কব্জ—১৮৭, ৪২৪।

কব্জপতি—৪৮৫-৪৯৬।

কব্জা—৫, ১৮, ২১, ২৭, ৩৬, ১৮৭, ২৫১-২৫৪, ২৮০, ২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩০৯, ৩১৯, ৩৩৩, ৩৩৪, ৪৫৬, ৪৯৪, ৫০২, ৫০৩।

কব্জাণী—২৪, ২৫।

কব্জ—৪৫৫।

কব্জ—৪৩৯-৪৪১।

কবিন্তা—১৫০, ৩০৭।

বিবদ্যান—১৪১, ১৪৫, ২৮২, ২৮৭,

৩০২, ৪১২, ৫২২ ।

বিভাবহু—১৮৫ ।

বিহু (বিভূ) —৪৫৫, ৪৫৬ ।

বিশ্বকর্মা—১১, ১২ ১২১, ১৪৭, ১৫৩,

২০৭, ২১৮, ২৬৩, ২৬৯-৭৭, ২৮০-

-২৮২, ২৮৫, ৩ ০, ৩২৪, ৪৫৭ ।

বিশ্বকণ—২৬৪, ১৬৮ ।

বিধাবহু—৫২৪ ।

বিহু—৩, ৫, ৮, ১৮-২০, ২৭, ৩৬,

৪৭, ৫০, ৬২, ৯৭ ৯৯, ১১১, ১৪২,

১৪১, ১৮১, ১৮২, ১৮৭, ২০২, ২০৩,

২২৬, ২২১, ২২৩, ২১৪, ৩০৩, ৩২১,

৩৪৮, ৪৮০, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪ ।

বীষজ্ঞ—৩০০, ৩০৮, ৩০৯, ৩১২-

৩১৪, ৩১৮ ।

বীষণ প্রজাপতি—৩০১ ।

বীবিগী—৩০৭ ।

বুদ্ধি—২৯৯ ।

বুধ—৩৩৪ ।

বুধহু—২৫৭, ৩৪৬, ৩৫০, ৪০৩ ।

বুধাবলি—৪৯৭-৫০১ ।

বুধপতি—৩০০, ৩৩৪, ৩৩৯, ৩৪৯,

৪৮৫-৫২৬ ।

বৈবেৎ (বুধ) —২৭, ১২৯ ।

বৈবস্বত মনু—২৮৫ ।

বৈবিলী—৩০২ ।

বৈবস্বী—২৪ ।

ভ

ভগ—৫০, ৯৭, ১২৫, ১৪০, ১৪১

১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫৩, ২৩৫, ২৩৬,

৩০৬ ৩০৯, ৩১২, ৫১৭ ।

ভগবান বুদ্ধ—৩৫ ।

ভগবানী—৩০৮ ।

ভগবী—২৪৯ ।

ভগবী—৩৪০ ।

ভাট—১২৩ ।

ভাবতী—৩২৪, ৫২৮ ।

ঝ

ঝলচণ্ডী—২৩২ ।

ঝদন—১৮ ।

ঝনসি—২৭ ।

ঝু—২৮০, ২৮২, ২৮৫, ২৯৯, ৩০১ ।

ঝক (গণ)—৫০, ১৬৫, ৩৪৯, ৪২২-

৪৩৮, ৩৩৯, ৪৭০, ৪৯৭, ৫২৮ ।

ঝহাকাল—৩১৮ ।

ঝহাদেব—৩৬, ২২৮, ৩১৬, ৩৩০ ।

ঝহেশ্বব—২৫, ১৮৭, ২৫১, ৩০৮ ।

ঝাতি—২৪৪, ২৪৫ ।

ঝাতিবিশি—৫০, ৯৭, ৪৩৯, ৪৪২-

৪৪৪ ।

ঝাবীষা—৩০১, ৩০৩, ৩০৭ ।

ঝাতি—১৪৯ ।

ঝাহেশ্বরী—২৪ ।

ঝি—৫০, ৫৮, ৬৪, ৯৭, ১২৪-১২৭,

১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৩, ২২০,

৪৮৯ ।

মিজীবরূপ—৫৮।

মূর্তি—২৯৯।

মেধা—২৯৯।

মেনকা—৫২০।

য

যম—১৮, ২৮২-২৯৮, ৫২১।

যমদূত—২৮৯, ২৯০।

যমী—২৮২, ২৮৭, ২৮৮, ২৯০, ২৯৯,  
২৯৪, ৫২১।

যমুনা—১৮, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫,।

যম্বেব গ্রহযমী—২৮৯।

যম্বেব বাহন—২৯৬, ২৯৮।

যশোদা—২৩, ৪৬২।

যিম—২৯৪।

ঝ

ঝবি—১৪৫, ২৮৫।

ঝজা—৫২০।

ঝাজী—২৮২।

ঝাধা—২৫।

ঝামচন্দ্র—১০১।

ঝদ্র—৩, ৮, ৫৮, ২৬৬, ২৯৮, ৩০১,  
৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩২৪  
৪০৩, ৪০৪, ৪১১, ৪৩৬, ৪৩৮, ৫৫০।

ঝদ্রগণ—৪৩৬।

ঝদ্রালী—৩০৮।

ঝেবত—২৮২।

ঝ

ঝডানন—৯৩।

ঝট্টী—১৮।

হ

হবি—১৪৬।

হবিত্ব—২১।

হর্ষ—৩০১।

হয়গ্রীব—২০৯, ৪৪৮।

হুংস—১০৬, ১০৮।

হিবণ্যগর্ত—১১, ১২, ২০, ২৩, ১১৫,  
২৭৭।

হিবাক্লিস—৪১-৪৩।

হ্রী—২৯৯।

অ

অ

অবুদ—১৫৭, ২০১।

অস্থ—৫৫-৭০, ২০০।

অহি—১৫৯, ১৮৩, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪,  
১৯৯, ২০১, ২৪৯, ৪০৯, ৪৭২।

ই

ইন্দ্রজিৎ—৫৬।

ইনৌবিশ—১৫৭।

উ

উপস্কন্দ—২২৮, ২৬৯।

উবণ—২৩১।

ঊ

ঊর্নবাত—১৬০।

চ

চুম্বি—১৫৮।

ভ

ভারকাস্থ—২৪৮।

দ	২২৬, ২৪৮, ২৬৮, ২৮০, ৩৪৬।
দ্বয়—১৬২।	বৃজ্জব মাতা—২১০।
দানব—৫০২।	অ
দ্বিত্তি—৪২২, ৪২৬।	মদাহব—৪২০।
দীর্ঘজিহ্বা—১৬০।	অধু ও কৈটভ—৫৬।
দৈত্য—৫০২।	অথ—১৬১।
ধ	মহিষাসুর—৫৫, ২৪৮।
ধূনি—১৫৮।	যায়—৭০।
ন	মেঘনাদ—৩৫, ৩৬, ৫৬, ২৪৭।
নমুটি—৬৮, ১৫৭, ১৭৩, ১৭৪, ২০১,	র
২০২, ২০৩, ২০৪, ৪০২।	বাবণ—৩৫, ৩৬, ৫৬, ৬৭, ১০১, ২১৮,
নিমন্ত—২৪৮।	৪৬২।
প	বাহু—৩২৭, ৪৬৮।
পনি—৩৫, ১৬৮, ১৭৮, ২৪১, ৪৫৮।	বোহিণ—১৫৮।
প্রহ্লাদ—৫৬, ৫৭।	শ
পাক—১৬১।	শত্ৰু—৬৮, ৬৯, ১৫৭-১৬০, ২০১,
পিতৃ—৬২, ১৫৭।	২২৫।
পুলোমা—২১৮।	স্তম্ভ—২৪৮।
ব	স্তম্ভ—২০১।
বল—১৫৯, ১৬০, ১৬৮, ১০০, ২০১,	স
৪২১, ৪২২।	স্বন্দ—২২৮, ২৬৯।
বলি—৫৭।	স্বামী—৪৬২।
বর্চ—১৬০।	হ
বচি—৬২, ২০১।	হয়গ্রীব—২০২।
বাণ—৫৬।	হিমাশ্বত্মিণ—৫৬।
বিষাড—৪০৭।	স্মৃতি
বৃহ—৫৬, ৬৮, ৬৯, ১৬০-১৬৪, ১৭০-	অ
১৭৮, ২০১-২০৩, ২০৫, ২০৬, ২১৭,	অগ্নি—১০১।
	অস্মি—২৮১, ৫৫৫, ৫৭১।



অজি—৪৬৮, ৪৬৯ ।

অনুশ্রুয়া—৪৬৮ ।

অহল্যা—২২৭-২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৪২ ।

আ

আজিবন—২২৯, ৩০০, ৪৫৬ ।

আপালা—২৪৭ ।

ক

কলু—২৮১, ২৯২ ।

কণ—৪০৬ ।

কলি—৪০৮ ।

কক্ষীবান্—৪০৭ ।

কক্কাপ—৩০৭ ।

কাক্কাপ—৩০৭, ৫০৩ ।

কুংস—৪০৬ ।

কৃষ্ণ—৪০৭ ।

খ

খেল—৪০৬ ।

গ

গুংসমদ—১১৮ ।

গৌতম—২২৭-২৩৩, ২৩৫, ২৪২, ৩১৪ ।

ঘ

ঘোষা—৪০৭ ।

চ

চ্যবন—৪০৮, ৪০৯, ৪২১ ।

চিবকাবী—২২২ ।

ত

ত্ৰ্যমদহ্য—১৪ ।

ত্রিশিবা—১৭০-১৭২, ২১০-২১৫, ২২৬, ২৪৮, ২৬৩ ।

দ

দক্ষ—২৮১, ২৯২, ৩০৬, ৩০৮, ৩১৪ ।

দধীচি (দধাঙ্ক) — ১৬৬-১৭২, ২০৭, ২১০, ৩০৬, ৩০৮, ৩২৫, ৪০৭ ।

দীর্ঘশ্রবা—৪০১ ।

দেবহুতি—২৯২ ।

ন

নমী—১৫৭ ।

প

প্রচেতা—২৮১, ৩০৮ ৩১৩ ।

পর্বাভূজ—৪০৬, ৪০৯ ।

প্রাচীনবার্হি—৩১২ ।

প্রাচেতস—৩১৪ ।

পুরুকুংস—১, ৪০৬ ।

পুলহ—৫৬, ২৮১, ২৯২ ।

পুলহ—২৮১, ২৯২ ।

ব

বন্দন—৪০৬ ৪০৯ ।

বর্ষিষ্ঠা—৩০৭ ।

বর্ষিষ্ঠ—২৮১, ২৯২, ৪৬০ ।

বহুজ—২৪৬ ।

বাক্—১, ১২, ১৪ ।

বানদেব—১, ১৫ ।

বিশপলা—৪০৬, ৪০৭ ।

বিশ্বকায—৪০৭ ।

বিশ্বকপ—১৬৯, ১৭১, ১৭২, ২১১, ২১২ ।

বিশ্রবা—৫৬।

বিশ্বাপু—৪০৭।

বিশ্বামিত্র—২৪৭।

ভ

ভবত—২৫৩।

ভবদ্বাজ—২৭১, ৪৫৬।

ভৃগু—২৮১, ২৯৯।

ম

মবীচি—৫০২।

য

যাজ্ঞবল্ক—২০৭।

শ

শতকপা—১৯৯।

শযু—৪০৬।

শকল্য—৮।

শ্রাব—৪০৬।

শ্রীচার্য—৪৮৬।

শ্রীতর্ষ—৪০৬।

স

সনক—২৯৯।

সনৎকুমার—২৯৯।

সনন্দ—২৯৯।

সনাতন—২৯৯।

সপ্তর্ষি—২৮১।

স্বকথা—৪০২।

স্বধতা—৪৫৫, ৪৫৬।

গ্রন্থ

অ

অগ্নিপুরাণ—১০৫, ১১৮।

অগ্নর্ষবেদ—৭, ১৩, ১৬, ৩৭, ৩৮, ৭৭,

৮০, ১০৬, ১৩৫, ১৬৪, ২০৮, ২১৯,

২২০, ২২৪, ২৪৭, ২৫০, ২৬১, ২৭১,

৪৪৪, ৪৭৯, ৮০, ৪৯১, ৫০৪।

অন্নদামঙ্গল—১০৬, ১১৯, ২৯৯, ৩১৪।

অন্নদামঙ্গল—২৭, ১০৭, ২৩৩।

অর্থশাস্ত্র—৪৫, ৪৭।

অষ্টাব্যাসী—৪৫।

আ

আবহ্যগু (বন্দ পু)—৮৩।

(ভেদ) আবহুতা—৬৭, ৯৫, ১৯৭,

১৯৯, ২৫৬, ২৯৪, ৩২৬, ৪৭২।

আয়্যন—৩৩।

আখলাসন গৃহ্যসূত্র—২৭৮।

ই

ইলিষড্—৩৩।

ঐ

ঐশোপনিষৎ—৩২, ১১৪, ১৩৩।

উ

উপনিষৎ—১০, ১১, ১৯, ৩৩, ৮৩।

ঋ

ঋগ্বেদ—৪-৬, ৯, ১১, ১৫, ৩৪, ৬৯,

১০ ৫৭, ৭১, ৭৫, ৯৬, ১১১, ১৩৪,

১২৮, ১৩৮, ১৫৩, ১৬১-১৬৪, ১৭৫,

১৯৯, ২০৪, ২০৯, ২১৫-২১৮, ২১৭,

২২৬, ২৩৫ ২৬৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯,

২৬৯ ২৭০, ২৭৯, ২৮৭, ২৯০, ২৯১,

৩১৯, ৩২০, ৩৩৭, ৩৪৮, ৩১৭, ৪-৬

৫৪৩, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৬৩, ৫৬৮, ৫৭৮, ৫৮০,

৫৭০, ৫৯৩, ৬০০, ৬০২, ৬০৩।

ঋগ্বেদেব বদাহ্বাদ—৬২, ৯৫, ১০২,  
১২২, ১৩১, ১৭৮, ২০১, ২১০, ২২১,  
২৪১, ২৬০, ৩২৬, ৪৩৪, ৪৪৫, ৪৫৬,  
৪৭২, ৪৯৪, ৪৯৮. ৫১৬, ৫২১, ৫২৬।

ঐ

ঐতবেষ আৰণ্যক—৮২, ১৮৩, ২২১,  
৫০৪।

ঐতবেষ উপনিষৎ—৮৭।

ঐতবেষ ব্রাহ্মণ—৮, ৫১, ৭২, ৭৪,  
৮০, ১১০, ১১২, ১৪৫, ২১৯, ৩৩৯,  
৪৭১, ৪৪৭, ৪৮৯।

ক

কঠোপনিষৎ—২৯৫।

কথা—৪৪।

কবিকংকণ চণ্ডী—৩১৮।

কাব্য সঙ্কলন—২১৫।

কালিকাপুৰাণ—১৯, ২৫১, ২৫২, ২৯৫  
৫১১।

ক্রিয়াযোগসার—২৪৯।

কুমারসম্ভবকাব্য—২৪৮।

কূর্মপুৰাণ—১১০, ১১৪, ১৪৫, ১৪৬,  
২৩৫, ২৬০, ২৭৩।

কৃষ্ণবজ্রবেদ—৫২, ৭৪, ৯৭, ১০৭, ১৩৯,  
১৪০, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৭, ১৭০, ১৮৩,  
২০৭, ২১৯, ২২১, ২৬৬, ২৭১, ২৭৩,  
২৭৭ ২৮৯, ২৯২, ৩৩৬ ৪৮৮, ৪১৯,  
৫২০, ৫২২।

কৌশিক সূত্র—২৬৮।

কৌশিকী ব্রাহ্মণ—৬, ১১৬।

গ

গণেশ গীতা—২২, ২৪।

গীতা—২, ১০, ১৩, ১৮, ২২, ২৩, ৭২,  
৮১, ১৯৫, ২৩৫।

গ্রীকপুৰাণ—২৯০।

গৃহ্যসংগ্রহ—৭৬।

গোভিল গৃহ্যসূত্র—৯২, ১৫০, ১৮৮।

ছ

ছান্দোগ্য উপনিষৎ—১১২, ১১৩, ১৩৫,  
৪৬৬।

জ

জাতক—৪৩।

জাননসংহিতা—৩৩২, ৩৬৩, ৩৬৫।

ত

তন্ত্র—৩, ২৩।

তন্ত্ররাজতন্ত্র—৯১।

তন্ত্রসার—২৫০ ২৫১।

তবল্কার ব্রাহ্মণ—৯৮।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—৭১, ১৪২, ১৪৩,  
১৬০, ১৬৬, ১৯৩, ২২৫, ২৪৩, ২৫৬।

তৈত্তিরীয় আৰণ্যক—৫০৪।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—৫১, ৭৪, ১৪১,  
১৭২, ২৩০, ২৫৭, ২৭৮।

তৈত্তিরীয় সংহিতা—৮, ১৭৫।

দ

দেবী ভাগবত—২০৩, ২০৪, ২০৭,  
২০৯, ২১৭, ২৭৬।

ধ

ধর্মবঙ্গল—২৬, ২৭।

ন

নাট্যশাস্ত্র—২৫৩, ৫২০।  
নিষকটু—৬, ১৩৫, ১৩৯, ২১৭, ৪১৫।  
নিকন্তু—৫০, ৫৪, ৮৬, ১১২, ১২৬,  
১৩১, ১৫০, ১৯২, ২০০, ২৩৫, ২৬৬,  
২৬৭, ২৯১, ২৯২, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪০,  
৪১৮, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৯২,  
৫০০, ৫০৩, ৫০৭।

প

পঞ্চোপাঙ্গনা—৪১, ১১৯।  
প্রচাৰ পত্রিকা—৩৩, ৪০৩, ৪০৫।  
পদ্মপুৰাণ—২২, ১০৫, ১৪৪, ১৪৫,  
১৬৯, ১৯৫, ১৯৬, ২৩১, ২৪৮, ২৫০,  
২৮২, ২৯৭, ৩০৭, ৪২৩, ৪২৪।  
প্রপঞ্চসাবিত্র—৯০, ৯১।  
প্রভাসখণ্ড—১৪৬, ২৮৫, ৩১৪, ৩৩৩।  
পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—২৫৫।  
প্রাণোপনিষৎ—৮৫, ১১২।  
পাবন্য গৃহ্যসূত্র—৮৬।  
প্রাচীন বাংলা ও বাদালী—২৫৫।  
প্রাশ্নিক—১৩৪।  
পুৰাণ—৩, ৪, ১৬৭, ২৪৮, ২৫১, ২৯৫,  
৪২০।  
পূববী—১১৩।  
পৌরাণিক অভিধান—২৩০, ২৮১,  
৪৬২।  
পৌরাণিক উপাখ্যান—৩৫০।

ব

বদ্যাহ পুৰাণ—১৯, ২০, ১১২, ১৫৬,

২৮২, ২৮৩, ৩০১, ৩১০।  
ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ—২২৪, ২৩২, ২৯৭,  
৩২৭, ৩২৮।  
ব্রহ্মাণ্ডপুৰাণ—৩১৪।  
বাইবেল—৯৪।  
বাক্সনেনবী সংহিতা—৯, ২০৭।  
বামনপুৰাণ—২১, ২৪৪, ৩১৪, ৫০০,  
৫০৩, ৫২৪।  
বাঘবীষ সংহিতা—৩১২, ৩১৪।  
বায়ু পুৰাণ—২০, ২৩।  
বাম্ৰণ গ্রন্থ—৩৩, ২০৪, ৩১৭, ৩৩৪,  
৩৩৫।  
বাংলা দেশের ইতিহাস—২৫৫।  
বিক্রমোর্বশী—৫২৫।  
বিশ্বকর্মা শিল্পশাস্ত্র—৯০।  
বিষ্ণুসংহিতা—৯০, ১২০।  
বিষ্ণু পুৰাণ—১৯, ৩৪, ২৭৫, ২৭৬,  
২৮৬, ৩০০-৩০১, ৩৩৪, ৪৫৬।  
বীরাঙ্গনা কাব্য—৩৩৬।  
বৃহৎসংহিতা—৩০৫, ২২৩।  
বৃহৎ সংহিতা—২৩, ২৪, ১০২, ১১৯,  
১৮৪, ৫১৯।  
বৃহৎসংহিতা ভাষ্যভাষ্যের পুৰাণ—১২৬।  
বৃহৎসংহিতা—৩১১, ৩১২, ৫২৩।  
বৃহৎসংহিতা—১৭, ১০০, ১০১,  
১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭,  
১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩,

২৭৩, ২৮০, ৩০৭, ৪৪৯, ৪৯৫,  
 ৫০১।  
 বেদ ও তাহার ব্যাখ্যা—৮৫, ১৫২,  
 ১৯১, ২১০, ২২৬।  
 বেদেব দেবতা ও কৃষ্ণিকাল—৮৫, ১৩০,  
 ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৮৯, ১৯৫, ১৯৯,  
 ২৬৯, ৩১৯, ৩৪১ ৪২১, ৪২৮।  
 বেদেব পৰিচয়—৫০।  
 বৌদ্ধতত্ত্ব—২৫১।  
 বৌদ্ধ দেবদেবী—৪৪, ১১০, ১১৯,  
 ২৫১।  
 বৌদ্ধশাস্ত্র—৩৫।

## ভ

ভবিষ্যপুৰাণ—২৪, ১০৪, ১১৯।  
 ভাগবত—২০, ১৬৭, ২০৫, ২০৭, ২০৮,  
 ২১০, ২১৪, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৮, ২৬৯,  
 ২৯৯, ৪২২।  
 ভাবতবর্ষ ও বৃহত্তব ভাবতবর্ষেব পুৰাবৃত্ত  
 —৩১৯, ৩২৬।  
 ভাবত সংস্কৃতিৰ উৎসধাৰা—৬১, ৬৩,  
 ৬৯, ৯০, ৯৫।  
 ভাৰাব ইতিবৃত্ত—৬৫।  
 ভূমিখণ্ড—২৯৭, ৪২৪।

## ম

মঙ্গলকাব্য—২৬, ২৩২, ৪১০।  
 মৎস্যপুৰাণ—৯১, ২৭৫, ২৯০, ২৯৫  
 ৪৪৯।  
 মনসাব ভাসান—২৭।  
 মনুসংহিতা—৮০, ২৮০।

মহানিৰ্বাণতত্ত্ব—৯১, ১১১।  
 মহাভাবত—২৩, ৩৫, ৩৬, ৫৩, ৫৫,  
 ৮৮, ৯২, ৯৯, ১০০, ১২২, ১৩৬, ১৪৩,  
 ১৪৯-১৫১, ১৬৭, ১৭১, ১৭২, ১৮৮,  
 ২০২, ২০৪, ২০৭, ২০৯, ২১৪, ২২৬,  
 ২২৮, ২৩০, ২৪৭, ২৪৯, ২৫২,  
 ২৬২-২৬৪, ২৬৮, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬,  
 ২৯০, ২৯৫, ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৬,  
 ৩০৮, ৩০৯, ৩২৯, ৩৩১, ৪০৯, ৪১৯,  
 ৪৪৩, ৪৪৯, ৪৬০।  
 মার্কণ্ডেয় পুৰাণ—২৬৯, ২৭৬, ২৮৪,  
 ৩০৭।

মালিনী—৫৫৯।  
 মীমাংসা দৰ্শন—৩১।  
 মেগাস্থিনিসেব বিবৰণ—৪২।  
 মেঘনাদবধ কাব্য—২১৮, ২২৩।  
 মৈত্ৰাযণি সংহিতা—১৮৪, ২৩৫।

## য

যজুৰ্বেদ—১৫০, ৪০৫।  
 যোগিযাজ্ঞবল্ক—১১৭।

## র

রঘুবংশ—২১৬।  
 রবীন্দ্রসংগমে দ্বীপময় ভাবত—১২২।  
 বামাষণ—৩৫, ৩৬, ৬৯, ১০১, ১০২,  
 ১৫১, ১১৬, ২২১, ২২৭, ২২৮, ৪৬২।  
 বেৰাখণ্ড—২৮২, ৫০২।

## ল

লিঙ্গপুৰাণ—২০।

শ

শতপথ ব্রাহ্মণ—৮, ৭১, ৭২, ৭৮, ৮০,  
৮৬, ১১০, ১১২, ১৩৯, ১৭০, ১৭৪,  
১৮১, ১৮৮, ১৯৩, ১৯৪, ২৬৭, ২৭৪,  
২৭৮-২৮০, ৩১৯, ৩২১, ৪৩২, ৫০৩,  
৫২৩।

শল্যপর্ব—৩২৯, ৩৩০।

শাস্তিপর্ব—৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩২০,  
৩৩২, ৪৫৯।

শ্রামলী—১১৪।

শাহনামা—৩২৬।

শিবপূৰ্বাণ—৩১২, ৩৩২, ৩৩৫।

শিবায়ন—২৭, ২৯৯, ৩১৬-৩১৮।

শুক্ল যজুর্বেদ—৯, ১৬, ৩৮, ৭২, ৭৯,  
৮৫, ৯৭, ৯৮, ১১৩-১ ৫, ১৫০, ২০৭,  
২১৯, ২২০, ২৩৫, ২৬৬, ২৭১, ৩১৯,  
৩৪১, ৪১১।

শ্বেতাশ্বতথোপনিষৎ—৮০।

স

সর্বাঙ্গক্রমণি—৫০, ৯৮।

স্কন্দপূৰ্বাণ—১০১, ১০২, ১১৫, ১৪৫,  
১৫৬ ১৫১, ১৭৯, ২০৭, ২০৯, ২৩৫,  
২৬৯, ২৮২, ২৮৫, ৩১৪, ৩৩৩, ৪০৯,  
৪২০, ৪৫০, ৫০২।

সাধুপূৰ্বাণ—১১৯।

সান্দদা চবিত—২৩২।

সান্দদা তিলক—২২, ৯১, ১১৮।

সান্দদামঙ্গল—২৭।

সাংখ্য দর্শন—২৫।

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ—৮৬।

সূর্যশতক—১১৯।

সৌপ্তিক পর্ব—৩০৬, ৩১২।

হ

হবিবংশ—২১২, ২৩৫, ২৬০, ২৭৫,  
২৭৬, ৩০৮।

প্রস্থকার

অ

অবিনাশচন্দ্র দাস—(ডঃ দাস)—৩২,  
৩৪, ৫৩, ৬৭, ৬৮, ১২০, ২১০, ২৫৬,  
২৬১, ২৭১, ২৭৬, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৫,  
৫১৭।

অমবেশ্বর ঠাকুর—৩১, ১৫০, ১৫৪,  
২২২, ২৬৭ ২৯২, ৩৩৭, ৪১৩, ৪১৪,  
৪১৮, ৪৪৬, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৬৭, ৪৭০,  
৪৯২, ৫০০, ৫১৮, ৫২৮।

অমূল্যচরণ বিজ্ঞানচূষণ—৬১, ৬৬, ৯০।  
(শ্রী) অববিন্দ—৪, ৫, ৮৫, ১১২, ১৯৬,  
২৪২, ২৪৩, ৩২৪, ৪১১, ৫১৯।

আ

আলবেকী—৩৪, ১১৯।

উ

উদ্ভৃক্—২৮১।

উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—১৯৬, ৩২৬।

ক

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য—২৫।

কল্হ.—৩৭।

কাত্যায়ন—৫০।

কানিংহাম—৪৬।

কার্টিয়াস—৪২।

(মহাকবি) কালিদাস—২১৬, ৫২৫।

কালীপ্রসন্ন সিংহ—১৮৮।

কীথ্—৬৪।

কুমাবিল ভট্ট—২৩৬।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—২০০।

গ

গোপীনাথ বাণ্ড—৩৭।

গোবর্ধন আচার্য—২৫৫।

গোভিল—৭৬।

ঘ

ঘনবাম চক্রবর্তী—২৬।

জ

জাহ্নবী চক্রবর্তী—১২২।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪১, ৪৭, ১২১।

(শ্রী) জীব গোষ্ঠামী—২০৭, ২০৮।

জ্যেথোবি—৩৪।

জৈমিনী—৩১।

ঝ

দয়ানন্দ সব্বস্বতী—১৭।

দ্বিজ মাধব—১০৭, ২৩২।

দ্বিজ বামদেব—১০৭।

দ্বিজেন্দ্রলাল বায়—২৩৩।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—৪, ১৪৬, ১৫২, ১৬২, ১৬৪, ১২০, ১২১, ২০০, ২২৬, ৪১২, ৪৫২।

দুর্গাচার্য—৪৪৬।

ধ

ধীষেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—৩৪, ৩২২,

ন

নগেন্দ্রনাথ বসু—১৭।

নিকোলাস নোটাভিচ্—১৭।

নিরঞ্জনকাব—১২৫, ১৩৫, ১৫০, ২৩৮, ২৪২, ২৪৩, ২৬৭, ৩২৩, ৩০৭, ৪৬৭, ৪৭০, ৫০০, ৫১৮।

প

পতঞ্জলি—৩১, ৪৫, ৪৭।

প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য—৩৪।

ফ

ফেদুর্সী—৪৭২।

ব

বঙ্কিমচন্দ্র—২৩৩, ২৩৪, ৫০৩, ৫০৫।

ববাহমিহিন্স—৩৭, ১০২, ২৫২, ৫১২।

বালগঙ্গাধর তিলক—৩৪, ৪২২।

বাগ্মীকি—৩৬।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—৪৪, ৯৩, ১১০, ২৭১।

বিহারীলাল চক্রবর্তী—২৭।

ভ

ভবত মুনি—২৫৩, ৫২০।

ভাবতচন্দ্র—১০৬, ১১২, ৩১৪, ৩১৫।

ভিন্তারনিৎস্—৩৪।

ম

মল্ল—৮৫।

মধুসূদন—১১২।

মহীধর—২৭, ১০৬, ১১৫, ২১৬, ১৫৪,

২০০, ২১৭, ২২০, ২২১, ২৬১, ৪১৮,  
৪১৯, ৪৫০, ৪৯০, ৫০৪, ৫০৭।  
মধুসূদন দত্ত—৩৩৬।  
ম্যাকডোনেল—৯, ৩৪, ৩৯, ৭৮, ৯৪,  
১১৭, ১২৪, ১৩২, ১৩৬, ১৪৩, ২২৫,  
৩২৩, ৪১৫, ৪১৮, ৪৮৫, ৫১০।  
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—৩১৮।  
মেগাস্থিনিস—৪১, ৪২।  
মোক্ষমূল্য—৩১, ৬৭, ৬৮, ২৪১, ২৯৪,  
৪৮৫।

য

যাক—৩০, ৩৫, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৬, ৬০,  
৬১, ৮, ১১২, ১১৭, ১২৬, ১৩১,  
১৩৫, ১৩৯, ১৫৪, ১৭৬, ১৮৬, ১৯২,  
২০১, ২১৭, ২২২, ২৩৫, ২৩৬, ২৬০,  
২৬৪, ২৭২, ২৭৭, ২৮৮, ২৯১, ৩১৯,  
৩২১, ৩৩৯-৩৪১, ৪১০, ৪১৩, ৪১৮,  
৪৩০, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৬,  
৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬৯, ৪৭৪,  
৪৭৯, ৪৯৩, ৪৯৯, ৫০৭, ৫১৮, ৫১৯,  
৫২০, ৫২৩, ৫২৫, ৫২৮।

যোগিবাহু বহু—৫০।

যোগেশচন্দ্র বায়—৩৪, ৮৪, ১২৪, ১৩১,  
১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ৯২, ১৯৮, ২১০,  
২৬৯, ৩১৯, ৩২৫, ৩৪০, ৪১২, ৫২১,  
৫২৮।

ঝ

বজনীকান্ত গুহ—৪২।  
ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১১৩, ১১৪, ১৩৪,  
৪৫৯, ৫২৫।

বমানাথ সবস্বতী—১৯৭, ১৯৮, ১৯৯।  
বরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত—১৩, ১৪, ৬২, ৬৫,  
১০৭, ১১৬, ১৩০, ১৫১, ১৬৮, ১৭৭,  
১৯০, ২০১, ২০৭, ২১৮, ২২১, ২৩৯,  
২৪১, ২৫৪, ২৬০, ২৯০, ৩২১, ৩৩৯,  
৪১২, ৪৪৩, ৪৪৯, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৭০,  
৪৭২, ৪৭৪, ৪৮২, ৪৯৪, ৪৯৫, ৫১৭,  
৫২১, ৫২৫।

বাজেন্দ্রলাল মিত্র—৫১৮।

বাধাকুম্ভ স্বথার্জী—৪৫।

বাধাগোবিন্দ বসাক—৪৫।

বামরুক্ষ গোপাল ভাণ্ডারকর—৪১।

বামপ্রসাদ সেন—২৬।

বামদেব—২৩২।

বামেশ্বর (ভট্টাচার্য) ২৭, ৩৬, ৩১৮।

বাপ্পন—৪৬, ৪৭।

রূপবাম চক্রবর্তী—২৬।

বেঙ্গাউল কবিয়—৩৪।

ল

লেক্টুচার্ট কেনেডি—৩২, ৩৭।

শ

শংকরাচার্য—১৩৩।

শ্রীধর স্বামী—২০৮।

স

সন্দ স্বামী—৬১, ২৯২, ৪৫৬, ৪৬৯,  
৪৭৩, ৫২৮।

সত্যব্রত সামশ্রমী—১৩২, ১৫০, ১৮৭।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—২১৫।

সায়নাচার্য—৪, ৯, ৬০, ৮৬, ৮৯, ১০৮,



১০৯, ১১৭, ১৩৮, ১৪৩, ১৪৯, ১৫০,  
১৬৭, ১৬৮, ১৭৬, ১৮২, ১৯১, ১৯২,  
১৯৭, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৬, ২১৭,  
২১৮, ২২১, ২৩৯, ২৪৭, ২৫৭, ২৬৪,  
২৬৮, ২৭৭, ২৯১, ৩২০, ৩২৫, ৪০১,  
৪৩১, ৪৪৭, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৩, ৫২১।  
সিলভা লেভি—১৭।

শ্মিথ—৪৭।

সুকুমার সেন—৬৫, ২৫৫।

হ

হপ্‌কিন্স—১৫০।

হিউম—৭।

হিউয়েন সাঙ—১১৯।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—২০৫।

হোয়াব ৩৩, ১৯৮।

ক

কমানন্দ কেতকাদাস—২৭।

কির্তীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—৮৬, ২২১।

বিবিধ

অ

অকুপার—৫০৩।

অজুর্ন—০ ১৩, ৩৬, ৮১, ২৪৯।

অদ্রিব—২১৮।

অব্যঙ্গ—১২১।

অরব—০৯, ৪৩৬।

অশ্ব—৪৪৫, ৪৪৬।

অশ্বথ বৃক্ষ—২৯৭।

অশ্বশির্ষ—২০৮, ২০৯।

অশ্বিষেব বাহন—৪১৫।

অশ্বিনী—৩৪০।

আ

আর্জাকদেশ—৩৪০।

আপ্তা—৪৭২-৪৭৪।

আলেক্সান্ডার—৪২।

আসিরীয়—২০০।

ই

ইন্দ্রজাল—২৫০।

ইন্দ্রধ্বজ—২৫২, ২৫৩।

ইন্দ্রপূজা—২৫০, ২৫১, ২৫৪, ২৫৬,  
২৭৩।

ইন্দ্রমিত্র—২৫০।

ইন্দ্রের পুত্রবধূ—২৪৫।

ইন্দ্রের মূর্তি—২৫০।

ইন্দ্রযজ্ঞ—২৫৭।

উ

উর্চৈশ্রবা—২১৭, ৪৮০।

ঋ

ঋজাধ—৪০৬।

ঐ

ঐবাবত্ত—২১৭, ২২৬ ৪৮০।

ক

কচ্ছপ—৫০৩।

কবিক—৪৬, ১২১।

কর্কজু—৪০৬।

কর্ণ—১২৩।

কপি—৫৯৮।

কামধেনু—৪৬০।

কুন্তী—২৪২।

কুলুত মুদ্রা—১২০।

কৌশাঘী—৪৬, ১২১।

খ

খগ—৩০৭।

খাণ্ডবদহন—২৩৮।

গ

গন্ধর্ব—৩০৭।

গুপ্ত রাজা—৪০।

গুপ্ত রাজাদেব মুদ্রা—৪৫, ৯৩।

গ্রীকদেবদেবী—৩৩।

গোবর্ধন গিবি—২৫৭।

চ

চমস—২৬৪, ৪৫২, ৪৫৬, ৪৫৭।

চেদিবাজ—২৫২, ৪৬১, ৪৬২।

জ

জর্জব—২৫৪।

জোহব—৪৭২।

ঝ

ঝুলন—১২৩।

ট

ট্রয়যুদ্ধ—১৯৮।

টিটানকুল—১৯৮।

ড

ডক্ষক—২৫৪।

ডক্ষশিলা—৪৬।

ডাক্তর উপাসনা—৩।

ডিলোলুম্বা—২২৮, ২৬১।

দ

দভীতি—১৫৮।

দশম যুগল—৯-১১, ১৩, ২৪, ৬১, ৬৩,

২৭০, ২৭৬, ২৯০, ৪১৫, ৪৯৮।

দশবধ—৩৬।

দাক্ষিণ যজ্ঞ—২৮০, ৩২৫।

দিবসপুত্র—৪৩৭।

দেববৈত—৪০৩।

দেবীহুজ—১২।

দোণ—১২৩।

ধ

ধনঞ্জব—৪০২।

ধর্মপাল—২৯৫।

ধর্মকপী সাবসেব—২৯০।

ধাবাধোব—১২০।

ধ্রুবতাবা—৪৬৫।

ন

নন্দ (গোপ)—২৫৭, ৪৬১, ৪৬২।

নন্দী—৩০০, ৩১২, ৩১৬, ৩১৭।

নর্থ—৪০৬।

নল—(বানর)—২৭৫।

নহব—২২২, ২২৪, ২৪৯।

নাক ৪৩৫।

নাগ—৩০৭।

নান্দীমুখ—৪৬১।

নাবাধণ বর্ষা—২০৮-২০৯।

নৃষদ্পুত্র—৪০৬।

প

পঞ্চজন—৩৪৩।

পদ্মগন্ধা—২৫০।

প্রভাস—২৭৫, ৩৩১।

ପାଞ୍ଚାଳ—୫୧ ।

ପାବିନ—୧୨୮ ।

ପିତୃପୂଜାବେଳା ତର୍ପଣ—୫୮୨ ।

ପୁରୁଷ ସ୍ତୁତି—୨-୧୦, ୧୩, ୧୧୨ ।

ପୁରୁଷ—୨୧୦, ୨୮୩ ।

ପୃଥୁ—୫୧୧ ।

ବ

ବନ୍ଧା—୫୦୬ ।

ବନ୍ଧିଯତୀ—୧୨୨ ।

ବନ୍ଧ୍ୟା—୨୩ ।

ବଳିଦୀପ—୧୨୨ ।

ବନ୍ଧୁଦନ୍ତ—୨୫୮ ।

ବନ୍ଧୁଧାବା—୫୬୨ ।

ବନ୍ଧୁମନା—୧୧୫ ।

ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର—୩୧୦ ।

ବଡ଼ବାଗ୍ନି—୫୮୮ ।

ବଡ଼ବାନି—୫୦୩ ।

ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା—୨୦୧-୨୦୨ ।

ବାଣୀ—୨୬୫ ।

ବାହୁକି—୨୫୫ ।

ବାହୁଦେବ—( କୁବାସବାହୁ )—୫୬ ।

ବାହୁଡ଼ା-ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣ—୨୫୫ ।

ବିଷ୍ଣୁନ—୨୫୧ ।

ବିଦ୍ୟା—୫୩୫, ୫୩୬ ।

ବିଦ୍ୟାତାଗ୍ନି—୫୫୨ ।

ବିବାଟ ପୁରୁଷ—୨୧୬ ।

ବୁଦ୍ଧଦେବେଶ୍ୱରୀ—୫୩ ।

ବୁଧ—୫୫୬, ୫୫୭ ।

ବୁଦ୍ଧିବଦ୍ଧ—୫୧ ।

ବୁଦ୍ଧିପାତି (ଦେବଶକ୍ତି)—୫୫ ।

ବୁଦ୍ଧିପାତି ମିତ୍ର—୧୨୧ ।

ବୋଧି କୋହି—୬୫ ।

ଜ

ଜାହାମିତ୍ର—୧୨୦ ।

ଜିହ୍ୱା—୫୦୩-୫୦୫ ।

ଜିହ୍ୱାମେନ—୫୫୦ ।

ଜିହ୍ୱା—୫୬୦-୫୬୧ ।

ଞ

ଞ୍ଜରାକ୍ଷଣ—୧୨୧ ।

ଞ୍ଜରାକ୍ଷଣ—୫୮୨ ।

ଞ୍ଜରା—୫୬ ।

ଞ୍ଜରା—୧୬୧-୧୬୨, ୧୮୧, ୨୦୮-୨୧୦ ।

ଞ୍ଜରା—୨୫୦ ।

ଞ୍ଜରା ପର୍ବତ—୩୫୩ ।

ଞ୍ଜରା—୨୨-୩୦ ।

ଞ୍ଜରା ନକ୍ଷତ୍ର—୫୫୨ ।

ଞ୍ଜରା ( ଅପ୍ସରା )—୨୫୧ ।

ଞ୍ଜରା—୧୧୫, ୨୧୫-୨୧୬ ।

ଞ୍ଜରା-ଜୋ-ହାଡ଼ା—୩୫, ୩୬ ।

ଞ

ଞ୍ଜରା—୩୦୧ ।

ଞ୍ଜରା—୩୮ ।

ଞ୍ଜରା—୮୬ ।

ଞ୍ଜରା—୨୦୧ ।

ଞ୍ଜରା—୫୬୨ ।

ଞ୍ଜରା—୨୫୦ ।

ଞ୍ଜରା-ସମାଧି ମନ୍ଦିର—୧୧ ।

র--

বঘু—২১০।

বাম ( বাজা )—৬১।

ল

লংকাপুৰী—২৭৪।

লক্ষ্মীর মূর্তি—৪৬।

শ

শঙ্কৰী—২৬৬।

শক্ৰোখান—২৫৪।

শৰ্বাতি—৪০২।

শৰ্বনাথ সর্বোবব—৩৪৩।

শান্তনু—৪৬১।

শিবমন্দির—৪৬।

শিবশক্তিভব—২৫।

শ্রীৰামকৃষ্ণ—২৮।

শুক্ৰাচার্য—৫৫।

শুক্ৰবংশ—২৫০।

শুক্ৰবাল্লাদেব মুদ্রা—৪৭।

স

সগর বাজা—২২৪।

সত্যবান—২২৬।

সন্ধ্যাঙ্ক—৪৮২।

সমুদ্র—৪৭২।

সমুদ্রমন্ডন—২১৭, ৩২৭, ৪৭২।

সবস্বতী নদী—৩৪৩।

সাইরাস—১১৭।

সাম্বত—৪১।

সায়মজ্ঞ—১৬০, ২২৫-২২৬।

সায়মেঘ—২৩৮।

সিদ্ধু—৪০৩।

সীতাবাম শাস্ত্রী—৫১।

সুব—৬৫, ১২০।

সুধমিত্র—১২০।

সুষ্টিভব—৪৮০।

সোমলতা—৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৩।

সোমযাগ—২২৫।

সোমেব প্রতি তাবা—৩৩৬।

সৌবসেনব—৪১।

হ

হুয়ান—২১৬, ৪৪০।

হবগ্রীব বিজা—২০৭-২০৮।

হাইড্রা—১২৮।

হিমালব—৩১২, ৩১৪।

হিরণ্যগর্তমূক—২৭৭।

হিরণ্যহস্ত—৪০৭।

হবিষ্—৪৬, ১২২।

হেলিয়স—১২২।

ইংরাজী

দেবতা

Apollo—৪১৫।

Areion—৪১৪।

Artemis—৪১৫।

Athena—৪৭২, ৫১৮।

Aurora—৫১৮।

Charites—১১০।

Castor—৪১২।

Desponia—৪১৪ ।  
 Dionysus—৪০, ৪৩ ।  
 Eos—৫১৮ ।  
 Eros—১০২ ।  
 Erynys—৪১৪ ।  
 Hebenes—১২২ ।  
 Helios—১২২ ।  
 Hephaistos—২৪-২৫ ।  
 Hestia—১৪ ।  
 Heracles—৪১, ৪৩ ।  
 Jovis—১১১ ।  
 Jupiter—১১১ ।  
 Langlois—২১০ ।  
 Minerva—৫১৮ ।  
 Orpheus—৪৪৪ ।  
 Pavonius—৪৪১ ।  
 Phoroneus—২৫ ।  
 Pluto—২২০ ।  
 Pollux—৪১২ ।  
 Prometheus—২৫, ৪৪৪ ।  
 Sol—১২২ ।  
 Tin—১১১ ।  
 Toyr—১২২ ।  
 Triton—৪১২ ।  
 Vulcan—২৪, ২৫ ।  
 Zeus—১১১, ৪১২, ৫১০-৫১১ ।  
 Zio—১১১ ।

### গ্রন্থ

Ancient and Hindu Mythology—৬, ২৩, ৩২, ৩৯ ।  
 Ancient Indian Numismatics—২৩, ২৫০ ।  
 Ancient India as described by Arrian and Megasthenes—৪১-৪৩ ।

Aryan Witness—২০০ ।  
 Buddhist and Hindu Mythology—৩১, ৪২ ।  
 Buddhism and Mythology—১০ ।  
 Cambridge History of India—১৩, ৪২, ৬৪ ।  
 Chamber's Encyclopædia—৪১০ ।  
 Chips from a German workshop—৩১, ১০২, ১২৮, ৪৫১ ।  
 Classical Dictionary of Hindu Mythology—১৪৮, ১৫১, ২৪২, ২৭২, ৪৮৫, ৫০৫ ।  
 Development of Hindu Iconography—৪৭ ।  
 Epics, Myths and legends of India—১২৮, ২৬২, ২৬৩, ২১০, ২২৫ ।  
 Epic Mythology—৩৬-৩৭, ১৪৮, ১৫০, ১৬২, ৪৬৫ ।  
 Elements of Hindu Iconography—৩৫-৩৭ ।  
 Gods of Northern Buddhism—২২৫ ।  
 Gods in Indian Religion—২৩, ৩৯ ।  
 Greek Myths—৪১৫ ।  
 Hinduism and Buddhism—১৬, ৪০, ৫৩, ৮২, ২৪, ২১২ ।  
 Hindu Mythology—৪২৪, ৫০২ ।  
 Hindu Polytheism—১, ১৭, ২৮, ৩২৪, ৪৬৫-৪৬৬ ।  
 History of Indian Literature—৪৮ ।  
 Hume's Essays—৬ ।

India what can it teach us—  
২৩৭।

Introduction to Mythology and  
Folklore—১৯৮।

Indo-Aryans—৫১৮।

Journal of the Dept. of Science  
—৪২২।

Journal of German Oriental  
Society—৩২।

Mahabharata,—a History and  
Drama—২০৮।

On the Veda—৪, ৫, ১৭, ৮৫,  
১১২, ১২৬, ২৪৩, ৪১২, ৫১৩।

Oriental Sanskrit Texts—১৪৮,  
১৫৩, ১৯৪, ৫১০, ৫২১।

Primitive Culture—২৩৪।

Rigveda—(Trans.)—১৫২।

Rgvedic Culture—৩২, ৬৩, ৬৪,  
১২৭, ১৩০, ২১১, ২৬২, ২৭১, ২৭৬,  
৪৫৮, ৪৭৫, ৪৯৯, ৫১৭।

Rgvedic India—৬৭, ২৫৬।

Religion and Philosophy—৯৪।

Religion of the Veda—১২৫।

Religions of India—৪৯৪।

Saddha Kalyana Sakti Anka  
—২৮১।

Science and Language—১১০,  
২৪২, ২৪৪, ২৪৪, ৫২২।

Selected Essays—৫২৭।

Vedic Age—১৩, ৬৪।

Vedic Mythology—৩৯, ৪২, ৭৫,  
১১৭, ১৩২, ১৩৬, ১৪৯, ২৬২, ২৬৮,  
২৭২, ৩২৩, ৪১০, ৪১১, ৪১৮, ৪৩০,  
৪৫০, ৪৮৫, ৪৯৩, ৪৯৫, ৫০৯, ৫১০।

Vedic Selections—২২১, ২৭৭,  
২৯১, ২৯২, ২৯৪, ৪১৮।

Vedic Reader—৯, ৩৯।

### গ্রন্থকার

A B Keith—১৩, ৪২।

A C Das—৬৪।

Alain Danielou—১, ৮৫।

Alfred Ludwig—১৪।

Alice Getty—২৯৫।

A Macdonell—৯, ৪২, ৪৫০, ৪৮৯।

A. Weber—৪৮।

Benfey—৪০৯, ৫১০।

B K. Ghosh—৬৪।

Bloomfield—১৩৬, ১৯৪।

(Dr.) Bollenson—৩২।

Bothlink—৪৪৪।

H. W. Hopkins—৩৭, ৯২, ১৪৮,  
৪৬৫।

Gold Stuker—৪১০, ৫২১।

Gopinath Rao—৩৫।

Hillebrandt—১৯৪।

H. K. Day Chaudhuri—২৯।

Jacobi—৩৪।

John Dowson—১৫১, ২৪১, ৪৮৬,  
৫০৪।

Kuhn—৪০৯।

Lieut. Col Vans Kennedy—৬,  
২৯, ৩১, ৩৪।

L. V. Schroeder—৩৪।

Maxmuller—৩১, ৩৩, ১০৮, ১১০,  
১৩২, ১৫২, ১৯৮, ২৬৬, ২৪১, ২৪৩,  
৪০৯, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৫৬,  
৪৫৮, ৪৯৩, ৫১১, ৫২২, ৫২৭।

M. Barth—৪৯৪।

Mc Crindle—৪২।

Muir—১৯৪, ৪১০, ৪৪৪।

Pramatha Nath Mallik—২৩৮।

Prof. Roth—১৪৬, ১৫২।

Prof. Williams—৩২।

Robert Graves—৪১৫।

S. K. Chakravarti—২৫০।

S. K. Chatterjee—৪১৮।

Sir Charles Elio.—১৬, ৪০, ৪৯,  
২১২।

Smith—৪৭, ১৫০।

Tylor—২৩৪।

Victor Henry—১৩৬।

Willson—১৩২, ৪৫৮, ৪৫৬, ৪৯৩।

Winternitz—১৪, ৪৮।

W. G. Wilkins—৪৯৪।

## অন্যান্য

Alexander—৪১।

Bergaigne—৪১১।

Hanglois—৪৯৩।

